আনওয়ারুল মিশকাত শরহে

মিশকাতুল মাসাবীহ

আরবি-বাংলা

অনুবাদ ও রচনায়

মাওলানা আহমদ মায়মূন

মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

মাওলানা মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক

লেখক ও সম্পাদক, ইসলামিয়া কুতুবখানা সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ [৭ম খণ্ড]

অনুবাদ ও সম্পাদনায় ❖ মাওলানা আহমদ মায়মূন
মাওলানা মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক

প্রকাশক ❖ আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম. এম.

প্রকাশকাল ❖ ১৪ জমাদিউস সানি, ১৪৩৩ হিজরি
৫ মে, ২০১২ ইংরেজি
২২ বৈশাখ, ১৪১৯ বাংলা

শব্দবিন্যাস ❖ ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম
২৮/এ, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ❖ ৫৯৫.০০ [পাঁচশত পঁচানব্বই টাকা মাত্র]

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَابُ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ

পরিচ্ছেদ : হাউযে কাওছার ও শাফা'আতের বর্ণনা

"اَلْحَوْضُ" -এর অর্থ : "حَوْض" -এর আভিধানিক অর্থ হলো– পানি একত্রিত হওয়া এবং প্রবাহিত হওয়া। এ কারণেই যে দূষিত রক্ত মহিলাদের প্রতি মাসে নির্গত হয় তাকে "حَيْض" বলা হয়, যেহেতু এ "حَيْض" শব্দটিও "حَوْض" হতেই গঠিত। এখানে "حَوْض" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন 'নহর' যা কিয়ামত দিবসে রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে এবং যার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলি এ পরিচ্ছেদে আলোচিত হাদীসসমূহের মাধ্যমে জানা যাবে। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৪৮]

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর দুটি হাউজ রয়েছে। একটি হাশরের ময়দানে পুলসিরাতের পূর্বে দান করা হবে, আর দ্বিতীয়টি জান্নাতের মধ্যে। আর উভয় হাউজকে কাওছার বলা হয়ে থাকে। আর কাওছারের মূল অর্থ হচ্ছে– অধিক কল্যাণ। একেই কুরআনে কারীমের মধ্যে إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ [অর্থাৎ (হে নবী!) নিশ্চয় আমি আপনাকে (হাউযে) কাওছার দান করেছি।] বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা সর্বপ্রকার ইলম, আমল ও সমৃদ্ধিসমূহ এবং ইহকাল ও পরকালের মর্যাদাকে অন্তর্ভুক্ত করে। রাসূল ﷺ -এর সন্তানসন্ততি এবং অনুসারীগণ এবং উম্মতের ওলামায়ে কেরামও এ অধিক কল্যাণপ্রাপ্ত লোকদের মধ্য হতে হবেন। আর হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে যে হাউযে কাওছারকে كَوْثَرُ الَّذِيْ أَعْطَاكَ رَبُّكَ [অর্থাৎ ঐ কাউছার যা আপনাকে আপনার প্রভু দান করেছেন।] বলা হয়েছে– এটা তার অংশবিশেষ হওয়ার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। একথা নয় যে, কাওছার এ হাউজ বা নদীর মাঝে সীমাবদ্ধ। আর এ হাউজের আকৃতি এবং দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতার ব্যাপারে যে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে যে, 'তা আদন থেকে আয়লা পর্যন্ত এবং আদন থেকে আম্মান পর্যন্ত এবং সানআ ও মদিনার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমপরিমাণ হবে'– এসব অনুমানের ভিত্তিতে বলা হয়েছে; বিশেষ কোনো সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়।

এ হাউজের পানি দুধ এবং বরফের চেয়ে অধিক সাদা এবং মধুর চেয়ে অধিক মিষ্ট হবে। তার মাটি মিশকে আম্বরের চেয়ে অধিক সুঘ্রাণযুক্ত হবে। আর তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির চেয়েও অধিক হবে। এ হাউজ থেকে যে ব্যক্তি একবার পান করবে সে কখনো অস্থিরতামূলক তৃষ্ণায় লিপ্ত হবে না। স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর মুবারক হস্তে এ বরকতপূর্ণ পানি পান করাবেন।

"اَلشَّفَاعَةُ" -এর অর্থ : শাফা'আতের অর্থ হলো, পাপ মার্জনার জন্য সুপারিশ করা। যেহেতু সর্বপ্রথম রাসূলে কারীম ﷺ কিয়ামত দিবসে আল্লাহর দরবারে গুনাহগার ও অপরাধী বান্দাদের ক্ষমার জন্য আবেদন করবেন তাই সাধারণত 'শাফা'আত' শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মূলত "شَفَاعَةٌ" শব্দটি "شَفْعٌ" হতে নির্গত। যার মূল অর্থ হলো– জোড়া করা, যুক্ত করা, এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে মিলানো। "وِتْرٌ" [বিজোড়]-এর বিপরীতে যে "شَفْع" [জোড়] শব্দ ব্যবহৃত হয় তা এ অর্থ হিসেবেই হয়ে থাকে। অদ্রূপ ভূমি বা বাসস্থানের পারিপার্শ্বিকতার কারণে যে ক্রয় অধিকার অর্জিত হয় তাকেও "شُفْعَةٌ" এ অর্থের সূত্রেই বলা হয়। আর "شَفَاعَةٌ" -এর মাঝেও এ অর্থ এ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে যে, শাফা'আতকারী অপরাধী ও পাপীদের মার্জনার আবেদন করে যেন নিজেকেও উক্ত অপরাধী ও পাপীদের সাথে যুক্ত করে নিয়েছে। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৪৮]

"اَلشَّفَاعَةُ" -এর প্রকারভেদ : شَفَاعَةٌ হচ্ছে কয়েক প্রকার। প্রথম প্রকার হচ্ছে شَفَاعَتِ كُبْرٰى [বৃহৎ শাফা'আত] যা শুধু আমাদের নবী করীম ﷺ -এর সাথে নির্দিষ্ট অন্য কোনো নবী কিংবা ওলী এ বিশেষত্বের অধিকারী হবেন না। তা হচ্ছে, হাশরের ময়দানের হতাশা, ক্লান্তি ও কষ্ট থেকে মুক্ত করে হিসাবের জন্য পেশ করা। যেমন বুখারী ও মুসলিম হাদীসগ্রন্থদ্বয়ে হযরত আনাস (রা.) থেকে দীর্ঘ হাদীস রয়েছে যে, মানুষ একের পর এক আম্বিয়ায়ে কেরামের খেদমতে যাবে কিন্তু প্রত্যেক নবী ও রাসূল নিজ নিজ ইজতেহাদী ত্রুটিকে স্মরণ করে সুপারিশের সাহস করবেন না এবং সবাই রাসূল ﷺ -এর দিকে ইঙ্গিত করবেন যে, তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সব ধরনের ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে, তাই সুপারিশের একমাত্র তিনিই সাহস করতে পারেন। আর নবী করীম ﷺ শাফা'আতের জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়বেন।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ঐ শাফা'আত যা কিছু সংখ্যক মুমিনদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর লক্ষ্যে হবে। এটাও শুধু রাসূল ﷺ -এর জন্য নির্দিষ্ট।

তৃতীয় প্রকার শাফা'আত ঐ সকল গুনাহগার মুমিনদেরকে দোজখ থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে হবে যাদের ছওয়াব ও গুনাহ বরাবর। আর এ ধরনের শাফা'আত সকল নবী-রাসূল এবং পুণ্যবান ব্যক্তিগণ আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে করতে পারবেন।

চতুর্থ প্রকার শাফা'আত ঐ সকল গুনাহগার মুমিনদেরকে দোজখ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে হবে যারা দোজখের উপযুক্ত বলে সিদ্ধান্ত হবে। শাফা'আতের এ প্রকারও হচ্ছে ব্যাপক, সকল নবী-রাসূল এবং পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ করতে পারবেন।
পঞ্চম প্রকার হচ্ছে যা বিশেষ মুমিনদের মর্যাদা উঁচু করার জন্য হবে। এটাও নবী-রাসূল ও ওলী সকলেই করতে পারবেন।
–[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৪৮ ও ৪৪৯)

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٣٣١ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا اَسِيْرُ فِى الْجَنَّةِ اِذَا اَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هٰذَا يَا جِبْرَئِيْلُ قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِىْ اَعْطَاكَ رَبُّكَ فَاِذَا طِيْنُهُ مِسْكٌ اَذْفَرُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৩৩১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [মি'রাজের রাত্রে] জান্নাত ভ্রমণকালে হঠাৎ আমি একটি নহরের নিকট উপস্থিত হলাম, যার উভয় পার্শ্বে শূন্যগর্ভ মুক্তার গুম্বজ সাজানো রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরাঈল! এটা কী? তিনি বললেন, এটাই সেই কাওছার যা আপনার রব আপনাকে দান করেছেন। তার মাটি মিশকের ন্যায় সুগন্ধময়। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "اَلْمُجَوَّفُ" শব্দের অর্থ– শূন্যগর্ভ, ফাঁপা, ফাঁকা। 'শূন্যগর্ভ মুক্তার গুম্বজ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 'হাউযে কাওছার' -এর উভয় তীরে যে সকল গুম্বজ ও মিনার অবস্থিত তা ইট-পাথর ও চুনা-কাদা জাতীয় বস্তু দ্বারা নির্মিত নয়; বরং প্রত্যেকটি গুম্বজ মূলত এক একটি বিশাল আকৃতির মুক্তা যার ভিতরটা ফাঁপা এবং যাতে বসবাসের সব ধরনের উপকরণ বিদ্যমান। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৪৯]
قَوْلُهُ "اَلَّذِىْ اَعْطَاكَ رَبُّكَ" : 'যা আপনার রব আপনাকে দান করেছেন।' উক্ত বাক্যাংশের মাধ্যমে আয়াতে কারীমা "اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ" -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার তাফসীরের ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কেরামের বড় একটি অংশ বলেছেন যে, উক্ত আয়াতে কারীমায় উল্লিখিত "كَوْثَرٌ" শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "خَيْرٌ كَثِيْرٌ" অর্থাৎ 'অসংখ্য কল্যাণ ও প্রচুর নিয়ামত' যা আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -কে প্রদান করেছেন। এতে নবুয়ত, রিসালাত, কুরআনে কারীম এবং ইলম ও হিকমতের নিয়ামতসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং সাথে সাথে উম্মতের সংখ্যা অধিক হওয়া ও ঐ সকল উচ্চ মর্যাদাও শামিল রয়েছে যা আখেরাতে রাসূলে কারীম ﷺ -কে প্রদান করা হবে; তন্মধ্যে অন্যতম হলো– মাকামে মাহমূদ, লিওয়ায়ে মামদূদ ও উল্লিখিত হাউজ [কাওছার]। এ হিসেবে এ ব্যাপারে কোনো অসঙ্গতি নেই যে, "كَوْثَرٌ" দ্বারা উদ্দেশ্য 'হাউযে কাওছার' হবে কিংবা 'অসংখ্য কল্যাণ ও প্রচুর নিয়ামত' হবে। কেননা দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য হওয়ার সুরতে হাউজে কাওছারের অন্তর্ভুক্তির সাথে সাথে সকল নিয়ামত ও কল্যাণও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এ সুরতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর উল্লিখিত জবাবের সারাংশ এই হবে যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে "كَوْثَرٌ" [অসংখ্য কল্যাণ ও প্রচুর নিয়ামত] প্রদান করেছেন তন্মধ্য হতেই একটি অন্যতম নিয়ামত হলো 'হাউযে কাওছার'।
কিছু সংখ্যক মুফাসসিরীনে কেরাম "كَوْثَرٌ" দ্বারা উদ্দেশ্য 'সন্তান ও ওলামায়ে উম্মত' লিখেছেন; কিন্তু এ মতও "خَيْرٌ كَثِيْرٌ" -এর মতের বিপরীত নয়; কেননা এ দুটি বিষয়ও [অর্থাৎ সন্তান ও ওলামায়ে উম্মত] "خَيْرٌ كَثِيْرٌ" -এর অন্তর্ভুক্ত।
–[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৫০]

وَعَنْ ٥٣٣٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَوْضِىْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاءُهُ اَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ اَبَدًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩৩২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার হাউজের প্রশস্ততা এক মাসের পথের সমপরিমাণ এবং তার চতুর্দিকও সমপরিমাণ আর তার পানি দুধের চেয়েও অধিক সাদা এবং তার ঘ্রাণ মৃগনাভি অপেক্ষাও অধিক খুশবুদার, আর তার পানপাত্রসমূহ আকাশের তারকার ন্যায় [অধিক ও উজ্জ্বল]। যে তা হতে একবার পান করবে সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "فَلَا يَظْمَأُ اَبَدًا" : 'সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না।' এর দ্বারা অনুমিত হলো যে, জান্নাতে পানি বা অন্য কোনো পানীয় [শুধুমাত্র] তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পান করা হবে না; বরং স্বাদ আস্বাদনের জন্য পান করা হবে, যেমন জান্নাতে কোনো বস্তু [শুধুমাত্র] ক্ষুধার ভিত্তিতে খাওয়া হবে না; বরং উপভোগের ভিত্তিতে হবে। কেননা জান্নাত তো এমন সুব্যবস্থাকে বলা হয় যেখানে কেউ ক্ষুধার্তও হবে না এবং তৃষ্ণার্তও হবে না। কুরআন মাজীদে এ যথার্থতার দিকে এভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে- اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى - وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى অর্থাৎ তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবে না ও নগ্নও হবে না এবং সেখানে পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না।'-[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৫০]

٥٣٣٣ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ حَوْضِىْ اَبْعَدُ مِنْ اَيْلَةَ مِنْ عَدْنٍ لَهُوَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلَاٰنِيَتُهُ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُوْمِ وَاِنِّىْ لَاَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ اِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهٖ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيْمَاءُ لَيْسَتْ لِاَحَدٍ مِنَ الْاُمَمِ تَرِدُوْنَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ تُرٰى فِيْهِ اَبَارِيْقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ وَفِىْ اُخْرٰى لَهُ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سُئِلَ عَنْ شَرَابِهٖ فَقَالَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ يَغُتُّ فِيْهِ مِيْزَابَانِ يَمُدَّانِهٖ مِنَ الْجَنَّةِ اَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالْاٰخَرُ مِنْ وَرِقٍ.

৫৩৩৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার হাউজের [উভয় পার্শ্বের] দূরত্ব আয়লা ও আদনের মধ্যবর্তী ব্যবধান হতেও অধিক। তার পানি বরফের চেয়ে অধিক সাদা এবং দুধমিশ্রিত মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট। তার পানপাত্রসমূহ নক্ষত্রের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। আর আমি আমার হাউজে কাওছারে আগমন করা হতে অন্যান্য উম্মতদেরকে তেমনিভাবে বাধা দেব, যেমনিভাবে কোনো ব্যক্তি তার নিজের হাউজ হতে বাধা দিয়ে থাকে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেদিন কি বিশেষ চিহ্ন থাকবে যা অন্যান্য উম্মতের কারো জন্য হবে না। তোমরা আমার নিকট এমন অবস্থায় আসবে যে, তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হাত-পা অজুর কারণে উজ্জ্বল থাকবে। -[মুসলিম] অপর এক বর্ণনায় আছে- হযরত আনাস (রা.) বলেন, উক্ত হাউজে সোনা ও চান্দির এত অধিক পানপাত্র থাকবে, যার সংখ্যা হবে আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় [অগণিত]। তার অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত ছাওবান (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তার পানীয় কিরূপ? তিনি বললেন, দুধের চেয়ে অধিক সাদা এবং মধু অপেক্ষা অধিক সুমিষ্ট। তাতে জান্নাত হতে আগত দুটি জলধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। এটার একটি সোনার অপরটি চাঁদির।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "اَيْلَةَ" একটি শহরের নাম, যা সিরিয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, বর্তমানে ইসরাঈলের সীমান্তে অবস্থিত। সেখানে একটি বন্দর রয়েছে যার বর্তমান নাম "اَيْلَاتْ" [আয়লাত]। এ শহরটি লোহিতসাগর [যাকে "بَحِيْرَه قُلْزُمْ" 'বাহীরা কুলযুম' এবং ইংরেজিতে 'রেড-সী' বলা হয়]-এর উত্তর তীরে অবস্থিত। আর 'আদন' লোহিতসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত বিখ্যাত উপদ্বীপের নাম, যা এক সময় ইয়েমেনের একটি শহর ও বন্দর ছিল। রাসূলে কারীম ﷺ -এর মূল্যবান বক্তব্যের সারাংশ হলো, 'আয়লা' ও 'আদন'-এর মধ্যবর্তী যতটুকু ব্যবধান রয়েছে ততটুকু ব্যবধানই আমার হাউজের এক তীর হতে অন্য তীর পর্যন্ত রয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, এ ব্যাপারে যে সকল রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে তন্মধ্যে রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর হাউজের উভয় তীরের মধ্যবর্তী ব্যবধান প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলের উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ উক্ত হাদীসে 'আয়লা' ও 'আদন' -এর উল্লেখ রয়েছে এবং আগত একটি হাদীসে 'আদন' ও 'আম্মান'-এর মধ্যবর্তী ব্যবধানের কথা উল্লেখ রয়েছে, তদ্রূপ অন্য একটি হাদীসে 'সানআ' ও 'মদিনা'-এর মধ্যবর্তী ব্যবধানের কথা উল্লেখ রয়েছে। অতএব এ সকল হাদীসের মাঝে অর্থগত সামঞ্জস্যসাধনের উদ্দেশ্যে বলা হবে যে, উল্লিখিত শহরসমূহের মধ্যবর্তী ব্যবধানের মাধ্যমে হাউযে কাওছারের উভয় তীরের দৈর্ঘ্য প্রকাশ করাটা সীমাবদ্ধকরণ হিসেবে নয়; বরং উদাহরণ ও আনুমানিক হিসেবে। অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এরূপ বলেননি যে, আমার হাউজের দৈর্ঘ্য এতটুকুই যতটুকু অমুক দুই শহরের মধ্যবর্তী ব্যবধান রয়েছে। বরং রাসূলে কারীম ﷺ এ ব্যাপারে যে সকল হাদীস ইরশাদ করেছেন তা সে সময়ের সম্বোধিত ব্যক্তিদের বোধশক্তি ও তাদের ব্যক্তিগত জানাশোনার দিকে লক্ষ্য করে শুধুমাত্র উদাহরণস্বরূপ বলেছিলেন যে, আমার হাউজের উভয় তীরের মধ্যবর্তী ব্যবধান প্রায় এতটুকু যতটুকু অমুক দুই শহরের মধ্যবর্তী ব্যবধান। -[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৫১]

৫৩৩৪ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنَنِيْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَأَقُوْلُ إِنَّهُمْ مِنِّيْ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩৩৪. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের পূর্বেই হাউযে কাওছারের নিকটে পৌঁছব। যে ব্যক্তি আমার নিকটে পৌঁছবে, সে তার পানি পান করবে। আর যে একবার পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। আমার নিকটে এমন কিছু লোক আসবে যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর আমার ও তাদের মধ্যে আড়াল করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, তারা তো আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তারা যে কি সমস্ত নতুন নতুন মত ও পথ আবিষ্কার করেছে। তা শুনে আমি বলব, যারা আমার অবর্তমানে আমার দীনকে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক [অর্থাৎ এ ধরনের লোক আমার শাফা'আত ও আল্লাহর রহমত হতে দূরে থাকারই যোগ্য।] -[বুখারী ও মুসলিম]

৫৩৩৫ وَعَنْ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُهَمُّوْا بِذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلٰى رَبِّنَا فَيُرِيْحُنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُوْنَ أٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ أٰدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهٗ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلٰئِكَتَهٗ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ إِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِيْ أَصَابَ أَكْلَهٗ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا .

৫৩৩৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন ঈমানদারদেরকে [হাশরের ময়দানে] আটক করে রাখা হবে। এমনকি তাতে তারা অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ও অস্থির হয়ে পড়বে এবং বলবে, যদি আমরা আমাদের রবের কাছে কারো দ্বারা সুপারিশ করাই তাহলে হয়তো আমাদের বর্তমান অবস্থা হতে মুক্তি লাভ করে আরাম পেতে পারি। তাই তারা হযরত আদম (আ.)-এর নিকট গিয়ে বলবে, আপনি সমস্ত মানবমণ্ডলীর পিতা। আল্লাহ নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন ও জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছিলেন, ফেরেশতাদের দিয়ে সেজদা করায়েছিলেন এবং সমস্ত জিনিসের নাম আপনাকে শিখিয়েছিলেন, আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন, যাতে তিনি আমাদেরকে এ কষ্টদায়ক স্থান হতে মুক্ত করে প্রশান্তি দান করেন। তখন হযরত আদম (আ.) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। নবী করীম ﷺ বলেন, তখন তিনি গাছ হতে [ফল] খাওয়ার গুনাহের কথা যা হতে তাঁকে নিষেধ করা হয়েছিল, স্মরণ করবেন।

وَلٰكِنِ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ إِلٰى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِيْ أَصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلٰكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ قَالَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُولُ إِنِّيْ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ثَلٰثَ كَذِبَاتٍ كَذَبَهُنَّ وَلٰكِنِ ائْتُوا مُوْسٰى عَبْدًا أٰتَاهُ اللّٰهُ التَّوْرٰةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا قَالَ فَيَأْتُونَ مُوْسٰى فَيَقُولُ إِنِّيْ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِيْ أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ وَلٰكِنِ ائْتُوا عِيْسٰى عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهُ وَرُوْحَ اللّٰهِ وَكَلِمَتَهُ قَالَ فَيَأْتُونَ عِيْسٰى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلٰكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ فَيَأْتُونِّيْ فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فِيْ دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِيْ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَدَعَنِيْ فَيَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأُثْنِيْ عَلٰى رَبِّيْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ـ

[তিনি বলবেন,] বরং তোমরা পৃথিবীবাসীর জন্য প্রেরিত করা আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম নবী হযরত নূহ (আ.)-এর কাছে যাও। সুতরাং তারা সকলে হযরত নূহ (আ.)-এর কাছে গেলে তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর ঐ গুনাহের কথা স্মরণ করবেন, অজ্ঞতাবশত নিজের ছেলেকে পানিতে না ডুবানোর জন্য আপন রবের কাছে যে প্রার্থনা করেছিলেন। [তখন তিনি বলবেন,] বরং তোমরা আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে যাও। নবী করীম ﷺ বলেন, এবার তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট আসবে, তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই এবং তিনি তাঁর তিনটি মিথ্যা উক্তির কথা স্মরণ করবেন এবং বলবেন, বরং তোমরা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ তা'আলার এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ তাওরাত কিতাব দান করেছেন। তাঁর সাথে কথা বলেছেন এবং তাঁকে নৈকট্য দান করে রহস্যের অধিকারী বানিয়েছেন। নবী করীম ﷺ বলেন, তখন সকলে হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে আসলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তখন তিনি সেই প্রাণনাশের গুনাহের কথা স্মরণ করবেন, যা তার হাতে ঘটেছিল; বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর কালেমা ও রূহ হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছে যাও। নবী করীম ﷺ বলেন, তখন তারা সকলে হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট আসবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা, যাঁকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারা আমার কাছে আসবে, তখন আমি আমার রবের কাছে তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব, আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন তাকে দেখব, তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সেজদায় পড়ে যাব, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যতক্ষণ চাবেন এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। আর বল, তোমার কথা শুনা হবে। তুমি সুপারিশ কর, তা কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা কর, যা চাবে দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন আমি মাথা উঠাব এবং আমার রবের এমনভাবে প্রশংসা স্তুতি বর্ণনা করব, যা তিনি সেই সময় আমাকে শিখিয়ে দেবেন। অতঃপর আমি শাফাআত করব, কিন্তু এ ব্যাপারে আমার জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। তখন আমি আল্লাহর দরবার হতে উঠে আসব এবং ঐ নির্দিষ্ট সীমার লোকেরেকে জাহান্নাম হতে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

ثُمَّ أَعُوْدُ الثَّانِيَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّىْ فِىْ دَارِهٖ فَيُؤْذَنُ لِىْ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهٗ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَدَعَنِىْ ثُمَّ يَقُوْلُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِىْ فَأُثْنِىْ عَلٰى رَبِّىْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوْدُ الثَّالِثَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّىْ فِىْ دَارِهٖ فَيُؤْذَنُ لِىْ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهٗ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَدَعَنِىْ ثُمَّ يَقُوْلُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِىْ فَأُثْنِىْ عَلٰى رَبِّىْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ . حَتّٰى مَا يَبْقٰى فِى النَّارِ إِلَّا مَنْ قَدْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ أَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ عَسٰٓى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا قَالَ وَهٰذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ الَّذِىْ وَعَدَهٗ نَبِيَّكُمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

তারপর আমি পুনরায় ফিরে এসে আমার রবের দরবারে তাঁর কাছে হাজির হওয়ার অনুমতি চাব, আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন তাঁকে দেখব, তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সেজদায় পড়ে যাব এবং আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চাবেন আমাকে এ অবস্থায় থাকতে দেবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। আর বল, তোমার কথা শুনা হবে। সুপারিশ কর, কবুল করা হবে। আর তুমি প্রার্থনা কর, যাই চাবে, তা দেওয়া হবে। তখন আমি মাথা উঠাব এবং আমার রবের এমন প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করব, যা আমাকে তখন শিখিয়ে দেওয়া হবে। এটার পর আমি শাফা'আত করব, কিন্তু আমার জন্য এ ব্যাপারে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। তখন আমি আমার রবের দরবার হতে বের হয়ে আসব এবং ঐ নির্দিষ্ট লোকগুলোকে জাহান্নাম হতে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর তৃতীয়বার ফিরে এসে আমার রবের দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাব। আমাকে তার কাছে উপস্থিতির অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন তাঁকে [রবকে] দেখব, তখনই সেজদায় পড়ে যাব। আল্লাহর যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রেখে দেবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বল, যা বলবে তা শুনা হবে। শাফা'আত কর, তোমার শাফা'আত কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা কর, যা প্রার্থনা করবে তা দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন আমি মাথা তুলব এবং আমার রবের এমন হামদ-ছানা করব, যা তিনি আমাকে সে সময় শিখিয়ে দেবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপর আমি শাফা'আত করব। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দেবেন। তখন আমি সেই দরবার হতে বাইরে আসব এবং তথায় যেয়ে তাদেরকে দোজখ হতে বের করে বেহেশতে প্রবেশ করাব। অবশেষে কুরআন যাদেরকে আটকে রাখবে। [অর্থাৎ যাদের জন্য কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী] চিরস্থায়ী দোজখবাস নির্ধারিত হয়ে গেছে তারা ব্যতীত আর কেউই দোজখে থাকবে না। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা.) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের এ আয়াত عَسٰٓى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا [অর্থাৎ আশা করা যায়, আপনার রব অচিরেই আপনাকে 'মাকামে মাহমূদে' পৌঁছিয়ে দেবেন।] তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন, এটাই সেই 'মাকামে মাহমূদ' তোমাদের নবীকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "أَوَّلُ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ" : 'পৃথিবীবাসীর জন্য প্রেরিত আল্লাহর সর্বপ্রথম নবী হযরত নূহ (আ.)।' এ ব্যাপারে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর পূর্বে পৃথিবীতে তিনজন নবীর আগমন ঘটেছিল, তাঁরা হলেন যথাক্রমে ১. হযরত আদম (আ.), ২. হযরত শীছ (আ.) ও ৩. হযরত ইদরীস (আ.); তাহলে হযরত নূহ (আ.) পৃথিবীতে আগমনকারী সর্বপ্রথম নবী কিভাবে হলেন?

তার সুস্পষ্ট জবাব হলো, পূর্ববর্তী তিনজন নবীর যখন ধরাপৃষ্ঠে আগমন ঘটেছিল তখন সমগ্র পৃথিবী শুধুমাত্র কাফেরদের দ্বারা ভরপুর ছিল না; বরং পৃথিবীতে ঈমানদারও বিদ্যমান ছিলেন। আর যেন উল্লিখিত তিন নবীর সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ ঈমানদার ও কাফের উভয়ই ছিল। পক্ষান্তরে যখন হযরত নূহ (আ.)-এর পৃথিবীবাসীর নিকট আগমন ঘটেছিল তখন সমগ্র পৃথিবীতে শুধুমাত্র কাফেররাই বিদ্যমান ছিল ঈমানদারদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এ হিসেবে হযরত নূহ (আ.) পৃথিবীতে আগমনকারী সর্বপ্রথম নবী যাঁর সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ ছিল শুধুমাত্র কাফেরগণ। এ প্রশ্নের আরো কিছু জবাব ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, কিন্তু তা ততটা মজবুত নয়। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৫৪ ও ৪৫৫]

قَوْلُهُ "وَهٰذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ" : 'এটাই সেই মাকামে মাহমূদ।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের উল্লিখিত আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্য যে 'মাকামে মাহমূদ' -এর ওয়াদা করেছেন তা উক্ত 'মর্যাদাপূর্ণ শাফা'আত'-এর স্থান, যা রাসূলে কারীম ﷺ ছাড়া অন্য কাউকে প্রদান করা হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত স্থানের বিশেষণ হিসেবে 'মাহমূদ' শব্দ উল্লেখ করার কয়েকটি কারণ হতে পারে– হয়তো এ হিসেবে যে, উক্ত স্থানে দণ্ডায়মান ব্যক্তি উক্ত স্থানের প্রশংসা করবে এবং তাকে চিনবে। কিংবা এ হিসেবে যে, রাসূলে কারীম ﷺ উক্ত স্থানে দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ তা'আলার হামদ-ছানা করবেন। কিংবা এ হিসেবে যে, উক্ত স্থান বা মর্যাদা প্রদান করার কারণে রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রশংসা ও গুণকীর্তন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল সৃষ্টিজগতের মুখে মুখে হবে।

–[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৫৮]

٥٣٣٦ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِيْ بَعْضٍ فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اِشْفَعْ إِلٰى رَبِّكَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيْمَ فَإِنَّهُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوْسٰى فَإِنَّهُ كَلِيْمُ اللّٰهِ فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيْسٰى فَإِنَّهُ رُوْحُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَأْتُوْنِيْ فَأَقُوْلُ أَنَا لَهَا فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فَيُؤْذَنُ لِيْ وَيُلْهِمُنِيْ مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْاٰنَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا

৫৩৩৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন মানুষ পরস্পরে সমবেত অবস্থায় উদ্বেলিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে। তাই তারা সকলে হযরত আদম (আ.)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট শাফা'আত করুন। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই; বরং তোমরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর খলীল। তাই তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই; বরং তোমরা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে যাও। কারণ তিনি কালীমুল্লাহ। এবার তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট যাবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই; বরং তোমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহর রূহ ও কালেমা। তখন তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছে যাবে। তিনিও বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে যাও। তখন তারা সকলে আমার নিকট আসবে। তখন আমি বলব, আমিই এ কাজের জন্য। এবার আমি আমার রবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। এ সময় আমাকে প্রশংসা ও স্তুতির এমনসব বাণী ইলহাম করা হবে, যা এখন আমার জানা নেই। আমি ঐ সমস্ত প্রশংসা দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করব এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সেজদায় পড়ে যাব।

فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِى أُمَّتِى فَيُقَالُ اِنْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَنْطَلِقُ فَاَفْعَلُ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ أُمَّتِى أُمَّتِى فَيُقَالُ اِنْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ اَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَنْطَلِقُ فَاَفْعَلُ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ أُمَّتِى أُمَّتِى فَيُقَالُ اِنْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ اَدْنٰى اَدْنٰى اَدْنٰى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ فَاَنْطَلِقُ فَاَفْعَلُ ثُمَّ اَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِىْ فِيْمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ لَكَ وَلٰكِنْ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ وَكِبْرِيَائِىْ وَعَظَمَتِىْ لَاُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার বক্তব্য শুনা হবে। প্রার্থনা কর, যা চাবে তা দেওয়া হবে। আর শাফা'আত কর, কবুল করা হবে। তখন আমি বলব, হে রব! আমার উম্মত, আমার উম্মত! [অর্থাৎ আমার উম্মতের উপর রহম করুন, আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন।] বলা হবে, যাও, যাদের অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে দোজখ হতে বের করে আন। তখন আমি গিয়ে তাই করব। অতঃপর ফিরে আসব এবং ঐ প্রশংসা বাণী দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করব, তারপর সেজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার বক্তব্য শুনা হবে। চাও, যা চাবে তা দেওয়া হবে। আর শাফা'আত করব কবুল করা হবে। তখন আমি বলব, হে আমার প্রভু! আমার উম্মত আমার উম্মত! তখন [আমাকে] বলা হবে, যাও, যাদের অন্তরে এক অণু বা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে দোজখ হতে বের আন। সুতরাং আমি গিয়ে তাই করব। তারপর আবার ফিরে আসব এবং উক্ত প্রশংসা বাণী দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করব এবং সেজ দায় পড়ে যাব। [তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শুনা হবে, যা যাদের অন্তরে ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান আছে, তাদের সকলকেই জাহান্নাম হতে বের করে আন। তখন আমি যেয়ে তাই করব। নবী করীম ﷺ বলেন, অতঃপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসব এবং ঐ সমস্ত প্রশংসা বাণী দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করব এবং সেজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও এবং বল, তোমার কথা শুনা হবে। চাও, যা চাইবে তা দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, তোমার শাফা'আত কবুল করা হবে। আমি বলব, হে রব! যারা শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে, আমাকে তাদের জন্যও শাফা'আত করবার অনুমতি দিন। তখন আল্লাহ তাআলা বরবেন, আমার ইজ্জত ও জালাল এবং আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কসম করে বলছি, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলেছে, আমি নিজেই তাদেরকে দোজখ হতে বের করব।

–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٣٣٧ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৩৩৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার শাফা'আত লাভের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান হবে, যে তার অন্তর বা মন হতে একান্ত নিষ্ঠা সহকারে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "مِنْ قَلْبِهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ" : 'অন্তর বা মন হতে।' উল্লিখিত বাক্যাংশে "أو" হরফের মাধ্যমে বর্ণনাকারী তাঁর সংশয় প্রকাশ করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ এখানে "مِنْ قَلْبِهِ" বাক্যাংশ ইরশাদ করেছেন নাকি "مِنْ نَفْسِهِ" বাক্যাংশ। যাহোক উভয়টির অর্থ একই। কেননা "نَفْس" দ্বারা উদ্দেশ্যও অন্তরই। উপরন্তু "خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ" [একনিষ্ঠ অন্তস্তল]-এর তারকীবটি 'তারকীবে তাকীদী'। কেননা خُلُوْص [একনিষ্ঠতা]-এর স্থান অন্তরের তলদেশই হয়ে থাকে অন্য কিছু নয়। এ হিসেবে অন্তস্তলের অপর নাম "خُلُوْص" [একনিষ্ঠতা]। সুতরাং 'একনিষ্ঠ অন্তস্তল' বলা এমনই যেমন বলা হয়– 'আমি অমুক অমুক বস্তুকে নিজ চোখে দেখেছি।' কিংবা 'আমি অমুক কথা নিজ কানে শুনেছি।'

হাদীসে উল্লিখিত "أَسْعَدُ" শব্দটি "سَعِيْدٌ" অর্থে হয়েছে, আর এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাওহীদপন্থি হবে না সে রাসূলে কারীম ﷺ -এর শাফা'আত হতে বঞ্চিত হবে। অথবা "مَنْ قَالَ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ ব্যক্তি যার আমলনামায় এমন কোনো আমল নেই যার কারণে সে রহমতের হকদার গণ্য হতে পারে এবং দোজখের আগুন হতে নাজাতের উপযুক্ত হতে পারে। এ সুরতে সুস্পষ্ট যে, শাফা'আতের সবচেয়ে অধিক অভাবী ঐ ব্যক্তিই হবে এবং শাফা'আত সবচেয়ে অধিক উপকারী তার জন্যই হবে। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৬১ ও ৪৬২]

وَعَنْهُ ٥٣٣٨ قَالَ أُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيْقُوْنَ فَيَقُوْلُ النَّاسُ أَلَا تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلٰى رَبِّكُمْ فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ وَذَكَرَ حَدِيْثَ الشَّفَاعَةِ وَقَالَ فَأَنْطَلِقُ فَاٰتِىْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّىْ ثُمَّ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلٰى أَحَدٍ قَبْلِىْ -

৫৩৩৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ -এর নিকট কিছু গোশত আনা হলো এবং তাঁর খেদমতে বাজুর গোশ্তটিই পেশ করা হলো। মূলত তিনি এ গোশ্ত [খেতে] বেশি পছন্দ করতেন। কাজেই তিনি তা হতে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলেন। তারপর বললেন, কিয়ামতের দিন আমি হবো সমস্ত মানুষের সরদার, যেদিন মানবমণ্ডলী রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে এবং সূর্য থাকবে [মাথার] খুব নিকটে। পেরেশানি ও দুশ্চিন্তায় মানুষ এমন এক করুণ অবস্থায় পৌঁছবে, যা সহ্য করবার শক্তি তাদের থাকবে না। তখন তারা [অস্থির হয়ে পরস্পরে] বলাবলি করবে, তোমরা কি এমন কোনো ব্যক্তিকে খোঁজ করে পাও না, যিনি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবেন? তখন তারা হযরত আদম (আ.)-এর নিকট আসবে। এরপর বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) শাফা'আত সম্পর্কীয় হাদীসটি [যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে] বর্ণনা করেন। নবী করীম ﷺ বলেন, তখন আমি আরশের নিচে যাব এবং আমার রবের উদ্দেশ্যে সেজদায় লুটিয়ে পড়ব। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর হামদ ও ছানার এমন কিছু উত্তম বাক্য আমার অন্তরে ঢেলে দেবেন যা আমার পূর্বে কারো জন্য উন্মুক্ত করেননি।

ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأَقُوْلُ أُمَّتِيْ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ يَارَبِّ أُمَّتِيْ يَارَبِّ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে মুহাম্মদ! আপনার মাথা উঠান। আপনি প্রার্থনা করুন, যা চাবেন তা দেওয়া হবে। সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে। নবী করীম ﷺ বলেন, তখন আমি মাথা উঠাব এবং বলব, হে আমার রব! আমার উম্মত, হে আমার রব! আমার উম্মত, হে আমার রব! আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতের যাদের নিকট হতে কোনো বিচার নেওয়া হবে না তাদেরকে আপনি জান্নাতের দরজাসমূহের ডানদিকের দ্বার পথে প্রবেশ করিয়ে দিন এবং তারা সে সমস্ত দরজা ছাড়াও অন্যান্য দরজা দিয়ে অপরাপর লোকদের সাথে সাথে প্রবেশ করবারও অধিকার রাখে। অতঃপর নবী করীম ﷺ বলেন, সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! জান্নাতের দরজাসমূহের উভয় পাটের ব্যবধান, যেমন মক্কা ও হিজর নামক স্থানের মধ্যকার দূরত্ব পরিমাণ।
–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "هَجَر" একটি স্থানের নাম, যা আরব উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলে [সৌদি আরবের] এমন অঞ্চলে অবস্থিত, যাকে এখন "اَحْسَاءْ" বলা হয় এবং পূর্বযুগে এ অঞ্চলকে 'বাহরাইন' বলা হতো। যাহোক আলোচ্য বাক্যাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জান্নাতের দরজাসমূহের উভয় পাটের ব্যবধান বা প্রশস্ততা বর্ণনা করা যে, জান্নাতের প্রত্যেক দরজার উভয় পাটের প্রশস্ততা হলো ঐ ব্যবধানের সমপরিমাণ যা 'মক্কা' ও 'হিজর' নামক স্থানের মাঝে রয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা কখনো সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্টকরণ উদ্দেশ্য নয়; বরং এটা আনুমানিক বলা হয়েছে, যাতে লোকেরা সহজেই জান্নাতের দরজাসমূহের উভয় পাটের ব্যবধান ও প্রশস্ততা সম্পর্কে অনুমান করতে পারে; কিন্তু বাস্তব অবস্থার সম্পর্ক তো অন্য কিছু।
–[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৬৩]

وَعَنْ ٥٣٣٩ حُذَيْفَةَ (رض) فِيْ حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُوْمَانِ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৩৩৯. **অনুবাদ :** হযরত হুযাইফা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শাফা'আতের হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি বলেছেন, আমানত ও আত্মীয়তাকে পাঠানো হবে, তখন উভয়টি পুলসিরাতের ডানে ও বামে উভয় পার্শ্বে দাঁড়াবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে আমানত ও আত্মীয়তার হক আদায় করেছে তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে এবং যারা হক আদায় করেনি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবে।

وَعَنْ ٥٣٤٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَا قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْ اِبْرَاهِيْمَ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهُ مِنِّيْ وَقَالَ عِيْسٰى اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ وَبَكٰى فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا جِبْرَئِيْلُ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيْهِ فَاَتَاهُ جِبْرَئِيْلُ فَسَاَلَهُ فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَا قَالَ فَقَالَ اللّٰهُ لِجِبْرَئِيْلَ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ اِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِيْ اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُكَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৩৪০. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি সংবলিত এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, [অর্থাৎ] 'হে আমার রব! এ সমস্ত প্রতিমাগুলো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত ও গোমরাহ করেছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে-ই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।' আর হযরত ঈসা (আ.)-এর উক্তিও পাঠ করলেন, [অর্থাৎ 'যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও, তারা তো তোমারই বান্দা' [আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তবে তুমি মহা ক্ষমতাশালী ও মহাজ্ঞানী]। অতঃপর নবী করীম ﷺ নিজের হস্তদ্বয় উঠিয়ে এ ফরিয়াদ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত! [তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর।] এই বলে তিনি কাঁদলে লাগলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বললেন, তুমি মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা কর তিনি কেন কাঁদছেন? অবশ্য আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবেই জানেন তাঁর কাঁদার কারণ কী? তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তাই অবগত করলেন যা তিনি বলেছিলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে পুনরায় বললেন, মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে যাও এবং তাঁকে বল, আমি আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করে দেব এবং আপনাকে ব্যথা দেব না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ وَبَكٰى" : 'হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত! এই বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন।' অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর নিজ নিজ উম্মতের জন্য শাফা'আতের বিষয়টি স্মরণ করেন এবং এ স্মরণের মাঝেই তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজ উম্মতের কথা মনে পড়ে এবং এ ভয়ে তাঁর মাঝে সহানুভূতি জাগ্রত হলো যে, না জানি আমার উম্মতের লোকদের কী হাশর হবে? তাদেরকে আল্লাহর আজাবে লিপ্ত করা হবে না তো? সুতরাং রাসূলে কারীম ﷺ আল্লাহর দরবারে নিজ উম্মতের ক্ষমা ও মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৬৫]

وَعَنْ ٥٣٤١ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) اَنَّ نَاسًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيْرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ.

৫৩৪১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, একদা কতিপয় লোক জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরের আকাশে তোমরা সূর্য দেখতে কি কষ্ট পাও? [অর্থাৎ বাধাপ্রাপ্ত হও?] এবং মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়?

قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلَّا كَمَا تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ اَحَدِهِمَا اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ كُلُّ اُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْقٰى اَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللّٰهِ مِنَ الْاَصْنَامِ وَالْاَنْصَابِ اِلَّا يَتَسَاقَطُوْنَ فِى النَّارِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ اِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ اَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ فَمَاذَا تَنْظُرُوْنَ يَتَّبِعُ كُلُّ اُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوْا يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِى الدُّنْيَا اَفْقَرُ مَا كُنَّا اِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَاِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ سَعِيْدٍ فَيَقُوْلُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ اٰيَةٌ تَعْرِفُوْنَهٗ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلّٰهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهٖ اِلَّا اَذِنَ اللّٰهُ لَهٗ بِالسُّجُوْدِ وَلَا يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اِتِّقَاءً وَرِيَاءً اِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ ظَهْرَهٗ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا اَرَادَ اَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلٰى قَفَاهُ ـ

তারা বলল, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে তোমাদের এর চেয়ে বেশি কোনো অসুবিধা হবে না যা এদুটিকে দেখতে তোমাদের হয়ে থাকে। যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা দেবে; প্রত্যেক উম্মত, যে যার ইবাদত করত সে যেন তার অনুসরণ করে। তখন তারা আল্লাহকে ব্যতীত মূর্তি-প্রতিমা ইত্যাদির ইবাদত করত, তাদের একজনও অবশিষ্ট থাকবে না; বরং সকলেই জাহান্নামের মধ্যে গিয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত এক আল্লাহর ইবাদতকারী নেককার ও গুনাহগার ছাড়া তথায় আর কেউই বাকি থাকবে না। এরপর রাব্বুল আলামীন তাদের নিকট আসবেন এবং বলবেন, তোমরা কার অপেক্ষায় আছে? প্রত্যেক উম্মত, যে যার ইবাদত করত, সে তো তারই অনুসরণ করেছে। তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা তো সেই সকল লোকদেরকে দুনিয়াতেই বর্জন করেছিলাম যখন আজকের অপেক্ষায় তাদের কাছে আমাদের বেশি প্রয়োজন ছিল। আমরা কখনো তাদের সঙ্গে চলিনি। আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনায় আছে, তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রব আমাদের কাছে না আসেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এ স্থানে অপেক্ষা করব। যখন আমাদের রব আসবেন, তখন আমরা তাঁকে চিনতে পারব। আর হযরত আবূ সাঈদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে– আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন, তোমাদের এবং তোমাদের রবের মধ্যে এমন কোনো চিহ্ন আছে কি, যাতে তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে? তারা বলবে, হ্যাঁ, তখন আল্লাহ তা'আলা পায়ের নলা উন্মোচিত করা হবে [অর্থাৎ আল্লাহতা'আলার বিশেষ তাজাল্লী হবে] তখন যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলাকে সেজদা করত, শুধু তাকেই আল্লাহ তা'আলা সেজদার অনুমতি দেবেন। আর যারা কারো প্রভাবে বা ভয়ে কিংবা মানুষকে দেখানোর জন্য সেজদা করত, তারা থেকে যাবে। তাদের মেরুদণ্ডের হাড়কে আল্লাহ তা'আলা একটি তক্তার ন্যায় শক্ত করে দেবেন; বরং যখন যখনই সেজদা করতে চাবে, তখন তখনই পিছনের দিকে চিৎ হয়ে পড়ে যাবে।

ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ـ

অতঃপর জাহান্নামের উপর দিয়ে পুলসিরাত পাতা হবে এবং শাফা'আতের অনুমতি দেওয়া হবে। তখন নবী-রাসূলগণ [স্ব-স্ব উম্মতের জন্য] এ ফরিয়াদ করবেন, হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখ! নিরাপদে রাখ! মুমিনগণ এ পুলসিরাতের উপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ পাখির গতিতে এবং কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে আবার কেউ উটের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ সহীহ সালামতে বেঁচে যাবে। আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে, তার দেহ ক্ষতবিক্ষত হবে এবং কেউ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে জাহান্নামে পড়বে। অবশেষে মুমিনগণ যখন জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি লাভ করবে, সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের যে কেউ নিজের হক বা অধিকারের দাবিতে কত কঠোর, তা তো তোমাদের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু কিয়ামতের দিন মুমিনগণ তাদের সেই সমস্ত ভাইদের মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে আরো অধিক ঝগড়া করবে, যারা তখনো দোজখে পড়ে রয়েছে। তারা বলবে, হে আমাদের রব! এ সমস্ত লোকেরা আমাদের সাথে রোজা রাখত, নামাজ পড়ত এবং হজ আদায় করত। [সুতরাং তুমি তাদেরকে নাজাত দাও।] তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও তোমরা যাদেরকে চিন তাদেরকে দোজখ হতে মুক্ত করে আন, তাদের চেহারা-আকৃতি পরিবর্তন করা দোজখের আগুনের উপর হারাম করা হবে। [অতঃপর জান্নাতে প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত লোকেরা তাদের জাহান্নামবাসী ভাইদেরকে দেখে চিনতে পারবে।] তখন তারা দোজখ হতে বহু সংখ্যক লোককে বের করে আনবে। অতঃপর বলবে, হে আমাদের রব! এখন সেখানে এমন আর একজন লোকও অবশিষ্ট নেই যাদেরকে বের করবার জন্য আপনি নির্দেশ দিয়েছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আবার যাও, যাদের অন্তরে এক দিনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদের সকলকে বের করে আন। তাতেও তারা বহু সংখ্যক লোককে বের করে আনবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, পুনরায় যাও, যাদের অন্তরে অর্ধ দিনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদের সকলকে বের করে আন। সুতরাং তাতেও বহু সংখ্যককে বের করে আনবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আবারো যাও, যাদের অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান পাবে তাদের সকলকে বের করে আন। এবারও তারা বহু সংখ্যককে বের করে আনবে

ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا فَيَقُولُ اللّٰهُ شَفَعَتِ الْمَلٰئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيٰوةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هٰؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمٰنِ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

এবং বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! ঈমানদার কোনো ব্যক্তিকেই আমরা আর জাহান্নামে রেখে আসিনি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ফেরেশতাগণ, নবীগণ এবং মুমিনগণ সকলেই শাফা'আত করেছেন, এখন এক 'আরহামুর রাহেমীন' তথা আমি পরম দয়ালু ব্যতীত আর কেউই অবশিষ্ট নেই। এই বলে তিনি মুষ্টিভর এমন একদল লোককে দোজখ হতে বের করবেন যারা কখনো কোনো নেক কাজ করেনি। যারা জ্বলে-পুড়ে কালো কয়লা হয়ে গেছে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের সম্মুখ ভাগের একটি নহরে ঢেলে দেওয়া হবে, যার নাম হলো 'নহরে হায়াত'। এটাতে তারা স্রোতের ধারে যেমনিভাবে ঘাসের বীজ গজায় তেমনিভাবে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংঘটিত হবে, তখন তারা তা হতে বের হয়ে আসবে মুক্তার মতো [চকচকে অবস্থায়] তাদের ঘাড়ে সিলমোহর থাকবে। জান্নাতবাসীগণ তাদের দেখে বলবে, এরা পরম দয়ালু আল্লাহর আজাদকৃত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন, অথচ তারা পূর্বে কোনো আমল বা কল্যাণের কাজ করেনি। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, এই জান্নাতে তোমরা যা দেখছ, তা তোমাদেরকে দেওয়া হলো এবং এতদসঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ আরো দেওয়া হলো। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "هَلْ تُضَارُّونَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيْرَةِ صَحْوًا" : 'মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরের আকাশে তোমরা সূর্য দেখতে কি কষ্ট পাও?' এ প্রশ্নের মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যে জিনিস সাধারণত কষ্টসাধ্যের সাথে দৃষ্টিগোচর হয় মানুষ তার দর্শনের আকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে। তার দর্শনের ক্ষেত্রে যতই কষ্ট ও ক্ষতির সম্মুখীন হোক না কেন। কিন্তু যেরূপ চন্দ্র-সূর্য দর্শনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ কষ্ট ও ক্ষতি এবং বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় না ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার দীদারের সময়ও কোনোরূপ কষ্ট ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৬৮]

قَوْلُهُ "فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ" : 'তখন আল্লাহ তা'আলার পায়ের নলা উন্মোচিত করা হবে।' এ ব্যাপারে কারো কারো বক্তব্য হলো, 'পায়ের নলা উন্মোচিত করা হবে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ভয়, আতঙ্ক ও হতবুদ্ধিতা বিদূরিত হবে। আর কারো কারো বক্তব্য হলো, 'পায়ের নলা উন্মোচিত করা হবে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একটি বড় ধরনের আলোকরশ্মি প্রকাশ পাওয়া কিংবা ফেরেশতাদের দল প্রকাশ পাওয়া উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত হলো, এ ব্যাপারেও বিরত থাকতে হবে। আর এ বাক্যের ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে তার বাস্তব জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার সোপর্দ করতে হবে। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৬৯]

وَعَنْ ٥٣٤٢ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلُ النَّارِ النَّارَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجُوْهُ فَيُخْرَجُوْنَ قَدِ امْتُحِشُوْا وَعَادُوْا حُمَمًا فَيُلْقَوْنَ فِىْ نَهْرِ الْحَيٰوةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِىْ حَمِيْلِ السَّيْلِ اَلَمْ تَرَوْا اَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩৪২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন জান্নাতিগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামিগণ জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে দোজখ হতে বের করে আন। তাদেরকে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তারা পুড়ে কালো কয়লায় পরিণত হয়ে গেছে। অতঃপর তাদেরকে 'হায়াত' নামক নহরে ফেলে দেওয়া হবে। তাতে তারা স্রোতের ধারে যেন ঘাসের বীজ গজায় তেমনি স্বচ্ছ-সুন্দর হয়ে উঠবে। তোমরা কি দেখনি, উক্ত গাছগুলো হলুদ রং জড়িত অবস্থায় অংকুরিত হয়? −[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٣٤٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّاسَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِىْ سَعِيْدٍ غَيْرَ كَشْفِ السَّاقِ وَقَالَ يُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ جَهَنَّمَ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يَجُوْزُ مِنَ الرُّسُلِ بِاُمَّتِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِىْ جَهَنَّمَ كَلَالِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا اِلَّا اللّٰهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِاَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوْبَقُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُوْ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَاَرَادَ اَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُخْرِجَهُ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ

৫৩৪৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? অতঃপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হাদীসের অবশিষ্ট অংশ হতে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) كَشْفُ سَاقٍ 'আল্লাহ তা'আলা পায়ের নলা বা গোড়ালি উন্মুক্ত করবেন' তিনি একথাটি উল্লেখ করেননি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামের উপর পুলসিরাত পাতা হবে। সে সময় রাসূলদের মধ্যে আমি এবং আমার উম্মতই সর্বপ্রথম তা অতিক্রম করব। সেদিন [পুল অতিক্রমকালে] রাসূলগণ ছাড়া আর কেউই কথা বলবে না। আর রাসূলগণও শুধু বলতে থাকবেন, আল্লাহুম্মা সাল্লেম, সাল্লেম। অর্থাৎ হে আল্লাহ নিরাপদে রাখ। হে আল্লাহ নিরাপদে রাখ। আর জাহান্নামের মধ্যে সা'দানের কাঁটার ন্যায় আংটা থাকবে, [তা সা'দানের কাঁটার মতো তবে] সে সমস্ত আংটাগুলোর বিরাটত্ব সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জানেন। ঐ আংটাগুলো মানুষদেরকে তাদের আমল অনুপাতে আঁকড়ে ধরবে। সুতরাং কিছু সংখ্যক লোক নিজ আমলের কারণে ধ্বংস হবে এবং কিছু লোক টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। আবার পরে নাজাত পাবে। অবশেষে যখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের বিচার-ফয়সালা শেষ করবেন এবং [নিজের দয়া ও অনুগ্রহে] কিছুসংখ্যক ঐ সকল দোজখবাসীকে নাজাত দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, যারা এ সাক্ষ্য দিয়েছে যে,

أَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَمَرَ الْمَلٰئِكَةَ اَنْ يُخْرِجُوْا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ وَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِاٰثَارِ السُّجُوْدِ وَحَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى النَّارِ اَنْ تَاْكُلَ اَثَرَ السُّجُوْدِ فَكُلُّ ابْنِ اٰدَمَ تَاْكُلُهُ النَّارُ اِلَّا اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيُخْرَجُوْنَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوْا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيٰوةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِىْ حَمِيْلِ السَّيْلِ وَيَبْقٰى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ اٰخِرُ اَهْلِ النَّارِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهٖ قِبَلَ النَّارِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِىْ عَنِ النَّارِ وَقَدْ قَشَبَنِىْ رِيْحُهَا وَاَحْرَقَنِىْ ذَكَاؤُهَا فَيَقُوْلُ هَلْ عَسَيْتَ اِنْ اَفْعَلَ ذٰلِكَ اَنْ تَسْئَلَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِى اللّٰهَ مَا شَاءَ اللّٰهُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ فَيَصْرِفُ اللّٰهُ وَجْهَهٗ عَنِ النَّارِ فَاِذَا اَقْبَلَ بِهٖ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَاٰى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِّمْنِىْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَلَيْسَ قَدْ اَعْطَيْتَ الْعُهُوْدَ وَالْمِيْثَاقَ اَنْ لَا تَسْاَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنْتَ سَاَلْتَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ لَا اَكُوْنُ اَشْقٰى خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ فَمَا عَسَيْتَ اِنْ اُعْطِيْتَ ذٰلِكَ اَنْ تَسْاَلَ غَيْرَهٗ فَيَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ

এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বূদ নেই, তখন ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ করবেন যে, যারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। তখন তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের কপালে সেজদার চিহ্ন দেখে সনাক্ত করবেন এবং দোজখ হতে বের করে আনবেন। আর আল্লাহ তা'আলা সেজদার চিহ্নসমূহ পুড়িয়ে দগ্ধ করা আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। ফলে দোজখে নিক্ষিপ্ত প্রতিটি সন্তানের সেজদার স্থানটি ব্যতীত তার আগুন জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। সুতরাং তাদেরকে এমন অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দোজখ হতে বের করা হবে যে, তারা একেবারে কালো কয়লা হয়ে গেছে। তখন তাদের উপর সঞ্জীবনী পানি ঢেলে দেওয়া হবে। এর ফলে তারা এমনভাবে তরতাজা ও সজীব হয়ে উঠবে, যেমন কোনো বীজ প্রবহমান পানির ধারে অঙ্কুরিত হয়ে উঠে। সে সময় দোজখবাসীদের মধ্য হতে সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী এক ব্যক্তি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে থেকে যাবে, যার মুখ হবে দোজখের দিকে। সে বলবে, হে আমার রব! দোজখের দিক হতে আমার মুখখানা ফিরিয়ে দিন। কেননা দোজখের উত্তপ্ত হাওয়া আমাকে অত্যধিক কষ্ট দিচ্ছে এবং অগ্নিশিখা আমাকে দগ্ধ করে ফেলছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তবে কি যা তুমি চাচ্ছ, যদি তোমাকে আমি দান করি তাহলে আরো অন্য কিছুও তো চাইতে পার? তখন সে বলবে, না তোমার ইজ্জতের কসম করে বলছি, আমি আর কিছুই চাইব না। তখন সে আল্লাহ তা'আকে আল্লাহর ইচ্ছানুসারে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তার মুখকে দোজখের দিক হতে ফিরিয়ে দেবেন। যখন সে জান্নাতের দিকে মুখ করবে এবং তার চাকচিক্য ও শ্যামল দৃশ্য দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ নিশ্চুপ রাখতে চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ করে থাকবে। অতঃপর বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিন। একথা শুনে মহামহিম বরকতময় আল্লাহ বলবেন, তুমি কি ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তুমি একবার যা চেয়েছ তা ছাড়া কখনো আর কিছুই চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার রব! তুমি আমাকে তোমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হতভাগা বানিয়ো না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আচ্ছা, তোমাকে যদি এ সমস্ত কিছু দেওয়া হয়, তাহলে পুনরায় অন্য আর কিছু চাবে না তো? সে বলবে,

لَا أَسْئَلُكَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُوْرِ فَسَكَتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَسْكُتَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيْلَكَ يَا ابْنَ أٰدَمَ مَا أَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُوْدَ وَالْمِيْثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيْتَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُوْ حَتّٰى يَضْحَكَ اللّٰهُ مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ أَذِنَ لَهُ فِي دُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ تَمَنَّ فَيَتَمَنّٰى حَتّٰى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى تَمَنَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتّٰى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللّٰهُ ذٰلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ اللّٰهُ لَكَ ذٰلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

না, তোমার ইজ্জতের কসম! এটা ছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। তারপর সে আল্লাহ তা'আলাকে এই মর্মে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে যা আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন। তখন তাকে জান্নাতের দরজার কাছে এগিয়ে দেওয়া হবে। যখন সে জান্নাতের দরজার নিকটে পৌঁছবে, তখন তার মধ্যকার আরাম-আয়েশ ও আনন্দের প্রাচুর্য দেখতে পাবে এবং আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চুপ রাখতে চাবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে। অতঃপর সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। তখন মহামহিম বরকতময় আল্লাহ বলবেন, আফসোস হে আদম সন্তান! তুমি কি সাংঘাতিক ওয়াদা ভঙ্গকারী! তুমি কি এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, আমি যা কিছু দেব তা ছাড়া অন্য কিছুই চাবে না? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে তোমার সৃষ্টির মাঝে সকলের চেয়ে দুর্ভাগা করো না। এই বলে সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে। এমনকি তার এ মিনতি দেখে আল্লাহ তা'আলা হেসে উঠবেন। যখন হেসে ফেলবেন তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে বলবেন, এবার চাও [তোমরা যা কিছু চাওয়ার আছে]। তখন সে আল্লাহ তা'আলার কাছে দিল খুলে চাবে। এমনকি যখন তার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, এটা চাও। ওটা চাও। এমনকি সেই আকাঙ্ক্ষাও যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এ সমস্ত কিছুই তোমাকে দেওয়া হলো এবং তার সাথে আরো অনুরূপ পরিমাণ দেওয়া হলো। আর হযরত আবূ সাঈদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে– আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও, তোমাকে এ সমস্ত কিছু তো দিলামই এবং এর দশগুণ পরিমাণও এতদ্‌সঙ্গে দিলাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "فَكُلُّ ابْنِ اٰدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُوْدِ" : 'ফলে দোজখে নিক্ষিপ্ত প্রতিটি আদম সন্তানের সিজদার স্থানটি ব্যতীত তার গোটা দেহটি আগুন জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে।' এর অধীনে ইমাম নববী (র.) লিখেছেন যে, এর দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, দোজখের আগুন শরীরের ঐ সকল অঙ্গকে জ্বালাবে না যেগুলোর মাধ্যমে সিজদা করা হয়। আর তা হলো শরীরের সাতটি অঙ্গ অর্থাৎ কপাল, উভয় হাত, উভয় হাঁটু ও উভয় পা। যদিও কতিপয় আলেম বলেছেন যে, 'কিন্তু সিজদার স্থান জ্বালাবে না' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শুধু কপাল জ্বালাবে না, তবে ওলামায়ে কেরাম ইমাম নববী (র.)-এর মতকেই অধিক পছন্দ করেছেন। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৭৩]

قَوْلُهُ "فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيٰوةِ" : 'তখন তাদের উপর সঞ্জীবনী পানি ঢেলে দেওয়া হবে।' এ কথাটি বাহ্যিকভাবে পূর্বের হাদীসের বিপরীত যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'লোকদেরকে নহরে হায়াতের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হবে।' কিন্তু বাস্তবে কথা দুটির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। হতে পারে যে, কিছু লোককে নহরে হায়াতের মধ্যে ডুবানো হবে আর কিছু লোকের উপর উক্ত নহরের পানি ঢেলে দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হবে। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৭৩ ও ৪৭৪]

৫৩৪৪ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اٰخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ يَمْشِىْ مَرَّةً وَيَكْبُوْ مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً فَاِذَا جَاوَزَهَا اِلْتَفَتَ اِلَيْهَا فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِىْ نَجَّانِىْ مِنْكِ لَقَدْ اَعْطَانِىَ اللّٰهُ شَيْئًا مَا اَعْطَاهُ اَحَدًا مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فَتُرْفَعُ لَهٗ شَجَرَةٌ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَدْنِنِىْ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلِاَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَاَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ يَا ابْنَ اٰدَمَ لَعَلِّىْ اِنْ اَعْطَيْتُكَهَا سَاَلْتَنِىْ غَيْرَهَا فَيَقُوْلُ لَا يَا رَبِّ وَيُعَاهِدُهٗ اَنْ لَا يَسْاَلَهٗ غَيْرَهَا وَرَبُّهٗ يَعْذِرُهٗ لِاَنَّهٗ يَرٰى مَا لَا صَبْرَ لَهٗ عَلَيْهِ فَيُدْنِيْهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهٗ شَجَرَةٌ هِىَ اَحْسَنُ مِنَ الْاُوْلٰى فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَدْنِنِىْ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ لِاَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَاَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا لَا اَسْئَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُوْلُ يَا ابْنَ اٰدَمَ اَلَمْ تُعَاهِدْنِىْ اَنْ لَا تَسْئَلَنِىْ غَيْرَهَا فَيَقُوْلُ لَعَلِّىْ اِنْ اَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْاَلُنِىْ غَيْرَهَا فَيُعَاهِدُهٗ اَنْ لَا يَسْاَلَهٗ غَيْرَهَا وَرَبُّهٗ يَعْذِرُهٗ لِاَنَّهٗ يَرٰى مَا لَا صَبْرَ لَهٗ عَلَيْهِ فَيُدْنِيْهِ مِنْهَا ـ

৫৩৪৪. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বশেষ ব্যক্তি যে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে জাহান্নাম হতে বের হওয়ার সময় একবার চলবে, একবার সম্মুখের দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং আরেকবার আগুন তাকে ঝলসে দেবে। অতঃপর যখন [এ অবস্থায়] সে দোজখের সীমানা অতিক্রম করে আসবে, তখন তার দিকে তাকিয়ে বলবে, বড়ই কল্যাণময় সেই মহান রব! যিনি আমাকে তোমা হতে মুক্ত দান করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন কিছু দান করেছেন, যা আগের ও পিছনের কোনো ব্যক্তিকেই তা প্রদান করেননি। অতঃপর তার সম্মুখে একটি বৃক্ষ প্রকাশ করা হবে। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে ঐ গাছটির কাছে পৌঁছিয়ে দিন, যাতে আমি তার নিচে ছায়া হাসিল করি এবং তার ঝরনা হতে পানি পান করি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! যদি আমি তোমাকে তা প্রদান করি তখন হয়তো তুমি আমার কাছে অন্য কিছু চাইতে থাকবে। সে বলবে, না, হে আমার পরওয়ারদিগার! এবং সে আল্লাহর সাথে এ ওয়াদা-অঙ্গীকার করবে যে, তা ব্যতীত সে আর কিছুই চাবে না। অথচ তার অধৈর্য ও অস্থিরতা দেখে আল্লাহ তা'আলা তাকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন। তখন তাকে উক্ত গাছের কাছে পৌঁছিয়ে দেবেন। সে তার ছায়া উপভোগ করবে এবং পানি পান করবে। অতঃপর আরেকটি গাছ প্রকাশ পাবে যা প্রথমটি অপেক্ষা উত্তম। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ঐ গাছটির নিকটবর্তী করে দিন, যেন আমি সেখানে ঝরনার পানি পান করতে পারি এবং তার ছায়ায় বিশ্রাম নিতে পারি, আমি এটা ছাড়া অন্য আর কিছু তোমার কাছে চাব না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার সাথে এই ওয়াদা করনি যে, তোমাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তুমি তা ছাড়া আর কিছুই চাবে না? আল্লাহ তা'আলা আরো বলবেন, এমনও তো হতে পারে, যদি আমি তোমাকে তার নিকটে পৌঁছিয়ে দেই, তখন তুমি অন্য আরো কিছু চেয়ে বসবে? তখন সে এই প্রতিশ্রুতি দেবে যে, সে তা ব্যতীত আর কিছুই চাবে না। আল্লাহ তা'আলা তাকে অপারক মনে করবেন। কেননা তিনি ভালোভাবে অবগত আছেন যে, ঐখানে যাওয়ার পর সে যা কিছু দেখতে পাবে, তাতে সে লোভ সামলাতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার নিকটবর্তী করে দেবেন।

فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ
تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ
مِنَ الْأُولَيَيْنِ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هٰذِهِ
فَلَاسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لَا
أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ
تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا قَالَ بَلٰى
يَا رَبِّ هٰذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ
لِأَنَّهُ يَرٰى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ
مِنْهَا فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا سَمِعَ أَصْوَاتَ أَهْلِ
الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِيهَا فَيَقُولُ يَا
ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِيْنِي مِنْكَ أَيُرْضِيكَ أَنْ
أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا قَالَ أَيْ رَبِّ
أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ فَضَحِكَ
ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ
أَضْحَكُ فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ فَقَالَ هٰكَذَا
ضَحِكَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ
يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ مِنْ ضِحْكِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ حِيْنَ قَالَ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ
رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ فَيَقُولُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ
وَلٰكِنِّي عَلٰى مَا أَشَاءُ قَدِيْرٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

সে তার ছায়ায় আরাম উপভোগ করবে এবং পানি পান করবে। অতঃপর জান্নাতের দরজার নিকটে এমন একটি গাছ প্রকাশ করাবেন, যা প্রথম দুটি অপেক্ষা উত্তম। তা দেখে সে বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে ঐ গাছটির নিকটে পৌঁছিয়ে দিন যাতে আমি তার ছায়া উপভোগ করি এবং তার পানি পান করি। তা ব্যতীত আর কিছুই তোমার কাছে চাব না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার সাথে এ ওয়াদা করনি যে, তোমাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তুমি তা ছাড়া আর কিছুই চাবে না? সে বলবে, হ্যাঁ, ওয়াদা তো করেছিলাম, তবে হে আমার রব! আমার এ আকাঙ্ক্ষাটি পূরণ করে দাও, এরপর আমি আর কিছুই তোমার কাছে চাব না এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে অপরারক জানবেন। কেননা তিনি জানেন, এরপর সে যা কিছু দেখতে পাবে, তাতে সে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। তখন তাকে তার নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে। যখন সে গাছটির নিকটে যাবে, জান্নাতবাসীদের শব্দ শুনতে পাবে তখন বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমার নিকট তোমার চাওয়া কখন শেষ হবে? আচ্ছা, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, আমি তোমাকে দুনিয়ার সমপরিমাণ জায়গা এবং তার সঙ্গে অনুরূপ জায়গাও তোমাকে জান্নাতে প্রদান করি? তখন লোকটি বলবে, হে পরওয়ারদিগার! তুমি সমস্ত জাহানের রব হয়েও আমার সাথে ঠাট্টা করছ? এ কথা বলার পর হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হাসলেন। অতঃপর বলেন, তোমরা আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছ না যে আমার হাসার কারণ কী? তখন তারা জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা, বলুন তো আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন, এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসেছিলেন। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসে আপনাকে হাসাল? উত্তরে তিনি বললেন, যখন ঐ লোকটি বলল, 'তুমি রাব্বুল আলামীন হয়েও আমার সাথে ঠাট্টা করছ?' তখন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা হেসে ফেললেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না; বরং আমি যা ইচ্ছা করি তা করতে সক্ষম। –[মুসলিম]

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ نَحْوُهُ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فَيَقُوْلُ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَا يَصْرِيْنِيْ مِنْكَ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ وَزَادَ فِيْهِ وَيُذَكِّرُهُ اللّٰهُ سَلْ كَذَا وَكَذَا حَتّٰى اِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْاَمَانِيُّ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى هُوَ لَكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ قَالَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ فَتَقُوْلَانِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَاكَ لَنَا وَاَحْيَانَا لَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ مَا اُعْطِيَ اَحَدٌ مِثْلَ مَا اُعْطِيْتُ.

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আবূ সাইদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তবে আল্লাহর উক্তি, 'হে আদম সন্তান! কবে নাগাদ আমি তোমার চাহিদা হতে রেহাই পাব? তা হতে শেষ পর্যন্ত হাদীসের অংশটি তিনি বর্ণনা করেননি। অবশ্য এ কথাগুলো বর্ধিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে স্মরণ করিয়ে বলবেন, তুমি আমার কাছে এটা চাও, ওটা চাও। অবশেষে যখন তার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও, তোমার চাহিদামতো তা তো তোমাকে দিলামই এবং অনুরূপ আরো দশগুণ প্রদান করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে জান্নাতে তার ঘরে প্রকাশ করবে এবং সঙ্গে প্রবেশ করবে 'হুরে ঈন' হতে তার দুজন বিবি। তখন হুরদ্বয় বলবে, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে আমাদের জন্য জীবিত করেছেন এবং আমাদেরকে তোমার জন্য জীবিত রেখেছেন। রাসূল ﷺ এটাও বলেছেন, তখন লোকটি বলবে, আমাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, এ পরিমাণ আর কাউকেও দেওয়া হয়নি।

وَعَنْ ٥٣٤٥ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيُصِيْبَنَّ اَقْوَامًا سَفْعٌ مِّنَ النَّارِ بِذُنُوْبٍ اَصَابُوْهَا عُقُوْبَةً ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِيُّوْنَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৩৪৫. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কিছুসংখ্যক লোক তাদের কৃত গুনাহের কারণে শাস্তিস্বরূপ দোজখের আগুনে ঝলসিত হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমত ও করুণায় তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তবে সেখানে তাদেরকে 'জাহান্নামি' বলে ডাকা হবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "فَيُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِيُّوْنَ" : 'তাদেরকে জাহান্নামি বলে ডাকা হবে।' অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে ঐ লোকদেরকে এ হিসেবে যে তারা দোজখে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে জান্নাতে এসেছে 'জাহান্নামি' নামে প্রকাশ করা হবে এবং স্মরণ করা হবে। কিন্তু তাদেরকে জান্নাতে 'জাহান্নামি' নামে আখ্যা দেওয়া অপমানিত ও ছোট করার উদ্দেশ্য হবে না; বরং তাদেরকে আনন্দদান এবং নিয়ামত স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য হবে, যাতে তারা নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে এবং এ শুকরিয়া জ্ঞাপন তাদেরকে দোজখ হতে পরিত্রাণ পাওয়া ও জান্নাতে প্রবেশের খুশি ও সন্তোষের অনুভূতি দান করবে।

–[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৭৬ ও ৪৭৭]

وَعَنْ ٥٣٤٦ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخْرَجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَفِيْ رِوَايَةٍ يُخْرَجُ قَوْمٌ مِنْ اُمَّتِيْ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِيْ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ.

৫৩৪৬. **অনুবাদ :** হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদল মানুষকে মুহাম্মদ ﷺ -এর শাফা'আতে জাহান্নাম হতে বের করা হবে। অতঃপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের নাম রাখা হবে জাহান্নামি। –[বুখারী] অপর এক বর্ণনায় আছে– তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের একদল লোক আমার সুপারিশে জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ করবে। তাদেরকে জাহান্নামি নামে ডাকা হবে।

وَعَنْ ٥٣٤٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَاٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلْاٰى فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُّهَا مَلْاٰى فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ اَمْثَالِهَا فَيَقُوْلُ اَتَسْخَرُ مِنِّىْ اَوْ تَضْحَكُ مِنِّىْ وَاَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ وَكَانَ يُقَالُ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩৪৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জাহান্নাম হতে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত এবং সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারীকে আমি খুব ভালোভাবেই চিনি। সে এমন এক ব্যক্তি, যে হামাগুঁড়ি দিয়ে দোজখ হতে বের হয়ে আসবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে এসে ধারণা করবে যে, তা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমি তো তাকে ভরতি পেয়েছি, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি যাও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাকে জান্নাতে দুনিয়ার সমপরিমাণ এবং তার দশগুণ জায়গা দেওয়া হলো। তখন সে বলবে, হে রব! আপনি কি আমার সাথে হাসি-ঠাট্টা করছেন? অথচ আপনি তো [সকল বাদশাহর] বাদশাহ! হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, আমি দেখলাম, এ কথাটি বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হাসলেন যে, তার মাঢ়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়ল। আর বলা হয়, এ ব্যক্তি মর্যাদার দিক দিয়ে হবে জান্নাতিদের সর্বনিম্ন স্তরের। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٣٤٨ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ وَاٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُؤْتٰى بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُقَالُ اعْرِضُوْا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوْبِهٖ وَارْفَعُوْا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوْبِهٖ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوْبِهٖ اَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهٗ فَاِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً .

৫৩৪৮. অনুবাদ : হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত আছি, যে জান্নাতিদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সর্বশেষ জাহান্নামি, যে তা হতে বের হয়ে আসবে। কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। তখন ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, তার ছোট ছোট গুনাহসমূহ তার সম্মুখে উপস্থিত কর এবং বড় বড় গুনাহগুলো সরিয়ে রাখ। তখন তার ছোট ছোট গুনাহগুলোই তার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আচ্ছা বল তো অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজটি তুমি করেছিলে? সে বলবে, হ্যাঁ করেছি। বস্তুত তা সে অস্বীকার করতে পারবে না। তবে তার বড় বড় গুনাহসমূহ উপস্থিত করা সম্পর্কে সে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। তখন তাকে বলা হবে, যাও! তোমার প্রতিটি গুনাহের স্থলে তোমাকে এক একটি নেকি দেওয়া হলো।

فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هٰهُنَا وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

তখন সে বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি তো এমন কিছু [বড় বড়] গুনাহও করেছিলাম, যেগুলোকে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না। বর্ণনাকারী হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাঢ়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুনাহগুলো যখন আমলনামার দফতর হতে বাদ পড়েনি, তাহলে এটার পরই তো বড় বড় গুনাহগুলো সম্মুখে হাজির করা হবে, তখন তো আমার আর রক্ষা নেই, এই ভেবে সে সন্ত্রস্ত ছিল। কিন্তু যখন ছোট ছোট গুনাহের বিনিময়ে ছওয়াব প্রাপ্ত হলো, তখন বড় গুনাহের বিনিময়ে আরো বড় পুরস্কারের আশায় সেগুলো প্রকাশের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়ে পড়ল।

وَعَنْ ٥٣٤٩ أَنَسٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ لَقَدْ كُنْتُ أَرْجُوْ إِذْ أَخْرَجْتَنِيْ مِنْهَا أَنْ لَا تُعِيْدَنِيْ فِيْهَا قَالَ فَيُنْجِيْهِ اللّٰهُ مِنْهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৩৪৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জাহান্নাম হতে চার ব্যক্তিকে বের করে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তাদেরকে পুনরায় জাহান্নামে পাঠানোর জন্য নির্দেশ করা হবে। তখন তাদের একজন পিছন ফিরে তাকাবে এবং বলবে, হে রব! আমি তো এ প্রত্যাশায় ছিলাম যে, যখন তুমি একবার আমাদেরকে তা হতে বের করে এনেছ, পুনরায় আমাকে সেখানে ফেরত পাঠাবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে দোজখ হতে নাজাত দিয়ে দেবেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ঐ সকল লোককে দোজখ হতে বের করা অতঃপর পুনরায় দোজখে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া এবং পরিশেষে মুক্তি দান করা মূলত তাদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ও অনুগ্রহে বাধিত করার জন্য হবে।

প্রকাশ থাকে যে, পরিশেষে তাদের মধ্য হতে শুধু এক ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে আর অবশিষ্ট তিনজনের কোনো আলোচনা করা হয়নি, তার কারণ হলো, উক্ত এক ব্যক্তির উপর কিয়াস করে অবশিষ্ট সকলের অবস্থা এমনিতেই বুঝা যায় যে, তারা সকলেই একইভাবে পরিত্রাণ পাবে। উপরন্তু এখানে চার ব্যক্তির উল্লেখ কেবল উদাহরণস্বরূপ করা হয়েছে। মূলত এ জাতীয় লোকদের একটি পূর্ণ দল এবং একটি বড় সম্প্রদায় উদ্দেশ্য। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৭৮]

وَعَنْ ٥٣٥٠ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُوْنَ عَلٰى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا هُذِّبُوْا وَنُقُّوْا اُذِنَ لَهُمْ فِىْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَوَ الَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَاَحَدُهُمْ اَهْدٰى بِمَنْزِلِهٖ فِى الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهٖ كَانَ لَهٗ فِى الدُّنْيَا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৩৫০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঈমানদারদেরকে দোজখ হতে বের করে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি পুলের উপর আটক রাখা হবে এবং দুনিয়াতে পরস্পর পরস্পরে যা জুলুম-অত্যাচার হয়েছিল তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমি মুহাম্মদের প্রাণ! মুমিনদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে তার নিজ বাড়িকে যেমনিভাবে চিনত, তা অপেক্ষা সে বেহেশতে তার স্থান ভালোরূপে চিনতে পারবে। −[বুখারী]

وَعَنْ ٥٣٥١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ اَحَدٌ نِ الْجَنَّةَ اِلَّا اُرِىَ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ لَوْ اَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ اِلَّا اُرِىَ مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ اَحْسَنَ لِيَكُوْنَ عَلَيْهِ حَسْرَةً ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৩৫১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত না অপরাধ করলে দোজখে তার যে স্থান হতো, তা সে দেখবে, যাতে সে অধিক শোকরগুজার হয়। আর কোনো দোজখিকে দোজখে প্রবেশ করানো হবে না যে পর্যন্ত ভালো কাজ করলে জান্নাতে তার যে স্থানজ হতো, তা সে দেখবে না, যেন তার আফসোস ও অনুশোচনা বৃদ্ধি পায়। −[বুখারী]

وَعَنْ ٥٣٥٢ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَارَ اَهْلُ الْجَنَّةِ اِلَى الْجَنَّةِ وَاَهْلُ النَّارِ اِلَى النَّارِ جِىْءَ بِالْمَوْتِ حَتّٰى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِىْ مُنَادٍ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا اَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا اِلٰى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ اَهْلُ النَّارِ حُزْنًا اِلٰى حُزْنِهِمْ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩৫২. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামিরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে বেহেশত ও দোজখের মধ্যবর্তী স্থানে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জবাই করে দেওয়া হবে। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ! এখানে কোনো মৃত্যু আর নেই। হে জাহান্নামিরা! মৃত্যু আর নেই। তাতে বেহেশতবাসীদের আনন্দের উপর আনন্দ আরো অধিক মাত্রায় বেড়ে যাবে, অপরদিকে দোজখিদের দুশ্চিন্তার উপর আরো দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে।−[বুখারী ও মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৫৩৫৩ عَنْ ثَوْبَانَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَوْضِىْ مِنْ عَدَنٍ اِلٰى عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ مَاءُهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ وَاَكْوَابُهُ عَدَدُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا اَبَدًا اَوَّلُ النَّاسِ وُرُوْدًا فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشُّعْثُ رُءُوْسًا الدُّنُسُ ثِيَابًا الَّذِيْنَ لَا يَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلَا يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৩৫৩. অনুবাদ : হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার হাউজ আদন হতে বালকার ওম্মানের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ হবে। তার পানি দুগ্ধ অপেক্ষা সাদা ও মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় অগণিত। যে তা হতে এক ঢোক পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। উক্ত হাউজের কাছে সর্বপ্রথম ঐ সমস্ত গরীব মুহাজিরীনগণ আসবে, যাদের মাথার চুল অবিন্যস্ত, পরনের কাপড়চোপড় ময়লা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণকে যাদের সাথে বিবাহ দেওয়া হয় না এবং তাদের জন্য [গৃহের] দরজা খোলাজ হয় না। –[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এবং ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ তারা এত সাধারণ লোক যে, সামাজিক জীবনে তাদের কোনো মর্যাদা নেই, সচ্ছল পরিবারের সাথে বিবাহ-শাদির সুযোগ জপায় না এবং অনুষ্ঠানাদিতে তাদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া থাকে না। কিন্তু কিয়ামতে তাদের মর্যাদা হবে সর্বাধিক উন্নত।

৫৩৫৪ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رضـ) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ مَا اَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ اَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ قِيْلَ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ سَبْعَ مِائَةٍ اَوْ ثَمَانَ مِائَةٍ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫৩৫৪. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে কোনো এক সফরে ছিলাম। এক মঞ্জিলে আমরা অবস্থান করলাম। তখন তিনি উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হাউযে কাওছারে যে সমস্ত লোকেরা আমার নিকটে উপস্থিত হবে, তোমাদের সংখ্যা তাদের লক্ষ ভাগের এক ভাগও নয়। লোকেরা হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করল, সেদিন আপনাদের সংখ্যা কত ছিল? তিনি বললেন, সাতশত অথবা আটশত। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এর দ্বারা সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্টকরণ উদ্দেশ্য নয়; বরং হাউযে কাওছারে আগমনকারী লোকদের আধিক্য ও অধিক সংখ্যা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, সেখানে পানি পানের জন্য আগমনকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা অগণিত হবে। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৮১]

وَعَنْ ٥٣٥٥ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَاِنَّهُمْ لَيَتَبَاهُوْنَ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ وَارِدَةً وَاِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৩৫৫. অনুবাদ : হযরত সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতে প্রত্যেক নবীর এক একটি হাউজ হবে এবং নবীগণ নিজেদের হাউজ নিয়ে গর্ব করবেন যে, কার হাউজে আগমনকারীর সংখ্যা বেশি। কিন্তু আমি আশা রাখি যে, আমার হাউজে আগমনকারীর সংখ্যা হবে তাদের সকলের অপেক্ষা অধিক। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ -এর উম্মতের লোকদের সংখ্যা যেহেতু অন্যান্য সকল উম্মতদের তুলনায় অধিক হবে এজন্য তাঁর হাউজে পানি পান করার উদ্দেশ্যে আগমনকারী লোকদের সংখ্যাও সর্বাধিক হবে। আর এ কথা একেবারেই নিশ্চিত, যাতে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। সুতরাং রাসূলে কারীম ﷺ -এর এ উক্তি 'আমি আশা রাখি' [যা দ্বারা সন্দেহ-সংশয়ের অর্থ প্রকাশ পায়] শুধুমাত্র বিনয় ও নম্রতার ভিত্তিতে ছিল।

–[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৮২]

وَعَنْ ٥٣٥٦ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَنْ يَشْفَعَ لِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ اَنَا فَاعِلٌ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَيْنَ اَطْلُبُكَ قَالَ اطْلُبْنِيْ اَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِيْ عَلَى الصِّرَاطِ قُلْتُ فَاِنْ لَمْ اَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ فَاطْلُبْنِيْ عِنْدَ الْمِيْزَانِ قُلْتُ فَاِنْ لَمْ اَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيْزَانِ قَالَ فَاطْلُبْنِيْ عِنْدَ الْحَوْضِ فَاِنِّيْ لَا اُخْطِئُ هٰذِهِ الثَّلٰثَ الْمَوَاطِنَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৩৫৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে আরজ করলাম, কিয়ামতের দিন আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার জন্য বিশেষভাবে শাফা'আত করবেন। তিনি বললেন, আচ্ছা আমি তা করব। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে কোথায় খোঁজ করব? তিনি বললেন, সর্বপ্রথম তুমি আমাকে পুলসিরাতের উপর খোঁজ করবে। বললাম, যদি আমি আপনাকে পুলসিরাতের সাক্ষাৎ না পাই? তিনি বললেন, তখন তুমি আমাকে মীযানের [আমলনামা ওজনের] নিকটে খোঁজ করবে। বললাম, যদি আমি আপনাকে মীযানের কাছে সাক্ষাৎ না পাই? তিনি বললেন, তখন তুমি আমাকে হাউযে কাওছারের কাছে খোঁজ করব। স্মরণ রাখ, আমি এ তিন জায়গা হতে অনুপস্থিত থাকব না। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রসিদ্ধ কথা হলো, মীযান প্রথমে তারপর পুলসিরাত। আলোচ্য হাদীসে এর বিপরীত দেখা যাচ্ছে। সুতরাং বলা হয়েছে যে, আলোচনার মধ্যে যথাযথ ক্রমিক রক্ষা করা হয়নি। মোটকথা, তুমি এ তিন স্থানের যে কোনো এক স্থানে নির্ঘাত আমার সাক্ষাৎ পাবেই।

وَعَنْ ٥٣٥٧ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قِيْلَ لَهُ مَا الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ قَالَ ذٰلِكَ يَوْمٌ يَنْزِلُ اللّٰهُ تَعَالٰى

৫৩৫৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, [আল্লাহর ওয়াদাকৃত] 'মাকামে মাহমূদ' কী? তিনি বললেন, তা এমন একদিন যেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরসীতে অবতরণ করবেন এবং তা এমনভাবে কড়মড়

عَلٰى كُرْسِيِّهٖ فَيَئِطُّ كَمَا يَئِطُّ الرَّحْلُ الْجَدِيْدُ مِنْ تَضَايُقِهٖ وَهُوَ كَسَعَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَيُجَاءُ بِكُمْ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا فَيَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُّكْسٰى اِبْرَاهِيْمُ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اُكْسُوْا خَلِيْلِىْ فَيُؤْتٰى بِرَيْطَتَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ مِنْ رِيَاطِ الْجَنَّةِ ثُمَّ اُكْسٰى عَلٰى اَثَرِهٖ ثُمَّ اَقُوْمُ عَنْ يَمِيْنِ اللّٰهِ مَقَامًا يَغْبِطُنِىْ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ. (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ)

করবে, যেমন সংকীর্ণতার কারণে কড়মড় করে থাকে চামড়ার তৈরি নতুন গদি। সেই কুরসীর প্রশস্ততা হবে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী ব্যবধানের পরিমাণ। অতঃপর তোমাদেরকে বস্ত্রবিহীন, খালি পদযুগলে ও খতনাবিহীন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। সেদিন যাদেরকে পোশাক পরিধান করানো হবে, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি হবেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেবেন আমার বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তোমরা পোশাক পরিয়ে দাও। তখন জান্নাতের কোমল রেশমি ধবধবে সাদা দু-খানা কাপড় আনা হবে এবং তা তাঁকে পরিধান করানো হবে। অতঃপর পোশাক পরিধান করানো হবে আমাকে। তারপর আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ডান পার্শ্বে এমন এক মাকামে দণ্ডায়মান হবো, যা দেখে পূর্বের ও পরের [অর্থাৎ সমস্ত মানুষ] আমার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করবে। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লাহর ডানে যে স্থানে নবী করীম ﷺ দণ্ডায়মান হবেন, তাই 'মাকামে মাহমূদ'। এটা দ্বারা সমস্ত মানুষ, জিন ও ফেরেশতাকুলের উপর তাঁর মর্যাদা প্রকাশিত হবে।

৫৩৫৮ وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شِعَارُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلَى الصِّرَاطِ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৩৫৮. অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের উপর মুমিনদের পরিচিতি হবে 'রাব্বি সাল্লিম, সাল্লিম"। [অর্থাৎ আয় রব! আমাকে নিরাপদে রাখ, আমকে নিরাপদে রাখ।] –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পুলসিরাত অতিক্রমকালে যারা এ বাক্য উচ্চারণ করবে, তারা ঈমানদার বলে পরিচিত হবে। অন্যান্য লোকদের মুখ দিয়ে এটা বের হবে না।

৫৩৫৯ وَعَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ جَابِرٍ)

৫৩৫৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীগণই বিশেষভাবে আমার শাফা'আত লাভ করবে [অন্য উম্মতের কবীরা গুনাহকারী শাফা'আত লাভ করতে পারবে না।] –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ। আর ইবনে মাজাহ হযরত জাবের (রা.) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য তথা ইজমা যে, কবীরা গুনাহকারী মুমিন বান্দা নবী করীম ﷺ -এর শাফা'আত লাভ করবে। এ পর্যায়ে হাদীসটি বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যন্ত পৌঁছেছে। কিন্তু খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায় এটাকে অস্বীকার করে, তাদের আকিদা হলো– গুনাহগার মুমিন চিরস্থায়ী জাহান্নামি, তাদের জন্য নবীও শাফা'আত করবেন না। অথচ কুরআন ও হাদীসের দ্বারা কবীরা গুনাহকারীদের জন্য শাফা'আত প্রমাণিত রয়েছে।

وَعَنْ ٥٣٦٠ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِیْ اٰتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّیْ فَخَيَّرَنِیْ بَيْنَ اَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ اُمَّتِیْ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِیَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৫৩৬০. **অনুবাদ :** হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার পরওয়ারদিগারের নিকট হতে একজন আগমনকারী [ফেরেশতা] আসলেন এবং তিনি [আল্লাহর পক্ষ হতে] আমাকে এ দুয়ের মধ্যে একটির এখতিয়ার প্রদান করলেন, হয়তো আমার উম্মতের অর্ধেক সংখ্যা জান্নাতে প্রবেশ করুক অথবা আমি [উম্মতের জন্য] শাফা'আতের সুযোগ গ্রহণ করে নেই? অতঃপর আমি শাফা'আত গ্রহণ করলাম। অতএব, তা ঐ সকল লোকের জন্য, যারা আল্লাহর সাথে শিরক না করে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের জন্য আমার শাফা'আত কার্যকরী হবে। -[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٥٣٦١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِی الْجَدْعَاءِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِیْ اَكْثَرُ مِنْ بَنِیْ تَمِيْمٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ وَالدَّارِمِیُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৫৩৬১. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল জাদ'আ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের জন্য এক ব্যক্তির সুপারিশে বনী তামীম গোত্রের লোক সংখ্যা অপেক্ষা অধিক মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। -[তিরমিযী, দারেমী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "بَنِیْ تَمِيْمٍ" একটি অনেক বড় গোত্রের নাম ছিল। যাদের সংখ্যাধিক্য উদাহরণস্বরূপ বলা হতো। মোটকথা, যখন এ উম্মতের একজন ভালো লোকের সুপারিশের ফলে এত অধিক সংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাহলে অনুমান করা উচিত যে, এ উম্মতের ভালো লোকদের কি অধিক পরিমাণ সংখ্যা হবে এবং তাদের প্রত্যেকেই সুপারিশ করবে। সুতরাং এ সকল ভালো লোকদের সুপারিশের ফলে উম্মতে মুহাম্মদীর কত অধিক সংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।

কেউ কেউ 'আমার উম্মতের এক ব্যক্তি'-কে নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, উক্ত ব্যক্তি দ্বারা হযরত ওসমান গনী (রা.)-এর সত্তা উদ্দেশ্য। কেউ কেউ হযরত উয়াইস কারনী (র.)-এর নাম নিয়েছেন। আর কেউ কেউ বলেছেন, এ নির্ধারণ জটিল ব্যাপার এবং যে কোনো ব্যক্তি উদ্দেশ্য হতে পারে। এ মতকেই হযরত যায়নুল আরব (র.) হাদীসের অর্থের অধিক নিকটবর্তী গণ্য করেছেন। -[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৮৬]

وَعَنْ ٥٣٦٢ اَبِیْ سَعِيْدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اُمَّتِیْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتّٰى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ)

৫৩৬২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের কোনো ব্যক্তি এমন হবে, যে বিরাট একটি দলের জন্য সুপারিশ করবে, কেউ একটি গোত্রের জন্য সুপারিশ করবে। আবার কেউ আপন আত্মীয়স্বজনের জন্য সুপারিশ করবে, আবার কেউ একটি লোকের জন্য সুপারিশ করবে। অবশেষে আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ সমস্ত সুপারিশকারীগণ হবেন আল্লাহর নিকট মর্যাদার অনুপাতে ক্রমাগত সিদ্দীক নেককার বান্দাগণ।

وَعَنْ ٥٣٦٣ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَنِيْ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ أَرْبَعَ مِائَةِ أَلْفٍ بِلَا حِسَابٍ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ زِدْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَهٰكَذَا فَحَثَا بِكَفَّيْهِ وَجَمَعَهُمَا فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ زِدْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَهٰكَذَا فَقَالَ عُمَرُ دَعْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَمَا عَلَيْكَ أَنْ يُدْخِلَنَا اللّٰهُ كُلَّنَا الْجَنَّةَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يُدْخِلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ فَعَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ عُمَرُ ـ (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৫৩৬৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মতের চার লক্ষ ব্যক্তিকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করুন। তখন তিনি বললেন, এই পরিমাণ– এই বলে তিনি উভয় হাত একত্রিত করে অঞ্জলি একত্রিত করলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করুন। এবারও রাসূল ﷺ অনুরূপ অঞ্জলি একত্র করে দেখিয়ে বললেন, আরো এই পরিমাণ। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আবূ বকর! আমাদেরকে নিজ নিজ অবস্থায় থাকতে দাও। [অর্থাৎ আমাদেরকে আমল করতে দাও।] তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, হে ওমর! এতে তোমার কি ক্ষতি যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন? জবাবে হযরত ওমর (রা.) বললেন, যদি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে তাঁর সমস্ত সৃষ্ট মাখলুককে তিনি এক অঞ্জলিতেই জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন। একথা শুনে তখন নবী করীম ﷺ বললেন, ওমর সত্যই বলেছে। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা'আলা জিন-ইনসান, নেককার ও বদকার এবং মুমিন ও কাফের সকলকে একবারেই জান্নাত দান করতে পারেন। কিন্তু আমল ব্যতীত আল্লাহর অনুগ্রহের আশায় বসে থাকা মুমিনের কাজ নয়। হযরত ওমর (রা.)-এর উক্তির উদ্দেশ্য এটাই যে, আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করে যাব এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর দয়ার দ্বারা যে ব্যবহার করেন এতে রাজি-খুশি থাকব।

وَعَنْهُ ٥٣٦٤ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَفُّ أَهْلُ النَّارِ فَيَمُرُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَا فُلَانُ أَمَا تَعْرِفُنِيْ أَنَا الَّذِيْ سَقَيْتُكَ شَرْبَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا الَّذِيْ وَهَبْتُ لَكَ وَضُوْءً فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৫৩৬৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামিগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, তখন জান্নাতি এক ব্যক্তি তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে। এ সময় জাহান্নামিদের সারি হতে এক ব্যক্তি বলবে, হে অমুক! তুমি কি আমাকে চিনতে পারনি? আমি সেই ব্যক্তি যে একদিন তোমাকে পান করিয়েছিলাম। আর একজন বলবে, আমি সেই ব্যক্তি যে একদিন তোমাকে অজুর জন্য পানি দিয়েছিলাম। তখন সে বেহেশতী ব্যক্তি তার জন্য সুপরিশ করবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্টজ আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসে জাহান্নামিগণ দ্বারা গুনাহগার মুমিন বান্দাকে বুঝানো হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা পুণ্যবান নেক লোকের খেদমত বা সহযোগিতা করেছে, তাদের জন্য তার অসিলায় নাজাত ও শাফা'আত লাভ করবার আশা করা যায়।

وَعَنْ ٥٣٦٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَاحُهُمَا فَقَالَ الرَّبُّ تَعَالٰى اَخْرِجُوْهُمَا فَقَالَ لَهُمَا لِاَىِّ شَىْءٍ اِشْتَدَّ صِيَاحُكُمَا قَالَا فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتَرْحَمَنَا قَالَ فَاِنَّ رَحْمَتِىْ لَكُمَا اَنْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَا اَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ فَيُلْقِىْ اَحَدُهُمَا نَفْسَهُ فَيَجْعَلُهَا اللّٰهُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا وَيَقُوْمُ الْاٰخَرُ فَلَا يُلْقِىْ نَفْسَهُ فَيَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ تَعَالٰى مَا مَنَعَكَ اَنْ تُلْقِىَ نَفْسَكَ كَمَا اَلْقٰى صَاحِبُكَ فَيَقُوْلُ رَبِّ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ لَا تُعِيْدَنِىْ فِيْهَا بَعْدَ مَا اَخْرَجْتَنِىْ مِنْهَا فَيَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ تَعَالٰى لَكَ رَجَاءُكَ فَيُدْخَلَانِ جَمِيْعًا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৩৬৫. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামিদের মধ্য হতে দুই ব্যক্তি খুব শোর-চিৎকার করতে থাকবে। তাদের চিৎকার শুনে মহান রব ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এ ব্যক্তিদ্বয়কে দোজখ হতে বের করে আন। যখন তাদেরকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন, কি কারণে তোমরা দুজন এত শোর-চিৎকার করছ? তারা বলবে, আমরা এরূপ করেছি যাতে আপনি আমাদের প্রতি রহম করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমাদের উভয়ের প্রতি আমার অনুগ্রহ এই যে, জাহান্নামের যে স্থানে তোমরা অবস্থানরত ছিলে এখন সেখানে চলে যাও এবং সে স্থানেই তোমরা নিজেদেরকে স্বেচ্ছায় নিক্ষেপ কর। এ নির্দেশ শুনে উভয়ের একজন স্বেচ্ছায় নিজেকে দোজখে নিক্ষেপ করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা দোজখের আগুনকে তার জন্য শীতল ও আরামদায়ক করে দেবেন। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে থাকবে, সে নিজেকে তাতে নিক্ষেপ করবে না। তখন পরওয়ারদিগার তাকে বলবেন, যেভাবে তোমার সাথি নিজেকে দোজখে নিক্ষেপ করেছে, কিসে তোমাকে অনুরূপভাবে নিক্ষেপ করা হতে বিরত রাখল? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমি আশা রাখি যে, যে জায়গা হতে তুমি একবার আমাকে বের করেছ, পুনরায় সেখানে তুমি আমাকে ফেরত পাঠাবে না। অতঃপর রাব্বুল আলামীন বলবেন, তুমি যে আশা পোষণ করেছ, তা পূরণ করা হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা তার বিশেষ অনুগ্রহে দুজনকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "فَاِنَّ رَحْمَتِىْ لَكُمَا اَنْ تَنْطَلِقَا الخ : 'তোমাদের উভয়ের প্রতি আমার অনুগ্রহ এই যে, তোমরা চলে যাও ...।' এর অধীনে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, দোজখে ফিরে গিয়ে নিজেকে স্বেচ্ছায় আগুনে নিক্ষেপ করাকে অনুগ্রহের অর্থে কি হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে? এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে, এ ঘোষণা মূলত سَبَبْ -কে مُسَبَّبْ -এর উপর প্রয়োগ করার পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত। সুস্পষ্টভাবে ব্যাপারটিকে এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যে, 'তোমরা দোজখে ফিরে গিয়ে নিজেকে স্বেচ্ছায় আগুনে নিক্ষেপ কর' এ ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য বলা হবে যে, আল্লাহর রহমতের হকদার ঐ ব্যক্তিই হয় যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের আনুগত্য করে। -[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৮৯]

قَوْلُهُ "فَيَجْعَلُهَا اللّٰهُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا" : 'তখন আল্লাহ তা'আলা দোজখের আগুনকে তার জন্য শীতল ও আরামদায়ক করে দেবেন।' এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি বিপদাপদ ও পরীক্ষায় আক্রান্ত অবস্থায় ধৈর্য, স্থিরতা ও আনুগত্যের পন্থা অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বিপদাপদকে সহজ ও নিঃশেষ করে দেন, যাতে সে উক্ত বিপদাপদে কোনোরূপ দুঃখকষ্ট অনুভব না করে। -[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৮৯]

قَوْلُهُ "لَكَ رَجَاءُكَ" : 'তুমি যে আশা পোষণ করেছ, তা পূরণ করা হলো।' এর দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, বান্দা আল্লাহ তা'আলার প্রতি আশা পোষণ করা তার অনুগ্রহ ও দয়া অর্জনের ক্ষেত্রে খুবই প্রভাব রাখে। যদিও সে বান্দা নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতার কারণে আনুগত্যের গণ্ডি হতে বেরিয়ে গিয়ে থাকে। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৮৯]

٥٣٦٦ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرُوْنَ مِنْهَا بِاَعْمَالِهِمْ فَاَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ ثُمَّ كَالرِّيْحِ ثُمَّ كَحُضْرِ الْفَرَسِ ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِيْ رَحْلِهِ ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ ثُمَّ كَمَشْيِهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৫৩৬৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সমস্ত মানুষ [পুলসিরাত অতিক্রমের সময়] জাহান্নামে উপস্থিত হবে এবং আমলের অনুপাতে নাজাত পাবে। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম লোক সকলের আগে বিদ্যুতের গতিতে চলে যাবে। কেউ প্রচণ্ড বাতাসের বেগে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, কেউ উটের গতিতে, কেউ মানুষের দৌড়ের গতিতে, অতঃপর পায়ে হাঁটার গতিতে। –[তিরমিযী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যার নেক আমল তুলনামূলক ভালো, তার গতিবেগও হবে তুলনামূলক দ্রুত। পক্ষান্তরে যার আমল তুলনামূলক মন্দ, তার গতিবেও হবে ধীর এবং কাফের ও মুশরিকগণ তথা হতে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٣٦٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَمَامَكُمْ حَوْضِيْ مَا بَيْنَ جَنْبَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَاَذْرُحَ قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ هُمَا قَرْيَتَانِ بِالشَّامِ بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ ثَلٰثِ لَيَالٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ فِيْهِ اَبَارِيْقُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا اَبَدًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩৬৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের সম্মুখে [কিয়ামতের দিন] আমার হাউজ রয়েছে, যার দুই কিনারার দূরত্ব ' জারবা ও আয্রুহ' স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের ন্যায়। কোনো রাবী বলেছেন, এ দুটি সিরিয়ার দুই বস্তির নাম। এর মধ্যবর্তী দূরত্ব তিন রাত্রের পথ। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, তার পেয়ালার সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় [অগণিত]। যে উক্ত হাউজে এসে একবার তা হতে পান করবে, সে পরে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কতিপয় মুহাক্কিকীন লিখেছেন যে, 'জারবা' সিরিয়ার একটি বস্তির নাম, যা মূলত 'আযরুহ'-এর একেবারে নিকটে অবস্থিত। অতএব এ কথা বলা ঠিক নয় যে, 'জাররা' ও 'আযরুহ' স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী তিন দিনের দূরত্ব। এ সুরতে যেহেতু হাদীসের অর্থের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায় এজন্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ বিশ্লেষণ করেছেন যে, এ হাদীসের কোনো বর্ণনাকারী সংশয়ে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঐ শব্দাবলি বর্ণিত হয়নি যা দ্বারা হাউযে কাওছারের প্রশস্ততা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং দারাকুতনীর বর্ণনা অবলোকন করার দ্বারা এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। যা এরূপ অর্থাৎ 'আমার হাউজের উভয় তীরের মধ্যবর্তী ব্যবধান এতটুকু যতটুকু 'মদিনা' ও 'জাযবা'-'আযরুহ'-এর মধ্যবর্তী ব্যবধান।'

–[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৯০]

٥٣٦٨ وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتّٰى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اذْهَبُوا اِلٰى ابْنِي اِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللّٰهِ قَالَ فَيَقُولُ اِبْرَاهِيمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اِعْمَدُوا اِلٰى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللّٰهُ تَكْلِيمًا فَيَأْتُونَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اِذْهَبُوا اِلٰى عِيسٰى كَلِمَةِ اللّٰهِ وَرُوحِهِ فَيَقُولُ عِيسٰى لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ وَتُرْسَلُ الْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ قَالَ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ قَالَ أَلَمْ تَرَوْا اِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتّٰى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتّٰى

৫৩৬৮. **অনুবাদ :** হযরত হুযাইফা ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। অতঃপর মুমিনগণ এক স্থানে দাঁড়াবেন, অবশেষে বেহেশতকে তাদের নিকটবর্তী করা হবে। এরপর তারা হযরত আদম (আ.)-এর নিকট এসে বলবে, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য বেহেশত খুলে দিন। তিনি বলবেন, তোমাদের পিতার অপরাধই তো তোমাদেরকে জান্নাত হতে বহিষ্কার করেছে। সুতরাং আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা আমার পুত্র আল্লাহর বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট যাও। তিনি বলেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) বলবেন, এ কাজের উপযুক্ত আমি নই। আমি আল্লাহর বন্ধু ছিলাম বটে, কিন্তু পশ্চাতে পশ্চাতে [কখনো আল্লাহর সম্মুখীন হওয়ার সুযোগ হয়নি;] বরং তোমরা মূসার শরণাপন্ন হও। যার সাথে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কথা বলেছেন। সুতরাং তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আসবে। তিনি বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। তোমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর কালেমা এবং তাঁর রূহ। তখন হযরত ঈসা (আ.) বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। অবশেষে তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট আসবে। তখন তিনি [আরশের ডান পার্শ্বে] দাঁড়াবেন [এবং শাফা'আতের জন্য অনুমতি চাইবেন] তাঁকে অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর আমানত ও রেহেমকে [আত্মীয়তার সম্পর্ককে] পাঠানো হবে, তখন উভয়টি [ইনসাফের প্রার্থী হয়ে] পুলসিরাতের ডানে ও বামে দুই পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যাবে। এবার লোকেরা তার উপর দিয়ে অতিক্রম করতে থাকবে। তোমাদের প্রথম দল বিদ্যুতের ন্যায় চলে যাবে। হযরত আজবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান, বিদ্যুতের ন্যায় চলে যাবে এর অর্থ কী? তিনি বলবেন, তোমরা কি দেখতে পাও না, বিদ্যুতের রশ্মি কিরূপে ত্বরিত গতিতে চলে যায় এবং চোখের পলকেই আবার ফিরে আসে? তারপরের দল বাতাসের ন্যায় অতিক্রম করবে। তারপরের দল উড়ন্ত পাখির ন্যায় এবং পুরুষদের দৌড়ের গতিতে যাবে। আমল অনুপাতে সকলকেই তাদের আমল [সম্মুখের দিকে] নিয়ে যাবে। আর তোমাদের নবী পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে বলতে থাকবেন, 'ইয়া রাব্বি! সাল্লিম সাল্লিম [অর্থাৎ হে আমার রব! আমার উম্মতকে নিরাপদে রাখ, নিরাপদে রাখ।]

يَجِيْءُ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيْعُ السَّيْرَ اِلَّا زَحْفًا وَقَالَ وَفِيْ حَافَتَيِ الصِّرَاطِ كَلَالِيْبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُوْرَةٌ تَأْخُذُ مَنْ اُمِرَتْ بِهٖ فَمَخْدُوْشٌ نَاجٍ وَّ مُكَرْدَسٌ فِى النَّارِ وَالَّذِيْ نَفْسُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهٖ اِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِيْنَ خَرِيْفًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

পরিশেষে কিছুসংখ্যক বান্দার আমল এতই স্বল্প হবে যে, তাদের পুলসিরাত অতিক্রম করবার সামর্থ্য থাকবে না। এমনকি সে সময় এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিতে দিতে অতিক্রম করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুলসিরাতের উভয় কিনারায় আংটা ঝুলন্ত থাকবে। যাকে পাকড়াও করার নির্দেশ থাকবে উক্ত আংটা তাকে পাকড়াও করবে। ফলে কেউ কেউ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নাজাত পাবে আর কোনো কোনো ব্যক্তিকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কসম ঐ সত্তার! যাঁর হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ! জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বৎসর দূরত্বের সমান। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٣٦٩ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ قَوْمٌ بِالشَّفَاعَةِ كَاَنَّهُمُ الثَّعَارِيْرُ قُلْنَا مَا الثَّعَارِيْرُ قَالَ اِنَّهُ الضَّغَابِيْسُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩৬৯. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শাফা'আতের দ্বারা এমন কিছুসংখ্যক লোক জাহান্নাম হতে বের হবে, তারা 'ছা'আরীরের' ন্যায়। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ছা'আরীর কি? তিনি বললেন, তা হলো ক্ষীরা। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ ক্ষীরা যেমন দ্রুত বেড়ে যায় অথবা স্বচ্ছ-সাদা বর্ণের হয়, তারাও অনুরূপভাবে বের হবে এবং তাদের বর্ণ-আকৃতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

وَعَنْ ٥٣٧٠ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثَلٰثَةٌ اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ .

৫৩৭০. **অনুবাদ :** হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির লোক সুপারিশ করবেন, নবীগণ, আলেমগণ ও শহীদগণ। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এ তিন শ্রেণির সম্মান ও মর্যাদা সর্বাধিক, তাই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যথা অন্যান্য মুমিনে সালেহও সীমিত পর্যায়ে সুপারিশ করবেন, মশহুর হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত আছে। মুসলমানের মধ্যে খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেউ শাফা'আত অস্বীকার করেন না।

بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَاَهْلِهَا
পরিচ্ছেদ : জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ

জান্নাতের আভিধানিক অর্থ– গোপন বা অদৃশ্য, ঘন বৃক্ষের ছায়াদার বাগান। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলা নেককার বান্দাদের জন্য যে শান্তিময় বাসস্থান করে রেখেছেন, তাকে জান্নাত বা বেহেশত বলা হয়। সে স্থানটি মানুষের দৃষ্টি হতেও অদৃশ্য এবং গাছ-বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই তাকে জান্নাত বলা হয়। তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমান বিল গায়েবের অন্তর্ভুক্ত।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٣٧١ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩৭১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কখনো কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান কখনো শুনেনি এবং কোনো অন্তঃকরণ যা কখনো কল্পনাও করেনি।' [তিনি বললেন,] এর সত্যতা প্রমাণে তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতে পার। [অর্থাৎ] 'এতদ্ভিন্ন তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী আনন্দদায়ক যে সমস্ত সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোনো প্রাণীরই তার খবর নেই।' –[বুখারী ও মুসলিম]

٥٣٧٢ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩৭২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেহেশতে একটি চাবুক রাখা পরিমাণ জায়গা গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, তা হতে উত্তম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ জান্নাতের ক্ষুদ্রতম জায়গা সারা দুনিয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম। কেননা দুনিয়া অস্থায়ী আর জান্নাত হলো চিরস্থায়ী।

٥٣٧٣ - وَعَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَتْ اِلَى الْاَرْضِ لَاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلٰى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৩৭৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর পথে এক সকাল এবং এক সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার সমস্ত সম্পদ হতে উত্তম। যদি জান্নাতবাসিনী কোনো নারী [হুর] পৃথিবীর পানে উঁকি দেয়, তবে সমগ্র জগতটা [তার রূপের ছটায়] আলোকিত হয়ে যাবে এবং আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানসমূহ সুগন্ধিতে মোহিত করে ফেলবে। এমনকি তাদের [হুরদের] মাথার ওড়নাও গোটা দুনিয়া এবং সম্পদরাশি হতে উত্তম। –[বুখারী]

وَعَنْ ٥٣٧٤ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اَوْ تَغْرُبُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩৭৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেহেশতে এমন একটি বিরাট বৃক্ষ আছে [যার নাম 'তূবা'] যদি কোনো সওয়ারি তার ছায়ায় একশত বৎসরও পরিভ্রমণ করে, তবুও তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। বেহেশতে তোমাদের কারো একটি ধনুকের পরিমাণ জায়গাও এর চেয়ে উত্তম, যার উপর সূর্য উদিত হয় এবং অস্ত যায় [অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী হতে]।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اَوْ تَغْرُبُ" : 'যার উপর সূর্য উদিত হয় এবং অস্ত যায়।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সমগ্র পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যকার যাবতীয় বস্তু। হাদীসে উল্লিখিত "طُلُوْع" ও "غُرُوْب" -এর মাঝে "يَا" হরফটি রয়েছে তা হয়তো বর্ণনাকারীর সংশয় প্রকাশ করার জন্য হয়েছে কিংবা বিস্ময় প্রকাশের জন্য হয়েছে কিংবা 'এবং' অর্থে হয়েছে। এ জাতীয় পূর্বে যে হাদীস উল্লিখিত হয়েছে তাতে 'এক চাবুক পরিমাণ জায়গা'-এর উল্লেখ রয়েছে আর এ হাদীসে 'এক ধনুক পরিমাণ জায়গা'-এর উল্লেখ রয়েছে, মূলত উভয়টির অর্থ একই এবং এখানেও ঐ ব্যাখ্যাই সামনে থাকা উচিত যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অবশ্য এ পার্থক্যটুকু সামনে রাখা উচিত যে, সফরকালীন আরোহী তার অবতরণস্থলে চাবুক রেখে দিত আর যে ব্যক্তি বদ্‌ব্রজে হতো সে যে জায়গায় থামার ইচ্ছা করত সেখানে তার ধনুক রেখে দিত, যাতে উক্ত স্থান তার অবতরণ বা থামার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৯৫]

وَعَنْ ٥٣٧٥ أَبِيْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ طُوْلُهَا سِتُّوْنَ مِيْلًا فِيْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا اَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْاٰخَرِيْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ اِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلٰى وَجْهِهٖ فِيْ جَنَّةِ عَدْنٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩৭৫. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেহেশতে মুমিনদের জন্য মুক্তা দ্বারা প্রস্তুত একটি তাঁবু থাকবে, যার মধ্যস্থল হবে ফাঁকা। তার প্রশস্ততা, অন্য রেওয়ায়েতে তার দৈর্ঘ্য ষাট মাইল। তার প্রত্যেক কোণে থাকবে তার পরিবার। এক কোণের লোক অপর কোণের লোককে দেখতে পাবে না। ঈমানদারগণ তাদের নিকট যাতায়াত করবে। দুটি বেহেশত হবে রূপার, তার ভিতরের পাত্র ও অন্যান্য সামগ্রী হবে রূপার এবং অপর দুটি বেহেশত হবে সোনার। যার পাত্র ও ভিতরের সব জিনিস হবে সোনার। আর আদন বেহেশত বেহেশতবাসী এবং তাদের পরওয়ারদিগারের দর্শন লাভের মাঝখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের আভা ছাড়া আর কোনো আড়াল থাকবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٣٧٦ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ اَعْلَاهَا دَرَجَةً مِنْهَا تُفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْاَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُوْنُ الْعَرْشُ فَاِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْئَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ) وَلَمْ اَجِدْهُ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِىْ كِتَابِ الْحُمَيْدِىِّ .

৫৩৭৬. অনুবাদ : হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেহেশতের স্তরর হবে একশটি, প্রত্যেক দুই স্তরের মাঝখানের ব্যবধান হবে আসমান ও জমিনের দূরত্বের পরিমাণ। জান্নাতুল ফেরদাউসের স্তর হবে সর্বোপরি। তা হতেই প্রবাহিত হয় ঝরনাধারা এবং তার উপরেই রয়েছে মহান পরওয়াদিগারের আরশ। সুতরাং তোমরা যখনই আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করবে, তখন ফেরদাউস জান্নাতই চাবে। −[তিরমিযী]

মেশকাত প্রণেতা বলেন, আলোচ্য হাদীসটি প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হলেও আমি তাকে বুখারী ও মুসলিম বা হোমাইদীর গ্রন্থে কোথায়ও খুঁজে পাইনি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : জান্নাতের নহর বা ঝরনা চারটি হলো− পানির, দুধের শরাবের ও মধুর। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে− فِيْهَا اَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَاَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ وَاَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ وَاَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى .

وَعَنْ ٥٣٧٧ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوْقًا يَاْتُوْنَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيْحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُوْا فِىْ وُجُوْهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُوْنَ حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَرْجِعُوْنَ اِلٰى اَهْلِيْهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوْا حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَقُوْلُ لَهُمْ اَهْلُوْهُمْ وَاللّٰهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَقُوْلُوْنَ وَاَنْتُمْ وَاللّٰهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৩৭৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেহেশতে একটি বাজার আছে। বেহেশতবাসীগণ সপ্তাহের প্রত্যেক জুমার দিন তথায় একত্রিত হবে। তখন উত্তরা হাওয়া প্রবাহিত হবে এবং তা তাদের মুখমণ্ডলে ও কাপড়চোপড়ে সুগন্ধি নিক্ষেপ করবে, ফলে তাদের রূপ-সৌন্দর্য আরো অধিক বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর যখন তারা বার্ধিত সুগন্ধি ও সৌন্দর্য অবস্থায় নিজেদের বিবিদের কাছে যাবে, তখন বিবিগণ তাদেরকে বলবে, আল্লাহর কসম! তোমরা তো আমাদের অবর্তমানে সুগন্ধি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ফেলেছ। তার উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহর কসম! আমাদের অবর্তমানে তোমাদের রূপ-সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ "اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوْقًا" : 'বেহেশতে একটি বাজার আছে।' এখানে 'বাজার' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সৌন্দর্য ও কমনিয়তা বৃদ্ধির কেন্দ্র। যেখানে জান্নাতি লোকেরা জমায়েত হবেন। আর সেখানে বিভিন্ন ধরনের হৃদয়গ্রাহী, মনোরোম ও সুশ্রী গঠনের লোকজন উপস্থিত থাকবেন। আর প্রত্যেক জান্নাতি তাঁর পছন্দ ও আকাঙ্ক্ষা মাফিক যে আকৃতি ধারণের ইচ্ছা করবে তা অবলম্বন করতে পারবে। −[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৯৮]

قَوْلُهٗ "كُلَّ جُمُعَةٍ" : 'প্রত্যেক জুমার দিন।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রতি সপ্তাহে একদিন লোকজন একত্রিত হবেন। আর 'সপ্তাহ' দ্বারাও পৃথিবীর ন্যায় সপ্তাহ উদ্দেশ্য নয়। কেননা জান্নাতে সূর্যও হবে না এবং দিনরাতের আবর্তন-বিবর্তনও হবে না; বরং সর্বদা একই রকম সময় থাকবে। অতএব সপ্তাহ দ্বারা সপ্তাহের সমপরিমাণ সময় উদ্দেশ্য। −[মাযাহেরে হক খ. ৬. পৃ. ৪৯৮]

قَوْلُهُ رِيْحُ الشَّمَالِ : 'উত্তরা হওয়া।' এর দ্বারা সাধারণত এমন হাওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যা কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালে তা ডান হাতের দিক হতে আসে। তাকে উত্তরা হাওয়াও বলা হয়। কিন্তু এখানে তথা হাদীসের মধ্যে এমন ধরনের হাওয়া উদ্দেশ্য যাকে আরবে "شَمَالٌ" বা "شَمْأَلٌ" বলা হয়। এ হাওয়া যেহেতু উত্তর দিক হতে প্রবাহিত হয় এবং শীতপ্রধান দেশসমূহ ও লোহিত সাগরের উপর দিয়ে বয়ে আসে এজন্য যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়ে থাকে এবং 'উত্তরা হাওয়া' বলা হয়। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৯৮]

٥٣٧٨ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ كَأَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً قُلُوْبُهُمْ عَلٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ يُرٰى مُخُّ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَّعَشِيًّا لَا يَسْقَمُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَتْفُلُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ آنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَوَقُوْدُ مَجَامِرِهِمُ الْأَلُوَّةُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ عَلٰى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلٰى صُوْرَةِ أَبِيْهِمْ آدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩৭৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রথম যে দল বেহেশতে প্রবেশ করবে, পূর্ণিমা রজনীর চাঁদের ন্যায় [উজ্জ্বল ও সুন্দর] রূপ ধারণ করেই তারা প্রবেশ করবে। আর তাদের পূর্ববর্তী যে দল যাবে, তারা হবে আকাশের সমুজ্জ্বল তারকার ন্যায় চমকদার, জান্নাতবাসী সকলের অন্তর এক ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় হবে। তাদের মধ্যে কোনো কোন্দল থাকবে না এবং কোনো হিংসা-বিদ্বেষও থাকবে না। তাদের প্রত্যেকের জন্য হুরে ঈন হতে দু দুজন স্ত্রী থাকবে। সৌন্দর্যের দরুন তাদের হাড় ও মাংসের উপর হতে নলার ভিতরের মজ্জা দেখা যাবে। তারা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনায় রত থাকবে। তারা কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। তাদের পেশাব হবে না, পায়খানাও করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরবে না। তাদের পাত্রসমূহ হবে সোনা-রূপার। আর তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের এবং তাদের ধুনীর জ্বালানি হবে আগরের, তাদের গায়ের ঘর্ম হবে কস্তূরীর মতো [সুগন্ধি]। তাদের স্বভাব হবে এক ব্যক্তির ন্যায়, শারীরিক গঠন অবয়বে হবে তাদের পিতা হযরত আদম (আ.)-এর ন্যায়, উচ্চতায় ষাট গজ লম্বা।

–[বুখারী ও মুসলিম]

٥٣٧٩ - وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلَا يَتْفُلُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ قَالُوْا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৩৭৯. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতবাসীগণ তথায় আহার করবে, তথায় পান করবে কিন্তু তারা থুথু ফেলবে না, মল-মূত্র ত্যাগ করবে না এবং তাদের নাক হতে শ্লেষ্মা ঝরবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, এমতাবস্থায় তাদের খাদ্যের পরিণতি কি হবে? তিনি বললেন, ঢেকুর এবং মেশকের ন্যায় সুগন্ধি ঘাম-এর দ্বারা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আল্লাহর তাসবীহ ও প্রশংসা তাদের অন্তরে এমনভাবে ঢেলে দেওয়া হবে যেমন শ্বাস-নিঃশ্বাস অবিরাম চলতেছে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٣٨٠ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ وَلَا يَبْلٰى ثِيَابُهٗ وَلَا يَفْنٰى شَبَابُهٗ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৩৮০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে তথায় সুখে-স্বচ্ছন্দে আয়েশের মধ্যে ডুবে থাকবে, কোনো প্রকারের দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা তাকে পাবে না এবং তার পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা বা পুরাতন হবে না, আর তার যৌবনও নিঃশেষ হবে না। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٣٨١ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُنَادِيْ مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوْا فَلَا تَسْقَمُوْا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوْتُوْا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَبْأَسُوْا أَبَدًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৩৮১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেহেশতবাসী বেহেশতে প্রবেশ করার পর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবেন তোমরা হামেশা সুস্থ থাকবে, আর কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। তোমরা সর্বদা জীবিত থাকবে, আর কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা সর্বদা যুবক থাকবে, আর কখনো বৃদ্ধ হবে না এবং সর্বদা আরাম-আয়েশে থাকবে, আর কখনো হতাশা ও দুশ্চিন্তা তোমাদেরকে পাবে না। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٣٨٢ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلٰى وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ رِجَالٌ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِيْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩৮২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীগণ তাদের উর্ধ্বের বালাখানার বাসিন্দাদেরকে এমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমনিভাবে আকাশের পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিগন্তে তোমরা একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখতে পাও। তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যের কারণে এরূপ হবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা তো হবে আম্বিয়ায়ে কেরামদেরই স্থান, অন্যেরা তো সেখানে পৌঁছতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, বরং সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! যে সমস্ত লোকেরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং রাসূলগণের সত্যতা স্বীকার করবে, তারাও সেখানে পৌঁছতে সক্ষম হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٣٨٣ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৩৮৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন একদল লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে, যাদের অন্তঃকরণ হবে পাখিদের অন্তরের ন্যায়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পাখিদের অন্তর খুবই কোমল ও ভিতু এবং পরস্পরে শত্রুতা-বিদ্বেষ হতে পূর্ণ স্বচ্ছ, অপর দিকে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল। অধিকাংশ এরূপ গুণবিশিষ্ট হবেন।

وَعَنْ ٥٣٨٤ أَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضٰى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ أَلَا أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيْ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩৮৪. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত-বাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! জবাবে তারা বলবেন, 'আমরা উপস্থিত, সৌভাগ্য তোমার নিকট হতে অর্জিত এবং যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা উত্তরে বলবে, কেন সন্তুষ্ট হবো না হে আমাদের রজব! অথচ আপনি আমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছেন যা আপনার সৃষ্ট জগতের কাউকেও দান করেননি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি কি তা অপেক্ষাও উত্তম জিনিস তোমাদেরকে দান করব না? তারা বলবে, হে রব! তা অপেক্ষা উত্তম কিছু হতে পারে? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি দান করছি, সুতরাং এরপর তোমাদের উপর আর কখনো আমি অসন্তুষ্ট হবো না। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٣٨٥ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَدْنٰى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ تَمَنَّ فَيَتَمَنّٰى وَيَتَمَنّٰى فَيَقُوْلُ لَهُ هَلْ تَمَنَّيْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَقُوْلُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৩৮৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বেহেশতে সর্বাপেক্ষা নিম্নমানের হবে, তাকে বলা হবে, তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কর। তখন সে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে, আরও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে [অর্থাৎ বার বার আকাঙ্ক্ষা করবে]। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, কি, তোমার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়েছে? সে বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি যতটুকু আশা-আকাঙ্ক্ষা করেছ তা এবং তার সমপরিমাণ [দ্বিগুণ] তোমাকে দেওয়া হলো। –[মুসলিম]

وَعَنْهُ ٥٣٨٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيْلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৩৮৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সায়হান, জায়হান, ফোরাত ও নীল– এ সমস্ত নদীগুলো জান্নাতের নহর। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সায়হান ও জায়হান অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে মধ্য-এশিয়ার খোরাসান এলাকায় অবস্থিত। 'ফোরাত' ইরাকের কূফা নগরীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত এবং নীল মিসরের প্রসিদ্ধ নদী। আসলে নবীগণ এ সমস্ত নদীর পানি পান করেছেন। অথবা জান্নাতের নহরসমূহের সদৃশ বরকতময় ও কল্যাণকর। তাই এগুলোকে বেহেশতের নদী বলা হয়েছে।

٥٣٨٧ - وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ (رضـ) قَالَ ذُكِرَ لَنَا الْحَجَرُ يُلْقٰى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِىْ فِيْهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا لَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا وَاللّٰهِ لَتُمْلَأَنَّ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا اَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَلَيَاْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيْظُ الزِّحَامِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৩৮৭. অনুবাদ : হযরত উতবা ইবনে গায্ওয়ান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমাদের সম্মুখে [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস] বর্ণনা করা হয় যে, যদি জাহান্নামের উপরের কিনারা হতে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়, তা সত্তর বৎসরেও দোজখের গভীর তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহর কসম! দোজখের এই গভীরতা [কাফের-মুশরিক, জিন ও মানব দ্বারা] পরিপূর্ণ করা হবে এবং তাও বর্ণনা করা হয় যে, বেহেশতের দরজার উভয় কপাটের মধ্যবর্তী জায়গা চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব হবে। নিশ্চয়ই একদিন এমন আসবে যে, [তার অধিবাসী দ্বারা] তাও ভরপুর হয়ে যাবে। -[মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٣٨٨ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِمَّ خُلِقَ الْخَلْقُ قَالَ مِنَ الْمَاءِ قُلْتُ الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا قَالَ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْاَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوْتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَّدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْاَسُ وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوْتُ وَلَا يَبْلٰى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنٰى شَبَابُهُمْ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৫৩৮৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মাখলুককে কিসের দ্বারা তৈরি করেছেন? তিনি বললেন, পানি দ্বারা। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, জান্নাতের নির্মাণ কিসের দ্বারা? তিনি বললেন, এক ইট স্বর্ণের এবং এক ইট রৌপ্যের। তার খামির বা মসল্লা হলো সুগন্ধময় কস্তুরী এবং তার কঙ্কর মনি-মুক্তা আর জাফরানের মাটি। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে সে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে, কখনো হতাশা বা দুশ্চিন্তায় পতিত হবে না। সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে, কখনো মরবে না, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা-পুরানা হবে না এবং তাদের যৌবনও শেষ হবে না। -[আহমদ, তিরমিযী ও দারেমী]

৫৩৮৯ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ اِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৩৮৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেহেশতের সকল গাছেরই কাণ্ড হবে স্বর্ণের। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বেহেশতের প্রত্যেকটি গাছের কাণ্ডই স্বর্ণের হবে। অবশ্য ঐ সকল গাছের ডাল ও শাখাপ্রশাখাসমূহ বিভিন্ন প্রকারের হবে। কোনোটি স্বর্ণের হবে, কোনোটি রূপার, আবার কোনোটির শাখা ইয়াকূত, যমরযদ বা মোতি প্রভৃতির হবে। আর প্রতিটি শাখা বিভিন্ন ধরনের ফুলে সুসজ্জিত হবে এবং তাতে নানা ধরনের ফল-ফলারি লেগে থাকবে। তা ছাড়া বেহেশতের সকল গাছের নিচ দিয়ে পানির নালা প্রবাহিত থাকবে। -[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫০৫]

৫৩৯০ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৫৩৯০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেহেশতের একশতটি স্তর আছে, প্রত্যেক দুই স্তরের মধ্যে শত বৎসরের দূরত্ব। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব।]

৫৩৯১ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ لَوْ اَنَّ الْعَالَمِيْنَ اِجْتَمَعُوْا فِىْ اِحْدٰهُنَّ لَوَسِعَتْهُمْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৩৯১. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেহেশতের একশত স্তর আছে। যদি সারা বিশ্বের লোক একত্রিত হয়ে তার একটিতে সমবেত হয় তবুও তা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

৫৩৯২ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ قَالَ اِرْتِفَاعُهَا لَكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৩৯২. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ আল্লাহ তা'আলার বাণী وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ [সুউচ্চ বিছানা]-এর সম্পর্কে বলেছেন, ঐ সমস্ত বিছানার উচ্চতা আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী ব্যবধানের পরিমাণ অর্থাৎ পাঁচশত বৎসরের পথ। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

৫৩৯৩ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ضَوْءُ وُجُوْهِهِمْ عَلٰى مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلٰى مِثْلِ اَحْسَنِ

৫৩৯৩. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে দলটি বেহেশতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারার জ্যোতি হবে পূর্ণিমার রাত্রের চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতির্ময়। আর দ্বিতীয় দলটির চেহারা হবে আকাশের সর্বাধিক উজ্জ্বল

كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُوْنَ حُلَّةً يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَّرَائِهَا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

নক্ষত্রের মতো ঝক্‌ঝকে। তথায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দু দুজন করে বিবি থাকবে, যাদের প্রত্যেক বিবির পরিধানে সত্তর জোড়া কাপড় থাকবে, যাদের পায়ের নলার মজ্জা কাপড়ের উপর দিয়ে দেখা যাবে। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসে প্রত্যেক জান্নাতি ব্যক্তির দু দুজন বিবি থাকার কথা উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতিদের মধ্য হতে যে সবচেয়ে কম মর্যাদার হবে, তাকে বাহাত্তরজন বিবি এবং আশি হাজার খাদেম দেওয়া হবে। সুতরাং উক্ত দুই হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, আলোচ্য হাদীসে যে দুই বিবির উল্লেখ রয়েছে তারা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী হবেন যে, তাঁদের পায়ের নলার মজ্জা সত্তর জোড়া কাপড়ের উপর দিয়েও দেখা যাবে। আর অবশিষ্ট সত্তর বিবি তো জান্নাতের হুরদের মধ্য হতে মসৃণ দেহবিশিষ্টা হবেন।
-[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫০৬]

وَعَنْ ٥٣٩٤ أَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجِمَاعِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَوَ يُطِيْقُ ذٰلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৩৯৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, বেহেশতী মুমিনদেরকে এত এত সহবাসের শক্তি প্রদান করা হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি এত শক্তি রাখবে কি? তিনি বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে একশত পুরুষের শক্তি দান করা হবে। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'এত এত' দ্বারা সম্ভবত নবী করীম ﷺ উভয় হাতের দশ অঙ্গুলির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সাহাবীগণ এক ব্যক্তির পক্ষে দশজন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাকে অসাধ্য ধারণা করায় তিনি বললেন, যখন প্রত্যেক পুরুষকে একশত যুবকের শক্তি দেওয়া হবে, তবে দশজন স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে অসমর্থ কেন হবে?

وَعَنْ ٥٣٩٥ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُوْمِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৩৯৫. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যদি জান্নাতের বস্তু সামগ্রী হতে নখ অপেক্ষা একটি ক্ষুদ্র জিনিসও দুনিয়াতে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তবে আসমান ও জমিনের সমগ্র পার্শ্ব-প্রান্ত সমেত সুসজ্জিত হয়ে যাবে। আর যদি জান্নাতের কোনো এক ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে উঁকি মারে এবং তার [হাতের] কঙ্কর প্রকাশ পায়, তবে তার জ্যোতি সূর্যের জ্যোতিকে এমনভাবে বিলীন করে দেবে, যেমন সূর্যের জ্যোতি তারকার জ্যোতিকে বিলীন করে দেয়। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٥٣٩٦ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٰى لَا يَفْنٰى شَبَابُهُمْ وَلَا يَبْلٰى ثِيَابُهُمْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

৫৩৯৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতবাসী কেশবিহীন ও দাড়িবিহীন হবেন, তাদের চক্ষু সুরমায়িত হবে, তাদের যৌবন কোনো দিনই বিলুপ্ত হবে না এবং তাদের কাপড়চোপড়ও পুরানা হবে না।

–[তিরমিযী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "جُرْدٌ" শব্দটি মূলত "اَجْرَدُ" -এর বহুবচন। আর "اَجْرَدُ" এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যার শরীরে চুল বা কেশ থাকে না। তদ্রূপ "مُرْدٌ" শব্দটি "اَمْرَدُ" -এর বহুবচন। যার অর্থ হলো– দাড়িবিহীন যুবক। এমনিভাবে "كَحْلٰى" ["فَعْلٰى" ওজনে] مَكْحُوْلٌ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার চোখের পলকের গোড়া জন্মগতভাবে কালো হয় এবং দেখতে এমন মনে হয় যেন চোখে সুরমা লাগিয়ে রেখেছে। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫০৭]

وَعَنْ ٥٣٩٧ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِيْنَ اَبْنَاءَ ثَلٰثِيْنَ اَوْ ثَلٰثٍ وَّثَلٰثِيْنَ سَنَةً - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৩৯৭. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, জান্নাতবাসীগণ কেশবিহীন, দাড়িবিহীন ও সুরমায়িত চক্ষুবিশিষ্ট ত্রিশ বা তেত্রিশ বৎসর বয়সীর মতো জান্নাতে প্রবেশ করবে।

–[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ত্রিশ বা তেত্রিশ বছরের বয়স পূর্ণাঙ্গ যৌবন ও শক্তি-সামর্থ্যে ভরপুর হয়ে থাকে। এজন্য জান্নাতি পুরুষদেরকে এ বয়স প্রদান করেই জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

প্রকাশ থাকে যে, 'ত্রিশ' বা 'তেত্রিশ' -এর মাঝের "اَوْ" হরফটি বর্ণনাকারীর সংশয় প্রকাশ করছে যে, এ স্থলে রাসূলে কারীম ﷺ 'ত্রিশ' উল্লেখ করেছিলেন নাকি 'তেত্রিশ'। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫০৭]

وَعَنْ ٥٣٩٨ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَذُكِرَ لَهُ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى قَالَ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّ الْفَنَنِ مِنْهَا مِائَةَ سَنَةٍ اَوْ يَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِائَةُ رَاكِبٍ شَكَّ الرَّاوِىْ فِيْهَا فِرَاشُ الذَّهَبِ كَاَنَّ ثَمَرَهَا الْقِلَالُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৩৯৮. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি এবং যখন তাঁর সম্মুখে 'সিদরাতুল মুনতাহা'র আলোচনা করা হলো, তিনি বললেন, তার শাখার ছায়ায় দ্রুতগামী সওয়ারি একশত বৎসর ভ্রমণ করতে পারবে অথবা বলেছেন একশত সওয়ারি তার ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারবে। এ দু বাক্যের মধ্যে নবী করীম ﷺ কোন বাক্যটি বলেছেন তাতে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে। তা সোনার পতঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত থাকবে। তার ফল মটকার ন্যায় বৃহদাকারের হবে। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'সিদরাতুল মুনতাহা'-এর অর্থ হলো– '[জান্নাতের] শেষ প্রান্তে অবস্থিত কুলগাছ।' ঐ বৃক্ষকে "سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى" এজন্য বলা হয় যে, এটি জান্নাতের এমন শেষ প্রান্তে অবস্থিত যারপর কারো কিছু জানা নেই যে কি আছে। এর সামনে কোনো ফেরেশতারও যাওয়ার অনুমতি নেই। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর শেষ গন্তব্যও এ পর্যন্ত। এর সামনে তিনিও যেতে পারেন না। কেবল রাসূলে কারীম ﷺ মি'রাজ রজনীতে এ বৃক্ষ অতিক্রম করে সামনে গিয়েছিলেন। এক বর্ণনা অনুসারে এ বৃক্ষ ষষ্ঠ আসমানে অবস্থিত; কিন্তু প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুসারে এ বৃক্ষ সপ্তম আসমানে অবস্থিত। উক্ত বর্ণনাদ্বয়ের মাঝে এভাবে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে যে, উক্ত বৃক্ষের গোড়া হলো ষষ্ঠ আসমানে আর শাখাপ্রশাখা সপ্তম আসমানে। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫০৮]

قَوْلُهُ "فِيْهَا فِرَاشُ الذَّهَبِ" : 'তা সোনার পতঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত থাকবে।' এর দ্বারা হয়তো উদ্দেশ্য হলো, উক্ত বৃক্ষের উপর যে সকল নূরানী ফেরেশতা রয়েছে তাঁদের পাখাসমূহ এরূপ চমকায় ও ঝলমল করে যে, যেন উক্ত বৃক্ষের শাখাসমূহের উপরে সোনার ঝলমলে পতঙ্গ এদিক-সেদিক লাফালাফি করছে। কিংবা উক্ত বৃক্ষ হতে যে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে এবং শাখাসমূহের উপর যে এক বিশেষ প্রকারের আলোকরশ্মি প্রস্ফুটিত হচ্ছে তাকে 'সোনার পতঙ্গ' দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর এ ঘোষণা 'উক্ত বৃক্ষের উপর সোনার পতঙ্গ রয়েছে' মূলত আয়াতে কারীমা "إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى" [যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হবার তা দ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। –সূরা নাজম : ১৬] -এর তাফসীর। সুতরাং আল্লামা বায়যাবী (র.) এ আয়াতের অধীনে লিখেছেন– ফেরেশতাদের একট বড় দল যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে লিপ্ত এ বৃক্ষকে বেষ্টন করে থাকেন। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫০৮]

٥٣٩٩ - وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا الْكَوْثَرُ قَالَ ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيْهِ اللّٰهُ يَعْنِيْ فِي الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ فِيْهِ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ قَالَ عُمَرُ إِنَّ هٰذِهِ لَنَاعِمَةٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكَلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৩৯৯. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কাওছার' কি জিনিস? তিনি বললেন, তা একটি নহর, যা আল্লাহ তা'আলা আমাকে দান করেছেন। তা জান্নাতে অবস্থিত। তার পানি দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি। তাতে এমন কিছু পাখি থাকবে, যাদের গর্দান উটের গর্দানের ন্যায় [লম্বা-লম্বা]। হযরত ওমর (রা.) বলে উঠলেন, ঐ সমস্ত পাখিগুলো নিশ্চয় খুব হৃষ্টপুষ্ট হবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে সমস্ত পাখিগুলো ভক্ষণকারীগণ তাদের চেয়েও হৃষ্টপুষ্ট হবে। –[তিরমিযী]

٥٤٠٠ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ (رض) أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ خَيْلٍ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تُحْمَلَ فِيْهَا عَلٰى فَرَسٍ مِنْ يَاقُوْتَةٍ حَمْرَاءَ يَطِيْرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ إِلَّا فَعَلْتَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ فِيْ

৫৪০০. **অনুবাদ :** হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বেহেশতে ঘোড়া পাওয়া যাঃবে কি? তিনি বললেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করান আর তুমি ঘোড়ায় সওয়ার হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কর, তখন তোমাকে লাল বর্ণের মুক্তার ঘোড়ায় সওয়ার করানো হবে এবং তুমি বেহেশতের যথায় যাওয়ার ইচ্ছা করবে ঘোড়া তোমাকে দ্রুত উড়িয়ে তথায় নিয়ে যাবে। আর এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বেহেশতে উট

الْجَنَّةِ مِنْ اِبِلٍ قَالَ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ فَقَالَ اِنْ يُدْخِلْكَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ يَكُنْ لَكَ فِيْهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

পাওয়া যাবে কি? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি পূর্বের ব্যক্তিকে যেভাবে উত্তর দিয়েছেন, এ ব্যক্তিকে সেভাবে উত্তর না দিয়ে বললেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করান, তবে তুমি সে সমস্ত জিনিস পাবে, যা কিছু তোমার মনে চাবে এবং তোমার নয়ন জুড়াবে। –[তিরমিযী]

٥٤٠١ - وَعَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ (رض) قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُحِبُّ الْخَيْلَ اَفِي الْجَنَّةِ خَيْلٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ اُدْخِلْتَ الْجَنَّةَ اُتِيْتَ بِفَرَسٍ مِنْ يَاقُوْتَةٍ لَهُ جَنَاحَانِ فَحُمِلْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ شِئْتَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَاَبُوْ سَوْرَةَ الرَّاوِيْ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمَاعِيْلَ يَقُوْلُ اَبُوْ سَوْرَةَ هٰذَا مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ يَرْوِيْ مَنَاكِيْرَ.

৫৪০১. অনুবাদ : হযরত আবূ আইয়ূব (রা.) বলেন, একদা এক বেদুইন নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঘোড়াকে খুব বেশি পছন্দ করি, বেহেশতে ঘোড়া আছে কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়, তবে তোমাকে মুক্তার তৈরি এমন একটি ঘোড়া দেওয়া হবে যার দুটি ডানা রয়েছে, তোমাকে তার উপরে সওয়ার করানো হবে। অতঃপর তুমি যেখানে যেতে চাবে, তা উড়িয়ে তোমাকে তথায় নিয়ে যাবে। –[তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। এতে বর্ণনাকারী আবূ সাওরাকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল গণ্য করা হয়। ইমাম তিরমিযী আরো বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি, আবূ সাওরা 'মুনকারুল হাদীস', তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন।

٥٤٠٢ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُوْنَ مِنْهَا مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَاَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْاُمَمِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ)

৫৪০২. অনুবাদ : হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেহেশতবাসীদের একশত বিশ কাতার হবে। তন্মধ্যে আশি কাতার হবে এই উম্মতের আর অবশিষ্ট চল্লিশ কাতার হবে অন্যান্য উম্মতের। –[তিরমিযী, দারেমী ও বায়হাকী তাঁর কিতাবুল বা'ছি ওয়াননুশূর]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পূর্বে এক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, 'এ উম্মত জান্নাতের অর্ধেক হবে' সম্ভবত অর্ধেক হতে বেশি হওয়া সম্পর্কে রাসূল ﷺ -কে পরে অবগত করানো হয়েছে। অথবা আশি কাতার সংখ্যার দিক দিয়ে চল্লিশ কাতারের সমান সমান হবে।

وَعَنْ ٥٤٠٣ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَابُ أُمَّتِي الَّذِيْنَ يَدْخُلُوْنَ مِنْهُ الْجَنَّةَ عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ الرَّاكِبِ الْمُجَوِّدِ ثَلٰثًا ثُمَّ إِنَّهُمْ لَيُضْغَطُوْنَ عَلَيْهِ حَتّٰى تَكَادُ مَنَاكِبُهُمْ تَزُوْلُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَقَالَ يَخْلُدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ يَرْوِي الْمَنَاكِيْرَ.

৫৪০৩. অনুবাদ : হযরত সালেম তাঁর পিতা [ইবনে ওমর (রা.)] হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মত বেহেশতের যে দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে, তার প্রশস্ততা হবে উত্তম অশ্বারোহীর তিনদিন অথবা তিন বৎসরের পথের দূরত্ব। এতদসত্ত্বেও দরজা অতিক্রমের সময় এত ভিড় হবে যে, ধাক্কার চোটে তাদের কাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হবে। -[তিরমিযী]

আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি যঈফ। তিনি আরো বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.)-কে অত্র হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত নন বলে ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন, অধস্তন রাবী ইয়াখলুদ ইবনে আবূ বকর মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন।

وَعَنْ ٥٤٠٤ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوْقًا مَا فِيْهَا شِرًى وَلَا بَيْعٌ إِلَّا الصُّوَرُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُوْرَةً دَخَلَ فِيْهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৪০৪. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতে একটি বাজার রয়েছে, সেখানে ক্রয়বিক্রয় নেই; বরং তাতে নারী-পুরুষদের আকৃতিসমূহ থাকবে। সুতরাং যখনই কেউ কোনো আকৃতিকে পছন্দ করবে, তখন সে সেই আকৃতিতে প্রবেশ করবে [অর্থাৎ রূপান্তরিত হবে।] -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ উক্ত বাজার মূলত সৌন্দর্য ও কমনিয়তা দ্বারা সজ্জিত হওয়ার এবং সুন্দর হতে সুন্দর আকার-আকৃতিতে রূপান্তরিত হওয়ার একটি কেন্দ্র হবে। সেখানে চতুর্দিক হতে মনোরম ও মনোমুগ্ধকর আকার-আকৃতি পরিদৃষ্ট হবে। আর জান্নাতবাসীদের মধ্য হতে নারী-পুরুষ যে কেউ উক্ত আকার-আকৃতি হতে যেটি পছন্দ করবে তাতে রূপান্তরিত হতে পারবে, যেরূপ জিন ও ফেরেশতা পৃথিবীতে যে আকার-আকৃতিতে ইচ্ছা করে রূপান্তরিত হতে পারে।

-[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫১১]

وَعَنْ ٥٤٠٥ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ (رضـ) فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَسْأَلُ اللّٰهَ أَنْ يَّجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوْقِ الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيْدٌ أَفِيْهَا سُوْقٌ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوْهَا نَزَلُوْا فِيْهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ ثُمَّ يُؤْذَنُ لَهُمْ

৫৪০৫. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, আমি আল্লাহর কাছে এ দোয়া করি, তিনি যেন আমাকে ও তোমাকে বেহেশতের বাজারে একত্রিত করেন। তখন সাঈদ বললেন, সেখানে কি বাজারও আছে? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেহেশতবাসীগণ যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন তারা নিজ নিজ আমলের মান অনুযায়ী স্থান লাভ করবে। অতঃপর দুনিয়ার দিনগুলোর হিসাব ও পরিমাণ অনুযায়ী সপ্তাহের জুমার দিন তাদেরকে একটি

فِىْ مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُوْرُوْنَ رَبَّهُمْ وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ وَيَتَبَدّٰى لَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَيُوْضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوْتٍ وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ اَدْنَاهُمْ وَمَا فِيْهِمْ دَنِىٌّ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُوْرِ مَا يَرَوْنَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَرَاسِىِّ بِاَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ نَرٰى رَبَّنَا قَالَ نَعَمْ هَلْ تَتَمَارُوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قُلْنَا لَا قَالَ كَذٰلِكَ لَا تَتَمَارُوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ وَلَا يَبْقٰى فِىْ ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلٌ اِلَّا حَاضَرَهُ اللّٰهُ مُحَاضَرَةً حَتّٰى يَقُوْلَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ اَتَذْكُرُ يَوْمَ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيُذَكِّرُهُ بِبَعْضِ غَدَرَاتِهٖ فِى الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَفَلَمْ تَغْفِرْ لِىْ فَيَقُوْلُ بَلٰى فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِىْ بَلَغْتَ مَنْزِلَتَكَ هٰذِهٖ فَبَيْنَاهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَاَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيْبًا لَمْ يَجِدُوْا مِثْلَ رِيْحِهٖ شَيْئًا قَطُّ وَيَقُوْلُ رَبُّنَا قُوْمُوْا اِلٰى مَا اَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوْا مَا اشْتَهَيْتُمْ فَنَاْتِىْ سُوْقًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلٰئِكَةُ فِيْهَا مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُوْنُ اِلٰى

বিশেষ অনুমতি প্রদান করা হবে, আর তা হলো তারা তাদের পরওয়ারদিগারের সাক্ষাৎ লাভ করবে। সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশকে জনসম্মুখে করে দেবেন এবং বেহেশতবাসীদের সম্মুখে বেহেশতের বৃহৎ কাননসমূহের একটি কাননে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং বেহেশতবাসীদের জন্য তাদের মান ও মর্যাদা অনুপাতে নূরের, মনি-মুক্তার, যমররদের এবং সোনা-চান্দির মিম্বর স্থাপন করা হবে। তাদের মধ্যে মামুলি মর্যাদাবান ব্যক্তি– অথচ বেহেশতীদের মধ্যে কেউ হীন হবে না– কাফুর কাস্তূরীর টিলার উপর উপবেশন করবে। এ সমস্ত টিলায় উপবেশনকারীগণ কুরসী বা আসনে উপবেশন-কারীগণকে নিজেদের অপেক্ষা অধিক মর্যাদালাভকারী বলে ধারণা করবে না। [অর্থাৎ প্রত্যেক জান্নাতি আপন স্থানে সন্তুষ্ট থাকবে।] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আমাদের পরওয়ারদিগারকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেখতে পাবে। আচ্ছা বল দেখি, সূর্য এবং পূর্ণিমার রাত্রে চাঁদ দেখতে তোমাদের কোনো প্রকারের সন্দেহ হয়? আমরা বললাম, না। কোনো সন্দেহ হয় না। রাসূল ﷺ বললেন, অনুরূপভাবে তোমাদের রবকে দেখতে তোমাদের কোনো রকমের সন্দেহ হবে না এবং উক্ত মসলিসে এমন কোনো লোক অবশিষ্ট থাকবে না, যার সাথে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কথা বলবেন না। এমনকি আল্লাহ তা'আলা উপস্থিত এক ব্যক্তিকে বলবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমার কি স্মরণ আছে যে, অমুক দিন তুমি এ এ কথাটি বলেছিলে? মোটকথা, দুনিয়াতে সে যে সমস্ত অপরাধ করেছিল তার কিছু কিছু তাকে আল্লাহ তা'আলা স্মরণ করিয়ে দেবেন। তখন সে বলবে, হে আমার রব! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করে দাওনি? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমার ক্ষমার বদৌলতেই তুমি আজ এ মর্যাদার অধিকার হয়েছ। ফলকথা, তারা এ অবস্থায় থাকতেই এক খণ্ড মেঘ এসে তাদেরকে উপর থেকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং তা তাদের উপর এমন সুগন্ধি বর্ষণ করবে যে, অনুরূপ সুগন্ধি তারা আর কখনো পায়নি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা উঠ এবং তার দিকে চল, যা আমি তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। আর তোমাদের মনে যা যা চায় তা হতে নিয়ে নাও। অতঃপর আমরা এমন একটি বাজারে আসব, যাকে ফেরেশতাগণ বেষ্টন করে রেখেছেন। তাতে এমন সব জিনিস রক্ষিত থাকবে, যা মানব চক্ষু কখনো

مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعِ الْاٰذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلٰى الْقُلُوْبِ فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيْهَا وَلَا يَشْتَرٰى وَفِىْ ذٰلِكَ السُّوْقِ يَلْقٰى اَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقٰى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ وَمَا فِيْهِمْ دَنِىٌّ فَيَرُوْعُهُ مَا يَرٰى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ فَمَا يَنْقَضِىْ اٰخِرُ حَدِيْثِهِ حَتّٰى يَتَخَيَّلَ عَلَيْهِ مَا هُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ وَذٰلِكَ اَنَّهُ لَا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ اَنْ يَّحْزَنَ فِيْهَا ثُمَّ نَنْصَرِفُ اِلٰى مَنَازِلِنَا فَيَتَلَقَّانَا اَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَبًا وَاَهْلًا لَقَدْ جِئْتَ وَاِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ اَفْضَلُ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَتَقُوْلُ اِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ وَيَحِقُّنَا اَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

দেখতে পারেনি, তার সংবাদ কর্ণে শুনতে পাইনি, এমনকি মানুষের অন্তরও কল্পনা করতে পারেনি। সুতরাং আমাদেরকে সেই বাজার হতে এমন সব কিছু দেওয়া হবে যা যা আমরা পছন্দ করব, অথচ উক্ত বাজারে কোনো জিনিসই বেচাকেনা হবে না, বরং সেখানে বেহেশতীগণ একজন অন্যজনের সাথে সাক্ষাৎ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই বাজারে একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি একজন মামুলি ধরনের ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করবে, অবশ্য বেহেশতীদের মধ্যে কেউ হীন নয়। তখন সে তার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে আশ্চর্যান্বিত হবে কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই সে অনুভব করবে যে, তার পোশাক তার চেয়ে আরো উত্তম হয়ে গেছে। আর এটা এজন্য যে, বেহেশতে কোনো ব্যক্তির অনুতপ্ত ও দুশ্চিন্তায় পতিত হওয়ার অবকাশ থাকবে না। অতঃপর [উক্ত বাজার ও পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ করে] আমরা আপন আপন বাসস্থানের দিকে প্রত্যাবর্তন করব। এ সময় আমাদের স্ত্রীগণ আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং বলবে, মারহাবা, খোশ আমদেদ! বস্তুত যখন তোমরা আমাদের নিকট হতে পৃথক হয়েছিলে, সে অবস্থা অপেক্ষা এখন তোমরা আরো অধিক খুবসুরত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে আমাদের নিকটে ফিরে এসেছ। তখন আমরা বলব, আজ আমরা আমাদের মহাপরাক্রমশালী পরওয়ারদিগারের সাথে বসার সৌভাগ্য লাভ করেছি। কাজেই এ মর্যাদার অধিকারী হয়ে প্রত্যাবর্তন করা আমাদের জন্য যথার্থ উপযোগী হয়েছে এবং এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, আর ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٥٤٠٦ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ الَّذِىْ لَهُ ثَمَانُوْنَ اَلْفَ خَادِمٍ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُوْنَ زَوْجَةً وَتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوْتٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ اِلٰى صَنْعَاءَ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ يُرَدُّوْنَ بَنِىْ ثَلٰثِيْنَ فِىْ

৫৪০৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিম্নমানের জান্নাতবাসীর জন্য আশি হাজার খাদেম এবং বাহাত্তর জন স্ত্রী হবে. তার জন্য গম্বুজ আকৃতির ছাউনি স্থাপন করা হবে, যা মণি-মুক্তা, হীরা ও ইয়াকুত দ্বারা নির্মিত। উক্ত ছাউনির প্রশস্ততা হবে জাবিয়া হতে সানআ পর্যন্ত মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিমাণ। উক্ত সনদে আরো বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ছোট বয়সে কিংবা বৃদ্ধ বয়সে যে কোনো বেহেশতী লোক [দুনিয়াতে] মারা যাবে, সে বেহেশতে ত্রিশ বৎসর বয়সী [যুবক] হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে

الْجَنَّةِ لَا يَزِيْدُوْنَ عَلَيْهَا أَبَدًا وَكَذٰلِكَ أَهْلُ النَّارِ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ إِنَّ عَلَيْهِمُ التِّيْجَانَ أَدْنٰى لُؤْلُؤَةٍ مِنْهَا لَتُضِيْءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِيْ سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِيْ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ إِذَا اشْتَهَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ الْوَلَدَ كَانَ فِيْ سَاعَةٍ وَلٰكِنْ لَا يَشْتَهِيْ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَرَوٰى ابْنُ مَاجَةَ الرَّابِعَةَ وَالدَّارِمِيُّ الْاٰخِيْرَةَ)

এবং এ বয়স [-এর আকৃতি] কখনো বৃদ্ধি পাবে না। দোজখবাসীরাও অনুরূপ [৩০ বৎসর বয়সী] হবে। উক্ত সনদে অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, বেহেশতবাসীদের মাথায় এমন মুকুট রাখা হবে, যার মামুলি মুক্তা দুনিয়ার পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করবে। অত্র সনদে অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, বেহেশতবাসী যখন বেহেশতে সন্তান কামনা করবে, তখন গর্ভ, প্রসব এবং তার বয়স চাহিদা অনুযায়ী মুহূর্তের মধ্যে সংঘটিত হয়ে যাবে। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র.) বলেন, মুমিন যখনই বেহেশতে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করবে, তখনই সে সন্তান পাবে, তবে কেউই এ আকাঙ্ক্ষা করবে না। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আরো বলেছেন, হাদীসটি গরীব। ইবনে মাজাহ চতুর্থটি আর দারেমী কেবলমাত্র শেষ অংশটি বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "وَكَذٰلِكَ أَهْلُ النَّارِ" : 'দোজখবাসীরাও অনুরূপ [ত্রিশ বছর বয়সী] হবে।' অর্থাৎ যেভাবে বেহেশতীরা ত্রিশ বছর বয়সী হয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবেন চাই তিনি পৃথিবীতে ছোট বয়সে ইন্তেকাল করুন কিংবা বৃদ্ধ বয়সে। তদ্রূপ দোজখীরাও ত্রিশ বছর বয়সী হয়ে দোজখে প্রবেশ করবে এবং বেহেশতীদের ন্যায় দোজখীরাও সর্বদা ত্রিশ বছর বয়সীই থাকবে।

প্রকাশ থাকে যে, বেহেশতী ও দোজখীদের জন্য সর্বদা ত্রিশ বছর বয়স নির্ধারিত হওয়া হয়তো এজন্য হবে যে, যে আরাম-আয়েশের হকদার হবে সে যেন পূর্ণ আরাম-আয়েশের ভাগিদার হয়, আর যে শাস্তির উপযুক্ত হবে সে যেন পূর্ণ শাস্তি ভোগ করে। অতএব যেরূপ বেহেশতীরা দারুল কারারে চিরদিনের জন্য নিজেদের পূর্ণ বয়সের সাথে আরাম-আয়েশের পুরাপুরি সুখ উপভোগ করতে থাকবে তদ্রূপ দোজখীরা দারুল বাওয়ারে চিরদিনের জন্য নিজেদের পূর্ণ বয়সের সাথে শাস্তি ও কঠোরতা ভোগ করতে থাকবে। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫১৫]

٥٤٠٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُوْرِ الْعِيْنِ يَرْفَعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ تَسْمَعِ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا يَقُلْنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيْدُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ طُوْبٰى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৪০৭. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেহেশতের হুরগণ এক জায়গায় সমবেত হয়ে বুলন্দ আওয়াজে এমন সুন্দর লহরীতে গাইবে, সৃষ্ট জীব সেই ধরনের লহরী কখনো শুনতে পায়নি। তারা বলবে, আমরা চিরদিন থাকব, কখনো ধ্বংস হবো না। আমরা সর্বদা সুখে-সানন্দে থাকব, কখনো দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় পতিত হবো না। আমরা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকব কখনো নাখোশ হবো না। সুতরাং তাকে ধন্যবাদ, যার জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যিনি। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٤٠٨ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ ثُمَّ تَشَقَّقُ الْأَنْهَارُ بَعْدُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ)

৫৪০৮. অনুবাদ : হযরত হাকীম ইবনে মুআবিয়া (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেহেশতে রয়েছে পানির সমুদ্র, মধুর সমুদ্র, দুধের সমুদ্র এবং শরাবের সমুদ্র। অতঃপর তা হতে আরো বহু নদী প্রবাহিত হবে। –[তিরমিযী, আর দারেমী হাদীসটি হযরত মুআবিয়া (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেছেন।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٤٠٩ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَنَّةِ لَيَتَّكِئُ فِي الْجَنَّةِ سَبْعِيْنَ مُسْنَدًا قَبْلَ اَنْ يَّتَحَوَّلَ ثُمَّ تَاْتِيْهِ امْرَأَةٌ فَتَضْرِبُ عَلٰى مَنْكِبِهٖ فَيَنْظُرُ وَجْهَهٗ فِيْ خَدِّهَا اَصْفٰى مِنَ الْمِرْاٰةِ وَاِنَّ اَدْنٰى لُؤْلُؤَةٍ عَلَيْهَا تُضِيْئُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَرُدُّ السَّلَامَ وَيَسْأَلُهَا مَنْ اَنْتِ؟ فَتَقُوْلُ اَنَا مِنَ الْمَزِيْدِ وَاِنَّهٗ لَيَكُوْنُ عَلَيْهَا سَبْعُوْنَ ثَوْبًا فَيَنْفُذُهَا بَصَرُهٗ حَتّٰى يَرٰى مُخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذٰلِكَ وَاِنَّ عَلَيْهَا مِنَ التِّيْجَانِ اِنَّ اَدْنٰى لُؤْلُؤَةٍ مِنْهَا لَتُضِيْئُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫৪০৯. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কোনো বেহেশতী ব্যক্তি সত্তরটি গা-তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবে। এটা শুধু তার একই স্থান থাকবে। অতঃপর একজন মহিলা [হুর] এসে তার কাঁধে টোকা দেবে, তখন সে উক্ত মহিলার দিকে ফিরে তাকাবে, তার চেহারার উজ্জ্বলতা আয়না অপেক্ষা অধিক স্বচ্ছ হবে এবং তার গায়ে রক্ষিত মামুলি মুক্তার আলো পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে উজ্জ্বল করে ফেলবে। মহিলাটি উক্ত পুরুষটিকে সালাম করবে, সে সালামের জবাব দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কে? মহিলাটি উত্তরে বলবে, আমি 'অতিরিক্তের অন্তর্ভুক্ত।' তার পরনে রং-বেরঙের সত্তরখানা কাপড় থাকবে এবং তার ভিতর দিয়েই তার পায়ের নলার মজ্জা দেখা যাবে। আর তার মাথায় এমন মুকুট হবে, যার নিম্নমানের মুক্তার আলো পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থান রৌশন করে দেবে। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'অতিরিক্তের অন্তর্ভুক্ত' এর অর্থ হলো, কুরআনে জান্নাতিদের নিয়ামত সম্পর্কে এক জায়গায় উল্লেখ রয়েছে– لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ [অর্থাৎ এখানে বেহেশতবাসীগণ ঐ সমস্ত বস্তু পাবে, যা তারা আকাঙ্ক্ষা করবে। এতদ্ভিন্ন আমার পক্ষ থেকে আরো অতিরিক্ত দেওয়া হবে। –সূরা ক্বাফ : ৩৫] এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫৪১০ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَحَدَّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ قَالَ بَلَى وَلٰكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰى دُوْنَكَ يَا ابْنَ أٰدَمَ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ وَاللّٰهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحٰبُ زَرْعٍ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৪১০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ কথাবার্তা বলছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে একজন গ্রাম্য বেদুইন উপস্থিত ছিল। নবী করীম ﷺ বললেন, জান্নাতবাসী এক ব্যক্তি তথায় কৃষিকাজ করবার জন্য তার পরওয়ার-দিগারের কাছে অনুমতি চাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, হ্যাঁ, তবে আমি কৃষিকাজ ভালোবাসি। অতঃপর সে বীজ বপন করবে এবং চক্ষুর পলকে তা অঙ্কুরিত হবে, পোক্ত হবে এবং ফসল কাটা হবে। এমনকি পাহাড়ের পরিমাণ স্তূপ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! নিয়ে যাও, কোনো কিছুতেই তোমার তৃপ্তি হয় না। তখন গ্রাম্য বেদুইন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! দেখবেন, সে হয়তো কোনো কোরাইশী অথবা আনসার গোত্রীয় লোক হবে। কেননা তারাই কৃষিকাজ করে থাকে। আর আমরা তো কৃষিকাজ করি না। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ" : 'কোনো কিছুতেই তোমার তৃপ্তি হয় না।' অর্থাৎ হে আদম সন্তান! এতো হলো তুমি একটি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছ আর আমি তোমার উক্ত আকাঙ্ক্ষা মুহূর্তের মধ্যে পূর্ণ করে দিয়েছি। কিন্তু একটু চিন্তা কর যে, বেহেশতে অগণিত নিয়ামত পাওয়ার পরও এবং তোমার সকল আকাঙ্ক্ষার বস্তু প্রস্তুত থাকার পরও তুমি চাষাবাদ করার যে আশ্চর্যজনক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছ তা কোন কথা প্রমাণ করছে? তার অর্থ কি এই নয় যে, তোমার লোভী পেট কখনো ভরতে পারে না এবং আরাম আয়েমের সর্বোচ্চ সীমাও তোমাকে অল্পে তুষ্টির সীমা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। এতে জানা গেল যে, 'লোভ' ও 'অল্পেতুষ্টি পরিত্যাগ' মানুষের প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। আর এটা এমন একটি অভ্যাস যা তার থেকে দূর হওয়ার নয় যদিও সে বেহেশতে পৌঁছুক না কেন। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫১৭]

৫৪১১ وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَيَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ قَالَ النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ وَلَا يَمُوْتُ أَهْلُ الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৫৪১১. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল, বেহেশতবাসীগণ কি ঘুমাবে? তিনি বললেন, নিদ্রা তো মৃত্যুর সহোদর। আর বেহেশতবাসী মরবে না [সুতরাং তাদের কোনো নিদ্রা নেই]। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

بَابُ رُؤْيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى
পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার দর্শনলাভ

"رُؤْيَةُ اللّٰه" বা 'আল্লাহর দর্শনলাভ' -এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলাকে খোলা চোখে দেখা। মুমিনরা আখেরাতে এ সৌভাগ্য লাভ করবেন। যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য এ পরিচ্ছেদ স্থাপন করা হয়েছে এবং এ বিষয় সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে। -[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫১৮]

'আল্লাহর দর্শনলাভ'-এর স্থান পরকাল : সকল ওলামায়ে উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, 'আল্লাহর দর্শনলাভ'-এর সৌভাগ্য পরকালে মুমিন বান্দাদের হবে। এর প্রমাণ হলো ঐ সকল কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদীস, ইজমায়ে সাহাবা ও তাবেয়ীন এবং আইম্মায়ে কেরামের উক্তি যা এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে। তা সত্ত্বেও কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা 'আল্লাহর দর্শনলাভ'-এর অস্বীকারকারী। তারা 'আল্লাহর দর্শনলাভ' প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদীস এবং বর্ণিত প্রমাণাদির যেভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেছে তার বিবরণ এবং হকপন্থি ওলামায়ে কেরামের পক্ষ হতে তাদের ব্যাখ্যায় অকাট্য জবাব বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে।

উম্মতের ওলামায়ে কেরাম এটাও সুস্পষ্ট করেছেন যে, 'আল্লাহর দর্শনলাভ' মুমিনদের সাথে নির্দিষ্ট যা বেহেশতে সংঘটিত হবে। মুমিনগণ বেহেশতে পৌছলে সেখানে 'আল্লাহর দর্শনলাভ'-এর সৌভাগ্য অর্জন করবেন। তবে হাশরের ময়দানে যে 'আল্লাহর দর্শনলাভ' হবে তা সকল সৃষ্টিজীব তথা ঈমানদার ও কাফের সকলেই আল্লাহকে দেখবে, কিন্তু কাফেরগণ উক্ত দর্শনের পর অন্তরালে চলে যাবে অতঃপর সর্বদা দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় থাকবে। -[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫১৮]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٤١٢ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهٖ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَا تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلٰوةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَأَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪১২. অনুবাদ : হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অচিরেই তোমরা নিশ্চিত তোমাদের পরওয়ারদিগারকে স্বচক্ষে প্রকাশ্যে দেখতে পাবে এবং অপর এক রেওয়ায়েতে আছে- হযরত জারীর (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বসাছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাত্রে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এই চাঁদকে দেখছ। তাঁর দীদারে তোমরা কোনোরূপ বাধাপ্রাপ্ত হবে না। সুতরাং তোমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করবে সূর্য উদয়ের পূর্বের নামাজ সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামাজ সূর্যাস্তের পূর্বে আদায় করতে যেন ব্যর্থ না হও। [অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামাজ যথাসময়ে আদায় করবে।] অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন- অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে আপন পরওয়ার-দিগারের প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা কর। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, বেহেশতবাসীগণ সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহকে দেখতে পাবে, তাই বিশেষভাবে এ দুই ওয়াক্তের নামাজের প্রতি তাকিদ করা হয়েছে। এ দুই ওয়াক্তের নামাজের ফজিলত অনেক বেশি এবং এ দুই নামাজের যে ব্যক্তি পাবন্দী করবে, অন্যান্য নামাজ সম্পাদন তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। কাজেই প্রকারান্তরে সকল নামাজই এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

وَعَنْ ٥٤١٣ صُهَيْبٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا اَزِيْدُكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا اَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ قَالَ فَيُرْفَعُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُوْنَ اِلٰى وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَمَا اُعْطُوْا شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ اِلٰى رَبِّهِمْ ثُمَّ تَلَا لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৪১৩. অনুবাদ : হযরত সুহায়ব (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, বেহেশতবাসীগণ যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমরা কি আরো কিছু চাও, যা আমি তোমাদেরকে অতিরিক্ত প্রদান করব। তারা বলবে, তুমি কি আমাদের মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করনি? তুমি কি আমাদের বেহেশতে প্রবেশ করাওনি এবং তুমি কি আমাদেরকে দোজখ হতে নাজাত দাওনি? [তোমার এত বড় বড় নিয়ামতের পর আর কি অবশিষ্ট রয়েছে, যা আমরা চাব?] রাসূল ﷺ বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা [তাঁর ও জান্নাতিদের মধ্য হতে] হেজাব বা পর্দা তুলে ফেলবেন, তখন তারা আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শন লাভ করবে। [তখন তারা বুঝতে পারবে,] বস্তুত আল্লাহ তা'আলার দর্শনলাভ ও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় কোনো বস্তুই এ যাবৎ তাদেরকে প্রদান করা হয়নি। অতঃপর রাসূল ﷺ কুরআনের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন– [অর্থাৎ] যারা উত্তম কাজ করেছে তার প্রতিদান নেকই [অর্থাৎ জান্নাত]। তার উপর অতিরিক্ত হলো– তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং তার উপর অতিরিক্ত অবদান [অর্থাৎ দীদারে এলাহী]। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "فَيُرْفَعُ الْحِجَابُ" : 'অতঃপর আল্লাহ তা'আলা [তাঁর ও জান্নাতিদের মধ্য হতে] হেজাব বা পর্দা তুলে ফেলবেন।' এ প্রসঙ্গে প্রকাশ থাকে যে, হেজাব বা পর্দা তোলা হবে বেহেশতবাসীদেরকে বিহ্বলতা ও বিস্ময় হতে বের করার জন্য। অর্থাৎ সে সময় বেহেশতবাসীরা এমন বিহ্বলতা ও বিস্ময়ের মধ্যে থাকবে যে, সর্বশেষ এখন কোন নিয়ামত অবশিষ্ট রয়ে গেছে যা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করতে চাচ্ছেন? তখন আল্লাহ তা'আলা নিজের দর্শনের মাধ্যমে যেন এটা বলবেন যে, দেখ! এটাই হলো সেই সর্ববৃহৎ নিয়ামত যা আমি তোমাদেরকে দান করতে চেয়েছিলাম। আর এ নিয়ামত তোমাদের মূল বদলা ও প্রতিদান হতে অতিরিক্ত। মূলত আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা হেজাব ও পর্দা হতে মুক্ত ও পবিত্র। এরূপ নয় যে, [না'উযুবিল্লাহ!] তিনি পর্দার অন্তরালে লুক্কায়িত আছেন এবং বেহেশতীদেরকে দর্শন প্রদানের সময় যেন তাঁর উক্ত পর্দা উঠানো হবে! তিনি প্রেমাস্পদ; আড়ালকৃত নয়। তিনি নিরংকুশ বিজয়ী; পর্দার অন্তরালে পরাজিত নয়। সুতরাং 'পর্দা তুলে দেওয়া হবে'-এর অর্থ হলো, দর্শনপ্রার্থীর চক্ষু হতে উক্ত পর্দা হটে যাবে এবং তারা আল্লাহর দর্শন লাভে ধন্য হবে। এর সমর্থন স্বয়ং হাদীসের পরবর্তী বাক্য 'তখন বেহেশতবাসীরা আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শন লাভ করবে।' -এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। -[মাযাহেরে হক খ. ৬. পৃ. ৫২১-৫২২]

قَوْلُهُ "فَمَا اُعْطُوْا شَيْئًا" : 'বেহেশতবাসীদেরকে এ যাবৎ এমন কোনো বস্তুই প্রদান করা হয়নি।' এর মাধ্যমে এমন একটি বাস্তব বিষয় প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যাতে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা যেভাবে এ পৃথিবীতে অর্জিত সকল সত্তাগত ও আত্মিক মর্যাদা ও সম্মানের উচ্চতা ও উৎকর্ষতা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্তি ঘটে তদ্রূপ আখেরাতে অর্জিতব্য সকল নিয়ামত ও সৌভাগ্যের শেষ সীমা হবে আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শনলাভ।

–[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫২২]

اَلْفَصْلُ الثَّانِیْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٤١٤ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لِمَنْ يَّنْظُرُ اِلٰى جِنَانِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَنَعِيْمِهٖ وَخَدَمِهٖ وَسُرُرِهٖ مَسِيْرَةَ اَلْفِ سَنَةٍ وَاَكْرَمُهُمْ عَلَى اللّٰهِ مَنْ يَّنْظُرُ اِلٰى وَجْهِهٖ غَدْوَةً وَّعَشِيَّةً ثُمَّ قَرَأَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৫৪১৪. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিম্নমানের জান্নাতি তার উদ্যানসমূহ, বিবিগণ, নিয়ামতের সারি, খাদেম ও সেবককুল এবং তার আসনসমূহ একহাজার বৎসরের দূরত্ব পরিমাণ বিস্তীর্ণ দেখতে পাবে। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট সেই ব্যক্তিই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানী হবে, যে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে। অতঃপর রাসূল ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করলেন, [অর্থাৎ] সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা আপন পরওয়ার-দিগারের দর্শন লাভে তরতাজা ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং তাদের প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে। –[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ "مَنْ يَّنْظُرُ اِلٰى وَجْهِهٖ غَدْوَةً وَّعَشِيَّةً" : 'যে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে।' এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বেহেশতে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ হবে। এজন্যই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, 'ফজর ও আসর নামাজে ধারাবাহিকতা অবলম্বন কর এবং গুরুত্ব সহকারে এ সকল নামাজ আদায় কর, যাতে বেহেশতে সে সময়গুলোতে আল্লাহ তা'আলার দর্শনলাভের সৌভাগ্যের হকদার হতে পারে।' সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের এক উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ঐ ব্যক্তি হবে যে সকাল-সন্ধ্যা অর্থাৎ দিনরাতে সর্বক্ষণ স্বীয় প্রতিপালকের জিয়ারতের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হবে। কিন্তু এ অর্থ অধিক বিশুদ্ধ অনুমিত হয় না। কেননা যদি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতি সর্বদা আল্লাহ তা'আলার দর্শনেই লিপ্ত থাকে তাহলে আবার জান্নাত ও আখেরাতের অন্য সকল নিয়ামতের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হওয়া তার জন্য সম্ভব হবে না, অথচ এ সকল নিয়ামত ঐ জান্নাতিদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। যাহোক উক্ত হাদীস দ্বারা অনুমিত হলো, বান্দার আসল মর্যাদা ও সৎসাহস এটাই যে, দৃষ্টি ও অন্তরের মূল কেন্দ্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো বস্তুকে যেন না বানায়। সকল মনোযোগ ও লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দিকেই রাখবে। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো দিকে নিজের মনোযোগ ও লক্ষ্য রাখা হীনম্মন্যতার পরিচায়ক। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫২২]

وَعَنْ ٥٤١٥ اَبِيْ رَزِيْنٍ نِ الْعُقَيْلِيِّ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكُلُّنَا يَرٰى رَبَّهٗ مُخْلِيًا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ بَلٰى قُلْتُ وَمَا اٰيَةُ ذٰلِكَ قَالَ يَا اَبَا رَزِيْنٍ اَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مُخْلِيًا بِهٖ قَالَ بَلٰى قَالَ فَاِنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَجَلُّ وَاَعْظَمُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫৪১৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ রাযীন উকাইলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই কি স্বতন্ত্রভাবে তার পরওয়ারদিগারকে দেখতে পাবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ দেখতে পাবে। আবূ রাযীন বলেন, আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে এর কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি? উত্তরে তিনি বললেন, হে আবূ রাযীন! তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি কি মানুষের ভিড় ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে পায় না? আবূ রাযীন বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল ﷺ বললেন, চাঁদ হলো আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকুলের একটি সৃষ্টি। অথচ আল্লাহ তা'আলা হলেন সুমহান ও বিরাট সত্তা। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অথাৎ সৃষ্ট-মাখলুক চাঁদ দেখতে যদি কোনো অসুবিধা না হয়, তবে তার সৃষ্টিকর্তাকে বাধা ব্যতীত কেন দেখা যাবে না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٤١٦ أَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نُوْرٌ أَنّٰى أَرَاهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৪১৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি [মি'রাজের রাত্রে] আপনার পরওয়ারদিগারকে দেখেছেন? জবাবে তিনি বললেন, তিনি তো এক বিরাট জ্যোতি বা আলো, সুতরাং আমি তাঁকে কিভাবে দেখতে পারি? –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের বাক্য نُوْرٌ أَنّٰى أَرَاهُ একে তিন প্রকারে উচ্চারণ করা যায়। যথা– ১. نُوْرٌ أَنّٰى أَرَاهُ অর্থ– তিনি তো অতি প্রখর আলো, সুতরাং আমি কিরূপে তাঁকে দেখব। ২. نُوْرٌ أَنِّىْ أَرَاهُ অর্থ– আমি তাঁকে দেখেছি, তিনি নূরই নূর। ৩. نُوْرَانِيٌّ أَرَاهُ অর্থ– আমি তাঁকে জ্যোতিসদৃশ্য দেখেছি। ফলকথা, আল্লাহ তা'আলাকে দেখা অস্বীকার করা হয়নি, অবশ্য নূর বা জ্যোতির পর্দার দরুন চক্ষু তাকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়নি, ফলে তা বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)

وَعَنْ ٥٤١٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰى وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰى قَالَ رَاٰهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىِّ قَالَ رَأٰى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ قَالَ عِكْرِمَةُ قُلْتُ اَلَيْسَ اللّٰهُ يَقُوْلُ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ قَالَ وَيْحَكَ ذَاكَ إِذَا تَجَلّٰى بِنُوْرِهِ الَّذِىْ هُوَ نُوْرُهُ وَقَدْ رَأٰى رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ .

৫৪১৭. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ الخ এ আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যায় বলেছেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ অন্তর-চক্ষু দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে দুবার দেখেছেন। –[মুসলিম]

আর তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে– উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, মুহাম্মদ ﷺ তার রবকে দেখেছেন, ইকরিমা বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি– لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ [অর্থাৎ চক্ষুসমূহ তাঁকে দেখতে পারে না, কিন্তু তিনি চক্ষুসমূহকে দেখতে পান।] উত্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, তোমার প্রতি আক্ষেপ। আরে! তা তো সেই সময়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ জ্যোতিতে আত্মপ্রকাশ করবেন [তখন তাঁকে দেখা সম্ভব নয়।] তবে মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পরওয়ারদিগারকে [স্বাভাবিক অবস্থায়] দুবার দেখেছেন।

وَعَنِ ٥٤١٨ الشَّعْبِىِّ (رحـ) قَالَ لَقِىَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) كَعْبًا بِعَرَفَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَكَبَّرَ حَتّٰى جَاوَبَتْهُ الْجِبَالُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) إِنَّا بَنُوْ هَاشِمٍ .

৫৪১৮. **অনুবাদ :** হযরত শা'বী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সাথে আরাফাতের মাঠে হযরত কা'বে আহবার (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁকে এক ব্যাপারে [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দর্শন সম্পর্কে] জিজ্ঞাসা করলেন। তা শ্রবণে হযরত কা'ব (রা.) এমন জোরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন যে, তা পাহাড় পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আমরা হাশেমের বংশধর। [অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী, সুতরাং অবাস্তব ও অযৌক্তিক কথা আমরা বলি না।]

فَقَالَ كَعْبٌ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَسَمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلَامَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَّمُوْسٰى فَكَلَّمَ مُوْسٰى مَرَّتَيْنِ وَرَاٰهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَسْرُوْقٌ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ هَلْ رَأٰى مُحَمَّدٌ رَبَّهٗ؟ فَقَالَتْ لَقَدْ تَكَلَّمْتَ بِشَيْءٍ قَفَّ لَهٗ شَعْرِىْ قُلْتُ رُوَيْدًا ثُمَّ قَرَأْتُ لَقَدْ رَأٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى فَقَالَتْ اَيْنَ تَذْهَبُ بِكَ اِنَّمَا هُوَ جِبْرَئِيْلُ مَنْ اَخْبَرَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَأٰى رَبَّهٗ اَوْ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا اُمِرَ بِهٖ اَوْ يَعْلَمُ الْخَمْسَ الَّتِىْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ فَقَدْ اَعْظَمَ الْفِرْيَةَ وَلٰكِنَّهٗ رَأٰى جِبْرَئِيْلَ لَمْ يَرَهُ فِىْ صُوْرَتِهٖ اِلَّا مَرَّتَيْنِ مَرَّةً عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَمَرَّةً فِىْ اَجْيَادٍ لَهٗ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ قَدْ سَدَّ الْاُفُقَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

وَرَوَى الشَّيْخَانِ مَعَ زِيَادَةٍ وَاخْتِلَافٍ وَفِىْ رِوَايَتِهِمَا قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَاَيْنَ قَوْلُهٗ ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ـ

অতঃপর হযরত কা'ব (রা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দর্শন ও বচনকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও হযরত মূসা (আ.)-এর মধ্যে বিভক্ত করেছেন। অতএব হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাথে দু-বার কথাবার্তা বলেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহকে দু-বার দেখেছেন। হযরত মাসরূক (র.) বলেন, আমি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মুহাম্মদ ﷺ পরওয়ারদিগারকে দেখেছেন কি? জবাবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন, হে মাসরূক! তুমি আমাকে এমন এক কথা জিজ্ঞাসা করেছ, যা শ্রবণে আমার গায়ের পশম খাড়া হয়ে গেছে। মাকরূক বলেন, আমি বললাম, আপনি আমাকে অবকাশ দিন। অতঃপর আমি এ আয়াতটি পাঠ করলাম– لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى [অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পরওয়ারদিগারের বিরাট বিরাট নিদর্শনসমূহ দেখেছেন।] তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন, এ আয়াত তোমাকে কোথায় নিয়ে পৌঁছিয়েছে? [অর্থাৎ তার অর্থ তুমি যা বুঝেছ তা নয়।] বরং তা দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। [অতঃপর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) মাসরূককে লক্ষ্য করে বললেন,] যে ব্যক্তি তোমাকে বলে, মুহাম্মদ ﷺ তার পরওয়ারদিগারকে দেখেছেন অথবা তাঁকে যা কিছু নির্দেশ করা হয়েছে, তা হতে তিনি কিছু গোপন করেছেন অথবা মুহাম্মদ ﷺ সেই পাঁচটি বিষয় অবগত ছিলেন, যেগুলো এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে– اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ অর্থাৎ সে ব্যক্তি মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর জঘন্য মিথ্যা আরোপ করল। [প্রকৃত কথা হলো, না তিনি আল্লাহকে দেখেছেন, না তিনি আল্লাহর কোনো বিধান গোপন করেছেন, আর না তিনি ঐ পাঁচটি ব্যাপারে অবগত ছিলেন, যেগুলোর জ্ঞান আল্লাহর কাছে সম্পৃক্ত ও তাঁর একক বৈশিষ্ট্য।] হ্যাঁ; বরং তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখেছেন। অবশ্য হযরত জিবরাঈল (আ.)-কেও তিনি তাঁর আসল রূপে মাত্র দু-বার দেখেছেন। একবার সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে, আরেকবার 'আজইয়াদে। [আজইয়াদ মক্কা নগরীতে একটি বস্তির নাম। بَابُ الْاَجْيَاد নামে হেরেম শরীফের একটি দ্বারও আছে।] রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁকে আসল আকৃতিতে দেখেছেন তখন তাঁর ছয়শত ডানা ছিল এবং তা গোটা আকাশ জুড়ে ছিল। –[তিরমিযী] তবে বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে কিছু বাক্য বৃদ্ধি ও পার্থক্যসহ বর্ণিত আছে। যথা– মাসরূক বলেন, আমি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম, ব্যাপার যদি তাই হয়, যা আপনি বলেছেন, তাহলে আল্লাহর বাণী– ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى [অর্থাৎ এমনকি তিনি দুই ধনুকের ব্যাপারে ছিলেন কিংবা আরো নিকটবর্তী হয়েছিলেন।] এটার অর্থ কী?

قَالَتْ ذَاكَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْتِيْهِ فِىْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ وَاِنَّهُ اَتَاهُ هٰذِهِ الْمَرَّةَ فِىْ صُوْرَتِهِ الَّتِىْ هِىَ صُوْرَتُهُ فَسَدَّ الْاُفُقَ ـ

উত্তরে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন, এর দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। তিনি সাধারণত মানুষের আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসতেন, কিন্তু এবার তিনি তার আসল রূপে রাসূল ﷺ -এর সম্মুখে এসেছিলেন, ফলে তাতে গোটা আকাশ জুড়ে গিয়েছিল।

وَعَنْ ٥٤١٩ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) فِىْ قَوْلِهِ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى وَفِىْ قَوْلِهِ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى وَفِىْ قَوْلِهِ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى قَالَ فِيْهَا كُلِّهَا رَاٰى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جِبْرَئِيْلَ فِىْ حُلَّةٍ مِنْ رَفْرَفٍ قَدْ مَلَاَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ وَلِلْبُخَارِيِّ فِىْ قَوْلِهِ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى قَالَ رَاٰى رَفْرَفًا اَخْضَرَ سَدَّ اُفُقَ السَّمَاءِ وَسُئِلَ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ فَقِيْلَ قَوْمٌ يَقُوْلُوْنَ اِلٰى ثَوَابِهِ فَقَالَ مَالِكٌ كَذَبُوْا فَاَيْنَ هُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوْبُوْنَ قَالَ مَالِكٌ اَلنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِاَعْيُنِهِمْ وَقَالَ لَوْ لَمْ يَرَ الْمُؤْمِنُوْنَ

৫৪১৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) আল্লাহর বাণী– فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى এবং مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ও لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى এ সকল আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখেছেন যে, তার ছয়শত ডানা আছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

আর তিরমিযীর বর্ণনায় আছে– হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ وَمَا رَاٰى -এর সম্পর্কে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে এক জোড়া সবুজ পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন, তিনি আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যতাকে জুড়ে রেখেছেন। আর বুখারীর এক বর্ণনায় আছে– لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى -এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবুজ বর্ণের রফরফ [পরিহিত হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে] দেখেছেন, যা গোটা আকাশ জুড়ে রেখেছেন।

হযরত ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র.)-কে আল্লাহর বাণী– اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং বলা হয়, এক সম্প্রদায় [মু'তাযিলাগণ] বলে যে, এর অর্থ তারা নিজ সওয়াবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তখন ইমাম মালেক (র.) বলেন, তারা মিথ্যা বলেছে। তারা এই আয়াতের কি ব্যাখ্যা করবে? كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوْبُوْنَ [অর্থাৎ কাফেরদেরকে তাদের পরওয়ারদিগারের দর্শন হতে আড়ালে রাখা হবে।] সুতরাং ইমাম মালেক (র.) বলেন, আয়াতটির ভাষ্য হতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমানদার লোকেরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাকে চাক্ষুষ দেখতে পাবে। তিনি আরো বলেন, কিয়ামতের দিন যদি

رَبَّهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَمْ يُعَيِّرِ اللّٰهُ الْكُفَّارَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ. (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

ঈমানদারগণ তাদের পরওয়ারদিগারকে দেখতে না পেত, তাহলে- كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে তাঁর দর্শন না পাওয়াতে তিরস্কার করতেন না। -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের আকিদা হলো, কিয়ামতের দিন কোনো মানুষই আল্লাহকে দেখতে পাবে না। তাই তারা نَاظِرَةٌ -এর অর্থ করে, তারা ছওয়াব দেখবে।

وَعَنْ ٥٤٢٠ جَابِرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَا اَهْلُ الْجَنَّةِ فِيْ نَعِيْمِهِمْ اِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُوْرٌ فَرَفَعُوْا رُءُوْسَهُمْ فَاِذَا الرَّبُّ قَدْ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ قَالَ وَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ قَالَ فَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَلَا يَلْتَفِتُوْنَ اِلٰى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيْمِ مَا دَامُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ حَتّٰى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقٰى نُوْرُهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৫৪২০. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, বেহেশতবাসীগণ যখন তাদের আনন্দ উপভোগে লিপ্ত থাকবে, এমন সময় হঠাৎ তাদের উপর একটি আলো চমকিত হবে, তখন তারা মাথা তুলে সেদিকে তাকিয়ে দেখবে, রাব্বুল আলামীন উপর হতে তাদের প্রতি লক্ষ্য করে আছেন। সে সময় আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! আসসালামু আলাইকুম [তোমরা আরামে ও নিরাপদে থাক।] আল্লাহর কালামে سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ দ্বারা এ সময়ের অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতিদের দিকে এবং জান্নাতিগণ আল্লাহর দিকে তাকাবে, ফলে তারা আল্লাহর দর্শন হতে চক্ষু ফিরিয়ে অন্য কোনো নিয়ামতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না এবং আল্লাহ তা'আলা আড়াল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এক দৃষ্টিতে শুধু সেদিকে চেয়ে থাকবে, অবশেষে কেবলমাত্র তাঁর নূরই বাকি থাকবে। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "حَتّٰى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ" : 'আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃষ্টি হতে আড়াল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত।' এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ ইচ্ছা বেহেশতবাসীদের দৃষ্টির সামনে নিজেকে প্রদর্শন করবেন। অতঃপর তাদের দৃষ্টির সামনে পর্দা আড়াল করে দেবেন। কিন্তু তাঁর সাক্ষাতের আলোকরশ্মি এবং তাঁর দর্শনের মাধ্যমে অর্জিত অবস্থা ও আনন্দের রেশ অবশিষ্ট থাকবে। আর বাস্তবতা হলো, উক্ত হেজাব এবং বেহেশতীদের দৃষ্টি হতে আল্লাহ তা'আলা আড়াল হয়ে যাওয়াও একদিক হতে স্বীয় বান্দাদের প্রতি এক ধরনের অনুগ্রহ ও দয়া হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বেহেশতীদেরকে অব্যাহতভাবে নিজের দরবারে ও উপস্থিতিতে রাখা এবং সর্বক্ষণ তাদের দৃষ্টির সামনে উপস্থিত থাকার দ্বারা এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হবে যা বেহেশতবাসীদের সহ্য ও শক্তির বাইরে হবে। প্রকাশ থাকে যে, একবার আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের পর তাদের এ পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন হবে, যাতে তারা নিজেদেরকে সামলাতে পারে এবং নিজেদের মূল অবস্থায় ফিরে যেতে পারে। যাতে বেহেশতের অন্যান্য নিয়ামতসমূহ হতে স্বাদ আস্বাদন করে আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লীর নতুনভাবে উপযোগিতা অর্জন করতে পারে এবং প্রতিবার আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের নতুন নতুন স্বাদ এবং নতুন অবস্থা অর্জন করতে পারে। -[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫৩০]

بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَاَهْلِهَا
পরিচ্ছেদ : দোজখ ও দোজখীদের বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٤٢١ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَّسِتِّيْنَ جُزْءً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَفِىْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ نَارُكُمُ الَّتِىْ يُوْقِدُ ابْنُ اٰدَمَ وَفِيْهَا عَلَيْهَا وَكُلُّهَا بَدَلَ عَلَيْهِنَّ وَكُلُّهُنَّ .

৫৪২১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের [ব্যবহৃত] আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের [উত্তাপের] সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! [জাহান্নামিদের শাস্তিদানের জন্য] দুনিয়ার আগুন তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, দুনিয়ার আগুনের উপর তার সমপরিমাণ তাপসম্পন্ন জাহান্নামের আগুন আরো উনসত্তর ভাগ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

উল্লিখিত হাদীসটির শব্দগুলো বুখারীর। আর মুসলিমের রেওয়ায়েতের শব্দ হলো– نَارُكُمُ الَّتِىْ يُوْقِدُ ابْنُ اٰدَمَ এবং তার বর্ণনায় عَلَيْهِنَّ وَكُلُّهُنَّ এ শব্দ দুটির পরিবর্তে عَلَيْهَا وَكُلُّهَا উল্লেখ রয়েছে।

٥٤٢٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৪২২. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে, তার সত্তরটি লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবে, তারা তা টেনে আনবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে যেখানে তৈরি করেছেন সেখান হতে এনে জান্নাতে গমনের পথে রাখা হবে এবং তার উপরেই বিছানো হবে পুলসিরাত। এটা হতে সহজেই ধারণা করা যায় যে, তা কত বৃহৎ এবং তা হতে বের হওয়াও অসম্ভব।

٥٤٢٣ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ مَا يَرٰى اَنَّ اَحَدًا اَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَاِنَّهُ لَاَهْوَنُهُمْ عَذَابًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪২৩. অনুবাদ : হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দোজখবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি ঐ ব্যক্তির হবে, যাকে আগুনের ফিতাসহ দু-খানা জুতা পরানো হবে, তাতে তার মগজ এমনিভাবে ফুটতে থাকবে, যেমনিভাবে তামার পাত্র ফুটতে থাকে। সে ধারণা করবে, তার অপেক্ষা কঠিন আজাব আর কেউ ভোগ করছে না, অথচ সে হবে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, আজাব হিসেবে দোজখীদের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হবে। কেউ কঠিন আজাব ভোগ করবে, আর কেউ হালকা আজাব ভোগ করবে। −[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫৩২]

٥٤٢٤ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْوَنُ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا اَبُوْ طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৪২৪. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দোজখবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি হবে আবূ তালিবের। তার দুই পায়ে দু-খানা আগুনের জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে। তাতে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে। −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'আবূ তালিব' রাসূলে কারীম ﷺ -এর চাচা ছিলেন। যাঁর স্নেহ ও পৃষ্ঠপোষকতা রাসূলে কারীম ﷺ -এর অনেক সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। যদিও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি, কিন্তু যতদিন জীবিত ছিলেন রাসূলে কারীম ﷺ -কে মক্কার কাফেরদের শত্রুতা হতে নিরাপদ রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকেন। এর বিনিময়ে তিনি দোজখের সর্বাপেক্ষা সহজতর আজাবের ভাগিদার হবেন। −[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫৩২]

٥٤٢٥ - وَعَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لَا وَاللّٰهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتٰى بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ وَهَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لَا وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِىْ بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَاَيْتُ شِدَّةً قَطُّ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৪২৫. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন দোজখীদের মধ্য হতে দুনিয়ার সর্বাধিক মালদার-সম্পদশালী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে দোজখের আগুনে ঢুকিয়ে তোলা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো আরাম-আয়েশ দেখেছ? পূর্বে কখনো তোমার নিয়ামতের সুখ অর্জিত হয়েছিল? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম, হে আমার পরওয়ারদিগার! [আমি কখনো সুখভোগ করিনি।] অতঃপর বেহেশত-বাসীদের হতে এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যে দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা দুঃখকষ্টের জীবনযাপন করেছিল। তখন তাকে মুহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো দুঃখকষ্ট দেখেছ? এবং তুমি কি কখনো কঠোরতার সম্মুখীন হয়েছিলে? সে বলবে, না আল্লাহর কসম, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি কখনো দুঃখকষ্টে পতিত হইনি। আর কখনো কোনো কঠোর অবস্থার সম্মুখীন হয়নি। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ দোজখের আজাব স্পর্শ করতেই যেমন দুনিয়ার সকল সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের স্বাদ ভুলে যাবে, তেমনই মুমিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করা মাত্রই দুনিয়ার সকল দুঃখকষ্ট ও বিপদাপদের যাতনা বিস্মৃত হয়ে যাবে।

وَعَنْهُ ٥٤٢٦ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُولُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِيْ بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ أَرَدْتُّ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هٰذَا وَأَنْتَ فِيْ صُلْبِ اٰدَمَ أَنْ لَّا تُشْرِكَ بِيْ شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِيْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪২৬. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কম ও সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন, যদি গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকত, তাহলে তুমি কি সমুদয়ের বিনিময়ে এ আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে? সে বলবে, হ্যাঁ, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আদমের ঔরসে থাকাকালে এর চেয়েও সহজতর বিষয়ের আমি হুকুম করেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরিক করো না, কিন্তু তুমি এটা অমান্য করেছ এবং আমার সাথে শরিক করেছ। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'আদমের ঔরস' দ্বারা أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেই ওয়াদা-অঙ্গীকার নেওয়ার পর পুনরায় হযরত আদম (আ.)-এর ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যথাসময়ে দুনিয়াতে এসে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের প্রতি তোয়াক্কা করেনি।

وَعَنْ ٥٤٢٧ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلٰى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلٰى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلٰى تَرْقُوَتِهِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৪২৭. **অনুবাদ :** হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দোজখীদের মধ্যে কোনো কোনো লোক এমন হবে, দোজখের আগুন তার পায়ের টাখনু পর্যন্ত পৌঁছবে। তাদের মধ্যে কারো হাঁটু পর্যন্ত আগুন পৌঁছবে, কারো কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো কারো গর্দার পর্যন্ত পৌঁছবে। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, দোজখীরা হালকা আজাব ও কঠিন আজাব হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন হবে। যে পৃথিবীতে যে পরিমাণ ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অসৎকর্মে লিপ্ত ছিল তাকে সে পরিমাণই আজাব দেওয়া হবে। −[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫৩৪]

وَعَنْ ٥٤٢٨ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ وَفِيْ رِوَايَةٍ ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيْرَةُ ثَلٰثٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ اِشْتَكَتِ النَّارُ إِلٰى رَبِّهَا فِيْ بَابِ تَعْجِيْلِ الصَّلَوَاتِ -

৫৪২৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামের মধ্যে কাফেরদের উভয় ঘাড়ের দূরত্ব হবে কোনো দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের সফরের দূরত্ব পরিমাণ। অপর এক বর্ণনায় আছে− কাফেরের এক একটি দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান এবং তার গায়ের চামড়া হবে তিন দিনের সফরের দূরত্ব পরিমাণ পুরু বা মোটা। −[মুসলিম]

এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত اِشْتَكَتِ النَّارُ إِلٰى رَبِّهَا হাদীসটি فِيْ تَعْجِيْلِ الصَّلٰوةِ -এর পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৫৪২৯ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُوْقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى احْمَرَّتْ ثُمَّ أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى ابْيَضَّتْ ثُمَّ أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اسْوَدَّتْ فَهِىَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৪২৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দোজখের আগুনকে প্রথমে একহাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হয়েছে, তাতে তা লাল হয়ে যায়। তারপর এক হাজার বছর প্রজ্বলিত করা হয়, ফলে তা সাদা হয়ে যায়। অতঃপর একহাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হয়, অবশেষে তা কালো হয়ে যায়। সুতরাং তা এখন ঘোর অন্ধকার কালো অবস্থায় রয়েছে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "حَتّٰى ابْيَضَّتْ" : 'ফলে তা সাদা হয়ে যায়।' এটা আগুনের বৈশিষ্ট্য যে, যখন তা দীর্ঘ সময় জ্বলে এবং খুব পরিষ্কার ও তীব্র হয়ে যায় তখন তা একেবারে সাদা অনুমিত হতে থাকে। পূর্বে তাতে যে লালিমা লক্ষ্য করা যায়, তা ধোঁয়া মিশ্রণের কারণে হয়ে থাকে।

যাহোক আলোচ্য হাদীস একথার প্রমাণ বহন করে যে, দোজখ তৈরি অবস্থায় রয়েছে যেমনটি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত। পক্ষান্তরে মু'তাযিলাদের মত হলো, দোজখ এখনো তৈরি হয়নি এবং অস্তিত্বে আসেনি। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সবচেয়ে বড় দলিল কুরআনের এ আয়াত– اِتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ ..... أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ [অর্থাৎ তবে তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর, ... কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। –সূরা বাকারা : ২৪] এর মধ্যকার "أُعِدَّتْ" শব্দটি মাযী তথা অতীতকালীন ক্রিয়ার সাথে ব্যবহার করা হয়েছে। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫৩৫]

৫৪৩০ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِثْلُ أُحُدٍ وَفَخِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلٰثٍ مِثْلُ الرَّبَذَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৪৩০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন কাফেরের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের ন্যায়, রান বা উরু হবে 'বাইযা' পাহাড়ের মতো মোটা এবং দোজখে তার বসার স্থান হবে তিন দিনের দূরত্ব পরিমাণ প্রশস্ত। যেমন– [মদিনা হতে] 'রাবাযা' [পর্যন্ত দূরত্বের ব্যবধান]। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "اَلرَّبَذَةُ" মদিনার একটি ছোট শহর বা বড় গ্রামের নাম, যা সেখান থেকে তিন দিনের দূরত্বে 'যাতে ইরক'-এর সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। সুতরাং "যেমন [মদিনা হতে] 'রাবাযা' [পর্যন্ত দূরত্বের ব্যবধান]।" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফের দোজখী নিজের লম্বা-চওড়া দেহের কারণে বসার স্থান এতটুকু বেষ্টন করবে যে, যতটুকু 'মদিনা' হতে 'রাবাযা' পর্যন্ত ব্যবধান রয়েছে। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫৩৫]

৫৪৩১ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا وَاِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ وَاِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৪৩১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দোজখের মধ্যে কাফেরের গায়ের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ হাত মোটা, দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান এবং জাহান্নামে তার বসার স্থান হবে মক্কা-মদিনার মধ্যবর্তী ব্যবধান পরিমাণ। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٤٣٢ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْكَافِرَ لَيَسْحَبُ لِسَانَهُ الْفَرْسَخَ وَالْفَرْسَخَيْنِ يَتَوَطَّأُهُ النَّاسُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৪৩২. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [দোজখে] কাফের তার জিহ্বা এক ক্রোশ দুই ক্রোশ পর্যন্ত বের করে হিঁচড়িয়ে চলবে এবং লোকেরা তা মাড়িয়ে চলবে। –[আহমদ ও তিরমিযী এবং ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٥٤٣٣ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلصَّعُوْدُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يَتَصَعَّدُ فِيْهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا وَيَهْوِىْ بِهِ كَذٰلِكَ فِيْهِ اَبَدًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৪৩৩. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামে সাঊদ নামে একটি পাহাড় আছে [কুরআনেও এর উল্লেখ রয়েছে।] কাফেরকে সত্তর বৎসরে তার উপরে উঠানো হবে এবং তথা হতে তাকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে। এ অবস্থায় সর্বদা উঠানামা করতে থাকবে। –[তিরমিযী]

وَعَنْهُ ٥٤٣٤ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِىْ قَوْلِهِ كَالْمُهْلِ اَىْ كَعَكَرِ الزَّيْتِ فَاِذَا قُرِّبَ اِلٰى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيْهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৪৩৪. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ আল্লাহ তা'আলার বাণী كَالْمُهْلِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা জয়তুন তেলের নীচের তপ্ত গাদের ন্যায়। যখন তা তার মুখের কাছে নেওয়া হবে, তখন গরম উত্তাপে তার মুখের চামড়া-মাংস তাতে খসে পড়বে। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٤٣٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْحَمِيْمَ لَيُصَبُّ عَلٰى رُءُوْسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْحَمِيْمُ حَتّٰى يَخْلُصَ اِلٰى جَوْفِهِ فَيَسْلُتَ مَا فِىْ جَوْفِهِ حَتّٰى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৪৩৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দোজখীদের মাথার উপর তপ্ত গরম পানি ঢালা হবে এবং তা তার পেটের মধ্যে প্রবেশ করবে, ফলে পেটের ভিতরে যা কিছু আছে, সমস্ত কিছু বিগলিত হয়ে পায়ের দিক দিয়ে নির্গত হবে। কুরআনে বর্ণিত اَلصَّهْرُ দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। আবার সে পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসবে [পুনরায় তা ঢালা হবে]। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কুরআনের আয়াতটি এই يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ অর্থাৎ তাদের মাথায় গরম পানি ঢালা হবে, যদ্দরুন তাদের পেটের নাড়িভুঁড়ি সবকিছু গলে বের হয়ে যাবে। এরপর তার দেহ পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে এবং পুনরায় ঐ ব্যবহার করা হবে।

وَعَنْ ٥٤٣٦ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ قَوْلِهِ يُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ يَتَجَرَّعُهُ قَالَ يُقَرَّبُ اِلٰى فِيْهِ فَيَكْرَهُهُ فَاِذَا

৫৪৩৬. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামাহ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ আল্লাহর বাণী– يُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ يَتَجَرَّعُهُ [অর্থাৎ দোজখীদের পুঁজ ও কদর্য রক্ত জাহান্নামিদেরকে পান করানো হবে, যা তারা ঢগঢগ করে গলাধঃকরণ করবে।] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, উক্ত পানীয় তার মুখের কাছে নেওয়া হবে, কিন্তু সে তাকে পছন্দ করবে না। আর যখন তাকে মুখের

أُدْنِيَ مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَيَقُوْلُ وَإِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

নিকটবর্তী করা হবে, তখন তার চেহারা [তার উত্তাপে] দগ্ধ হয়ে যাবে এবং তার মাথার চামড়া খসে পড়বে। আর যখন সে তা পান করবে তখন তার নাড়িভুঁড়ি খণ্ড খণ্ড হয়ে মলদ্বার দিয়ে নির্গত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, [অর্থাৎ] "এবং জাহান্নামিদেরকে এমন তপ্ত গরম পানি পান করানো হবে যে, তাতে তাদের নাড়িভুঁড়ি খণ্ড খণ্ড হয়ে বের হবে।" আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, "জাহান্নামিগণ যখন পানি চাবে তখন তেলের গদের ন্যায় পানি তাদেরকে দেওয়া হবে, যাতে তাদের চেহারা দগ্ধ হয়ে যাবে। এটা অতীব মন্দ পানীয় বস্তু।" –[তিরমিযী]

٥٤٣٧ وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَسُرَادِقُ النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدُرٍ كِثَفُ كُلِّ جِدَارٍ مَسِيْرَةُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৪৩৭. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দোজখ চারটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রত্যেক প্রাচীর চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব পরিমাণ পুরু বা মোটা। –[তিরমিযী]

٥٤٣٨ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ أَنَّ دَلْوًا مِنْ غَسَّاقٍ يُهْرَاقُ فِي الدُّنْيَا لَأَنْتَنَ أَهْلَ الدُّنْيَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৪৩৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দোজখীদের কদর্য পুঁজের এক বালতি যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলে এটা গোটা দুনিয়াবাসীকে দুর্গন্ধময় করে দেবে। –[তিরমিযী]

٥٤٣٩ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّوْمِ قُطِرَتْ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا لَاَفْسَدَتْ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَّكُوْنُ طَعَامَهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

৫৪৩৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করলেন, অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর এবং পূর্ণ মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" [অতঃপর] রাসূল ﷺ বললেন, যদি 'যাক্কুম' গাছের এক ফোঁটা এ দুনিয়ায় পড়ে, তবে গোটা দুনিয়াবাসীর জীবনধারণের উপকরণ-সমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত লোকদের দুর্দশা কিরূপ হবে, এটা যাদের খাদ্য হবে? –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।]

وَعَنْ ٥٤٤٠ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ قَالَ تَشْوِيْهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتّٰى تَبْلُغَ وَسْطَ رَأْسِهِ وَيَسْتَرْخِىْ شَفَتُهُ السُّفْلٰى حَتّٰى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৪৪০. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহর বাণী- وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ এর অর্থ হলো, দোজখী ব্যক্তির অবস্থা এই হবে যে, আগুনের প্রচণ্ড তাপে তার মুখ ভাজা-পোড়া হয়ে উপরের ঠোঁট সঙ্কুচিত হয়ে মাথার মধ্যস্থলে পৌঁছবে এবং নিচের ঠোঁট ঝুলে নাভির সাথে এসে লাগবে। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসে উল্লিখিত আয়াতাংশের পূর্ণ আয়াত হলো- "تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ" [অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়। -সূরা মু'মিনূন : ১০৪] "كَالِحٌ" শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ ব্যক্তি যার ঠোঁট সঙ্কুচিত হয়ে উপরে উঠে গেছে এবং দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। কতিপয় মুফাসসিরীন "كَالِحُوْنَ" -এর অনুবাদ করেছেন- 'তাঁরা রাগান্বিত অবস্থায় হবে।' আর কতিপয় মুফাসসিরীন এই অনুবাদ লিখেছেন- 'তাদের দাঁত খোলা অবস্থায় হবে।' এ দ্বিতীয় অনুবাদ রাসূলে কারীম ﷺ -এর উল্লিখিত ব্যাখ্যার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু তাদের চেহারা বিকৃত অবস্থায় হবে।' এমন অনুবাদ যাতে আভিধানিক অর্থ এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর ব্যাখ্যা সবকিছুর বিবেচনা হয়ে যায়। -[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫৩৮]

وَعَنْ ٥٤٤١ اَنَسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِبْكُوْا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِيْعُوْا فَتَبَاكُوْا فَاِنَّ اَهْلَ النَّارِ يَبْكُوْنَ فِى النَّارِ حَتّٰى تَسِيْلَ دُمُوْعُهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ كَاَنَّهَا جَدَاوِلُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ الدُّمُوْعُ فَتَسِيْلَ الدِّمَاءُ فَتَقَرَّحَ الْعُيُوْنُ فَلَوْ اَنَّ سُفُنًا اُزْجِيَتْ فِيْهَا لَجَرَتْ. (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৫৪৪১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, হে মানুষসকল! তোমরা [আল্লাহর ভয়ে] খুব বেশি বেশি ক্রন্দন কর। যদি কাঁদতে ব্যর্থ হও, তাহলে ক্রন্দনের রূপ ধারণ কর। কেননা দোজখী দোজখের মধ্যে কাঁদতে থাকবে এমনকি পানির নালার ন্যায় তাদের চেহারার অশ্রু প্রবাহিত হবে। একসময় অশ্রুও খতম হয়ে যাবে এবং রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে, তাতে তার চক্ষুসমূহে এমন গভীরভাবে ক্ষত হবে যে, যদি তাতে নৌকা চালাতে হয় তবে তাও চলবে। -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ এ দুনিয়াতে আল্লাহর আজাবের ভয়ে কাঁদলে পরকালে আর কাঁদতে হবে না। অপর এক হাদীসে বর্ণিত, "যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, সে চক্ষু দোজখে যাবে না।"

وَعَنْ ٥٤٤٢ أَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُلْقٰى عَلٰى اَهْلِ النَّارِ الْجُوْعُ فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَغِيْثُوْنَ فَيُغَاثُوْنَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَرِيْعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِنْ جُوْعٍ فَيَسْتَغِيْثُوْنَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُوْنَ بِطَعَامٍ ذِىْ غُصَّةٍ فَيَذْكُرُوْنَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُجِيْزُوْنَ الْغُصَصَ فِى الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِيْثُوْنَ بِالشَّرَابِ فَيُرْفَعُ اِلَيْهِمُ الْحَمِيْمُ بِكَلَالِيْبِ الْحَدِيْدِ فَاِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوْهِهِمْ شَوَتْ وُجُوْهَهُمْ فَاِذَا دَخَلَتْ بُطُوْنَهُمْ قَطَّعَتْ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ فَيَقُوْلُوْنَ اُدْعُوْا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا بَلٰى قَالُوْا فَادْعُوْا وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ ادْعُوْا مَالِكًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ فَيُجِيْبُهُمْ اِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ قَالَ الْاَعْمَشُ نُبِّئْتُ اَنَّ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَاِجَابَةِ مَالِكٍ اِيَّاهُمْ اَلْفَ عَامٍ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ فَلَا اَحَدَ خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ ـ

৫৪৪২. **অনুবাদ :** হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দোজখবাসীদেরকে ভীষণ ক্ষুধায় লিপ্ত করা হবে এবং ক্ষুধার যাতনা সেই আজাবের সমান হবে, যা তারা পূর্ব হতে দোজখে ভোগ করছিল। তারা ফরিয়াদ করবে। এর প্রেক্ষিতে তাদেরকে যারী' নামক একপ্রকার কাঁটাযুক্ত দুর্গন্ধময় খাদ্য দেওয়া হবে। তা তাদেরকে তৃপ্ত করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। অতঃপর পুনরায় খাদ্যের জন্য ফরিয়াদ করবে, এবার এমন খাদ্য দেওয়া হবে, যা তাদের গলায় আটকে যাবে। তখন তাদের দুনিয়ার ঐ কথাটি স্মরণে আসবে যে, এভাবে গলায় কোনো খাদ্য আটকে গেলে তখন পানি গলাধঃকরণ করে তাকে নীচের দিকে ঢুকানো হতো, সুতরাং তারা পানির জন্য ফরিয়াদ করবে, তখন তপ্ত গরম পানি লোহার কড়া দ্বারা উঠিয়ে কাছে ধরা হবে, যখন তা তাদের মুখের নিকটবর্তী করা হবে, তখন তাদের মুখের গোশ্‌ত ভাজা-পোড়া হয়ে যাবে, আর যখনই সে পানি তাদের পেটের ভিতরে ঢুবকে, তা তাদের পেটের ভিতরে যা কিছু আছে, তা খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলবে। এবার দোজখীগণ পরস্পরে বলবে, দোজখের রক্ষীদেরকে আহ্বান কর, [যেন আমাদের শাস্তি হ্রাস করা হয়।] তখন রক্ষীগণ বলবেন, তোমাদের কাছে কি আল্লাহর রাসূল স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হননি? তারা বলবে হ্যাঁ, এসেছিলেন, [তবে আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিলাম।] তখন রক্ষীগণ বলবেন, তোমাদের ফরিয়াদ তোমরা নিজেরাই কর। অথচ কাফেরদের ফরিয়াদ নিরর্থক [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন না।] রাসূল ﷺ বলেন, এবার দোজখীগণ বলাবলি করবে, [দোজখের দারোগা] মালেককে ডাক। তখন তারা বলবে, হে মালেক! তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে এই আবেদন কর, তিনি যেন আমাদেরকে মৃত্যু দান করেন। উত্তরে মালেক বলবেন, তোমরা সর্বদার জন্য এখানে এ অবস্থাতেই থাকবে। অধস্তন রাবী আ'মাশ বলেন, আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে, দোজখীদের আহ্বান বা ফরিয়াদ আর মালেকের জবাবের মাঝখানে একহাজার বৎসর অতিক্রান্ত হবে। রাসূল ﷺ বললেন, দোজখীগণ সর্বদিক হতে নিরাশ হয়ে অতঃপর তারা পরস্পরে বলবে, এবার তোমরা তোমাদের পরওয়ারদিগারের কাছে সরাসরি ফরিয়াদ কর। তোমাদের রবের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই। তখন তারা বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপর প্রবল হয়ে গেছে, ফলে আমরা গোমরাহ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছি।

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُوْنَ قَالَ فَيُجِيْبُهُمْ اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ قَالَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ يَئِسُوْا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَعِنْدَ ذٰلِكَ يَأْخُذُوْنَ فِى الزَّفِيْرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالنَّاسُ لَا يَرْفَعُوْنَ هٰذَا الْحَدِيْثَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ দোজখ হতে বের করে দাও। এরপরও যদি আমরা পুনরায় নাফরমানিতে লিপ্ত হই, তাহলে আমরাই হবো নিজেদের উপর অত্যাচারী। রাসূল ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উত্তর দেবেন, [হে হতভাগার দল!] দূর হও, জাহান্নামেই পড়ে থাক, তোমরা আমার সাথে আর কথা বলবে না। রাসূল ﷺ বলেন, এ সময় তারা আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রকারের কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে পড়বে এবং এরপর হতে তারা [দোজখের মধ্যে থেকে] বিকটভাবে চিৎকার ও হা-হুতাশ এবং নিজেদের উপর ধিক্কার করতে থাকবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, লোকেরা এ হাদীসটি মারফূ'রূপে বর্ণনা করেন না। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٤٤٣ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ اَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى لَوْ كَانَ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا سَمِعَهُ اَهْلُ السُّوْقِ وَحَتّٰى سَقَطَتْ خَمِيْصَةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ - (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ)

৫৪৪৩. **অনুবাদ :** হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, 'আমি তোমাদেরকে দোজখের আগুন হতে ভীতি প্রদর্শন করেছি, আমি তোমাদেরকে দোজখের আগুন হতে ভীতি প্রদর্শন করেছি।' তিনি এ বাক্যগুলো বার বার এমনভাবে উচ্চ আওয়াজে বলতে থাকলেন যে, বর্তমানে আমি যে স্থানে বসে আছি, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এ স্থান হতে উক্ত বাক্যগুলো বলতেন, তবে তা বাজারের লোকেরাও শুনতে পারত। আর তিনি এমনভাবে [হেলেদুলে] বাক্যগুলো বলেছেন যে, তার কাঁধের উপর রক্ষিত চাদরখানা পায়ের উপরে গড়িয়ে পড়েছিল। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "اَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ" : 'আমি তোমাদেরকে দোজখের আগুন হতে ভীতি প্রদর্শন করেছি।' অর্থাৎ আমি তোমদেরকে দোজখের আজাবে আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ দিয়েছি এবং এ আজাবের কঠোরতা ও তীব্রতা সম্পর্কে সতর্ক করেছি, সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যে, বিশ্বাস ও কর্মের কোন পন্থা দোজখের দিকে নিয়ে যাবে এবং কোন পন্থা তা হতে রক্ষা করবে। আর আমি তোমাদেরকে কতগুলো এমন সুরত বাতলে দিয়েছি যেগুলোকে তোমরা তোমাদের সাধ্যমতো অবলম্বন করে দোজখের আগুন হতে রক্ষা পেতে পার। আমি সর্বনিম্ন এ পর্যন্ত বলেছি যে, اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَةٍ অর্থাৎ '[সদকা-খয়রাত দোজখের আগুন হতে রক্ষাকারী] যদি তোমরা খেজুরের এক টুকরাও সদকা-খয়রাত করতে পার তাহলে তাই সদকা-খয়রাত করে দোজখের আগুন হতে নিজেকে রক্ষা কর।' এখন তারপরও যদি তোমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি দোজখের আগুনকে ভয় না পায় এবং এমন পথ অবলম্বন করে যা তাকে সোজাসুজি দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করে, তাহলে তা ঐ ব্যক্তি বুঝবে।

–[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫৪২]

وَعَنْ ٥٤٤٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّ رَصَاصَةً مِثْلَ هٰذِهٖ وَاَشَارَ اِلٰى مِثْلِ الْجُمْجُمَةِ اُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ وَهِىَ مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لَبَلَغَتِ الْاَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ وَلَوْ اَنَّهَا اُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ لَسَارَتْ اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَبْلَ اَنْ تَبْلُغَ اَصْلَهَا اَوْ قَعْرَهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৪৪৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি একখানা সীসার এরূপ গ্লোব– এ কথা বলে তিনি মাথার খুলির ন্যায় গোল জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করলেন– আকাশ হতে জমিনের দিকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন তা একটি রাত্র অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই জমিনে পৌঁছে যাবে, অথচ এ দুয়ের মধ্যবর্তী শূন্য স্থানটি পাঁচশত বৎসরের রাস্তা। কিন্তু যদি তাকে ঐ শিকল বা জিঞ্জিরের এক পার্শ্ব হতে ছেড়ে দেওয়া হয়, যার দ্বারা দোজখীদেরকে বাঁধা হবে, তখন তা দিবারাত্রি অতিক্রম করতে করতে চল্লিশ বৎসর পর্যন্তও তার মূলে অথবা বলেছেন, তার গভীর তলদেশে পৌঁছতে পারবে না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে 'জাহান্নাম' শব্দটি হাদীসে উল্লেখ না থাকলেও হাদীসের ভাষ্য হতে বুঝা যাচ্ছে যে, উক্ত গভীরতটি দোজখ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٥٤٤٥ اَبِىْ بُرْدَةَ (رض) عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِىْ جَهَنَّمَ لَوَادِيًا يُقَالُ لَهُ هَبْهَبُ يَسْكُنُهُ كُلُّ جَبَّارٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৪৪৫. অনুবাদ : হযরত আবূ বুরদাহ (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দোজখের মধ্যে এমন একটি নালা বা গর্ত আছে, যার নাম 'হাবহাব'। প্রত্যেক স্বৈরাচারী অহংকারীকে সেখানে রাখা হবে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "هَبْهَبْ" -এর মূল অর্থ হলো– তীব্রতা ও দ্রুততা। আলোচ্য নালাকে "هَبْهَبْ" নাম এ সামঞ্জস্যের কারণে দেওয়া হয়েছে যে, প্রথমত উক্ত নালাতে বিদ্যমান প্রজ্বলিত আগুন হতে খুবই তীব্র শিখা নির্গত হয়। দ্বিতীয়ত উক্ত নালাতে নিক্ষিপ্ত পাপীকে আজাব খুবই দ্রুত আক্রমণ করবে। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫৪৩]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٤٤٦ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَعْظُمُ اَهْلُ النَّارِ فِى النَّارِ حَتّٰى اَنَّ بَيْنَ شُحْمَةِ اُذُنِ اَحَدِهِمْ اِلٰى عَاتِقِهٖ مَسِيْرَةَ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ وَاَنَّ غِلَظَ جِلْدِهٖ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا وَاَنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ اُحُدٍ .

৫৪৪৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দোজখে দোজখীদের দেহ হবে প্রকাণ্ড ও বিরাট বিরাট। এমনকি তাদের কানের লতি হতে ঘাড় পর্যন্ত ব্যবধান হবে সাতশত বৎসরের দূরত্ব, গায়ের চামড়া হবে সত্তর গজ মোটা এবং এক একটি দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মতো।

وَعَنْ ٥٤٤٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جُزْءٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِي النَّارِ حَيَّاتٍ كَاَمْثَالِ الْبُخْتِ تَلْسَعُ اِحْدُهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا وَاِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ كَاَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُؤْكَفَةِ تَلْسَعُ اِحْدُهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا . (رَوَاهُمَا اَحْمَدُ)

৫৪৪৭. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেছ ইবনে জাযয়ে (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দোজখের মধ্যে খোরাসানী উটের ন্যায় বিরাট বিরাট সাপ আছে, সেই সাপের একটি একবার দংশন করলে তার বিষ ও ব্যথার ক্রিয়া চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অনুভব করবে। আর জাহান্নামের মধ্যে এমন সব কিছু আছে, যা পালান বাঁধা খচ্চরের মতো। এর একটি একবার দংশন করলে তার বিষ ব্যাথার ক্রিয়াও চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অনুভব করবে। -[হাদীস দুটি আহমদ রেওয়ায়েত করেছেন]

وَعَنْ ٥٤٤٨ الْحَسَنِ (رح) قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ثَوْرَانِ مُكَوَّرَانِ فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَقَالَ الْحَسَنُ وَمَا ذَنْبُهُمَا فَقَالَ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَكَتَ الْحَسَنُ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ)

৫৪৪৮. **অনুবাদ :** হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে দুটি পনীরের আকৃতি বানিয়ে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। তখন হাসান বসরী (র.) জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের অপরাধ কী? জবাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এ সম্পর্কে যা কিছু শুনেছি, তাই বর্ণনা করলাম [এর অধিক কিছু আমি জানি না]। এ কথা শুনার পর হযরত হাসান বসরী (র.) নীরব হয়ে গেলেন। -[বায়হাকী কিতাবুল বা'ছি ওয়াননুশূরে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : চাঁদ-সুরুজের কোনো অপরাধ নেই বটে, তবে যারা এতদুভয়ের উপাসনা করেছিল, তাদেরকে তিরস্কারমূলক আচরণ দেখানো হবে যে, তোমাদের ও তোমাদের উপাস্যের পরিণতি যে একই হলো, তা প্রত্যক্ষ কর। অথবা এটাও বলা যায়, দোজখের ফেরেশতাগণ যেমন সেখানে থেকেও আজাবের ছোঁয়া হতে মুক্ত অনুরূপভাবে এ দুটিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দোজখে নিক্ষিপ্ত হলেও আজাব হতে নিরাপদে থাকবে।

وَعَنْ ٥٤٤٩ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ النَّارَ اِلَّا شَقِيٌّ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنِ الشَّقِيُّ قَالَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلّٰهِ بِطَاعَةٍ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ بِمَعْصِيَةٍ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৫৪৪৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হতভাগ্য ছাড়া কোনো ব্যক্তি দোজখে প্রবেশ করবে না। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হতভাগ্য কে? তিনি বললেন, যে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আনুগত্য করে না এবং তাঁর নাফরমানির কাজ পরিত্যাগ করে না। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "شَقِيٌّ" শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তা দ্বারা কাফেরও উদ্দেশ্য হতে পারে আবার মুসলমান পাপীও উদ্দেশ্য হতে পারে। -[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫৪৫]

بَابُ خَلْقِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ
পরিচ্ছেদ : জান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টি

আমরা পূর্বেই বলেছি, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা ও মাযহাব হলো, বেহেশত ও দোজখ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি করে রেখেছেন, বর্তমানেও মওজুদ রয়েছে এবং সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। যদিও স্থান ও আয়তন আমাদের জানা নেই। কিন্তু তা ঐ সকল গায়েবী [অদৃশ্য] বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যার উপর বিশ্বাস রাখা আমাদের ঈমানের অঙ্গ।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٤٥٠ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ اُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فَمَالِىْ لَا يَدْخُلُنِىْ اِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَغِرَّتُهُمْ قَالَ اللّٰهُ لِلْجَنَّةِ اِنَّمَا اَنْتَ رَحْمَتِىْ اَرْحَمُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِىْ وَقَالَ لِلنَّارِ اِنَّمَا اَنْتَ عَذَابِىْ اُعَذِّبُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِىْ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا فَاَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتّٰى يَضَعَ اللّٰهُ رِجْلَهٗ تَقُوْلُ قَطْ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوٰى بَعْضُهَا فَلَا يَظْلِمُ اللّٰهُ مِنْ خَلْقِهٖ اَحَدًا وَاَمَّا الْجَنَّةُ فَاِنَّ اللّٰهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৫০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেহেশত ও দোজখ উভয়ে [তাদের রবের কাছে] অভিযোগ করল। দোজখ বলল, ব্যাপার কি? আমাকে শুধু অহংকারী ও স্বৈরাচারীদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে? আর বেহেশত বলল, ব্যাপার কি? আমার মধ্যে কেবলমাত্র দুর্বল, নিম্নস্তরের ও নির্বোধ লোকেরাই প্রবেশ করবে? তখন আল্লাহ তা'আলা বেহেশতকে বললেন, তুমি আমার রহমতের বিকাশ। সুতরাং আমার বান্দাদের হতে যাকে চাব, আমি তোমার দ্বারা তার প্রতি অনুগ্রহ করব। আর দোজখকে বললেন, তুমি আমার আজাবের বিকাশ। অতএব, আমার বান্দাদের যাকে চাব, আমি তোমার দ্বারা তাকে আজাব ও শাস্তি দেব এবং তোমাদের প্রত্যেককে পরিপূর্ণ করা হবে। অবশ্য দোজখ তখন পর্যন্ত পূর্ণ হবে না; যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র পা তার মধ্যে রাখবেন। তখন দোজখ বলবে, যথেষ্ট, যথেষ্ট, যথেষ্ট হয়েছে। এ সময় দোজখ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং তার এক অংশকে আরেক অংশের সাথে চাপিয়ে দেওয়া হবে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাখলুকের কারো প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করবেন না। আর বেহেশতের ব্যাপার হলো, তার [খালি অংশ পূরণের] জন্য আল্লাহ তা'আলা নতুন নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٤٥١ - أَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيْهَا وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهُ فَيَنْزَوِىْ بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ وَلَا يَزَالُ فِى الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتّٰى يُنْشِئَ اللّٰهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنُهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَنَسٍ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ فِىْ كِتَابِ الرِّقَاقِ .

৫৪৫১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দোজখে অনবরত [জিন-ইনসানকে] নিক্ষেপ করা হবে। তখন দোজখ বলতে থাকবে, আরো অধিক কিছু আছে কি? এভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকবে, যতক্ষণ না মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তার মধ্যে নিজের পবিত্র পা রাখবেন। তখন দোজখের একাংশ অপর অংশের সাথে চেপে যাবে এবং বলবে, তোমার মর্যাদা ও অনুগ্রহের কসম। যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর বেহেশতের মধ্যে লোকদের প্রবেশের পরও অতিরিক্ত স্থান থেকে যাবে, এমনকি আল্লাহ তা'আলা তার জন্য নতুন নতুন মাখলুক সৃষ্টি করে তাদেরকে বেহেশতের সেই সমস্ত খালি জায়গায় অবস্থান করাবেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

আর এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ 'রিকাক' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٤٥٢ - اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرَئِيْلَ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَا اَعَدَّ اللّٰهُ لِاَهْلِهَا فِيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرَئِيْلُ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا قَالَ فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لَّا يَدْخُلَهَا اَحَدٌ قَالَ فَلَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ النَّارَ

৫৪৫২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন বেহেশত তৈরি করলেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) -কে বললেন, যাও, বেহেশতখানা দেখে আস। তিনি গিয়ে তা এবং তার অধিবাসীদের জন্য যে সমস্ত জিনিস আল্লাহ তা'আলা তৈরি করে রেখেছেন, সবকিছু দেখে আসলেন এবং বললেন, আয় আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের কসম! যে কেউ এ বেহেশতের সম্পর্কে শুনবে, সে অবশ্যই তাতে প্রবেশ করবে। [অর্থাৎ প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা করবে।] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের চতুষ্পার্শ্ব কষ্টসমূহ দ্বারা বেষ্টন করে দিলেন, অতঃপর পুনরায় হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বললেন, হে জিবরাঈল! আবার যাও এবং পুনরায় বেহেশত দেখে আস। তিনি গিয়ে তা দেখে আসলেন এবং বললেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! এখন যা কিছু দেখলাম, তার প্রবেশপথ যে কষ্টকর। এতে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, কোনো একজনই তাতে প্রবেশ করবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন দোজখকে সৃষ্টি করলেন,

قَالَ يَا جِبْرَئِيْلُ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا قَالَ فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرَئِيْلُ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا قَالَ فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا فَقَالَ اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لَا يَبْقَى اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

তখন বললেন, হে জিবরাঈল! যাও দোজখটি দেখে আস, তিনি গিয়ে দেখবেন অতঃপর এসে বলবেন, আয় রব! তোমার ইজ্জতের কসম! যে কেউ এ দোজখের ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা শুনবে, সে কখনো তাতে প্রবেশ করবে না। [অর্থাৎ এমন কাজ করবে, যাতে তা হতে বেঁচে থাকতে পারে।] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দোজখের চতুষ্পার্শ্বে প্রবৃত্তির আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা বেষ্টন করলেন এবং পুনরায় হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বললেন, আবার যাও এবং দ্বিতীয়বার তা দেখে আস। তিনি গেলেন এবং এবার দেখে এসে বললেন, আয় রব! তোমার ইজ্জতের কসম করে বলছি, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, একজন লোকও তাতে প্রবেশ ব্যতীত বাকি থাকবে না। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "مَكَارِهُ" মূলত "مُكْرَهٌ" -এর বহুবচন। যার অর্থ হলো– মাকরূহ অর্থাৎ অপছন্দনীয় ও কঠিন বস্তু। এখানে "مَكَارِهُ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন শরয়ী বিধানাবলি যেগুলোকে মানুষের ভারার্পিত বলে গণ্য করা হয়েছে। তা এভাবে যে, অমুক অমুক কাজকে অবলম্বন করতে হবে এবং অমুক অমুক কাজকে পরিহার করতে হবে। সুতরাং বেহেশতের চতুষ্পার্শ্ব কষ্টসমূহ দ্বারা বেষ্টন করার অর্থ হলো, যে যাবৎ না আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা এবং নাফরমানি বর্জনের কষ্ট সহ্য করা হবে এবং কুপ্রবৃত্তি ও তার কামনা-বাসনা নিঃশেষ না করা হবে সে যাবৎ বেহেশতে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫৪৮]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٤٥٣ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى لَنَا يَوْمًا الصَّلٰوةَ ثُمَّ رَقِىَ الْمِنْبَرَ فَاَشَارَ بِيَدِهٖ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ اُرِيْتُ الْاٰنَ مُذْ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلٰوةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِىْ قِبَلِ هٰذَا الْجِدَارِ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৪৫৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নামাজ পড়ালেন। অতঃপর মিম্বরে উঠলেন এবং মসজিদের কিবলার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এখন আমি তোমাদেরকে নামাজ পড়াবার সময় বেহেশত ও দোজখকে এ দেওয়ালের সম্মুখে এক বিশেষ বিশেষ রূপ ও আকৃতিতে দেখতে পেয়েছি, কিন্তু আজকের মতো এত উত্তম এবং এত নিকৃষ্ট ইতঃপূর্বে আর কখনো দেখতে পাইনি। –[বুখারী]

بَابُ بَدْأِ الْخَلْقِ وَذِكْرِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
পরিচ্ছেদ : সৃষ্টির সূচনা ও নবী-রাসূলদের আলোচনা

সমস্ত আসমানি কিতাব ও দীনে শরিয়ত এবং নবী-রাসূলদের বর্ণনায় এ ঐকমত্য রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার পাক যাত ও সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছু সৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী। সমস্ত উম্মত এবং ইমামদেরও এ একই অভিমত। যেমন সত্যবাদী ও সত্যায়িত নবী করীম ﷺ বলেছেন- كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা ছিলেন, কিন্তু তার সাথে কিছুই হলো না।' অতঃপর লওহ, কলম, আরশ, কুরসী, আসমান, জমিন ও উভয়ের মধ্যবর্তী জিনিসসমূহ সৃষ্টি করেছেন, অবশ্য সর্বপ্রথম কোন্ জিনিস সৃষ্টি করেছেন, এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ অর্থাৎ আল্লাহর আরশ ছিল পানির উপর। তাতে বুঝা যায় যে, 'পানি এবং আরশ' এ দুটিই সর্বপ্রথম সৃষ্ট বস্তু। আবূ রাযীন উকাইলী ইমাম আহমদ (র.)-এর নিকট বর্ণনা করেছেন- اِنَّ الْمَاءَ خُلِقَ قَبْلَ الْعَرْشِ অর্থাৎ 'আরশের পূর্বে পানিকেই সৃষ্টি করা হয়েছে।' হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ অর্থাৎ 'প্রত্যেক বস্তুই পানি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।' অপর এক রেওয়ায়েতে আছে- হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন- اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন।' আর এক বর্ণনায় আছে- اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرَ مُحَمَّدٍ ﷺ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করেছেন।'

এ বিভিন্নতার সমাধান হলো- প্রতিটি জিনিস পরবর্তীটির হিসেবে প্রথম এবং বস্তুও বিভিন্ন। তাই বলা হয়, সর্বপ্রথম পানি, তারপর অন্যান্য সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম রাগেব (র.) বলেন, اَلنُّبُوَّةُ سِفَارَةُ الْعَبْدِ بَيْنَ اللّٰهِ وَبَيْنَ خَلْقِهٖ অর্থাৎ 'নবুয়ত হলো আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর সৃষ্টিকূলের মাঝে বান্দার যোগাযোগ।' নবী ও রাসূল শব্দ দুটি প্রায় কাছাকাছি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাযী আয়ায (র.) বলেন, জমহুর ওলামাদের মতে اِنَّ كُلَّ رَسُوْلٍ نَبِيٌّ وَلَا عَكْسَ অর্থাৎ 'প্রত্যেক রাসূল নবীও বটেন, কিন্তু তার বিপরীতে প্রত্যেক নবীই রাসূল নন।' অবশ্য এটাও বলা যায়- যিনি পরকালের ভীতি প্রদর্শনের সাথে নতুন শরিয়ত প্রয়োগের জন্য নির্দেশিত, তিনি 'রাসূল'। কিন্তু 'নবী' নতুন শরিয়ত বা কিতাব প্রাপ্ত হওয়া শর্ত নয়। তবে দুজনই ওহী প্রাপ্ত হন। নবী বা রাসূল হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত এবং তাঁরা জন্মগত মা'সূম ও দোষ-কলুষ মুক্ত। চেষ্টা বা সাধনার দ্বারা নবুয়ত লাভ করা যায় না। -[আত্‌তা'লীক]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

৫৪৫৪ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) قَالَ اِنِّيْ كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرٰى يَا بَنِيْ تَمِيْمٍ قَالُوْا بَشَّرْتَنَا فَاَعْطِنَا فَدَخَلَ نَاسٌ مِّنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرٰى يَا اَهْلَ الْيَمَنِ اِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُوْ تَمِيْمٍ قَالُوْا قَبِلْنَا جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِى الدِّيْنِ وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ اَوَّلِ هٰذَا الْاَمْرِ مَا كَانَ قَالَ كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ

৫৪৫৪. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। [এ সময় আমি আমার উষ্ট্রীটি বাহিরে দরজার সাথে বেঁধে রেখেছিলাম।] তখন তাঁর দরবারে বনূ তামীমের কতিপয় লোক আসল। তিনি বললেন, হে বনূ তামীম, তোমরা শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। জবাবে তারা বলল, আপনি শুভ সংবাদ তো শুনিয়েছেন, এবার আমাদেরকে কিছু দানও করুন। পরক্ষণে তাঁর খেদমতে ইয়েমেনের কিছু লোক আসল। তিনি তাদেরকে বললেন, হে ইয়ামেনবাসী! শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। কেননা বনূ তামীম তা গ্রহণ করেনি। তারা জবাব দিল, আমরা তা কবুল করলাম। অবশ্য আমরা দীনের বিধান সম্পর্কে কিছু অবগত হওয়ার জন্য আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। আমরা আপনাকে এ সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে কিছু অবগত হওয়ার জন্য আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। আমরা আপনাকে এ সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, সর্বপ্রথম কি ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, আদিতে একমাত্র আল্লাহই ছিলেন এবং তাঁর পূর্বে কিছুই ছিল না। আর তাঁর আরশ স্থাপিত ছিল

عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ ثُمَّ اَتَانِيْ رَجُلٌ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ اَدْرِكْ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ فَانْطَلَقْتُ اَطْلُبُهَا وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوَدِدْتُّ اَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ اَقُمْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

পানির উপরে। অতঃপর তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেন এবং লাওহে মাহফূযে প্রত্যেক জিনিসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন, এ সময় এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল, হে ইমরান! তুমি তোমার উষ্ট্রীর খোঁজ কর, তা তো পালিয়েছে। সুতরাং আমি তার খোঁজে চলে গেলাম। আল্লাহর কসম! যদি উষ্ট্রীটি চলে যেত আর আমি তথা হতে উঠে না যেতাম, তাই আমার নিকট প্রিয় ছিল। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اِلخ" 'আর আল্লাহ তা'আলার আরশ পানির উপর স্থাপিত ছিল।' এ বাক্যের মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আরশ ও পানির সৃষ্টি আসমান ও জমিন সৃষ্টির পূর্বে হয়েছে। তাছাড়া প্রথম দিকে আরশের নীচে পানি ছাড়া আসমান ও জমিন কোনো বস্তুরই অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং 'আল্লাহ তা'আলার আরশ পানির উপর স্থাপিত ছিল' -এর অর্থ হলো, আরশ ও পানির মধ্যখানে কোনো বস্তু অন্তরাল ছিল না। এ অর্থ নয় যে, আরশ পানির পৃষ্ঠের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উপরন্তু উক্ত পানি দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ পানি নয় যা সাগর ও মহাসাগরে বিদ্যমান; বরং আরশের নীচের উক্ত পানি আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছা প্রকাশকারী অন্য কোনো পানি ছিল। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫৫২]

وَعَنْ ٥٤٥٥ عُمَرَ (رض) قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَامًا فَاَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৪৫৫. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন, এতে তিনি সৃষ্টির সূচনা হতে বেহেশতবাসীদের তাদের বাসস্থানে প্রবেশ এবং দোজখীদের তাদের শাস্তির স্থলে প্রবেশ পর্যন্ত আলোচনা করলেন। সে কথাগুলো যে স্মরণ রাখার সে স্মরণ রেখেছে, আর যে ভুলবার সে ভুলে গেছে [অর্থাৎ কেউ স্মরণ রেখেছে আর কেউ ভুলে গেছে।] –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهُ اَلخ" : 'সে কথাগুলো যে স্মরণ রাখার সে স্মরণ রেখেছে ......।' এ বাক্য দ্বারা হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল যে, রাসূলে কারীম ﷺ উক্ত কথাগুলো যেরূপ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তদ্রূপ ঐ সকল লোকেরাই স্মরণ রেখেছে যারা তা স্মরণ রাখার চেষ্টা করেছে এবং আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে স্মরণ রাখার তাওফীক দিয়েছেন। আর ঐ সকল লোকেরাই উক্ত কথাগুলো ভুলে গেছে যারা তা স্মরণ রাখার চেষ্টা করেনি। মোটকথা, কিছু সংখ্যক লোকের উক্ত কথাগুলো সম্পূর্ণই স্মরণ রয়েছে আর কিছু সংখ্যক লোক তা ভুলে গেছে। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫৫৩]

وَعَنْ ٥٤٥٦ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ الْخَلْقَ اِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ فَهُوَ مَكْتُوْبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৫৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা গোটা মাখলুক সৃষ্টি করার পূর্বে এটা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যে, 'আমার রহমত আমার গজবের উপর সর্বদাই অগ্রগামী।' আর এ বাক্যটি তাঁর কাছে আরশের উপরে লিখিতভাবে রয়েছে।

–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٤٥٧ عَائِشَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خُلِقَتِ الْمَلٰئِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ اٰدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৪৫৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফেরেশতাদেরকে নূরের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়া মিশ্রিত অগ্নিশিখা হতে এবং হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ বস্তু দ্বারা, যার বর্ণনা [কুরআনে] তোমাদেরকে বলা হয়েছে। −[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٤٥٨ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا صَوَّرَ اللّٰهُ اٰدَمَ فِى الْجَنَّةِ تَرَكَهٗ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّتْرُكَهٗ فَجَعَلَ اِبْلِيْسُ يُطِيْفُ بِهٖ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَاٰهُ اَجْوَفَ عَرَفَ اَنَّهٗ خَلَقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৪৫৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন বেহেশতে হযরত আদম (আ.)-এর দেহ আকৃতি তৈরি করলেন এবং যতদিন ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলা এ অবস্থায় রেখে দিলেন, তখন ইবলীস উক্ত আকৃতির চতুষ্পার্শ্বে ঘোরাফেরা করতে এবং তার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। অতঃপর যখন সে দেখতে পেল তার মধ্যস্থল শূন্য, তখন সে বুঝতে পারল যে, এটা এমন একট মাখলুক; যে নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারবে না। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বহু হাদীস হতে জানা যায় যে, হযরত আদম (আ.)-কে এ মাটির পৃথিবীতে তৈরি করা হয়েছে এবং পরে জীবন দান করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। কুরআনের আয়াত হতেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং অনেকের মতে হাদীসে বর্ণিত فِى الْجَنَّةِ দ্বারা তাঁর সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থান ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٥٤٥٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ النَّبِيُّ وَهُوَ اِبْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُوْمِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৫৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বয়ং নিজ হাতে নিজের খতনা করেছেন 'কদূম' দ্বারা এবং তখন তার বয়স ছিল আশি বৎসর। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'কদূম' কারো মতে সিরিয়ার একটি বস্তির নাম। তবে অনেকের মতে তা কুঠার জাতীয় একটি অস্ত্র, যেমন কাঠমিস্ত্রিদের বাইস।

وَعَنْهُ ٥٤٦٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ اِلَّا ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ قَوْلُهٗ اِنِّىْ سَقِيْمٌ وَقَوْلُهٗ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ اِذْ اَتٰى عَلٰى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ لَهٗ اَنَّ هٰهُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَاَةٌ مِنْ

৫৪৬০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) তিনবার ব্যতীত আর কখনো মিথ্যা বলেননি। এর মধ্যে দুবার ছিল শুধু আল্লাহ তা'আলার [সন্তুষ্টি অর্জনের] জন্য। যেমন− তিনি বলেছেন, 'আমি রুগ্ণ' এবং তাঁর অপর কথাটি হলো, 'বরং তাদের এই বড় মূর্তিটিই এটা করেছে।' [আর একটি ছিল তাঁর নিজ স্ব ব্যাপার।] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একদা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী সারা এক জালিম শাসনকর্তার এলাকায় [মিসরে] এসে পৌছলেন। শাসনকর্তাকে খবর দেওয়া হলো যে, এখানে একজন

أَحْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا مَنْ هٰذِهٖ قَالَ أُخْتِيْ فَأَتٰى سَارَةَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ هٰذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَّعْلَمْ أَنَّكِ اِمْرَأَتِيْ يَغْلِبْنِيْ عَلَيْكِ فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيْهِ أَنَّكِ أُخْتِيْ فَإِنَّكِ أُخْتِيْ فِي الْإِسْلَامِ لَيْسَ عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِيْ وَغَيْرُكِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأُتِيَ بِهَا قَامَ إِبْرَاهِيْمُ يُصَلِّيْ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهٖ فَأُخِذَ وَيُرْوٰى[١٠] فَغُطَّ حَتّٰى رَكَضَ بِرِجْلِهٖ فَقَالَ ادْعِي اللّٰهَ لِيْ وَلَا أَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللّٰهَ فَأُطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ فَقَالَ ادْعِي اللّٰهَ لِيْ وَلَا أَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللّٰهَ فَأُطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهٖ فَقَالَ إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِيْ بِإِنْسَانٍ إِنَّمَا أَتَيْتَنِيْ بِشَيْطَانٍ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَةَ فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فَأَوْمَأَ بِيَدِهٖ مَهْيَمْ قَالَتْ رَدَّ اللّٰهُ كَيْدَ الْكَافِرِ فِيْ نَحْرِهٖ وَأَخْدَمَ هَاجَرَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِيْ مَاءِ السَّمَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

লোক এসেছে, তার সঙ্গে আছে অতি সুন্দরী এক রমণী। রাজা তখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে [লোক] পাঠাল। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, এই রমণীটি কে? হযরত ইবরাহীম (আ.) জবাব দিলেন, আমার দীনি ভগ্নি। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) সারার কাছে আসলেন এবং তাঁকে বললেন, হে সারা! যদি এই জালেম জানতে পারে যে, তুমি আমার স্ত্রী তাহলে সে তোমাকে আমার নিকট হতে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেবে। সুতরাং যদি সে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন বলে দেবে তুমি আমার ভগ্নি। মূলত তুমি আমার দীনি বোন। বস্তুত আমি এবং তুমি ছাড়া এই জমিনের উপর আর কোনো মুমিন নেই। এবার রাজা সারার নিকট [তাকে আনবার জন্য] লোক পাঠাল। তাকে উপস্থিত করা হলো। অপরদিকে হযরত ইবরাহীম (আ.) নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর সারা যখন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন তখন রাজা তাঁকে ধরবার জন্য হাত বাড়াল, তখনই সে আল্লাহর গজবে পাকড়াও হলো। অন্য বর্ণনায় রয়েছে– তার দম বন্ধ হয়ে গেল, এমনকি জমিনে পা মারতে লাগল। জালেম [অবস্থা বেগতিক দেখে সারাকে] বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর, আমি তোমার ক্ষতি করব না। তখন সারা [তার জন্য] আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। অতঃপর সে দ্বিতীয়বার তাঁকে ধরবার জন্য হাত বাড়াল। তখন সে পূর্বের ন্যায় কিংবা আরো কঠিনভাবে পাকড়াও হলো। এবারও সে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর, আমি তোমার কোনো অনিষ্ট করব না। সুতরাং সারা আবারও আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। তখন সে রাজা তার একজন দারোয়ানকে ডেকে বলল, তোমরা তো আমার কাছে কোনো মানুষকে আননি; বরং তোমরা আমার কাছে এনেছ একটি শয়তানকে। এরপর সে সারার খেদমতের জন্য 'হাজেরা' [নামে একটি রমণী]-কে দান করল। অতঃপর সারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে ফিরে আসলেন, তখনো তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন। [নামাজের মধ্যেই] হাতেই ইশারায় সারাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঘটনা কি হলো? সারা বললেন, আল্লাহ তা'আলা কাফেরের চক্রান্ত তারই বক্ষে পাল্টা নিক্ষেপ করেছেন। [অর্থাৎ নস্যাৎ করে দিয়েছেন] এবং সে আমার খেদমতের জন্য 'হাজেরা'কে দান করেছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হাদীসটি বর্ণনা করে বললেন, হে আকাশের পানির সন্তান! অর্থাৎ হে আরববাসীগণ! এই 'হাজেরাই' তোমাদের আদি মাতা। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তিনটি মিথ্যা বলা সম্পর্কে যা উক্ত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা মিথ্যা ছিল না; বরং যে তিন সময় তিনি এ তিনটি কথা বলেছিলেন, তা ছিল খুবই নাজুক এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়। তাই তখন তিনি দ্ব্যর্থবোধক বাক্য ব্যবহার করেছেন। আর শ্রোতারা প্রকাশ্য অর্থ বুঝে নিয়েছে। অথচ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তার অন্তর্নিহিত অর্থ। [আরবি পরিভাষায় এটাকে تَوْرِيَةٌ 'তাওরিয়া' বলা হয়।] 'আমি রুগ্ণ বা পীড়িত', এখানে শারীরিক ও মানসিক পীড়া উভয়টিই হতে পারে। বস্তুত জাতির প্রতিমা পূজা ও তাদের অনাচারে তিনি মানসিকভাবে পীড়িতই ছিলেন। তাই লোকজন তাঁকে উৎসব মেলায় যেতে বলায় তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে শহরে থেকে যান। সকলে মেলায় চলে গেলে তিনি তাদের দেব-মন্দিরে ঢুকে সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করে ফেললেন এবং প্রধান মূর্তিটির কাঁধে কুঠারখানা ঝুলিয়ে রেখে দিলেন। লোকজন ফিরে এসে যখন দেব-দেবীর এই দুরবস্থা ও পরিণতি দেখল, তখন তারা নিশ্চিতভাবে বলে উঠল যে, এ কাজ ইবরাহীম করেছে। সুতরাং তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, বরং এ বড় মূর্তিটিই এ কাজ করেছে। তোমরা তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। এ কথাটি তিনি নিজের আত্মরক্ষার জন্য বলেননি। বরং বলেছেন তার পূজারীদের ভুল ভাঙানো এবং সত্য উপলব্ধি করানোর জন্য। কারণ যে দেবতা সঙ্গী-সাথি দেব-দেবীকে রক্ষা করতে পারে না, নিজের সাফাই গাইতে জানে না এবং সে যে এই কাজ করেনি, বরং হযরত ইবরাহীম (আ.)-ই এটা করেছেন, এ কথাটুকু পর্যন্ত বলতে পারে না, এমন অথর্ব মূক ও জড়পদার্থের পূজা করে কি লাভ? এ কথাটি বুঝানেই ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উদ্দেশ্য। আর স্ত্রী সারা কে ভগ্নি বলে পরিচয় দেওয়াও মিথ্যা নয়। কারণ, সমস্ত মুমিন নর-নারী পরস্পরে ভাই-বোন। এ ব্যভিচারী রাজার রীতি ছিল অভিলাষিত রমণীর স্বামীকে হত্যা করা। তাই হযরত ইবরাহীম (আ.) দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহার করেছেন। বস্তুত এরূপ ক্ষেত্রে কারো ক্ষতি না করে এ রকম শব্দ ব্যবহার করা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা নয়। আরববাসীদেরকে 'আকাশের পানির সন্তান' বলে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরের পবিত্রতা ও উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْهُ [٥٤٦١] قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى وَيَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ طُوْلَ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ لَاَجَبْتُ الدَّاعِىَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৬১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) অপেক্ষা আমাদের সন্দেহ পোষণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত। যখন তিনি বলেছিলেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করবেন তা আমাকে দেখিয়ে দিন। [অর্থাৎ তাঁর এ উক্তি সন্দেহবশত ছিল না। অতঃপর তিনি হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন,] আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ.)-এর উপর অনুগ্রহ করুন! [আল্লাহর দীন প্রচারে অসহায়তার দরুন] তিনি একটি মজবুত খুঁটির [ব্যক্তি বা দলের] আশ্রয় পেতে চেয়েছিলেন। আর হযরত ইউসুফ (আ.) যত দীর্ঘ সময় কয়েদখানায় ছিলেন, এত দীর্ঘ সময় আমিও যদি কারাগারে থাকতাম, [আর বাদশাহর তরফ হতে মুক্তির আহ্বান পেতাম, তবে] তখন তখনই আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আবেদনের তাৎপর্য হলো, তিনি মৃতের পুনরুজ্জীবন লাভ সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন না, কোনো নবীর পক্ষে এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা অসম্ভব। যদি এমন কিছু হতো, তাহলে আমরাও তাঁর পরবর্তী অনুসারীগণও তাতে সন্দেহ পোষণ করতাম; বরং তিনি মনের মধ্যে স্বস্তি ও স্থিরতা হাসিলের জন্য আবেদন করেছিলেন। আর হযরত লূত (আ.)-এর প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে সতানুভূতি। আর হযরত ইউসুফ (আ.) দীর্ঘ দশ বৎসর পর্যন্ত কারাগারে বন্দি থাকার পর বাদশাহ যখন মুক্তির পয়গাম পাঠালেন, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তা কবুল করলেন না, বরং বললেন, আগে আমার উপর আরোপিত কলঙ্ক ও অপবাদের তদন্ত করা হোক। এটা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমি এ কারাগারে কলঙ্ক ও অপবাদের তদন্ত করা হোক। এর ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমি এ কারাগার ত্যাগ করব না। এখানে তাঁর দৃঢ় মনোবল ও অসীম ধৈর্যের প্রশংসাই করা হয়েছে।

وَعَنْهُ ٥٤٦٢ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مُوْسٰى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا سِتِّيْرًا لَا يُرٰى مِنْ جِلْدِهٖ شَيْءٌ إِسْتِحْيَاءً فَاٰذَاهُ مَنْ اٰذَاهُ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَقَالُوْا مَا تَسْتَتِرُ هٰذَا التَّسَتُّرَ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهٖ إِمَّا بَرَصٌ أَوْ أُدْرَةٌ وَإِنَّ اللّٰهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّأَهُ فَخَلَا يَوْمًا وَحْدَهٗ لِيَغْتَسِلَ فَوَضَعَ ثَوْبَهٗ عَلٰى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهٖ فَجَمَحَ مُوْسٰى فِيْ إِثْرِهٖ يَقُوْلُ ثَوْبِيْ يَا حَجَرُ ثَوْبِيْ يَا حَجَرُ إِنْتَهٰى إِلٰى مَلَإٍ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ وَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَا بِمُوْسٰى مِنْ بَأْسٍ وَأَخَذَ ثَوْبَهٗ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَوَاللّٰهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهٖ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৬২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হযরত মূসা (আ.) ছিলেন খুবই লাজুক প্রকৃতির লোক। সব সময় শরীর আবৃত রাখতেন। লজ্জাশীলতার কারণে তাঁর দেহের কোনো অংশ কখনো খোলা দেখা যেতো না। বনী ইসরাঈল গোত্রের একদল লোক [এ ব্যাপারটিকে ভিত্তি করে] তাঁকে ভীষণভাবে কষ্ট দিল। তারা [তাঁর উপর অভিযোগ এনে] বলল, তিনি যে শরীর ঢেকে রাখতে এতবেশি তৎপর, এর একমাত্র কারণ হলো, তাঁর শরীরে নিশ্চয়ই কোনো দোষ আছে। হয়তো শ্বেত [কুষ্ঠ] রোগ রয়েছে কিংবা অণ্ডকোষে একশিরা আছে। মহান আল্লাহ তা'আলা দোষমুক্ততা প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন। সুতরাং একদিন গোসল করার জন্য হযরত মূসা (আ.) একা এক নির্জন স্থানে গেলেন এবং পরনের কাপড় খুলে একটি পাথরের উপর রাখলেন এবং অমনি তাঁর কাপড়সহ পাথরটি ছুটে চলল। তৎক্ষণাৎ হযরত মূসা (আ.) পাথরটিকে ধাওয়া করলেন; আর চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, হে পাথর, আমার কাপড়! হে পাথর, আমার কাপড়! শেষ পর্যন্ত পাথরটি বনী ইসরাঈলের এক মজলিসে এসে পৌঁছল। ফলে তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে ফেলল। তারা দেখতে পেল, হযরত মূসা (আ.)-এর শরীর আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সৌন্দর্যে ভরপুর এবং সকলে এক বাক্যে বলে উঠল– আল্লাহর কসম! হযরত মূসা (আ.)-এর শরীরে কোনো প্রকারের দোষ নেই। এবার তিনি কাপড়টি নিয়ে পরিধান করলেন এবং [হাতের লাঠি দ্বারা] পাথরকে খুব জোরে মারতে লাগলেন। আল্লাহর কসম! এতে পাথরের গায়ে তিন, চার কিংবা পাঁচটি আঘাতের দাগ পড়ে গেল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবীগণ দৈহিক ও নৈতিক সর্বপ্রকারের দোষ-ত্রুটি হতে পাক-সাফ ও মুক্ত থাকেন। একাকী নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েজ আছে, অবশ্য সতর ঢাকা অবস্থায় গোসল করা উত্তম।

وَعَنْهُ ٥٤٦٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا أَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوْبُ يَحْثِيْ فِيْ ثَوْبِهٖ فَنَادَاهُ رَبُّهٗ يَا أَيُّوْبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرٰى قَالَ بَلٰى وَعِزَّتِكَ وَلٰكِنْ لَا غِنٰى بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৪৬৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদা হযরত আইয়ূব (আ.) নগ্নাবস্থায় গোসল করছিলেন, এমনি অবস্থায় তাঁর উপর সোনালি পঙ্গপাল পতিত হলো। তখন হযরত আইয়ূব (আ.) সেগুলোকে দ্রুত ধরে ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর পরওয়ারদিগার তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, হে আইয়ূব! তুমি যা দেখছ, আমি কি তা হতে তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দেইনি। জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আপনার ইজ্জতের কসম! কিন্তু আপনার বরকত ও কল্যাণ হতে তো আমি অভাবমুক্ত নই। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"قَوْلُهُ "يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا : 'নগ্নাবস্থায় গোসল করেছিলেন।' এর দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, হযরত আইয়ূব (আ.) -এর শরীরে লুঙ্গি ছাড়া অন্য কোনো কাপড় ছিল না এবং তিনি লুঙ্গি পরা অবস্থায় গোসল করছিলেন। এর সমর্থন পরবর্তী ইবারত "يَحْثِىْ فِىْ ثَوْبِه" [সেগুলোকে দ্রুত ধরে ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন।]-এর দ্বারাও হয়ে থাকে। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তিনি কোনো গুপ্ত স্থানে সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় গোসল করছিলেন যেমনটি হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে গুপ্ত স্থানে সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় গোসল করার কথা বর্ণিত আছে। আর ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এর বৈধতার ব্যাপারে কোনো অসুবিধাও নেই। তবে রাসূলে কারীম ﷺ যেন এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, গুপ্ত স্থানেও আল্লাহ তা'আলা হতে লজ্জা-শরমের খাতিরে বস্ত্রাবৃত হয়ে গোসল করা উত্তম। আর রাসূলে কারীম ﷺ যে উত্তম চরিত্রের পূর্ণতার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেছেন তার চাহিদাও এটাই। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫৬৮]

وَعَنْهُ ٥٤٦٤ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْعَالَمِيْنَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهٗ عِنْدَ ذٰلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُوْدِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُوْدِيُّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرَهٗ بِمَا كَانَ مِنْ اَمْرِهٖ وَاَمْرِ الْمُسْلِمِ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمَ فَسَاَلَهٗ عَنْ ذٰلِكَ فَاَخْبَرَهٗ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُخَيِّرُوْنِىْ عَلٰى مُوْسٰى فَاِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَصْعَقُ مَعَهُمْ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَاِذَا مُوْسٰى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا اَدْرِىْ كَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَاَفَاقَ قَبْلِىْ اَوْ كَانَ فِيْمَنْ اسْتَثْنَى اللّٰهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَلَا اَدْرِىْ اَحُوْسِبَ بِصَعْقَةِ يَوْمِ الطُّوْرِ اَوْ بُعِثَ قَبْلِىْ وَلَا اَقُوْلُ اِنَّ اَحَدًا اَفْضَلُ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى .

৫৪৬৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, একবার একজন মুসলমান ও একজন ইহুদি পরস্পরে গালাগালিতে লিপ্ত হলো। মুসলমান লোকটি বলল, সেই মহান সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মদ ﷺ -কে সমগ্র জগতের উপর মনোনীত করেছেন। তখন ইহুদি বলে উঠল, কসম সেই সত্তার! যিনি হযরত মূসা (আ.)-কে সারা জাহানের উপর মনোনীত করেছেন। [এ কথাটি শুনামাত্রই] মুসলমান লোকটি তৎক্ষণাৎ ইহুদির গালে একটি থাপ্পড় মারল। অতঃপর সেই ইহুদি নবী করীম ﷺ -এর নিকট গিয়ে তার ও মুসলমান লোকটির মধ্যে সংঘটিত ব্যাপারটি তাঁকে জানাল। তখন নবী করীম ﷺ লোকটিকে ডেকে আনলেন এবং ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, সেও ঘটনাটি [আদ্যোপান্ত] বর্ণনা করল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, 'আমাকে হযরত মূসা (আ.)-এর উপর প্রাধান্য দিতে যেয়ো না। কেননা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষই বেহুঁশ হয়ে পড়বে, আমিও তাদের সাথে বেহুঁশ থাকব। তবে আমিই সর্বপ্রথম হুঁশ ফিরে পেতেই দেখব, হযরত মূসা (আ.) আরশের একপাশ ধরে রয়েছেন। তবে আমি জানি না, তিনিও বেহুঁশ হয়েছেন এবং আমার আগেই হুঁশপ্রাপ্ত হয়েছেন অথবা তিনি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে মহান আল্লাহ [বেহুঁশ হওয়া হতে] বাদ রেখেছেন। অপর এক বর্ণায় আছে– নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি জানি না, 'তূর' পাহাড়ের ঘটনার দিন তিনি যে বেহুঁশ হয়েছিলেন, তা হিসাবে রাখা হয়েছে [এবং তার বিনিময়ে আজ এখানে আদৌ বেহুঁশ হননি] অথবা আমার আগেই তিনি হুঁশ ফিরে পেয়েছেন? তিনি আরো বলেছেন, 'আমি এটাও বলব না যে, কোনো ব্যক্তি হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা অপেক্ষা উত্তম।'

وَفِى رِوَايَةِ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ لَا تُخَيِّرُوْا بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِى رِوَايَةِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ لَا تُفَضِّلُوْا بَيْنَ اَنْبِيَاءِ اللّٰهِ.

অপর এক বর্ণনায় হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নবীদের পরস্পরের মধ্যে একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্য দিয়ো না। –[বুখারী ও মুসলিম] আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর অপর এক বর্ণনায় আছে– নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা নবীদের মধ্যে একজনকে আরেকজনের উপর মর্যাদা প্রদান করো না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাদেরকেই নবুয়তের দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তাঁরা সকলেই মর্যাদা সম্পন্ন। আল্লাহর নিকটে তাঁরা تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ অর্থাৎ 'এই রাসূলগণ এমন যে, আমি তাঁদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।' কিন্তু আমাদের জন্য নির্দেশ হলো, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ অর্থাৎ 'আমরা তাঁর রাসূলগণের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না।' তবে যদিও রাসূল ﷺ আশরাফুল আম্বিয়া এবং সহীহ হাদীস ও নস দ্বারা এটা প্রমাণিত। কিন্তু এখানে নবীদের মধ্যে তুলনামূলক মর্যাদা বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে, যা দ্বারা অন্যেরা সম্মানের হানি হতে পারে। আর কিয়ামতের দিন বেহুঁশী হতে কাকে কাকে রেহাই দেওয়া হবে তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এ ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ। [অর্থাৎ আর (কিয়ামত দিবসে) শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন আসমানসমূহ ও জমিনের অধিবাসীগণ হতজ্ঞান হয়ে পড়বে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে চান [সে তা হতে রক্ষা পাবে।] অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ বেহুঁশ হবেন না। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ)

وَعَنْ ٥٤٦٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَنْبَغِىْ لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ اِنِّىْ خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ قَالَ مَنْ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى فَقَدْ كَذَبَ.

৫৪৬৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কারো পক্ষেই এ কথা বলা উচিত নয় যে, আমি [মুহাম্মদ] হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা অপেক্ষা উত্তম। –[বুখারী ও মুসলিম] বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বলবে আমি [মুহাম্মদ] হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আ.) হতে উত্তম, সে মিথ্যা বলেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কেননা নবুয়ত ও রেসালতের প্রেক্ষিতে সমস্ত নবীগণই সমান, অবশ্য বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যে তাঁদের মধ্যে তারতম্য রয়েছে।

وَعَنْ ٥٤٦٦ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْغُلَامَ الَّذِىْ قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لَاَرْهَقَ اَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৬৬. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে বালকটিকে হযরত খিজির (আ.) হত্যা করেছিলেন, সে ছিল জন্মগত কাফের। যদি সে বেঁচে থাকত, তাহলে সে তার পিতামাতাকে নাফরমানি ও কুফরের মধ্যে ফেলে দিত। [অথচ তাঁরা ছিলেন ঈমানদার।] –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সম্ভবত হযরত খিজির (আ.) ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়েছিলেন যে, এ বালকটি পরিণামে কুফরি করবে, তাই হযরত খিজির (আ.)-কে সেই বালককে কতল করার বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। -[আত্‌তা'লীক]

٥٤٦٧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرُ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৪৬৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, খিজিরকে খিজির নামে আখ্যায়িত করার কারণ হলো এই যে, একদা তিনি একটি শুষ্ক সাদা জায়গায় বসেছিলেন। তাঁর উঠে যাওয়ার পরই হঠাৎ ঐ জায়গাটি সবুজের সমারোহে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। [সে ঘটনা হতে তারা নাম 'খাযের' হয়ে গেল।] –[বুখারী]

٥٤٦٨ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ فَقَالَ لَهُ أَجِبْ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوْسَى عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللّٰهِ فَقَالَ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيْدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِي فَرَدَّ اللّٰهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلْ الْحَيٰوةَ تُرِيْدُ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْحَيٰوةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيْشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ تَمُوْتُ قَالَ فَالْآنَ مِنْ قَرِيْبٍ رَبِّ أَدْنِنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَنْبِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৬৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতা হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ.)-এর নিকট এসে বললেন, আপনার পরওয়ারদিগারের ডাকে সাড়া দিন। তখন হযরত মূসা (আ.) মৃত্যুর ফেরেশতার চোখের উপর চপেটাঘাত করলেন। ফলে তার চক্ষু উপড়ে গেল। তিনি বলেন, অতঃপর ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, আপনি আমাকে আপনার এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন, যে মরতে চায় না। এমনকি সে আমার চক্ষু উপড়িয়ে ফেলেছে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তার চক্ষু ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি পুনরায় আমার সেই বান্দার কাছে যাও এবং বল, তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও? যদি তুমি বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে একটি ষাড়ের পিঠে হাত রাখ এবং তোমার হাত তার যতগুলো পশম ঢেকে ফেলবে, প্রতিটি পশমের বদলে তোমাকে এক এক বৎসর আয়ু দান করা হবে [অর্থাৎ ততদিন বাঁচবে]। তা শুনে হযরত মূসা (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তারপর কি হবে? ফেরেশতা বললেন, অতঃপর তোমাকে মরতে হবে। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন, তাহলে নিকটবর্তী সময়ে এখনই তা হোক। [এরপর তিনি দোয়া করলেন,] আয় রব! আপনি আমাকে পবিত্র ভূমি [বায়তুল মুকাদ্দাস] হতে একটি ঢিল নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত কাছে পৌঁছিয়ে দিন। [অর্থাৎ তথায় যেন আমাকে দাফন করা হয়।] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কসম! যদি আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তবে পথিপার্শ্বে লাল বালুর টিলার নিকট তাঁর কবর আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : স্বভাবতই হযরত মূসা (আ.) ছিলেন গরম মেজাজের লোক। আর হযরত আযরাঈল (আ.) ফেরেশতা তাঁর খেদমতে হাজির হওয়ার পূর্বে প্রবেশ অনুমতি নেননি, অপর দিকে সম্পূর্ণ একটি সাধারণ মানুষের আকৃতিতে গিয়েছিলেন। আর মৃত্যু যে মানুষের স্বভাববিরোধী, এটাও অস্বীকার করা যায় না। তাই ফেরেশতার সাথে তাঁর এ আচরণ ঘটেছে। আর বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী স্থানে মৃত্যু কামনা করার কারণ হলো, সেখানে কয়েক হাজার নবী-রাসূলের কবর রয়েছে, ফলে তা পুণ্যভূমি। যদি তাঁর কবরের সঠিক নির্ণয় ইহুদি সম্প্রদায় জানতে পারত, তবে তাকে পূজাস্থল বানিয়ে ফেলত। তাই আল্লাহ তা'আলা তার চিহ্ন অপ্রকাশ্য রেখেছেন।

وَعَنْ ٥٤٦٩ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُرِضَ عَلَىَّ الْاَنْبِيَاءُ فَاِذَا مُوْسٰى ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَاَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَرَاَيْتُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَاِذَا اَقْرَبُ مَنْ رَاَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَرَاَيْتُ اِبْرَاهِيْمَ فَاِذَا اَقْرَبُ مَنْ رَاَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِىْ نَفْسَهُ وَرَاَيْتُ جِبْرَئِيْلَ فَاِذَا اَقْرَبُ مَنْ رَاَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ بْنُ خَلِيْفَةَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৪৬৯. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [মি'রাজের রাত্রিতে] নবীগণকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। তন্মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-কে দেখলাম, তিনি মাঝারি ধরনের পুরুষ। মনে হচ্ছিল তিনি যেন শানুয়া গোত্রেরই একজন লোক। আর হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)-কেও দেখলাম, আমি যে সমস্ত লোকদেরকে দেখেছি, তাদের মধ্যে তিনি উরওয়া ইবনে মাসউদের ঘনিষ্ঠ সদৃশের এবং আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দেখেছি। তাঁকে দেখলাম, তিনি অনেকটা তোমাদের বন্ধুর অর্থাৎ নবী করীম ﷺ -এর ঘনিষ্ঠ সদৃশের লোক। আর হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখলাম, তিনি হলেন আমার দেখা লোকদের মধ্যে দিহইয়া ইবনে খলীফার সদৃশ। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٤٧٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ مُوْسٰى رَجُلًا اٰدَمَ طُوَالًا جَعْدًا كَاَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَرَاَيْتُ عِيْسٰى رَجُلًا مَرْبُوْعَ الْخَلْقِ اِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّاْسِ وَرَاَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ فِىْ اٰيَاتٍ اَرَاهُنَّ اللّٰهُ اِيَّاهُ فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৭০. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে রাত্রে আমার মি'রাজ হয়েছে, সে রাত্রে আমি হযরত মূসা (আ.)-কে দেখেছি, তিনি শ্যামবর্ণ, দীর্ঘকায় এবং কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট লোক। দেখতে 'শানুয়া' গোত্রের লোকদের একজন বলে মনে হয়। আর হযরত ঈসা (আ.)-কে দেখেছি মধ্যম গড়নের লাল-সাদা সংমিশ্রিত বর্ণের, মাথার চুলগুলো সোজা। অতঃপর আমি দেখতে পেয়েছি দোজখের দারোগা মালেক এবং দাজ্জালকেও ঐ সমস্ত নিদর্শনগুলোর মধ্যে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখিয়েছেন। অতএব, তার সাথে তোমার যে সাক্ষাৎ ঘটবে, তাতে তুমি কোনো সন্দেহ পোষণ করো না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ" এ বাক্য দ্বারা নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তোমার যে সাক্ষাৎ হবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। অথবা "لِقَائِهِ" দ্বারা দাজ্জালকে বুঝানো হয়েছে। তখন সম্বোধন হবে সর্বজন। অর্থাৎ একদিন যে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, তাতে সন্দেহের কিছুই নেই।

وَعَنْ ٥٤٧١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ لَقِيْتُ مُوْسٰى فَنَعَتَهُ فَاِذَا رَجُلٌ مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الشَّعْرِ كَاَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَلَقِيْتُ عِيْسٰى رَبْعَةً اَحْمَرَ كَاَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ يَعْنِى الْحَمَّامَ وَرَاَيْتُ اِبْرَاهِيْمَ وَاَنَا اَشْبَهُ وَلَدِهٖ بِهٖ قَالَ فَاُتِيْتُ بِاِنَاءَيْنِ اَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالْاٰخَرُ فِيْهِ خَمْرٌ فَقِيْلَ لِىْ خُذْ اَيَّهُمَا شِئْتَ فَاَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيْلَ لِىْ هُدِيْتَ الْفِطْرَةَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৭১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার মি'রাজের রাত্রিতে আমি হযরত মূসা (আ.)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছি। রাবী বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর আকৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি হালকা গড়নের কিঞ্চিৎ কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট, দেখতে যেন 'শানুয়া' গোত্রের একজন লোক। তিনি আরো বলেছেন, আমি হযরত ঈসা (আ.)-এর সাক্ষাৎও পেয়েছি। তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের লালবর্ণবিশিষ্ট। মনে হয় যেন তিনি এইমাত্র হাম্মামখানা [গোসলখানা] হতে বের হয়েছেন। আর আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কেও দেখেছি। তাঁর বংশধরদের মধ্যে আমিই সকলের চেয়ে বেশি তাঁর সদৃশ। নবী করীম ﷺ বলেন, অতঃপর আমার সম্মুখে দুটি পেয়ালা আনা হলো। একটিতে দুধ এবং অপরটিতে ছিল মদ। আমাকে বলা হলো, আপনি দুটির যেটি ইচ্ছা তুলে নিন। তখন আমি দুধের পেয়ালাটি তুলে নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন আমাকে বলা হলো, আপনাকে ফিতরতের [সৃষ্ট স্বভাবের] পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। জেনে রাখুন! আপনি যদি মদের পাত্রটি নিতেন, আপনার উম্মত গোমরাহ হয়ে যেতো। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٤٧٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ اَىُّ وَادٍ هٰذَا فَقَالُوْا وَادِى الْاَزْرَقِ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى مُوْسٰى فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهٖ وَشَعْرِهٖ شَيْئًا وَاضِعًا اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ لَهٗ جُوَارٌ اِلَى اللّٰهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِىْ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ اَىُّ ثَنِيَّةٍ هٰذِهٖ قَالُوْا هَرْشٰى اَوْ لِفْتُ فَقَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى يُوْنُسَ عَلٰى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوْفٍ خِطَامُ نَاقَتِهٖ خُلْبَةٌ مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِىْ مُلَبِّيًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৪৭২. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মক্কা এবং মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে সফরে ছিলাম। এ সময় আমরা একটি উপত্যকা অতিক্রম করছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন্ উপত্যকা? লোকেরা বলল, এটা 'আয্‌রাক' উপত্যকা। তিনি বললেন, আমি যেন হযরত মূসা (আ.)-কে দেখছি। অতঃপর তিনি তাঁর [মূসা (আ.)-এর] গায়ের রং ও মাথার চুলের কিছু বর্ণনা দিলেন এবং বললেন, তিনি যেন উভয় কানের মধ্যে অঙ্গুলি রেখে উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়তে পড়তে এ উপত্যকা অতিক্রম করে আল্লাহর [ঘরের] দিকে ছুটে যাচ্ছেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা আরো কিছুদূর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে একটি গিরিপথে এসে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন্ গিরিপথ? লোকেরা বলল, এটা 'হারশা' অথবা বলল 'লিফত'। তখন তিনি বললেন, আমি যেন হযরত ইউনুস (আ.)-কে এমন অবস্থায় দেখতে পেয়েছি যে, তিনি একটি লালবর্ণের উষ্ট্রীর উপর সওয়ার, তাঁর গায়ে পরিহিত একটি পশমি জোব্বা, উষ্ট্রীর লাগাম খেজুর পাতার তৈরি, তিনি 'তালবিয়া' উচ্চারণ করতে করতে এ ময়দান অতিক্রম করছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : ইহরাম অবস্থায় لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ الخ শব্দগুলো উচ্চারণ করাকে 'তালবিয়া' বলে।

وَعَنْ ٥٤٧٣ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خُفِّفَ عَلٰى دَاوُدَ الْقُرْاٰنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ قَبْلَ اَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ وَلَا يَأْكُلُ اِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৪৭৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য যাবূর কিতাব তেলাওয়াত করা সহজ করে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি তিনি তাঁর সওয়ারির উপর গদি বাঁধবার আদেশ করতেন। তখন তার উপর গদি বাঁধা হতো। অথচ সওয়ারির পশুর উপর গদি বাঁধা শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি যাবূর কিতাব পরিপূর্ণভাবে তেলাওয়াত শেষ করে ফেলতেন। আর তিনি নিজ হাতের উপার্জন ব্যতীত কিছুই খেতেন না। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : আল্লামা তূরপুশতী (র.) বলেছেন, এখানে হাদীসের শব্দ কুরআন অর্থ যাবূর কিতাব এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে তার তিলাওয়াত শেষ করা তাঁর মু'জিযা ছিল।

وَعَنْهُ ٥٤٧٤ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ اَحَدِهِمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتِ الْاُخْرٰى اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا اِلٰى دَاوُدَ فَقَضٰى بِهِ لِلْكُبْرٰى فَخَرَجَتَا عَلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَاَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُوْنِيْ بِالسِّكِّيْنِ اَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرٰى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضٰى بِهِ لِلصُّغْرٰى (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৭৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দুজন মহিলা এবং তাদের সঙ্গে তাদের দুটি শিশু সন্তানও ছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের শিশুটি নিয়ে গেল। তখন সঙ্গের অপর মহিলাটি বলল, বাঘে তোমার শিশুটি নিয়েছে। দ্বিতীয় মহিলাটি বলল, বাঘে নিয়েছে তোমার শিশু। অতঃপর উভয় মহিলা হযরত দাউদ (আ.)-এর নিকট এর মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হলো। তখন হযরত দাউদ (আ.) শিশুটির ব্যাপারে বয়স্কা মহিলাটির পক্ষে রায় দিলেন। এরপর মহিলা দুজন বের হয়ে হযরত দাউদ (আ.)-এর পুত্র হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল এবং তারা উভয়ে তাঁকে সংশ্লিষ্ট মামলার রায়ের বিবরণ শুনাল। তখন হযরত সুলাইমান (আ.) উপস্থিত লোকজনকে বললেন, তোমরা আমার কাছে একখানা ছোরা নিয়ে আস। আমি শিশুটিকে কেটে দ্বিখণ্ডিত করে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেব। একথা শুনে কম বয়স্কা মহিলাটি বলে উঠল, এ কাজ করবেন না। আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। [আমি মেনে নিয়েছি] শিশুটি তারই। তখন তিনি সেই কম বয়স্কা মহিলাটির পক্ষেই রায় দিয়ে দিলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান (আ.) উভয়ের বিচারই সঠিক ছিল, হযরত দাউদ (আ.) হয়তো বাহ্যিক কোনো আলামতের প্রেক্ষিতে নিজ ইজতেহাদে বয়স্কা মহিলার পক্ষের ফয়সালা দেন। কিন্তু হযরত সুলাইমান (আ.) কৌশলে প্রকৃত মাতা নির্ণয়ের জন্য উক্ত প্রস্তাব দেন। ফলে দেখা যায় যে, ছোট বয়সের মহিলার মাতৃ-স্নেহ জেগে উঠে এবং সে শিশুটির দ্বিখণ্ডিত করতে বারণ করে। পক্ষান্তরে বয়স্কা মহিলাটি তাতে সম্মতি প্রকাশ করায় প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আসলে এ শিশুটি তার নয়।

وَعَنْهُ ٥٤٧٥ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سُلَيْمَانُ لَاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلٰى تِسْعِيْنَ امْرَأَةً وَفِىْ رِوَايَةٍ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ كُلُّهُنَّ تَأْتِىْ بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِىَ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ اِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَاَيْمُ الَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُرْسَانًا اَجْمَعُوْنَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৭৫. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদা হযরত সুলাইমান (আ.) [কসম করে] বললেন, অবশ্যই আমি অদ্য রাত্রে আমার নব্বইজন স্ত্রীর নিকটে গমন করব, অপর এক বর্ণনায় আছে, একশত স্ত্রীর কাছে গমন করব। আর প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে অশ্বারোহী মুজাহিদ গর্ভে ধারণ করবে এবং এরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, 'ইনশাআল্লাহ' বলুন! কিন্তু হযরত সুলাইমান (আ.) তা বলতে ভুলে যান। অতঃপর তিনি সমস্ত বিবিদের কাছে গমন করলেন, কিন্তু একজন স্ত্রী ছাড়া তাদের আর কেউই গর্ভধারণ করল না। সেও অর্ধ অঙ্গের একটি সন্তান প্রসব করল। [নবী করীম ﷺ বলেন,] সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমি মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রাণ! যদি তিনি ইনশাআল্লাহ বলতেন, তাহলে [সবগুলো সন্তানই জন্ম নিত এবং] তারা সকলেই অশ্বারোহী হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ ٥٤٧٦ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৪৭৬. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হযরত জাকারিয়া (আ.) সুতারমিস্ত্রি ছিলেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : স্বহস্তে উপার্জন করে জীবনযাপন করা নবীদের সুন্নত। এ পর্যায়ে হযরত জাকারিয়া (আ.) ছিলেন কাঠমিস্ত্রি।

وَعَنْهُ ٥٤٧٧ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ الْاَنْبِيَاءُ اِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ وَاُمَّهَاتُهُمْ شَتّٰى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِىٌّ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৭৭. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি দুনিয়া এবং আখেরাতে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)-এর সবচেয়ে বেশি নিকটতম। নবীগণ পরস্পরে 'আল্লাতী ভাই', তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন এবং তাঁদের দীন এক। আর আমার ও তাঁর মাঝখানে কোনো নবী নেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'আল্লাতী ভাই' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, নবীগণের শরিয়ত ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে এবং তাঁদের বাপ এক। অর্থাৎ সকলের দীনের মৌলিক বিষয় একই, তাতে কোনো পার্থক্য নেই।

وَعَنْهُ ٥٤٧٨ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ يَطْعَنُ الشَّيْطَانُ فِىْ جَنْبَيْهِ بِاِصْبَعَيْهِ حِيْنَ يُوْلَدُ غَيْرَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعَنُ فَطَعَنَ فِى الْحِجَابِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৭৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিটি আদম সন্তান জন্মলাভ কালে শয়তান অঙ্গুলি দ্বারা তার পার্শ্বস্থলে খোঁচা দেয় হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) ব্যতীত। শয়তান তাঁকে খোঁচা দিতে গেলে ঃতখন শুধু তাঁর আবরণে খোঁচা দিতে সক্ষম হয় [তাঁর শরীরে আঘাত করতে পারেনি।] –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত মারইয়াম (আ.)-এর দোয়ার বরকতে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে শয়তানের খোঁচা হতে হেফাজতে রাখেন।

وَعَنْ ٥٤٧٩ اَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَاٰسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৭৯. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামেল হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ব্যতীত আর কেউই কামেল হননি। তিনি আরো বলেছেন, সকল নারীর উপর হযরত আয়েশা (রা.)-এর মর্যাদা এমন, যেমন সর্ব রকমের খাদ্য সামগ্রীর উপর 'ছারীদের' মর্যাদা। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَنَسٍ (رضـ) يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ وَحَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَىُّ النَّاسِ اَكْرَمُ وَحَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَلْكَرِيْمُ بْنُ الْكَرِيْمِ فِىْ بَابِ الْمُفَاخَرَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ.

আর হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস اَىُّ النَّاسِ اَكْرَمُ আর হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস اَلْكَرِيْمُ بْنُ الْكَرِيْمِ মুফাখারাত ও আসাবিয়্যাত পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রুটিকে টুকরা টুকরা করত গোশ্‌তের শুরবার মধ্যে ভিজিয়ে খাওয়াকে 'ছারীদ' বলে। আরবদের কাছে তা অতীব প্রিয় এবং উত্তম খাদ্যের মধ্যে গণ্য হতো।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٤٨٠ - عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهٗ قَالَ كَانَ فِىْ عَمَاءٍ مَا تَحْتَهٗ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهٗ هَوَاءٌ وَخَلَقَ عَرْشَهٗ عَلَى الْمَاءِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ) وَقَالَ قَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَلْعَمَاءُ اَىْ لَيْسَ مَعَهٗ شَىْءٌ.

৫৪৮০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ রাযীন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সৃষ্টিকুল সৃষ্টির পূর্বে আমাদের পরওয়ারদিগার কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন, 'আমা'-এর মধ্যে ছিলেন। তার নীচেও খালি ছিল এবং উপরেও খালি ছিল। আর তিনি তাঁর আরশকে পানির উপরেই সৃষ্টি করেছেন। –[তিরমিযী] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, উর্ধ্বতন রাবীদের অন্যতম ইয়াযীদ ইবনে হারূন বলেছেন, 'আমা' অর্থ– যার সাথে অন্য কোনো বস্তু নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "عَمَاءٌ" শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো– মেঘ; চাই তা হালকা হোক বা ঘন হোক। কিন্তু এখানে এর আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়– সে ক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়ায় : আল্লাহ তা'আলা সমগ্র জগৎ সৃষ্টির পূর্বে মেঘের মধ্যে ছিলেন; বরং এ শব্দ দ্বারা একটি পূর্ণ অর্থের দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য। আর তা হলো, হাদীসে উল্লিখিত প্রশ্নের মধ্যে যে সত্তার অনুসন্ধান প্রকাশ করা হয়েছে সে পর্যন্ত কোনো জ্ঞান পৌঁছতে পারে না, কোনো বোধশক্তি অনুধাবন করতে পারে না এবং তার বিবরণও কেউ দিতে পারে না। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫৮৭]

٥٤٨١ - وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (رض) زَعَمَ اَنَّهٗ كَانَ جَالِسًا فِى الْبَطْحَاءِ فِىْ عِصَابَةٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِيْهِمْ فَمَرَّتْ سَحَابَةٌ فَنَظَرُوْا اِلَيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تُسَمُّوْنَ هٰذِهٖ قَالُوا السَّحَابَ قَالَ وَالْمُزْنَ قَالُوْا وَالْمُزْنَ قَالَ وَالْعَنَانَ قَالُوْا وَالْعَنَانَ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ قَالُوْا لَا نَدْرِىْ قَالَ اِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا اِمَّا وَاحِدَةٌ وَاِمَّا اِثْنَتَانِ اَوْ ثَلَاثٌ وَّسَبْعُوْنَ سَنَةً وَالسَّمَاءُ الَّتِىْ فَوْقَهَا كَذٰلِكَ حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ.

৫৪৮১. **অনুবাদ :** হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) বলেছেন, একদা তিনি একদল লোকসহ মুহাসসাব উপত্যকায় বসাছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় একখণ্ড মেঘ তাদের উপর দিয়ে অতিক্রম করল। লোকেরা তার প্রতি তাকাল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা এটাকে কি নামে আখ্যায়িত কর? তারা বলল, 'সাহাব'। রাসূল ﷺ বললেন, এবং 'মুয্ন'ও বল। লোকেরা বলল, 'মুয্ন'ও বলা হয়। তিনি বললেন, তাকে 'আনান'ও বল। লোকেরা বলল, 'আনান'ও বলা হয়। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা কি জান, আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? লোকেরা বলল, আমরা জানি না। তিনি বললেন, উভয়টির মাঝখানে একাত্তর, বাহাত্তর অথবা তেহাত্তর বৎসরের দূরত। আর সেই আসমান হতে তার পরের আসমানের দূরত্বও অনুরূপ। এভাবে তিনি সাত আসমান পর্যন্ত গণনা করলেন।

ثُمَّ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذٰلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَظْلَافِهِنَّ وَوَرِكِهِنَّ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلَى ظُهُوْرِهِنَّ الْعَرْشُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ اللّٰهُ فَوْقَ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

তারপর বললেন, সপ্তম আসমানের উপর রয়েছে একটি সমুদ্র। তার উপর ও নিচের পানির স্তরের মধ্যবর্তী দূরত্ব যেমন দূরত্ব দুই আসমানের মাঝখানে রয়েছে। অতঃপর সে সমুদ্রের উপরে আছে আটটি বিরাট আকারের পাঁঠা [অর্থাৎ অনুরূপ আকৃতির ফেরেশতা] এবং তাদের পায়ের খুর ও কোমরের মাঝখানে ব্যবধান হলো দুই আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্বের মতো। অতঃপর তাদের পিঠের উপর রয়েছে 'আরশ'। তার নীচ ও উপরের মধ্যবর্তী ব্যবধান হলো দুই আসমানের মধ্যবর্তী ব্যবধানের মতো। অতঃপর তার উপরেই রয়েছেন আল্লাহ তা'আলা।

–[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসটির বিষয়বস্তুসমূহ অদৃশ্য ও দুর্বোধ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তা জ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে জানা অসম্ভব।

وَعَنْ ٥٤٨٢ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رض) قَالَ أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ جُهِدَتِ الْأَنْفُسُ وَجَاعَ الْعِيَالُ وَنُهِكَتِ الْأَمْوَالُ وَهَلَكَتِ الْأَنْعَامُ فَاسْتَسْقِ اللّٰهَ لَنَا فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللّٰهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللّٰهِ عَلَيْكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتّٰى عُرِفَ ذٰلِكَ فِيْ وُجُوْهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ وَيْحَكَ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللّٰهِ عَلَى أَحَدٍ شَأْنُ اللّٰهِ أَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ وَيْحَكَ أَتَدْرِيْ مَا اللّٰهُ إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ لَهٰكَذَا وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ أَطِيْطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৫৪৮২. অনুবাদ : হযরত জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন গ্রাম্য বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, লোকেরা অসহনীয় দুঃখে নিপতিত হয়েছে। পরিবার-পরিজন ক্ষুধার্ত, মালসম্পদ ধ্বংসের উপক্রম এবং গবাদিপশুসমূহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করুন। আমরা আপনাকে আল্লাহর নিকট অসিলা বানিয়েছি এবং আল্লাহকে আপনার নিকট শাফা'আতকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছি। তার কথা শুনে নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা অতি পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা মহাপবিত্র। তিনি এ বাক্যটি বার বার উচ্চারণ করতে থাকলেন, এমনকি তাঁর চেহারা মুবারকের বর্ণ পরিবর্তন হতে দেখে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের মুখমণ্ডলসমূহও বিবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, আফসোস তোমার প্রতি! তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলাকে কারো নিকট সুপারিশকারী সাব্যস্ত করা যায় না। আল্লাহ তা'আলার শান ও মর্যাদা তা হতে অতি মহান ও বিরাট। আক্ষেপ তোমার প্রতি। তুমি কি আল্লাহর যাত ও সত্তা সম্পর্কে অবগত আছ? তাঁর আরশ সমস্ত আকাশমণ্ডলীকে এভাবে বেষ্টন করে রেখেছে। এ কথা বলে তিনি স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা একটি গুম্বজের ন্যায় গোলাকৃতি বস্তু দেখিয়ে বললেন, আল্লাহর আরশ সমস্ত আকাশমণ্ডলীকে অনুরূপভাবে বেষ্টন করে রাখা সত্ত্বেও আল্লাহর বিরাটত্বের চাপে তা এমনভাবে কড়মড় শব্দ করে, যেমন– কোনো সওয়ারির গদি কড়মড় শব্দ করতে থাকে। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٥٤٨٣ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أُذِنَ لِيْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللّٰهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ إِلٰى عَاتِقَيْهِ مَسِيْرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৫৪৮৩. **অনুবাদ :** হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে এ অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের মধ্য হতে একজন ফেরেশতার অবস্থা প্রকাশ করব। সেই ফেরেশতার কানের লতি হতে তার গর্দানের মধ্যবর্তী দূরত্ব সাতশত বৎসরের পথ। −[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٥٤٨٤ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفٰى (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِجِبْرَئِيْلَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ فَانْتَفَضَ جِبْرَئِيْلُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ سَبْعِيْنَ حِجَابًا مِنْ نُوْرٍ لَوْ دَنَوْتُ مِنْ بَعْضِهَا لَاحْتَرَقْتُ هٰكَذَا فِي الْمَصَابِيْحِ وَرَوَاهُ أَبُوْ نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فَانْتَفَضَ جِبْرَئِيْلُ ـ

৫৪৮৪. **অনুবাদ :** হযরত যুরারাহ ইবনে আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তোমার পরওয়ারদিগারকে দেখেছ? একথা শুনে হযরত জিবরাঈল (আ.) কেঁপে উঠলেন এবং বললেন, ইয়া মুহাম্মদ! আমার ও তাঁর মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে। যদি আমি তার কোনো একটির নিকটবর্তী হই, তবে আমি পুড়ে যাব। এরূপ 'মাসাবীহ' কিতাবে বর্ণিত। আর আবূ নোআইম তার 'হিলইয়া' গ্রন্থে হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর কেঁপে উঠার কথাটি সেই বর্ণনায় উল্লেখ নেই।

وَعَنْ ٥٤٨٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ إِسْرَافِيْلَ مُنْذُ يَوْمَ خَلَقَهُ صَافًّا قَدَمَيْهِ لَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى سَبْعُوْنَ نُوْرًا مَا مِنْهَا مِنْ نُوْرٍ يَدْنُوْ مِنْهُ إِلَّا احْتَرَقَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

৫৪৮৫. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যেদিন হযরত ইসরাফীল (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তখন হতে নিজের দুই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চক্ষু তুলেও দেখেন না। তাঁর এবং তাঁর রবের মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে। তিনি তার যে কোনো একটি পর্দার নিকটবর্তী হলে তখনই তা তাঁকে জ্বালিয়ে ফেলবে। −[তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতেই ইসরাফীল ফেরেশতা শিঙ্গা মুখে তুলে নির্দেশের অপেক্ষায় দুই পায়ের উপর একাগ্রচিত্তে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

وَعَنْ ٥٤٨٦ جَابِرٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يَا رَبِّ خَلَقْتَهُمْ يَأْكُلُوْنَ وَيَشْرَبُوْنَ وَيَنْكِحُوْنَ وَيَرْكَبُوْنَ فَاجْعَلْ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْاٰخِرَةَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَا اَجْعَلُ مَنْ خَلَقْتُهُ بِيَدَىَّ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِىْ كَمَنْ قُلْتُ لَهُ كُنْ فَكَانَ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৫৪৮৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম (আ.) ও তাঁর বংশধরকে সৃষ্টি করলেন, তখন ফেরেশতাগণ বললেন, হে পরওয়ারদিগার! তুমি এমন এক মাখলুক সৃষ্টি করেছ, যারা খাওয়াদাওয়া ও পানাহার করবে, বিবাহ-শাদি করবে এবং যানবাহনে সওয়ার হবে। সুতরাং তাদেরকে দুনিয়া তথা পার্থিব সম্পদ দিয়ে দাও এবং আমাদেরকে পরকাল প্রদান কর। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকেছি, তাকে ঐ মাখলুকের সমান করব না যাকে كُن [হয়ে যাও] শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছি। -[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٤٨٧ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ بَعْضِ مَلٰئِكَتِهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৫৪৮৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [কামেল] মুমিন আল্লাহর নিকট কোনো কোনো ফেরেশতা হতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : '[কামেল] মুমিন' অর্থ নবী-রাসূলগণ। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে নবী-রাসূলগণ সমস্ত ফেরেশতা অপেক্ষা অঃধিক মর্যাদাসম্পন্ন। ঈমানদার, সালেহীন তথা ওলী-মুত্তাকীনগণ সাধারণ ফেরেশতা হতে উত্তম ও মর্যাদাবান।

وَعَنْهُ ٥٤٨٨ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِىْ فَقَالَ خَلَقَ اللّٰهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيْهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْاَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوْهَ يَوْمَ الثُّلَثَاءِ وَخَلَقَ النُّوْرَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيْهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَخَلَقَ اٰدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِىْ اٰخِرِ الْخَلْقِ وَاٰخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فِيْمَا بَيْنَ الْعَصْرِ اِلَى اللَّيْلِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৪৮৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা জমিন সৃষ্টি করেছেন শনিবারে, পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন রবিবারে, গাছ-গাছালি সৃষ্টি করেছেন সোমবারে, মন্দ জিনিসসমূহ বানিয়েছেন মঙ্গলবারে, আলো বা জ্যোতি সৃষ্টি করেছেন বুধবারে, জীবজন্তু ও প্রাণিজগৎকে সৃষ্টি করে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন বৃহস্পতিবারে, আর হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন জুমাবারে আসরের সময়ের পরে। বস্তুত এটাই সর্বশেষ সৃষ্টি, দিনের শেষ সময়েই সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আসর ও রাত্রির মধ্যবর্তী সময়ে। -[মুসলিম]

وَعَنْهُ ٥٤٨٩ قَالَ بَيْنَمَا نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ وَاَصْحَابُهُ اِذْ اَتٰى عَلَيْهِمْ سَحَابٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا هٰذَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ هٰذِهِ الْعَنَانُ هٰذِهٖ رَوَايَا الْاَرْضِ يَسُوْقُهَا اللّٰهُ اِلٰى قَوْمٍ لَا يَشْكُرُوْنَهٗ وَلَا يَدْعُوْنَهٗ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا فَوْقَكُمْ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهَا الرَّقِيْعُ سَقْفٌ مَحْفُوْظٌ وَمَوْجٌ مَكْفُوْفٌ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا فَوْقَ ذٰلِكَ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ سَمَاءَانِ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ كَذٰلِكَ حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا فَوْقَ ذٰلِكَ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ اِنَّ فَوْقَ ذٰلِكَ الْعَرْشَ وَبَيْنَهٗ وَبَيْنَ السَّمَاءِ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الَّذِىْ تَحْتَكُمْ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ اِنَّهَا الْاَرْضُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا تَحْتَ ذٰلِكَ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ ـ

৫৪৮৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণসহ বসা ছিলেন। এমন সময় একখণ্ড মেঘ তাদের উপর দিয়ে অতিক্রম করল। তখন নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান এটা কি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটা 'আনান', এটা জমিন সেচনকারী। একে আল্লাহ তা'আলা এমন এমন কওমের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যান, যারা তাঁর শোকর করে না এবং তাঁকে ডাকেও না। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা কি জান তোমাদের মাথার উপরে কি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটা রকী' [প্রথম আসমান] যা সুরক্ষিত ছাদ এবং স্থিরীকৃত। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান, তোমাদের এবং আসমানের মাঝখানের দূরত্ব কত? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, পাঁচশত বৎসরের ব্যবধান। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান, তার উপরে কি আছে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, দু-খানা আসমান রয়েছে, সেই দু-খানার মাঝখানের দূরত্ব হলো পাঁচশত বৎসরের রাস্তা। এভাবে তিনি আসমানের সংখ্যা সাতখানা বর্ণনা করলেন এবং প্রত্যেক দুই আসমানের মাঝখানের দূরত্ব, আসমান ও জমিনের দূরত্বের সমান [অর্থাৎ পাঁচশত বৎসরের রাস্তা]। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান, তার উপরে কি আছে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, তার উপরে রয়েছে আল্লাহর আরশ, আরশ ও আসমানের মাঝখানের ব্যবধান হলো দুই আসমানের মধ্যে দূরত্বের সমান। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান, তোমাদের নীচে কী? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, জমিন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান তার নীচে কি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন।

قَالَ اِنَّ تَحْتَهَا اَرْضًا اُخْرٰى بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ اَرْضِيْنَ بَيْنَ كُلِّ اَرْضِيْنَ مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ اَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ بِحَبْلٍ اِلَى الْاَرْضِ السُّفْلٰى لَهَبَطَ عَلَى اللّٰهِ ثُمَّ قَرَأَ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ) وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ قِرَاءَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْاٰيَةَ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهٗ اَرَادَ الْهَبْطَ عَلٰى عِلْمِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ وَسُلْطَانِهٖ وَعِلْمُ اللّٰهِ وَقُدْرَتُهٗ وَسُلْطَانُهٗ فِىْ كُلِّ مَكَانٍ وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهٗ فِىْ كِتَابِهٖ -

তিনি বললেন, তার নিচে আরেক জমিন এবং উভয় জমিনের মাঝখানের ব্যবধান হলো, পাচশত বৎসর। এমনকি তিনি জমিনের সংখ্যা সাতখানা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, প্রত্যেক দুই জমিনের মাঝখানে পাঁচশত বৎসরের ব্যবধান। অতঃপর তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রাণ। যদি তোমরা একখানা রশি নীচে জমিনের দিকে ঝুলিয়ে দাও, তা অবশ্যই আল্লাহর নিকটে গিয়ে পৌঁছবে। অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন– هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ অর্থাৎ তিনি প্রথম, তিনি শেষ, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন। –[আহমদ ও তিরমিযী] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করে এ কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন যে, 'নিকট পৌঁছবে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর জ্ঞান, কুদরত ও ক্ষমতায় গিয়ে পৌঁছবে। কারণ আল্লাহর জ্ঞান, তাঁর ক্ষমতা এবং রাজত্ব সর্বস্থান বেষ্টিত এবং তিনি আরশের উপরেই বিরাজমান। যেমন, তাঁর পবিত্র কিতাবে এভাবেই নিজের পরিচিতি দান করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "زَوَايَا" শব্দটি মূলত "زَاوِيَةٌ" -এর বহুবচন। আর "رَاوِيَة" পানি বহনকারী উটকে বলা হয়। সুতরাং মেঘকে "رَاوِيَة" শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার কারণ হলো, যেভাবে উট পানি বহন করে জমি সিক্ত করে তদ্রূপ মেঘও পানি বর্ষণ করে জমি সিক্ত করে। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫৯৬]

"اَلرَّقِيْعُ" শব্দটি 'রা' অক্ষরে যবর সহকারে "فَعِيْلٌ" ওজনে। এটা প্রথম আকাশ যাকে পৃথিবীর আসমানও বলা হয়। কিন্তু কিছু সংখ্যক আলেমের বক্তব্য হলো যে, প্রত্যেক আসমানকেই "اَلرَّقِيْعُ" বলা হয়। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫৯৬]

وَعَنْهُ ٥٤٩٠ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ طُوْلُ اٰدَمَ سِتِّيْنَ ذِرَاعًا فِىْ سَبْعِ اَذْرُعٍ عَرْضًا -

৫৪৯০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হযরত আদম (আ.) ছিলেন কায়ায় ষাট হাত লম্বা এবং পার্শ্বে ছিলেন সাত হাত চওড়া।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "ذِرَاعٌ" মূলত বাহুকে বলা হয় অর্থাৎ কনুইয়ের অগ্রভাগ হতে মধ্যমা অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত অংশ এবং শরয়ী গজের ব্যবহারও এরই উপর হয়। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হযরত আদম (আ.)-এর আকৃতি ষাট হাত দৈর্ঘ্য বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে হাত দ্বারা কার হাত উদ্দেশ্য? তিনি কি এ যুগের মানুষের হাতের মাপ হিসেবে ষাট হাত দৈর্ঘ্য ছিলেন? কেননা যদি হযরত আদম (আ.)-এর হাত উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তাহলে তাঁর অর্থ হবে যে, হযরত আদম (আ.)-এর হাত তাঁর আকৃতির ষাট অংশের এক অংশের সমপরিমাণ ছিল, এক্ষেত্রে তাঁর আকৃতির দৈর্ঘ্যতা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুপাত হিসেবে একেবারেই বেমানান মনে হয় এবং এটা অসম্ভব। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৫৯৮]

٥٤٩١ - وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاَنْبِيَاءِ كَانَ اَوَّلَ قَالَ اٰدَمُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَنَبِىٌّ كَانَ قَالَ نَعَمْ نَبِىٌّ مُكَلَّمٌ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمِ الْمُرْسَلُوْنَ قَالَ ثَلٰثُ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيْرًا وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ وَفَاءُ عِدَّةِ الْاَنْبِيَاءِ قَالَ مِائَةُ اَلْفٍ وَاَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ اَلْفًا اَلرُّسُلُ مِنْ ذٰلِكَ ثَلٰثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيْرًا .

৫৪৯১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী কে ছিলেন? তিনি বললেন, হযরত আদম (আ.)। আমি বললাম, তিনি কি 'নবী' ছিলেন? বললেন, হ্যাঁ, তিনি এমন নবী ছিলেন যাঁর সাথে কথাবার্তা বলা হয়েছে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'রাসূল' কতজন ছিলেন? বললেন, তিনশত দশজনেরও কিছু বেশি এর বিরাট দল। তাবেয়ী হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবীদের পূর্ণ সংখ্যা কত? বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তন্মধ্যে 'রাসূল' ছিলেন, তিনশত পনেরর এক বিরাট জামাত বা কাফেলা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** যাঁদের নিকট ছোঁট বা বড় কিতাব নাজিল করা হয়েছে, তাঁরা রাসূল। অবশ্য তাদেরকে নবীও বলা হয়। কিন্তু যারা সরাসরি কিতাব পাননি তাদেরকে বলা হয় নবী। মোটকথা হযরত আদম (আ.) নবী এবং রাসূল উভয়ই ছিলেন।

٥٤٩٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَخْبَرَ مُوْسٰى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهٗ فِى الْعِجْلِ فَلَمْ يُلْقِ الْاَلْوَاحَ فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوْا اَلْقَى الْاَلْوَاحَ فَانْكَسَرَتْ . (رَوَى الْاَحَادِيْثَ الثَّلٰثَةَ اَحْمَدُ)

৫৪৯২. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, খবর শুনা চাক্ষুষ দেখার মতো নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হযরত মূসা (আ.)-এর কওম গরুর বাচ্চা পূজা করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে যে খবর দিয়েছেন, এতে তিনি হাতে রক্ষিত তাওরাতের তখতিখানা ফেলে দেননি, কিন্তু যখন তাদের মধ্যে গিয়ে চাক্ষুষ তাদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তখতিখানা ছুঁড়ে ফেললেন, ফলে তা ভেঙ্গে গেল। –[উপরিউক্ত হাদীস তিনটি ইমাম আহমদ (র.) রেওয়ায়েত করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন কওমের গোমরাহির কথা হযরত মূসা (আ.)-কে জানালেন, তখন তিনি স্বীয় কওমের প্রতি এতবেশি ক্ষুব্ধ হননি, স্বচক্ষে তাদের গোমরাহির কর্মকাণ্ড দেখার পর যত বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এমনকি গোসসায় তাওরাতের তখতিখানা ছুঁড়ে ফেললেন এবং বড় ভাই হারূনের দাড়ি ধরে টান দিলেন ইত্যাদি। অর্থাৎ কোনো কোনো সময় মানুষের স্বাভাবিক স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে।

بَابُ فَضَائِلِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهٗ عَلَيْهِ
পরিচ্ছেদ : নবীকুল শিরোমণি ﷺ -এর মর্যাদাসমূহ

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ . إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا الْاٰيَة . وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ .

এ জাতীয় অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর মর্যাদা সমস্ত নবী-রাসূলদের উপরে। সমস্ত উম্মতের ঐকমত্য যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানদের সর্দার এবং রাসূলদের নেতা। তাঁর পরে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ও হযরত মূসা (আ.)-এর মর্যাদা।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٤٩٣ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُوْنِ بَنِىْ اٰدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتّٰى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِىْ كُنْتُ مِنْهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৪৯৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানদের প্রত্যেক যুগের উত্তম শ্রেণিতে যুগের পর যুগ স্থানান্তরিত হয়ে এসেছি। অবশেষে ঐ যুগে জন্মগ্রহণ করি, যে যুগে আমি বর্তমানে আছি। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হাদীসটির তাৎপর্য হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্বপুরুষগণ সকলেই নিজ নিজ যুগে সম্ভ্রান্ত ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর পূর্বপুরুষের কেউই হীন বা অকুলীন ছিলেন না। অবশেষে তিনিও সেই শ্রেষ্ঠত্ব নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন।

وَعَنْ ٥٤٩٤ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى كِنَانَةَ مِنْ وُّلْدِ إِسْمَاعِيْلَ وَاصْطَفٰى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفٰى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِىْ هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِىْ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِىِّ أَنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى مِنْ وُلْدِ إِبْرٰهِيْمَ إِسْمَاعِيْلَ وَاصْطَفٰى مِنْ وُّلْدِ إِسْمَاعِيْلَ بَنِىْ كِنَانَةَ .

৫৪৯৪. **অনুবাদ :** হযরত ওয়াছিলা ইবনুল আসকা' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর হতে 'কেনানা'র খান্দানকে নির্বাচন করেছেন। আর কেনানার খান্দান হতে কুরাইশ বংশকে নির্বাচন করেছেন। আবার কুরাইশ বংশ হতে বনূ হাশেম পরিবারকে নির্বাচন করেছেন। পরিশেষে বনূ হাশেম পরিবার হতে আমাকেই মনোনীত করেছেন। -[মুসলিম] আর তিরমিযীর বর্ণনায় আছে- আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশে হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে বনূ কেননাকে মনোনীত করেছেন।

وَعَنْ ٥٤٩٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَاَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৪৯৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানদের সরদার হবো। আমিই সকলের আগে কবর হতে উত্থিত হবো। সকলের পূর্বে আমিই সুপারিশ করব এবং সর্বপ্রথম আমার শাফা'আত কবুল করা হবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সকল মানবীয় গুণাবলি ও পূর্ণতা এবং সকল মহত্ত্ব ও মর্যাদার প্রকাশস্থল হবে রাসূলে কারীম ﷺ -এর পবিত্র সত্তা। সেদিন সৃষ্টিজগতের মধ্য হতে কারো মর্যাদাই রাসূল ﷺ হতে অধিক হবে না এবং তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্তা নেতৃত্ব ও পরিচালনার যোগ্য হিসেবে গণ্য হবে না। প্রকাশ থাকে যে, মুহাম্মদ আরবি ﷺ দুনিয়া ও আখেরাত তথা উভয় জগতের সকল মানুষের সরদার ও নেতা; কিন্তু এখানে তাঁকে 'কিয়ামতের দিন'-এর সরদার বলে এজন্য অভিহিত করা হয়েছে যে, সেদিনই রাসূলে কারীম ﷺ -এর সরদারি ও মর্যাদা কারো বিরোধিতা ও মতানৈক্য ছাড়াই প্রকাশ পাবে। যেহেতু এ পৃথিবীতে কুফর-শিরক ও নিফাকি শক্তিসমূহ রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় তাঁর বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তাঁর ইন্তেকালের পরও তাদের বিরোধিতা ও অবাধ্যতা বিদ্যমান ছিল।
–[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৬০২]

وَعَنْ ٥٤٩٦ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَكْثَرُ الْاَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৪৯৬. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন নবীদের মধ্যে আমার অনুসারীদের সংখ্যা হবে সর্বাপেক্ষা বেশি। আর আমিই সর্বপ্রথম বেহেশতের দরজা খুলিয়ে নেব। –[মুসলিম]

وَعَنْهُ ٥٤٩٧ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰتِىْ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَسْتَفْتِحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ اَنْتَ فَاَقُوْلُ مُحَمَّدٌ فَيَقُوْلُ بِكَ اُمِرْتُ اَنْ لَّا اَفْتَحَ لِاَحَدٍ قَبْلَكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৪৯৭. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি বেহেশতের দরজায় এসে তা খোলার জন্য বলব। তখন তার পাহারাদার বলবেন, তুমি কে? বলব, আমি মুহাম্মদ ﷺ! তখন পাহারাদার বলবেন, আপনার সম্পর্কে আমাকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনার পূর্বে আমি যেন অন্য কারো জন্য এ দরজা না খুলি। –[মুসলিম]

وَعَنْهُ ٥٤٩٨ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوَّلُ شَفِيْعٍ فِى الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ نَبِىٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ وَاِنَّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا صَدَّقَهُ مِنْ اُمَّتِهِ اِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৪৯৮. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমিই সর্বপ্রথম বেহেশতের জন্য শাফা'আতকারী। এত অধিক সংখ্যক লোক আমার নবুয়ত ও রেসালতকে বিশ্বাস করেছে যে, কোনো নবীকেই অনুরূপ সংখ্যক লোক বিশ্বাস করেনি এবং এমন নবীও অতিবাহিত হয়েছেন যার উম্মতের মধ্যে শুধু এক ব্যক্তি তাকে বিশ্বাস করেছে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٤٩٩ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلِيْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرٍ اُحْسِنَ بُنْيَانُهٗ تُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبِنَةٍ فَطَافَ بِهِ النُّظَّارُ يَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهٖ اِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةَ فَكُنْتُ اَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ خُتِمَ بِيَ الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৯৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার দৃষ্টান্ত ও [আমার পূর্ববর্তী] অন্যান্য নবীদের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ– যেমন একটি প্রাসাদ, যা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে নির্মাণ করা হয়েছে, কিন্তু এক স্থানে একটি ইটের জায়গা খালি রাখা হয়েছে। অতঃপর লোকেরা তা ঘুরে দেখে বিস্মিত হয় যে, তার নির্মাণ কত সুন্দর, কিন্তু একটি ইটের স্থান খালি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি উক্ত খালি ইটের স্থানটি পূর্ণ করি। আমার দ্বারাই উক্ত প্রাসাদটি সমাপ্ত করা হয়েছে এবং আমার দ্বারাই নবী আগমনের সিলসিলা শেষ করা হয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে– আমিই সেই ইট এবং আমিই নবীদের সিলসিলা সমাপ্তকারী। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবুয়ত ও রেসালাতের পরম্পরাকে উপমা দেওয়া হয়েছে সুন্দরতম অট্টালিকার সাথে। আর রাসূল ﷺ -এর আগমনে খালি স্থানটি পূরণ হলো, অর্থ আর কোনো ইটের স্থান অবশিষ্ট নেই। সুতরাং তিনিই হলেন শেষ নবী। তাঁর পর আর নতুন নবীর আগমন ঘটবে না।

وَعَنْهُ ٥٥٠٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا قَدْ اُعْطِيَ مِنَ الْاٰيَاتِ مَا مِثْلُهٗ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِيْ اُوْتِيْتُ وَحْيًا اَوْحَى اللّٰهُ اِلَيَّ فَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫০০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন কোনো নবী অতিবাহিত হননি যাঁকে অনুরূপ কিছু মু'জিযা দেওয়া হয়নি, যার অনুপাতে লোকেরা ঈমান এনেছে। কিন্তু আমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা হলো ওহী, যা আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে নাজিল করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন তাদের তুলনায় আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে সর্বাধিক। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে 'ওহী' অর্থ কুরআন মাজীদ। অর্থাৎ সমস্ত নবীদের মু'জিযা ছিল সমকালীন-ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তাঁদের ওফাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের মু'জিযার কার্যকারিতাও শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু নবী মোস্তফা ﷺ -এর ওফাতের পরও তার কার্যকারিতা পূর্ববৎ বহাল রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবিকল একই অবস্থায় থাকবে। কাজেই তাঁর উপর ঈমান স্থাপনকারীর সংখ্যা তুলনামূলক অধিক হবেই।

وَعَنْ ٥٥٠١ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِيْ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ

৫৫০১. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কাউকে দেওয়া হয়নি। ১. আমাকে এক মাসের দূরত্বের মধ্যে রো'ব [ভীতি] দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। ২. আমার জন্য মাটিকে

وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلٰى قَوْمِهٖ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. (متفق عليه)

মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপাদান বানানো হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের কোনো ব্যক্তির যেখানেই নামাজের সময় হয়ে যাবে, সে যেন সেখানেই নামাজ আদায় করে নেয়। ৩. আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে কারো জন্য হালাল ছিল না। ৪. আমাকে শাফা'আতের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ৫. প্রত্যেক নবী প্রেরিত হয়েছেন কেবলমাত্র আপন আপন সম্প্রদায়ের জন্য, কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানব জাতির জন্য। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ" : 'আমাকে এক মাসের দূরত্বের মধ্যে ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলামের শত্রু ও বিরোধীদের বিপরীতে বিশেষ পদ্ধতিতে সফলতা ও বিজয় দান করেন। আর তা হলো, তাদের অন্তরে আমার ভীতি ও আতঙ্ক ঢুকিয়ে দেন, যার ফলশ্রুতিতে ইসলামের শত্রুরা এক মাসের দূরত্বে অবস্থান করলেও আমার নাম শুনামাত্রই তাদের মনবল ভেঙ্গে যায় এবং ভয়ে ও আতঙ্কে পলায়নপর হয়। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৬০৫]

وَعَنْ ٥٥٠٢ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫০২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে ছয়টি বিষয়ে অন্যান্য নবীদের উপরে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ১ আমি 'জাওয়ামিউল কালিম' প্রাপ্ত হয়েছি [অর্থাৎ আমাকে অল্প কথায় ব্যাপক অর্থ ব্যাক্ত করার যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে।] ২.রো'ব [ভীতি] দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। ৩. আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে। ৪. সমগ্র জমিন আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্রতার উপাদান করা হয়েছে। ৫. গোটা বিশ্বের মাখলুকের জন্য আমাকে [নবীরূপে] প্রেরণ করা হয়েছে। এবং ৬. নবী আগমনের সিলসিলা আমার মাধ্যমেই শেষ করা হয়েছে। –[মুসলিম]

وَعَنْهُ ٥٥٠٣ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِيْ أُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِيْ يَدِيْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫০৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যের যোগ্যতাসহ প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমাকে ব্যক্তিত্বের প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। একরাত্রে আমি যন নিদ্রিতাবস্থায় ছিলাম, এ সময় আমার নিকট পৃথিবীর যাবতীয় ধনভাণ্ডারের চাবিসমূহ আনা হয়, অতঃপর তা আমার হাতে রেখে দেওয়া হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের শেষাংশের অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা স্বপ্ন যোগে আমাকে সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, বড় বড় অঞ্চল ও শহরসমূহ বিজয় লাভ করা এবং সে সকল অঞ্চল ও শহরের ধনভাণ্ডার ও সাজসরঞ্জাম করায়ত্ত হওয়া আমার জন্য এবং আমার উম্মতের জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছে। কিংবা 'ধনভাণ্ডার' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল খনিসমূহ যা জমিনে লুক্কায়িত আছে। যেমন– স্বর্ণ, রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৬০৭]

وَعَنْ ٥٥٠٤ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ زَوٰى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِيْ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِيْ مِنْهَا وَأُعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّيْ سَأَلْتُ رَبِّيْ لِأُمَّتِيْ أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ سِوٰى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّيْ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّيْ أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ سِوٰى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا حَتّٰى يَكُوْنَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِيْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫০৪. **অনুবাদ :** হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আমার জন্য সংকুচিত করলেন, তখন আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখতে পেলাম। অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের রাজত্ব সে পর্যন্ত পৌছে যাবে, যে পর্যন্ত জমিন আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছিল। আর আমাকে দুটি ধনভাণ্ডার দেওয়া হয়েছে, একটি লাল এবং অপরটি সাদা [অর্থাৎ কায়সার ও কিসরার ধনভাণ্ডার] আর আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মতের জন্য এই ফরিয়াদ করি যেন তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষে ধ্বংস না করা হয়। আর তাদের উপর যেন স্বজাতি ব্যতীত অন্য শত্রুকে এমনভাবে চাপিয়ে দেওয়া না হয় যে, তারা মুসলমানদের কেন্দ্রস্থলকে গ্রহণ করে নেয়। আমার রব বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি যখন কোনো ব্যাপারে ফয়সালা করে ফেলি, তখন তা পরিবর্তন হয় না। আমি তোমাকে তোমার উম্মতের ব্যাপারে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস করব না এবং তাদের স্বজাতি ব্যতীত শত্রুকে তাদের উপর এমনভাবে চাপিয়ে দেব না, যাতে তারা মুসলামনদের কেন্দ্রস্থল ধ্বংস করতে পারে। এমনকি দুনিয়ার সমস্ত কাফের বিশ্বের সকল প্রান্ত হতেও একত্রিত হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়। অবশ্য তারা [মুসলমানরা] পরস্পরে লড়াই করবে। একে অন্যকে ধ্বংস করতে থাকবে এবং কয়েদ ও বন্দি করতে থাকবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মোদ্দাকথা হলো, কাফেরগণ মুসলমানদেরকে নির্মূল করতে পারবে না; বরং মুসলমানগণ পরস্পরে লড়াই-যুদ্ধ করে একে অন্যের ক্ষতি করতে পারবে।

وَعَنْ ٥٥٠٥ سَعْدٍ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِيْ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ سَأَلْتُ رَبِّيْ ثَلٰثًا فَأَعْطَانِيْ ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِيْ وَاحِدَةً سَأَلْتُ

৫৫০৫. **অনুবাদ :** হযরত সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনূ মু'আবিয়ার মসজিদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাতে প্রবেশ করে দুই রাকাত নামাজ পড়লেন এবং আমরাও তাঁর সাথে নামাজ আদায় করলাম। নামাজ শেষে তিনি এক দীর্ঘ দোয়া করলেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, আমি আমার রবের কাছে তিনটি বিষয়ে ফরিয়াদ করেছিলাম। তিনি আমাকে দুটি দিয়েছেন এবং একটি নিষেধ করেছেন। ১. আমি আমার রবের কাছে চেয়েছিলাম, ব্যাপক দুর্ভিক্ষ

رَبِّىْ اَنْ لَّا يُهْلِكَ اُمَّتِىْ بِالسَّنَةِ فَاَعْطَانِيْهَا وَسَاَلْتُ اَنْ لَا يُهْلِكَ اُمَّتِىْ بِالْغَرَقِ فَاَعْطَانِيْهَا وَسَاَلْتُهُ اَنْ لَا يَجْعَلَ بَاْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيْهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

দ্বারা যেন আমার উম্মতকে ধ্বংস না করা হয়। আমার এ দোয়াটি তিনি কবুল করেছেন। ২. আমি আমার রবের কাছে এটাও চেয়েছিলাম যেন আমার উম্মতকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস না করা হয়। তিনি আমার এ দোয়াও কবুল করেছেন এবং ৩. আমি তাঁর কাছে চেয়েছিলাম যেন আমার উম্মতের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ না হয়। কিন্তু তিনি তা আমাকে দান করেননি। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٥٠٦ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (رض) قَالَ لَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قُلْتُ اَخْبِرْنِىْ عَنْ صِفَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى التَّوْرٰةِ قَالَ اَجَلْ وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَمَوْصُوْفٌ فِى التَّوْرٰةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِى الْقُرْاٰنِ يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّحِرْزًا لِّلْاُمِّيِّيْنَ اَنْتَ عَبْدِىْ وَرَسُوْلِىْ وَسَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَّلَا غَلِيْظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِى الْاَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِاَنْ يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيَفْتَحُ بِهَا اَعْيُنًا عُمْيًا وَّاٰذَانًا صُمًّا وَّقُلُوْبًا غُلْفًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَكَذَا الدَّارِمِىُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ نَحْوَهُ وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ فِىْ بَابِ الْجُمُعَةِ)

৫৫০৬. **অনুবাদ :** হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বললাম, তাওরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে গুণ বর্ণিত আছে, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ; আল্লাহর কসম! কুরআনে বর্ণিত তাঁর কিছু গুণাবলিসহ তাওরাতে তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে– "হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী হিসেবে এবং উম্মতের রক্ষাকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমার নাম দিয়েছি মুতাওয়াক্কিল বা ভরসাকারী, তুমি রূঢ় বা কঠোর হৃদয় এবং বাজারে ঝগড়াঝাঁটি ও হৈ-হল্লারকারী নও। তিনি কোনো মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করবেন না; বরং তিনি এদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেবেন না, যতদিন বক্রপথে চালিত জাতিকে তাঁর দ্বারা সৎপথের উপর প্রতিষ্ঠিত করবেন না। অর্থাৎ যতক্ষণ লোকজন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর উপর বিশ্বাসী না হয় এবং তাঁর দ্বারা অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ এবং বদ্ধ অন্তর উন্মুক্ত না হয়ে যায়। –[বুখারী, দারেমীও আতার সূত্রে ইবনে সালাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ জুমু'আ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে।]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥٠٧ - عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ (رض) قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةً فَاَطَالَهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّيْتَ صَلٰوةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيْهَا قَالَ اَجَلْ اِنَّهَا صَلٰوةُ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ وَاِنِّيْ سَاَلْتُ اللّٰهَ فِيْهَا ثَلٰثًا فَاَعْطَانِيْ اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِيْ وَاحِدَةً سَاَلْتُهٗ اَنْ لَّا يُهْلِكَ اُمَّتِيْ بِسَنَةٍ فَاَعْطَانِيْهَا وَسَاَلْتُهٗ اَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَاَعْطَانِيْهَا وَسَاَلْتُهٗ اَنْ لَا يُذِيْقَ بَعْضَهُمْ بَاْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيْهَا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

৫৫০৭. অনুবাদ : হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নামাজ পড়ালেন এবং নামাজ খুব দীর্ঘায়িত করলেন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো আজ এমনভাবে নামাজ পড়েছেন যে, এরূপ নামাজ আপনি আর কখনো পড়েননি। তিনি বললেন, হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। কেননা এটা ছিল রহমতের আশায় আশান্বিত এবং আজাবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নামাজ। আমি এ নামাজের মধ্যেই আল্লাহর কাছে তিনটি জিনিস চেয়েছি। তিনি দুটি আমাকে দিয়েছেন এবং একটি নিষেধ করেছেন। ১. আমি চেয়েছিলাম যেন আমার উম্মতকে [ব্যাপক] দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করা হয়। তিনি আমাকে এটা দান করেছেন। ২. আমি চেয়েছিলাম যেন সমগ্র মুসলমানদের উপর অমুসলিমদের চাপিয়ে দেওয়া না হয়। এটাও তিনি আমাকে দান করেছেন। ৩ আর আমি এটাও চেয়েছিলাম, যেন আমার উম্মতের কেউ অপরের উপর অত্যাচার না করে, কিন্তু এটা তিনি আমাকে দান করেননি। –[তিরমিযী ও নাসাঈ]

٥٥٠٨ - وَعَنْ اَبِيْ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَجَارَكُمْ مِنْ ثَلٰثِ خِلَالٍ اَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوْا جَمِيْعًا وَاَنْ لَّا يَظْهَرَ اَهْلُ الْبَاطِلِ عَلٰى اَهْلِ الْحَقِّ وَاَنْ لَا تَجْتَمِعُوْا عَلٰى ضَلَالَةٍ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫৫০৮. অনুবাদ : হযরত আবূ মালেক আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [হে মুসলমানগণ!] মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তোমাদেরকে তিনটি জিনিস হতে রক্ষা করেছেন। ১. তোমাদের নবী তোমাদের প্রতিকূলে এমন কোনো বদদোয়া করবেন না যাতে তোমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাও। ২. বাতিল ও গোমরাহ সম্প্রদায় কখনো হকপন্থিদের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারবে না এবং ৩. সমষ্টিগতভাবে আমার উম্মত গোমরাহির [তথা অন্যায়ের] উপরে একত্রিত হবে না। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসের বাক্য 'উম্মত গোমরাহির উপর একত্রিত হবে না' দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'ইজমায়ে উম্মত' শরিয়তের একটি অকাট্য দলিল।

٥٥٠٩ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَّجْمَعَ اللّٰهُ عَلٰى هٰذِهِ الْاُمَّةِ سَيْفَيْنِ سَيْفًا مِنْهَا وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫৫০৯. অনুবাদ : হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ মুসলিম উম্মতের উপর দুই তলোয়ার একত্রিত করবেন না। এক তলোয়ার মুসরমানদের পক্ষ হতে এবং অপর তলোয়ার শত্রুদের পক্ষ হতে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যখন মুসলমানরা পরস্পরে লড়াই করবে তখন কোনো কাফের জাতি মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে সাহস করবে না। এটা রাসূল ﷺ -এর দোয়ার বরকতেই হয়েছে।

৫৫১০. وَعَنْ الْعَبَّاسِ (رضـ) اَنَّهٗ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَاَنَّهٗ سَمِعَ شَيْئًا فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ اَنَا فَقَالُوْا اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوْتًا فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا فَاَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৫১০. অনুবাদ: হযরত আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, একবার তিনি কাফেরদের মুখে রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধে তিরস্কারমূলক কিছু কথা শুনতে পেলেন। তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে নবী করীম ﷺ -এর নিকট ছুটে আসলেন এবং কথাটি তাঁকে জানালেন। এতদ্শ্রবণে নবী করীম ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা বল দেখি আমি কে? সাহাবীগণ উত্তরে বললেন, 'আপনি আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেন, আমি হলাম 'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুতাত্তালিবের পুত্র মুহাম্মদ।' আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে আমাকে উত্তম শ্রেণিতে সৃষ্টি করেছেন। সেই মানব শ্রেণিকে আবার দু-ভাগে [আরব ও আজম] নামে বিভক্ত করেছেন। আর আমাকে তার উত্তম দলে [আরবের মধ্যে] সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই দলকে আবার বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে আমাকে উত্তম গোত্রে [কুরাইশ গোত্রে] সৃষ্টি করেছেন। আবার সেই গোত্রকেও বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে উত্তম পরিবার [হাশেমী পরিবারে] আমাকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ব্যক্তি ও পরিবার হিসেবে আমি সর্বোত্তম। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূল ﷺ যে خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ও خَيْرُ الْبَشَرِ অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা, এতে কারো দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই এবং এটা অস্বীকারকারী যেমন সূর্যের আলোকে অস্বীকার করল। কাজেই রাসূল ﷺ -এর এভাবে নিজের পরিচয় পেশ করা গর্ব-অহংকার নয়, বরং সাধারণের অবগতির জন্য প্রকৃত অবস্থার বহিঃপ্রকাশ।

৫৫১১. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتٰى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৫১১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য নবুয়ত কখন হতে নির্ধারণ করা হয়েছে? তিনি বললেন, সে সময় হতে, যখন হযরত আদম (আ.) আত্মা ও দেহের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ সে সময় আদমের শুধু দৈহিক কায়া বা পুতুল তৈরি করা হয়েছিল। তখনো দেহের ভিতরে রূহ বা প্রাণ ঢুকানো হয়নি। মোটকথা, তিনি হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পূর্ব হতেই নবুয়তের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

وَعَنْ ٥٥١٢ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنِّىْ عِنْدَ اللّٰهِ مَكْتُوْبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَاِنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِىْ طِيْنَتِهِ وَسَاُخْبِرُكُمْ بِاَوَّلِ اَمْرِىْ دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ وَبَشَارَةُ عِيْسٰى وَرُؤْيَا اُمِّىَ الَّتِىْ رَاَتْ حِيْنَ وَضَعَتْنِىْ وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُوْرٌ اَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ) وَرَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ مِنْ قَوْلِهِ سَاُخْبِرُكُمْ اِلٰى اٰخِرِهِ .

৫৫১২. অনুবাদ: হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকটে আমি তখনো 'খাতামুন নাবিয়্যীন' রূপে লিপিবদ্ধ ছিলাম যখন হযরত আদম (আ.) ছিলেন মাটির খামিরায়। আমি তোমাদেরকে আরো বলছি যে, আমার নবুয়তের প্রথম প্রকাশ হলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী; আর আমার মায়ের প্রত্যক্ষ স্বপ্ন, যা তিনি আমাকে প্রসবকালে দেখেছিলেন যে, তাঁর সম্মুখে একটি আলো উদ্ভাসিত হয়েছে, যার রৌশনিতে তিনি সিরিয়ার রাজ প্রাসাদ পর্যন্ত দেখতে পান। –[শরহে সুন্নাহ] আর ইমাম আহমদ وَسَاُخْبِرُكُمْ হতে শেষ পর্যন্ত আবূ উমামা হতে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٥٥١٣ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِىْ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ يَوْمَئِذٍ اٰدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ اِلَّا تَحْتَ لِوَائِىْ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ وَلَا فَخْرَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৫১৩. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমিই হবো হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানদের সরদার বা নেতা, এটা গর্ব নয়। আর সেদিন আমার হাতেই থাকবে 'মাকামে হামদের পতাকা', এতেও গর্ব নয়। সেদিন হযরত আদম (আ.) সহ সমস্ত নবীগণই আমার পতাকার নিচে এসে সমবেত হবেন। আর সকলের আগে আমি কবর ফেটে উত্থিত হবো, এতেও গর্ব নয়। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা নববী (র.) বলেন, [নবী করীম ﷺ] এ কথাগুলো দু কারণে বলেছেন। ১. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ -এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করেছেন। ২. আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রকৃতপক্ষে যে মর্যাদা দান করেছেন তা উম্মতকে জানিয়ে দেওয়া জরুরি, যেন তারা সঠিক মর্যাদা অনুধাবন করতে পারে।

وَعَنْ ٥٥١٤ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ حَتّٰى اِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكَرُوْنَ قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا وَقَالَ اٰخَرُ مُوْسٰى كَلَّمَهُ تَكْلِيْمًا .

৫৫১৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী এক স্থানে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। এ সময় রাসূল ﷺ সে দিকে বের হলেন এবং তাদের নিকটে পৌঁছে তাদের কথাবার্তা ও আলোচনাগুলো শুনলেন। তাদের একজন বললেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে খলীল বানিয়েছেন। আরেকজন বললেন, হযরত মূসা (আ.) [কালীমুল্লাহ] ছিলেন এমন, আল্লাহ তা'আলা যার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।

وَقَالَ اٰخَرُ فَعِيْسٰى كَلِمَةُ اللّٰهِ وَرُوْحُهُ وَقَالَ اٰخَرُ اٰدَمُ اِصْطَفَاهُ اللّٰهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلُ اللّٰهِ وَهُوَ كَذٰلِكَ وَمُوْسٰى نَجِيُّ اللّٰهِ وَهُوَ كَذٰلِكَ وَعِيْسٰى رُوْحُهُ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذٰلِكَ وَاٰدَمُ اِصْطَفَاهُ اللّٰهُ وَهُوَ كَذٰلِكَ اَلَا وَاَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَحْتَهُ اٰدَمُ فَمَنْ دُوْنَهُ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللّٰهُ لِىْ فَيُدْخِلُنِيْهَا وَمَعِىَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا اَكْرَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ عَلَى اللّٰهِ وَلَا فَخْرَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

অপর একজন বললেন, হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন কালিমাতুল্লাহ ও রূহুল্লাহ এবং আরেকজন বললেন, হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা সফীউল্লাহ বানিয়েছেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি তোমাদের কথাবার্তা এবং তোমরা যে বিস্ময় প্রকাশ করেছ তা শুনেছি। হযরত ইবরাহীম (আ.) যে খলীলুল্লাহ ছিলেন তা ঠিকই। হযরত মূসা (আ.) যে সরাসরি আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলেছেন এটাও সত্য কথা। হযরত ঈসা (আ.) যে রূহুল্লাহ ও কালিমাতুল্লাহ ছিলেন এটাও প্রকৃত কথা এবং হযরত আদম (আ.) যে আল্লাহর মনোনীত, মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, এটাও সম্পূর্ণ বাস্তব। তবে জেনে রাখ, আমি হলাম 'আল্লাহর হাবীব', এতে গর্ব নয় এবং কিয়ামতের দিন আমিই হামদের ঝাণ্ডা উত্তোলন ও বহনকারী হবো আদম ও অন্যান্য নবীগণ উক্ত ঝাণ্ডার নীচেই থাকবেন, এতে গর্ব নয়। কিয়ামতের দিন আমিই হবো সর্বপ্রথম শাফা'আতকারী এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশই কবুল করা হবে এতে গর্ব নয়। আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজার কড়া নাড়া দেব। তখন আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য তা খুলে দেবেন এবং আমাকে তাতে প্রবেশ করাবেন। আর আমার সঙ্গে থাকবে গরিব ঈমানদারগণ, এতে গর্ব নয়। পরিশেষে কথা হলো, আর আমিই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের চেয়ে সম্মানিত, এটাও গর্ব নয়। -[তিরমিযী ও দারেমী]

৫৫১৫ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ وَنَحْنُ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاِنِّىْ قَائِلٌ قَوْلًا غَيْرَ فَخْرٍ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللّٰهِ وَمُوْسٰى صَفِىُّ اللّٰهِ وَاَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ وَمَعِىَ لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاِنَّ اللّٰهَ وَعَدَنِىْ فِىْ اُمَّتِىْ وَاَجَارَهُمْ مِنْ ثَلٰثٍ لَا يَعُمُّهُمْ بِسَنَةٍ وَلَا يَسْتَأْصِلُهُمْ عَدُوٌّ وَلَا يَجْمَعُهُمْ عَلٰى ضَلَالَةٍ. (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ)

৫৫১৫. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে কায়স (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমরা সকলের শেষে এসেছি, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা সকলের আগে থাকব। আজ আমি তোমাদেরকে বিশেষ একটি কথা বলব, তবে এতে আমার কোনো অহংকার নেই। হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর বন্ধু, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর মনোনীত এবং আমি হলাম আল্লাহর হাবীব। কিয়ামতের দিন হামদের ঝাণ্ডা আমার সঙ্গেই থাকবে। আল্লাহ আমার উম্মতের ব্যাপারে আমার সাথে ওয়াদা করেছেন এবং তিনি তাদেরকে তিনটি বিষয় হতে নিরাপত্তা দিয়েছেন। ১. ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করবেন না। ২. শত্রুরা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করতে পারবে না এবং ৩. বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহির উপরে একত্রিত করবেন না। -[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'খলীল ও হাবীব' শব্দ দুটিই 'বন্ধু' অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবুও আভিধানিক অর্থে উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। ইমাম রাগেব বলেছেন– اَلْخُلَّةُ تُنْسَبُ اِلَى الْعَبْدِ وَلَا تُنْسَبُ اِلَى اللّٰهِ অর্থ–'খলীলত্ব' বান্দার প্রতি প্রযোজ্য হয়, কিন্তু আল্লাহর প্রতি প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং বলা যায়, হযরত ইবরাহীম (আ.) হলেন আল্লাহর খলীল, কিন্তু আল্লাহ ইবরাহীমের খলীল নন। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ ﷺ হলেন আল্লাহর হাবীব এবং আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ -এর হাবীব। –[তা'লীক]

وَعَنْ ٥٥١٦ جَابِرٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ . (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ)

৫৫১৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, [কিয়ামতের মাঠে অথবা বেহেশতে] আমি হবো সমস্ত নবীদের পরিচালক বা অগ্রগামী। এটা আমি অহংকার হিসেবে বলছি না। আমি হলাম নবীদের আগমনের সিলসিলা সমাপ্তকারী, এতে আমার কোনো গর্ব নেই। আর সর্বপ্রথম আমিই হবো শাফাআতকারী এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশ কবুল করা হবে। এতে আমার কোনো অহংকার নেই। –[দারেমী]

وَعَنْ ٥٥١٧ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ خُرُوْجًا اِذَا بُعِثُوْا وَاَنَا قَائِدُهُمْ اِذَا وَفَدُوْا وَاَنَا خَطِيْبُهُمْ اِذَا اَنْصَتُوْا وَاَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ اِذَا حُبِسُوْا وَاَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا اَيِسُوْا اَلْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِىْ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِىْ وَاَنَا اَكْرَمُ وُلْدِ اٰدَمَ عَلٰى رَبِّىْ يَطُوْفُ عَلَىَّ اَلْفُ خَادِمٍ كَاَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُوْنٌ اَوْ لُؤْلُؤٌ مَنْثُوْرٌ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৫১৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন মানুষদেরকে কবর হতে উত্থিত করা হবে, তখন আমিই সর্বপ্রথম কবর হতে বের হয়ে আসব। আর যখন লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা হবে, তখন আমিই হবো তাদের অগ্রগামী ও প্রতিনিধি, আর আমিই হবো তাদের মুখপাত্র, যখন তারা নীরব থাকবে। আর যখন তারা আটক হয়ে পড়বে, তখন আমিই হবো তাদের সুপারিশকরী। আর যখন তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে, তখন আমিই তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করব। মর্যাদা এবং কল্যাণের চাবিসমূহ সেদিন আমার হাতে থাকবে। আল্লাহর প্রশংসার ঝাণ্ডা সেদিন আমার হাতেই থাকবে। আমার পরওয়ারদিগারের কাছে আদমের সন্তানদের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান ও সম্মানী ব্যক্তি হবো। সেদিন হাজারখানেক খাদেম আমার চতুষ্পার্শ্বে ঘোরাফেরা করবে। যেন তারা সুরক্ষিত ডিম কিংবা বিক্ষিপ্ত মুক্তা। –[তিরমিযী ও দারেমী, ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٥٥١٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَاُكْسٰى حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ اَقُوْمُ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ لَيْسَ اَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ يَقُوْمُ ذٰلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِىْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৫১৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমাকে বেহেশতের তৈরি পোশাকের একটি পোশাক পরিধান করানো হবে। অতঃপর আমি আরশে এলাহীর ডান পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াব। অথচ আমি ব্যতীত আল্লাহর সৃষ্ট মাখলুকের অন্য কেউই উক্ত স্থানে দাঁড়াতে পারবে না। –[তিরমিযী]

وَفِىْ رِوَايَةِ جَامِعِ الْاُصُوْلِ عَنْهُ اَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ فَاُكْسٰى ـ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে 'জামেউল উসূল' গ্রন্থে অপর একটি বর্ণনায় আছে, আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যার কবর খুলে যাবে এবং আমাকেই সর্বপ্রথম কাপড় পরিধান করানো হবে।

٥٥١٩ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَلُوا اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَسِيْلَةُ قَالَ اَعْلٰى دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا اِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৫১৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা আল্লাহর কাছে অসিলা কামনা কর। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অসিলা কী? তিনি বললেন, তা বেহেশতের সর্বোচ্চ মর্যাদার একটি বিশেষ স্থান। যা কেবলমাত্র এক ব্যক্তিই লাভ করবে। সুতরাং আশা করি আমিই হবো সে ব্যক্তি। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রত্যেক আজানের দোয়াতেই اٰتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য আমরা সেই সুউচ্চ মাকামের দোয়া করে থাকি।

٥٥٢٠ وَعَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ كُنْتُ اِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৫২০. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমিই হবো নবীদের ইমাম ও মুখপাত্র এবং তাদের জন্য শাফা'আতের অধিকারী। তাতে আমার কোনো অহংকার নেই। –[তিরমিযী]

٥٥٢١ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَاِنَّ وَلِيِّىْ اَبِىْ وَخَلِيْلُ رَبِّىْ ثُمَّ قَرَأَ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৫২১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক নবীরই নবীদের মধ্য হতে একজন বন্ধু আছেন। আর আমার বন্ধু হলেন আমার পিতা এবং আমার রবের খলীল [হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ]। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন, অর্থাৎ 'তারাই ইবরাহীম (আ.)-এর অতি নিকটতম ব্যক্তি, যারা তাঁর আনুগত্য করেছে। আর এ নবী [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ] আর যারা ঈমান গ্রহণ করেছে; আর আল্লাহ তা'আলা হলেন মুসলমানদের বন্ধু। –[তিরমিযী]

٥٥٢٢ وَعَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِىْ لِتَمَامِ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الْاَفْعَالِ ـ (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৫৫২২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যাবতীয় উত্তম চরিত্র ও উত্তম কার্যাবলি পরিপূর্ণ করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করেছেন। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর নবী ও রাসূল বানিয়ে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যে, আমি আল্লাহর বান্দাদেরকে পথ প্রদর্শন করব এবং তাদেরকে বাহ্যিক চরিত্র, লেনদেন ও রীতিনীতি হিসেবেও এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থাদি ও সীরাত হিসেবেও পূর্ণাঙ্গ স্তরে পৌছাব। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৬২২]

وَعَنْ ٥٥٢٣ كَعْبٍ (رضـ) يَحْكِيْ عَنِ التَّوْرٰةِ قَالَ نَجِدُ مَكْتُوْبًا مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَبْدِيَ الْمُخْتَارُ لَا فَظٌّ وَلَا غَلِيْظٌ وَلَا سَخَّابٌ فِي الْاَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِيْ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَغْفِرُ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَهِجْرَتُهُ بِطَيْبَةَ وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ وَاُمَّتُهُ الْحَمَّادُوْنَ يَحْمَدُوْنَ اللّٰهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ يَحْمَدُوْنَ اللّٰهَ فِيْ كُلِّ مَنْزِلَةٍ وَيُكَبِّرُوْنَهُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ رُعَاةٌ لِلشَّمْسِ يُصَلُّوْنَ الصَّلٰوةَ اِذَا جَاءَ وَقْتُهَا يَتَأَزَّرُوْنَ عَلٰى اَنْصَافِهِمْ وَيَتَوَضَّئُوْنَ عَلٰى اَطْرَافِهِمْ مُنَادِيْهِمْ يُنَادِيْ فِيْ جَوِّ السَّمَاءِ صَفُّهُمْ فِي الْقِتَالِ وَصَفُّهُمْ فِي الصَّلٰوةِ سَوَاءٌ لَهُمْ بِاللَّيْلِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ. (هٰذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ مَعَ تَغْيِيْرٍ يَسِيْرٍ)

৫৫২৩. **অনুবাদ :** হযরত কা'বে [আহবার (রা.)] তাওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, আমরা তাতে লিখিত পেয়েছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, তিনি আমার সর্বোৎকৃষ্ট বান্দা, তিনি দুশ্চরিত্র বা বদমেজাজ এবং রূঢ় ভাষী নন, বাজারে হৈ-হল্লাকারীও নন। মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না; বরং মাফ করে দেন আর ক্ষমা করে দেন। তাঁর জন্মস্থান মক্কায় এবং হিজরত করবেন মদিনা তাইয়েবায়। সিরিয়াও তাঁর আধিপত্যে আসবে। তাঁর উম্মত হবে খুব বেশি প্রশংসাকারী তথা সুখে-দুঃখে ও আরামে-ব্যারামে সর্বাবস্থায় আল্লাহর গুণগান করবে এবং প্রত্যেক অবস্থান স্থলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সুউচ্চ জায়গায় আরোহণকালে তারা আল্লাহর তাকবীর উচ্চারণ করবে। সূর্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবে, যখনই নামাজের সময় হবে তখনই নামাজ আদায় করবে। তারা শরীরের মধ্যস্থলে [কোমরে] ইজার বাঁধবে। শরীরের পার্শ্ব [হাত-পা ইত্যাদি] ধুয়ে অজু করবে। তাদের ঘোষণকারী উচ্চস্থানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা [আজান] দেবে। জিহাদে তাদের সারি এবং নামাজেও তাদের সারি হবে একইভাবে। রাত্রির বেলায় তাদের গুনগুন শব্দ উদ্ভাসিত হবে মৌমছির গুনগুনের মতো। –[মাসাবীহ; দারেমীও এটা কিঞ্চিৎ শাব্দিক পরিবর্তনসহ বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ٥٥٢٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ (رضـ) قَالَ مَكْتُوْبٌ فِي التَّوْرٰةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهُ قَالَ اَبُوْ مَوْدُوْدٍ وَقَدْ بَقِيَ فِي الْبَيْتِ مَوْضِعُ قَبْرٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৫২৪. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাওরাত কিতাবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর গুণাবলি লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং তাতে এটাও রয়েছে যে, হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)-কে তাঁর সঙ্গে [হযরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরায়] দাফন করা হবে। আবূ মওদূদ (র.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরায় অদ্যাবধি [তাঁর দাফনের জন্য] একটি কবরের জায়গা বাকি রয়েছে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূল ﷺ -কে হযরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরায় দাফন করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁর পার্শ্বে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)। এখনো তথায় একটি কবরের জায়গা খালি রয়েছে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা (আ.) আকাশ হতে অবতরণ করার পর মৃত্যুবরণ করলে উক্ত স্থানটিতে তাঁকে দাফন করা হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৫৫২৫ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَضَّلَ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ وَعَلٰى اَهْلِ السَّمَاءِ فَقَالُوْا يَا اَبَا عَبَّاسٍ بِمَ فَضَّلَهُ اللّٰهُ عَلٰى اَهْلِ السَّمَاءِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِاَهْلِ السَّمَاءِ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمُحَمَّدٍ ﷺ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالُوْا وَمَا فَضْلُهُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ اَلْاٰيَةَ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمُحَمَّدٍ ﷺ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ فَاَرْسَلَهُ اِلَى الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ـ

৫৫২৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নবীগণের ও সমস্ত ফেরেশতাগণের উপরে মুহাম্মদ ﷺ -কে মর্যাদা দান করেছেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ আব্বাস! [ইবনে আব্বাসের উপনাম] আল্লাহ ফেরেশতাগণের উপরে কিভাবে তাঁকে ফজিলত দিয়েছেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আকাশবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'তাদের যে কেউ তা বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া আমি ইলাহ বা মা'বূদ, আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি প্রদান করব। আর আমি জালেমদেরকে অনুরূপ শাস্তি প্রদান করে থাকি।' আর আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি আপনার জন্য বরকত ও কল্যাণের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছি। এটা এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলার আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, নবীদের উপরে কিভাবে তাঁকে ফজিলত দেওয়া হয়েছে? জবাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি যখনই কোনো নবী প্রেরণ করেছি, তাঁকে আপন সম্প্রদায়ের ভাষা দিয়েই পাঠিয়েছি যেন তিনি তাদেরকে আল্লাহর বিধান ব্যক্ত করতে পারেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যাকে চান গোমরাহ করেন। আর আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে বলেছেন, [হে নবী মুহাম্মদ!] 'আমি আপনাকে গোটা মানব সমাজের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি।' সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জিন ও ইনসান উভয় সম্প্রদায়ের নিকটেই পাঠিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ ফেরেশতাগণকে শাস্তির ভীতি প্রদর্শনমূলক সম্বোধন করা হয়েছে; আর নবী মুহাম্মদ ﷺ -কে অতি সম্মানজনকভাবে বিজয় ও ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আর অন্যান্য নবীগণ এলাকাভিত্তিক স্ব-স্ব কওমের জন্য নবী হয়ে আগমন করেছেন। আর নবী করীম ﷺ -কে ভাষা, গোত্র ও বর্ণ নির্বিশেষে গোটা বিশ্বের জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

وَعَنْ ٥٥٢٦ اَبِىْ ذَرِّ نِ الْغِفَارِيِّ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ عَلِمْتَ اَنَّكَ نَبِيٌّ حَتّٰى اسْتَيْقَنْتَ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اَتَانِىْ مَلَكَانِ وَاَنَا بِبَعْضِ بَطْحَاءِ مَكَّةَ فَوَقَعَ اَحَدُهُمَا اِلَى الْاَرْضِ وَكَانَ الْاٰخَرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهٖ اَهُوَ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَزِنْهُ بِرَجُلٍ فَوُزِنْتُ بِهٖ فَوَزَنْتُهٗ ثُمَّ قَالَ زِنْهُ بِعَشَرَةٍ فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ ثُمَّ قَالَ زِنْهُ بِمِائَةٍ فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ ثُمَّ قَالَ زِنْهُ بِالْفٍ فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَنْتَشِرُوْنَ عَلَىَّ مِنْ خِفَّةِ الْمِيْزَانِ قَالَ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهٖ لَوْ وَزَنْتَهٗ بِاُمَّتِهٖ لَرَجَحَهَا . (رَوَاهُمَا الدَّارِمِىُّ)

৫৫২৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কিভাবে জানতে পারলেন যে, আপনি নবী, এমনকি আপনি এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন? তিনি বললেন, হে আবূ যর! একদা আমি মক্কার বাত্‌হা উপত্যকায় ছিলাম। এ সময় দুজন ফেরেশতা আমার নিকট আসলেন। তাদের একজন মাটিতে নেমে আসলেন এবং অপরজন আসমান ও জমিনের মাঝখানে রইলেন। অতঃপর তাদের একজন অপরজনকে বললেন, ইনি কি তিনিই? অপরজন উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তখন প্রথমজন বললেন, আচ্ছা, তাঁকে এক ব্যক্তির সাথে ওজন করা যাক। সুতরাং আমাকে এক ব্যক্তির সাথে ওজন করা হলো। তখন আমি ঐ এক ব্যক্তি অপেক্ষা ভারী হয়ে গেলাম। অতঃপর বললেন, এবার তাঁকে দশ ব্যক্তির সাথে ওজন করা যাক। সুতরাং আমাকে দশ ব্যক্তির সাথে ওজন করা হলো। এবারও আমি তাদের উপর ভারী হয়ে গেলাম। অতঃপর বললেন, আচ্ছা, এবার তাঁকে একশত জনের সাথে ওজন করা হোক। সুতরাং আমাকে তাদের সাথে ওজন করা হলো। এবারও আমি তাদের উপর ভারী হয়ে গেলাম। অতঃপর বললেন, আচ্ছা, এবার তাঁকে এক হাজার জনের সাথে ওজন কর। সুতরাং আমাকে তাদের সাথে ওজন করা হলো। এবারও আমি তাদের উপর ভারী হয়ে গেলাম। রাসূল ﷺ বলেন, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন এখনো তাদেরকে দেখছি। তাদের পাল্লা হালকা হয়ে এমনভাবে উপরে উঠে গেছে যে, আমার আশঙ্কা হলো, তারা যে আমার উপরে ছিটকে পড়বে। রাসূল ﷺ বলেন, তখন তাদের একজন অপরজনকে বললেন, যদি তুমি তাঁকে তাঁর সমস্ত উম্মতের সাথেও ওজন কর, তখনো তার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। –[হাদীস দুটি দারেমী বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ এ অলৌকিক ব্যাপার দেখে আমার ধারণা জন্মিল যে, তা আমার নবুয়ত ও রেসালাতের একটি নিদর্শন। তবে তার অর্থ এই নয় যে, শুধু তাই নবুয়তের একমাত্র প্রমাণ। কেননা এতদ্ভিন্ন নবুয়তের বহুবিধ অকাট্য প্রমাণ তার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।

وَعَنْ ٥٥٢٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُتِبَ عَلَىَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ وَاُمِرْتُ بِصَلٰوةِ الضُّحٰى وَلَمْ تُؤْمَرُوْا بِهَا . (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىُّ)

৫৫২৭. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উপরে কুরবানি ফরজ করা হয়েছে; আর তোমাদের উপর ফরজ করা হয়নি এবং আমাকে চাশতের নামাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; আর তোমাদেরকে এর নির্দেশ দেওয়া হয়নি। –[দারাকুতনী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আমি মালদার থাকি বা না থাকি, সর্বাবস্থায় فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এ আয়াত ও নির্দেশের ভিত্তিতে আমার উপর কুরবানি ফরজ করা হয়েছে। অথচ উম্মতের উপর মালদার হলেই কুরবানী ওয়াজিব হয়। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, চাশতের নামাজ নবী করীম ﷺ -এর উপর ওয়াজিব হওয়ার কথা আলোচ্য হাদীস ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায়নি।

بَابُ اَسْمَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَصِفَاتِهِ
পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ -এর নামসমূহ ও গুণাবলি

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিভিন্ন নামে, গুণে ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে সম্বোধন করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার শতাধিক গুণবাচক নাম রয়েছে, তেমনি নবী করীম ﷺ -এরও বহু গুণবাচক নাম রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٥٢٨ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ لِيْ اَسْمَاءً اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِي الَّذِيْ يَمْحُو اللّٰهُ بِيَ الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمَيَّ وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِيْ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫২৮. অনুবাদ : হযরত জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার অনেকগুলো নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি মাহী। আল্লাহ তা'আলা আমার দ্বারা কুফরকে নিশ্চিহ্ন করবেন। আমি আল-হাশের, [কিয়ামতের দিন] মানব জাতিকে আমার পশ্চাতে সমবেত করা হবে। আর আমি হলাম আল-আকেব এবং 'আকেব' ঐ ব্যক্তি, যার পরে আর কোনো নবী নেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

٥٥٢٩ وَعَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَمِّيْ لَنَا نَفْسَهُ اَسْمَاءً فَقَالَ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ وَالْمُقَفِّيْ وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫২৯. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে তাঁর নিজস্ব নামসমূহ বর্ণনা করতেন। তখন তিনি বলেছেন, আমি মুহাম্মদ, আহমদ, মুকাফফী [সকলের পশ্চাতে আগমনকারী], হাশের [সমবেতকারী] এবং আমি নবীয়ে তওবা ও নবীয়ে রহমত। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : نَبِيُّ التَّوْبَةِ অর্থাৎ আমি অত্যধিক তওবাকারী। যেমন অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে– তিনি বলেছেন, 'আমি দৈনিক সত্তর হতে একশতবার তওবা করে থাকি।' অথবা তাঁর হাতে কুফর ও শিরক হতে এত লোক তওবা করবে যে, আর কারো হাতে এত সংখ্যক লোক তওবা করেনি। نَبِيُّ الرَّحْمَةِ যথা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ অপর এক হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন– اَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে রহমত ও হেদায়েতকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন।

وَعَنْ ٥٥٣٠ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا تَعْجَبُوْنَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللّٰهُ عَنِّىْ شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتِمُوْنَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُوْنَ مُذَمَّمًا وَاَنَا مُحَمَّدٌ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৫৩০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ [সাহাবীদেরকে] বললেন, এতেও কি তোমরা বিস্মিত হচ্ছ না যে, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে কুরাইশদের গালমন্দ ও অভিসম্পাতকে আমার উপর হতে সরিয়ে দিয়েছেন? তারা 'মুযাম্মাম' [নিন্দিত] নামে গালমন্দ করে এবং 'মুযাম্মাম'কে অভিসম্পাত দেয়। অথচ আমি 'মুহাম্মদ' [প্রশংসিত] মুযাম্মাম নই। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কাফের কুরাইশগণ মুহাম্মদ ﷺ -কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে 'মুযাম্মাম' বলত এবং গালমন্দ করত। যার অর্থ নিন্দিত। আর আল্লাহ তাঁর নাম রেখেছেন মুহাম্মদ; অর্থ– প্রশংসিত। সুতরাং কুরাইশদের গালমন্দ তাঁর উপরে পতিত হয় না।

وَعَنْ ٥٥٣١ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَكَانَ اِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَاِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ وَكَانَ كَثِيْرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُسْتَدِيْرًا وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫৩১. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথার এবং দাড়ির অগ্রভাগে সামান্য কিছু শুভ্রতা দেখা দিয়েছিল। যখন তিনি তাতে তেল লাগাতেন তখন তা প্রকাশ পেত না। আর যখন কেশরাজি বিক্ষিপ্ত হতো, তখন তা প্রকাশ পেত। তাঁর দাড়ি ছিল খুব বেশি। তখন এক ব্যক্তি বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখমণ্ডল ছিল তলোয়ারের মতো। তিনি বললেন, না; বরং তা ছিল সূর্য ও চন্দ্রের মতো এবং তাঁর চেহারা ছিল গোলগাল। আর আমি তাঁর কাঁধের কাছে কবুতরের ডিমের ন্যায় মোহরে নবুয়তও দেখতে পেয়েছি, তার বর্ণ ছিল তাঁর গায়ের রঙের সদৃশ। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : তলোয়ারের মতো উজ্জ্বল হলে লম্বা হওয়ার ধারণাও জন্মিতে পারে। তাই হযরত জাবের (রা.) লোকটির কথা পাল্টিয়ে বললেন, তা উজ্জ্বল ছিল বটে, তবে সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় গোলগাল ছিল। অবশ্য লম্বাটে ধরনের গোল ছিল।

وَعَنْ ٥٥٣٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا اَوْ قَالَ ثَرِيْدًا ثُمَّ دُرْتُ خَلْفَهُ فَنَظَرْتُ اِلٰى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ الْيُسْرٰى جُمْعًا عَلَيْهِ خِيْلَانٌ كَاَمْثَالِ الثَّاٰلِيْلِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫৩২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম ﷺ -কে দেখেছি এবং আমি তাঁর সঙ্গে রুটি ও গোশ্ত খেয়েছি অথবা বললেন, আমি 'ছারীদ' খেয়েছি। অতঃপর আমি তাঁর পিছনে গিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। তখন তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থলে বাম কাঁধের উপরিভাগে মুষ্টির মতো [গোলাকার] মোহরে নবুয়ত দেখলাম। তার উপরে মাস-এর মতো অনেকগুলো তিল ছিল। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٥٣٣ اُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ (رض) قَالَتْ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِثِيَابٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيْرَةٌ فَقَالَ ائْتُوْنِيْ بِاُمِّ خَالِدٍ فَاُتِيَ بِهَا تُحْمَلُ فَاَخَذَ الْخَمِيْصَةَ بِيَدِهٖ فَاَلْبَسَهَا قَالَ اَبْلِيْ وَاَخْلِقِيْ ثُمَّ اَبْلِيْ وَاَخْلِقِيْ وَكَانَ فِيْهَا عَلَمٌ اَخْضَرُ اَوْ اَصْفَرُ فَقَالَ يَا اُمَّ خَالِدٍ هٰذَا سَنَاهْ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ اَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِيْ اَبِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهَا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৫৩৩. অনুবাদ : হযরত উম্মে খালেদ বিনতে খালেদ ইবনে সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ -এর নিকট কিছু কাপড় আনা হলো। এর মধ্যে কালো বর্ণের একখানা ছোট পশমি চাদরও ছিল। তখন তিনি বললেন, উম্মে খালেদকে আমার কাছে নিয়ে আস। সুতরাং তাকে বহন করে নিয়ে আনা হলো। নবী করীম ﷺ চাদরখানা নিজের হাতে নিলেন এবং তাকে পরিয়ে দিলেন এবং বললেন, এটা পুরাতন ও নিকৃষ্ট হওয়া পর্যন্ত পরিধান কর। আবার পুরাতন ও নিকৃষ্ট হওয়া পর্যন্ত পরিধান কর [অর্থাৎ আল্লাহ যেন তোমাকে দীর্ঘায়ু করেন।] চাদরটিতে সবুজ কিংবা হলুদ রঙের নকশি ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, হে উম্মে খালেদ এটা [কতই না] সুন্দর। হাবশী ভাষায় 'সানাহ' শব্দ সুন্দরের জন্য ব্যবহার হয়। উম্মে খালেদ বলেন, এরপর আমি রাসূল ﷺ -এর মোহরে নবুয়ত স্পর্শ করে খেলতে লাগলাম। তখন আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ [আমার পিতাকে] বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। অর্থাৎ তাকে এরূপ করতে দাও। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উম্মে খালেদ তখন খুব ছোট ছিলেন, তাই তাঁকে কেউ কোলে করে এনেছিলেন। তিনি হাবশায় প্রথম মুহাজেরীনদের মধ্যে সেখানে জন্মগ্রহণ করেন। পরে হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়।

وَعَنْ ٥٥٣٤ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ وَلَيْسَ بِالْاَبْيَضِ الْاَمْهَقِ وَلَا بِالْاٰدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ ـ

৫৫৩৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না এবং খাটোও ছিলেন না। তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার শ্যাম বর্ণেরও ছিলেন না। তাঁর মাথার চুল খুব বেশি কোঁকড়ানো ছিল না এবং সোজাও ছিল না।

بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَاَقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِىْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ وَفِىْ رِوَايَةٍ يَصِفُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ اَزْهَرَ اللَّوْنِ وَقَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ بَيْنَ اُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ قَالَ كَانَ ضَخْمَ الرَّأْسِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ اَرَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ بَسْطَ الْكَفَّيْنِ وَفِىْ اُخْرٰى لَهُ قَالَ كَانَ شَثْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ.

চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত দান করেছেন। অতঃপর তিনি মক্কায় দশ বৎসর এবং মদিনায় দশ বছর অবস্থান করেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ষাট বছর বয়সে ওফাত দান করেন। অথচ তখন তাঁর মাথার চুল ও দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা হয়নি। অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রা.) নবী করীম ﷺ -এর আকৃতির বর্ণনায় বলেছেন, তিনি লোকদের মাঝে মধ্যম ছিলেন। লম্বাও ছিলেন না এবং খাটোও ছিলেন না। তাঁর গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার চুল উভয় কানের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত পৌঁছত। অপর এক বর্ণনায় আছে– কেশরাজি উভয় কানের এবং কাঁধের মাঝামাঝিতে ছিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

বুখারীর অপর এক রেওয়ায়েতে আছে– হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথা ছিল বড় এবং উভয় পায়ের পাতা ছিল মাংসে পরিপূর্ণ। আমি তাঁর পূর্বে এবং পরে অনুরূপ আকৃতির আর কাউকেও দেখিনি। আর তাঁর উভয় হাতের তালু ছিল প্রশস্ত। অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ -এর উভয় পা এবং উভয় হাত ছিল মাংসে পরিপূর্ণ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সঠিক বর্ণনামতে নবী করীম ﷺ নবুয়তপ্রাপ্তির পর হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় 'তেরো' বছর অবস্থান করেছেন। আলোচ্য হাদীসে 'দশ' বছর উল্লেখ থাকায় বুঝতে হবে, সম্ভবত বর্ণনাকারী দশকের পরের ভাংতি বছরগুলো বাদ দিয়ে বলেছেন। আর এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, রাসূল ﷺ-এর বয়স ছিল 'তেষট্টি' বছর। অথচ আলোচ্য হাদীসে উল্লেখ রয়েছে 'ষাট' এবং অপর এক রেওয়ায়েতে আছে 'পঁয়ষট্টি' বছর। এখানেও বুঝতে হবে, সম্ভবত ভাংতি বছরগুলো বাদ দিয়ে 'ষাট' বলেছেন এবং তাঁর জন্ম ও ওফাতের বছর দুটিকে স্বতন্ত্রভাবে 'দুই' বছর ধরে 'পঁয়ষট্টি' বছর বলা হয়েছে।

وَعَنِ ٥٥٣٥ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرْبُوْعًا بُعَيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعْرٌ بَلَغَ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ رَأَيْتُهُ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ اَرَ شَيْئًا قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৩৫. অনুবাদ : হযরত বারা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যম গড়নের ছিলেন। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান বেশ প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছত। আমি তাঁকে লাল [ডোরাকাটা] পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আমি তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর আর কাউকেও কখনো দেখিনি। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِيْ لِمَّةٍ اَحْسَنَ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيْدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ .

আর মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত বারা (রা.) বলেছেন, বাবরি চুলবিশিষ্ট লাল [ডোরাকাটা] পোশাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা সুন্দর আর কাউকে আমি দেখতে পাইনি। তাঁর মাথার চুল কাঁধ স্পর্শ করত এবং তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানটা ছিল বেশ প্রশস্ত। তিনি লম্বাও ছিলেন না আবার খাটোও ছিলেন না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আরবি পরিভাষায় মাথার চুলের তিন অবস্থার তিন নাম। যথা– وَفْرَةٌ . لِمَّةٌ . جُمَّةٌ ওয়াফরাহ, লিম্মাহ ও জুম্মাহ। যথাক্রমে و . ل . ج চুল যখন কানের লতি পর্যন্ত থাকে তাকে 'ওয়াফরাহ', ঘাড়ের মাঝামাঝি পৌছলে 'লিম্মাহ' এবং কাঁধ পর্যন্ত পৌছলে 'জুম্মাহ' বলে। রাসূল ﷺ হজ ও উমরাহ ব্যতীত অন্যান্য সময় সাধারণত বাবরি রাখতেন। কখনো কিছু খাটো করতেন আবার কখনো কিছু লম্বা, আবার কখনো তদপেক্ষা লম্বা রাখতেন। ফলে সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে বর্ণনাকারীদের স্ব-স্ব দেখা অনুযায়ী বর্ণনায় পার্থক্য ঘটেছে।

وَعَنْ ٥٥٣٦ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَلِيْعَ الْفَمِ اَشْكَلَ الْعَيْنِ مَنْهُوْشَ الْعَقِبَيْنِ قِيْلَ لِسِمَاكٍ مَا ضَلِيْعُ الْفَمِ قَالَ عَظِيْمُ الْفَمِ قِيْلَ مَا اَشْكَلُ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيْلُ شَقِّ الْعَيْنِ قِيْلَ مَا مَنْهُوْشُ الْعَقِبَيْنِ قَالَ قَلِيْلُ لَحْمِ الْعَقِبِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫৩৬. অনুবাদ : হযরত সেমাক ইবনে হরব হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'যালীউল্ ফাম্, আশকালুল আইন ও মানহুশুল আকেবাইন" বিশিষ্ট ছিলেন। পরে হযরত সেমাককে এ শব্দগুলোর অর্থ কি জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি [যথাক্রমে] বললেন, প্রশস্ত মুখ, চক্ষুর পুতলি ঘোর কালো ও বড় এবং পায়ের গোড়ালিতে স্বল্প মাংস। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কোনো পুরুষ এ গঠন-আকৃতিতে হওয়া আরবদের নিকট প্রশংসনীয়। আর নবী করীম ﷺ যে সার্বিকভাবে সুন্দর সুপরুষ ছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

وَعَنْ ٥٥٣٧ اَبِى الطُّفَيْلِ (رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اَبْيَضَ مَلِيْحًا مُقَصَّدًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫৩৭. অনুবাদ : হযরত আবূ তোফায়েল (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি। তিনি ছিলেন গৌর বর্ণের লাবণ্যময় এবং তিনি ছিলেন মধ্যম গড়নের [অর্থাৎ প্রত্যেকটির মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য ছিল।] –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : তিনি আবুত তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াসিলা। কুনিয়াত বা উপনামেই বেশি প্রসিদ্ধ। তিনিই সর্বশেষ ওফাতপ্রাপ্ত সাহাবী ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর আর কোনো সাহাবী জীবিত ছিলেন না। তিনি ১১০ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٥٥٣٨ ثَابِتٍ (رضـ) قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ (رضـ) عَنْ خِضَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضِبُ لَوْ شِئْتُ اَنْ اَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِيْ لِحْيَتِهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَوْ شِئْتُ اَنْ اَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِيْ رَأْسِهِ فَعَلْتُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৩৮. **অনুবাদ :** হযরত ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আনাস (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেজাব লাগানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন, তাঁর চুল এমন সাদা হয়নি যে, তাতে খেজাব লাগাতে হবে। যদি আমি তাঁর সাদা দাড়িগুলো গুনে দেখতে চাইতাম তবে অনায়াসে গুনতে পারতাম। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে– আমি তাঁর মাথার সাদা চুলগুলো গুনে দেখতে চাইল অনায়াসে গুনতে পারতাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ اِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِيْ عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصُّدْغَيْنِ وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ.

আর মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে– হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ -এর ঠোঁটের নীচের পশমে চোখ ও কানের মধ্যবর্তী পশমে শুভ্রতা ছিল এবং মাথার মধ্যেও কয়েকটি চুল সাদা হয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "اِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضِبُ" : 'তাঁর চুল এমন সাদা হয়নি যে, তাতে খেজাব লাগাতে হবে।' অর্থাৎ যে বয়সে রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকাল হয়েছিল তা এমন কোনো বয়স ছিল না যে বয়সে মানুষের মাঝে পূর্ণাঙ্গ বার্ধক্য প্রকাশ পেয়ে থাকে। উক্ত বয়সকে সর্বোচ্চ বার্ধক্যের প্রারম্ভ বলা যেতে পারে।

প্রকাশ থাকে যে, ঐ বয়সে রাসূলে কারীম ﷺ -এর চুল মুবারক এ পরিমাণ সাদা হয়নি যে খেজাবের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। সামান্য যে কটি চুল সাদা হয়েছিল তার পরিমাণ এত কম ছিল যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা জানাই যেতো না।

–[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৬৩৫-৬৩৬]

وَعَنْ ٥٥٣٩ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَزْهَرَ اللَّوْنِ كَاَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤْلُؤُ اِذَا مَشٰى تَكَفَّأَ وَمَا مَسِسْتُ دِيْبَاجَةً وَلَا حَرِيْرًا اَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًا وَلَا عَنْبَرَةً اَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ النَّبِيِّ ﷺ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৩৯. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গৌরববর্ণের ছিলেন। তাঁর ঘর্ম ছিল মুক্তার ন্যায়। হাঁটার সময় তিনি সম্মুখের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলতেন এবং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতের তালু অপেক্ষা অধিকতর কোমল কোনো রেশম কিংবা কোনো গরদ স্পর্শ করিনি। আর নবী করীম ﷺ-এর শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কস্তুরী কিংবা মেশকে আম্বর আমি কখনো শুঁকিনি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাঁটার সময় মাথা উঁচু করে বুক টান করে অহংকারীর মতো চলতেন না; বরং সম্মুখের দিকে একটু ঝুঁকে বিনয়ীভাবে চলতেন। মূলত তা বীর বাহাদুর ব্যক্তিদের গুণ।

وَعَنْ ٥٥٤٠ أُمِّ سُلَيْمٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِيْهَا فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا فَتَبْسُطُ نِطْعًا فَيَقِيْلُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيْرَ الْعَرَقِ فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطِّيْبِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هٰذَا قَالَتْ عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِيْ طِيْبِنَا وَهُوَ مِنْ اَطْيَبِ الطِّيْبِ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَرْجُوْ بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ اَصَبْتِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৪০. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ প্রায়শঃ তাদের সেখানে আসতেন এবং দ্বিপ্রহরে তথায় বিশ্রাম করতেন। তখন উম্মে সুলাইম তাঁর জন্য একখানা চামড়ার ফরশ বিছিয়ে দিতেন এবং রাসূল ﷺ তাতেই বিশ্রাম করতেন। নবী করীম ﷺ -এর শরীর মোবারক হতে অত্যধিক ঘর্ম বের হতো। আর উম্মে সুলাইম তাঁর ঘর্মগুলো একত্রিত করে আতর বা সুগন্ধির মধ্যে মিলিয়ে রাখতেন। তখন নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, হে উম্মে সুলাইম! তুমি এটা কি করছ? তিনি বললেন, এটা আপনার শরীরের ঘাম। এটাকে আমরা আমাদের সুগন্ধির সাথে মিশ্রিত করব। বস্তুত এটা সর্বোত্তম সুগন্ধি। অপর এক বর্ণনায় আছে– উম্মে সুলাইম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতে আমরা আমাদের বাচ্চাদের জন্য [ব্যবহারের মাধ্যমে] বরকতের আশা করি। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি ঠিকই করেছ। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উম্মে সুলাইম নবী করীম ﷺ -এর দুধ সম্পর্কীয়া মাহরাম ছিলেন। হাদীসের শব্দ يَقِيْلُ অর্থ- قَيْلُوْلَةٌ 'কায়লুলা' করা, দ্বিপ্রহরে আরাম বা বিশ্রাম করা। তাতে ঘুমানো শর্ত নয়।

وَعَنْ ٥٥٤١ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْاُوْلٰى ثُمَّ خَرَجَ اِلٰى اَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّىْ اَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا وَاَمَّا اَنَا فَمَسَحَ خَدِّىْ فَوَجَدْتُ لِيَدِهٖ بَرْدًا اَوْ رِيْحًا كَاَنَّمَا اَخْرَجَهَا مِنْ جُوْنَةِ عَطَّارٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ جَابِرٍ سَمُّوْا بِاسْمِىْ فِىْ بَابِ الْاَسَامِىْ وَحَدِيْثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ نَظَرْتُ اِلٰى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ فِىْ بَابِ اَحْكَامِ الْمِيَاهِ .

৫৫৪১. **অনুবাদ :** হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে প্রথম নামাজ [অর্থাৎ জোহরের নামাজ] আদায় করলাম। অতঃপর তিনি ঘরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদ হতে বের হলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে বের হলাম। এ সময় কতিপয় শিশু তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো। তখন তিনি এক একটি করে প্রতিটি শিশুর গালে হাত ফিরিয়ে দিলেন। অবশেষে আমার উভয় গালেও হাত ফিরালেন, তখন আমি তাঁর হাতের শীতলতা ও সুগন্ধি অনুভব করলাম। তা [তাঁর হাতখানা] এমন সুগন্ধময় ছিল যে, যেন তাকে কোনো আতরের ডিব্বা হতে বের করে এনেছেন। –[মুসলিম]

এ প্রসঙ্গে হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীস سَمُّوْا بِاسْمِىْ 'নামসমূহের পরিচ্ছেদে' এবং সায়েব ইবনে ইয়াযীদের বর্ণিত হাদীস نَظَرْتُ اِلٰى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ 'পানির বিধানের পরিচ্ছেদে' বর্ণিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥٤٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ ضَخْمُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ مُشْرَبًا حُمْرَةً ضَخْمَ الْكَرَادِيْسِ طَوِيْلَ الْمَسْرُبَةِ اِذَا مَشٰى تَكَفَّأَ تَكَفُّؤًا كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ لَمْ اَرَ قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ ﷺ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

৫৫৪২. **অনুবাদ :** হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লম্বাও ছিলেন না এবং খাটোও ছিলেন না। তাঁর মাথা ছিল বড় এবং দাড়ি ছিল ঘন। হস্তদ্বয়ের এবং উভয় পায়েল তালু ছিল পুরু। তাঁর গায়ের রং ছিল লাল মিশ্রিত। হাড়ের জোড়াসমূহ ছিল মোটা মোটা। বক্ষের উপরে নাভি পর্যন্ত পশমের সরু একটি রেখা ছিল। চলার সময় সম্মুখের দিকে ঝুঁকে চলতেন, যেন তিনি কোনো উচ্চস্থান হতে নীচের দিকে নামছেন। মোটকথা, নবী করীম ﷺ -এর পূর্বে বা পরে তাঁর মতো [সুগঠন ও সুন্দর] কোনো মানুষকে আমি দেখতে পাইনি। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।]

٥٥٤٣ - وَعَنْهُ كَانَ اِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيْلِ الْمُمَغَّطِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ كَانَ جَعْدًا رَجِلًا وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلَا بِالْمُكَلْثَمِ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيْرٌ اَبْيَضُ مُشْرَبٌ اَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ اَهْدَبُ الْاَشْفَارِ جَلِيْلُ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ اَجْرَدُ ذُوْ مَسْرُبَةٍ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ اِذَا مَشٰى يَتَقَلَّعُ كَاَنَّمَا يَمْشِيْ فِيْ صَبَبٍ وَاِذَا الْتَفَتَ اِلْتَفَتَ مَعًا .

৫৫৪৩. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি যখনই নবী করীম ﷺ -এর আকৃতির বর্ণনা দিতেন, তখন বলতেন, তিনি অত্যধিক লম্বাও ছিলেন না এবং একেবারে খাটোও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন লোকদের মধ্যে মধ্যম গড়নের। তাঁর মাথার চুল একেবারে কোঁকড়ানো ছিল না এবং সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না; বরং মধ্যম ধরনের কোঁকড়ানো ছিল। তিনি অতি স্থূলদেহী ছিলেন না এবং তাঁর চেহারা একেবারে গোল ছিল না; বরং লম্বাটে গোল ছিল। গায়ের রং ছিল লাল-সাদা সংমিশ্রিত। চক্ষুর বর্ণ ছিল কালো এবং পালক ছিল লম্বা লম্বা। হাড়ের জোড়াগুলো ছিল মোটা। গোটা শরীর ছিল পশমহীন, অবশ্য পশমের চিকন একটি রেখা বক্ষ হতে নাভি পর্যন্ত লম্বা ছিল। হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের তালু ছিল মাংসে পরিপূর্ণ। যখন তিনি হাঁটতেন তখন পা পূর্ণভাবে উঠিয়ে জমিনে রাখতেন, যেন তিনি কোনো উচ্চ স্থান হতে নিম্নের দিকে নামছেন। যখন তিনি কোনো দিকে তাকাতেন তখন ঘাড় পূর্ণ ফিরিয়ে তাকাতেন।

بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ اَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَ اَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً وَاَلْيَنُهُمْ عَرِيْكَةً وَاَكْرَمُهُمْ عَشِيْرَةً مَنْ رَاٰهُ بَدِيْهَةً هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً اَحَبَّهُ يَقُوْلُ نَاعِتُهُ لَمْ اَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে ছিল মোহরে নবুয়ত। বস্তুত তিনি ছিলেন 'খাতেমুন নাবিয়্যীন' [নবী আগমনের সিলসিলা সমাপ্তকারী]। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে আন্তরিকভাবে অধিক দাতা, সর্বাপেক্ষা সত্যভাষী। তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা কোমল স্বভাবের এবং বংশের দিক দিয়ে ছিলেন সম্ভ্রান্ত। যে ব্যক্তি তাঁকে হঠাৎ দেখত, সে ভয় পেত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পরিচিত হয়ে তাঁর সাথে মেলামেশা করত, সে তাঁকে অতি ভালোবাসতে লাগত। রাসূল ﷺ -এর গুণাবলি বর্ণনাকারী এ কথা বলতে বাধ্য হন যে, আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর মতো কাউকেও কখনো দেখতে পাইনি। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "مَنْ رَاٰهُ بَدِيْهَةً هَابَهُ" : 'যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ -কে হঠাৎ দেখত, সে ভয় পেত।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -এর ব্যক্তিগত গুণাবলি এবং উত্তম চরিত্র ও রীতিনীতি সম্পর্কে অবগত ছিল না সে প্রথম প্রথম যখন রাসূলে কারীম ﷺ -এর সামনে আসত এবং সাক্ষাৎ করত তখন তার উপর রাসূল ﷺ -এর মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এ পরিমাণ প্রভাব ফেলত যে সে ভয় অনুভব করত; কিন্তু যখন কিছু সময় তাঁর মজলিসে অবস্থান করত এবং তাঁর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে অবগত হতো এবং রাসূলের সান্নিধ্যের বরকতপূর্ণ প্রভাব অনুভব করত তখন একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেত এবং রাসূল ﷺ -এর ভালোবাসা ও আকর্ষণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যেত। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৬৩৯]

وَعَنْ ٥٥٤٤ جَابِرٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسْلُكْ طَرِيْقًا فَيَتْبَعُهُ اَحَدٌ اِلَّا عَرَفَ اَنَّهُ قَدْ سَلَكَهُ مِنْ طِيْبِ عَرْفِهِ اَوْ قَالَ مِنْ رِيْحِ عَرَقِهِ . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৫৫৪৪. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যে রাস্তা দিয়ে চলে যেতেন, পরে কেউ সে পথে গেলে সে অনায়াসে বুঝতে পারত যে, নবী করীম ﷺ উক্ত পথে গমন করেছেন। আর তা তাঁর গায়ের সুগন্ধির কারণে অথবা [রাবী বলেছেন] তাঁর ঘর্মের ঘ্রাণের কারণে। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "اَوْ قَالَ" : 'অথবা রাবী বলেছেন।' এটা বর্ণনাকারীর সংশয় যে, হাদীসে এ স্থানে "مِنْ طِيْبِ عَرْفِهِ" বাক্য ছিল নাকি "مِنْ رِيْحِ عَرَقِهِ" ছিল। উভয় সুরতে অর্থ একই থাকে।

"عَرْف" শব্দের আভিধানিক অর্থ শুধুমাত্র 'গন্ধ' – তা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ উভয়ই হতে পারে। কিন্তু এ শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'সুগন্ধ' অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়। যাহোক হাদীসের অর্থ হলো, রাসূলে কারীম ﷺ যে পথ দিয়ে যাতায়াত করতেন সে পথের বাতাস রাসূল ﷺ -এর মুবারক শরীর কিংবা মুবারক ঘামের সুঘ্রাণে সৌরভময় হয়ে যেত এবং পুরো পথ খোশবুদার হয়ে যেত। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ -এর গমনের পরে উক্ত পথ অতিক্রম করত সে বিশেষ সুগন্ধি দ্বারা বুঝতে পারত যে রাসূল ﷺ উক্ত পথ অতিক্রম করেছেন। আর এ সুগন্ধি রাসূল ﷺ -এর মুবারক শরীর হতে ছড়াত; রাসূল ﷺ -এর শরীরে কিংবা কাপড়ে লাগানো কোনো অতিরিক্ত সুগন্ধি হতে নয়। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৬৪০]

وَعَنْ ٥٥٤٥ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رض) قَالَ قُلْتُ لِلرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ صِفِي لَنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ يَا بُنَيَّ لَوْ رَأَيْتَهُ رَأَيْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً. (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৫৫৪৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উবায়দা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রুবায়্যি বিনতে মু'আব্বিয ইবনে আফরা (রা.)-কে বললাম, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আকৃতি সম্পর্কে কিছু বলুন। জবাবে তিনি বললেন, হে বৎস! যদি তুমি তাঁকে দেখতে, তাহলে তোমার এমনই ধারণা হতো যে, সূর্য উদিত হয়েছে। -[দারেমী]

وَعَنْ ٥٥٤٦ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ لَيْلَةِ اِضْحِيَانٍ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَاِذَا هُوَ اَحْسَنُ عِنْدِيْ مِنَ الْقَمَرِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৫৫৪৬. **অনুবাদ :** হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি চাঁদনি রাত্রে নবী করীম ﷺ -কে দেখলাম। অতঃপর একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে তাকাতাম আর একবার চাঁদের দিকে। সে সময় তিনি লাল বর্ণের পোশাক পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। তখন তাঁকে আমার কাছে চাঁদের চেয়ে অধিকতর সুন্দর মনে হলো। -[তিরমিযী ও দারেমী]

وَعَنْ ٥٥٤٧ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ الشَّمْسُ تَجْرِيْ فِيْ وَجْهِهِ وَمَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَسْرَعَ فِيْ مَشْيِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَاَنَّمَا الْاَرْضُ تُطْوٰى لَهُ اِنَّا لَنُجْهِدُ اَنْفُسَنَا وَاِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৫৪৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে সুন্দর কোনো জিনিস আমি কখনো দেখতে পাইনি, মনে হতো যেন সূর্য তাঁর মুখমণ্ডলে ভাসছে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা চলার মধ্যে দ্রুতগতিসম্পন্ন কাউকেও আমি দেখিনি। তাঁর চলার সময় মনে হতো জমিন যেন তাঁর জন্য সংকুচিত হয়ে আসত। আমরা তাঁর সাথে সাথে চলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলতাম। অথচ তিনি স্বাভাবিক নিয়মে চলতেন। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "اِنَّا لَنُجْهِدُ اَنْفُسَنَا" : 'আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলতাম।' এ বাক্যের মাধ্যমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যখন আমরা রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে পথ অতিক্রম করতাম তখন আমরা আমাদের চলার গতি বাড়ানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতাম এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর বরাবর পৌঁছার ইচ্ছা করতাম; কিন্তু তিনি অনায়াসে নিজের স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে সবার আগেই থাকতেন। এটা যেন রাসূলে কারীম ﷺ -এর মু'জিযা ছিল যে, অন্যরা দৌড়াদৌড়ি করেও রাসূল ﷺ -এর স্বাভাবিক গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হতো না।

-[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৬৪১]

وَعَنْ ٥٥٤٨ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ كَانَ فِىْ سَاقَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُمُوْشَةٌ وَكَانَ لَا يَضْحَكُ اِلَّا تَبَسُّمًا وَكُنْتُ اِذَا نَظَرْتُ اِلَيْهِ قُلْتُ اَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِاَكْحَلَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৫৪৮. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গায়ের উভয় গোড়ালি হালকা-পাতলা। তিনি মৃদু হাসি ব্যতীত [খিল খিল করে উচ্চৈঃস্বরে] হাসতেন না। আর আমি যখনই তাঁর দিকে তাকাতাম, তখন আমি মনে মনে বলতাম, তিনি চক্ষুতে সুরমা লাগিয়েছেন। অথচ তখন তিনি সুরমা ব্যবহার করেননি। –[তিরমিযী]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٥٤٩ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ اِذَا تَكَلَّمَ رُأِىَ كَالنُّوْرِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ . (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ)

৫৫৪৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মুখের দাঁত দুটির মাঝে কিছুটা ফাঁক ছিল। যখন তিনি কথাবার্তা বলতেন, তখন মনে হতো উক্ত দাঁত দুটির মধ্য দিয়ে যেন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মুখের সামনের উপরের ও নীচের পাটিতে যে দু দুটি দাঁত থাকে তাকে আরবিতে "ثَنِيَّانِ" ও "ثَنَايَا" বলা হয়। "ثَنِيَّانِ" দ্বিবচন আর "ثَنَايَا" বহুবচন। এমনিভাবে এ দুটি দাঁতের ডানে ও বামে যে দু দুটি দাঁত থাকে তাকে "رُبَاعِيَاتٌ" বলা হয়। হাদীসের মাধ্যমে জানা গেল যে, রাসূল ﷺ -এর এ দুটি দাঁত পরস্পর লাগানো ছিল না; বরং দাঁত দুটির মাঝে কিছুটা ফাঁক ছিল। তাছাড়া হাদীসের ভাষ্য দ্বারা বাহ্যিকভাবে একথাও বুঝে আসে যে, এ ফাঁক শুধুমাত্র উপরের পাটির দাঁতের মাঝেই ছিল না; বরং নীচের পাটির দাঁতের মাঝেও বিদ্যমান ছিল। –[মাযাহেরে হক খ. ৬. পৃ. ৬৪২]

وَعَنْ ٥٥٥٠ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سُرَّ اِسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَاَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৫০. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো ব্যাপারে আনন্দিত হতেন তখন তাঁর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠত। মনে হতো যেন তাঁর মুখমণ্ডল চাঁদের টুকরা। বস্তুত আমরা সকলেই তা অনুভব করতে পারতাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٥٥١ اَنَسٍ (رض) اَنَّ غُلَامًا يَهُوْدِيًّا كَانَ يَخْدُمُ النَّبِىَّ ﷺ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَوَجَدَ اَبَاهُ عِنْدَ رَأْسِهٖ يَقْرَأُ التَّوْرٰةَ

৫৫৫১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত, এক ইহুদি বালক নবী করীম ﷺ -এর খেদমত করত। এক সময় সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন নবী করীম ﷺ তার শুশ্রূষার জন্য কাছে গেলেন, তখন তিনি তার পিতাকে তার মাথার কাছে বসে তাওরাত পাঠ রত অবস্থায় পেলেন।

فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا يَهُوْدِيُّ أَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرٰةَ عَلٰى مُوْسٰى هَلْ تَجِدُ فِي التَّوْرٰةِ نَعْتِيْ وَصِفَتِيْ وَمَخْرَجِيْ قَالَ لَا قَالَ الْفَتٰى بَلٰى وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا نَجِدُ لَكَ فِي التَّوْرٰةِ نَعْتَكَ وَصِفَتَكَ وَمَخْرَجَكَ وَإِنِّيْ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ أَقِيْمُوْا هٰذَا مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَلُوْا أَخَاكُمْ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে ইহুদি! আমি তোমাকে সেই আল্লাহ তা'আলার কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত কিতাব নাজিল করেছেন। তুমি কি তাওরাত কিতাবে আমার পরিচিতি, আমার গুণাবলি এবং আমার আবির্ভাব ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু পেয়েছ? সে বলল, না। তখন বালকটি প্রতিবাদ করে বলল, হ্যাঁ আছে– আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই আমরা তাওরাত কিতাবে আপনার পরিচিতি, গুণাবলি ও আপনার আবির্ভাব ইত্যাদি সম্পর্কীয় বর্ণনা পেয়েছি। 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো মা'বূদ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল।' তখন নবী করীম ﷺ তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, এই লোকটিকে [বালকটির পিতা ইহুদিকে] তার মাথার নিকট হতে উঠিয়ে দাও এবং তোমাদের [নওমুসলিম] ভাইটির যাবতীয় তত্ত্বাবধান তোমরাই কর। –[বায়হাকী দালায়েলুন নুবুওয়্যাত গ্রন্থে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "وَمَخْرَجِيْ" : 'এবং আমার আবির্ভাব।' এর এক অর্থ হলো ওতন অর্থাৎ মক্কা হতে হিজরত করে মদিনায় চলে আসা। আরেক অর্থ এটাও হতে পারে যে, "مَخْرَجٌ" শব্দটি এখানে "بَعْثٌ" [নবুয়ত ও রিসালাতের পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়া]-এর অর্থে হবে।

"نَعْتٌ" ও "صِفَتٌ" শব্দদ্বয় আভিধানিকভাবে একই অর্থ। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এখানে "نَعْتٌ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূলে কারীম ﷺ -এর সত্তাগত ও আভ্যন্তরীণ গুণাবলি এবং "صِفَتٌ" দ্বারা তাঁর বাহ্যিক গুণাবলি। –[মাযাহেরে হক খ. ৬. পৃ. ৬৪৩]

وَعَنْ ٥٥٥٢ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৫৫৫২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রহমত। –[দারেমী, আর বায়হাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে জগদ্বাসীর হেদায়েত ও কল্যাণের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা কবুল করবে, সে কামিয়াবি হাসিল করে নাজাত পাবে। পক্ষান্তরে যে তা কবুল করবে না সে ধ্বংস হবে। তাই আল্লাহর ঘোষণা– وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

بَابٌ فِىْ اَخْلَاقِهٖ وَشَمَائِلِهٖ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বভাব চরিত্রের বর্ণনা

"اَخْلَاقٌ" শব্দটি বহুবচন, একবচনে خُلُقٌ অর্থ– চরিত্র। আর خَلْقٌ অর্থ– শারীরিক গড়ন ও গঠন। "شَمَائِلُ" শব্দটি বহুবচন, একবচনে شِمَالٌ অর্থ– মেজাজ বা স্বভাব, অভ্যাস ইত্যাদি।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٥٥٣ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ خَدَمْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِىْ اُفٍّ وَلَا لِمَ صَنَعْتَ وَلَا اَلَّا صَنَعْتَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৫৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক নাগাড়ে দশ বৎসর নবী করীম ﷺ -এর খেদমত করেছি। কিন্তু তিনি কোনো দিন উহ শব্দটি পর্যন্ত আমাকে বলেননি। এমনকি এ কাজটি কেন করেছ আর এটা কেন করনি? এমন কথাও কোনো দিন বলেননি। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ ٥٥٥٤ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَاَرْسَلَنِىْ يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَا اَذْهَبُ وَفِىْ نَفْسِىْ اَنْ اَذْهَبَ لِمَا اَمَرَنِىْ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجْتُ حَتّٰى اَمُرَّ عَلٰى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ فِى السُّوْقِ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَبَضَ بِقَفَاىَ مِنْ وَّرَائِىْ قَالَ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا اُنَيْسُ ذَهَبْتَ حَيْثُ اَمَرْتُكَ قُلْتُ نَعَمْ اَنَا اَذْهَبُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫৫৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের মানুষ। একদা তিনি কোনো এক কাজে আমাকে পাঠাতে চাইলেন। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যাব না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে যে কাজের জন্য আদেশ করেছেন, আমি সে কাজে অবশ্যই যাব। অতঃপর আমি বের হলাম এবং এমন কতিপয় বালকদের নিকট এসে পৌঁছলাম যারা বাজারের মধ্যে খেলাধুলা করছিল। এমন সময় হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ গিয়ে পিছন হতে আমার ঘাড় চেপে ধরলেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি হাসছেন। তখন তিনি স্নেহের সুরে বললেন, হে উনাইস! আমি তোমাকে যে কাজের জন্য আদেশ করেছিলাম সেখানে কি তুমি গিয়েছিলে? জবাবে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই তো আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আনাস (রা.) ঐ সময়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যখন তিনি রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে নিয়োজিত হয়েছিলেন বেশি দিন হয়নি এবং এখনও অল্প বয়সী ছিলেন, এজন্যই রাসূলে কারীম ﷺ যখন তাঁকে কোথাও পাঠাতে চাইলেন তখন তাঁর ইচ্ছা রাসূল ﷺ -এর হুকুম পালন করার থাকলেও বাল্য বয়সের অবুঝ ও বেপরোয়া ভাব হেতু তাঁর মুখ থেকে একথা বেরিয়েছিল যে, 'আল্লাহর কসম! আমি যাব না।' সুতরাং রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর উক্ত অবস্থার কথার প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং কোনোরূপ সংশোধনের আবশ্যকতা অনুভব করলেন না; বরং তাঁর সাথে হাসি-খুশি নরম ব্যবহার করলেন।

"اُنَيْسُ" শব্দটি "اَنَسُ" -এর তাসগীর [ক্ষুদ্রত্ববাচক]। রাসূলে কারীম ﷺ হযরত আনাস (রা.)-কে তাঁর আসল নাম 'আনাস' -এর মাধ্যমে সম্বোধনের পরিবর্তে এ নামের তাসগীর 'উনাইস'-এর মাধ্যমে সম্বোধন করেছেন, যা তাঁর জন্য রাসূলে কারীম ﷺ -এর স্নেহ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল। -[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৬৪৫]

وَعَنْهُ ٥٥٥٥ قَالَ كُنْتُ اَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَاَدْرَكَهُ اَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً وَ رَجَعَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نَحْرِ الْاَعْرَابِيِّ حَتّٰى نَظَرْتُ اِلٰى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِيْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ اَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৫৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে পথ চলছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল মোটা পাড়ের একখানা নাজরানী চাদর। এমন সময় একজন গ্রাম্য বেদুঈন তাঁকে পেয়ে তাঁর চাদরটি ধরে জোরে টান দিল। টানের চোটে নবী করীম ﷺ উক্ত বেদুইনের বক্ষের কাছে এসে পড়লেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাঁধের প্রতি নজর করে দেখলাম, সে জোরে টানার দরুন তাঁর কাঁধে চাদরের ডোরার ছাপ পড়ে গেছে। অতঃপর বেদুঈনটি বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তা'আলার যে সমস্ত মালামাল তোমার নিকট আছে, তা হতে আমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দাও। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে ফিরে তাকালেন এবং হেসে ফেললেন। অতঃপর তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দান করলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : লোকটি ছিল নওমুসলিম, তদুপরি গ্রাম্য বেদুইন, তাই সে রাসূল ﷺ -এর সাথে এরূপ ব্যবহার করেছে এবং তাঁর নাম ধরে সম্বোধন করেছে। তিনি তার আচরণে অসন্তুষ্ট হননি। এটাই ছিল রাসূল ﷺ -এর মহান চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ।

وَعَنْهُ ٥٥٥٦ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ اِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُوْلُ لَمْ تُرَاعُوْا لَمْ تُرَاعُوْا وَهُوَ عَلٰى فَرَسٍ لِاَبِيْ طَلْحَةَ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ وَفِيْ عُنُقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৫৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের মধ্যে সকলের চেয়ে সুন্দরতম, সর্বাপেক্ষা অধিক দানশীল এবং সকলের চেয়ে বেশি সাহসী ছিলেন। একরাত্রে মদিনাবাসী [কোনো শব্দ শুনে] ভীষণ ভয় পেয়েছিল। এতে লোকজন সেই আওয়াজের দিকে ছুটে চলল, তখন নবী করীম ﷺ -কে তাদের সম্মুখে পেল। তিনি সকলের আগে সেই আওয়াজের দিকে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এ সময় নবী করীম ﷺ বলতে লাগলেন, তোমরা ভয় করো না, তোমরা ভয় করো না। তখন তিনি হযরত আবূ তালহা (রা.)-এর একটি ঘোড়ার খালি পিঠে জিন-পোষ ছাড়াই আরোহণ করেছিলেন। তাঁর গলায় ঝুলছিল একখানা তলোয়ার। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, আমি এ ঘোড়াটিকে দরিয়ার মতো পেয়েছি। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ সাগরের ন্যায় দ্রুতগামী পেয়েছি। উক্ত ঘোড়াটির নাম ছিল 'মান্দুব'। হযরত আবূ তালহা (রা.) বলেন, তার পূর্বে ঘোড়াটি ছিল একেবারে ধীর গতি।

وَعَنْ ٥٥٥٧ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৫৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যখনই কোনো জিনিস চাওয়া হয়েছে, তিনি কখনো না বলেননি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যখনই তাঁর নিকট কিছু চাওয়া হয়েছে, সম্ভব হলে দিয়েছেন, না হয় অন্যভাবে সান্ত্বনা দিতেন, কিন্তু কখনো না বলেননি।

وَعَنْ ٥٥٥٨ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ أَيْ قَوْمِ أَسْلِمُوْا فَوَاللّٰهِ أَنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي إِعْطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫৫৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এতগুলো বকরি চাইল, যাতে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি ভর্তি হয়ে যায়। তখন তিনি তাকে সে পরিমাণ বকরিই দিয়ে দিলেন। অতঃপর লোকটি আপন কওমের কাছে এসে বলল, হে আমার কওমের লোকসকল! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা মুহাম্মদ ﷺ এত অধিক পরিমাণে দান করেন যে, তিনি অভাবকে ভয় করেন না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ বদান্যতার সাথে দান করলে পরে হয়তো নিজেই এক সময় অভাবী হয়ে পড়বে, প্রত্যেক মানুষের এ একটি ভয় ও আশঙ্কা থাকে, কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ -এর স্বভাব-চরিত্র ছিল তার ব্যতিক্রম।

وَعَنْ ٥٥٥٩ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رضـ) بَيْنَمَا هُوَ يَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلِقَتِ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُوْنَهُ حَتّٰى اضْطَرُّوْهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَائَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَعْطُوْنِيْ رِدَائِيْ لَوْ كَانَ لِيْ عَدَدَ هٰذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمٌ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْنِيْ بَخِيْلًا وَلَا كَذُوْبًا وَلَا جَبَانًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৫৫৯. অনুবাদ : হযরত জুবাইর ইবনে মুত'ইম (রা.) হতে বর্ণিত, হোনাইনের যুদ্ধ হতে ফিরবার সময় তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে সফর করছিলেন। এক সময় পথে কিছু সংখ্যক গ্রাম্য আরব বেদুঈন তাঁকে জড়িয়ে ধরল এবং তাদেরকে কিছু দেওয়ার জন্য আবদার করতে থাকল। অবশেষে তারা তাঁকে একটি বাবলা গাছের নীচে যেতে বাধ্য করল। এমনকি তার কাঁটায় চাদর আটকে গেল। তখন নবী করীম ﷺ সেখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমার চাদরখানা ছাড়িয়ে দাও। যদি এখন আমার কাছে এ কাঁটা-গাছগুলোর সমসংখ্যক উট ও দুম্বা থাকত, তাহলে আমি সেগুলো তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। এরপর তোমরা বুঝতে পারতে যে, আমি কৃপণ স্বভাবের নই, মিথ্যাবাদী নই এবং কাপুরুষও নই। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে ব্যক্তি পরিচয় হতে অজ্ঞাত, তার কাছে নিজের উত্তম গুণাবলি ও সঠিক পরিচিতি প্রকাশ করা শুধু বৈধ নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষ অপরিহার্য।

٥٥٦٠ - وَعَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِيْنَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيْهَا الْمَاءُ فَمَا يَأْتُوْنَ بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيْهَا فَرُبَّمَا جَاؤُهُ بِالْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيْهَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫৬০. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের নামাজ পড়ে অবসর হতেন, তখন মদিনাবাসীদের খাদেমগণ [দাস-দাসী] পানি ভরা পাত্র নিয়ে তথায় উপস্থিত হতো। তিনি তাদের আনীত যে কোনো পাত্রে নিজ হাত ডুবিয়ে দিতেন। তারা কখনো কখনো শীতকালে ভোরে আসত, তখনো তিনি তাতে হাত ডুবিয়ে দিতেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এটা ছিল দীন-হীনদের সাথে তাঁর সহমর্মিতার পরিচায়ক যে, মদিনা শরীফের ভীষণ শীত ও ঠাণ্ডার কষ্ট সহ্য করে তাদের সন্তুষ্টির জন্য তিনি তাদের আবদার রক্ষা করতেন।

٥٥٦١ - وَعَنْهُ قَالَ كَانَتْ أَمَةٌ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ تَأْخُذُ بِيَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৫৬১. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদিনাবাসীদের বাঁদিদের মধ্যে এমন একটি বাঁদি ছিল, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যেত। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সমাজের গোলাম-বাঁদিদের সাথেও তাঁর ব্যবহার এমন ছিল যে, তারা কোনো কাজে নবী করীম ﷺ -কে মদিনার বাইরেও নিয়ে যেতে চাইলে তাতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

٥٥٦٢ - وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِيْ عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ يَا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِيْ أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتّٰى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ فَخَلَا مَعَهَا فِيْ بَعْضِ الطُّرُقِ حَتّٰى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫৬২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা এমন একটি মহিলা– যার মাথায় কিছুটা গণ্ডগোল ছিল, সে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথে আমার একটু দরকার আছে। উত্তরে তিনি বললেন, হে অমুকের মা! যে গলিতেই তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাও, আমি তোমার কাজের জন্য তথায় যেতে প্রস্তুত আছি। অতঃপর রাসূল ﷺ মহিলাটির সাথে কোনো এক রাস্তার পার্শ্বে নিরালায় কাথাবার্তা বললেন, এমনকি সে তার প্রয়োজন সমাধা করে চলে গেল। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসও রাসূলে কারীম ﷺ -এর উত্তম চরিত্রের প্রমাণ বহনকারী। রাসূলে কারীম ﷺ শুধু যে উক্ত পাগল মহিলার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন তাই নয়; বরং সে যেখানে তার কথা শুনানোর জন্য ইচ্ছা করল রাসূল ﷺ -কে নিয়ে গেল। তাছাড়া এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর উক্ত পাগল মহিলার সাথে একটি গলিতে নির্জনতা অবলম্বন করা ঘরের ভিতর পরনারীর সাথে নির্জনতা অবলম্বনের ন্যায় ছিল না। কেননা উক্ত গলিতে রাসূলে কারীম ﷺ উক্ত পাগল মহিলার সাথে একেবারে একা ছিলেন না; বরং সেখানে যে সকল লোকের বাড়িঘর ছিল তারা উপস্থিত ছিল; কিন্তু আদব রক্ষার্থে যেখানে রাসূলে কারীম ﷺ ঐ পাগল মহিলার কথা শুনছিলেন উক্ত স্থান হতে কিছুটা ব্যবধানে দাঁড়ানো ছিল। -[মাযাহেরে হক খ. ৬. পৃ. ৬৫০]

وَعَنْهُ ٥٥٦٣ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا لَعَّانًا وَلَا سَبَّابًا كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْمَعْتِبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ جَبِيْنُهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৫৬৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অশালীন বাক্য উচ্চারণকারী, লানতকারী এবং গালিগালাজকারী ছিলেন না। তিনি যখন কারো প্রতি নারাজ হতেন, তখন কেবল এতটুকুই বলতেন যে, 'তার কি হলো? তার কপাল ভূলুণ্ঠিত হোক।' -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "تَرِبَ جَبِيْنُهُ" এটা আরবদের কথার বাগ্ধারা মাত্র। অভিশাপ বা বদদোয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

وَعَنْ ٥٥٦٤ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ إِنِّيْ لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫৬৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট প্রস্তাব করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাফের-মুশরিকদের উপর বদদোয়া করুন। উত্তরে তিনি বললেন, আমাকে অভিসম্পাতকারী করে পাঠানো হয়নি, বরং আমাকে রহমতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٥٦٥ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِيْ وَجْهِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৬৫. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ পর্দানশিন কুমারী মেয়েদের চেয়েও বেশি লাজুক ছিলেন। যখন তিনি কোনো কিছু অপছন্দ করতেন, তখন তাঁর চেহারায় আমরা তার পরিচয় পেতাম। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "خِدْرٌ" পর্দাকে বলা হয়। 'পর্দানশিন কুমারী মেয়ে' এ হিসেবে বলা হয়েছে যে, ঐ সকল কুমারী মেয়ে যারা পর্দার মধ্যে থাকে তথা ঘরের বাইরে পা রাখে না তাদের যে অধিক পরিমাণে লজ্জা-শরম থাকে এ পরিমাণ ঐ সকল কুমারী মেয়েদের থাকে না যারা বেপর্দা চলাফেরা করে এবং ঘরের বাইরে ঘোরাফেরা করে।

হাদীসের শেষাংশের অর্থ হলো, যখন রাসূলে কারীম ﷺ -এর সামনে এমন কোনো বিষয় ঘটে যা স্বভাবগতভাবে অপছন্দনীয় কিংবা শরিয়ত পরিপন্থি হওয়ার কারণে রাসূল ﷺ -এর মেজাজ বিরোধী হয় তাহলে উক্ত অপছন্দনীয়তার প্রভাবে চেহারা মুবারক তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন হয়ে যেত আর আমরা সেই পরিবর্তন লক্ষ্য করে রাসূল ﷺ -এর অপছন্দনীয়তা সম্পর্কে অবগত হয়ে তার প্রতিকারের চেষ্টা করতাম, ফলে রাসূল ﷺ -এর চেহারা হতে অপছন্দনীয়তার প্রভাব বিলুপ্ত হতো এবং এরূপ মনে হতো যেন তিনি একেবারে রাগই করেননি। কিন্তু এ ব্যাপারটি ঐ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হতো যখন মেজাজ বিরোধী ব্যাপারটির সম্পর্ক কোনো স্বভাবগত বিষয় হতো কিংবা কোনো এমন শরয়ী বিষয় হতো যাতে লিপ্ত হওয়া হারাম ও নাজায়েজ নয়; বরং মাকরূহ হতো।

ইমাম নববী (র.) এ অর্থ লিখেছেন যে, যে মেজাজ বিরোধী বিষয় ঘটত অধিক লজ্জার কারণে রাসূলে কারীম ﷺ তার বিরুদ্ধে অপছন্দনীয়তার প্রকাশ মুখ দ্বারা করতেন না; বরং তাঁর প্রভাব রাসূল ﷺ -এর চেহারায় প্রকাশ পেত। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ -এর চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করে তাঁর অপছন্দনীয়তা এ অসন্তুষ্টি জানতে পারতেন।

এ হাদীসের মাধ্যমে শুধুমাত্র লজ্জা-শরমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় না; বরং এ শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, এ গুণটি নিজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্জন করা উচিত যাতে করে শরয়ী ও মানবীয় কোনো বিধান পালনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় এবং কোনো প্রকারের ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা না হয়। −[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৬৫২]

٥٥٦٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتّٰى أَرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهٖ وَاِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৫৬৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে কখনো মুখ খুলে দাঁত বের করে এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর কণ্ঠতালু পর্যন্ত দেখা যায়; বরং তিনি মুচকি হাসতেন। −[বুখারী]

٥٥٦٧ - وَعَنْهَا قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَاَحْصَاهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৬৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনর্গল কথাবার্তা বলতেন না, যেরূপ তোমরা অনর্গল বলতে থাক। বরং তিনি যখন কথাবার্তা বলতেন, তখন ধীরে ধীরে থেমে থেমে কথা বলতেন, এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি তা গনতে চাইত, তবে তা গনতে পারত। −[বুখারী ও মুসলিম]

٥٥٦٨ - وَعَنِ الْاَسْوَدِ (رحـ) قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رضـ) مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِيْ بَيْتِهٖ قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ فِيْ مَهْنَةِ اَهْلِهٖ تَعْنِيْ خِدْمَةَ اَهْلِهٖ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৫৬৮. অনুবাদ : হযরত আসওয়াদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম ﷺ গৃহের অভ্যন্তরে কি কাজ করতেন? তিনি বললেন, তিনি পারিবারিক কাজ করতেন। অর্থাৎ পরিবারের কাজ আঞ্জাম দিতেন। আর যখন নামাজের সময় হতো তখন নামজের দিকে বের হয়ে যেতেন। −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : مَهْنَةٌ বা مِهْنَةٌ -এর অর্থ− খেদমত করা; কাজেকর্মে লেগে থাকা। সুতরাং স্বয়ং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)ও উক্ত শব্দের এ ব্যাখ্যাই করেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পরিবারের খেদমত করা এবং পারিবারিক কাজেকর্মে লেগে থাকা। যেমন− বকরির দুধ দোহন করা, জুতা মেরামত করা, কাপড়ে তালি লাগানো ইত্যাদি ইত্যাদি। এর দ্বারা জানা গেল যে, বাড়ি ও পরিবারস্থ লোকদের খেদমত ও কাজেকর্মে লেগে থাকা আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নত এবং নেককারদের আচার-আচরণের অন্তর্ভুক্ত। −[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৬৫৩-৬৫৪]

وَعَنْ ٥٥٦٩ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَمْرَيْنِ قَطُّ اِلَّا اَخَذَ اَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ اِثْمًا فَاِنْ كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ اِلَّا اَنْ يُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ بِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৬৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যখনই দুটি ব্যাপারে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি উভয়টির মধ্যে যেটি সহজতর সেটি গ্রহণ করেছেন। তবে এই শর্তে যে, সেটি যেন কোনো প্রকারের গুনাহের কাজ না হয়। কিন্তু যদি তা গুনাহের কাজ হতো, তবে তিনি তা হতে সকলের চেয়ে অনেক দূরে সরে থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কোনো ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে কেউ যদি আল্লাহর নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে ফেলত, তখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে [তার নিকট হতে] প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ নিতেন, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বিধান মতে তাকে শাস্তি দিতেন।

وَعَنْهَا ٥٥٧٠ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهٖ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا اِلَّا اَنْ يُجَاهِدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهٖ اِلَّا اَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫৭০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত অবস্থা ব্যতীত কখনো কাউকেও নিজ হাতে প্রহার করেননি। নিজের স্ত্রীগণকেও না, খাদেমকেও না। আর যদি তাঁর দেহে বা অন্তরে কারো পক্ষ হতে কোনো প্রকারের কষ্ট বা ব্যথা লাগত, তখন নিজের ব্যাপারে সেই ব্যক্তি হতে কোনো প্রকারের প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ করে বসত, তখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে শাস্তি দিতেন। -[মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥٧١ - عَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ خَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا لَامَنِيْ عَلٰى شَيْءٍ قَطُّ أُتِيَ فِيْهِ عَلٰى يَدَيَّ فَإِنْ لَامَنِيْ لَائِمٌ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ دَعُوْهُ فَإِنَّهُ لَوْ قُضِيَ شَيْءٌ كَانَ . (هٰذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ مَعَ تَغْيِيْرٍ)

৫৫৭১. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বয়স যখন আট বছর তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে যোগ দেই এবং দশ বছর তাঁর খেদমত করি। কোনো সময় কোনো জিনিস আমার হাতে নষ্ট হয়ে গেলেও তিনি আমাকে কখনো তিরস্কার করেননি। যদি পরিবারবর্গের কেউ আমাকে তিরস্কার করতেন, তখন তিনি বলতেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা যা মোকাদ্দার ছিল তা তো হবেই। –[এটা মাসাবীহ -এর শব্দ, আর ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে কিছু পরিবর্তনসহ বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "لَوْ قُضِيَ شَيْءٌ كَانَ" : 'যা মোকাদ্দার ছিল তা তো হবেই।' অর্থাৎ কোনো জিনিস ভেঙে যাওয়া, ফেটে যাওয়া ও নষ্ট হওয়া সবই আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা ও হুকুমের অধীনে হয়ে থাকে, যদিও তার বাহ্যিক কারণ অন্য কিছু হয়ে থাকে। অতএব যদি কোনো ব্যক্তি কোনো জিনিস নষ্ট হওয়ার বাহ্যিক কারণ হয় তাহলে তাকে তিরস্কার করার দ্বারা কোনো লাভ হবে না। এ বাস্তবতাকেই সামনে রেখে এক হাদীসে এসেছে যে, 'যদি বাঁদি ও খাদেমার হাতে কোনো পাত্র ভেঙ্গে যায় তাহলে তাকে মারধর করো না। কেননা প্রতিটি বস্তুরই ধ্বংস আছে এবং তা অবশিষ্ট থাকার একটি সময়সীমা রয়েছে।'

–[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৬৫৬]

٥٥٧٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا سَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِيْ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৫৭২. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং অশোভন কথা বলার চেষ্টাও করতেন না। তিনি হাট-বাজারে শোর-গোলকারী ছিলেন না এবং তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা নিতেন না; বরং তা ক্ষমা করে দিতেন এবং উপেক্ষা করে চলতেন। –[তিরমিযী]

٥٥٧٣ - وَعَنْ أَنَسٍ (رضـ) يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيَتْبَعُ الْجَنَازَةَ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوْكِ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَلٰى حِمَارٍ خِطَامُهُ لِيْفٌ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৫৫৭৩. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) নবী করীম ﷺ -এর চরিত্র প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তিনি রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতেন, জানাজার সঙ্গে যেতেন, দাস-গোলামদের দাওয়াত কবুল করতেন এবং গাধায় সওয়ার হতেন। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা.) বলেন, খায়বরের যুদ্ধের দিন আমি তাঁকে এমন একটি গাধায় সওয়ার অবস্থায় দেখেছি, যার লাগাম ছিল খেজুর গাছের ছালের। –[ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইবনুল মালেক বলেছেন, গাধার পিঠে সওয়ার হওয়া সুন্নত। যদি কেউ অহংকার করে নাক সিটকায় সে গাধার চেয়ে নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে। –[মিরকাত]

وَعَنْ ٥٥٧٤ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيْطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِيْ بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ اَحَدُكُمْ فِيْ بَيْتِهِ وَقَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِيْ ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৫৭৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই নিজের জুতা মেরামত করে নিতেন, কাপড় সেলাই করতেন এবং ঘরের কাজকর্ম করতেন, যেমন তোমাদের কেউ নিজের ঘরের কাজকর্ম করে থাকে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এটাও বলেছেন যে, তিনি অন্যান্য মানুষের মতো একজন মানুষই ছিলেন। নিজের কাপড়চোপড় হতে উকুন বাছতেন, নিজ বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই সম্পাদন করতেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ তাঁর মধ্যে আত্মগরিমা বলতে কিছুই ছিল না; বরং নবী হওয়া সত্ত্বেও একজন সাধারণ মানুষের মতো একান্ত ছোটখাটো মামুলি ধরনের নিজের কাজকর্মও নিজে সম্পাদন করতেন।

وَعَنْ ٥٥٧٥ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رضـ) قَالَ دَخَلَ نَفَرٌ عَلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالُوْا لَهُ حَدِّثْنَا اَحَادِيْثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ جَارَهُ فَكَانَ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بَعَثَ اِلَيَّ فَكَتَبْتُهُ لَهُ فَكَانَ اِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا وَاِذَا ذَكَرْنَا الْاٰخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا وَاِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا فَكُلُّ هٰذَا اُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৫৭৫. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর পুত্র খারেজাহ বলেন, একদা কতিপয় লোক হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর নিকট আসল এবং তাকে বলল, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আমি ছিলাম তার প্রতিবেশী, যখন তার উপরে ওহী নাজিল হতো, তখন তিনি লোক পাঠিয়ে আমাকে ডেকে আনতেন, আমি তাঁকে তা লিখে দিতাম। রাসূল ﷺ -এর স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল, যখন আমরা দুনিয়ার ব্যাপারে কোনো আলোচনা করতাম, তিনিও আমাদের সাথে সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। আর যখন আমরা আখেরাত সম্পর্কে কথাবার্তা বলতাম, তখন তিনিও আমাদের সাথে সেই আলোচনায় অংশ নিতেন এবং যখন আমরা খানাপিনার কথা বলতাম, তখন তিনিও আমাদের সাথে সেই আলোচনায়জ শামিল হতেন। মোটকথা, উল্লিখিত সমস্ত বিষয়গুলো আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করছি। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٥٧٦ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَافَحَ الرَّجُلَ لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ الَّذِيْ يَنْزِعُ يَدَهُ وَلَا يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ الَّذِيْ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيْسٍ لَهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৫৭৬. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো ব্যক্তির সাথে মোসাফাহা করতেন, তখন তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের হাতখানা সরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি নিজের হাত সরিয়ে নিত। আর তিনি সেই ব্যক্তির দিক হতে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না সে রাসূল ﷺ -এর দিক হতে আপন চেহারা ফিরিয়ে নিত। আর তাকে নিজের সঙ্গে বসা লোকজনের সম্মুখে কখনো হাঁটু বাড়িয়ে বসতে দেখা যায়নি। –[তিরমিযী]

وَعَنْهُ ٥٥٧٧ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৫৭৭. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ [নিজের জন্য] আগামী দিনের উদ্দেশ্যে কোনো কিছুই জমা করে রাখতেন না। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٥٧٨ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَوِيْلَ الصَّمْتِ. (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৫৫৭৮. **অনুবাদ :** হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক সময় নীরব থাকতেন। –[শরহে সুন্নাহ]

وَعَنْ ٥٥٧٩ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ كَانَ فِيْ كَلَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَرْتِيْلٌ وَتَرْسِيْلٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৫৫৭৯. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথায় ছিল অতি স্পষ্টতা ও ধীরগতি। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "تَرْسِيْلٌ" ও "تَرْتِيْلٌ" শব্দদ্বয়ের অর্থ একই অর্থাৎ কোনো বিষয় পড়ার সময় এবং বলার সময় এক একটি অক্ষর পৃথক পৃথকভাবে খুব স্পষ্ট করে পড়া ও বলা। কেউ কেউ উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থের মাঝে সামান্য পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, "تَرْتِيْلٌ" -এর অর্থ হলো, প্রতিটি অক্ষর সমানভাবে উচ্চারণ করা। আর "تَرْسِيْلٌ" -এর অর্থ হলো, প্রতিটি অক্ষর বলার সময় তাড়াহুড়া ও দ্রুততা না করা; বরং ধীরগতিতে উচ্চারণ করা।

বাহ্যিকভাবে বুঝে আসে যে, এ হাদীসে "تَرْتِيْلٌ" -এর সম্পর্ক রাসূলে কারীম ﷺ -এর কুরআনে কারীম তেলাওয়াতের সাথে এবং "تَرْسِيْلٌ" -এর সম্পর্ক রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাধারণ কথাবার্তার সাথে। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৬৬১]

وَعَنْ ٥٥٨٠ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هٰذَا وَلٰكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنِهِ فَصْلٌ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৫৮০. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যেভাবে অনর্গল বিরতিহীন কথাবার্তা বল, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপভাবে কথা বলতেন না; বরং তিনি প্রতিটি বাক্যকে পৃথক পৃথকভাবে বলতেন। ফলে যে ব্যক্তি তাঁর নিকট বসত, সে তা স্মরণ রাখতে পারত। –[তিরমিযী]

٥٥٨١ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جُزْءٍ (رض) قَالَ مَا رَأَيْتُ اَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৫৮১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেছ ইবনে জাযয়ে (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেয়ে অধিক মুচকি হাসির লোক কাউকেও দেখিনি। –[তিরমিযী]

٥٥٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكْثِرُ اَنْ يَّرْفَعَ طَرْفَهُ اِلَى السَّمَاءِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫৫৮২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বসে কথাবার্তা বলতেন, তখন তিনি বার বার আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠাতেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর আগমন অথবা মাওলার ওহীর প্রতীক্ষায় বারবার আকাশের দিকে তাকাতেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥٨٣ - عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِبْرَاهِيْمُ اِبْنُهُ مُسْتَرْضِعًا فِيْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَاِنَّهُ لَيُدَّخَنُ وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ قَالَ عَمْرٌو فَلَمَّا تُوُفِّيَ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ اِبْنِيْ وَاِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ وَاِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫৮৩. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে সাঈদ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সন্তানসন্ততির প্রতি অত্যধিক স্নেহ-মমতা পোষণকারী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেয়ে অধিক আমি আর কাউকেও দেখিনি। তাঁর পুত্র হযরত ইবরাহীম (রা.) মদিনার উঁচু প্রান্তে [এক মহল্লায়] ধাত্রী মায়ের কাছে দুধ পান করত। তিনি প্রায়শঃ তথায় গমন করতেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে যেতাম। তিনি উক্ত গৃহে প্রবেশ করতেন, অথচ সে গৃহটি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। কারণ হযরত ইবরাহীম (রা.)-এর ধাত্রী মায়ের স্বামী ছিল একজন কর্মকার। রাসূল ﷺ ইবরাহীমকে কোলে তুলে নিতেন এবং আদর করে চুমু দিতেন, অতঃপর চলে আসতেন। বর্ণনাকারী আমর বলেন, যখন হযরত ইবরাহীম (রা.)-এর ওফাত হয়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইবরাহীম আমার পুত্র। সে দুগ্ধ [পানের] বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে। সুতরাং বেহেশতে তার জন্য দুজন ধাত্রী রয়েছে, যারা তাকে দুগ্ধ পানের মুদ্দত পূর্ণ করবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মিসরের রাজা মুকাউকাস মারিয়া নাম্নী কিবতী বংশীয়া একটি দাসী নবী করীম ﷺ -কে উপঢৌকন দেন, ইবরাহীমের মা ছিলেন সেই মারিয়া। তাই রাসূল ﷺ বলেছেন, 'ইবরাহীম আমার পুত্র।' ইবরাহীম ৮ম হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬ অথবা ১৭ মাস বয়সে ওফাত পান। সুতরাং মুদ্দতে রেযাআত দুই বৎসর পূর্ণ হতে বাকি মাসগুলো জান্নাতের ধাত্রীগণ দুগ্ধ পান করাবেন।

وَعَنْ ٥٥٨٤ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّ يَهُوْدِيًّا كَانَ يُقَالُ لَهُ فُلاَنٌ حَبْرٌ كَانَ لَهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَنَانِيْرُ فَتَقَاضَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ يَا يَهُوْدِيُّ مَا عِنْدِيْ مَا اُعْطِيْكَ قَالَ فَاِنِّيْ لاَ اُفَارِقُكَ يَا مُحَمَّدُ حَتّٰى تُعْطِيَنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذًا جَلَسَ مَعَكَ فَجَلَسَ مَعَهُ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ وَالْغَدَاةَ وَكَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَهَدَّدُوْنَهُ وَيَتَوَعَّدُوْنَهُ فَفَطِنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا الَّذِيْ يَصْنَعُوْنَ بِهِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَهُوْدِيٌّ يَحْبِسُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنَعَنِيْ رَبِّيْ اَنْ اَظْلِمَ مُعَاهِدًا وَغَيْرَهُ فَلَمَّا تَرَحَّلَ النَّهَارُ قَالَ الْيَهُوْدِيُّ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَشَطْرُ مَالِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمَا وَاللّٰهِ مَا فَعَلْتُ بِكَ الَّذِيْ فَعَلْتُ بِكَ اِلَّا لِاَنْظُرَ اِلٰى نَعْتِكَ فِي التَّوْرٰةِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَمُهَاجَرُهُ بِطِيْبَةَ وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْاَسْوَاقِ وَلَا مُتَزَيٍّ بِالْفُحْشِ وَلَا قَوْلِ الْخَنَا ـ

৫৫৮৪. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, অমুক পাদ্রি নামে এক ইহুদির রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর কিছু দিনার [স্বর্ণমুদ্রা] ঋণ ছিল। একদা সে এসে নবী করীম ﷺ -এর কাছে এসে তা চেয়ে বসল। জবাবে রাসূল ﷺ তাকে বললেন, হে ইহুদি! তোমাকে দেওয়ার মতো আমার কাছে কিছুই নেই। ইহুদি বলল, যে পর্যন্ত তুমি হে মুহাম্মদ! আমার ঋণ পরিশোধ করবে না, আমিও তোমাকে ছেড়ে যাব না। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছা আমিও তোমার কাছে বসে থাকব। এই বলে তিনি তার কাছে বসে পড়লেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই একই স্থানে জোহর আসর মাগরিব ইশা এবং পরদিন ফজরের নামাজ আদায় করলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ ইহুদি লোকটিকে ধমকাচ্ছিলেন এবং ভয় দেখাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের গতিবিধি বুঝতে পারলেন। [তিনি তাদেরকে ইহুদির সাথে কোনো প্রকারের অসদাচরণ করতে নিষেধ করলেন।] তখন সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটি ইহুদি কি আপনাকে আটকে রাখবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার রব আমাকে কোনো জিম্মি ইত্যাদির উপর জুলুম করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর যখন দিনের বেলা বেড়ে গেল, তখন ইহুদি বলল, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বূদ নেই এবং এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল।" আমি আমার মালসম্পদের অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। মূলত আমি আপনার সাথে যে আচরণ করেছি, তা এ উদ্দেশ্যে করেছি যে, দেখি তাওরাত কিতাবে আপনার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে যে সমস্ত গুণাবলির কথা উল্লেখ রয়েছে, তা আপনার মধ্যে পাওয়া যায় কিনা? আপনার সম্পর্কে লেখা আছে– মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন ও মদিনায়ে তাইয়েবায় হিজরত করবেন। সিরিয়া পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব হবে। তিনি অশ্লীলভাষী ও কঠোরমনা হবেন না। হাটে-বাজারে চিৎকার করবেন না এবং অশালীনরূপ ধারণ করবেন না। তিনি অশোভন উক্তি করবেন না। [আমি এ সমস্ত কিছু যথাযথভাবে আপনার মধ্যে বিদ্যমান পেয়েছি।]

أَشْهَدُ أَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَهٰذَا مَالِيْ فَاحْكُمْ فِيْهِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ وَكَانَ الْيَهُوْدِيُّ كَثِيْرُ الْمَالِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই এবং আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল।" আর এই আমার মাল, আল্লাহর মর্জিমতো আপনি যেখানে ইচ্ছা তা খরচ করতে পারেন। বর্ণনাকারী বলেন, উক্ত ইহুদি লোকটি ছিল বহু মালসম্পদের মালিক। –[ইমাম বায়হাকী (র.) তাঁর দালায়েলুন নুবুওয়্যাত গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ٥٥٨٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ الذِّكْرَ وَيُقِلُّ اللَّغْوَ وَيُطِيْلُ الصَّلٰوةَ وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ وَلَا يَأْنَفُ اَنْ يَّمْشِيَ مَعَ الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ فَيَقْضِيْ لَهُ الْحَاجَةَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৫৫৮৫. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করতেন। নিরর্থক কথা খুব কমই বলতেন, নামাজকে দীর্ঘায়িত করতেন, কিন্তু খুতবা সংক্ষেপে দিতেন। তিনি কোনো বিধবা নারী বা গরিব-মিসকিনদের সাথে চলতে কোনো রকম সংকোচ মনে করতেন না। এমনকি তাদের প্রয়োজন মিটাতেন। –[নাসাঈ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "ذِكْرٌ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার জিকির [স্মরণ] এবং প্রত্যেক ঐ বস্তু যা আল্লাহ তা'আলার জিকিরের সাথে সম্পৃক্ত। আর বাস্তবিক কথা হলো, অধিকাংশ সময় কিংবা বিভিন্ন পদ্ধতিতে সর্বদা এবং প্রতি মুহূর্তে রাসূলে কারীম ﷺ আল্লাহ তা'আলার জিকিরে লিপ্ত থাকতেন।

"اَللَّغْوُ" [নিরর্থক কথা] দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক ঐ কথা যা আল্লাহ তা'আলার জিকিরের পরিবর্তে পার্থিব বিষয়াদির সাথে সম্পৃক্ত। প্রকাশ থাকে যে, এমন পার্থিব বিষয়াদির স্মরণ যা কল্যাণ ও তাৎপর্যশূন্য নয় তাও 'যিকরে হাকীকী' তথা আল্লাহ তা'আলার স্মরণের দিকে লক্ষ্য করে 'নিরর্থক কথা'-এর অন্তর্ভুক্ত। এজন্যই ইমাম গাযালী (র.) বলেছেন–

ضَيَّعْتُ قِطْعَةً مِنَ الْعُمْرِ الْعَزِيْزِ فِيْ تَالِيْفِ الْبَسِيْطِ وَالْوَسِيْطِ وَالْوَجِيْزِ .

অর্থাৎ 'আমি আমার মূল্যবান জীবনের অংশবিশেষ আমার بَسِيْط ـ وَسِيْط ও وَجِيْز গ্রন্থাদি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিনষ্ট করেছি।

–[মাযাহেরে হক খ. ৬. পৃ. ৬৬৫]

وَعَنْ ٥٥٨٦ عَلِيٍّ (رض) اَنَّ اَبَا جَهْلٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ وَلٰكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِمْ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৫৮৬. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, একদা আবূ জাহল নবী করীম ﷺ -কে বলল, আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না [বা বলি না], তবে আমরা তাকেই মিথ্যা মনে করি যা তুমি আমাদের কাছে নিয়ে এসেছ। [অর্থাৎ যা তুমি আল্লাহর ওহী বলে দাবি করছ।] তখন আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত বেঈমানদের প্রসঙ্গে নাজিল করলেন, [অর্থাৎ] 'ঐ সমস্ত কাফের-বেঈমানরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেন না, কিন্তু সে সমস্ত সীমালঙ্ঘনকারী জালেমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে।' –[তিরমিযী]

৫৫৮৭ وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِىْ جِبَالُ الذَّهَبِ جَاءَنِىْ مَلَكٌ وَاِنَّ حُجْزَتَهٗ لَتُسَاوِى الْكَعْبَةَ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَيَقُوْلُ اِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا وَاِنْ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا فَنَظَرْتُ اِلٰى جَبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاَشَارَ اِلَىَّ اَنْ ضَعْ نَفْسَكَ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالْتَفَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى جَبْرَئِيْلَ كَالْمُسْتَشِيْرِ لَهٗ فَاَشَارَ جَبْرَئِيْلُ بِيَدِهٖ اَنْ تَوَاضَعْ فَقُلْتُ نَبِيًّا عَبْدًا قَالَتْ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ لَا يَأْكُلُ مُتَّكِئًا يَقُوْلُ اٰكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَاَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৫৫৮৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আয়েশা! যদি আমি চাইতাম তাহলে স্বর্ণের পাহাড় আমার সঙ্গে সঙ্গে চলত। একদা আমার কাছে একজন ফেরেশতা আসলেন, তাঁর কোমর ছিল কা'বা শরীফের সমপরিমাণ। [অর্থাৎ প্রকাণ্ড দেহবিশিষ্ট] তিনি এসে বললেন, আপনার রব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাহলে 'নবী এবং বান্দা হওয়া' গ্রহণ করতে পারেন কিংবা যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে 'নবী এবং বাদশাহ হওয়া' গ্রহণ করতে পারেন। রাসূল ﷺ বলেন, যখন আমি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর দিকে তাকালাম, তখন তিনি আমার দিকে ইঙ্গিত করলেন, নিজেকে নিম্নস্তরে রাখ। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উল্লিখিত কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর দিকে তাকালেন, যেন তিনি তাঁর কাছে পরামর্শ চাচ্ছেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) হাতে ইশারা করলেন যে, আপনি বিনয় গ্রহণ করুন। কাজেই জবাবে বললাম, আমি 'নবী এবং বান্দা' হয়ে থাকতে চাই। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, এরপর হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আর কখনো হেলান দিয়ে খেতেন না; বরং তিনি বলতেন, আমি সেভাবে খানা খাব, যেভাবে একজন গোলাম খায় এবং সেভাবে বসব যেমনিভাবে একজন গোলাম বসে। –[শরহে সুন্নাহ]

بَابُ الْمَبْعَثِ وَبَدْأِ الْوَحْيِ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তপ্রাপ্তি ও ওহীর সূচনা

"اَلْمَبْعَثُ" শব্দটি "بَعْثٌ" [প্রেরণ] ও زَمَانُ بَعْثٍ [প্রেরণের কাল]-এর অর্থে হয়েছে। আর "بَعْثٌ" -এর অর্থ হলো– জাগরণ, উত্থান, প্রেরণ। এখানে এ শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ আরাবী ﷺ -কে তাঁর নবী ও রাসূল বানিয়ে সকল সৃষ্টিজীব ও সমগ্র জাহানের নিকট প্রেরণ করা।

"بَدْأٌ" শব্দের অর্থ হলো– আরম্ভ, প্রারম্ভ, শুরু, সূচনা। কোনো বর্ণনায় "بَدْوٌ" শব্দ এসেছে যার অর্থ– প্রকাশ, আবির্ভাব। পরিণামের দিকে লক্ষ্য করে উভয়টির অর্থ একই। তবে অধিক উত্তম ও যথাযথ হলো প্রথম বর্ণনা যাতে "بَدْأٌ" শব্দ রয়েছে।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১]

"اَلْوَحْيُ" ওহীর আভিধানিক অর্থ হলো– গোপনে সংবাদ প্রদান করা। আর ব্যবহারিক বা শরিয়তের পরিভাষায় মনোনীত নবীর নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে যে বাণী পাঠানো হয় তাকে ওহী বলে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

৫৫৮৮ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ بُعِثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلٰثَ عَشَرَةَ سَنَةً يُوْحٰى اِلَيْهِ ثُمَّ اُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشَرَ سِنِيْنَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلٰثٍ وَّسِتِّيْنَ سَنَةً . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৮৮. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রদান করা হয়েছে। এরপর তিনি তেরো বছর মক্কায় অবস্থান করেছেন এবং তাঁর নিকটে ওহী আসতে থাকে। অতঃপর তাঁকে হিজরতের নির্দেশ দেওয়া হয়। হিজরত করে তিনি [মদিনায়] দশ বছর জীবিত ছিলেন, অবশেষে তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** রাসূলে কারীম ﷺ -এর বয়স সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, কিন্তু সর্বাধিক বিশুদ্ধ বর্ণনা হলো, তিনি ৬৩ বছর বয়সে ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন। অন্যদিকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আগত রেওয়ায়েতে ৬৫ বছর বয়সে ইন্তেকালের উল্লেখ রয়েছে এবং হযরত আনাস (রা.)-এর আগত রেওয়ায়েতে ৬০ বছর বয়সে ইন্তেকালের উল্লেখ রয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আগত রেওয়ায়েতে জন্মের বছর ও ইন্তেকালের বছরকে পূর্ণ বছর গণনা করেছেন এবং উক্ত দু বছর মিলিয়ে সর্বমোট ৬৫ বছর বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আনাস (রা.) ৬৩ হতে ভগ্নাংশ অর্থাৎ ৩-কে বিলোপ করে ৬০ বছর উল্লেখ করেছেন। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১]

وَعَنْهُ ٥٥٨٩ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ سِنِيْنَ وَلَا يَرٰى شَيْئًا وَّثَمَانَ سِنِيْنَ يُوْحٰى اِلَيْهِ وَاَقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا وَتُوُفِّىَ وَهُوَ اِبْنُ خَمْسٍ وَّسِتِّيْنَ سَنَةً . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৮৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [নবুয়তের পর] মক্কায় পনেরো বছর অবস্থান করেছেন। সাত বছর পর্যন্ত ফেরেশতার আওয়াজ শুনতেন এবং আলো দেখতে পেতেন। এটা ছাড়া আর কিছুই দেখতেন না। আট বছর তাঁর নিকট ওহী পাঠানো হতে থাকে। আর দশ বছর মদিনায় অবস্থানের পর পঁয়ষট্টি বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রকৃতপক্ষে সহীহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী নবুয়তপ্রাপ্তির পর নবী করীম ﷺ মক্কায় তেরো বছর অবস্থান করেন। নবুয়ত প্রাপ্তি এবং হিজরতের সময়কে স্বতন্ত্র বছর গণ্য করে কেউ কেউ মোট ১৫ বছর বলেছেন।

وَعَنْ ٥٥٩٠ اَنَسٍ (رض) قَالَ تَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৯০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ষাট বছর বয়সে ওফাত দান করেছেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ষাট দশকের পরের ভাংতি বছর তিনটিকে গণনা হতে বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো সময় ভাংতি দিন, মাস ও বছরকে গণনায় ধরা হয় না।

وَعَنْهُ ٥٥٩١ قَالَ قُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلٰثٍ وَّسِتِّيْنَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلٰثٍ وَّسِتِّيْنَ وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلٰثٍ وَّسِتِّيْنَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْبُخَارِىُّ ثَلٰثٌ وَّسِتِّيْنَ اَكْثَرُ .

৫৫৯১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। [অনুরূপভাবে] হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) তেষট্টি বছর বয়সে ওফাত পেয়েছেন। -[মুসলিম]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) বলেছেন, অধিকাংশ রেওয়ায়েতে রাসূল ﷺ -এর বয়সকাল ৬৩ বছর রয়েছে।

وَعَنْ ٥٥٩٢ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْىِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِى النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرٰى رُؤْيَا اِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ .

৫৫৯২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি সর্বপ্রথম ওহীর সূচনা হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের আলোর মতোই ফলত।

ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُوْا بِغَارِ
حِرَاءَ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِىْ
ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ اَنْ يَّنْزِعَ اِلٰى اَهْلِهٖ وَيَتَزَوَّدُ
لِذٰلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا
حَتّٰى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِىْ غَارِ حِرَاءَ
فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَأْ فَقَالَ مَا اَنَا بِقَارِئٍ
قَالَ فَاَخَذَنِىْ فَغَطَّنِىْ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى
الْجُهْدُ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ اِقْرَأْ فَقُلْتُ مَا
اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِىْ فَغَطَّنِى الثَّانِيَةَ حَتّٰى
بَلَغَ مِنِّى الْجُهْدُ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ اِقْرَأْ
فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِىْ فَغَطَّنِى
الثَّالِثَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى الْجُهْدُ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ
فَقَالَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ خَلَقَ
الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ فَرَجَعَ
بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهٗ فَدَخَلَ
عَلٰى خَدِيْجَةَ فَقَالَ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ
فَزَمَّلُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ
وَاَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِىْ
فَقَالَتْ خَدِيْجَةُ كَلَّا وَاللّٰهِ لَا يُخْزِيْكَ اللّٰهُ
اَبَدًا ـ

এরপর তাঁর নিকট নির্জনতা পছন্দনীয় হতে লাগল। তাই তিনি একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত নিজের পরিবার-পরিজনদের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন পরিবেশে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। আর এ উদ্দেশ্যে তিনি কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তা শেষ হয়ে গেলে তিনি বিবি খাদীজা (রা.)-এর নিকট ফিরে এসে আবার ঐ পরিমাণ কয়েক দিনের জন্য কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকাকালে তার নিকট সত্য [ওহী] আসল। হযরত জিবরাঈল (আ.) সেখানে এসে তাঁকে বললেন, 'পড়ুন!' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তো পড়তে পারি না। তিনি বলেন, ফেরেশতা তখন আমাকে ধরে এমন জোরে চাপ দিলেন যে তাতে আমি চরম কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন!' আমি বললাম, আমি তো পড়তে পারি না। তখন তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে ধরে আবারও খুব জোরে চাপলেন। এবারও আমি ভীষণ কষ্ট অনুভব করলাম। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন!' এবারও আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। নবী করীম ﷺ বলেন, ফেরেশতা তৃতীয়বার আমাকে ধরে দৃঢ়ভাবে চেপে ধরলেন। এবারও আমি বিশেষভাবে কষ্ট পেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, [অর্থাৎ] 'আপনার রবের নামে পড়ুন। যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট রক্ত হতে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন! আর আপনার রব সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। তিনিই কলম দ্বারা ইলম শিখিয়েছেন। তিনি মানুষকে তাই শিখিয়েছেন যা সে জানত না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত আয়াতগুলো আয়ত্ত করে ফিরে আসলেন। তখন তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। তিনি বিবি খাদীজার নিকট এসে বললেন, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। তখন তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভীতি কেটে গেলে তিনি খাদীজার কাছে ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, [আল্লাহর কসম!] আমি আমার নিজের জীবন সম্পর্কে আশঙ্কাবোধ করছি। তখন বিবি খাদীজা [সান্ত্বনা দিয়ে দৃঢ়তার সাথে] বললেন, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি; এরূপ কখনো হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা কখনোই আপনাকে অপমানিত করবেন না।

إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيْجَةُ إِلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ ابْنِ عَمِّ خَدِيْجَةَ فَقَالَتْ لَهُ يَا ابْنَ عَمِّ اِسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيْكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِيْ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى مُوْسَى يَا لَيْتَنِيْ فِيْهَا جَذَعًا يَا لَيْتَنِيْ أَكُوْنُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُوْدِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِيْ يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَزَادَ الْبُخَارِيُّ حَتّٰى حَزِنَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدّٰى مِنْ رُءُوْسِ شَوَاهِقِ الْجَبَلِ فَكُلَّمَا أَوْفٰى بِذُرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ مِنْهُ تَبَدّٰى لَهُ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ حَقًّا فَيَسْكُنُ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفْسُهُ.

কারণ, আপনি আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, সর্বদা সত্য কথা বলেন, আপনি অক্ষমদের বোঝা বহন করেন। নিঃস্বদেরকে উপার্জন করে সাহায্য করেন, অতিথিদের মেহমানদারি করেন এবং প্রকৃত বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন। এরপর বিবি খাদীজা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সঙ্গে নিয়ে আপন চাচাতো ভাই ওরাকা ইবনে নাওফাল -এর নিকট চলে গেলেন। [ওরাকা ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।] খাদীজা তাঁকে বললেন, হে চাচাতো ভাই! তোমার ভাতিজা কি বলে তা একটু শুন! তখন ওরাকা তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ভাতিজা তুমি দেখেছ! অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দেখেছিলেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। ঘটনা শুনে ওরাকা তাঁকে বললেন, এ তো সেই রহস্যময় ফেরেশতা [হযরত জিবরাঈল (আ.)], যাঁকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। হায়! আমি যদি তোমার নবুয়তকালে বলবান যুবক থাকতাম। হায়! আমি যদি সেই সময় জীবিত থাকতাম যখন তোমার কওম তোমাকে মক্কা হতে বের করে দেবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা কি সত্যিই আমাকে বের করে দিবে? ওরাকা বললেন, হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে দুনিয়াতে এসেছ, অনুরূপ কোনো কিছু নিয়ে যে ব্যক্তিই এসেছে, তার সাথেই শত্রুতাই করা হয়েছে। আমি তোমার সে যুগ পেলে সর্বশক্তি দিয়ে তোমার সাহায্য করব। এর অব্যবহিত পর ওরাকা ওফাত পেয়ে গেলেন। এদিকে ওহীর আগমনও বন্ধ হয়ে গেল।

–[বুখারী ও মুসলিম]

আর বুখারী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, এতে এটুকু আছে যে, ওহী আসা স্থগিত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যধিক চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। এমনকি তিনি কয়েকবার ভোরে এ উদ্দেশ্যে পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলেন যে, সেখান হতে নিজেকে নীচে নিক্ষেপ করবেন। যখনই তিনি নিজেকে নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতেন, তখনই হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হতেন এবং বলতেন, হে মুহাম্মদ! আপনি সত্য সত্যই আল্লাহর রাসূল [ধৈর্যধারণ করুন, অস্থিরতার কিছুই নেই], তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) -এর আশ্বাসবাণীতে তাঁর অস্থিরতা দূর হয়ে হৃদয়ে প্রশান্তি আসত।

وَعَنْ ٥٥٩٣ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْىِ قَالَ فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِىْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِىْ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِىْ جَاءَنِىْ بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلٰى كُرْسِىٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَجُئِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا حَتّٰى هَوَيْتُ اِلَى الْاَرْضِ فَجِئْتُ اَهْلِىْ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ فَزَمَّلُوْنِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ثُمَّ حَمِىَ الْوَحْىُ وَتَتَابَعَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৯৩. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি ওহী স্থগিত হওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, একদা আমি পথে চলছিলাম, এমন সময় আমি আসমানের দিক হতে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি উপরে তাকিয়ে দেখি, হেরা গুহায় যিনি আমার নিকট এসেছিলেন, সেই ফেরেশতা আসমান ও জমিনের মাঝখানে একটি কুরসীতে বসে আছেন। তাঁকে দেখে আমি ভয়ে ঘাবড়ে গেলাম। এমনকি আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম, অতঃপর [উঠে] পরিবারের কাছে বাড়িতে চলে আসলাম এবং বললাম, আমাকে চাদর জড়াও! আমাকে চাদর জড়াও! তারা আমাকে চাদর জড়িয়ে দিল। এ সময় আল্লাহ তা'আলা নাজিল করলেন, [অর্থাৎ] 'হে চাদর আবৃত ব্যক্তি! উঠ, আর সতর্ক কর। আর তোমার রবের মাহাত্ম্য ঘোষণা কর। তোমার কাপড় পবিত্র কর এবং অপবিত্রতা ত্যাগ কর।' এরপর হতে ওহী পুরোদমে একের পর এক নাজিল হতে লাগল। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَلرُّجْزَ সর্বপ্রকার অপবিত্রতাকে বলা হয়। তবে এ আয়াতে اَلرُّجْزَ দ্বারা মূর্তি বুঝানো হয়েছে। কেননা মূর্তি হলো সমস্ত অপবিত্রতার মূল।

وَعَنْ ٥٥٩٤ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَاْتِيْكَ الْوَحْىُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْيَانًا يَاْتِيْنِىْ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَىَّ فَيُفْصَمُ عَنِّىْ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَاَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِىَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِىْ فَاَعِىْ مَا يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فِى الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ فَيُفْصَمُ عَنْهُ وَاِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৯৪. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা হারেছ ইবনে হিশাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট ওহী কিভাবে আসে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওহী কোনো সময় আমার নিকট ঘণ্টার আওয়াজের মতো আসে। আর তাই আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা কঠিন প্রকৃতির ওহী। তবে এ অবস্থায় ফেরেশতা যা বলে তা শেষ হতেই আমি তার নিকট হতে তা আয়ত্ত করে ফেলি। আবার কোনো সময় ফেরেশতা আমার কাছে মানুষের আকৃতিতে এসে আমার সাথে কথা বলেন, তিনি যা বলেন আমি তা সাথে সাথেই আয়ত্ত করে ফেলি। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, বস্তুত আমি প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর উপর ওহী নাজিল হতে দেখেছি যখন তার অবসান হতো তখন তাঁর কপাল হতে ঘাম ঝরে পড়ত। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা সোহাইলী (র.) বলেন, তাঁর উপর ওহী বিভিন্ন প্রকারে নাজিল হতো। যথা– ১. স্বপ্নযোগে। ২. অন্তরের মধ্যে ফুঁকের দ্বারা। ৩. ঘণ্টার আওয়াজের মতো। এটাই ছিল নবী করীম ﷺ -এর প্রতি খুব কষ্টদায়ক। ৪. ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে এসে ওহী দিয়ে যেতেন। ৫. হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর ছয়শত পালকবিশিষ্ট আসল আকৃতিতে আগমন করতেন। ৬. আল্লাহ তা'আলা পর্দার আড়ালে থেকে কথাবার্তার মাধ্যমে ওহী প্রদান করতেন ইত্যাদি।

৫৫৯৫ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ كُرِبَ لِذٰلِكَ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ نَكَسَ رَأْسَهُ وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُءُوْسَهُمْ فَلَمَّا أُتْلِىَ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫৯৫. অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম ﷺ -এর উপর ওহী নাজিল হতো, তখন তিনি কষ্ট অনুভব করতেন বলে মনে হতো এবং তাঁর চেহারার বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যেতো। অপর এক বর্ণনায় আছে, ওহী নাজিল হওয়ার সময় তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে ফেলতেন এবং তাঁর সঙ্গে উপস্থিত সাহাবীগণও [আদবের খাতিরে] আপন আপন মাথা নত করে নিতেন। ওহী আসা শেষ হলে তিনি স্বীয় মাথা উঠাতেন। –[মুসলিম]

৫৫৯৬ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى صَعِدَ الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِىْ يَا بَنِىْ فِهْرٍ يَا بَنِىْ عَدِىٍّ لِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ حَتّٰى اجْتَمَعُوْا فَجَعَلَ الرَّجُلُ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَّخْرُجَ اَرْسَلَ رَسُوْلًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ اَبُوْ لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ اَرَءَيْتُمْ اَنْ اُخْبِرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ صَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ فِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بِالْوَادِىْ تُرِيْدُ اَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ اَكُنْتُمْ مُصَدِّقِىَّ قَالُوْا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ اِلَّا صِدْقًا قَالَ فَاِنِّىْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ قَالَ اَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৯৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন [ভীতি প্রদর্শন সম্পর্কীয়] আয়াত– [অর্থাৎ] 'তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয়দেরকে হুঁশিয়ার করে দাও' নাজিল হলো, তখন নবী করীম ﷺ সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে– হে বনী ফিহর! হে বনী আদী! বলে কুরাইশদের গোত্রসমূহকে ডাক দিলেন। অবশেষে সেখানে সকলে সমবেত হলো। এমনকি যারা স্বয়ং উপস্থিত হতে পারেনি, তারা প্রতিনিধি পাঠিয়ে জানতে চাইল যে, ব্যাপার কি? বিশেষত আবূ লাহাব এবং কুরাইশের সর্বসাধারণ লোকেরাও আসল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, বল তো! যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, [শত্রুপক্ষের] একদল অশ্বারোহী এ পাহাড়ের অপর প্রান্ত হতে অপর এক বর্ণনামতে একদল অশ্বারোহী উপত্যকার এক প্রান্ত হতে বের হয়ে অতর্কিত তোমাদের উপর আক্রমণ করতে চায়, তোমরা কি আমার এ কথাটি বিশ্বাস করবে? তারা সকলে বলে উঠল; হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কেননা বিগত দিনে তোমাকে আমরা সত্যবাদীই পেয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের সম্মুখে আগত এক কঠিন আজাব সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করেছি। এতদশ্রবণে আবূ লাহাব বলে উঠল, তোমার সর্বনাশ হোক! এজন্যই কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? বর্ণনাকারী বলেন, তখনই আয়াত– [অর্থাৎ] 'আবূ লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হোক এবং সে ধ্বংস হয়েছে', নাজিল হলো। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٥٩٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِىْ مَجَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ أَيُّكُمْ يَقُوْمُ جَزُوْرَ اٰلِ فُلَانٍ فَيَعْمِدُ إِلٰى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتّٰى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا فَضَحِكُوْا حَتّٰى مَالَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنَ الضِّحْكِ فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلٰى فَاطِمَةَ فَاَقْبَلَتْ تَسْعٰى وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا حَتّٰى اَلْقَتْهُ عَنْهُ وَاَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلٰوةَ قَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلٰثًا وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلٰثًا وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلٰثًا اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَاُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعٰى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سُحِبُوْا إِلَى الْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُتْبِعَ اَصْحَابُ الْقَلِيْبِ لَعْنَةً . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৯৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা শরীফের নিকটে নামাজ পড়ছিলেন। এ সময় কুরাইশদের একদল লোক সেখানে বসা ছিল। তখন তাদের মধ্য হতে একজন বলল, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে অমুক গোত্রর উটের নাড়িভুঁড়ি এনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে, অতঃপর এ ব্যক্তি [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে ইঙ্গিত করে বলল,] যখন সেজদায় যাবে তখন তা তার দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দেবে। অতঃপর তাদের মধ্য হতে সর্বাপেক্ষা বড় পাপিষ্ঠটি উঠে গেল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেজদায় গেলেন তখন সে তা তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দিল। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ সেজদারত রইলেন। সে পাপিষ্ঠরা খুব হাসাহাসি করতে লাগল, এমনকি হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের উপর ঢলে পড়ল। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি [হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)] বিবি ফাতেমার নিকট গিয়ে বললেন, তিনি দৌড়িয়ে আসলেন। অথচ নবী করীম ﷺ তখনো পূর্ববৎ সেজদায় রয়েছিলেন। হযরত ফাতেমা (রা.) নাড়িভুঁড়িটি নবী করীম ﷺ -এর উপর হতে সরিয়ে ফেললেন এবং ঐ সমস্ত পাপিষ্ঠ কাফেরদের লক্ষ্য করে গালমন্দ করলেন। বর্ণনাকারী হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শেষ করে তিনবার বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদেরকে পাকড়াও কর।' আর রাসূল ﷺ -এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোনো বিষয়ে দোয়া বা বদদোয়া করতেন কিংবা আল্লাহর কাছে চাইতেন, তখন তিন তিনবার বাক্যগুলো উচ্চারণ করতেন। অতঃপর তিনি [কাফেরদের এ সাত ব্যক্তির নাম ধরে] বললেন, হে আল্লাহ! তুমি ১. আমর ইবনে হেশাম [আবূ জাহল], ২. উতবা ইবনে রবিয়া, ৩. শাইবা ইবনে রবিয়া, ৪. ওলীদ ইবনে উতবা, ৫. উমাইয়্যা ইবনে খালফ, ৬. উকবা ইবনে আবূ মু'আইত এবং ৭. উমরাহ ইবনুল ওলীদ– এদেরকে পাকড়াও কর। বর্ণনাকারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল লোকের নাম নিয়ে বদদোয়া করেছিলেন, আমি বদরের যুদ্ধে তাদের লাশ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছি। অতঃপর তাদেরকে টেনে বদরের একটি অনাবাদ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ কূপে যাদেরকে নিক্ষেপ করা হলো, তাদের উপর লানতের পর লানত রয়েছে।

–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٥٩٨ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ اَتٰى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ اَشَدَّ مِنْ يَوْمِ اُحُدٍ فَقَالَ لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكَ وَكَانَ اَشَدَّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِىْ عَلٰى اِبْنِ عَبْدِ يَالَيْلَ بْنِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِىْ اِلٰى مَا اَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَاَنَا مَهْمُوْمٌ عَلٰى وَجْهِىْ فَلَمْ اَسْتَفِقْ اِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِىْ فَاِذَا اَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ اَظَلَّتْنِىْ فَنَظَرْتُ فَاِذَا فِيْهَا جِبْرَئِيْلُ فَنَادَانِىْ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوْا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ قَالَ فَنَادَانِىْ مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَاَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِىْ رَبُّكَ اِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِىْ بِاَمْرِكَ اِنْ شِئْتَ اَنْ اُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْاَخْشَبَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلْ اَرْجُوْ اَنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ اَصْلَابِهِمْ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهٗ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৯৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহুদের দিন অপেক্ষা অধিক কষ্টের কোনোদিন আপনার জীবনে এসেছিল কি? বললেন, হ্যাঁ, তোমার কওম হতে যে আচরণ পেয়েছি– তা এটা হতেও অধিক কষ্টদায়ক ছিল। তাদের নিকট হতে সর্বাধিক বেদনাদায়ক যা আমি পেয়েছি তা হলো 'আকাবার দিনের আঘাত' যেদিন আমি [তায়েফের বনী ছাকীফ নেতা] ইবনে আবদে ইয়ালীল ইবনে কোলালের নিকট [ইসলামের দাওয়া নিয়ে] স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি যা নিয়ে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলাম সে তাতে কোনো সাড়া দেয়নি। তখন আমি অতি ভারাক্রান্ত অবস্থায় [নিরুদ্দেশ] সম্মুখের দিকে চলতে লাগলাম, 'কারনে ছাআলিব' নামক স্থানে পৌঁছার পর আমি কিছুটা স্বস্তির হলাম। তখন আমি উপরের দিকে মাথা তুলে দেখতে পেলাম, একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া করে রেখেছে। পুনরায় লক্ষ্য করলে তাতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখলাম। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, আপনি আপনার কওমের নিকট যে কথা বলেছেন এবং তার জবাবে তারা আপনাকে যা বলেছে, এসব কথা আল্লাহ তা'আলা শুনেছেন। এখন তিনি পাহাড় পর্বত তদারককারী ফেরেশতাকে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছেন। সুতরাং ঐ সমস্ত লোকদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছা তাকে নির্দেশ দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অতঃপর 'মালাকুল জিবাল' আমার নাম নিয়ে আমাকে সালাম করলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তা'আলা আপনার কওমের উক্তিসমূহ শুনেছেন। আমি 'মালাকুল জিবাল' [পাহাড়-পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতা] আপনার রব আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। অতএব, আপনার যা ইচ্ছা আমাকে নির্দেশ করতে পারেন, আপনি ইচ্ছা করলে এ পাহাড় দুটি তাদের উপর চাপিয়ে দেব। উত্তরে রাসূলুল্লাহ বললেন, [আমি তা চাই না] বরং আশা করি আল্লাহ তা'আলা তাদের ঔরসে এমন বংশধরের জন্ম দেবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে হাদীসে ইবনে ইয়ালীল [যার নাম ছিল 'কেনানা'] উল্লেখ থাকলেও ইতিহাসবিদগণ বলেছেন, নবী করীম ﷺ 'আবদে ইয়ালীলের' কাছেই ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। তার পুত্রের কাছে নয়। 'কারনে ছাআলিব' মক্কা হতে একদিনের দূরত্বে তায়েফের সীমান্তে একটি পাহাড়ের নাম। একে 'কারনে মানাযিল'ও বলা হয়, তা নজদবাসীদের ইহরামের মীকাত। আবদে ইয়ালীল তথা তায়েফবাসীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কি নির্দয়, হৃদয়বিদারক ও অমানবিক ব্যবহার করেছিল, তা ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

وَعَنْ ٥٥٩٩ أَنَسٍ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ فِيْ رَأْسِهِ فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُوْلُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوْا رَأْسَ نَبِيِّهِمْ وَكَسَرُوْا رَبَاعِيَّتَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫৯৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখের পাশের একটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং তাঁর মাথায় জখম হয়েছিল। এ সময় তিনি নিজের রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, সে জাতি কিভাবে সফলকাম হবে, যারা তাদের নবীর মাথায় জখম করল এবং তাঁর একটি দাঁত ভেঙ্গে ফেলল। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "رَبَاعِيَّةٌ" আরবিতে উপরের পাটির দুটি এবং নীচের পাটির দুটি এমন চার দাঁতকে বলা হয় যা "ثَنَايَا" ও "اَنْيَابٌ" দাঁতের মাঝে অবস্থিত। সুতরাং রাসূলে কারীম ﷺ -এর নীচের পাটির উক্ত দুই দাঁতের মধ্য হতে ডানদিকের একটি দাঁত ভেঙেছিল এবং তার সাথে নীচের মোবারক ঠোঁট আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। প্রকাশ থাকে যে, দাঁত ভেঙে যাওয়ার এ অর্থ নয় যে, উক্ত দাঁত গোড়া থেকে উপড়ে গিয়েছিল; বরং তার একটি অংশ ভেঙে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া যে ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপর আক্রমণ করে এ দাঁত ভেঙেছিল তার নাম উকবা ইবনে আবী ওয়াক্কাস যে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর ভাই ছিল। পরবর্তীতে উকবা ইবনে আবী ওয়াক্কাস মুসলমান হয়ে সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল কিনা এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। এ কথাও বর্ণিত আছে যে, উক্ত ব্যক্তির বংশে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি যখন প্রাপ্তবয়স্ক হতো তখন তাদের সামনের দাঁত এমনি এমনি পড়ে যেত।

এ রেওয়ায়েতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর মাথা মোবারক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু অন্য কিছু রেওয়ায়েতে কপাল আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া এ কথাটিও বর্ণিত আছে যে, যে নরাধম রাসূলে কারীম ﷺ -কে আহত করেছিল পাহাড়ের উপর হতে একটি শিলাখণ্ড তার উপর এসে পড়ে এবং সে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৯-৩০]

وَعَنْ ٥٦٠٠ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ فَعَلُوْا بِنَبِيِّهِ يُشِيْرُ اِلٰى رَبَاعِيَّتِهِ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬০০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ভাঙ্গা দাঁতের প্রতি ইশারা করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা সে কওমের উপর ভীষণ রাগান্বিত, যারা আল্লাহর নবীর সাথে এ দুর্ব্যবহার করেছে। তিনি আরো বলেছেন, সে ব্যক্তিও আল্লাহর ভীষণ রোষানলে নিপতিত হয়েছে, যাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ আল্লাহর রাস্তায় [জিহাদের ময়দানে] কতল করেছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যুদ্ধে নবী করীম ﷺ স্বহস্তে কতল করেছেন দ্বারা উবাই ইবনে খালফ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। শরিয়তের বিধান মতে শাস্তি বা কিসাস হিসেবে যাদেরকে নবী করীম ﷺ -এর হাতে কতল করা হয় তারা এ ভীতির অন্তর্ভুক্ত নয়।

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِيْ

[এ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ নেই]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٦٠١ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ (رحـ) قَالَ سَأَلْتُ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُلْتُ يَقُوْلُوْنَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ذٰلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِىْ قُلْتُ لِىْ فَقَالَ لِىْ جَابِرٌ لَا اُحَدِّثُكَ اِلَّا بِمَا حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِىْ هَبَطْتُ فَنُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ فَلَمْ اَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِىْ فَلَمْ اَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ عَنْ خَلْفِىْ فَلَمْ اَرَ شَيْئًا فَرَفَعْتُ رَأْسِىْ فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَاَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُوْنِىْ فَدَثَّرُوْنِىْ وَصَبُّوْا عَلَىَّ مَاءً بَارِدًا فَنَزَلَتْ يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ تُفْرَضَ الصَّلٰوةُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬০১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আবূ কাছীর (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-কে কুরআনের সর্বপ্রথম নাজিল হওয়া আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ আমি বললাম, লোকেরা তো বলে– اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ আবূ সালামা বললেন, এ বিষয়ে আমি হযরত জাবের (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং তুমি আমাকে যা বললে, আমিও তাঁকে অবিকল তাই বলেছিলাম। জবাবে হযরত জাবের (রা.) আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে যা বলেছেন, আমিও তোমাকে হুবহু তাই বলব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি হেরা গুহায় [দিবা-রাত্র] এক নাগাড়ে একমাস অতিবাহিত করেছি। সেখানের অবস্থানকাল শেষ করে আমি সমতল ভূমিতে অবতরণ করলাম। এ সময় আমাকে কেউ ডাক দিল। আমি ডানে তাকালাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না, আবার বামদিকে তাকাইলাম তখনো কিছু দেখলাম না, আবার পিছনে তাকালাম এবারও কিছুই দেখলাম না। এরপর আমি মাথা তুলে উপরের দিকে তাকালাম। এবার বিরাট কিছু [হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে] দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি বিবি খাদীজার কাছে এসে বললাম, 'আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত কর' তারা আমাকে কম্বল দ্বারা আবৃত করল এবং আমার গায়ে ঠাণ্ডা পানি ঢালল, তখন নাজিল হলো– [অর্থাৎ] 'হে কম্বল আচ্ছাদিত ব্যক্তি! উঠ! সকলকে সতর্ক-সাবধান কর। তোমার রবের মাহাত্ম্য ঘোষণা কর। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ এবং অপবিত্রতা [মূর্তিপূজা] হতে পৃথক থাক।' এটা নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ নবী করীম ﷺ হেরা গুহায় যে ইবাদত করতেন, সেখানের ইবাদতে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ছিল না। মুহাক্কিক ওলামাদের মতে সহীহ হাদীস অনুযায়ী اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ হতে পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাজিল হয়। এরপর ২/৩ বছর ওহী অবতরণ বন্ধ থাকে, সে সময় আবার নবী করীম ﷺ ওহীর অপেক্ষায় হেরা পাহাড়ে যাতায়াত করেন। অবশেষে পুনরায় ধারাবাহিকভাবে ওহী আসতে থাকে। হযরত জাবের (রা.)-এর এ হাদীসে ওহী বন্ধ হওয়ার পর সর্বপ্রথম পুনঃ ওহী নাজিল হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং প্রথমোক্ত মতের সাথে এটার কোনো সংঘর্ষ থাকে না।

بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ
পরিচ্ছেদ : নবুয়তের নিদর্শনসমূহ

"عَلَامَاتٌ" শব্দটি মূলত عَلَامَةٌ -এর বহুবচন। আর عَلَامَةٌ সাধারণত শুধুমাত্র চিহ্ন বা নিদর্শনকে বলা হয়। আর বিশেষভাবে ঐ চিহ্ন বা নিদর্শনকে বলা হয় যা পথের এক প্রান্তে স্থাপন করা হয়। আর যার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ভ্রমণকারী ও পথচারীকে তাদের পথ ও গন্তব্যস্থলের ঠিকানা জানিয়ে দেওয়া। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২২]

নবুয়তের নিদর্শন ও নবীদের মু'জিযা মূলত বস্তু দুটি এক পর্যায়ের। তবে উভয়ের মধ্যে এতটুকু পার্থক্য বলা যায় যে, প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় যা পেশ করা হয়েছে তাই নবীদের মু'জিযা। যেমন, চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করা। আর যেটিতে প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জ ছিল না, যেমন− খাদ্য বৃদ্ধি হওয়া, লোকদের অজুর জন্য নবী করীম ﷺ -এর হাতের অঙ্গুলি হতে পানির ফোয়ারা নির্গত হওয়া প্রভৃতি নবুয়তের নিদর্শন বলা হয়। মোকটথা, উভয়টিই অলৌকিক ও গায়েব সম্পর্কীয় ব্যাপার। তাই দুটিকে এক পর্যায়ভুক্ত বলা যায়। যদিও গ্রন্থকার উভয়টির জন্য পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদ স্থাপন করেছেন।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٦٠٢ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرَئِيْلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هٰذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِيْ طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لأَمَهُ وَأَعَادَهُ فِيْ مَكَانِهِ وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ يَعْنِيْ ظِئْرَهُ فَقَالُوْا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوْهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ قَالَ أَنَسٌ فَكُنْتُ أَرٰى أَثَرَ الْمِخْيَطِ فِيْ صَدْرِهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬০২. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, [বাল্যকালে দুধ-মা হালীমার কাছে থাকাকালীন] একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সমবয়সী বালকদের সাথে খেলাধুলা করছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর নিকট আসলেন এবং তাঁকে ধরে মাটিতে শুইয়ে ফেললেন। অতঃপর তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে কলিজা হতে একখণ্ড রক্তপিণ্ড বের করে বললেন, তোমার দেহের অভ্যন্তরে এটা শয়তানের অংশ। তারপর তাকে একটি স্বর্ণ-পাত্রে রেখে জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন। অতঃপর উক্ত পিণ্ডটিকে যথাস্থানে রেখে জোড়া লাগিয়ে দিলেন। এ ঘটনা দেখে খেলার সঙ্গী বালকেরা দৌড়ে এসে তাঁর দুধ-মা হযরত হালীমা (রা.)-এর কাছে বলল যে, মুহাম্মদকে কতল করা হয়েছে। এই সংবাদ শুনে তারা ঘটনাস্থলে এসে তাঁকে সুস্থ পেল, তবে তাঁর চেহারার বর্ণ অতিশয় বিষণ্ন। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি প্রায়শঃ রাসূল ﷺ -এর বক্ষের সেলাইটি দেখতে পেতাম। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'শরহে মাওয়াহিব' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বক্ষ বিদীর্ণ [সীনাচাক] ঘটনা চারবার সংঘটিত হয়েছে। যথা− ১. শিশুকালে হালীমার কাছে থাকাকালীন যা আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ২. দশ বৎসর বয়সে− মুসনাদে আহমদ, হাকেম ও ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেছেন। ৩. নবুয়ত প্রাপ্তিকালে− হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বায়হাকী ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন। ৪. মি'রাজের প্রাক্কালে− বুখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। −[আত্‌তা'লীক]

وَعَنْ ٥٦٠٣ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّىْ لَاَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ قَبْلَ اَنْ اُبْعَثَ اِنِّىْ لَاَعْرِفُهُ الْاٰنَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬০৩. **অনুবাদ** : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি মক্কার ঐ পাথরকে এখনো চিনি, যে আমার নবুয়ত লাভের পূর্বে আমাকে সালাম করত। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত পাথরটি 'হাজারে আসওয়াদ'। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন রেসালাত নিয়ে রাসূল ﷺ -এর নিকট আগমন করেছেন, তখন গাছগাছালি ও পাথরসমূহ রাসূল ﷺ -এর চলার পথে তাঁকে লক্ষ্য করে সালাম করত।

وَعَنْ ٥٦٠٤ اَنَسٍ (رض) قَالَ اِنَّ اَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّرِيَهُمْ اٰيَةً فَاَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتّٰى رَأَوْا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬০৪. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মক্কার লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, আপনি আমাদেরকে কোনো একটি নিদর্শন [মু'জিযা] দেখান, তখন তিনি চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন। এমনকি তারা উভয় খণ্ডের মাঝখানে হেরা পর্বত দেখতে পেল। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٦٠٥ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَفِرْقَةً دُوْنَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْهَدُوْا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬০৫. **অনুবাদ** : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়। তার একখণ্ড পাহাড়ের উপরের দিকে এবং অপর খণ্ড পাহাড়ের নিম্নদিকে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : 'পাহাড়ের উপরে ও নিম্নে' অর্থাৎ একদিকের অংশ কিছু উপরে এবং অপরদিকের অংশ কিছু নিম্নে। 'তোমরা সাক্ষী থাক' অর্থাৎ আমার এ মু'জিযা দেখে আমার নবুয়তের স্বীকৃতি দাও। অথবা আমার মু'জিযা চাক্ষুষ দেখে নাও।

وَعَنْ ٥٦٠٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ فَقِيْلَ نَعَمْ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزّٰى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ لَاَطَأَنَّ عَلٰى رَقَبَتِهِ -

৫৬০৬. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ জাহল [মক্কার কাফের কুরাইশদেরকে] বলল, তোমাদের সম্মুখে মুহাম্মদ ﷺ কি তার চেহারা মাটিতে লাগায়? [অর্থাৎ সে নামাজ পড়ে?] বলা হলো, হ্যাঁ। তখন আবূ জাহল বলল, লাত ও উয্যার কসম! যদি আমি তাকে এরূপ করতে দেখি, তাহলে আমি [পা দিয়ে] তার ঘাড় মাড়িয়ে দেব।

فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ زَعَمَ لِيَطَأَ عَلٰى رَقَبَتِهٖ فَمَا فَجِئَهُمْ مِنْهُ اِلَّا وَهُوَ يَنْكُصُ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِىْ بِيَدَيْهِ فَقِيْلَ لَهٗ مَا لَكَ فَقَالَ اِنَّ بَيْنِىْ وَبَيْنَهٗ لَخَنْدَقًا مِنْ نَّارٍ وَهَوْلًا وَاَجْنِحَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ دَنَا مِنِّىْ لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ عَضْوًا عَضْوًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসল, তখন তিনি নামাজ পড়ছিলেন। তখন আবূ জাহল নবী করীম ﷺ -এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তৎক্ষণাৎ দেখা গেল, সে তড়িৎবেগে পিছনের দিকে হটছে এবং উভয় হাত দ্বারা নিজেকে আত্মরক্ষা করে চলছে। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি দেখছি আমার ও মুহাম্মদের মাঝখানে আগুনের পরিখা ও ভয়ঙ্কর দৃশ্য এবং ডানবিশিষ্ট দল। উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি সে [আবূ জাহল] আমার নিকটবর্তী হতো, তাহলে ফেরেশতাগণ তার এক এক অঙ্গ ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলত। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٦٠٧ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (رضـ) قَالَ بَيْنَا اَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ اَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا اِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ اَتَاهُ الْاٰخَرُ فَشَكَا اِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيْلِ فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيْرَةَ فَاِنْ طَالَتْ بِكَ حَيٰوةٌ فَلَتَرَيَنَّ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتّٰى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيٰوةٌ لَتَفْتَحَنَّ كُنُوْزَ كِسْرٰى وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيٰوةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْأَ كَفِّهٖ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَّقْبَلُهٗ فَلَا يَجِدُ اَحَدًا يَقْبَلُهٗ مِنْهُ وَلَيَلْقَيَنَّ اللّٰهَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهٗ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهٗ .

৫৬০৭. **অনুবাদ :** হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তার কাছে এক লোক এসে দরিদ্রতার অভিযোগ করল। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে রাস্তায় ডাকাতির অভিযোগ করল। তখন রাসূল ﷺ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আদী! তুমি কি কখনো হীরা শহরটি দেখেছ? [এটা কূফার একটি প্রসিদ্ধ শহর, বর্তমানে ইরাকের একটি প্রদেশ।] যদি তুমি দীর্ঘ দিন বেঁচে থাক তাহলে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, একটি মহিলা হীরা হতে সফর করে মক্কায় গমন করবে এবং নির্বিঘ্নে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করবে, অথচ এক আল্লাহ তা'আলা ছাড়া তার অন্তরে আর কারো ভয় থাকবে না। আর যদি তুমি দীর্ঘ দিন বেঁচে থাক তাহলে দেখতে পাবে, অচিরেই পারস্যের ধনভাণ্ডার বিজিত হবে [অর্থাৎ তা গনিমত হিসেবে মুসলমাদের হাতে আসবে,] আর যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও, তাহলে এমনও দেখবে যে, এক ব্যক্তি দান-খয়রাত করার উদ্দেশ্যে মুষ্টি ভরে সোনা অথবা রূপা নিয়ে বের হয়েছে এবং তা গ্রহণ করবার জন্য লোক তালাশ করছে। কিন্তু তার নিকট হতে তা গ্রহণ করবার মতো কোনো একজন লোকও সে খুঁজে পাবে না। আর নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ একদিন আল্লাহর সম্মুখে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে এমন কোনো ব্যক্তি থাকবে না, যে তার অবস্থা আল্লাহর সম্মুখে পেশ করবে।

فَلْيَقُوْلَنَّ اَلَمْ اَبْعَثْ اِلَيْكَ رَسُوْلًا فَيُبَلِّغَكَ فَيَقُوْلُ بَلٰى فَيَقُوْلُ اَلَمْ اُعْطِكَ مَالًا وَاُفْضِلْ عَلَيْكَ فَيَقُوْلُ بَلٰى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِهٖ فَلَا يَرٰى اِلَّا جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهٖ فَلَا يَرٰى اِلَّا جَهَنَّمَ اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ عَدِيٌّ فَرَأَيْتُ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتّٰى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ اِلَّا اللّٰهَ وَكُنْتُ فِيْمَنِ افْتَتَحَ كُنُوْزَ كِسْرٰى بْنِ هُرْمُزَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيٰوةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ يَخْرُجُ مِلْأَ كَفِّهٖ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমি কি তোমার কাছে কোনো রাসূলই পাঠাইনি, যিনি দীন শরিয়তের কথা তোমার কাছে পৌছাবে? সে বলবে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আবার জিজ্ঞাসা করবেন, আমি কি তোমাকে ধনসম্পদ দান করিনি এবং আমি তোমার উপর অনুগ্রহ করিনি। সে বলবে, হ্যাঁ, করেছেন। অতঃপর সে নিজের ডানদিকে তাকাবে, কিন্তু জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আবার নিজের বামদিকে তাকাবে, কিন্তু সেখানেও জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। [এ দৃশ্য বর্ণনার পর রাসূল ﷺ বললেন,] তোমরা খেজুরের এক টুকরা দান করে হলেও নিজেকে দোজখের আগুন হতে বাঁচাও। যদি কেউ এতটুকুও না পায়, তবে অন্ততঃ মিষ্টি কথা দ্বারা আত্মরক্ষা কর। বর্ণনাকারী আদী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী মোতাবেক একজন মহিলাকে হীরা হতে একাকিনী সফর করে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে আমি নিজে দেখেছি। অথচ সে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কাউকে ভয় করেনি। আর কিসরা ইবনে হরমুযের [অর্থাৎ পারস্যের] ধনভাণ্ডার যারা উন্মুক্ত করেছেন, আমিও তাদের সাথে শরিক ছিলাম। অতঃপর বর্ণনাকারী হযরত আদী (রা.) তাঁর পরবর্তী লোকদেরকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, যদি তোমরা দীর্ঘায়ু হও তাহলে নবী আবুল কাসেম ﷺ -এর এ ভবিষ্যদ্বাণী 'কোনো ব্যক্তি মুষ্টি ভরে ....' ও দেখতে পাবে। –[বুখারী]

٥٦٠٨ - وَعَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ (رض) قَالَ شَكَوْنَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَلَقَدْ لَقِيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شِدَّةً فَقُلْنَا اَلَا تَدْعُوا اللّٰهَ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهٗ وَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهٗ فِي الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهِ فَيُجَاءُ بِمِنْشَارٍ فَيُوْضَعُ فَوْقَ رَأْسِهٖ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ فَمَا يَصُدُّهٗ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهٖ .

৫৬০৮. **অনুবাদ :** হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অভিযোগ করলাম। তখন তিনি একখনা চাদর মাথার নিচে রেখে কা'বা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। যেহেতু মুশরিকদের পক্ষ হতে আমাদের উপর কঠোর নির্যাতন চলছিল, তাই আমরা বললাম, আপনি আল্লাহর কাছে কেন দোয়া করেন না? এ কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। এ সময় তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, [তোমাদের উপর এমন আর কি নির্যাতন চলেছে?] তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে যারা ঈমানদার ছিল, এক আল্লাহর বন্দেগি করত, তাদের কারো জন্য মাটিতে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। অতঃপর তাকে সে গর্তে রেখে তার মাথার উপর করাত চালিয়ে দ্বিখণ্ড করা হয়েছে। তবুও ঐ নির্যাতন তাকে তার দীন ও ঈমান হতে ফিরাতে পারেনি।

وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ وَعَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللّٰهِ لَيَتِمَّنَّ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ اِلَّا اللّٰهَ اَوِ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

আবার কারো কারো শরীরের হাড় পর্যন্ত যাবতীয় গোশ্ত ও শিরা লোহার চিরুনি দ্বারা আঁচড়িয়ে ফেলা হয়, তবুও সেই নির্যাতন তাকে তার দীন হতে ফিরাতে পারেনি। আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই এ দীন ইসলামকে আল্লাহ তা'আলা পরিপূর্ণ করবেন [এবং সর্বত্র নিরাপত্তা বিরাজ করবে।] এমনকি তখন একজন উষ্ট্রারোহী সান'আ হতে হাযরামাউত পর্যন্ত [এতটা নির্ভয়ে] অতিক্রম করবে যে, সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না। অথবা নবী করীম ﷺ বলেছেন, সে নিজের মেষপাল সম্পর্কে নেকড়ে বাঘ ছাড়া অপর কিছুরই ভয় করবে না। কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা খুব বেশি তাড়াহুড়া করছ। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ" : 'এ সময় তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল।' এটা মূলত ঐ দুঃখকষ্ট ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ছিল যা সাহাবায়ে কেরামের মুখ থেকে কাফের-মুশরিক ও ইসলামের শত্রুদের জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনা শুনে রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপর প্রকাশ পেয়েছিল। কিংবা কাফেরদের জুলুম-অত্যাচারে পতিত হয়ে সাহাবায়ে কেরাম অধৈর্য প্রকাশ করা এবং মুখে অভিযোগ করা যেহেতু রাসূলে কারীম ﷺ -এর অপছন্দ ছিল এজন্য যখন সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের বিরোধিতা, শত্রুতা ও জুলুম-নির্যাতনের অভিযোগ করলেন তখন অপছন্দনীয়তা ও ক্রোধের কারণে রাসূলে কারীম ﷺ -এর চেহারা মোবারক লাল হয়ে গেল। রাসূলে কারীম ﷺ সামনে যা বলেছেন সেদিকে লক্ষ্য করলে এ অর্থই অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩১]

"صَنْعَاءُ" দামেশক [সিরিয়া] অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম ছিল যেমনটি 'কামূস' অভিধান গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। মূলত তা আরব উপদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ দেশ 'ইয়েমেন'-এর সবচেয়ে বড় শহর ও রাজধানী। পর্যাপ্ত পানি ও অধিক গাছগাছালির ফলে ইয়েমেন শস্য-শ্যামল তরুতাজা উর্বর ভূমি হিসেবে পৃথিবী বিখ্যাত। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩১]

"حَضْرَمَوْتُ" এটাও পূর্বে ইয়েমেনেরই একটি অংশ ও এক স্থানের নাম ছিল; কিন্তু এখন 'আদন'-এর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি বড় অঞ্চলের নাম, যেখানে বহুসংখ্যক শহর ও জনবসতি রয়েছে। এককালে এখানে নেককার ও আল্লাহ প্রেমিকদের এমন আধিক্য ছিল এবং এ ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর ওলীদের এত অধিক পরিমাণে আগমন ঘটেছিল যে, এটা প্রবাদ বাক্যই হয়ে গিয়েছিল– "حَضْرَمَوْتُ تُنْبِتُ الْاَوْلِيَاءَ" অর্থাৎ 'হাযরামাউত এমন স্থান যেখানে আল্লাহর ওলীগণ জন্মগ্রহণ করেন।' এ স্থানের নাম 'হাযরামাউত' এ কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে, আল্লাহর নবী হযরত সালেহ (আ.)-এর ইন্তেকাল এ স্থানেই হয়েছিল। ইন্তেকালের সময় তিনি এ বাক্য বলেছিলেন– "حَضَرَ مَوْت" [মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে]। সে সময় হতে এ স্থান "حَضْرَمَوْتُ" [হাযরামাউত] নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

কেউ কেউ লিখেছেন যে, অন্য আরেকজন নবী হযরত জারজীস (আ.)-এর ইন্তেকালও এ স্থানে হয়েছিল এবং ঐ সময় থেকে এ স্থানকে 'হাযরামাউত' বলা হয়। –[মাযাহেরে হক খ. ৭. পৃ. ৩১]

وَعَنْ ٥٦٩٠ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلٰى اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَاَطْعَمَتْهُ ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِىْ رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِىْ عُرِضُوْا عَلَىَّ غُزَاةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْاَسِرَّةِ اَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُضْحِكُكَ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِىْ عُرِضُوْا عَلَىَّ غُزَاةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَا قَالَ فِى الْاُوْلٰى فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ فَرَكِبَتْ اُمُّ حَرَامٍ الْبَحْرَ فِىْ زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬০৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়শঃ উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা.)-এর বাড়িতে যাওয়া-আসা করতেন। [তিনি রাসূল ﷺ -এর দুধ-খালা হিসেবে মাহরাম ছিলেন।] উম্মে হারাম ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা.)-এর স্ত্রী। একদিন নবী করীম ﷺ তার বাড়িতে গেলে উম্মে হারাম তাঁকে খানা খাওয়ালেন। অতঃপর উম্মে হারাম রাসূল ﷺ -এর মাথার উকুন দেখতে বসলেন। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কিসে হাসাচ্ছে? তিনি বললেন, এইমাত্র স্বপ্নে আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত অবস্থায় আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। তারা বাদশাহি জাঁকজমকে অথবা বলেছেন, বাদশাহর ন্যায় জাঁকজমকে সমুদ্রের বুকে সফর করছে। উম্মে হারাম বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তিনি তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এরপর তিনি মাথা রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় হাসিমুখে জেগে উঠলেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি কারণে হাসছেন? জবাবে তিনি বললেন, এইমাত্র স্বপ্নে আমার উম্মতের কতিপয় লোককে আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয় .... ঠিক তেমনই বলেছেন যেমনটি তিনি প্রথমবার বলেছিলেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। জবাবে তিনি বললেন, তুমি তাদের প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত। রাবী বলেন, অতঃপর উম্মে হারাম হযরত মুআবিয়া (আ.)-এর শাসনকালে জিহাদের উদ্দেশ্যে সমুদ্র সফরে যাত্রা করেন এবং সমুদ্র হতে অবতরণের পর সওয়ারির পৃষ্ঠ হতে পড়ে ইন্তেকাল করেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

৫৬১০

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ اِزْدِ شَنُوْءَةَ وَكَانَ يَرْقِىْ مِنْ هٰذَا الرِّيْحِ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ اَهْلِ مَكَّةَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُوْنٌ فَقَالَ لَوْ اَنِّىْ رَأَيْتُ هٰذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللّٰهَ يَشْفِيْهِ عَلٰى يَدِىْ قَالَ فَلَقِيَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ اَرْقِىْ مِنْ هٰذَا الرِّيْحِ فَهَلْ لَّكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَمَّا بَعْدُ فَقَالَ اَعِدْ عَلَىَّ كَلِمَاتِكَ هٰؤُلَاءِ فَاَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هٰؤُلَاءِ وَلَقَدْ بَلَغْنَ قَامُوْسَ الْبَحْرِ هَاتِ يَدَكَ اُبَايِعْكَ عَلَى الْاِسْلَامِ قَالَ فَبَايَعَهٗ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِىْ بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ بَلَغْنَا نَاعُوْسَ الْبَحْرِ وَذُكِرَ حَدِيْثَا اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ يَهْلِكُ كِسْرٰى وَالْاٰخَرُ لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ فِىْ بَابِ الْمَلَاحِمِ.

৫৬১০. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয্‌দে শানুয়া' গোত্রের 'যিমাদ' নামে এক ব্যক্তি একদা মক্কায় আগমন করল। যিমাদ মন্ত্র দ্বারা জ্বিন-ভূতের ঝাড়-ফুঁক করত। সে মক্কার জাহেল নির্বোধ লোকদের কাছে শুনতে পেল যে, মুহাম্মদ ﷺ পাগল হয়ে গেছে। এটা শুনে সে বলল, যদি আমি ঐ ব্যক্তিকে [অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ -কে] দেখতাম তাহলে চিকিৎসা করতাম। হয়তো আমার চিকিৎসায় আল্লাহ তা'আলা তাকে আমার হাতে সুস্থ করে দিতে পারেন। রাবী বলেন, অতঃপর 'যিমাদ' রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে আসল এবং বলল, হে মুহাম্মদ! আমি জ্বিন-ভূতের মন্ত্র পড়ে ঝাড়-ফুঁক করি। যদি তুমি বল আমি তোমার চিকিৎসা করব। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করলেন– [অর্থাৎ] 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমি তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর সাহায্য কামনা করি। তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে কেউই গোমরাহ করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউই সোজা পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই এবং তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।' অতঃপর [রাসূলুল্লাহ ﷺ এ পর্যন্ত বলার পর] যিমাদ বলল, আপনি উক্ত বাক্যগুলো আমাকে পুনরায় শুনান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বাক্যগুলি তিনবার পাঠ করলেন। এতদ্‌শ্রবণে যিমাদ বলল, আমি গণকের কথাও শুনেছি, জাদুকরের কথাও শুনেছি এবং কবিদের কথাও শুনেছি। কিন্তু আপনার এ বাক্যগুলোর মতো এমন বাক্য আমি আর কখনো শুনতে পাইনি। বস্তুত আপনার প্রতিটি বাক্য অথৈ সাগরের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। [মোটকথা, এটা কোনো পাগলের প্রলাপ হতে পারে না।] সুতরাং আপনি আপনার হাতখানা প্রশস্ত করুন। আমি আপনার হাতে ইসলামের বায়'আত করব। রাবী বলেন, তখনই সে রাসূল ﷺ -এর হাতে বায়'আত করল। –[মুসলিম]

[গ্রন্থকার বলেন,] মাসাবীহের কোনো কোনো নুসখায় بَلَغْنَا نَاعُوْسَ الْبَحْرِ -এর স্থলে بَلَغْنَ قَامُوْسَ الْبَحْرِ রয়েছে। আলোচ্য বিষয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস يَهْلِكُ كِسْرٰى এবং হযরত জাবের (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ মালাহেম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِىْ [এ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ নেই।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٦١١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ مِنْ فِيْهِ اِلٰى فِىَّ قَالَ انْطَلَقْتُ فِى الْمُدَّةِ الَّتِىْ كَانَتْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَبَيْنَا اَنَا بِالشَّامِ اِذْ جِئَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اِلٰى هِرَقْلَ قَالَ وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهٖ فَدَفَعَهٗ اِلٰى عَظِيْمِ بُصْرٰى فَدَفَعَهٗ عَظِيْمُ بُصْرٰى اِلٰى هِرَقْلَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هٰهُنَا اَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ يَزْعَمُ اَنَّهٗ نَبِىٌّ قَالُوْا نَعَمْ فَدُعِيْتُ فِىْ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَدَخَلْنَا عَلٰى هِرَقْلَ فَاُجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَيُّكُمْ اَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ يَزْعَمُ اَنَّهٗ نَبِىٌّ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَقُلْتُ اَنَا فَاَجْلَسُوْنِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَجْلَسُوْا اَصْحَابِىْ خَلْفِىْ ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهٖ فَقَالَ قُلْ لَهُمْ اِنِّىْ سَائِلٌ هٰذَا عَنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ يَزْعَمُ اَنَّهٗ نَبِىٌّ فَاِنْ كَذَبَنِىْ فَكَذِّبُوْهُ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْلَا مَخَافَةُ اَنْ يُؤْثَرَ عَلَىَّ الْكَذِبُ لَكَذَبْتُهٗ .

৫৬১১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যম ছাড়াই হাদীসটি সরাসরি আমাকে বলেছেন। তিনি বলেন, আমার ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যে সন্ধি [অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধি]-কালে আমি [তেজারতি সফর উপলক্ষে] সিরিয়া সফর করি। সে সময় তথায় রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একখানা চিঠি আসল। আবূ সুফিয়ান বলেন, উক্ত চিঠিখানা দিহইয়া কালবীই এনেছিলেন। দেহইয়া কালবী পত্রখানা বসরার শাসনকর্তার নিকট প্রদান করলেন এবং বসরার শাসনকর্তা তখন পত্রখানা হিরাক্লিয়াসের নিকটে পেশ করলেন। তখন হিরাক্লিয়াসের উপস্থিত লোকজনকে বলল, এই যে আরব কুরাইশের এক ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করেন, বর্তমানে এখানে [অর্থাৎ সিরিয়ায়] তার কওমের কোনো লোক আছে কি? লোকেরা বলল, হ্যাঁ আছে। আবূ সুফিয়ান বলেন, কুরাইশদের একটি দলের সাথে আমাকেও [হিরাক্লিয়াসের দরবারে] ডাকা হলো। আমরা হিরাক্লিয়াসের নিকট গেলে আমাদেরকে তার সম্মুখেই বসানো হলো। অতঃপর সে আমাদেরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবি করে তোমাদের মধ্যে বংশের দিক হতে কে তার নিকটতম? আবূ সুফিয়ান বললেন, আমি। তখন [সম্রাটের নির্দেশে] লোকেরা আমাকে তার একেবারে নিকট-সম্মুখে এনে বসিয়ে দিল। আর আমার সঙ্গীদেরকে আমার পশ্চাতে বসাল। অতঃপর সম্রাট তার দোভাষীকে ডাকল এবং বলল, তুমি এ লোকদেরকে [আবূ সুফিয়ানের সঙ্গীদেরকে] বল, আমি তাকে [আবূ সুফিয়ানকে] ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করব, যিনি নবী বলে দাবি করেন। যদি ইনি মিথ্যা বলেন, তবে তারা যেন তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে। আবূ সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর কসম! লোকেরা আমার নামে মিথ্যা রটাবে বলে যদি আমার ভয় না হতো, তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাঁর [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর] সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।

ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُوْ حَسَبٍ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكِذْبِ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْلَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ وَمَنْ يَّتَّبِعُهُ اَشْرَافُ النَّاسِ اَمْ ضُعَفَاءُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاءُهُمْ قَالَ اَيَزِيْدُوْنَ اَمْ يَنْقُصُوْنَ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَزِيْدُوْنَ قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَّدْخُلَ فِيْهِ سَخْطَةً لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ اِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ يَكُوْنُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيْبُ مِنَّا وَنُصِيْبُ مِنْهُ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِيْ هٰذِهِ الْمُدَّةِ لَا نَدْرِيْ مَا هُوَ صَانِعٌ فِيْهَا قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَمْكَنَنِيْ مِنْ كَلِمَةٍ اُدْخِلُ فِيْهَا شَيْئًا غَيْرَ هٰذِهِ قَالَ فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ اَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ اِنِّيْ سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيْكُمْ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ فِيْكُمْ ذُوْ حَسَبٍ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِيْ اَحْسَابِ قَوْمِهَا -

অতঃপর সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বলল, তাকে [আবূ সুফিয়ানকে] জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির [নুবয়তের দাবিদারের] বংশ-মর্যাদা কেমন? আমি বললাম, তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত। সে জিজ্ঞাসা করল, তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিলেন? আমি বললাম, না। সে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কি তাঁকে তাঁর এ কথা বলবার পূর্বে কোনো বিষয়ে মিথ্যার অপবাদ দিতে? আমি বললাম, না। সে জিজ্ঞাসা করল, সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে না দুর্বল নিম্নশ্রেণির লোকেরা? আমি বললাম, বরং দুর্বল লোকেরা। সে জিজ্ঞাসা করল, তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে? আমি বললাম, বরং বাড়ছে। সে জিজ্ঞাসা করল, তাদের মধ্যে কেউ কি উক্ত দীনে প্রবেশ করার পর তার প্রতি অসন্তুষ্ট বা বীতশ্রদ্ধ হয়ে তা ত্যাগ করে? আমি বললাম, না। সে জিজ্ঞাসা করল, তাঁর সাথে তোমরা কখনো যুদ্ধ করেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, করেছি। সে জিজ্ঞাসা করল, তার সাথে যুদ্ধে তোমাদের ফলাফল কেমন হয়েছে? আমি বললাম, তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের অবস্থা হয়েছে পালাক্রমে পানির বালতির মতো। কখনো তিনি পান আর কখনো আমরা পাই। কখনো কখনো তিনি আমাদের পক্ষ হতে আক্রান্ত হন, আবার কখনো কখনো তাঁর পক্ষ হতে আমরা আক্রান্ত হই। সে জিজ্ঞাসা করল, তিনি কী অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন? আমি বললাম, না। তবে আমরা তাঁর সঙ্গে একটি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ আছি [অর্থাৎ হোদায়বিয়ার সন্ধি]। জানি না তিনি এ সময়ের মধ্যে কি করবেন। আবূ সুফিয়ান বলেন, এ শেষোক্ত কথাটি ব্যতীত তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কিছু বলার সুযোগ আমি পাইনি। সে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের মধ্য হতে কেউ কি তাঁর পূর্বে কখনো এ ধরনের কথা বলেছিল? আমি বললাম, না। এরপর হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বলল, এবার তুমি তাকে [আবূ সুফিয়ানকে] বল, আমি তোমাকে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তুমি উত্তরে বলেছ, তিনি তোমাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত। বস্তুত এরূপই নবী-রাসূলদেরকে তাদের জাতির উচ্চ বংশেই পাঠানো হয়।

وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَّ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَّ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ سَخْطَةً لَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَّ وَكَذٰلِكَ الْإِيْمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيْدُوْنَ أَمْ يَنْقُصُوْنَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ الْإِيْمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوْهُ فَتَكُوْنُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالاً يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُوْنَ مِنْهُ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُوْنُ لَهَا الْعَاقِبَةُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لاَ يَغْدِرُ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَّ فَقُلْتُ

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিল কিনা? তুমি বলেছ, না। এতে আমি বলব, যদি তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ থাকত, তবে আমি বলতাম, তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চান। আমি তোমাকে তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তারা কি কওমের মধ্যে দুর্বল নাকি শরীফ সম্ভ্রান্ত? তুমি বলেছ, বরং দুর্বল লোকেরাই তাঁর অনুসারী। আসলে [প্রথমাবস্থায়] এরূপ লোকেরাই রাসূলগণের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর এ কথা বলার পূর্বে তোমরা কখনো তাঁকে মিথ্যায় অভিযুক্ত করেছ কি? তুমি বলেছ, না। অতএব আমি বুঝতে পারলাম, তিনি মানুষের সাথে মিথ্যা পরিহার করে চলেন; আর আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলতে যাবেন এটা কখনো হতে পারে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেউ কি তাঁর দীনে প্রবেশ করার পর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে? তুমি বলেছ, না। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের দীপ্তি ও সজীবতা অন্তরের সাথে মিশে গেলে তখন এরূপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর অনুসারী লোকের সংখ্যা বাড়ছে নাকি কমছে? তুমি বলেছ, বরং বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের অবস্থা এরূপই হয়, অবশেষে তা পূর্ণতা লাভ করে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর সাথে তোমরা কোনো যুদ্ধ করেছ কি? জবাবে তুমি বলেছ, হ্যাঁ, যুদ্ধ হয়েছে এবং তাঁর ফলাফল পালাক্রমে পানির বালতির মতো। কখনো তিনি লাভবান হন, আর কখনো তোমরা লাভবান হও। আসলে এভাবে রাসূলদেরকে পরীক্ষা করা হয়। পরিণামে বিজয় তাঁদেরই জন্য। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন কি? তুমি বলেছ, না, ভঙ্গ করেন না। রাসূলদের চরিত্র এরূপই হয় যে, তাঁরা কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের মধ্য হতে কেউ কি তাঁর পূর্বে কখনো এমন কথা [নবী হওয়ার কথা] বলেছিল? তুমি বলেছ, না।

لَوْ كَانَ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ اَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيْلَ قَبْلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ قُلْنَا يَأْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ قَالَ اِنْ يَّكُ مَا تَقُوْلُ حَقًّا فَاِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ اَكُ اَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ اَنِّيْ اَعْلَمُ اَنِّيْ اَخْلُصُ اِلَيْهِ لَاَحْبَبْتُ لِقَائَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَاَهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَقَدْ سَبَقَ تَمَامُ الْحَدِيْثِ فِىْ بَابِ الْكِتَابِ اِلَى الْكُفَّارِ .

এতে আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর পূর্বে কেউ যদি এ কথা [নবী হওয়ার কথা] বলে থাকত তবে আমি বলতাম এ ব্যক্তি পূর্বের কথার অনুবৃত্তি করেছে। আবূ সুফিয়ান বলেন, এরপর সে জিজ্ঞাসা করল, তিনি তোমাদেরকে কি বিষয়ে আদেশ দেন? আমরা বললাম, তিনি আমাদেরকে নামাজ পড়ার, জাকাত দেওয়ার, আত্মীয়স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করবার এবং যাবতীয় পাপাচার হতে বেঁচে থাকার জন্য নির্দেশ করেন। এতদ্‌শ্রবণে হিরাক্লিয়াস বলল, তুমি এ যাবৎ যা কিছু বলেছ, তা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই নবী। অবশ্য আমি জানতাম তিনি আবির্ভূত হবেন। কিন্তু তিনি তোমাদের [আরবদের] মধ্য হতে বের হবেন আমার এ ধারণা ছিল না। আর আমি যদি তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে পারব বলে বিশ্বাস করতাম, তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর সাক্ষাতের প্রত্যাশী হতাম। আর যদি আমি তাঁর কাছে থাকতাম, তবে নিশ্চয়ই তাঁর পদদ্বয় দুয়ে দিতাম। জেনে রাখ! অচিরেই তাঁর রাজত্ব আমার এ দু-পায়ের নিচ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ তিনি অল্প দিনের মধ্যেই গোটা রোম সাম্রাজ্যের মালিক হবেন। আবূ সুফিয়ান বলেন, এরপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সেই চিঠি আনিয়ে পাঠ করল। −[বুখারী ও মুসলিম] পূর্ণ হাদীসটি بَابُ الْكِتَابِ اِلَى الْكُفَّارِ 'কাফেরদের নিকট রাসূল ﷺ -এর পত্র প্রেরণ পরিচ্ছেদে' পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

بَابٌ فِى الْمِعْرَاجِ
মি'রাজের বর্ণনা

"اَلْمِعْرَاجُ" শব্দটি عُرُوْجٌ হতে গঠিত। 'মি'রাজ' উপরে উঠার সিঁড়ি বা সোপানকে বলা হয়। মি'রাজের ঘটনাকে ইসরা শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়। اِسْرَاءٌ [ইসরা] অর্থ– রাত্র বা নিশিভ্রমণ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী–

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ...... اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

এ আয়াতের মধ্যে নবী করীম ﷺ -এর মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসা অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত কোনো এক রাত্রিকালীন পরিভ্রমণের ঘটনাটি 'ইসরা' শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। আর বহুসংখ্যক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করীম ﷺ মসজিদুল হারাম হতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং তথা হতে একই রাত্রে ঊর্ধ্বলোকে গমন ও পরিভ্রমণ করেছেন। বহুসংখ্যক তাফসীরকারদের মতে আল্লাহর বাণী– لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى দ্বারা ঊর্ধ্বলোকে গমন এবং আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ ও অদৃশ্য জগতের অন্যান্য নিদর্শনসমূহ অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সমস্ত ওলামায়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য ও আকিদা– নবী করীম ﷺ -এর নবুয়তপ্রাপ্তির পর মাক্কী জীবনের শেষ দিকে একই রাত্রে তাঁরা ইসরা ও মি'রাজ উভয়টি সংঘটিত হয়েছে। অবশ্য তার তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে রজব মাসের সাতাশ তারিখের রাত্রেই মি'রাজ ঘটেছে। এ অভিমতটিই সর্বসাধারণের কাছে বহুল প্রসিদ্ধ। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ সলফে সালেহীন ও মুসলমানদের বিরাট একটি দলের অভিমত হলো, নবী করীম ﷺ -এর মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরেই হয়েছে এবং তিনি বোরাক নামক একটি বাহনে আরোহণ করে মক্কা হতে বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছেন এবং সেখানে সমস্ত নবীদেরকে নামাজ পড়িয়ে সশরীরে ঊর্ধ্বলোকে গমন করেছেন।

কারো কারো মতে, নবী করীম ﷺ -এর মি'রাজ তাঁর নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নযোগেই হয়েছে। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে, তাঁর মি'রাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٦١٢ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ (رض) اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ اُسْرِىَ بِهٖ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا فِى الْحَطِيْمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِى الْحِجْرِ مُضْطَجِعًا اِذَا اَتَانِىْ اٰتٍ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هٰذِهٖ اِلٰى هٰذِهٖ يَعْنِىْ مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهٖ اِلٰى شِعْرَتِهٖ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِىْ ثُمَّ اُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوْءٍ اِيْمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِىْ ثُمَّ حُشِىَ ثُمَّ اُعِيْدَ

৫৬১২. অনুবাদ : হযরত কাতাদাহ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে, তিনি হযরত মালেক ইবনে সা'সা'আ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নবী ﷺ -কে যে রাত্রে মি'রাজ [আকাশ ভ্রমণ] করানো হয়েছিল, সে রাত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি তাদেরকে [সাহাবীদেরকে] বলেছেন, একদা আমি কা'বার হাতীম অংশে কাত হয়ে শুয়েছিলাম। রাবী [কাতাদাহ] কখনো কখনো [হাতীমের স্থলে] 'হিজর' শব্দ বলেছেন [বস্তুত উভয়টি একই স্থানের নাম।] এমন সময় হঠাৎ একজন আগন্তুক আমার কাছে আসলেন এবং তিনি এ স্থান হতে এ স্থান পর্যন্ত চিরে ফেললেন। অর্থাৎ হলকুমের নিম্নভাগ হতে নাভির উপরিভাগ পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন। অতঃপর তিনি আমার কলব বের করলেন। তারপর ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের থালা আমার কাছে আনা হলো, এরপর আমার কলবকে ধৌত করা হয়, তারপর তাকে ঈমানে পরিপূর্ণ করে আবার পূর্বের জায়গায় রাখা হয়।

وَفِىْ رِوَايَةٍ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ إِيْمَانًا وَحِكْمَةً ثُمَّ أُتِيْتُ بِدَابَّةٍ دُوْنَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصٰى طَرْفِهِ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِىْ جَبْرَئِيْلُ حَتّٰى يَأْتِىَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جَبْرَئِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِىْءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيْهَا اٰدَمُ فَقَالَ هٰذَا أَبُوْكَ اٰدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِىْ حَتّٰى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جَبْرَئِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِىْءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيٰى وَعِيْسٰى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ قَالَ هٰذَا يَحْيٰى وَهٰذَا عِيْسٰى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالَا مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِىْ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جَبْرَئِيْلُ

অপর এক বর্ণনায় আছে– অতঃপর জমজমের পানি দ্বারা পেট ধৌত করা হয়, পরে ঈমান ও হিকমতে তাকে পরিপূর্ণ করা হয়। তারপর আকারে খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধা অপেক্ষা বড় এক সাদা বর্ণের বাহন আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। তাকে বলা হয় 'বোরাক'। তার দৃষ্টি যতদূর যেত, সেখানে তা পা রাখত। [অর্থাৎ তার পথ অতিক্রমের গতিবেগ ছিল দৃষ্টিশক্তির গতিবেগের সমান।] নবী করীম ﷺ বলেন, অতঃপর আমাকে তার উপরে আরোহণ করানো হলো। এবার হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে সঙ্গে নিয়ে [ঊর্ধ্বলোকে] যাত্রা করলেন এবং নিকটতম আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কে? বললেন, [আমি] জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতই না উত্তম। তারপর দরজা খুলে দেওয়া হলো। যখন আমি ভিতরে পৌঁছলাম, তখন সেখানে দেখতে পেলাম হযরত আদম (আ.)-কে। [তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে] হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, ইনি আপনার পিতা হযরত আদম (আ.), তাঁকে সালাম করুন। তখন আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার পুত্র ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে নিয়ে আরো ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ। তারপর দরজা খুলে দেওয়া হলো। যখন আমি ভিতর প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে দেখতে পেলাম হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা (আ.)-কে। তাঁরা দুজন পরস্পর খালাতো ভাই। হযরত জিবরাঈল (আ.) [আমাকে] বললেন, ইনি হলেন হযরত ইয়াহইয়া (আ.) আর উনি হলেন হযরত ঈসা (আ.), আপনি তাঁদেরকে সালাম করুন। যখন আমি সালাম করলাম, তাঁরা উভয়ে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সদর সম্ভাষণ। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে উঠলেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল।

قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ
إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ
جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوْسُفُ قَالَ
هٰذَا يُوْسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ
ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ
الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ حَتّٰى أَتَى السَّمَاءَ
الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ
جِبْرَئِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ
وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ
فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ
فَإِذَا إِدْرِيْسُ فَقَالَ هٰذَا إِدْرِيْسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ
الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ
حَتّٰى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ
قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرَئِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ
مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ
نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ
فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُوْنُ قَالَ هٰذَا
هَارُوْنُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ
قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ
ثُمَّ صَعِدَ بِيْ حَتّٰى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ
فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرَئِيْلُ.

আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ! অতঃপর দরজা খুলে দেওয়া হলো। ভিতরে প্রবেশ করে আমি সেখানে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দেখতে পেলাম। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, ইনি হলেন হযরত ইউসুফ (রা.), তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে নিয়ে আরো উর্ধ্বলোকে যাত্রা করলেন এবং চতুর্থ আসমানে এসে দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ! অতঃপর দরজা খুলে দেওয়া হলো। আমি ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, সেখানে হযরত ইদরীস (আ.)। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, ইনি হযরত ইদরীস (আ.), তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম,অতঃপর তিনি জবাব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। এরপর হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে নিয়ে উর্ধ্বে আরোহণ করলেন এবং পঞ্চম আসমানে এসে দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, কে? বললেন, [আমি] জিবরাঈল। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর অভিনন্দন। তাঁর আগমন বড়ই শুভ! তারপর দরজা খুলে দিলে আমি যখন ভিতরে পৌঁছলাম, সেখানে হযরত হারূন (আ.)-কে দেখতে পেলাম। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, ইনি হযরত হারূন (আ.), তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি জবাব দিলেন। অতঃপর বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর অভিনন্দন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে সঙ্গে নিয়ে আরো উর্ধ্বলোকে উঠলেন এবং ষষ্ঠ আসমানে এসে দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, কে? বললেন, জিবরাঈল।

قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوْسَى قَالَ هٰذَا مُوْسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكٰى قِيْلَ لَهُ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ أَبْكِىْ لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِيْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرَ مِمَّنْ يَّدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِىْ ثُمَّ صَعِدَ بِىْ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرَئِيْلُ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرَئِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيْمُ قَالَ هٰذَا أَبُوْكَ إِبْرَاهِيْمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ رُفِعْتُ إِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرٍ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ اٰذَانِ الْفِيْلَةِ قَالَ هٰذَا سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ قُلْتُ مَا هٰذَانِ يَا جِبْرَئِيْلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِى الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيْلُ وَالْفُرَاتُ ـ

জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ ! পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হলো, তার প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তারা আগমন কতই না উত্তম! তারপর দরজা খুলে দিলে আমি যখন ভিতরে প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে হযরত মূসা (আ.)-কে দেখতে পেলাম। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, ইনি হলেন, হযরত মূসা (আ.), তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি তার জবাব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর অভিনন্দন। অতঃপর আমি যখন তাঁকে অতিক্রম করে অগ্রসর হলাম, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি এজন্য কাঁদছি যে, আমার পরে এমন একজন যুবককে [নবী বানিয়ে] পাঠানো হলো, যার উম্মত আমার উম্মত অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে আরোহণ করলেন। অনন্তর হযরত জিবরাঈল (আ.) দরজা খুলতে বললে জিজ্ঞাসা করা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর অভিনন্দন। তাঁর আগমন কতই না উত্তম! অতঃপর আমি যখন ভিতরে প্রবেশ করলাম সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দেখতে পেলাম। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, ইনি হলেন আপনার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.), তাঁকে সালাম করুন। তখন আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার পুত্র ও নেককার নবীর প্রতি সাদর অভিনন্দন। অতঃপর আমাকে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত উঠানো হলো। আমি দেখতে পেলাম, তার ফল হাজার নামক অঞ্চলের মটকার ন্যায় এবং তার পাতা হাতির কানের মতো। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, এটাই সিদরাতুল মুনতাহা। আমি [তথায়] আরো দেখতে পেলাম চারটি নহর। দুটি নহর অপ্রকাশ্য, আর দুটি প্রকাশ্য। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরাঈল! এ নহরের তাৎপর্য কি? তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য দুটি হলো জান্নাতে প্রবাহিত দুটি নহর। আর প্রকাশ্য দুটি হলো [মিসরের] নীল এবং [ইরাকের] ফোরাত নদী।

ثُمَّ رُفِعَ اِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ثُمَّ اُتِيْتُ بِاِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَاِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَاِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ فَاَخَذْتُ اللَّبَنَ قَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ اَنْتَ عَلَيْهَا وَاُمَّتُكَ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلٰوةُ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى فَقَالَ بِمَا اُمِرْتَ قُلْتُ اُمِرْتُ بِخَمْسِيْنَ صَلٰوةٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيْعُ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً كُلَّ يَوْمٍ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيْفَ لِاُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَوُضِعَ عَنِّيْ عَشْرًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوُضِعَ عَنِّيْ عَشْرًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوُضِعَ عَنِّيْ عَشْرًا فَاُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَاُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ بِمَا اُمِرْتَ قُلْتُ اُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ.

অতঃপর আমাকে ‘বায়তুল মা’মূর’ দেখানো হলো। তারপর আমার সামনে হাজির করা হলো এক পাত্র মদ, এক পাত্র দুধ ও এক পাত্র মধু। তার মধ্য হতে আমি দুধ গ্রহণ করলাম [এবং তা পান করলাম]। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, এটা ‘ফিতরাত’-এর [স্বভাব-ধর্মের] নিদর্শন। আপনি এবং আপনার উম্মত এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। অতঃপর আমার উপর দৈনিক পঞ্চাশ [ওয়াক্ত] নামাজ ফরজ করা হলো। আমি [তা গ্রহণ করে] প্রত্যাবর্তন করলাম। হযরত মূসা (আ.)-এর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি [আমাকে] বললেন, আপনাকে কি করতে আদেশ করা হয়েছে? আমি বললাম, দৈনিক পঞ্চাশ [ওয়াক্ত] নামাজের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ [ওয়াক্ত] নামাজ সম্পাদনে সক্ষম হবে না। আল্লাহর কসম! আপনার পূর্বে আমি [বনী ইসরাঈলের] লোকদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাঈলদের হেদায়েতের জন্য আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছি। অতএব [সে অভিজ্ঞতার আলোকেই আপনাকে বলছি,] আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের পক্ষে [নামাজ] আরো হ্রাস করার জন্য আবেদন করুন। তখন আমি ফিরে গেলাম [এবং ঐভাবে প্রার্থনা জানালে] আল্লাহ তা'আলা আমার উপর হতে দশ [ওয়াক্ত নামাজ] কমিয়ে দিলেন। তারপর আমি হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি এবারও অনুরূপ কথা বললেন। ফলে আমি পুনরায় আল্লাহর কাছে ফিরে গেলাম। তিনি আমার উপর হতে আরো দশ [ওয়াক্ত নামাজ] কমিয়ে দিলেন। আবার আমি হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। তাই আমি [আবার] ফিরে গেলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা আরো দশ [ওয়াক্ত নামাজ] মাফ করে দিলেন। অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ফিরে আসলে আবারো তিনি ঐ কথাই বললেন। আমি আবার ফিরে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য দশ [ওয়াক্ত] নামাজ কম করে দিলেন এবং আমাকে প্রত্যহ দশ [ওয়াক্ত] নামাজের আদেশ করা হলো। আমি হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ফিরে আসলাম। এবারও তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। ফলে আমি পুনরায় ফিরে গেলে আমাকে প্রত্যহ পাঁচ [ওয়াক্ত] নামাজের আদেশ করা হলো। আমি হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে আবার ফিরে আসলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে [সর্বশেষ] কি করতে আদেশ করা হলো? আমি বললাম, আমাকে দৈনিক পাচ [ওয়াক্ত] নামাজের আদেশ করা হয়েছে।

قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيْعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَاِنِّيْ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيْفَ لِاُمَّتِكَ قَالَ سَاَلْتُ رَبِّيْ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ وَلٰكِنِّيْ اَرْضَى وَاُسَلِّمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادٰى مُنَادٍ اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِيْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِيْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

তিনি বললেন, আপনার উম্মত প্রত্যহ পাঁচ [ওয়াক্ত] নামাজ সমাপনে সক্ষম হবে না। আপনার পূর্বে আমি [বনী ইসরাঈলের] লোকদেরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাঈলের হেদায়েতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করেছি, তাই আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো হ্রাস করার প্রার্থনা করুন। নবী করীম ﷺ বললেন, আমি আমার রবের কাছে [কর্তব্য হ্রাসের জন্য] এত অধিকবার প্রার্থনা জানিয়েছি যে, পুনরায় প্রার্থনা জানাতে আমি লজ্জাবোধ করছি, বরং আমি [আল্লাহর এ নির্দেশের উপর] সন্তুষ্ট এবং আমি [আমার ও আমার উম্মতের ব্যাপার] আল্লাহর উপর সোপর্দ করছি। নবী করীম ﷺ বলেন, আমি যখন হযরত মূসা (আ.)-কে অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হলাম, তখন [আল্লাহর পক্ষ হতে] ঘোষণাকারী ঘোষণা দিলেন, আমার অবশ্য পালনীয় আদেশটি আমি জারি করে দিলাম এবং বান্দাদের জন্য সহজ করে দিলাম। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "حَطِيْمٌ" [হাতীম] কা'বা শরীফের উত্তর দিকস্থ দেয়াল হতে দেড় গজ ব্যবধানে একটি চন্দ্রাকৃতির দেয়াল রয়েছে। উক্ত দেয়ালের আভ্যন্তরীণ অংশকে 'হাতীম' বলা হয়। আর حِجْرٌ ["ح" বর্ণে যেরের সাথে] এটাও উক্ত হাতীমকে বলা হয়ে থাকে। এ স্থানটি [অর্থাৎ হাতীম বা হিজর] মূলত কা'বা শরীফের অংশ। মি'রাজ রজনীতে যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল ﷺ -কে নিতে আসলেন তখন তিনি উক্ত স্থানে বিশ্রাম করছিলেন।

−[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৫১]

মূলত হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহইয়া (আ.) পরস্পর খালাতো ভাই নন; বরং হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা হযরত মারইয়াম এবং হযরত ইয়াহইয়া (আ.) পরস্পর খালাতো ভাই-বোন ছিলেন। পিতা বলতে যেমন পিতামহকেও বুঝায়, তদ্রূপ মাতা বলতে মাতামহীকেও বুঝিয়ে থাকে। এ প্রয়োগ মতে হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতামহীকে তার মাতা ধরে উভয়কে খালাতো ভাই বলা হয়েছে।

হযরত মূসা (আ.)-এর কান্না হিংসা-বিদ্বেষের কারণে ছিল না; বরং তাঁর কান্নার কারণ ছিল অনুতাপজনিত− উম্মতে মুহাম্মদীর মোকাবিলায় নিজ উম্মতের অবাধ্যতা স্মরণ করে তাঁর মন তখন ব্যথিত হয়ে উঠে।

'সিদরাতুল মুনতাহা'− সিদরা শব্দের অর্থ কুলবৃক্ষ এবং মুনতাহা শব্দের অর্থ শেষ সীমা। পৃথিবী হতে যা কিছু ঊর্ধ্বলোকে নীত হয়, তা সেখানে গিয়ে থেমে যায়, অতঃপর অপর দিকে যারা রয়েছেন, তারা সেখানে থেকে তা গ্রহণ করে উপরে নিয়ে যান। শেষ সীমার চিহ্নস্বরূপ ঐ স্থানটিতে একটি কূলবৃক্ষ থাকায় উক্ত সীমান্ত চিহ্নকে সিদরাতুল মুনতাহা বলা হয়।

'বায়তুল মা'মূর'− ভূপৃষ্ঠের কা'বাঘরের বরাবর সপ্তম আকাশে অবস্থিত আল্লাহর ইবাদতের একখানা পবিত্র ঘর। দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা এ গৃহে ইবাদতের জন্য প্রবেশ করেন, আবার বের হয়ে যান। যারা একবার বের হয়ে যান, তারা দ্বিতীয়বারর প্রবেশ করেন না। এভাবে প্রত্যহ ফেরেশতাদের নতুন নতুন জামাত এ ঘরের জিয়ারত করে থাকেন।

وَعَنْ ٥٦١٣ ثَابِتٍ نِ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُتِيْتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ اَبْيَضُ طَوِيْلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُوْنَ الْبَغْلِ يَقَعُ حَافِرُهٗ عِنْدَ مُنْتَهٰى طَرْفِهٖ فَرَكِبْتُهٗ حَتّٰى اَتَيْتُ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَرَبَطْتُهٗ بِالْحَلْقَةِ الَّتِيْ تَرْبُطُ بِهَا الْاَنْبِيَاءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِيْ جِبْرَئِيْلُ بِاِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَاِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرَئِيْلُ اِخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ وَسَاقَ مِثْلَ مَعْنَاهُ قَالَ فَاِذَا اَنَا بِاٰدَمَ فَرَحَّبَ بِيْ وَدَعَا لِيْ بِخَيْرٍ وَقَالَ فِي السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاِذَا اَنَا بِيُوْسُفَ اِذَا هُوَ قَدْ اُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ بِيْ وَدَعَا لِيْ بِخَيْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ بُكَاءَ مُوْسٰى وَقَالَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاِذَا اَنَا بِاِبْرَاهِيْمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهٗ اِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ وَاِذَا هُوَ يَدْخُلُهٗ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُوْدُوْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِيْ اِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهٰى فَاِذَا وَرَقُهَا كَاٰذَانِ الْفِيْلَةِ.

৫৬১৩. অনুবাদ : হযরত ছাবেত আল-বুনানী হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার সম্মুখে 'বোরাক' উপস্থিত করা হলো। তা শ্বেত বর্ণের লম্বা কায়াবিশিষ্ট একটি জানোয়ার, গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চর অপেক্ষা ছোট। তার দৃষ্টি যতদূর যেত সেখানে পা রাখত। আমি তাতে আরোহণ করে বায়তুল মুকাদ্দাসে এসে পৌঁছলাম এবং অন্যান্য নবীগণ যে স্থানে নিজেদের সওয়ারি বাঁধতেন, আমিও আমার বাহনকে সেখানে বাঁধলাম। নবী করীম ﷺ বলেন, অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে দু রাকাত নামাজ পড়লাম। তারপর মসজিদ হতে বের হলাম, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার কাছে এক পাত্র মদ ও এক পাত্র দুধ নিয়ে আসলেন। আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনি [ইসলামরূপী] ফিতরাত [স্বভাব-ধর্ম ইসলাম] গ্রহণ করেছেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে আসমানের দিকে নিয়ে চললেন, এর পরবর্তী অংশ ছাবেত বুনানী হযরত আনাস (রা.) হতে পূর্ববর্ণিত হাদীসটির মর্মানুরূপ বর্ণনা করেছেন। [অবশ্য এতে রয়েছে] নবী করীম ﷺ বলেন, হঠাৎ আমি হযরত আদম (আ.)-কে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং আমার জন্য নেক দোয়া করলেন। নবী করীম ﷺ এটাও বলেছেন যে, তিনি তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। তিনি এমন ব্যক্তি যে, তাঁকে [গোটা পৃথিবীর] অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হয়েছে। তিনিও আমাকে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে আমার জন্য নেক দোয়া করলেন। ছাবেত বলেন, এবং এতে হযরত মূসা (আ.)-এর কান্নার বিষয়টি উল্লেখ নেই। নবী করীম ﷺ আরো বলেছেন, সপ্তম আকাশে আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দেখতে পেলাম যে, তিনি বায়তুল মা'মূরের সাথে পিঠ লাগিয়ে বসে আছেন। সে গৃহে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করেন। যারা একবার বের হয়েছেন, তারা পুনরায় আর প্রবেশ করার সুযোগ পাবেন না। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে গেলেন। তার পাতাগুলো হাতির কানের মতো,

وَاِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ مَا غَشِىَ تَغَيَّرَتْ فَمَا اَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا وَاَوْحَى اِلَىَّ مَا اَوْحَى فَفَرَضَ عَلَىَّ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلٰى اُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَاِنِّىْ بَلَوْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ اِلٰى رَبِّىْ فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَلٰى اُمَّتِىْ فَحَطَّ عَنِّىْ خَمْسًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقُلْتُ حَطَّ عَنِّىْ خَمْسًا قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيْفَ قَالَ فَلَمْ اَزَلْ اَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّىْ وَبَيْنَ مُوْسٰى حَتّٰى قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوٰتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرٌ فَذٰلِكَ خَمْسُوْنَ صَلٰوةً مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهٗ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهٗ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ لَهٗ شَيْئًا فَاِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهٗ سَيِّئَةً وَّاحِدَةً

এবং তার ফল মটকার ন্যায়। এরপর উক্ত বৃক্ষটি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে এমন একটি আবৃতকারী বস্তু দ্বারা আবৃত হয়, যাতে তার অবস্থা [উত্তমরূপে] পরিবর্তিত হয় যে, আল্লাহর সৃষ্ট কোনো মাখলুক যার সৌন্দর্যের কোনো প্রকার বর্ণনা দিতে সক্ষম হবে না। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট ওহী পাঠালেন, যা তিনি পাঠিয়েছেন এবং আমার উপরে দৈনিক পঞ্চাশ [ওয়াক্ত] নামাজ ফরজ করলেন। ফিরবার সময় আমি হযরত মুসা (আ.)-এর নিকট আসলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার পরওয়ারদেগার আপনার উম্মতের উপর কি ফরজ করেছেন? আমি বললাম, দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। তিনি আমাকে [পরামর্শস্বরূপ] বললেন, আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং [নামাজের সংখ্যা] হ্রাস করবার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করুন। কেননা আপনার উম্মত এটা [দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ] সম্পাদন করতে সক্ষম হবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি। নবী করীম ﷺ বলেন, তখন আমি আমার রবের কাছে ফিরে গেলাম এবং বললাম, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার উম্মতের উপর হতে হ্রাস করে দিন। তখন আমার উপর হতে পাঁচ [ওয়াক্ত নামাজ] কমিয়ে দিলেন। অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ফিরে এসে বললাম, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর হতে পাঁচ [ওয়াক্ত নামাজ] কমিয়ে দিয়েছেন। হযরত মূসা (আ.) বললেন, আপনার উম্মত তা সম্পাদনেও সমর্থ হবে না। কাজেই আপনি পুনরায় আপনার রবের কাছে যান এবং আরো হ্রাস করার জন্য আবেদন করুন। নবী করীম ﷺ বলেন, আমি এবাবে আমার রব ও হযরত মূসা (আ.)-এর মাঝে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম [এবং বার বার নামাজের সংখ্যা কমিয়ে আনতে থাকলাম। নবী করীম ﷺ বলেন,] সর্বশেষ আমার রব বললেন, হে মুহাম্মদ! দৈনিক ফরজ তো এই পাঁচ নামাজ এবং প্রত্যেক নামাজের ছওয়াব দশ দশ নামাজের সমান। ফলে এটা [পাঁচ ওয়াক্ত] পঞ্চাশ নামাজের সমান। [আমার নীতি হলো,] যে ব্যক্তি কোনো একটি নেক কাজ করবার সংকল্প করবে, কিন্তু তা সম্পাদন করেনি, তার জন্য একটি নেকি লেখা হবে এবং সে কাজটি সম্পাদন করলে তার জন্য দশটি নেকি লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো একটি মন্দ কাজ করবার সংকল্প করে তাকে বাস্তবায়ন না করে, তার জন্য কিছুই লেখা হবে না। অবশ্য যদি সে উক্ত কাজটি বাস্তবায়ন করে, তবে তার জন্য একটি গুনাহই লেখা হবে।

قَالَ فَنَزَلْتُ حَتّٰى انْتَهَيْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ اِلٰى رَبِّىْ حَتّٰى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অতঃপর আমি অবতরণ করে যখন হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট পৌঁছলাম, তখন তাঁকে পূর্ণ বিবরণ জানালাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, আবারও আপনার রবের কাছে যান এবং আরো কিছু কমিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি বললাম, আমি আমার রবের কাছে বার বার গিয়েছি। এখন পুনরায় যেতে আমার লজ্জা হচ্ছে। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ" : 'অতঃপর আমি বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে প্রবেশ করলাম।' এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন, اِسْرَاءٌ অর্থাৎ মসজিদে আকসা তথা বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফরের ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কেরাম একমত এবং কেউই এর বাস্তবতা সম্পর্কে মতানৈক্য করেনি। তবে মসজিদে আকসা হতে আসমান পর্যন্ত সফর অর্থাৎ মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে কিছু সংখ্যক লোক যেমন মু'তাযিলা সম্প্রদায় মতানৈক্য করেছে। আর তাদের এ মতানৈক্যও প্রাচীন ওলামায়ে কেরামের এ মতবাদের উপর ভিত্তি করে যে, আসমান বিদীর্ণ করা ও তাতে অবস্থান করা অসম্ভব। −[মাযাহেরে হক খ. ৭. পৃ. ৬১]

وَعَنْ ٥٦١٤ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ اَبُوْ ذَرٍّ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُرِجَ عَنِّىْ سَقْفُ بَيْتِىْ وَاَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ فَفَرَجَ صَدْرِىْ ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا فَاَفْرَغَهُ فِىْ صَدْرِىْ ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِىْ فَعَرَجَ بِىْ اِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جِئْتُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرَئِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ اِفْتَحْ قَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا جِبْرَئِيْلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ اَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِىْ مُحَمَّدٌ ﷺ فَقَالَ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلٰى يَمِيْنِهِ اَسْوِدَةٌ وَعَلٰى يَسَارِهِ اَسْوِدَةٌ اِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ

৫৬১৪. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে শিহাব (র.) হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আবূ যর (রা.) বর্ণনা করতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি মক্কায় থাকাকালীন এক রাত্রে আমার ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করা হলো এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতরণ করলেন, এরপর আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। তারপর তাকে জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন। অতঃপর জ্ঞান ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণ-পাত্র এনে তাকে বক্ষের মধ্যে ঢেলে দিলেন। তারপর তাকে বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর তিনি [হযরত জিবরাঈল (আ.)] আমার হাত ধরে আমাকে আকাশের দিকে নিয়ে গেলেন। যখন আমি নিকটবর্তী আকাশে উপনীত হলাম, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) আসমানের দ্বার রক্ষীকে বললেন, দরজা খোল। সে বলল, [আপনি] কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। সে বলল, আপনার সঙ্গে আর কেউ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে মুহাম্মদ ﷺ। সে বলল, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর যখন সে দরজা খুলল, তখন আমরা নিকটবর্তী আসমানে আরোহণ করে দেখলাম, সেখানে এক ব্যক্তি বসে আছেন, তাঁর ডান পার্শ্বে বহু মানবাকৃতি এবং তাঁর বাম পার্শ্বেও অনেক মানবাকৃতি। তিনি ডানদিকে তাকালে হাসেন

وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهٖ بَكٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِىِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ لِجَبْرَئِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اٰدَمُ وَهٰذِهِ الْاَسْوِدَةُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ نَسَمُ بَنِيْهِ فَاَهْلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْاَسْوِدَةُ الَّتِىْ عَنْ شِمَالِهٖ اَهْلُ النَّارِ فَاِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِيْنِهٖ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهٖ بَكٰى حَتّٰى عُرِجَ بِىْ اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهٗ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُ قَالَ اَنَسٌ فَذَكَرَ اَنَّهٗ وَجَدَ فِى السَّمٰوٰتِ اٰدَمَ وَاِدْرِيْسَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى وَاِبْرَاهِيْمَ وَلَمْ يَثْبُتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ اَنَّهٗ ذَكَرَ اَنَّهٗ وَجَدَ اٰدَمَ فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَاِبْرٰهِيْمَ فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ ابْنُ حَزْمٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا حَبَّةَ الْاَنْصَارِىَّ كَانَا يَقُوْلَانِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ عُرِجَ بِىْ حَتّٰى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى اَسْمَعُ فِيْهِ صَرِيْفَ الْاَقْلَامِ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَاَنَسٌ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَفَرَضَ اللّٰهُ عَلٰى اُمَّتِىْ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً فَرَجَعْتُ بِذٰلِكَ حَتّٰى مَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَكَ عَلٰى اُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً قَالَ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ فَرَاجَعَنِىْ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى

এবং যখন বামদিকে তাকান, তখন কাঁদেন। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, হে নেককার নবী! হে পুণ্যবান সন্তান! আমি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? বললেন, ইনি হযরত আদম (আ.)। ডানে ও বামে এগুলো তাঁর সন্তানের রূহসমূহ। ডানদিকের এগুলো বেহেশতী এবং বামদিকের এগুলো দোজখী। এজন্য তিনি যখন ডানদিকে তাকান, তখন হাসেন এবং যখন বামদিকে তাকান, তখন কাঁদেন। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানের দিকে উঠলেন এবং দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খোল। তখন সে প্রথম দ্বাররক্ষীর ন্যায় জিজ্ঞাসা করল [তারপর দরজা খুলল]। হযরত আনাস (রা.) বলেন, বর্ণনাকারী হযরত আবূ যর (রা.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ আসমানসমূহে হযরত আদম, ইদরীস, মূসা, ঈসা এবং ইবরাহীম (রা.)-কে পেয়েছেন; কিন্তু তিনি [আবূ যর] তাঁদের অবস্থানের কথা নির্দিষ্টভাবে বলেননি। শুধু এটুকু বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ হযরত আদম (আ.)-কে নিকটবর্তী আকাশে এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ষষ্ঠ আসমানে পেয়েছেন। ইবনে শিহাব বলেন, ইবনে হাযম আমাকে বলেছেন যে, ইবনে আব্বাস ও আবূ হাব্বাহ আনসারী তাঁরা উভয়ে বলতেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, অতঃপর আমাকে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং আমি এক সমতল স্থানে পৌঁছলাম। তথায় আমি কলমের লেখার শব্দ শুনতে পেলাম। ইবনে হায্ম ও হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তখন মহান আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ [ওয়াক্ত] নামাজ ফরজ করলেন। আমি তা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলাম। যখন হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট পৌঁছলাম, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ তা'আলা কি ফরজ করেছেন? আমি বললাম, পঞ্চাশ [ওয়াক্ত] নামাজ ফরজ করেছেন। তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট ফিরে যান। কেননা আপনার উম্মত [এত নামাজ আদায় করতে] সক্ষম হবে না। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) আমাকে ফেরত পাঠালেন। [সুতরাং আমি রবের কাছে গেলাম।] ফলে আল্লাহ তা'আলা কিছু অংশ কম করে দিলেন। অতঃপর আমি পুনরায় হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ফিরে

فَقُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ ارْجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذٰلِكَ فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّيْ ثُمَّ انْطَلَقَ بِيْ حَتَّى انْتَهَى بِيْ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِيْ مَا هِيَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيْهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

আসলাম এবং বললাম, কিছু নামাজ কম করে দিয়েছেন। তিনি পুনরায় বললেন, আবারও যান। কেননা আপনার উম্মত এটাও আদায় করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং আমি আবারও আমার রবের কাছে ফিরে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা আবার কিছু মাফ করে দিলেন। আমি পুনরায় হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ফিরে আসলে তিনি বললেন, আবার যান। আরও কিছু নামাজ হ্রাস করিয়ে আনেন। কেননা আপনার উম্মত এটাও আদায় করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং আমি পুনরায় আমার রবের কাছে গেলাম। এবার আল্লাহ তা'আলা বললেন, এই পাঁচ নামাজই ফরজ, আর তা [মূলত ছওয়াবের দিক দিয়ে] পঞ্চাশ নামাজের সমান। আমার কথার পরিবর্তন হয় না। অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি বললেন, আবারও আপনি আপনার রবের কাছে যান। এবার আমি বললাম, পুনরায় আমার রবের কাছে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং 'সিদরাতুল মুনতাহা'য় পৌঁছলেন। উক্ত বৃক্ষিটিকে বিভিন্ন রঙে ঢেকে ফেলল। প্রকৃতপক্ষে তা কি, তা আমি জানি না। অতঃপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো। দেখতে পেলাম তাতে মুক্তার গম্বুজসমূহ এবং তার মাটি মেশকের। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "فُرِجَ" শব্দটি تَخْفِيْف [সহজকরণ/তাশদীদবিহীন]-এর সাথে মাজহুলের সীগাহ। আর কেউ কেউ তাকে তাশদীদের সাথে অর্থাৎ فُرِّجَ -ও বর্ণনা করেছেন। উভয় সুরতে অর্থ একই হয়। অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করে উপর হতে এসেছেন।

ইসরা এবং মি'রাজের সফরের আরম্ভ কোথা হতে হয়েছে এ ব্যাপারে বাহ্যিক দিক থেকে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে 'হাতীম'-এর এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে 'হিজর'-এর কথা উল্লেখ রয়েছে যেমনটা পূর্ববর্তী হাদীস হতে জানা যায়। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে শি'আবে আবী তালিবের কথা উল্লেখ রয়েছে। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলে কারীম ﷺ -কে নিতে আসলেন তখন তিনি হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর গৃহে বিশ্রাম করছিলেন এবং এ বর্ণনাটিই অধিক প্রসিদ্ধ। এ সকল রেওয়ায়েতের মাঝে উত্তম সামঞ্জস্যবিধান হলো যা ফাতহুল বারী গ্রন্থকার (র.) লিখেছেন অর্থাৎ যে রজনীতে ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা ঘটেছিল রাসূলে কারীম ﷺ হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর গৃহে শায়িত ছিলেন, যা শি'আবে আবী তালিবে অবস্থিত ছিল। সুতরাং হযরত জিবরাঈল (আ.) ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করে রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট আসলেন এবং তাঁকে জাগ্রত করে মসজিদে হারামে কা'বা শরীফের নিকট নিয়ে গেলেন যেখানে 'হাতীম' ও 'হাজর' রয়েছে। রাসূলে কারীম ﷺ 'হাতীমে' শুয়ে পড়লেন। আর যেহেতু ঘুমের ভাব তখনও অবশিষ্ট ছিল তাই তিনি সেখানে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) আবার তাঁকে জাগালেন এবং বক্ষ বিদারণ ইত্যাদি স্তরগুলো অতিক্রম করার পর তাঁকে মসজিদে হারামের দরজায় আনলেন। সেখান থেকে তাঁকে বোরাকে আরোহণ করিয়ে মসজিদে আকসায় নিয়ে গেলেন। অতএব ইসরা ও মি'রাজের সফরের সূচনা মূলত হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর গৃহ হতে হয়, যাকে তিনি 'নিজের ঘর' এ হিসেবে বলেছেন যে, রাসূল ﷺ উক্ত রজনীতে ঐ গৃহেই অবস্থানকারী ছিলেন। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৬৬ ও ৬৭]

وَعَنْ ٥٦١٥ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ لَمَّا أُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْتَهٰى بِهٖ اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَهِىَ فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ اِلَيْهَا يَنْتَهِىْ مَا يُعْرَجُ بِهٖ مِنَ الْاَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَاِلَيْهَا يَنْتَهِىْ مَا يَهْبِطُ بِهٖ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى قَالَ فِرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَاُعْطِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثَلٰثًا اُعْطِىَ الصَّلَوٰتُ الْخَمْسُ وَاُعْطِىَ خَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَّا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ مِنْ اُمَّتِهٖ شَيْئًا وَالْمُقْحِمَاتُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬১৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ভ্রমণ করানো হয়, তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌছানো হয়েছে। আর তা ষষ্ঠ আসমানে অবস্থিত। [তাকে সিদরাতুল মুনতাহা এজন্য বলা হয় যে,] ভূপৃষ্ঠ হতে যা কিছু উর্ধ্বজগতে উত্থিত হয়, তাই তার শেষ সীমা এবং সেখান হতে কোনো মাধ্যমে ব্যতীত তা উপরে উঠিয়ে নেওয়া হয়। [কারণ, ফেরেশতাগণ তার উর্ধ্বে যেতে পারেন না।] আর উর্ধ্বজগত হতে যা কিছু অবতরণ করা হয়, তা সে স্থান পর্যন্ত পৌছে এবং তথা হতে গ্রহণ করা হয় [অর্থাৎ ফেরেশতাগণ নিয়ে যান]। এরপর হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) কুরআন মাজীদের এ আয়াতটি পাঠ করলেন– اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى অর্থাৎ 'যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ছিল তা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়।' [এর ব্যাখ্যায়] তিনি বললেন, এগুলো ছিল স্বর্ণের পতঙ্গ। অতঃপর হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনটি জিনিস প্রদান করা হয়েছে। ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। ২. সূরা বাক্বারার শেষ কয়েকটি আয়াত এবং ৩. নবী করীম ﷺ -এর উম্মতের মধ্য হতে যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেনি, তাদের মাফ করার ওয়াদা দেওয়া হয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : خَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ 'সূরা বাক্বারার শেষ আয়াতগুলো'তে এ উম্মতের প্রতি আল্লাহর অশেষ রহমত ও অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। যথা– অসাধ্য কাজ হতে নিষ্কৃতি দেওয়া বা হ্রাস করা, এ উম্মতের অনেক অনেক অপরাধকে মার্জনা এবং দুশমনের উপর তাদেরকে বিজয়ী করা ইত্যাদি।

সূরা বাক্বারা মূলত মাদানী। আর মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মক্কায়। সুতরাং সম্ভবত সূরা বাক্বারার শেষ আয়াত নবী করীম ﷺ -কে কোনো মাধ্যম ছাড়াই মি'রাজের রাত্রে প্রদান করা হয়েছিল। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে মদিনায় তা পুনরায় অবতীর্ণ করা হয় এবং যথাস্থানে তা স্থাপন করা হয়। –[মিরকাত ও লুমআত]

اَلْمُقْحِمَاتُ অর্থ– اَلْمُهْلِكَاتُ ধ্বংসকারী বস্তুসমূহ, যথা কবীরা গুনাহসমূহ।

وَعَنْ ٥٦١٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ فِى الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْاَلُنِىْ عَنْ مَسْرَاىَ فَسَاَلَتْنِىْ عَنْ اَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ اُثْبِتْهَا فَكُرِبْتُ كَرْبًا مَا كُرِبْتُ مِثْلَهٗ فَرَفَعَهُ اللّٰهُ

৫৬১৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি নিজেকে কা'বাঘরের হাতীমে দণ্ডায়মান দেখলাম। আর কুরাইশের লোকেরা আমাকে আমার মি'রাজের ঘটনাবলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল। তারা আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে এমন কিছু প্রশ্ন করল, যা আমার স্মরণে ছিল না। ফলে আমি এমন অস্থির হয়ে পড়লাম যে, এর পূর্বে অনুরূপ অস্থির আর কখনো হয়নি। তখন আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করে দিলেন, ফলে

لِيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ مَا يَسْأَلُوْنِيْ عَنْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْبَأْتُهُمْ وَقَدْ رَأَيْتُنِيْ فِيْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَاِذَا مُوْسٰى قَائِمٌ يُصَلِّيْ فَاِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَاَنَّهٗ مِنْ رِجَالِ شَنُوْئَةَ وَاِذَا عِيْسٰى قَائِمٌ يُصَلِّيْ اَقْرَبُ النَّاسِ بِهٖ شَبْهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ نِ الثَّقَفِيُّ وَاِذَا اِبْرَاهِيْمُ قَائِمٌ يُصَلِّيْ اَشْبَهُ النَّاسِ بِهٖ صَاحِبُكُمْ يَعْنِيْ نَفْسَهٗ فَحَانَتِ الصَّلٰوةُ فَاَمَمْتُهُمْ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلٰوةِ قَالَ لِيْ قَائِلٌ يَا مُحَمَّدُ هٰذَا مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَبَدَأَنِيْ بِالسَّلَامِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম এবং তারা যে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করত, আমি তা দেখে উত্তম দিতে থাকলাম। আর আমি [মি'রাজের রাতে] নিজেকে নবীদের এক জামাতের মধ্যে দেখতে পেলাম। তখন দেখি হযরত মূসা (আ.) দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন। তিনি একজন মধ্যম গঠনের সামান্য লম্বা, মনে হলো যেন [ইয়েমেন দেশের] শানুয়া গোত্রের লোক। আর হযরত ঈসা (আ.)-কে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে দেখলাম। লোকদের মধ্যে উরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফী হলেন তাঁর অধিক সদৃশ। আবার হযরত ইবরাহীম (আ.)-কেও দাঁড়ানো অবস্থায় নামাজ পড়তে দেখলাম। লোকদের মধ্যে তোমাদের সঙ্গী অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিজেই তাঁর নিকটতম সদৃশ। ইত্যবসরে নামাজের সময় হলো এবং আমিই নামাজে তাদের ইমামতি করলাম। অতঃপর যখন আমি নামাজ শেষ করলাম, তখন কেউ আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ! ইনি হলেন দোজখের দ্বাররক্ষী মালেক, তাঁকে সালাম করুন। নবী করীম ﷺ বলেন, আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকাতেই তিনি আমাকে আগেই সালাম দিলেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ "فَرَفَعَهُ اللّٰهُ لِيْ" : 'অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাস আমার সম্মুখে উপস্থিত করলেন।' কারো মতে ঘরটি অবিকল তাঁর সামনে আনা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, মধ্যখান হতে হেজাব তুলে দেওয়া হয়েছিল।

নবীগণ তাঁদের কবরে জীবিত। আর তাঁদের নামাজ পড়া হলো আত্ম-পরিতৃপ্তি। একে 'রূহানী গেযা'ও বলা যায়।

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِيْ [এ পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ হতে মুক্ত।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٦١٧ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَمَّا كَذَّبَنِيْ قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحَجَرِ فَجَلَّى اللّٰهُ لِيْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ اُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬১৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, [মি'রাজের ব্যাপারে] কুরাইশরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল, তখন আমি কা'বাগৃহের হাতীমে দাঁড়ালাম। তখন আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদখানা আমার সম্মুখে প্রকাশ করে দিলেন। ফলে আমি তার দিকে তাকিয়ে তার চিহ্ন ও নিদর্শনগুলো তাদেরকে বলে দিতে থাকলাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

بَابٌ فِى الْمُعْجِزَاتِ
পরিচ্ছেদ : মু'জিযার বর্ণনা

"اَلْمُعْجِزَاتُ" শব্দটি "اَلْمُعْجِزَةُ" -এর বহুবচন। এটি একটি আরবি শব্দ. عِجْزٌ ধাতু হতে নির্গত। এটি অপারকতা, অসমর্থতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর বিপরীত হলো কুদরত বা সামর্থ্য। এ শব্দটির তাৎপর্য হলো, নবী-রাসূলগণ তাঁদের নবুয়ত ও রেসালাতের স্বপক্ষে যে সমস্ত অলৌকিক নিদর্শন পেশ করেছেন, সমস্ত মাখলুক তার মোকাবিলা করতে অক্ষম ও অপারক। কুরআনে সে সমস্ত মু'জিযাকে اَلْاٰيَاتُ ـ اَلْبَيِّنَاتُ ও اَلْبَرَاهِيْنُ প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে।
আবার নবী করীম ﷺ -এর মু'জিযা তিন প্রকার। যথা–
১. যা তাঁর দেহ হতে বহির্ভূত। যেমন– চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, পাথরের সালাম করা, বৃক্ষ নিকটে আসা, খুঁটির ক্রন্দন করা, হরিণের অভিযোগ করা, মুষ্টির ভিতরের কঙ্করের সাক্ষ্য দেওয়া ইত্যাদি।
২. যা তাঁর দেহের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন– তাঁর পৃথিবীতে আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত পূর্ব বংশ-পরম্পরা একটি নূর বা জ্যোতি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকা; দুই কাঁধের মাঝখানে মোহরে নবুয়ত বিদ্যমান থাকা ইত্যাদি।
৩. তাঁর নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি। আর এর সংখ্যা অনেক। যেমন– তিনি জীবনে কোনো দিন কোনো সময়ে মিথ্যা বলেননি। জীবনে কোনো দিন গর্হিত বা মন্দ কাজ করেননি। যুদ্ধের ময়দান বা শত্রুর সম্মুখ হতে পলায়ন করেননি। তিনি ছিলেন নির্ভীক, অকুতোভয়। সর্বাপেক্ষা দানশীল, আত্মনির্ভরশীল, দুনিয়া-বিমুখ, সত্যভাষী ইত্যাদি তাঁর দোয়া কোনো সময়ই বৃথা যেত না। ফলকথা, নবী করীম ﷺ -এর মু'জিযা ছিল অসংখ্য। আলোচ্য পরিচ্ছেদে সীমিত কতিপয় মু'জিযার আলোচনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٦١٨ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) اِنَّ اَبَا بَكْرٍ نِالصِّدِّيْقَ (رضـ) قَالَ نَظَرْتُ اِلٰى اَقْدَامِ الْمُشْرِكِيْنَ عَلٰى رُءُوْسِنَا وَنَحْنُ فِى الْغَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ نَظَرَ اِلٰى قَدَمِهٖ اَبْصَرَنَا فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اَللّٰهُ ثَالِثُهُمَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬১৮. অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেছেন, [হিজরতের সময়] আমি আমাদের মাথার উপরে মুশরিকদের পা দেখতে পেলাম, যখন আমরা ছওর গুহায় ছিলাম। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তাদের কেউ নিজের পায়ের দিকে তাকায়, তবে সে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবূ বকর! তুমি এমন দুই ব্যক্তির সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ কর, যাদের তৃতীয়জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। –[বুখারী ও মুসলিম]

٥٦١٩ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهٗ قَالَ لِاَبِىْ بَكْرٍ يَا اَبَا بَكْرٍ حَدِّثْنِىْ كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِيْنَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الْغَدِ .

৫৬১৯. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, [পিতা-পুত্র দুজনই প্রখ্যাত সাহাবী] একদা হযরত আযেব হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে বললেন, হে আবূ বকর! আমাকে বলুন তো, যে রাত্রে আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে [হিজরতের উদ্দেশ্যে] সফর করেছিলেন, সে সফরে আপনারা কিরূপ করেছিলেন? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমরা এক রাত্র এবং পরবর্তী দিন পথ চলতে থাকি।

حَتّٰى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ وَخَلَا الطَّرِيْقُ لَا يَمُرُّ فِيْهِ اَحَدٌ فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيْلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهَا الشَّمْسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهَا وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَكَانًا بِيَدِيْ يَنَامُ عَلَيْهِ وَبَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوَةً وَقُلْتُ نَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَنَا اَنْفُضُ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ اَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَاِذَا اَنَا بِرَاعٍ مُقْبِلٍ قُلْتُ اَفِيْ غَنَمِكَ لَبَنٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اَفَتَحْلُبُ قَالَ نَعَمْ فَاَخَذَ شَاةً فَحَلَبَ فِيْ قُعْبٍ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَمَعِيَ اِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْتَوِيْ فِيْهَا يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِظَهُ فَوَافَقْتُهُ حَتّٰى اسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتّٰى بَرَدَ اَسْفَلُهُ فَقُلْتُ اِشْرَبْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ ثُمَّ قَالَ اَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيْلِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقُلْتُ اُتِيْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَارْتَطَمَتْ بِهٖ فَرَسُهٗ اِلٰى بَطْنِهَا فِيْ جَلَدٍ مِنَ الْاَرْضِ -

অবশেষে যখন দ্বিপ্রহর হলো এবং পথঘাট এতটা শূন্য হয়ে পড়ল যে, একটি প্রাণীও তাতে যাতায়াত ও চলাফেরা করছে না। এমন সময় বিরাট একটি লম্বা পাথর আমাদের নজরে পড়ল। তার একপার্শ্বে ছিল ছায়া। সেখানে সূর্যের রোদ পড়ত না। তখন আমরা তথায় অবতরণ করলাম এবং আমি নিজ হাতে নবী করীম ﷺ -এর জন্য কিছুটা জায়গা সমতল করলাম যাতে তিনি শয়ন করতে পারেন। অতঃপর আমি একখানা [চামড়ার] চাদর বিছিয়ে দিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার [নিরাপত্তার] জন্য এদিক-ঐদিক বিশেষভাবে খেয়াল রাখব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ শুয়ে পড়লেন। আমি বের হয়ে চতুর্দিক হতে তাঁকে পাহাড়া দিতে লাগলাম। হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম, একজন মেষচালক তার বকরির পাল নিয়ে পাথরটির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমি বললাম, তুমি কি তা [আমাদের জন্য] দোহন করবে? সে বলল, হ্যাঁ। অতঃপর সে একটি বকরি ধরে আনল। তারপর সে একটি পাত্রে কিছু দুধ দোহন করল। এদিকে আমার নিকটও একটি পাত্র ছিল, যা আমি নবী করীম ﷺ -এর জন্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম, যেন তা দিয়ে তিনি তৃপ্তি সহকারে পানি পান করতে এবং অজু করতে পারেন। অতঃপর আমি [দুধের পেয়ালাটি হাতে করে] নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসলাম। কিন্তু তাকে ঘুম হতে জাগান ভালো মনে করলাম না। কিছুক্ষণ পরে আমি তাকে জাগ্রত অবস্থায় পেলাম। ইত্যবসরে আমি দুধের সাথে [তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে] কিছু পানি মিশ্রিত করলাম। তাতে দুধের নিম্নভাগ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তারপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পান করুন! তিনি পান করলেন, এতে আমি খুবই সন্তুষ্ট হলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাদের রওয়ানা হওয়ার সময় কি এখনো হয়নি? আমি বললাম, হ্যাঁ হয়েছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আমরা রওয়ানা হলাম। এদিকে সুরাকা ইবনে মালেক আমাদের অনুসরণ করেছিল। আমি [তাকে দেখতে পেয়ে] বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! [শত্রু] আমাদের নিকট এসে পড়েছে। তিনি বললেন, চিন্তা করো না। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঙ্গে আছেন। এরপর নবী করীম ﷺ সুরাকার জন্য বদদোয়া করলেন। ফলে তার ঘোড়াটি তাকে নিয়ে পেট পর্যন্ত শক্ত মাটিতে গেড়ে গেল।

فَقَالَ اِنِّىْ اَرَاكُمَا دَعَوْتُمَا عَلَىَّ فَادْعُوْا لِىْ فَاللّٰهُ لَكُمَا اَنْ اَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَا لَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَنَجَا فَجَعَلَ لَا يَلْقٰى اَحَدًا اِلَّا قَالَ كَفَيْتُمْ مَا هٰهُنَا فَلَا يَلْقٰى اَحَدًا اِلَّا رَدَّهٗ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

তখন সুরাকা বলে উঠল, আমার বিশ্বাস তোমরা আমার প্রতি বদদোয়া করেছ। অতএব [আমার আবেদন] তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য দোয়া কর, আল্লাহই তোমাদের সাহায্যকারী। আমি তোমাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছি যে, তোমাদের অন্বেষণকারীদেরকে ফিরিয়ে দেব। তখন নবী করীম ﷺ তার জন্য দোয়া করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। তারপর [ফিরার পথে] যার সাথেই তার দেখা হতো তাকে সে বলত, আমি তোমাদের কাজ সেরে এসেছি। [অর্থাৎ আমি যথেষ্ট খোঁজাখুঁজি করেছি] তারা সেদিকে নেই। এমনিভাবে যার সাথে তার সাক্ষাৎ হতো, তাকেই সে ফিরিয়ে দিত। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٦٢٠ اَنَسٍ (رض) قَالَ سَمِعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ بِمَقْدَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ اَرْضٍ يَخْتَرِفُ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ سَائِلُكَ عَنْ ثَلٰثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا نَبِىٌّ فَمَا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا اَوَّلُ طَعَامِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدَ اِلٰى اَبِيْهِ اَوْ اِلٰى اُمِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ بِهِنَّ جِبْرَئِيْلُ اٰنِفًا اَمَّا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ وَاَمَّا اَوَّلُ طَعَامٍ يَاْكُلُهٗ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوْتٍ وَاِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْاَةِ نَزَعَ الْوَلَدُ وَاِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْاَةِ نَزَعَتْ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ بُهْتٌ وَاِنَّهُمْ اِنْ يَعْلَمُوْا بِاِسْلَامِىْ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَسْئَلَهُمْ يَبْهَتُوْنَنِىْ فَجَاءَتِ الْيَهُوْدُ فَقَالَ اَىُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللّٰهِ فِيْكُمْ قَالُوْا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا -

৫৬২০. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মদিনায় আগমনের সংবাদ শুনতে পেলেন। এ সময় তিনি নিজের এক বাগানে খেজুর পাড়ছিলেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে এসে বললেন, আমি আপনাকে এমন তিনটি প্রশ্ন করব, যা নবী ছাড়া আর কেউই জানে না। ১. কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত কি? ২. বেহেশতবাসীদের সর্বপ্রথম খাদ্য কি? ৩. কিসের কারণে সন্তান [আকৃতিতে] কখনো তার পিতার অনুরূপ হয়, আবার কখনো তার মায়ের মতো হয়? নবী করীম ﷺ বললেন, এ বিষয়গুলো সম্পর্কে হযরত জিবরাঈল (আ.) এইমাত্র আমাকে অবহিত করে গেলেন। কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত হলো একটি আগুন, যা লোকদেরকে পূর্ব দিকে হতে পশ্চিম দিকে সমবেত করে নিয়ে যাবে। আর জান্নাতবাসীগণ সর্বপ্রথম যে খাদ্য খাবে, তা হলো মাছের কলিজার অতিরিক্ত টুকরা। আর [সন্তানের ব্যাপারটি হলো] যদি নারীর বীর্যের উপর পুরুষের বীর্যের প্রাধান্য ঘটে, তবে সন্তান বাপের অনুরূপ হয়। আর যদি নারীর বীর্যের প্রাধান্য ঘটে, তবে সন্তান মায়ের আকৃতি ধারণ করে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলে উঠলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোনো মা'বূদ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। [অতঃপর তিনি বললেন,] ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহুদিরা এমন একটি জাতি, যারা অপবাদ রটনায় অত্যন্ত পটু। আপনি আমার সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার পূর্বে যদি তারা আমার ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে, তবে তারা আমার উপর অপবাদ আনবে। অতঃপর ইহুদিগণ নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ কেমন লোক? তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তির ছেলে। তিনি আমাদের সর্দার এবং আমাদের সর্দারের সন্তান।

فَقَالَ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَسْلَمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ قَالُوْا اَعَاذَهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالُوْا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا فَانْتَقَصُوْهُ قَالَ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُ اَخَافُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আচ্ছা বল তো, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম যদি ইসলাম গ্রহণ করে, [তবে তোমরাও কি ইসলাম গ্রহণ করবে?] তখন তারা বলে উঠল, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তা হতে রক্ষা করুন। এমন সময় আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম [আড়াল হতে] বের হয়ে আসলেন এবং কালেমা উচ্চারণ করে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। তখন তারা [ইহুদিরা] বলতে লাগল, [এ লোকটি] আমাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তির সন্তান। অতঃপর তারা তাঁকে খুব তাচ্ছিল্যভাবে হেয় প্রতিপন্ন করল। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! [এদের ব্যাপারে] আমি এটাই আশঙ্কা করেছিলাম। –[বুখারী]

وَعَنْهُ ٥٦٢١ قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَاوَرَ حِيْنَ بَلَغَنَا اِقْبَالُ اَبِىْ سُفْيَانَ وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ (رض) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ اَمَرْتَنَا اَنْ نُخِيْضَهَا الْبَحْرَ لَاَخَضْنَاهَا وَلَوْ اَمَرْتَنَا اَنْ نَضْرِبَ اَكْبَادَهَا اِلٰى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا قَالَ فَنَدَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى نَزَلُوْا بَدْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ وَيَضَعُ يَدَهٗ عَلَى الْاَرْضِ هٰهُنَا وَهٰهُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ اَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬২১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট [কুরাইশ নেতা] আবূ সুফিয়ানের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ পরামর্শ করলেন, তখন [আনসার নেতা] হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) উঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি আপনি আমাদেরকে সওয়ারি সমেত সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ করেন, তবে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব। আর যদি 'বারকুল গিমাদ' পর্যন্তও আমাদের সওয়ারিকে ছুটে যেতে আদেশ করেন, তা করতেও আমরা প্রস্তুত। হযরত আনাস (রা.) বলেন, এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে নিলেন। এরপর তারা চললেন এবং 'বদর' নামক স্থানে এসে অবতরণ করলেন। এখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা অমুক নিহত হওয়ার স্থান আর তা অমুকের আর তা অমুকের। এ সময় [স্থান চিহ্নিত করার জন্য] তিনি নিজ হাত জমিনে রাখলেন। বর্ণনাকারী বলেন, [যুদ্ধ শেষে] দেখা গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ যার জন্য যে স্থানটি দেখিয়েছিলেন, তাদের একটিও এদিক-সেদিক সরে পড়েনি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অধিকাংশ রেওয়ায়েতে হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.)-এর স্থলে আনসার নেতা সা'দ ইবনে মুআয (রা.)-এর উল্লেখ রয়েছে এবং এটাই অধিক সহীহ। রাসূল ﷺ -এর সাথে আনসারগণ এ অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তারা মদিনার অভ্যন্তরে আক্রমণকারী শত্রুর মোকাবিলা করবেন, কিন্তু নবী করীম ﷺ মদিনার বাইরে যেয়ে আবূ সুফিয়ানের কাফেলা ঠেকাতে যুদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়ে পড়লেন, তাই আনসারদের নিকট হতে নতুনভাবে মতামত গ্রহণ করা জরুরি মনে করলেন। উত্তরে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর সঙ্গে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন।

৫৬২২ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرٍ اَللّٰهُمَّ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَاَخَذَ اَبُوْ بَكْرٍ بِيَدِهٖ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْحَحْتَ عَلٰى رَبِّكَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَثِبُ فِى الدِّرْعِ وَهُوَ يَقُوْلُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৬২২. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, বদর যুদ্ধের দিন নবী করীম ﷺ এ দোয়া করেছেন, তখন তিনি একটি তাঁবুর মধ্যে ছিলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও শত্রুদের হাতে এ মুসলমান জামাত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, তাহলে আজকের পরে আর তোমার ইবাদত [এ পৃথিবীতে] হবে না। এরপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর হাত ধরে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার রবের কাছে অত্যধিক চেয়ে ফেলেছেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ যুদ্ধবর্ম পরিহিত অবস্থায় দ্রুত বাইরে আসলেন এবং এ আয়াতটি পড়লেন, অর্থাৎ শত্রুদল অচিরেই পরাস্ত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : বদরের যুদ্ধের দিন সকালবেলা যখন উভয়পক্ষ মুখামুখি দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত ফয়সালার প্রতীক্ষা করছিল, তখন নবী করীম ﷺ তাঁবুর অভ্যন্তরে আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়ে এ দোয়া ও ফরিয়াদ করেছিলেন। সময়টি ছিল অত্যন্ত নাজুক। কারণ প্রথমবারের মতো হক ও বাতিলের শক্তি পরীক্ষা ছিল এই যুদ্ধ।

৫৬২৩ وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ هٰذَا جِبْرَئِيْلُ اٰخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهٖ عَلَيْهِ اَدَاةُ الْحَرْبِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৬২৩. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, বদর যুদ্ধের দিন নবী করীম ﷺ বললেন, এই তো হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর ঘোড়ার মাথা [লাগাম] ধরে আছেন। তিনি যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : আলোচ্য হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ -এর যে মু'জিযার উল্লেখ রয়েছে তা হলো, বদর যুদ্ধের দিন হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখেন যে তিনি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কাফেরদেরকে পরাজিত করতে এবং মুসলমানগণকে বিজয় দানের জন্য আসমান হতে অবতরণ করেন।

প্রকাশ থাকে যে, 'বদর' মূলত একটি কূপের নাম, যা মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী অংশে মদিনা হতে চার মঞ্জিল ব্যবধানে অবস্থিত। মক্কার কাফের ও মুসলমানদের মাঝে অনুষ্ঠিত এটি প্রথম নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধ, যা ১৭ রমজান দ্বিতীয় হিজরির জুমার দিন সংঘটিত হয়। উক্ত 'বদর' নামী কূপের নিকটবর্তী ময়দানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বিধায় উক্ত যুদ্ধকে 'বদর যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হয়। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৮৮]

৫৬২৪ وَعَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِىْ اَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَمَامَهٗ اِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهٗ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُوْلُ اَقْدِمْ حَيْزُوْمُ

৫৬২৪. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেদিন [বদর যুদ্ধের দিন] জনৈক মুসলমান তার সম্মুখস্থ একজন মুশরিকের পিছনে ধাওয়া করছিলেন, এমন সময় তিনি তার উপর হতে একটি চাবুকের আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং এক অশ্বারোহীর আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বলছিলেন, 'হে হাইযুম! [হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার নাম] অগ্রসর হও।"

إِذْ نَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ خَرَّ مُسْتَلْقِيًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذٰلِكَ أَجْمَعُ فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقْتَ ذٰلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَقَتَلُوْا يَوْمَئِذٍ سَبْعِيْنَ وَأَسَرُوْا سَبْعِيْنَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

এ সময় তিনি দেখতে পেলেন, সে সম্মুখস্থ মুশরিক ব্যক্তি চিত হয়ে পড়ে আছে। অতঃপর তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তার নাকের উপর আঘাতের চিহ্ন এবং মুখ ফেটে রয়েছে। চাবুকের আঘাতের ন্যায় সমস্ত জায়গা নীল বর্ণ হয়ে রয়েছে। অতঃপর সে আনসারী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে ঘটনাটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তুমি সত্যই বলেছ। তিনি তৃতীয় আসমানের সাহায্যকারী ফেরেশতাদের একজন ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুসলমানগণ সেদিন [বদরের দিন] সত্তরজন মুশরিককে হত্যা এবং সত্তরজনকে বন্দি করেছিলেন। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٦٢٥ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ (رض) قَالَ رَأَيْتُ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ يُقَاتِلَانِ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ يَعْنِيْ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬২৫. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ডানে ও বামে সাদা পোশাক পরিহিত দুজন লোককে দেখলাম, তারা [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর] প্রতিরক্ষার জন্য প্রচণ্ডভাবে লড়াই করছেন। ঐ দুজনকে আমি পূর্বেও কোনোদিন দেখিনি কিংবা পরেও কোনো দিন দেখিনি। অর্থাৎ তারা ছিলেন হযরত জিবরাঈল ও হযরত মিকাঈল (আ.)। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٦٢٦ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ رَهْطًا إِلَى أَبِيْ رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَتِيْكٍ بَيْتَهُ لَيْلًا وَهُوَ نَائِمٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَتِيْكٍ فَوَضَعْتُ السَّيْفَ فِيْ بَطْنِهِ حَتّٰى أَخَذَ فِيْ ظَهْرِهِ فَعَرَفْتُ أَنِّيْ قَتَلْتُهُ فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْأَبْوَابَ حَتّٰى انْتَهَيْتُ إِلٰى دَرَجَةٍ فَوَضَعْتُ رِجْلِيْ فَوَقَعْتُ فِيْ لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتْ سَاقِيْ فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ فَانْطَلَقْتُ إِلٰى أَصْحَابِيْ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ .

৫৬২৬. অনুবাদ : হযরত বারা [ইবনে আযেব] (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ একদল লোক [ইহুদি নেতা] আবূ রাফে'কে হত্যার উদ্দেশ্যে পাঠালেন। সে দলের মধ্য হতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) এক রাত্রে তার [আবূ রাফে'র] গৃহে প্রবেশ করলেন, তখন সে [আবূ রাফে'] ঘুমিয়ে ছিল এবং সে অবস্থায় তাকে হত্যা করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (রা.) বলেন, আমি তরবারি তার পেটের উপর ধরলাম এবং তা পিঠ পর্যন্ত পৌঁছল। তখন আমি নিশ্চিত হলাম যে, তাকে হত্যা করেছি। অতঃপর আমি একটি একটি করে দরজা খুলে [ফিরে আসার পথে] সিঁড়িতে পৌঁছলাম। তা ছিল চাঁদনি রাত, তাই [দু-এক ধাপ থাকতেই সিঁড়ি শেষ হয়েছে ভেবে] নীচে পা রাখতেই আমি পড়ে গেলাম। ফলে আমার পায়ের গোছার হাড় ভেঙ্গে গেল। তখন আমি পাগড়ি দিয়ে ভাঙ্গা পা-টি বেঁধে ফেললাম। তারপর আমি আমার সঙ্গীদের কাছে আসলাম। অবশেষে নবী করীম ﷺ -এর নিকটে পৌঁছে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম।

فَقَالَ اُبْسُطْ رِجْلَكَ فَبَسَطْتُّ رِجْلِىْ فَمَسَحَهَا فَكَاَنَّمَا لَمْ اَشْتَكِهَا قَطُّ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

তিনি তখন আমাকে বললেন, তোমার পা-খানি মেল। আমি পা মেলে ধরলাম। তিনি সে পা-টির উপর হাত বুলালেন। এতে আমার পা এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেল, যেন তাতে আমি কখনো কোনো আঘাতই পাইনি।

–[বুখারী]

وَعَنْ ٥٦٢٧ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ اِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَاءُوا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالُوْا هٰذِهٖ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِى الْخَنْدَقِ فَقَالَ اَنَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهٗ مَعْصُوْبٌ بِحَجَرٍ وَلَبِثْنَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ لَا نَذُوْقُ ذَوَاقًا فَاَخَذَ النَّبِىُّ ﷺ الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيْبًا اَهْيَلَ فَانْكَفَأْتُ اِلَى اِمْرَأَتِىْ فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَىْءٌ فَاِنِّىْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ خَمْصًا شَدِيْدًا فَاَخْرَجَتْ جِرَابًا فِيْهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتْ الشَّعِيْرَ حَتّٰى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِى الْبُرْمَةِ ثُمَّ جِئْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَسَارَرْتُهٗ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَتْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَتَعَالَ اَنْتَ وَنَفَرٌ مَّعَكَ فَصَاحَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَهْلَ الْخَنْدَقِ اِنَّ جَابِرًا صَنَعَ سُوْرًا فَحَيَّ هَلًا بِكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِيْنَتَكُمْ حَتّٰى اَجِئَ وَجَاءَ فَاَخْرَجْتُ لَهٗ عَجِيْنًا فَبَصَقَ

৫৬২৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের প্রাক্কালে আমরা পরিখা খনন করছিলাম। এ সময় এক খণ্ড শক্ত পাথর দেখা দিল। তখন লোকেরা এসে নবী করীম ﷺ -কে বলল, পরিখা খননকালে একটি শক্ত পাথর দেখা দিয়েছে [যা কোদাল কিংবা শাবল দ্বারা ভাঙা যাচ্ছে না।] তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আচ্ছা, আমি নিজেই খন্দকে নামব। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন, সে সময় তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও তিনদিন পর্যন্ত কিছুই খেতে পাইনি। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ কোদাল হাতে নিয়ে পাথরটির উপর আঘাত করলে তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে বালুকণায় পরিণত হয়। হযরত জাবের (রা.) বলেন, [নবী করীম ﷺ -কে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে] আমি আমার স্ত্রীর নিকট এসে বললাম, তোমার কাছে কি খাওয়ার মতো কিছু আছে? কেননা আমি নবী করীম ﷺ -কে ভীষণ ক্ষুধার্ত দেখেছি। তখন সে একটি চামড়ার পাত্র হতে এক সা' পরিমাণ যব বের করল আর আমাদের পোষা একটি বকরির বাচ্চা ছিল। তখন আমি সেই বাচ্চাটি জবাই করলাম এবং আমার স্ত্রীও যব পিষল। অবশেষে আমরা হাঁড়িতে গোশত চড়ালাম। অতঃপর নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে তাঁকে চুপে চুপে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের ছোট একটি বকরির বাচ্চা জবাই করেছি। আর এক সা' যব ছিল, আমার স্ত্রী তা পিষেছে, সুতরাং আপনি আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। [হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমার এ কথা শুনে] নবী করীম ﷺ উচ্চৈঃস্বরে সকলকে ডেকে বললেন, হে পরিখা খননকারীগণ! আস, তোমরা তাড়াতাড়ি চল, জাবের তোমাদের জন্য খাবার তৈরি করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি যাও, কিন্তু আমি না আসা পর্যন্ত গোশ্‌তের ডেকচি নামাবে না এবং খামির হতে রুটিও তৈরি করবে না। এরপর তিনি [লোকজনসহ] উপস্থিত হলেন। তখন আমার স্ত্রী আটার খামিরগুলো নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে এগিয়ে দিলে তিনি তাতে মুখের লালা মিশালেন

فِيْهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ اِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ اُدْعِى خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ وَاقْدَحِى مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَاتُنْزِلُوْهَا وَهُمْ اَلْفٌ فَاُقْسِمُ بِاللّٰهِ لَاَكَلُوْا حَتّٰى تَرَكُوْهُ وَانْحَرَفُوْا وَاِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِىَ وَاِنَّ عَجِيْنَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর ডেকচির কাছে অগ্রসর হয়ে তাতেও লালা মিশিয়ে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। এরপর তিনি [আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে] বললেন, তুমি আরো রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাক, যারা তোমার সাথে রুটি বানায় এবং চুলার উপর হতে ডেকচি না নামিয়ে তা হতে নিয়ে পরিবেশন কর। [হযরত জাবের (রা.) বলেন,] সাহাবীদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, সকলে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে চলে যাওয়ার পরও সালুন ভর্তি ডেকচি ফুটছিল এবং প্রথম অবস্থার ন্যায় আটার খামির হতে রুটি প্রস্তুত হচ্ছিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٦٢٨ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِعَمَّارٍ حِيْنَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَيَقُوْلُ بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬২৮. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত আম্মার যখন খন্দক যুদ্ধের পরিখা খনন করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার [ধুলাবালু ঝাড়ার উদ্দেশ্যে] মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, হায়! সুমাইয়ার পুত্রের উপর কত কঠিন সময় আগত, বিদ্রোহী দলটি তোমাকে হত্যা করবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আম্মার (রা.)-এর মাতার নাম সুমাইয়্যা এবং পিতার নাম ইয়াসির। পিতামাতা দুজনই প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইয়াসির স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তবে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে আবূ জাহল তাদেরকে অমানুষিক কষ্ট ও নির্যাতন করেছে। বিশেষ করে মাতা সুমাইয়াকে বর্ষার আঘাতে সে হত্যা করেছে। ইসলামের ইতিহাসে মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম শহীদ।

اَلْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ 'বিদ্রোহী দল' দ্বারা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সেনাদলকে বুঝানো হয়েছে, যারা হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে সিফফীনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হযরত আম্মার (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে সিফফীনের যুদ্ধে হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর সৈন্যদের হাতে শহীদ হয়েছেন।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর সমর্থক দলই হক ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা আরো বলেন যে, উভয় দলের মধ্যে خَطَاءُ اِجْتِهَادِىْ তথা ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো পক্ষের সমালোচনা ছাড়া চুপ থাকাই বাঞ্ছনীয়। –[তা'লীক]

وَعَنْ ٥٦٢٩ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ حِيْنَ اُجْلِىَ الْاَحْزَابُ عَنْهُ اَلْاٰنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِلَيْهِمْ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৬২৯. অনুবাদ : হযরত সুলায়মান ইবনে সুরাদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [খন্দক যুদ্ধের সময় মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে মক্কা হতে আগত] কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী যখন [অকৃতকার্য অবস্থায়] ফিরে যেতে বাধ্য হলো, তখন নবী করীম ﷺ বললেন, এখন হতে আমরাই তাদের উপর আক্রমণ করব। তারা আর আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারবে না, আমরাই তাদের দিকে অগ্রসর হবো। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'এখন হতে আমরাই তাদের উপর আক্রমণ করব।' নবী করীম ﷺ -এর এ বাক্য দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খন্দক যুদ্ধে পরাজয়ের পর কাফেরদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে, এখন হতে তারা আর আক্রমণাত্মক চড়াও হওয়ার সাহস পাবে না। আমরাই তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করব। পরবর্তী ঘটনাবলির দ্বারা এ ভবিষ্যদ্বাণী পুরাপুরি প্রমাণিত হয়।

وَعَنْ ٥٦٣٠ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ لَمَّا رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ أَتَاهُ جِبْرَئِيْلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللّٰهِ مَا وَضَعْتُهُ أُخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلَى بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ أَنَسٌ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِيْ زُقَاقِ بَنِيْ غَنْمٍ مَوْكَبَ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ سَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى بَنِيْ قُرَيْظَةَ .

৫৬৩০. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খন্দকের যুদ্ধ হতে ফিরে আসলেন এবং যুদ্ধের হাতিয়ার রেখে গোসল করলেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) মাথার ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে এসে হাজির হলেন এবং বললেন, আপনি তো অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি এখনো তা পরিত্যাগ করিনি। আপনি তাদের দিকে বের হয়ে পড়ুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোথায়? তখন তিনি বনী কুরায়যার দিকে ইঙ্গিত করলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশ্যে [অভিযানে] বের হয়ে পড়লেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত আনাস (রা.) বলেন, যে সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) বনী কুরায়যার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সওয়ারির পদাঘাতে বনী গনম গোত্রের গলিতে উত্থিত ধুলাবালি যেন আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি।

وَعَنْ ٥٦٣١ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ عَطَشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ قَالُوْا لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ وَنَشْرَبُ إِلَّا مَا فِيْ رَكْوَتِكَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُوْرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُوْنِ قَالَ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا قِيْلَ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشَرَةَ مِائَةً . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬৩১. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিবসে লোক পিপাসার্ত হয়ে পড়ল। সে সময় একটি চামড়ার পাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে ছিল। তিনি তা হতে অজু করলেন। অতঃপর লোক তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার চর্মপাত্রের পানি ছাড়া আমাদের কাছে পান করার বা অজু করার মতো কোনো পানি নেই। তখন নবী করীম ﷺ তাঁর হাত উক্ত পাত্রে রাখলেন। ফলে সঙ্গে সঙ্গেই তার আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী জায়গা হতে ঝরনাধারার মতো পানি ফুটে বের হতে লাগল। হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা সেই পানি [তৃপ্তি সহকারে] পান করলাম এবং তা দিয়ে আমরা অজু করলাম। হযরত জাবের (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, সংখ্যায় আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, একলাখ হলেও সে পানিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু তখন আমাদের সংখ্যা ছিল পনেরো শত। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে অংশগ্রহণকারী সাহাবীর সংখ্যা বর্ণনায় তিন প্রকারের রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। যথা– তেরোশত, চৌদ্দশত ও পনেরোশত। তবে প্রকৃত সংখ্যা ছিল চৌদ্দশতেরও কিছু বেশি। সুতরাং পনেরোশত বর্ণনাকারী ভগ্নাংশ উল্লেখ না করে অখণ্ড সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। চৌদ্দশত বর্ণনাকারী ভগ্নাংশ সংখ্যা বাদ দিয়ে বলেছেন। আর তেরোশত বর্ণনাকারীগণ সঠিক সংখ্যা জানা না থাকায় অনুমানের ভিত্তিতে বলেছেন।

٥٦٣٢ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعَ عَشَرَةَ مِائَةً يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتْرُكْ فِيْهَا قَطْرَةً فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلٰى شَفِيْرِهَا ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فِيْهَا ثُمَّ قَالَ دَعُوْهَا سَاعَةً فَأَرْوَوْا أَنْفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ حَتّٰى ارْتَحَلُوْا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৬৩২. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে আমরা চৌদ্দশত ছিলাম। হুদায়বিয়া একটি কূপের নাম। উক্ত কূপ হতে পানি তুলতে তুলতে তার সবটুকু পানি আমরা নিঃশেষ করে ফেললাম। এমনকি আমরা তাতে এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট রাখিনি। অতঃপর নবী করীম ﷺ -এর কাছে এ সংবাদটি পৌঁছলে তিনি আসলেন এবং কূপটির পাড়ে এসে বসলেন। এরপর তিনি এক পাত্র পানি চেয়ে এনে অজু করলেন এবং কুল্লি করলেন। তারপর দোয়া করলেন। অতঃপর উক্ত পানি কূপের ভিতরে ঢেলে দিলেন এবং বললেন, কিছু সময়ের জন্য তোমরা এই কূপ হতে পানি তোলা বন্ধ রাখ। এরপর সকলে নিজে এবং সওয়ারির জানোয়ারসমূহ এ স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত সে পানি তৃপ্তি সহকারে ব্যবহার করলেন। –[বুখারী]

٥٦٣٣ - وَعَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِيْ رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ كُنَّا فِيْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاشْتَكٰى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطْشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا كَانَ يُسَمِّيْهِ أَبُوْ رَجَاءٍ وَنَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ اِذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا اِمْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيْحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنْزَلُوْهَا عَنْ بَعِيْرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ .

৫৬৩৩. অনুবাদ : হযরত আওফ আবূ রাজা হতে এবং তিনি হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একবার আমরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে এক সফরে ছিলাম। লোকেরা তাঁর নিকট পিপাসার অভিযোগ করল। তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং অমুককে ডাকলেন। আবূ রাজা তার নাম বলেছিলেন; কিন্তু আওফ তা ভুলে গেছেন তিনি হযরত আলী (রা.)-কেও ডাকলেন। অতঃপর তাদেরকে বললেন, তোমরা দুজন যাও এবং পানির তালাশ কর। তাঁরা উভয়ে রওয়ানা হলেন এবং পথিমধ্যে এমন একটি মহিলার সাক্ষাৎ পেলেন, যে একটি সওয়ারির [উটের] পিঠে দুই দিকে পানির দুটি মশক বা দুটি থলি রেখে নিজে মাঝখানে বসে যাচ্ছে। তখন তাঁরা মহিলাটিকে নবী করীম ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসলেন এবং লোকেরা মহিলাটিকে তার উটের পিঠ হতে নিচে নামতে বলল এবং নবী করীম ﷺ একটি পাত্র আনালেন।

فَفَرَّغَ فِيْهِ مِنْ اَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ وَنُوْدِيَ فِي النَّاسِ اِسْقُوْا فَاسْتَقُوْا قَالَ فَشَرِبْنَا عِطَاشًا اَرْبَعِيْنَ رَجُلًا حَتّٰى رَوَيْنَا فَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَقَدْ اَقْلَعَ عَنْهَا وَاِنَّهُ لَيُخَيَّلُ اِلَيْنَا اَنَّهَا اَشَدُّ مِلْئَةً مِنْهَا حِيْنَ ابْتَدِئَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

তারপর তিনি মশক দুটির মুখ হতে এতে পানি ঢেলে নিলেন। আর লোকদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা নিজেরাও পান কর এবং পশুদেরকেও পান করাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা চল্লিশজন পিপাসার্ত ব্যক্তি পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলাম এবং আমাদের সাথে যতগুলো মশক ও অন্যান্য পাত্র ছিল সেগুলোও প্রত্যেকটি পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করে নিলাম। বর্ণনাকারী ইমরান বলেন, আল্লাহর কসম! যখন আমাদেরকে পানির মশক হতে পৃথক করা হলো, [অর্থাৎ পানি নেওয়া শেষ হলো,] তখন আমাদের এমন মনে হচ্ছিল, যেন মশকটি প্রথম অবস্থার তুলনায় আরো অনেক বেশি ভরা রয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

٥٦٣٤ - وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى نَزَلْنَا وَادِيًا اَفْيَحَ فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْضِيْ حَاجَتَهُ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ وَاِذَا شَجَرَتَيْنِ شَاطِئَ الْوَادِيْ فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَحَدِهِمَا فَاَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ اَغْصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِيْ عَلَيَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيْرِ الْمَخْشُوْشِ الَّذِيْ يُصَانِعُ قَائِدَهُ حَتّٰى اَتَى الشَّجَرَةَ الْاُخْرٰى فَاَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ اَغْصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِيْ عَلَيَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذٰلِكَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا قَالَ الْتَئِمَا عَلَيَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ فَالْتَأَمَتَا فَجَلَسْتُ اُحَدِّثُ نَفْسِيْ فَحَانَتْ مِنِّيْ لَفْتَةٌ فَاِذَا اَنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُقْبِلًا وَاِذَا الشَّجَرَتَيْنِ قَدِ افْتَرَقَتَا فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلٰى سَاقٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬৩৪. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যাচ্ছিলাম। চলার পথে আমরা একটি প্রশস্ত ময়দানে অবতরণ করলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজত পূরণ করার জন্য গেলেন, কিন্তু আড়ার করবার জন্য তিনি কিছুই পেলেন না। এ সময় হঠাৎ ময়দানের এক কিনারে দুটি গাছ দেখা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার একটির কাছে গেলেন এবং তার একটি ডাল ধরে বললেন, আল্লাহর হুকুমে তুমি আমার অনুগত হও। তৎক্ষণাৎ গাছটি এমনভাবে তার অনুগত হলো, যেমন নাকে রশি লাগানো উট তার চালকের অনুগত হয়ে থাকে। এবার তিনি দ্বিতীয় বৃক্ষটির কাছে যেয়ে তার একটি শাখা ধরে বললেন, আল্লাহর নির্দেশে তুমি আমার অনুগত হও। সুতরাং বৃক্ষটি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রতি অনুরূপ ঝুঁকে পড়ল। অবশেষে যখন তিনি উভয় বৃক্ষের মধ্যখানে যেয়ে দাঁড়ালেন, তখন বললেন, আল্লাহর হুকুমে তোমরা উভয়ে আমার জন্য মিলিত হয়ে যাও। তখনই তারা মিলিত হয়ে গেল [এবং তিনি তার আড়ালে হাজত পূরণ করলেন।] বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি বসে এই অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম। এ অবস্থায় হঠাৎ আমি একদিকে তাকাতেই দেখি, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশরীফ এনেছেন। আর বৃক্ষ দুটিকেও দেখলাম তারা পুনরায় পৃথক হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকটি আপন আপন জায়গায় গিয়ে যথারীতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٦٣٥ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ (رض) قَالَ رَأَيْتُ اَثَرَ ضَرْبَةٍ فِىْ سَاقِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ فَقُلْتُ يَا اَبَا مُسْلِمٍ مَا هٰذِهِ الضَّرْبَةُ قَالَ ضَرْبَةٌ اَصَابَتْنِىْ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ اُصِيْبَ سَلَمَةُ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَنَفَثَ فِيْهِ ثَلٰثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتّٰى السَّاعَةِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৬৩৫. অনুবাদ : হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবূ ওবায়দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা.)-এর পায়ের গোছায় আঘাতের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ মুসলিম! আঘাতটি কিসের? তিনি বললেন, এ আঘাত খায়বর যুদ্ধে লেগেছিল। [আঘাত এত বেশি লেগেছিল যে,] লোকেরা বলাবলি করছিল, সালামা মৃত্যুবরণ করেছেন। হযরত সালামা (রা.) বলেন, অতঃপর আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসলাম। তিনি আমার জখমের উপর তিনবার ফুঁ দিলেন, ফলে সে সময় হতে অদ্যাবধি আর আমার কোনো প্রকারের কষ্ট হয়নি। −[বুখারী]

وَعَنْ ٥٦٣٦ اَنَسٍ (رض) قَالَ نَعَى النَّبِىُّ ﷺ زَيْدًا وَ جَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ اَنْ يَّأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ اَخَذَ الرَّأْيَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَ جَعْفَرٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتّٰى اَخَذَ الرَّأْيَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ يَعْنِىْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৬৩৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা, জা'ফর ইবনে আবূ তালিব ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার মৃত্যু সংবাদ যুদ্ধের ময়দান হতে আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। রণক্ষেত্রের বিবরণ তিনি এভাবে দিয়েছেন− যায়েদ পতাকা হাতে নিয়েছে, সে শহীদ হয়েছে। তারপর জা'ফর পতাকা হাতে নিয়েছে, সেও শহীদ হয়েছে। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধরেছে, সেও শহীদ হয়েছে। [বর্ণনাকারী বলেন,] এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুধারা প্রবাহিত ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর তরবারিসমূহের এক তরবারি [অর্থাৎ খালেদ ইবনে ওয়াকলীদ (রা.)] ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের উপর মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেছেন। −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইসলামের ইতিহাসে এটা মুতার যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। ৮ম হিজরিতে সিরিয়ার বাল্‌কা ও বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী 'মুতা' নামক স্থানে খ্রিস্টানদের সাথে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

'খালেদ সাইফুল্লাহ।' − পর পর তিনজন সেনাপতির শাহাদাতের পর হযরত খালেদ (রা.)-এর নেতৃত্বেই মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিনই তাকে 'সাইফুল্লাহ' বা আল্লাহর তলোয়ার উপাধিতে ভূষিত করেন। এ ঘটনা প্রসঙ্গে উস্তাদুল মুহতারাম, শায়খুল আরব ওয়াল আজম মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) বলেছেন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.) যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হওয়ার জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা ও আশাবাদী ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর নবী তাকে আল্লাহর তরবারি বলে আখ্যায়িত করেছেন। কাজেই আল্লাহর তলোয়ার শত্রুর আঘাতে ভোঁতা কিংবা ভাঙতে পারে না। ফলে তিনি বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও শহীদ হবার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেননি। অবশেষে তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ)

وَعَنْ ٥٦٣٧ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُوْنَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُوْنَ مُدْبِرِيْنَ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ وَاَنَا اٰخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَكُفُّهَا اِرَادَةً اَنْ لَا تُسْرِعَ وَاَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ اٰخِذٌ بِرِكَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيْ عَبَّاسُ نَادِ اَصْحَابَ السَّمُرَةِ فَقَالَ عَبَّاسٌ وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا فَقُلْتُ بِاَعْلٰى صَوْتِيْ اَيْنَ اَصْحَابُ السَّمُرَةِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَكَاَنَّ عَطْفَتُهُمْ حِيْنَ سَمِعُوْا صَوْتِيْ عَطْفَةَ الْبَقَرَةِ عَلٰى اَوْلَادِهَا فَقَالُوْا يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ قَالَ فَاقْتَتَلُوْا وَالْكُفَّارَ وَالدَّعْوَةُ فِي الْاَنْصَارِ يَقُوْلُوْنَ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلٰى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلٰى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا اِلٰى قِتَالِهِمْ فَقَالَ هٰذَا حِيْنَ حَمِيَ الْوَطِيْسُ ثُمَّ اَخَذَ حَصَيَاتٍ فَرَمٰى بِهِنَّ وُجُوْهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ اِنْهَزَمُوْا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلَّا اَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ فَمَازِلْتُ اَرٰى حَدَّهُمْ كَلِيْلًا وَاَمْرَهُمْ مُدْبِرًا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬৩৭. অনুবাদ : হযরত আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে শরিক ছিলাম। যখন মুসলমানগণ ও কাফেররা মুখোমুখি হলো, তখন মুসলমানগণ ময়দান হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের সওয়ারি খচ্চরকে তাড়া দিয়ে কাফেরদের দিকে অগ্রসর হলেন। [বর্ণনাকারী হযরত আব্বাস (রা.) বলেন,] আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলাম এবং আমি তাঁকে অগ্রসর হতে বাধা দিচ্ছিলাম, যেন তা দ্রুত কাফেরদের দলের মধ্যে ঢুকে না পড়ে এবং আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেছ ধরে রেখেছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সওয়ারির গদি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আব্বাস! সামুরা গাছের নিচে বায়'আত গ্রহণকারীদেরকে আহ্বান করুন। হযরত আব্বাস (রা.) ছিলেন উচ্চৈঃস্বর-বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি বলেন, তৎক্ষণাৎ আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়ে বললাম, আসহাবে সামুরাগণ কোথায়? হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমার আওয়াজ [আহ্বান] শুনার সাথে সাথেই আসহাবে সামুরাগণ এমনভাবে দৌড়িয়ে ময়দানে এসে উপস্থিত হলেন, যেমন গাভী তার বাছুরের দিকে দৌড় দেয়। আর তারা ধ্বনি দিতে থাকল– يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ 'ইয়া লাব্বাইক, ইয়া লাব্বাইক।' আমরা উপস্থিত! আমরা উপস্থিত। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, অতঃপর মুসলমানগণ কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেল। অপরদিকে আনসারদের মধ্যে এ ধ্বনি উচ্চারিত হয়– হে আনসার সম্প্রদায়! হে আনসার সম্প্রদায়! [শত্রু নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়।] হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, অতঃপর তাদের ধ্বনি [একমাত্র] বনী হারেছ ইবনে খাযরাজের উপর সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। [আনসারদের মধ্যে এ গোত্রটিই ছিল সর্বাপেক্ষা বড়।] এই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় সওয়ারি খচ্চরের উপরে থেকে মাথা উঠিয়ে যুদ্ধের অবস্থার দিকে তাকালেন এবং বললেন, এখনই যুদ্ধ জ্বলে উঠেছে। অতঃপর তিনি একমুষ্টি কঙ্কর হাতে নিয়ে কাফেরদের মুখের প্রতি নিক্ষেপ করলেন, তারপর বললেন, মুহাম্মদের রবের শপথ! কাফেরদল পরাজিত হয়েছে। [বর্ণনাকারী হযরত আব্বাস (রা.) বলেন,] আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তাদের এ পরাজয় কেবলমাত্র তাঁর [রাসূল ﷺ -এর] কঙ্কর নিক্ষেপের দ্বারাই ঘটেছে। অতঃপর আমি যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত সর্বক্ষণ তাই দেখতে পেলাম যে, তাদের তলোয়ার ও বর্শার ধার ভোঁতা হয়ে পড়েছে এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাচ্ছে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে নবী করীম ﷺ -এর মু'জিযা দুটি। একটি 'তারা পরাজিত হয়েছে' যুদ্ধ চলাকালে এ ভবিষ্যদ্বাণী। অপরটি হলো, কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে সাথেই কাফের দলের নিস্তেজ হয়ে পড়া।

وَعَنْ ٥٦٣٨ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عُمَارَةَ فَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللّٰهِ مَا وَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنْ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ كَثِيْرُ سِلَاحٍ فَلَقُوْا قَوْمًا رُمَاةً لَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ فَرَشَقُوْهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُوْنَ يُخْطِئُوْنَ فَاَقْبَلُوْا هُنَاكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَأَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُوْدُهُ فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ وَقَالَ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ * أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ثُمَّ صَفَّهُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَلِلْبُخَارِيِّ مَعْنَاهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ الْبَرَاءُ كُنَّا وَاللّٰهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِيْ بِهِ وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِيْ يُحَاذِيْ بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ .

৫৬৩৮. অনুবাদ : হযরত আবূ ইসহাক [সারিয়ী] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করল, হে আবূ উমারা! হুনাইনের যুদ্ধের দিন কি তোমরা কাফেরদের মোকাবিলা হতে পলায়ন করেছিলে? জবাবে তিনি বললেন, নিশ্চয় না, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। [অবশ্য] সাহাবীদের কতিপয় যুবক, যাদের কাছে তেমন বেশি কিছু হাতিয়ার ছিল না, তারা তীর নিক্ষেপকারী কাফেরদের আওতায় পড়ে গিয়েছিল। তারা তীরন্দাজীতে এত পটু ছিল যে, তাদের একটি তীরও জমিনে পড়ত না। ফলে তাদের নিক্ষিপ্ত প্রতিটি তীর ঐ সমস্ত যুবক [মুসলমান সৈনিকদের] উপর পড়তে ভুল হতো না। এ অবস্থায় [দুশমনের সম্মুখ হতে পলায়ন করত] সে সমস্ত যুবকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে পৌছল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর একটি সাদা বর্ণের খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন এবং আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেছ লাগাম ধরে তাঁর সম্মুখে ছিলেন। এ সময় নবী করীম ﷺ খচ্চরের পৃষ্ঠ হতে নামলেন এবং বিজয়ের জন্য [আল্লাহর কাছে] মদদ ও সাহায্যের প্রার্থনা করলেন। আর [এই পঙ্ক্তিটি] উচ্চারণ করলেন, 'আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।' অতঃপর তিনি মুসলমানদেরকে পুনরায় সারিবদ্ধ করলেন। –[মুসলিম] বুখারীর রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হাদীসটির বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। আর বুখারী ও মুসলিমের উভয় বর্ণনায় আছে, হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেছেন, আল্লাহর কসম! যখন যুদ্ধ ভয়ানক আকার ধারণ করত, তখন আমরা নবী করীম ﷺ -এর দ্বারা আত্মরক্ষা করতাম। আর আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই অধিক সাহসী বলে গণ্য হতো, যে ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর পাশাপাশি বরাবর দাঁড়াত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি এবং তিনি ছিলেন সেনাপতি; আর সেনাপতি যুদ্ধের মাঠে অটল থাকলে কিছুসংখ্যক যুবকের পৃষ্ঠ প্রদর্শনের কারণে– তাও যখন সেনাপতির কাছে আশ্রয় নেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল– একে যুদ্ধ হতে পলায়ন করেছেন বলে অভিযোগ আনা ঠিক নয়।

وَعَنْ ٥٦٣٩ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ (رضـ) قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُنَيْنًا فَوَلّٰى صَحَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا غَشُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ عَنِ الْبَغْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنَ الْاَرْضِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهٖ وُجُوْهَهُمْ فَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوْهُ فَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْهُمْ اِنْسَانًا اِلَّا مَلَأَ عَيْنَيْهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ فَوَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ فَهَزَمَهُمُ اللّٰهُ وَقَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬৩৯. **অনুবাদ :** হযরত সালামা ইবনে আকওয়া' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে শরিক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী কাফেরদের মোকাবিলা হতে পলায়ন করলেন। যখন কাফেরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে চতুর্দিক হতে ঘিরে ফেলল, তখন তিনি খচ্চরের পিঠ হতে নিচে নামলেন। অতঃপর তিনি জমিন হতে এক মুষ্টি মাটি তুলে নিলেন। তারপর কাফেরদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে شَاهَتِ الْوُجُوْهُ অর্থাৎ 'তোমাদের মুখ বিবর্ণ হোক' এ অভিশাপ বাক্যটি উচ্চারণ করে তা নিক্ষেপ করলেন। [বর্ণনাকারী বলেন,] তাদের যে কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন [অর্থাৎ উপস্থিত কাফেরদের] প্রত্যেকের চক্ষুদ্বয় উক্ত এক মুষ্টি মাটি দ্বারা ভর্তি হয়ে গেল। ফলে তারা ময়দান হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরাজিত করলেন। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের হতে লব্ধ গনিমতের মালসমূহ মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করলেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসে যেন তিনটি মু'জিযার উল্লেখ রয়েছে– ১. রাসূলে কারীম ﷺ যে এক মুষ্টি মাটি কাফেরদের মুখের দিকে নিক্ষেপ করেন তা তাদের সকলের চোখে পৌঁছে যায়। ২. এত সামান্য মাটি দ্বারা ঐ সকল কাফেরের চক্ষু ভরে গেল যাদের সংখ্যা চার হাজার ছিল। ৩. বাহ্যিক শক্তি ছাড়া শুধুমাত্র সামান্য মাটি ও পাথর দ্বারা এত বড় বাহিনী পরাজিত হলো। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১০৭]

وَعَنْ ٥٦٤٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُنَيْنًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِى الْاِسْلَامَ هٰذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ اَشَدِّ الْقِتَالِ وَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ الَّذِىْ تُحَدِّثُ اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ اَشَدِّ الْقِتَالِ فَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَقَالَ اَمَا اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلٰى ذٰلِكَ

৫৬৪০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। সে যুদ্ধে তাঁর সাথে অংশগ্রহণকারী ইসলামের দাবিদার জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ লোকটি দোজখী। যুদ্ধ শুরু হলে সে ব্যক্তি প্রাণপণ যুদ্ধ করে মারাত্মকভাবে আহত হলো। অতঃপর এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লক্ষ্য করুন! আপনি যে লোকটি সম্পর্কে বলেছেন সে দোজখী, সে আল্লাহর রাস্তায় প্রাণপন লড়াই করে এখন মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় আছে। এবারও তিনি বললেন, সে জাহান্নামি। [বর্ণনাকারী বলেন,] একথা শুনে কারো কারো মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো।

إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَانْتَزَعَ سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهَا فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَدَّقَ اللّٰهُ حَدِيْثَكَ قَدِ انْتَحَرَ فُلَانٌ وَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

এমতাবস্থায় লোকটি ভীষণভাবে জখমের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে নিজের হাতখানা তীরদানের দিকে বাড়িয়ে তীর বের নিল এবং নিজের বক্ষের মধ্যে গেঁথে দিল [অর্থাৎ আত্মহত্যা করল]। এটা দেখে মুসলমানদের কতিপয় লোক দৌড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আপনার কথাটিকে সত্যে পরিণত করেছেন। অমুক লোকটি নিজেই আত্মহত্যা করেছে। এ খবর শোনামাত্রই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন, 'আল্লাহু আকবার।' আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। অতঃপর বললেন, হে বেলাল! উঠ! লোকদের মধ্যে এ ঘোষণা দিয়ে দাও যে, পূর্ণ মুমিন ব্যতীত কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর আল্লাহ তা'আলা [অনেক সময়] বদকার ব্যক্তির দ্বারাও এ দীন ইসলামকে শক্তিশালী করে থাকেন। –[বুখারী]

وَعَنْ ٥٦٤١ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ سُحِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى أَنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتّٰى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدِيْ دَعَا اللّٰهَ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ أَشَعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَفْتَانِيْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ جَاءَنِيْ رَجُلَانِ جَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِيْ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجْعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ الْيَهُوْدِيُّ قَالَ فِيْمَا ذَا قَالَ فِيْ مِشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبِئْرِ

৫৬৪১. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর জাদু করা হয়। ফলে তাঁর অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর ধারণা হতো তিনি কোনো একটি কাজ করেছেন অথচ তা তিনি করেননি। এ অবস্থায় একদিন তিনি আমার নিকট ছিলেন এবং আল্লাহর নিকট বার বার দোয়া করলেন। অতঃপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি অবগত হয়েছ, আমি যা জানতে চেয়েছিলাম আল্লাহ তা'আলা আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। আমার নিকট দুজন লোক [মানব আকৃতিতে দুজন ফেরেশতা] আসে। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল। এরপর তাদের একজন আপন সাথিকে বলল, এ ব্যক্তির অসুখটা কি? বলল, তাঁর উপর জাদু করা হয়েছে। প্রথমজন জিজ্ঞাসা করল, কে তাকে জাদু করেছে? সে জবাব দিল, ইহুদি লবীদ ইবনে আসাম। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, তা কিসের সাহায্যে [করা হয়েছে?] দ্বিতীয় লোকটি বলল, চিরুনি এবং চিরুনিতে ঝরে পড়া চুলের মধ্যে এবং পুরুষ খেজুর গাছের নতুন খোলের মধ্যে। [হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন,] অতঃপর নবী করীম ﷺ তাঁর কতিপয় সাহাবীসহ সে কূপের নিকট গেলেন।

فَقَالَ هٰذِهِ الْبِئْرُ الَّتِىْ اُرِيْتُهَا وَكَانَ مَاءُهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَكَانَ نَخْلُهَا رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ فَاسْتَخْرَجَهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

এরপর বললেন, এটাই সেই কূপ যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। তার পানি মেহেদি নিংড়ানো। আর কূপের আশপাশের খেজুর গাছগুলোর মাথা যেন শয়তানের মাথার মতো। অতঃপর তা কূপ হতে বের করে ফেলেছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : জাদুর প্রভাবে রাসূল ﷺ -এর স্মরণশক্তি কিছুটা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, তাই অনেক বিষয় স্মরণ রাখতে পারতেন না। তাঁর উপর জাদুর ক্রিয়া হওয়া দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাদুর অস্তিত্ব সত্য এবং এটাও প্রমাণিত হয় যে, তিনি জাদুকর ছিলেন না, যেমন কাফেররা বলে। কারণ, জাদুকরের উপর স্বভাবত জাদুর ক্রিয়া হয় না।

وَعَنْ ٥٦٤٢ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُقَسِّمُ قَسْمًا اَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ اِذَا لَمْ اَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ اِنْ لَمْ اَكُنْ اَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ ائْذَنْ لِىْ اَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ دَعْهُ فَاِنَّ لَهُ اَصْحَابًا يَحْقِرُ اَحَدُكُمْ صَلٰوتَهُ مَعَ صَلٰوتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ اِلٰى نَصْلِهِ اِلٰى رُصَافِهِ اِلٰى نَضِيِّهِ وَهُوَ قِدْحُهُ اِلٰى قُذَذِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ اٰيَتُهُمْ رَجُلٌ اَسْوَدُ اِحْدٰى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْىِ الْمَرْاَةِ اَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ وَيَخْرُجُوْنَ عَلٰى خَيْرِ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ .

৫৬৪২. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ছিলাম। তিনি গনিমতের মাল বিতরণ করছিলেন। তখন বনী তামীম গোত্রের 'যুল খুওয়াইসেরা' নামক এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনসাফ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার প্রতি আফসোস! আমিই যদি ইনসাফ না করি, তাহলে ইনসাফ আর করবে কে? যদি আমি ইনসাফ না করি, তবে তো তুমি ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্তই হলে। [অর্থাৎ আমার নবী হওয়া অস্বীকার করলে তুমিও ঈমানদার থাকবে না।] তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দার উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কারণ, তার আরও কিছু সঙ্গী আছে। তোমাদের কেউ নিজের নামাজকে তাদের নামাজের সাথে এবং নিজের রোজাকে তাদের রোজার সাথে তুলনা করলে নিজেদের নামাজ রোজাকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করে। কিন্তু তা তাদের হলকুম অতিক্রম করে না। তারা দীন ইসলাম হতে এমনভাবে বের হয়ে পড়বে, যেমন তীর শিকার ছেদ করে বের হয়ে পড়ে। অতঃপর সে [শিকারি] তীরের বাঁট হতে ধারাল মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখে। [কোথাও কোনো কিছু লেগে আছে কিনা?] কিন্তু তাতে কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ তীরটি শিকারের নাড়িভুঁড়ি ও রক্ত-মাংস ভেদ করে গেছে। [অর্থাৎ সে সমস্ত লোক দীন ইসলাম হতে এমনভাবে দূরে থাকবে যে, ইসলামের কোনো চিহ্নই তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না।] তাদের এক ব্যক্তির চিহ্ন হবে, সে হবে কালো বর্ণের, তার বাহুদ্বয়ের কোনো এক বাহুর উপরে স্ত্রীলোকের স্তনের ন্যায় ফুলা অথবা বলেছেন, মাংসের একটি খণ্ডের ন্যায় উঠে থাকবে, যা নাড়তে থাকবে এবং তারা উত্তম একটি দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হবে।

قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَشْهَدُ اَنِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَشْهَدُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَاَنَا مَعَهٗ فَاَمَرَ بِذٰلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَاُتِىَ بِهٖ حَتّٰى نَظَرْتُ اِلَيْهِ عَلٰى نَعْتِ النَّبِىِّ ﷺ الَّذِىْ نَعَتَهٗ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِى الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ مَحْلُوْقُ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللّٰهَ فَقَالَ فَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ اِذَا عَصَيْتُهٗ فَيَأْمَنُنِىْ اللّٰهُ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ وَلَا تَأْمَنُوْنِىْ فَسَأَلَ رَجُلٌ قَتْلَهٗ فَمَنَعَهٗ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ اِنَّ مِنْ ضِئْضِئِىْ هٰذَا قَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلَامِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَقْتُلُوْنَ اَهْلَ الْاِسْلَامِ وَيَدْعُوْنَ اَهْلَ الْاَوْثَانِ لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لَاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

বর্ণনাকারী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ কথাগুলো আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছি। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.) সেই দলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। [সে যুদ্ধ ছিল খারেজীদের বিরুদ্ধে। যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) বিজয়ী হয়েছেন।] যুদ্ধশেষে হযরত আলী (রা.) [নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে] ঐ লোকটির খোঁজ নিতে নির্দেশ করেন। সুতরাং তালাশ করে এক ব্যক্তিকে আনা হলো। বর্ণনাকারী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, আমি তাকে লক্ষ্য করে দেখেছি, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে নবী করীম ﷺ যে চিহ্নসমূহ বলেছিলেন, তার মধ্যে সে সমস্ত চিহ্নগুলো বিদ্যমান ছিল। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে– [রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন গনিমতের মাল বণ্টন করছিলেন, তখন] এমন এক ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে আসল, যার চক্ষু দুটি ছিল কোটরাগত, কপাল উঁচু– সম্মুখের দিকে বের হয়ে রয়েছে, দাড়ি ছিল ঘন, গণ্ডদ্বয় ছিল ফুলা আর মাথা ছিল ন্যাড়া। সে বলল, মুহাম্মদ! আল্লাহকে ভয় কর। জবাবে তিনি বললেন, আমিই যদি নাফরমানি করি, তাহলে আল্লাহর আনুগত্য করবে কে? [তুমি আমাকে আনুগত্যের কি শিক্ষা দিচ্ছ?] স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আমাকে দুনিয়াবাসীর উপর আমানতদার বানিয়েছেন। আর তোমরা কি আমাকে আমানতদার মনে কর না? এ সময় এক ব্যক্তি [অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.)] এ ব্যক্তিকে হত্যা করবার জন্য [নবী করীম ﷺ-এর কাছে] অনুমতি চাইলেন; কিন্তু তিনি নিষেধ করলেন। [বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে, হত্যা করবার জন্য হযরত খালেদ ইবনুল ওলীদ (রা.) অনুমতি চেয়েছিলেন।] উক্ত লোকটি যখন চলে গেল, তখন নবী করীম ﷺ বললেন, এ ব্যক্তির পরবর্তী বংশধরের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন-ইসলাম হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন শিকার হতে তীর বের হয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজারীদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে রাখবে। [অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না।] যদি আমি তাদের নাগাল পেতাম, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের সকলকে 'আদ জাতির' ন্যায় হত্যা করতাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ সমূলে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে জাতি বা ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, পরবর্তী যুগে খারেজী সম্প্রদায়রূপে তার আবির্ভাব ঘটেছে।

وَعَنْ ٥٦٤٣ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا أَكْرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا صِرْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ فَاغْتَسَلَتْ فَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتِ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَقَالَ خَيْرًا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬৪৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সর্বদা আমার মাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতাম, কিন্তু তিনি ছিলেন মুশরিক। [সাবেক নিয়মে] একদিন আমি তাঁকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলে তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শানে এমন কিছু [কটূক্তি] শুনালেন, যা আমার কাছে খুবই খারাপ লেগেছে। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে আসলাম এবং কেঁদে কেঁদে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আবূ হুরায়রার মাকে হেদায়েত করেন। তখন তিনি এ দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আবূ হুরায়রার মাকে হেদায়েত নসিব কর।' [হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,] নবী করীম ﷺ -এর দোয়া শুনে আমি সন্তুষ্টচিত্তে বের হয়ে [বাড়ির দিকে] ফিরলাম। অতঃপর আমি আমার মায়ের ঘরের দরজায় পৌঁছে দেখলাম, দরজাটি বন্ধ। আমার মা আমার পায়ের ধ্বনি শুনে বললেন, হে আবূ হুরায়রা! তুমি তোমার স্থানে একটু অপেক্ষা কর। অতঃপর আমি পানি পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। সুতরাং তিনি গোসল করলেন, জামাকাপড় পরিধান করলেন এবং তাড়াহুড়া করে ওড়না পরতে পরতে এসে দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর বললেন, হে আবূ হুরায়রা! 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।' [অর্থাৎ তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন।] সাথে সাথে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ফিরে আসলাম এবং খুশিতে আমি কাঁদছিলাম। তখন তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করলেন এবং মঙ্গলজনক কথা বললেন। −[মুসলিম]

وَعَنْهُ ٥٦٤٤ قَالَ إِنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ أَكْثَرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاللّٰهُ الْمَوْعِدُ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِيْنًا أَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا لَنْ يَبْسُطَ

৫৬৪৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর কোনো কোনো সমালোচকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা বলে থাক, আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করে থাকে। অথচ আল্লাহর সম্মুখে [জবাবদিহির জন্য] সকলকে হাজির হতে হবে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমার মুহাজির ভাইগণ অধিকাংশ সময় বাজারে ক্রয়বিক্রয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আর আমার আনসারী ভাইরা বাগানে-খামারে লিপ্ত থাকতেন। [ফলে তারা বেশির ভাগ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমত হতে অনুপস্থিত থাকতেন।] আর আমি ছিলাম একজন দরিদ্র ব্যক্তি। তাই আমি পেটে যা জুটে তার উপর তৃপ্ত থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত থাকতাম। [তিনি আরো বলেন,]

أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هٰذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرُهَا حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ ﷺ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي فَوَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ ذٰلِكَ إِلَى يَوْمِي هٰذَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

একদা নবী করীম ﷺ বললেন, আমার এ উক্ত [অর্থাৎ বিশেষ দোয়া] শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যে কেউ তার কাপড় [চাদর] প্রসারিত রাখবে এবং আমার কথা শেষ হওয়ার পর তা গুটিয়ে নিজের বক্ষের সাথে জড়িয়ে নেবে, সে আমার কোনো উক্তি কখনো ভুলবে না। [হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, এ কথা শুনার পর] আমি আমার চাদরখানা প্রসারিত করে দিলাম, তা ব্যতীত আমার কাছে অন্য কোনো কাপড় ছিল না। অবশেষে নবী করীম ﷺ কথা বলা শেষ করলে আমি তাকে আমার বুকের সাথে চেপে ধরলাম। সেই মহান সত্তার কসম! যিনি তাঁকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, সে সময় হতে আজ পর্যন্ত তাঁর কোনো কথা আর আমি ভুলিনি। –[বুখারী ও মুসলিম]

٥٦٤٥ - وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَا تُرِيْحُنِيْ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ فَقُلْتُ بَلٰى وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلٰى صَدْرِي حَتّٰى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ اللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسِيْ بَعْدُ فَانْطَلَقَ فِيْ مِائَةٍ وَخَمْسِيْنَ فَارِسًا مِنْ أَحْمَسَ فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬৪৫. অনুবাদ : হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কি আমাকে যুলখালাসা [ইয়ামামার একটি মন্দির] হতে শান্তি দেবে না? আমি বললাম, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আর আমার অবস্থা এই ছিল যে, আমি ঘোড়ার পিঠে মজবুতভাবে বসতে পারতাম না। সুতরাং আমি এ কথাটি নবী করীম ﷺ -এর কাছে উল্লেখ করলাম, তখন তিনি আমার বুকের উপর তাঁর হাত মারলেন। এমনকি তাঁর আঙ্গুলের নিশানগুলো আমি আমার বুকের উপর দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি এই বলে আমার জন্য দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তাকে [ঘোড়ার পিঠে] স্থির রাখ এবং তাকে হেদায়েতদানকারী ও হেদায়েতলাভকারী বানিয়ে দাও। [হযরত জারীর (রা.) বলেন,] এরপর হতে আমি আর কখনো ঘোড়া হতে পড়ে যাইনি। অতঃপর জারীর [কুরাইশ বংশীয়] আহমাস গোত্রের দেরশত অশ্বারোহী নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং যুলখালাসা গৃহটিকে আগুন দ্বারা পুড়ে ও ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "ذُو الْخُلُصَةِ" বা "ذُو الْخَلَصَةِ" আরবের খসম গোত্রের মন্দিরের নাম ছিল। তাকে 'কা'বাতুল ইমামা'ও বলা হতো। উক্ত মন্দিরে একটি অনেক বড় মূর্তি ছিল, যার নাম 'খালাসা' ছিল। উক্ত মূর্তির খুবই ঘটা করে পূজা হতো। এ অবস্থা রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্য সীমাহীন কষ্টকর ছিল। এজন্য তিনি হযরত জারীর (রা.)-কে বলেছেন যে, যদি তুমি উক্ত মন্দির ভেঙ্গে ফেল তাহলে আমি শান্তি পাব।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পবিত্র আত্মা ও কামেল ব্যক্তিদের আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত ও উপাসনা এবং শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে অত্যধিক কষ্ট অনুভূত হয় এবং মনে কষ্ট পান।

"أَحْمَسُ" যা "أَحْمَرُ" ওযনে, মূলত "حَمَاسَةٌ" শব্দ হতে গঠিত। যার অর্থ– সাহসিকতা; বাহাদুরি। কুরায়েশের যে সকল গোত্র সাহসিকতা, বাহাদুরি ও যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ সুখ্যাতি রাখত তাদেরকে "أَحْمَسُ" বলা হতো। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১২০]

وَعَنْ ٥٦٤٦ أَنَسٍ (رض) قَالَ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَقْبَلُهُ فَأَخْبَرَنِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ أَنَّهُ أَتَى الْأَرْضَ الَّتِيْ مَاتَ فِيْهَا فَوَجَدَهُ مَنْبُوْذًا فَقَالَ مَا شَأْنُ هٰذَا فَقَالُوْا دَفَنَّاهُ مِرَارًا فَلَمْ تَقْبَلْهُ الْأَرْضُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬৪৬. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর ওহী লিখত। পরে সে ইসলাম হতে মুরতাদ হয়ে মুশরিকদের সাথে গিয়ে মিশল। তখন নবী করীম ﷺ [ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে] বললেন, নিশ্চয়ই মাটি তাকে গ্রহণ করবে না। [বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা.) বলেন,] হযরত আবূ তালহা (রা.) আমাকে বলেছেন, ঐ লোকটি যে জায়গাতে মরেছে, তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং দেখতে পান, সে [অর্থাৎ তার মৃত দেহটি] জমিনের উপর পড়ে রয়েছে। তখন তিনি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ লোকটির এ অবস্থা কেন? তারা বলল, আমরা কয়েকবার তাকে দাফন করেছিলাম; কিন্তু জমিন তাকে গ্রহণ করেনি। [তাই এ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।] –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٦٤٧ أَبِيْ أَيُّوْبَ (رض) قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِيْ قُبُوْرِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬৪৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ আইয়ূব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ সূর্যাস্তের পর বাইরে আসলে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, এটা ইহুদিদের আওয়াজ, তাদেরকে কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "فَسَمِعَ صَوْتًا" : 'একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন।' এ ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারগণ লিখেছেন যে, উক্ত আওয়াজ হয়তো ঐ সকল ফেরেশতার ছিল যারা কবরে আওয়াজ দেওয়ার ক্ষেত্রে আদিষ্ট ছিল, কিংবা ঐ সকল ইহুদিদের আওয়াজ ছিল যাদেরকে কবরে আজাব দেওয়া হচ্ছিল, অথবা আজাব পতিত হওয়ার আওয়াজ ছিল। হাদীসের ইবারত "يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِيْ قُبُوْرِهَا" -এর দিকে লক্ষ্য করে দ্বিতীয় সম্ভাবনা অধিক যুক্তিযুক্ত।

এ হাদীসের মাধ্যমে কবরের আজাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। আর রাসূলে কারীম ﷺ -এর এ মু'জিযা প্রকাশ পায় যে, তাঁর নিকট ঐ সকল ইহুদিদের কবরের অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে এবং তিনি তা বর্ণনা করেছেন। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১২১]

وَعَنْ ٥٦٤٨ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِيْنَةِ هَاجَتْ رِيْحٌ تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثَتْ هٰذِهِ الرِّيْحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَإِذَا عَظِيْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ قَدْ مَاتَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬৪৮. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ কোনো এক সফর হতে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি মদিনার নিকটবর্তী হতেই এমন প্রবলভাবে ধূলিঝড় প্রবাহিত হলো যে, আরোহীকে পুঁতে ফেলার উপক্রম হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোনো এক বড় মুনাফিকের মৃত্যুতেই এ ঝড় প্রবাহিত করা হয়েছে। অতঃপর মদিনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জানতে পারলেন যে, মুনাফিকদের এক বড় নেতার মৃত্যু ঘটেছে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কেউ বলেছেন, এ সফর ছিল তাবুক যুদ্ধের, আর মরেছে রেফা'আ ইবনে দোরাইদ। আবার কেউ বলেছেন, সফর ছিল বনী মুস্তালিকের অভিমুখে, আর মারা গিয়েছে রাফে'।

وَعَنْ ٥٦٤٩ أَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتّٰى قَدِمْنَا عُسْفَانَ فَاَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ فَقَالَ النَّاسُ مَا نَحْنُ هٰهُنَا فِيْ شَيْءٍ وَاِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوْفٌ مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا فِى الْمَدِيْنَةِ شَعْبٌ وَلَا نَقْبٌ اِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا حَتّٰى تَقْدَمُوْا اِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ ارْتَحِلُوْا فَارْتَحَلْنَا وَاَقْبَلْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَوَالَّذِيْ يُحْلَفُ بِهٖ مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِيْنَ دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ حَتّٰى اَغَارَ عَلَيْنَا بَنُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَطْفَانَ وَمَا يُهَيِّجُهُمْ قَبْلَ ذٰلِكَ شَيْءٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬৪৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে মক্কা হতে মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। অবশেষে আমরা উস্‌ফান নামক স্থানে পৌছলে তিনি এখানে কয়েকদিন অবস্থান করলেন। তখন লোকেরা [কোনো কোনো মুনাফিক] বলল, এখানে অনর্থক আমাদের পড়ে থেকে কি লাভ? অথচ আমাদের পরিবার-পরিজন পিছনে রয়েছে। আমরা তাদের ব্যাপারে আশঙ্কামুক্ত নই। এ কথাটি নবী করীম ﷺ -এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন, সে সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মদিনার এমন কোনো রাস্তা বা গলি নেই, যেখানে তোমাদের প্রত্যাগমন পর্যন্ত দু দুজন ফেরেশতা তাকে পাহারা দিচ্ছেন না। অতঃপর নবী করীম ﷺ রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং আমরা রওয়ানা হলাম এবং মদিনায় এসে পৌছলাম। সে সত্তার কসম করে বলছি, যাঁর নামে কসম করা হয়, আমরা মদিনায় প্রবেশ করে তখনো আমাদের হাওদা খুলে মাল-সামান নামিয়ে রাখিনি, এমন সময় হঠাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে গাতফানের বংশধরগণ অতর্কিত আমাদের উপর আক্রমণ করে বসল। অথচ আমাদের প্রত্যাবর্তনের পূর্বে কিছুই তাদেরকে আক্রমণের জন্য উসকানি দেয়নি। [অর্থাৎ আমাদের মদিনা পৌছার পূর্বে আক্রমণের জন্য তাদের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু আমাদের পৌছামাত্রই তারা আক্রমণ করে বসল।] –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "شَعْبٌ" শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– এমন রাস্তা যা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে তথা গিরিপথ। তদ্রূপ "نَقْبٌ" -এর অর্থও হলো– এমন রাস্তা যা পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করেছে। কিন্তু এখানে হাদীসের মধ্যে "شَعْبٌ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন রাস্তা যা শহর ও জনপদে আসা-যাওয়ার মাধ্যমে হয়। আর হাদীসে "نَقْبٌ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ আসা-যাওয়ার স্থল যা উভয় পাশে নির্মিত বাড়িঘরের মাঝখান দিয়ে হয়, যাকে গলি বা সংকীর্ণ পথ বলা হয়। যেমন এক হাদীসে এসেছে– "أَنْقَابُ مَدِيْنَةٍ" -এ [অর্থাৎ মদিনার অলিগলিতে] ফেরেশতা মোতায়েন রয়েছে। তাঁদের অবস্থানের কারণে মদিনা শহরে প্লেগ ও মহামারীও আসতে পারবে না এবং দাজ্জালও প্রবেশ করতে পারবে না।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১২৩]

وَعَنْ ٥٦٥٠ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ اَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَامَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَ الْمَالُ

৫৬৫০. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় একবার লোকেরা দুর্ভিক্ষ কবলিত হলো। এমতাবস্থায় একদা নবী করীম ﷺ জুমার দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! [বৃষ্টির অভাবে] ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে,

جَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرٰى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا وَضَعَهَا حَتّٰى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهٖ حَتّٰى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلٰى لِحْيَتِهٖ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذٰلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ حَتّٰى الْجُمُعَةِ الْأُخْرٰى وَقَامَ ذٰلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ غَيْرُهٗ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيْرُ إِلٰى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ وَصَارَتِ الْمَدِيْنَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِيْ قَنَاةُ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِيْ فِي الشَّمْسِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

পরিবার-পরিজন অনাহারে থাকছে, তাই আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তখন তখনই তিনি [দোয়ার জন্য] দু হাত উঠালেন, অথচ সে সময় আকাশে কোনো মেঘের টুকরা আমরা দেখতে পাইনি। ঐ সত্তার কসম করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তিনি এখনও হাত নামাননি, হঠাৎ পাহাড়ের মতো মেঘমালা ছুটে আসল। অতঃপর তিনি তখনো মিম্বর হতে নামেননি আমি দেখতে পেলাম তাঁর দাড়ির উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়া শুরু হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন, তার পরের দিন, তার পরবর্তী দিন, এমনকি পরবর্তী জুমা পর্যন্ত একনাগাড়ে আমাদের উপর বর্ষণ হতে থাকল। অতঃপর উক্ত বেদুঈন কিংবা অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘরগুলো ভেঙ্গে পড়ছে, মালসম্পদসমূহ ডুবে গেছে। সুতরাং আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করুন [যেন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়।] তখন তিনি হস্তদ্বয় উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের উপর নয়; বরং আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করুন। এই বলে তিনি হাত দ্বারা আকাশের যেদিকে ইশারা করলেন সঙ্গে সঙ্গেই সেদিকের মেঘ কেটে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে সমগ্র মদিনা কুণ্ডলীর ন্যায় একটি মেঘ-শূন্য স্থানে পরিণত হলো। আর উপত্যকার নালাসমূহ একাধারে এক মাস যাবৎ প্রবাহিত থাকল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন যেদিক হতে যে লোকই আসত, সে এ অত্যধিক বৃষ্টি বর্ষণের কথাই আলোচনা করত।

অপর এক বর্ণনায় আছে– আল্লাহর রাসূল তখন দোয়া করতে করতে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের উপর নয়; বরং আমাদে আশপাশে। হে আল্লাহ! টিলার উপরে, পাহাড়ের গায়ে, উপত্যকা এলাকায় এবং বৃক্ষের পাদদেশে বর্ষণ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, ফলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা রৌদ্রের মধ্যে [মসজিদ হতে] ফিরে গেলাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "يَتَحَادَرُ" শব্দটি মূলত "يَنْزِلُ" ও "يَقْطُرُ" অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কিন্তু আলোচ্য হাদীসে শব্দটি "يَتَسَاقَطُ" অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ 'বৃষ্টির ফোঁটা সরাসরি রাসূলে কারীম ﷺ -এর দাড়ি মোবারকের উপর পড়ছিল।'

মিশকাত শরীফের কিছু কপিতে "عَلٰى لِحْيَتِهٖ" শব্দ এসেছে এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কিন্তু কিছু কপিতে "عَنْ لِحْيَتِهٖ" শব্দ এসেছে। সুতরাং হযরত শায়খ আব্দুল হক (র.) সে ক্ষেত্রে এ অনুবাদ করেছেন যে, 'বৃষ্টির ফোঁটা রাসূলে কারীম ﷺ -এর দাড়ি মোবারকের উপর ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছিল।'

মোটকথা, রাসূলে কারীম ﷺ বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন এবং তখনও তিনি মিম্বর হতে নামেননি এবং মসজিদ হতে বের হননি এমতাবস্থায় বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১২৪]

وَعَنْ ٥٦٥١ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَطَبَ اسْتَنَدَ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ صَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ قَالَ بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৬৫১. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জুমার খুতবা দেওয়ার সময় মসজিদের খুঁটিসমূহের মধ্যে খেজুর গাছের একটি কাণ্ডের সাথে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। অতঃপর যখন তাঁর জন্য মিম্বর বানানো হলো, তখন তিনি তাতে [খুতবার জন্য] দাঁড়ালেন। সে সময় উক্ত কাণ্ডটি– যার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন, হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। এমনকি [শোকে ও দুঃখে] তা টুকরা টুকরা হওয়ার উপক্রম হলো। তখন নবী করীম ﷺ মিম্বর হতে নেমে আসলেন এবং খেজুর গাছটিকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। গাছটি তখন ঐ শিশুর মতো কাঁদতে লাগল, যে শিশুকে [আদর-সোহাগ করে] চুপ করানো হয়। অবশেষে তা স্থির হলো। অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহর গুণাগুণ ও প্রশংসা যা কিছু তা শুনত, এখন শুনতে না পেয়ে তা কান্না জুড়ে দিয়েছিল। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** রাসূলে কারীম ﷺ -এর যুগে মসজিদে নববীর খুঁটিসমূহ খেজুর গাছের শুকনো কাণ্ডের ছিল। সুতরাং প্রাথমিক যুগে যে যাবৎ মিম্বর শরীফ নির্মাণ হয়নি রাসূলে কারীম ﷺ জুমার খুতবা দেওয়ার সময় ঐ সকল খুঁটিসমূহের মধ্য হতে একটি খুঁটি তথা খেজুর গাছের শুকনো কাণ্ডের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। অতঃপর যখন তাঁর জন্য মিম্বর নির্মাণ করা হলো এবং তিনি খুতবা দেওয়ার জন্য উক্ত খেজুর গাছের শুকনো কাণ্ডের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ানোর পরিবর্তে মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন তখন উক্ত কাণ্ডটি স্বীয় সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণে ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ তা'আলার জিকির তথা খুতবার সময় সে আমার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং একেবারে নিকট থেকে আমার খুতবা শুনতে পেত, এখন তা থেকে বঞ্চিত হওয়াই তাকে কাঁদতে বাধ্য করেছে। এ ঘটনার পর হতে উক্ত খুঁটি তথা খেজুর গাছের কাণ্ডটি أُسْطُوَانَهْ حَنَّانَهْ বা 'সহানুভূতিশীল খুঁটি' নামে পরিচিতি লাভ করে।

আলোচ্য খুঁটির ক্রন্দনের হাদীসটি সাহাবায়ে কেরাম হতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত রয়েছে, তাই এ হাদীসের ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। কতিপয় মুহাদ্দিসীন তো এ হাদীসকে 'মুতাওয়াতির' পর্যন্ত বলেছেন। এ হাদীসটি মুলত রাসূলে কারীম ﷺ -এর একটি বড় ধরনের মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা ছিল যে, খেজুর গাছের শুকনো কাণ্ডের ন্যায় নিষ্প্রাণ বস্তুও রাসূলে কারীম ﷺ -এর নৈকট্যের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণে ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল, আর তার ক্রন্দনের আওয়াজ মসজিদে নববীতে উপস্থিত সকল সাহাবায়ে কেরাম নিজ কানে শুনলেন।

হযরত হাসান বসরী (র.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি এ হাদীস বর্ণনা করতেন তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেঁদে ফেলতেন এবং বলতেন, হে লোক সকল! খেজুর গাছের শুকনো কাণ্ড রাসূলে কারীম ﷺ -এর ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষায় ক্রন্দন করত তাহলে তোমাদের এর চেয়ে বেশি রাসূলে কারীম ﷺ -এর ভালোবাসা ও সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষায় উতলা হওয়া উচিত।

-[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১২৫]

وَعَنْ ٥٦٥٢ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا اَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِمَالِهٖ فَقَالَ كُلْ بِيَمِيْنِكَ قَالَ لَا اَسْتَطِيْعُ قَالَ لَا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهٗ اِلَّا الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا اِلٰى فِيْهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬৫২. **অনুবাদ :** হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখে বাম হাতে খাচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, তুমি তোমার ডান হাতে খাও। সে বলল, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। তিনি বললেন, [আল্লাহ তা'আলা করুন] ডান হাতে খাওয়ার সাধ্য তোমার না হোক। আসলে সে অহংকারবশত ডান হাতে খাওয়া হতে বিরত রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সেই অভিশাপ-বাক্যে সে আর কোনোদিনই তার ডান হাত নিজের মুখের কাছে নিতে পারেনি। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ "مَا مَنَعَهٗ اِلَّا الْكِبْرُ" : 'সে ব্যক্তি অহংকারবশত ডান হাতে খাওয়া হতে বিরত রয়েছিল।' এটা বর্ণনাকারীর বাক্য, যার মাধ্যমে তিনি এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ 'সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ' হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তির জন্য বদদোয়া করেছেন। তার কারণ ছিল এই যে, ঐ ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -এর নসিহত শুনে সঠিক কাজটি না করে নিজের অসঠিক কাজের ভুল ব্যাখ্যা করেছে এবং মিথ্যা অজুহাত দেখিয়েছে। সে ব্যক্তি বাম হাতে এজন্য খাচ্ছিল না যে, তার ডান হাতে কোনো প্রকার ত্রুটি রয়েছে কিংবা বাস্তবিকই সে ডান হাতে খাওয়া হতে অপারগ ছিল; বরং সে অহংকারী ব্যক্তির ন্যায় বাস্তবিক কোনো অজুহাত ছাড়াই স্বীয় বাম হাত দ্বারা খেয়েছে এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর নসিহতের জবাব খুবই ধৃষ্টতার সাথে দিয়েছে। এজন্যই রাসূলে কারীম ﷺ তার ব্যাপারে বদদোয়া করেছেন। এ অভিশাপ বাক্যের প্রতিক্রিয়া এই হয়েছিল যে, সে আর কোনোদিনই তার ডান হাত নিজের মুখের কাছে নিতে সক্ষম হয়নি এবং তার ডান হাত এমন অকেজো হয়ে গেল যে, শত চেষ্টা করেও তা মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১২৬]

وَعَنْ ٥٦٥٣ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَزِعُوْا مَرَّةً فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِاَبِيْ طَلْحَةَ بَطِيْئًا وَكَانَ يَقْطِفُ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هٰذَا بَحْرًا فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ لَا يُجَارٰى وَفِيْ رِوَايَةٍ فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৬৫৩. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, একবার মদিনাবাসী [শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায়] ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়ল, তখন নবী করীম ﷺ হযরত আবূ তালহা (রা.)-এর একটি অতি ধীরগতি ঘোড়ায় আরোহণ করলেন [এবং মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিদর্শন করে] ফিরে এসে বললেন, তোমাদের এ ঘোড়াটিকে আমি সমুদ্র-স্রোতের ন্যায় দ্রুতগামী পেয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হতে কোনো ঘোড়াই আর তার সাথে চলতে পারত না। অপর এক বর্ণনায় আছে- সে দিনের পর হতে কোনো ঘোড়াই তার আগে যেতে পারত না। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্পর্শের বরকতেই ঘোড়াটির মধ্যে এ পরিবর্তন ঘটেছিল।

وَعَنْ ٥٦٥٤ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ تُوُفِّيَ اَبِيْ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلٰى غُرَمَائِهٖ اَنْ يَاْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَاَبَوْا فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ .

৫৬৫৪. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা তাঁর উপর ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। আমি তাঁর পাওনাদারদেরকে ঋণের পরিবর্তে খেজুর নিতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু তারা তা [তাদের পাওনা হতে কম হবে মনে করে] নিতে অস্বীকার করল। তখন আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে বললাম,

قَدْ عَلِمْتَ اَنَّ وَالِدِىْ قَدِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيْرًا وَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ فَقَالَ لِىْ اِذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلٰى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوْا اِلَيْهِ كَاَنَّهُمْ اُغْرُوْا بِىْ تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَاٰى مَا يَصْنَعُوْنَ طَافَ حَوْلَ اَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اُدْعُ لِىْ اَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتّٰى اَدَّى اللّٰهُ عَنْ وَالِدِىْ اَمَانَتَهُ وَاَنَا اَرْضٰى اَنْ يُؤَدِّىَ اللّٰهُ اَمَانَةَ وَالِدِىْ وَلَا اَرْجِعَ اِلٰى اِخْوَاتِىْ بِتَمْرَةٍ فَسَلَّمَ اللّٰهُ الْبَيَادِرَ كُلَّهَا حَتّٰى اَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ كَاَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً . (رواه البخارى)

আপনি ভালোভাবে জানেন যে, আমার পিতা [আব্দুল্লাহ] উহুদের দিন শহীদ হয়েছেন এবং বহু ঋণ রেখে গেছেন। সুতরাং আমার একান্ত বাসনা, সে সমস্ত পাওনাদারগণ আপনাকে উপস্থিত দেখুক। [অর্থাৎ আপনাকে আমার কাছে উপস্থিত দেখলে তারা নিশ্চয়ই আমার সাথে কিছুটা সহনশীলতা প্রদর্শন করবে।] তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি যাও এবং প্রত্যেক প্রকারের খেজুরকে পেড়ে পৃথক পৃথকভাবে স্তূপীকৃত কর। সুতরাং আমি তাই করলাম। অতঃপর তাঁকে ডেকে আনলাম। পাওনাদারগণ যখন নবী করীম ﷺ -কে দেখতে পেল, তখন তারা আমার উপর আরো অধিক ক্ষেপে গেল এবং সেই মুহূর্তেই ঋণ পরিশোধ করবার জন্য চাপ সৃষ্টি করল। তাদের এ আচরণ দেখে নবী করীম ﷺ স্তূপীকৃত খেজুরের চতুর্দিকে তিনবার চক্কর দিলেন। পরে স্তূপের উপর বসে বললেন, তোমার পাওনাদারগণকে ডাক। এরপর রাসূল ﷺ নিজ হাতে তাদেরকে মেপে মেপে দিতে থাকলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমার পিতার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। হযরত জাবের (রা.) বলেন, অথচ আমি এর উপরই সন্তুষ্ট ছিলাম যে, আল্লাহ তা'আলা যেন আমার পিতার দায়িত্ব পরিশোধ করে দেন এবং আমি আমার বোনদের জন্য একটি খেজুরও ফিরিয়ে না আনি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সকল স্তূপকেই পূর্বাবস্থায় রাখলেন। এমনকি তাকিয়ে দেখলাম যে স্তূপের উপর নবী করীম ﷺ বসেছিলেন, তা হতে একটি খেজুরও কমেনি। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত জাবের (রা.)-এর পিতা উত্তরাধিকারী হিসেবে কতিপয় কন্যাসন্তানও রেখে গিয়েছিলেন, যারা হযরত জাবের (রা.)-এর বোন ছিল। হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমার এ বাসনা ছিল না যে, আমার বা আমার বোনদের জন্য আমার পিতার ঋণ পরিশোধের পর খেজুরের অংশবিশেষ অবশিষ্ট থেকে যাক; বরং আমি তো এতেই সন্তুষ্ট ছিলাম যে, কোনো উপায়ে আমার পিতার ঋণসমূহ পরিশোধ হয়ে যাক, অতঃপর আমাদের জন্য উক্ত খেজুরের কোনো অংশ অবশিষ্ট না থাকুক। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১২৮]

কিন্তু ঐ সমস্ত পাওনাদারগণ ছিল ইহুদি। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেই হিংসায় জ্বলে উঠল। নবী করীম ﷺ তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা হযরত জাবের (রা.)-কে আরো কিছুদিন সময় দাও অথবা কিছু অংশ পাওনা পরিত্যাগ কর। তারা কিছুতেই রাজি হলো না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এই স্বল্প পরিমাণ খেজুরের মধ্যে এত অধিক পরিমাণে বরকত দান করলেন যে, সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধের পরও দেখা গেল, খেজুর পূর্বের ন্যায়ই রয়ে গেছে।

وَعَنْهُ ٥٦٥٥ قَالَ اِنَّ اُمَّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهْدِىْ لِلنَّبِىِّ ﷺ فِىْ عُكَّةٍ لَهَا سَمَنًا فَيَأْتِيْهَا بَنُوْهَا فَيَسْأَلُوْنَ الْاُدْمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَىْءٌ فَتَعْمِدُ اِلَى الَّذِىْ كَانَتْ تُهْدِىْ فِيْهِ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَتَجِدُ فِيْهِ سَمَنًا فَمَا زَالَ يُقِيْمُ لَهَا اُدْمَ بَيْتِهَا حَتّٰى عَصَرَتْهُ فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ عَصَرْتِيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكْتِيْهَا مَا زَالَ قَائِمًا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬৫৫. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে মালেক হাদিয়া হিসেবে নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে তার একটি চামড়ার পাত্রে ঘি পাঠাতেন। পরে তার সন্তানেরা এসে [রুটি খাওয়ার জন্য] তরকারি চাইলে যখন তাদের কাছে কিছুই থাকত না, তখন উম্মে মালেক ঐ পাত্রটি নিতেন, যেটির দ্বারা তিনি নবী করীম ﷺ -কে হাদিয়া পাঠাতেন এবং তাতে ঘি পেয়ে যেতেন। এমনকি সেই হতে সর্বদা উম্মে মালেকের ঘরে সেই ঘি তরকারি হিসেবে ব্যবহার হতো। একদা উম্মে মালেক ঘি-এর এ পাত্রটি নিংড়িয়ে নিলেন। [ফলে সেদিন হতে তার বরকত শেষ হয়ে গেল।] অতঃপর উম্মে মালেক নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে এসে তা জানালে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি উক্ত পাত্রটি নিংড়িয়ে ফেলেছিলে? উম্মে মালেক বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যদি তুমি [না নিংড়িয়ে] পাত্রটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফেলে রাখতে, তাহলে সর্বদা তাতে ঘি মওজুদ থাকত। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٦٥٦ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ لِاُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضَعِيْفًا اَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ فَاَخْرَجَتْ اَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ اَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِىْ وَلَاثَتْنِىْ بِبَعْضِهِ ثُمَّ اَرْسَلَتْنِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَكَ اَبُوْ طَلْحَةَ قُلْتُ نَعَمْ بِطَعَامٍ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُوْمُوْا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ حَتّٰى جِئْتُ اَبَا طَلْحَةَ فَاَخْبَرْتُهُ ـ

৫৬৫৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ তালহা (রা.) উম্মে সুলাইম (রা.)-কে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কণ্ঠস্বর খুব দুর্বল শুনতে পেলাম, তাতে আমি অনুভব করলাম, তিনি ক্ষুধার্ত। তোমার কাছে [খাওয়ার] কিছু আছে কি? উম্মে সুলাইম বললেন, হ্যাঁ; আছে। এই বলে তিনি কিছু যবের রুটি বের করলেন। অতঃপর ওড়নাটি বের করে তার একাংশ দিয়ে রুটিগুলো বেঁধে গোপনে আমার হাতে দিলেন এবং ওড়নার অপরাংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। তারপর আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। [হযরত আনাস (রা.) বলেন,] আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মসজিদে পেলাম। [খন্দকের যুদ্ধের সময় সেখানে নামাজের জন্য সাময়িকভাবে যে জায়গা নির্ধারণ করেছিলেন, মসজিদ মানে উক্ত স্থান।] তাঁর সাথে আরো কিছু লোক ছিল। আমি সালাম দিয়ে তাঁদের সম্মুখে দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কি আবূ তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আরো জিজ্ঞাসা করলেন, খাদ্য নিয়ে পাঠিয়েছে? আমি বললাম হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবী যাঁরা সেখানে ছিলেন, সকলকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা উঠ এবং চল! [এ বলে সমস্ত লোকজনসহ] তিনি রওয়ানা হলেন আর আমিও তাঁদের সামনে সামনে [আবূ তালহার বাড়ির দিকে] চলতে লাগলাম এবং আবূ তালহার নিকট এসে তাঁকে [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আগমন বার্তা] জানালাম।

فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَانْطَلَقَ اَبُوْ طَلْحَةَ حَتّٰى لَقِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ طَلْحَةَ مَعَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلُمِّيْ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَاَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ فَاَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَاَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقُوْلَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ثُمَّ لِعَشَرَةٍ فَاَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ اَوْ ثَمَانُوْنَ رَجُلًا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اَنَّهُ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَدَخَلُوْا فَقَالَ كُلُوْا وَسَمُّوا اللّٰهَ فَاَكَلُوْا حَتّٰى فَعَلَ ذٰلِكَ بِثَمَانِيْنَ رَجُلًا ثُمَّ اَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكَ سُؤْرًا وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ اَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً حَتّٰى عَدَّ اَرْبَعِيْنَ ثُمَّ اَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ثُمَّ اَخَذَ مَا بَقِيَ فَجَمَعَهُ ثُمَّ دَعَا فِيْهِ بِالْبَرَكَةِ فَعَادَ كَمَا كَانَ فَقَالَ دُوْنَكُمْ هٰذَا ـ

তখন হযরত আবূ তালহা (রা.) [স্ত্রীকে] বললেন, হে উম্মে সুলাইম! রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনসহ তাশরিফ এনেছেন। অথচ আমাদের কাছে এ পরিমাণ খাদ্য-সামগ্রী নেই যা আমরা তাঁদের সকলকে খেতে দিতে পারি। তখন উম্মে সুলাইম বললেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল [সবকিছু] ভালো জানেন। অতঃপর হযরত আবূ তালহা (রা.) গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরের দিকে এগিয়ে আসলেন এবং আবূ তালহাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উম্মে সুলাইম! তোমার কাছে যাকিছু আছে আমার নিকট নিয়ে আস। তখন তিনি ঐ রুটিগুলো এনে হাজির করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশে রুটিগুলো টুকরা টুকরা করা হলো; আর উম্মে সুলাইম ঘি-এর পাত্র হতে ঘি বের করে তাকে তরকারি হিসেবে পেশ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে কিছু পাঠ করলেন। তারপর বললেন, দশজনকে আসতে বল। তাঁদেরকে আসতে বলা হলো। তাঁরা সকলে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে বের হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, আরো দশজনকে আসতে বল, তারপর আরো দশজন, এভাবে সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে খানা খেলেন। তাদের সংখ্যা সত্তর অথবা আশিজন ছিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে– রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দশজনকে আসার জন্য অনুমতি দাও। তাঁরা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা বিসমিল্লাহ পড়ে খাও। তাঁরা খেলেন এবং এভাবে [দশ দশজন করে] আশিজন লোক খানা খেলেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ ও গৃহবাসীরা সকলে খেলেন এবং কিছু খানা অবশিষ্টও রয়ে গেল।

বুখারীর অপর এক রেওয়ায়েতে আছে– তিনি বললেন, দশজনকে আমার নিকট উপস্থিত কর। এভাবে [দশ দশজন করে] চল্লিশজনকে গণনা করলেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ নিজে খেলেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি দেখতে লাগলাম, খাদ্যের মধ্যে কিছু হ্রাস হয়েছে কিনা?

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে আছে– সকলের খাওয়ার শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশিষ্ট খানাগুলো একত্রিত করলেন, তারপর তাতে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। তখন তা ঐ পরিমাণ হয়ে গেল যে পরিমাণ আগে ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, নাও, তা তোমাদের জন্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : أُمُّ سُلَيْمٍ : হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) ছিলেন হযরত আনাস (রা.)-এর মাতা। হযরত আনাস (রা.)-এর পিতা মালেকের মৃত্যুর পর হযরত আবূ তালহা (রা.) তাঁকে বিবাহ করেন। এ হিসেবে হযরত আবূ তালহা (রা.) ছিলেন হযরত আনাসের বিপিতা।

রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে খানা খাওয়ানো এবং সামান্য খাবারে বরকতের ঘটনা তদ্রূপ যেরূপ হযরত জাবের (রা.)-এর সাথে ঘটেছিল, আর হযরত জাবের (রা.)-এর ঘটনার ন্যায় এ ঘটনাও গাযওয়ায়ে খন্দক তথা পরিখার যুদ্ধের সময়কার। সুতরাং হযরত আনাস (রা.)-এর এ বাক্য 'রাসূলে কারীম ﷺ সে সময় মসজিদে অবস্থান করছিলেন' এর মধ্যকার 'মসজিদ' দ্বারা উদ্দেশ্য খন্দক তথা পরিখার নিকটবর্তী ঐ স্থান যা রাসূলে কারীম ﷺ শত্রুদের মদিনা শরীফ অবরোধ এবং পরিখা খননকালীন নামাজ পড়ার জন্য সাময়িকভাবে নির্ধারণ করেছিলেন। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৩০]

قَوْلُهُ "أَرْسَلَكَ أَبُوْ طَلْحَةَ" : রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রশ্ন 'তোমাকে কি আবূ তালহা পাঠিয়েছে?' এর উত্তরে হযরত আনাস (রা.)-এর 'হ্যাঁ' বলাটা একথার বিপরীত ছিল না যে, তাঁর মা উম্মে সুলাইম (রা.) তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। কেননা মূলত হযরত আবূ তালহা (রা.)-এর বলার কারণেই হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) হযরত আনাস (রা.)-কে কিছু রুটি দিয়ে রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে পাঠিয়ে ছিলেন। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৩০]

قَوْلُهُ "بِطَعَامٍ" : 'কি খাদ্য দিয়ে পাঠিয়েছে?' রাসূলে কারীম ﷺ এ কথাটি পূর্বের কথা 'তোমাকে কি আবূ তালহা পাঠিয়েছে?' হতে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা হয়তো বুঝার জন্য ছিল কিংবা ওহী ও অবগতির বিলম্ব অনুসারে ছিল। অর্থাৎ প্রথমে রাসূলে কারীম ﷺ ওহীর মাধ্যমে এ কথাটুকু জেনে ছিলেন যে, হযরত আনাস (রা.)-কে হযরত আবূ তালহা (রা.)-এর বলার কারণে পাঠানো হয়েছে, তাই তিনি শুধু এতটুকু প্রশ্ন করেছেন যে, 'তোমাকে কি আবূ তালহা পাঠিয়েছে?' অতঃপর দ্বিতীয়বার যখন ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, হযরত আনাস (রা.)-এর সাথে খাদ্যও আছে, তখন তিনি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করেন যে, 'কি খাদ্য দিয়ে পাঠিয়েছে?' −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৩১]

قَوْلُهُ "قُوْمُوْا" : 'তোমরা উঠ [আবূ তালহার বাড়িতে চল]।' এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকারগণ লিখেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ যখন ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, হযরত আনাস (রা.)-এর সাথে কিছু রুটিও রয়েছে, তখন তিনি এটা পছন্দ করলেন না যে, এত বড় মজলিসে তিনি একা কিংবা দু-তিনজনসহ খাবার খাবেন আর অন্যরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় থেকে যাবে। সেই সাথে রাসূলে কারীম ﷺ -এর এমন মু'জিযা প্রকাশেরও ইচ্ছা ছিল, যার ফলে কয়েকটি রুটির মাধ্যমে একটি বড় মজলিস পরিতৃপ্ত হয়েছিল এবং এরই মাঝে দ্বিতীয় আরেকটি মু'জিযা হযরত আবূ তালহা (রা.)-এর বাড়িতে কল্যাণ ও বরকতের সুরতে প্রকাশ পায়, যাতে করে হযরত আবূ তালহা (রা.) এবং তাঁর পরিবারবর্গ রাসূলে কারীম ﷺ -এর খাতিরে যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা এবং খেদমতের জজবা ও কার্যপন্থা প্রকাশ করেছে তার কিছু প্রতিফল বরকত হাসিলের মাধ্যমে লাভ করতে পারে, তাই রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে সাথে করে হযরত আবূ তালহা (রা.)-এর বাড়িতে তশরিফ নিয়ে যান।

−[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৩১]

قَوْلُهُ "اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ" : 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল [সবকিছু] ভালো জানেন।' এ উত্তরের মাধ্যমে হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) মূলত হযরত আবূ তালহা (রা.)-কে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন, যদি রাসূলে কারীম ﷺ অধিক সংখ্যক সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে তশরিফ এনে থাকেন তাহলে এর কারণে আমাদের পেরেশান হওয়া উচিত নয় যে, আমরা এত অল্প খাদ্য এত অধিক সংখ্যক লোককে কিভাবে খাওয়াব। কেননা নিশ্চয়ই এতে কোনো হিকমত রয়েছে, যে সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালোভাবে অবগত আছেন, আর রাসূলে কারীম ﷺ -এর তাঁর সাহাবায়ে কেরামসহ আগমন নিশ্চয়ই আমাদের জন্য কল্যাণ ও বরকতের অসিলা হবে। যেন হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) তৎক্ষণাৎ অনুভব করেছিলেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর আগমন অবশ্যই কোনো মু'জিযা প্রকাশের জন্য হয়েছে। এতে হযরত উম্মে সুলাইম (রা.)-এর দীনদারি, বিচক্ষণতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের ন্যায় গুণাবলি প্রকাশ পায় যে, তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ রাসূলে কারীম ﷺ -এর আগমনের দ্বারা কোনো পেরেশান হননি; বরং তৎক্ষণাৎ তাঁর মস্তিষ্কে এ কথা উদয় হয় যে, রাসূলে কারীম ﷺ খাবারের প্রকার ও পরিমাণ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন, যদি তিনি কোনো মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞাত না হতেন তাহলে সবাইকে নিয়ে এখানে আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব

করতেন না। যেহেতু তাঁর কোনো কাজ হিকমত ও কল্যাণশূন্য হয় না, তাই সদলবলে রাসূলে কারীম ﷺ -এর আগমনে নিশ্চয়ই কোনো কল্যাণ লুক্কায়িত রয়েছে। এটাও রিসালাত সমৃদ্ধ একটি অলৌকিক ঘটনাই ছিল যে, সোনালি যুগের একজন নারী বর্তমান যুগের অনেক পুরুষ অপেক্ষাও অধিক বিশ্বাস ও ঈমানী শক্তির অধিকারিণী ছিলেন। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৩১]

قَوْلُهُ "ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ" : "অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে কিছু পড়লেন।" -এর অর্থ হলো, তিনি কল্যাণ ও বরকতের দোয়া করলেন, অথবা আল্লাহর নামসমূহ পড়ে খাদ্যে ফুঁক দিয়েছেন।

এক বর্ণনা মতে তিনি এ শব্দাবলি বলেছেন- بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَعْظِمْ فِيْهَا الْبَرَكَةَ -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৩১]

قَوْلُهُ "ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ" : "তারপর বললেন দশজনকে আসতে বল"। অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ গোটা দলকে একবারে খাওয়ার জন্য আহ্বান করার স্থলে দশ দশজন করে খাওয়ার নির্দেশ এ কারণে দিয়েছেন যে, যে পাত্রে ঐ খাবার ছিল তা এতটুকু বড় ছিল যে, তার পাশে দশজন বসে অনায়াসে খাবার গ্রহণে সক্ষম ছিল।

আর কারো কারো অভিমত হলো, স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে সকলকে একসঙ্গে না ডেকে দশ দশজন করে ডেকে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৩১]

قَوْلُهُ "وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ اَوْ ثَمَانُوْنَ رَجُلًا" : 'তাঁদের সংখ্যা সত্তর অথবা আশিজন ছিল।'-এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে হাজার (র.) লিখেছেন যে, এ বর্ণনায় সংখ্যার উল্লেখ সন্দেহের সাথে হয়েছে; কিন্তু অন্য বর্ণনায় নির্দিষ্ট ও নিশ্চিতের সাথে আশির উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া এক বর্ণনায় আশির কিছু অতিরিক্ত -এর উল্লেখও পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও উল্লিখিত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা যে বর্ণনায় আশি সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে হতে পারে তার বর্ণনাকারী সংখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে ভাংতি সংখ্যা বিলোপ করেছেন। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৩২]

وَعَنْهُ ٥٦٥٧ قَالَ اَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِاِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِاَنَسٍ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَلٰثَ مِائَةٍ اَوْ زُهَاءَ ثَلٰثِ مِائَةٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬৫৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ -এর নিকট একটি [পানির] পাত্র আনা হলো। তখন তিনি [মদিনার] 'যাওরা' নামক স্থানে ছিলেন। অনন্তর তিনি ঐ পাত্রের মধ্যে হাত রাখলেন, তখন তাঁর আঙ্গুলগুলোর ফাঁক দিয়ে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হতে লাগল। তখন লোকেরা ঐ পানি দ্বারা অজু করল। হযরত কাদাতাহ (র.) বলেন, আমি হযরত আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন? তিনি বললেন তিনশতজন অথবা তিনশত জনের কাছাকাছি। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ" : 'তখন তাঁর আঙুলগুলোর ফাঁক দিয়ে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হতে লাগল।' এর ব্যাখ্যায় দুটি বক্তব্য পাওয়া যায়-

প্রথম বক্তব্য : সরাসরি আঙুলগুলো হতেই পানি বের হতে লাগল। এ বক্তব্য মুযানী (র.)-এর। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য এটাই। তাছাড়া এ বক্তব্যের সমর্থন ঐ বর্ণনা দ্বারা পাওয়া যায় যার কথাগুলো হলো- "فَرَاَيْتُ الْمَاءَ مِنْ اَصَابِعِهِ" অর্থাৎ 'আমি রাসূলে কারীম ﷺ -এর আঙুলগুলো হতে পানি প্রবাহিত হতে দেখলাম।' আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মূলত মু'জিযার মহত্ত্ব এ কথা দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। সাথে সাথে রাসূলে কারীম ﷺ -এর উক্ত মু'জিযার শ্রেষ্ঠত্ব হযরত মূসা (আ.)-এর ঐ মু'জিযার উপরও প্রমাণিত হয়ে যায়, যাতে হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির আঘাতে পাথর হতে পানির নহর প্রবাহিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বক্তব্য : উক্ত পাত্রে যে পরিমাণ পানি বিদ্যমান ছিল তাতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর মুবারক হাতের বরকতে আল্লাহ তা'আলা এতটুকু বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর মুবারক আঙ্গুলগুলোর ফাঁক দিয়ে ফোয়ারার ন্যায় প্রবাহিত হতে লাগল। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৩২-১৩৩]

وَعَنْ ٥٦٥٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْاٰيَاتِ بَرَكَةً وَاَنْتُمْ تَعُدُّوْنَهَا تَخْوِيْفًا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَقَلَّ الْمَاءُ فَقَالَ اطْلُبُوْا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ فَجَاءُوْا بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ قَلِيْلٌ فَادْخَلَ يَدَهُ فِي الْاِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الطَّهُوْرِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللّٰهِ وَلَقَدْ رَاَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৬৫৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা [সাহাবীগণ] অলৌকিক ঘটনাবলিকে [কিংবা কুরআনের আয়াতসমূহকে] বরকতের ব্যাপার বলে মনে করতাম। কিন্তু তোমরা [অর্থাৎ সাহাবীদের পরবর্তী লোকেরা] ঐগুলোকে কেবলমাত্র [কাফেরদের জন্য] ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপার বলে ধারণা করে থাক। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। হঠাৎ পানির অভাব দেখা দিল। তখন তিনি বললেন, তোমরা কোথাও হতে কিছু উদ্বৃত্ত পানির সন্ধান কর। তখন তারা সামান্য পানি সমেত একটি পাত্র নিয়ে আসল। তখন তিনি নিজের হাতখানা পাত্রটির মধ্যে প্রবেশ করালেন, অতঃপর বললেন, বরকতপূর্ণ পবিত্র পানি নিতে এগিয়ে আস। আর এ বরকত আল্লাহর পক্ষ হতে। বর্ণনাকারী হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, নিশ্চয়ই আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আঙ্গুলগুলোর ফাঁক দিয়ে ফোয়ারার মতো পানি বের হচ্ছে, আর অবশ্য আমরা খাদ্য গ্রহণ করার সময় [কখনো কখনো] খাদ্যের তাসবীহ পাঠ শুনতে পেতাম। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "اَلْاٰيَاتُ" দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো কুরআনে কারীমের ঐ সকল আয়াতসমূহ যা আসমান হতে অবতীর্ণ হয়েছিল। অথবা ঐ সকল মু'জিযাসমূহ বা অলৌকিক ঘটনাবলি উদ্দেশ্য যা আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -এর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। অধিক বিশুদ্ধ হাদীসের ইঙ্গিত দ্বারা এটাই বেশি উপযোগী যে, এখানে "اَلْاٰيَاتُ" দ্বারা মু'জিযা-সমূহ উদ্দেশ্য হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, "اَلْاٰيَاتُ" যদিও কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য প্রকাশ পেত; কিন্তু মুসলামনদের ক্ষেত্রে যারা ঐ সকল আয়াতের বিশ্বাসী ছিল সুসংবাদ ও বরকতের কারণ বলে বিবেচিত হতো। এ ব্যাখ্যা হযরত শায়খ আব্দুল হক (র.) আল্লামা তীবী (র.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন। আর মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন যে, "اَلْاٰيَاتُ" দ্বারা শুধুমাত্র মু'জিযা ও কারামতসমূহ উদ্দেশ্য। তিনি এ ব্যাপারটি স্পষ্ট করেছেন যে, এখানে "اَلْاٰيَاتُ" দ্বারা কুরআনের আয়াত উদ্দেশ্য নেওয়া অনুচিত।

আলোচ্য হাদীসের শব্দাবলি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর মুবারক আঙুলগুলো হতেই পানি বের হতো, এটাই জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত। আর এ কথার উপর ভিত্তি করে রাসূলে কারীম ﷺ -এর এ মু'জিযাকে হযরত মূসা (আ.)-এর পাথর হতে পানি বের হওয়ার মু'জিযার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। অতএব এ অভিমত কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর মুবারক আঙুলগুলো হতে পানি বের হয়নি; বরং পূর্ব হতে যে সামান্য পানি পাত্রে বিদ্যমান ছিল সেটাই এত বৃদ্ধি পেল যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর মুবারক আঙুলগুলো হতে ফোয়ারার ন্যায় প্রবাহিত হতে লাগল। আর মূলত এ অভিমতটি হাদীসের শব্দের ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, অপরদিকে হাদীসের সুস্পষ্ট অর্থ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ব্যাখ্যার কেন প্রয়োজন পড়ল তা বুঝে আসে না।

অবশ্য এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, পানির উক্ত মু'জিযার প্রকাশ তো খালি পাত্রের মাধ্যমেও হতে পারত, অতএব সামান্য পানি সংগ্রহের কি প্রয়োজন ছিল? এর উত্তরে বলা হয় যে, এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোনো হিকমত ও কল্যাণ বিদ্যমান রয়েছে; কিন্তু উক্ত হিকমত ও কল্যাণ কি ছিল হাদীস বিশারদ ও ব্যাখ্যাকারগণ অনেক চিন্তা-গবেষণা করেও তার মূল পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হননি, তাই এ ব্যাপারটিকে আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দিয়ে চুপ থাকাই উত্তম হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) অন্য আরেকটি মু'জিযা 'খাবারের তাসবীহ পাঠ' উল্লেখ করেছেন। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতেই আরেকটি বর্ণনা রয়েছে যে, একদা রাসূলে কারীম ﷺ স্বীয় মুষ্টিতে কিছু কঙ্কর নিলেন তো ঐ কঙ্করগুলো রাসূলে কারীম ﷺ -এর মুবারক হাতে তাসবীহ [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি] পাঠ করতে লাগল আর আমি স্বয়ং নিজ কানে তার তাসবীহ পাঠের আওয়াজ শুনেছি। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৩৩-১৩৪]

٥٦٥٩ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ (رض) قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّكُمْ تَسِيْرُوْنَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُوْنَ الْمَاءَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ غَدًا فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلْوِيْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ فَبَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِيْرُ حَتّٰى اَبْهَارَّ اللَّيْلُ فَمَالَ عَنِ الطَّرِيْقِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ اِحْفَظُوْا عَلَيْنَا صَلٰوتَنَا فَكَانَ اَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالشَّمْسُ فِيْ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبُوْا فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتّٰى اِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ ثُمَّ دَعَا بِمِيْضَأَةٍ كَانَتْ مَعِيْ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوْءً دُوْنَ وُضُوْءٍ قَالَ وَبَقِيَ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ احْفَظْ عَلَيْنَا مِيْضَأَتَكَ فَسَيَكُوْنُ لَهَا نَبَأٌ ثُمَّ اَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلٰوةِ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ وَرَكِبَ وَرَكِبْنَا مَعَهُ فَانْتَهَيْنَا اِلَى النَّاسِ حِيْنَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْنَا وَعَطِشْنَا فَقَالَ لَا هَلْكَ عَلَيْكُمْ دَعَا بِالْمِيْضَأَةِ فَجَعَلَ يَصُبُّ وَاَبُوْ قَتَادَةَ يَسْقِيْهِمْ فَلَمْ يَعْدُ اَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيْضَأَةِ تَكَابُّوْا عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسِنُوا الْمَلَأَ كُلُّكُمْ سَيُرْوٰى

৫৬৫৯. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সম্মুখে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, তোমরা আজ সন্ধ্যা এবং রাত্রিতে [লাগাতার] চলতে থাকবে। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে আগামীকাল পানির কাছে পৌঁছে যাবে। অতঃপর লোকেরা এমনভাবে চলতে থাকল যে, কেউ কারো প্রতি ফিরে চাইত না। [অর্থাৎ সকলে দ্রুত পথ চলতে লাগল।] আবূ কাতাদাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধ্যারাত হতে চলতে চলতে রাত্রি যখন মধ্যাহ্নে পৌঁছল, তখন তিনি রাস্তা হতে একদিকে সরে পড়লেন এবং বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা [ফজর] নামাজের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। [এরপর সকলে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং] সকলের আগে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই জাগ্রত হলেন, অথচ তখন সূর্যের তাপ এসে তাঁর পৃষ্ঠে পড়ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ সওয়ারিতে আরোহণ কর। সুতরাং আমরা আরোহণ করলাম এবং সূর্য খুব উপরে উঠা পর্যন্ত সফর করে তিনি এক জায়গায় অবতরণ করলেন। অতঃপর তিনি অজুর জন্য পানির পাত্র চাইলেন, যা আমার সাথে ছিল। তাতে পানিও ছিল খুব সামান্য পরিমাণ। তিনি তা হতে একান্ত হালকাভাবে অজু করলেন। হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) বলেন, তাঁর অজুর পরও পাত্রে সামান্য পরিমাণ পানি অবশিষ্ট রয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, তোমরা পাত্রের পানিগুলো আমাদের জন্য ভালোভাবে সংরক্ষণ করে রাখ। কেননা অচিরেই তা হতে একটি বড় ধরনের ঘটনা প্রকাশ পাবে। অতঃপর হযরত বেলাল (রা.) নামাজের জন্য আজান দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাকাত [সুন্নত] আদায় করলেন, তারপর ফজরের [ফরজ] নামাজ আদায় করলেন এবং নিজেও সওয়ারিতে আরোহণ করলেন, আর আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। অবশেষে সূর্য যখন অনেক উপরে উঠল এবং প্রতিটি জিনিস সূর্যের প্রচণ্ড তাপে অত্যধিক গরম হয়ে গেল, তখন আমরা ঐ কাফেলার লোকদের নিকট এসে পৌঁছলাম, [যারা আমাদের পূর্বেই রওয়ানা হয়ে এসেছে।] তারা বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রচণ্ড গরমে এবং পিপাসার তাড়নায় আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। তিনি বললেন, তোমাদের উপর ধ্বংস আসবে না। এই বলে তিনি পানির পাত্রটি আনালেন এবং পানি ঢালতে লাগলেন, আর আবূ কাতাদাহ (রা.) লোকদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন। লোকেরা যখন পাত্রে পানি দেখতে পেল, তখন তারা আর দেরি না করে একসাথে সকলে পানির জন্য ভিড় জমিয়ে ফেলল। তাদের অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা উত্তম ব্যবহার কর। [অর্থাৎ ভিড় জমিয়ে একে অন্যকে কষ্ট দিয় না।]

قَالَ فَفَعَلُوْا فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُبُّ وَاَسْقِيْهِمْ حَتّٰى مَا بَقِىَ غَيْرِىْ وَغَيْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَبَّ فَقَالَ لِىْ اَشْرَبْ فَقُلْتُ لَا اَشْرَبُ حَتّٰى تَشْرَبَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّ سَاقِىَ الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ قَالَ فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ قَالَ فَاَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّيْنَ رِوَاءً ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) هٰكَذَا فِىْ صَحِيْحِهٖ وَكَذَا فِىْ كِتَابِ الْحُمَيْدِىِّ وَجَامِعُ الْاُصُوْلِ وَزَادَ فِى الْمَصَابِيْحِ بَعْدَ قَوْلِهٖ اٰخِرُهُمْ لَفْظَةَ شُرْبًا ـ

তোমরা সকলেই এ পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে। হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) বলেন, তারা অনুরূপ করল। [অর্থাৎ সুশৃঙ্খল হয়ে গেল।] রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি ঢালতে থাকলেন, আর আমি পানি পান করাতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত পানি পান করা হতে কেউই বাকি রইল না। অতঃপর তিনি পানি ঢেলে আমাকে বললেন, এবার তুমি পান কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি পান না করা পর্যন্ত আমি পান করব না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লোকদেরকে যে পানীয় পান করায়, সে হয় সর্বশেষে। হযরত আবূ কাদাতাহ (রা.) বলেন, সুতরাং আমি পান করলাম। পরে তিনি পান করলেন। হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) বলেন, অতঃপর লোকেরা তৃপ্তি সহকারে আরামের সাথে পানির স্থানে এসে পৌঁছল। –[মুসলিম]

সহীহ মুসলিমে অনুরূপই রয়েছে এবং হুমায়দীর গ্রন্থে ও জামেউল উসূলেও এরূপই রয়েছে। মাসাবীহ গ্রন্থে اٰخِرُهُمْ শব্দের পর شُرْبًا শব্দটি বর্ণিত রয়েছে। [অর্থাৎ সর্বশেষে পানকারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূলে কারীম ﷺ জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে কাজা নামাজ আদায় করেননি; বরং উক্ত স্থান ত্যাগ করে কিছুটা বিলম্ব করে আদায় করেছেন– এর কারণ হলো, রাসূলে কারীম ﷺ এমন স্থানে পৌঁছে নামাজ আদায়ের ইচ্ছা করেছিলেন যেখানে পানি পাওয়া যায়। অথবা এর কারণ হলো, রাসূলে কারীম ﷺ যখন জাগ্রত হয়েছিলেন তখন নামাজের মাকরূহ সময় ছিল, এজন্য তিনি উক্ত মাকরূহ সময় হতে বের হওয়ার জন্য নামাজকে কিছুটা বিলম্ব করে ঐ স্থান ত্যাগ করেন, যেমন বর্ণনার প্রথম দিকের শব্দগুলো فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتّٰى اِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ [সুতরাং আমরা আরোহণ করলাম এবং সূর্য খুব উপরে উঠা পর্যন্ত সফর করলাম] দ্বারা বুঝে আসে। উক্ত আলোচনা দ্বারা এটাও জানা গেল যে, ঐ স্থান দ্রুত ত্যাগ করা উচিত যেখানে আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে কিংবা কোনো নিষিদ্ধ কর্ম সংঘটিত হয়েছে যদিও ইচ্ছাকৃতভাবে তা সংঘটিত হয়নি। আরো জানা গেল যে, রাসূলে কারীম ﷺ ফজরের কাজা নামাজ আদায়ের পূর্বে যে দু-রাকাত নামাজ আদায় করেছেন তা সুন্নত নামাজ ছিল। এ ব্যাপারে মাসআলা হলো, যদি কেউ জাগ্রত না হওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে ফজরের নামাজ সময়মতো আদায় করতে না পারে, অতঃপর তার কাজা সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে আদায় করা হয় তাহলে তার সাথে দু-রাকাত সুন্নত নামাজও আদায় করে নেওয়া উচিত। অবশ্য যদি ফরজ নামাজ ফওত না হয়; বরং শুধু সুন্নত নামাজ ফওত হয় তাহলে উক্ত সুন্নত নামাজ কাজা করা লাগবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত হলো, সূর্যোদয়ের পর সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে যে সুন্নত নামাজ ফওত হয়েছে তা কাজা করে নেওয়া উচিত। অতএব সূর্য হেলে পড়ার পর ইমামদের সর্বসম্মত মত হলো, উক্ত সুন্নতের কাজা করা লাগবে না।

قَوْلُهٗ "صَلَّى الْغَدَاةَ" : 'ফজরের কাজা নামাজ [জামাতের সাথে] আদায় করলেন।' এ বাক্যটি থেকে বুঝে আসে যে, সাহাবায়ে কেরামের নিকটও নিজ নিজ পাত্র ছিল যাতে তাঁরা স্বল্প পরিমাণ পানি সংরক্ষণ করতেন এবং ঐ সময় তা থেকে অজু করে রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে নামাজে শরিক হয়েছিলেন। আবার এটাও হতে পারে যে, সাহাবায়ে কেরামের নিকট এতটুকু পানিও ছিল না যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর ন্যায় সংক্ষিপ্তাকারে অজু করে নিতেন। তাই তাঁরা তায়াম্মুম করে নামাজে শরিক হয়েছিলেন। যাহোক এ ব্যাপারে হাদীসের ভাষ্য একেবারেই নিশ্চুপ যে, রাসূলে কারীম ﷺ ছাড়া সাহাবায়ে কেরাম কি অজু করেছিলেন নাকি তায়াম্মুম করেছিলেন?

قَوْلُهٗ "لَا هَلَكَ عَلَيْكُمْ" : 'তোমাদের উপর ধ্বংস আসবে না।' রাসূলে কারীম ﷺ এ বাক্য দ্বারা যেন সান্ত্বনা ও সুসংবাদ দিয়েছেন যে, ভয় পেয়ো না, তোমরা কোনো ধ্বংসের সম্মুখীন হবে না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য গায়েব থেকে পানির ব্যবস্থা করবেন। এ হিসেবে বাক্যটি জুমলায়ে খবরিয়্যা হয়েছে। অথবা এ বাক্যটি মূলত জুমলায়ে দু'আইয়্যা ছিল অর্থাৎ যেন রাসূলে কারীম ﷺ এ দোয়া করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ধ্বংস হতে দূরে রাখুক এবং গায়েব থেকে তোমাদের পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করুক। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৩৬]

وَعَنْ ٥٦٦٠ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُهُمْ بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللّٰهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ نَعَمْ فَدَعَا بِنَطْعٍ فَبَسَطَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيْئُ بِكَفِّ ذُرَةٍ وَيَجِيْئُ الْاٰخَرُ بِكَفِّ تَمَرٍ وَيَجِيْئُ الْاٰخَرُ بِكَسْرَةٍ حَتّٰى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطْعِ شَيْئٌ يَسِيْرٌ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوْا فِىْ اَوْعِيَتِكُمْ فَاَخَذُوْا فِىْ اَوْعِيَتِهِمْ حَتّٰى مَا تَرَكُوْا فِى الْعَسْكَرِ وِعَاءً اِلَّا مَلَأُوْهُ قَالَ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَا يَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬৬০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধের সময় যখন লোকজন ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল, তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকজনের কাছে এখন যে পরিমাণ অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য অবশিষ্ট আছে, সেগুলো আনিয়ে নিন এবং তার উপর আল্লাহর কাছে বরকতের জন্য দোয়া করুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাই করা হবে। তখন তিনি একখানা চামড়ার দস্তরখান আনালেন। তা বিছানো হলো. অতঃপর তিনি তাদের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্যগুলো আনতে বললেন। তাতে কোনো ব্যক্তি আনল এক মুষ্টি বুট, আর কেউ আনল এক মুষ্টি খেজুর, আর কেউ আনল কিছু রুটির টুকরা। অবশেষে সবকিছু মিলিয়ে দস্তরখানের উপর সামান্য পরিমাণ বস্তুই একত্রিত করা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার মধ্যে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের [যার যা খুশি] নিজ নিজ পাত্রগুলোতে নিয়ে নাও। সুতরাং তারা আপন আপন পাত্রগুলোতে নিতে লাগল। এমনকি সেনাদলের মধ্যে এমন কোনো পাত্র রইল না যা তারা ভর্তি করে নিল না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, লোকেরা সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে খেল এবং কিছু খাদ্য অতিরিক্তও রয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আর নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। আর যে ব্যক্তি এ দুটি কথার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, [অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে,] কোনো কিছুই তাকে বেহেশতে প্রবেশ হতে বাধা দিতে পারবে না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : قَوْلُهُ "تَبُوْكَ" : 'তাবূক' একটি স্থানের নাম, যা মদিনা শরীফ হতে আনুমানিক ৪৬৫ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। নবম হিজরির রজব মাসে রাসূলে কারীম ﷺ যুদ্ধের জন্য সেখানে ইসলামি বাহিনী নিয়ে গিয়েছিলেন। বর্ণিত আছে যে, এ বাহিনীতে প্রায় এক লক্ষ মুসলিম মুজাহিদীন অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর রাসূলে কারীম ﷺ -এর এটি সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৩৭]

قَوْلُهُ "بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ" : 'যে পরিমাণ অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য অবশিষ্ট আছে।' এ বাক্য দ্বারা হযরত ওমর (রা.)-এর এ উদ্দেশ্য ছিল যে, সাধারণ পরিস্থিতিতে সৈনিকরা খাদ্যদ্রব্যের স্বল্পতায় ভুগছে এবং অনেক সৈনিক অভুক্ত অবস্থায় থাকছে। তা সত্ত্বেও কিছু লোক এমনও আছে যাদের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু খাদ্যদ্রব্য হয়তো থাকবে, তাই আপনি তাদেরকে নির্দেশ দিন, যাতে তারা অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য আপনার নিকট নিয়ে আসে।

মূলত উক্ত বর্ণনায় কিছুটা সংক্ষেপ করা হয়েছে। পূর্ণ বর্ণনা এরূপ ছিল যে, যখন সৈনিকরা খাদ্যদ্রব্যের স্বল্পতায় ভুগছিল এবং অনেক সৈনিক অভুক্ত অবস্থায় থাকছিল, তখন তারা রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট আরজ করল যে, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আমরা আমাদের উট জবাই করে আমাদের খাদ্যের অভাব পূর্ণ করি। রাসূলে কারীম ﷺ তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) যখন ব্যাপারটি সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তিনি রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি সৈনিকদের উট জবাই করার অনুমতি দেন তাহলে সৈনিকরা সওয়ারির স্বল্পতার সম্মুখীন হবে যা খুবই দুশ্চিন্তার কারণ, তাই আপনি তাদেরকে উট জবাই করার অনুমতির পরিবর্তে এ নির্দেশ দিন যে, যার কাছে যে পরিমাণ অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য অবশিষ্ট আছে তা যেন তারা আপনার নিকট নিয়ে আসে।

قَوْلُهُ "لَا يَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ الخ" : 'যে ব্যক্তি এ দুটি কথার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে..... পারবে না।' এ মূল্যবান বক্তব্য দ্বারা রাসূলে কারীম ﷺ ঐ অবধারিত বিষয়কে স্পষ্ট করেছেন যে, যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেবে আর কোনোরূপ সন্দেহ ও সংশয় ব্যতিরেকে ঐ বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করবে, তাহলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ হতে বাধা দেওয়া হবে না। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৩৭ ও ১৩৮]

٥٦٦١ - وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عُرُوْسًا بِزَيْنَبَ فَعَمِدَتْ أُمِّيْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلٰى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَاقِطٍ فَصَنَعَتْ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِيْ تَوْرٍ فَقَالَتْ يَا أَنَسُ اِذْهَبْ بِهٰذَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْ بَعَثَتْ بِهٰذَا إِلَيْكَ أُمِّيْ وَهِيَ تَقْرَئُكَ السَّلَامَ وَتَقُوْلُ إِنَّ هٰذَا لَكَ مِنَّا قَلِيْلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَهَبْتُ فَقُلْتُ فَقَالَ ضَعْهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَادْعُ لِيْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا رِجَالًا سَمَّاهُمْ وَادْعُ لِيْ مَنْ لَقِيْتَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمّٰى وَمَنْ لَقِيْتُ فَرَجَعْتُ فَاِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهٖ قِيْلَ لِأَنَسٍ عَدَدُكُمْ كَمْ كَانُوْا قَالَ زُهَاءَ ثَلٰثِمِائَةٍ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَهٗ عَلٰى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُوْ عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُوْنَ مِنْهُ.

৫৬৬১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম ﷺ বিবি যয়নবের বিবাহে বর ছিলেন, তখন আমার মা উম্মে সুলাইম (রা.) [কিছু হাদিয়া পাঠানোর ইচ্ছা করলেন, সুতরাং তিনি] কিছু খেজুর, মাখন এবং পনীরের সংমিশ্রণে 'হাইসা' প্রস্তুত করলেন। তারপর তাকে তিনি একটি পাত্রে রেখে বললেন, হে আনাস! এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে নিয়ে যাও এবং বলো, এগুলো আমার মা আপনার খেদমতে পাঠিয়েছেন এবং তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। আর তিনি এটাও বলেছেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আমাদের পক্ষ হতে আপনার জন্য অতি সামান্য হাদিয়া! হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি তা নিয়ে গেলাম এবং আমার মা যা কিছু বলার জন্য আমাকে আদেশ করেছিলেন, আমি তাও বললাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, এগুলো রাখ। অতঃপর আমাকে কতিপয় লোকের নাম উল্লেখ করে বললেন, যাও এবং অমুক অমুক ও অমুককে আর তা ছাড়াও যার সাথে তোমার দেখা হবে তাদেরকে দাওয়াত দেবে। সুতরাং তিনি যাদের নাম উল্লেখ করেছেন তাদেরকে এবং আমার সাথে যাদের দেখা হয়েছে তাদেরকে দাওয়াত দিলাম। অতঃপর আমি ফিরে এসে দেখলাম ঘরভর্তি লোকজন। হযরত আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, সেখানে আপনাদের সংখ্যা কতজন ছিল? তিনি বললেন, প্রায় তিনশত। আমি দেখতে পেলাম, নবী করীম ﷺ 'হাইসার' পাত্রের মধ্যে নিজের হাত রাখলেন এবং আল্লাহর যা ইচ্ছা তা পাঠ করলেন। তারপর দশ দশজনের দলকে তা হতে খাবার জন্য ডাকতে থাকলেন।

وَيَقُوْلُ لَهُمْ اُذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيْهِ قَالَ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتّٰى اَكَلُوْا كُلُّهُمْ قَالَ لِيْ يَا اَنَسُ اِرْفَعْ فَرَفَعْتُ فَمَا اَدْرِىْ حِيْنَ وَضَعْتُ كَانَ اَكْثَرَ اَمْ حِيْنَ رَفَعْتُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

আর তাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্মুখ হতে খাওয়া শুরু কর। হযরত আনাস (রা.) বলেন, তারা সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে খেলেন। একদল খেয়ে বের হতেন এবং আরেক দল প্রবেশ করতেন, এভাবে সমস্ত লোকই খানা খেলেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন, হে আনাস! পাত্রটি উঠাও। তখন আমি পাত্রটি উঠালাম, কিন্তু সঠিকভাবে বলতে পারছি না, যখন আমি পাত্রটি রেখেছিলাম, তখন পাত্রটিতে 'হাইসা' বেশি ছিল নাকি এখন, যখন আমি তাকে উঠালাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "حَيْسًا" : 'হাইসা' একপ্রকারের মিশ্রিত খাদ্য। খেজুরের কুচি কুচি টুকরা, ঘি ও দুধের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়। আমাদের অত্রাঞ্চলে তাকে 'পায়েস' এবং উর্দুভাষীগণ 'মালীদা' বলেন। তা একদিকে সুস্বাদু, অপর দিকে বলকারকও বটে। সামান্য পরিমাণের খাদ্যে প্রায় তিনশত লোকের পরিতৃপ্ত হওয়া ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ মু'জিযা।

قَوْلُهُ "رِجَالاً سَمَّاهُمْ" : 'রাসূলে কারীম ﷺ কতিপয় লোকের নাম উল্লেখ করেন।' এ বাক্য দ্বারা হযরত আনাস (রা.)-এর উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, রাসূলে কারীম ﷺ তো নির্দিষ্ট তিন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু এখন আমার মস্তিষ্কে ঐ তিনটি নাম সংরক্ষিত নেই, তাই আমি উক্ত তিন ব্যক্তির নামের স্থলে, 'অমুক, অমুক ও অমুক' শব্দ ব্যবহার করেছি। এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, "رِجَالاً سَمَّاهُمْ" বাক্যটি হযরত আনাস (রা.)-এর নিজের, যা নাহবী তারকীবে "فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا"-এর বদল হয়েছে, অথবা এ বাক্যের পূর্বে اَعْنِىْ অথবা يَعْنِىْ শব্দ উহ্য রয়েছে।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭. পৃ. ১৩৯]

قَوْلُهُ "فَمَا اَدْرِىْ الخ" : 'কিন্তু আমি সঠিকভাবে বলতে পারছি না যে, ...।' অর্থাৎ বাহ্যিক অবস্থা হিসেবে তো আমি সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করতে পারিনি যে, ঐ পাত্রটিতে 'মালীদা' পূর্বে বেশি ছিল নাকি এখন, যখন আমি তাকে উঠালাম। তথাপি বাস্তব কথা হলো, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর মুবারক হাতের স্পর্শে এবং সাহাবায়ে কেরামের উচ্ছিষ্ট হওয়ার বদৌলতে উক্ত 'মালীদা' স্বস্থান থেকে উঠানোর সময় অত্যধিক বরকতপূর্ণ ছিল।

কোনো কোনো আলেম লিখেছেন যে, হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা তো এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব (রা.)-এর অলিমা হযরত আনাস (রা.)-এর মাতার প্রেরিত মালীদার মাধ্যমে হয়েছিল যা তিনি রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে পাঠিয়ে ছিলেন, কিন্তু অন্য একটি বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তাঁর অলিমার খাবার রুটি ও গোশ্‌তের সমন্বয়ে হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ স্বয়ং হযরত আনাস (রা.)-এর একটি বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত যয়নব (রা.)-এর অলিমায় বকরি জবাই করেছেন এবং এ অনুষ্ঠানে এক হাজার লোককে ভরপেট গোশ্‌ত রুটি খাইয়েছেন। অতএব আলোচ্য দুটি বর্ণনাতে বাহ্যিকভাবে বৈপরীত্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। তা নিরসনের জন্য বলা হয় যে, মূলত উক্ত মালীদা রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে এমন সময় উপস্থিত করা হয়েছিল যখন তিনি অলিমার খাবার [যা গোশত ও রুটি সমৃদ্ধ ছিল] লোকদেরকে খাওয়ানোর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। এ হিসেবে উক্ত অলিমার দাওয়াতে দুটি বস্তুই খাওয়ানো হয়েছে অর্থাৎ মালীদা এবং গোশ্‌ত-রুটি। আর এটাও হতে পারে যে, একদিন তো মালীদা সংক্রান্ত ঘটনা ঘটেছিল আর অন্যদিন রুটি ও গোশ্‌ত খাওয়ানোর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

তবে মোল্লা আলী কারী (র.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন যে, আলোচ্য হাদীস দ্বারা একথা কোথাও সাব্যস্ত হয় না যে, হযরত আনাস (রা.)-এর মাতা রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে যে মালীদা প্রেরণ করেছিলেন তা দ্বারাই অলিমা খাওয়ানো হয়েছিল, বরং তিনি উক্ত মালীদা হাদীয়াস্বরূপ রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে পাঠিয়েছিলেন, যা রাসূলে কারীম ﷺ প্রায় তিনশত লোককে খাইয়েছিলেন। অতঃপর ঐদিন বিকেলে কিংবা পরবর্তী দিন রাসূলে কারীম ﷺ বকরি জবাই করে অলিমার খাবার পরিবেশন করেছেন এবং উক্ত একটি বকরি ও রুটির মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এ পরিমাণ বরকত দান করেন যে, এক হাজার লোক পরিতৃপ্ত হয়। অতএব এখন আলোচ্য দুটি বর্ণনাতে কোনোরূপ বৈপরীত্য থাকল না এবং উক্ত মু'জিযাদ্বয়ের মাঝেও কোনো সংঘর্ষ থাকল না। –[মাযাহেরে হক খ. ৭. পৃ. ১৩৯ ও ১৪০]

٥٦٦٢ - وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا عَلٰى نَاضِحٍ قَدْ اَعْيٰى فَلَا يَكَادُ يَسِيْرُ فَتَلَاحَقَ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا لِبَعِيْرِكَ قُلْتُ قَدْ عَيِيَ فَتَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَزَجَرَهٗ فَدَعَا لَهٗ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الْاِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيْرُ فَقَالَ لِيْ كَيْفَ تَرٰى بَعِيْرَكَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ اَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ اَفَتَبِيْعُنِيْهِ بِوَقِيَّةٍ فَبِعْتُهٗ عَلٰى اَنَّ لِيْ فَقَارَ ظَهْرِهٖ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ فَاَعْطَانِيْ ثَمَنَهٗ وَرَدَّهٗ عَلَيَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬৬২. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি কোনো এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে শরিক ছিলাম। আর আমি এমন একটি উটের উপর সওয়ার ছিলাম যা সেচের পানি বহন করতে করতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। চলবার শক্তি ছিল না। পিছন হতে নবী করীম ﷺ এসে আমার সাথে মিলিত হলেন এবং বললেন, তোমার উটের কি হয়েছে? আমি বললাম, তা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উটটির পিছনে গেলেন এবং তাকে ধমক দিয়ে তার জন্য দোয়া করলেন। তারপর তা সর্বদা অন্যান্য উটের আগে আগেই চলতে লাগল। পরে আবার নবী করীম ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার উটের খবর কি? আমি বললাম, আপনার দোয়ার বরকতে এখন খুব ভালো। তিনি বললেন, তুমি কি তা এক উকিয়ার বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রয় করবে? তখন আমি এই শর্তে বিক্রয় করলাম যে, মদিনা পৌঁছা পর্যন্ত আমি তার পিঠে সওয়ার হবো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় আগমন করলেন, তখন আমি প্রাতঃকালে উটটি নিয়ে তাঁর খেদমতে হাজির হলে তিনি আমাকে উটের মূল্য প্রদান করলেন এবং উটটিও আমাকে ফেরত দিয়ে দিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"قَوْلُهٗ "بِوَقِيَّةٍ : উকিয়া. এটা একটি আরবি ওজন। এক উকিয়া সমান চল্লিশ দিরহাম। হযরত জাবের (রা.) ছিলেন একজন ঋণী ব্যক্তি। সরাসরি তাঁকে কিছু দিলে হয়তো তিনি তা গ্রহণ করতে সংকোচ মনে করবেন, তাই নবী করীম ﷺ এভাবে কিছু দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করেন।

"قَوْلُهٗ "فَبِعْتُهٗ عَلَيَّ : 'তখন আমি এ শর্তে উক্ত উট বিক্রি করলাম....।' উক্ত বাক্যের মাধ্যমে জানা গেল যে, কোনো বস্তু বিক্রয়ের সময় এমন শর্ত আরোপ করা জায়েজ আছে যাতে বিক্রেতার উপকার নিহিত রয়েছে। অথচ মাসআলার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা জায়েজ নেই? সুতরাং বলা হবে যে, উক্ত মাসআলার ক্ষেত্রে হাদীসটি মানসূখের হুকুমে। অথবা বলা হবে যে, উক্ত শর্তারোপের সম্পর্ক বেচাকেনার সাথে ছিল না; বরং বেচাকেনা হয়ে যাওয়ার পর হয়তো হযরত জাবের (রা.)-এর অনুরোধে কিংবা রাসূলে কারীম ﷺ -এর অনুগ্রহে এ সিদ্ধান্ত হয় যে, মদিনা শরীফ পৌঁছা পর্যন্ত এ উট হযরত জাবের (রা.)-এর নিকট থাকবে। তথাপি এ ব্যাখ্যা হাদীসের বাহ্যিক ইবারতের সাথে সামঞ্জস্য রাখে না। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৪০]

وَعَنْ ٥٦٦٣ أَبِى حُمَيْدِنِ السَّاعِدِيِّ (رضـ) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ فَاَتَيْنَا وَادِىَ الْقُرٰى عَلٰى حَدِيْقَةٍ لِاِمْرَاَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اخْرُصُوْهَا فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةَ اَوْسُقٍ وَقَالَ اَحْصِيْهَا حَتّٰى نَرْجِعَ اِلَيْكَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَانْطَلَقْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا تَبُوْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَلَا يَقُمْ فِيْهَا اَحَدٌ فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيْرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ فَهَبَّتْ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيْحُ حَتّٰى اَلْقَتْهُ بِجَبَلَىْ طَىِّءٍ ثُمَّ اَقْبَلْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا وَادِىَ الْقُرٰى فَسَاَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَرْاَةَ عَنْ حَدِيْقَتِهَا كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا فَقَالَتْ عَشَرَةَ اَوْسُقٍ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬৬৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুমাইদ সায়েদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তবুকের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। অতঃপর আমরা 'ওয়াদিউল কোরা' নামক স্থানে এক মহিলার বাগানে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা [বাগানের খেজুরের] পরিমাণ অনুমান কর। সুতরাং আমরা [নিজ নিজ ধারণা অনুসারে] অনুমান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বাগানের ফল দশ ওসক হবে বলে অনুমান করলেন। এরপর তিনি উক্ত মহিলাকে বললেন, এ বাগানে কি পরিমাণ খেজুর উৎপন্ন হয়, ভালোভাবে তার হিসাব রেখো, যাবৎ না আমরা তোমার কাছে ফিরে আসি ইনশাআল্লাহ। এরপর আমরা রওয়ানা হলাম, অবশেষে তাবূকে এসে উপস্থিত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সাবধান! আজ রাতে প্রচণ্ড ঝড় হবে। অতএব তোমাদের কেউই যেন দাঁড়িয়ে না থাকে। আর যার সঙ্গে উট রয়েছে, সে যেন তাকে শক্ত করে বেঁধে রাখে। রাতে প্রচণ্ড ঝড় হলো। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলে ঝড় তাকে উড়িয়ে 'ত্বাঈ' পাহাড়ে নিয়ে নিক্ষেপ করল। অতঃপর আমরা ফিরবার পথে ওয়াদিউল কোরায় এসে পৌঁছলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাগানে কি পরিমাণ ফল উৎপন্ন হয়েছে? সে বলল 'দশ ওসক।' –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'ত্বাই' মূলত উক্ত সুপ্রসিদ্ধ গোত্রের প্রাণপুরুষের নাম, যাঁর নামানুসারে উক্ত গোত্র 'ত্বাই' নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে এবং প্রাচীন ভৌগোলিক সীমারেখা হিসেবে এ গোত্রের লোকেরা ইয়েমেনে বসবাস করত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তি হাতেম ত্বাই-এর সম্পর্ক এ গোত্রের সাথেই ছিল। উক্ত ত্বাই গোত্র যাকে "تلادطى" বলা হতো এবং তার সংলগ্ন পাহাড় যা 'ত্বাই পাহাড়' নামে সুপ্রসিদ্ধ। এগুলো বর্তমান ভৌগোলিক সীমারেখা হিসেবে সৌদি আরবের নজদ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এবং তাকে বর্তমানে 'শমর অঞ্চল' বলা হয়। –[মাযাহেরে হক খ ৭, পৃ. ১৪১]

এ ঘটনায় নবী করীম ﷺ -এর তিনটি মু'জিযা প্রকাশ রয়েছে। যথা– রাত্রে ঝড় প্রবাহিত হওয়া, দাঁড়িয়ে থাকলে ঝড়ের কবলে পড়া এবং রাসূল ﷺ -এর অনুমানকৃত খেজুর ঠিক ঠিক দশ ওসক হওয়া। এক ওসক পরিমাণ প্রায় ছয় মণ। সুতরাং দশ ওসক পরিমাণ ষাট মণ।

وَعَنْ ٥٦٦٤ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ مِصْرَوَ هِىَ اَرْضٌ يُسَمّٰى فِيْهَا الْقِيْرَاطُ فَاِذَا فَتَحْتُمُوْهَا فَاَحْسِنُوْا اِلٰى اَهْلِهَا فَاِنَّ لَهَا ذِمَّةً وَرَحِمًا اَوْ قَالَ ذِمَّةً وَصِهْرًا فَاِذَا رَاَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِىْ مَوْضَعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا قَالَ فَرَاَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ شُرَحْبِيْلَ بْنِ حَسَنَةَ وَاَخَاهُ رَبِيْعَةَ يَخْتَصِمَانِ فِىْ مَوْضَعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجْتُ مِنْهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬৬৪. অনুবাদ : হযরত আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে তোমরা নিশ্চয়ই মিসর জয় করবে। তা এমন একটি দেশ যেখানে কীরাত [আঞ্চলিক মুদ্রার নাম] ব্যবহার হয়ে থাকে। তোমরা যখন তা জয় করবে, তখন সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা তাদের সাথে সৌহার্দ ও আত্মীয়তার অথবা বলেছেন, সৌহার্দ ও শ্বশুরাত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আর যখন দেখবে, দুই ব্যক্তি একটি ইটের জায়গা নিয়ে পরস্পর বিবাদ করছে, তখন তুমি সে স্থান হতে সরে পড়বে। হযরত আবূ যার (রা.) বলেন, অতঃপর আমি আব্দুর রহমান ইবনে শোরাহবিল ইবনে হাসানা ও তার ভাই রবীআকে একটি ইটের জায়গা নিয়ে পরস্পর ঝগড়া করতে দেখতে পাই, তখন আমি সেখান থেকে বের হয়ে আসি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "اَلْقِيْرَاطُ" : "قِيْرَاطٌ" মুদ্রাবিশেষের নাম যা পাঁচ যব স্বর্ণের সমপরিমাণ ছিল এবং তৎকালীন মিসরে প্রচলিত ছিল। মিসর ছাড়াও অন্যান্য এলাকায় "قِيْرَاطٌ" -এর প্রচলন ছিল এবং ওজন ও মূল্যমান হিসেবে ব্যবহৃত হতো, যেমন মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এক কীরাত সমপরিমাণ দিনারের চব্বিশতম অংশ এবং ইরাকে দিনারের বিশতম অংশ হিসেবে প্রচলিত ছিল।

قَوْلُهُ "يُسَمّٰى فِيْهَا الْقِيْرَاطُ" : 'যেখানে কীরাত ব্যবহার হয়ে থাকে।' এ বাক্যের মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ শুধুমাত্র উক্ত মুদ্রার প্রচলন স্থান মিসরের পরিচয় ও ঠিকানাই উল্লেখ করেননি; বরং এদিকেও ইঙ্গিত করেছেন যে, ঐ দেশে সে সময় যে সকল কিবতী কাফের ও মুশরিক বসবাস করত তারা নিকৃষ্ট ও রুক্ষ মেজাজের লোক ছিল এবং তাদের নিদর্শন ছিল– তাদের মুখে মুখে কীরাত শব্দের আলোচনা বেশি বেশি হতো। এতে জানা গেল যে, মর্যাদাবান ও ভদ্র লোকের মুখে নিকৃষ্ট ও মন্দ কথার উল্লেখ অধিক হয় না।

قَوْلُهُ "فَاَحْسِنُوْا اِلٰى اَهْلِهَا" : 'তখন সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।' উক্ত নির্দেশনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যদিও মিসরবাসী স্বীয় স্বভাববিশেষ তথা নিকৃষ্টতা ও নিচুতা হেতু তোমাদের কষ্টের কারণ হবে, তারপরও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা উচিত। যদি তোমরা তাদের এ জাতীয় কার্যকলাপ অবলোকন কর যা তোমাদের নিকট মন্দ অনুভূত হয় এবং তাদের কারণে মানসিক ও শারীরিক কষ্টে আক্রান্ত হও তবে সর্বক্ষেত্রে তাদের সাথে ক্ষমা ও উদারতার আচরণ করবে। এমন যাতে না হয় যে, তোমরা তাদের কোনো কথা বা কাজে উত্তেজিত হয়ে তাদের কষ্টে নিপতিত করতে উদ্যত হবে। আর এ নির্দেশনা এজন্য যে, মিসরবাসীর সাথে আমাদের দুটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। একটি হলো, নিরাপত্তা ও ইজ্জতের কারণে যা আমাদের সন্তান ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদের সম্পর্কের মাধ্যমে মিসরবাসীদের অর্জিত হয়েছে। ইবরাহীমের মাতা যার নাম মারিয়া কিবতিয়া মিসরীয় সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। দ্বিতীয় সম্পর্ক হলো, আমাদের সম্মানিত দাদা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর দিক দিয়েও মিসরীয়দের সাথে আমাদের নিকটতম আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সম্মানিতা মাতা হযরত হাজেরা (আ.) মিসরীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৪২]

قَوْلُهُ "اَوْ قَالَ ذِمَّةً اَوْ صِهْرًا" : "অথবা বলেছেন, সৌহার্দ ও শ্বশুরাত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে।" এখানে "او" শব্দটি সন্দেহ প্রকাশের জন্য হয়েছে। যার দ্বারা বর্ণনাকারী একথা প্রকাশ করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ হয়তো "فَاِنَّ لَهَا ذِمَّةً وَرَحِمًا" বাক্যটি বলেছেন কিংবা "فَاِنَّ لَهَا ذِمَّةً وَصِهْرًا" বাক্য বলেছেন। এ দ্বিতীয় বর্ণনার সুরতে সৌহার্দের সম্পর্ক হযরত হাজেরা (আ.)-এর দিকে হবে এবং শ্বশুরাত্মীয়তার সম্পর্ক হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.)-এর দিকে হবে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৪২ ও ১৪৩]

قَوْلُهُ "فَاِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ الخ" : 'আর তোমরা যখন দেখবে দুই ব্যক্তি .....।' এ বাক্যের মাধ্যমে যেন রাসূলে কারীম ﷺ মিসরবাসীদের নিকৃষ্টতা ও নিচুতার অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, মিসরীয়রা এক-একটি ইটের জায়গা নিয়ে পরস্পর বিবাদ করে। আলোচ্য বাক্যে رَأَيْتُمْ [তোমরা দেখবে] শব্দ বহুবচন আনা হয়েছে, তাই তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরবর্তীতে فَاخْرُجُوْا [তখন তোমরা সে স্থান থেকে সরে পড়বে] শব্দ আনা উচিত ছিল, কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ এক বচনের শব্দ فَاخْرُجْ [তখন তুমি সে স্থান থেকে সরে পড়বে] শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ শুধুমাত্র হযরত আবূ যার (রা.)-কে সম্বোধন করেছেন, যা হযরত আবূ যার (রা.)-এর সাথে রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিশেষ সম্পর্ক ও হৃদ্যতার পরিচায়ক। কিন্তু ব্যাপকভাবে সকলের জন্য সম্বোধনের সম্ভাবনাও রয়েছে।

হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর খেলাফতকালে মিসর ইসলামি হুকুমতের আওতাভুক্ত হয়। হযরত আবূ যার (রা.) মিসরে অবস্থানকালীন সেখানে দুই ব্যক্তিকে একটি ইটের জায়গা নিয়ে বিবাদ করতে দেখেন এবং তৎক্ষণাৎ মিসর ছেড়ে চলে আসেন। আর এ ঘটনা হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফতকালীন সময়ে সংঘটিত হয়। সুতরাং রাসূলে কারীম ﷺ গায়েবীভাবে জেনেছিলেন যে, এক ইটের জায়গা নিয়ে বিবাদ মূলত মিসরীয়দের শত্রুতা, যুদ্ধবিগ্রহ ও ফিতনা-ফ্যাসাদের ঐ নিদর্শন যার নেপথ্যে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও পাপাচার সৃষ্টির এক দীর্ঘসূত্রিতা লুক্কায়িত রয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে মুসলমান ও ইসলামের বড় ধরনের ক্ষতি সাধিত হবে। সুতরাং পরবর্তীতে মিসরীয়রা ওসমানী খেলাফতের বিদ্রোহী হয়ে মদিনায় আক্রমণ করা, হযরত ওসমান (রা.)-কে শহীদ করে দেওয়া এবং মিসরে হযরত আলী (রা.) কর্তৃক নির্ধারিত প্রশাসক হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর (রা.)-কে হত্যা করে দেওয়া ঐ সকল ঘটনা যে সম্পর্কে রাসূলে কারীম ﷺ পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন। এজন্যই রাসূলে কারীম ﷺ হযরত আবূ যার (রা.)-কে নির্দেশ ও অসিয়ত করেছিলেন যে, যখন মিসরে সামান্য থেকে সামান্য ব্যাপার নিয়ে দুই ব্যক্তির মাঝে বিবাদ হবে তখন তুমি তাদের সাথে মেলামেশা ও তাদের সেখানে অবস্থান করা হতে বিরত থাকবে। সুতরাং হযরত আবূ যার (রা.) এরূপই করেছেন। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৪৩]

٥٦٦٥ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيْ اَصْحَابِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ فِيْ اُمَّتِيْ اِثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُوْنَ رِيْحَهَا حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيْهِمُ الدُّبَيْلَةُ سِرَاجٌ مِنْ نَّارٍ يَظْهَرُ فِيْ اَكْتَافِهِمْ حَتّٰى تَنْجُمَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا فِيْ بَابِ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَحَدِيْثَ جَابِرٍ مَنْ يَّصْعَدُ الثَّنِيَّةَ فِيْ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

৫৬৬৫. অনুবাদ : হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার সাহাবীদের মধ্যে অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, আমার উম্মতের মধ্যে এমন বারোজন মুনাফিক রয়েছে, যারা বেহেশতে প্রবেশ করবে না এবং তার ঘ্রাণও তারা পাবে না, যে পর্যন্ত না সুচের ছিদ্রের মধ্যে উট প্রবেশ করে। তাদের আটজনকে পেটের ফোঁড়া ধ্বংস করবে। তা আগুনের একটি শিখা, যা তাদের ঘাড়ের মধ্যে সৃষ্টি হবে। এমনকি তা তাদের বুক বিদ্ধ করে বের হবে। −[মুসলিম]

[গ্রন্থকার বলেন,] হযরত সাহল ইবনে সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا মানাকেবে আলী এবং হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস مَنْ يَّصْعَدُ الثَّنِيَّةَ জামেউল মানাকেব অধ্যায়ে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ" : 'যে পর্যন্ত না সুচের ছিদ্রের মধ্যে উট প্রবেশ করে।' এ বাক্যটি অতিশয়োক্তি ও অসম্ভবের উপর নির্ভরশীল। উদ্দেশ্য হলো, যেভাবে সুচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে উট প্রবেশ করা অসম্ভব তদ্রূপ ঐ সকল মুনাফিকদের বেহেশতে প্রবেশ করাও অসম্ভব। কুরআনেও এ বাক্যের উল্লেখ রয়েছে, সেখানে এ বাক্য কাফেরদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– "وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ" অর্থাৎ ঐ সকল কাফের বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সুচের ছিদ্রের মধ্যে উট প্রবেশ করে। –[সূরা আ'রাফ : ৪০]

প্রকাশ থাকে যে, "أُمَّةٌ" শব্দটির ব্যবহার মুনাফিকদের উপর হতে পারে, যদি "أُمَّةٌ" দ্বারা উদ্দেশ্য "أُمَّتُ دَعْوَتْ" বা সম্বোধিত উম্মত হয়। সুতরাং 'আমার উম্মতের মধ্যে বারোজন মুনাফিক রয়েছে।' এর মধ্যকার 'আমার উম্মত' দ্বারা রাসূলে কারীম ﷺ -এর উদ্দেশ্য "أُمَّتُ دَعْوَتْ" ছিল। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যারা রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইসলামি দাওয়াতের সম্বোধিত এবং যাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা রাসূলে কারীম ﷺ -এর পৃথিবীতে আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তবে মুনাফিকদের ক্ষেত্রে সাহাবী শব্দের প্রয়োগ করা যাবে না। অতএব 'আমার সাহাবীদের মধ্যে বারোজন মুনাফিক রয়েছে।' -এর ব্যাখ্যা করা হবে যে, রাসূলে কারীম ﷺ উক্ত মুনাফিকদের ক্ষেত্রে সাহাবী শব্দের প্রয়োগ করেছেন তাদের বাহ্যিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে। যদিও তাদের মধ্যে নেফাক ছিল কিন্তু বাহ্যিকভাবে তারা কালিমার প্রবক্তা ছিল এবং নিজেদের বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে তারা সাহাবীদের সাথে মেলামেশা করত এবং তাঁদের মাঝে উঠাবসা করত। মোটকথা, তাদের বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে এবং সাহাবীদের সাথে তাদের উঠাবসা দেখে রাসূলে কারীম ﷺ তাদেরকে রূপকভাবে সাহাবী বলেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে "أُمَّةٌ" -এর ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে যে, এখানে "أُمَّتُ دَعْوَتْ" নয়; বরং "أُمَّتُ اِجَابَتْ" -ই উদ্দেশ্য।

হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, ঐ সকল মুনাফিকদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দজন। তবে তাদের মধ্য হতে দুজন তওবা করেছিলেন, আর অবশিষ্ট বারোজন নেফাকের উপর অটল ছিল। রাসূলে কারীম ﷺ -এর সংবাদ অনুসারে ঐ সকল দুর্ভাগারা নেফাক অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে।

যাহোক রাসূলে কারীম ﷺ কতিপয় বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত সাহাবীদেরকে ঐ সকল মুনাফিক সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা তাদের ধোঁকা ও ফিতনা-ফ্যাসাদ হতে সাবধান হতে পারে। ঐ সকল মুনাফিক ইসলাম ও মুসলমানদে বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতাপূর্ণ পরিকল্পনার অধীনে যেসব ফিতনা-ফ্যাসাদের সূচনা করেছিল তার আলোচনায় ইসলামের ইতিহাস ভরপুর। ঐ সকল দুর্ভাগাদের হীন পরিকল্পনার সর্বোচ্চ ধৃষ্টতা ঐ সময় প্রকাশ পায় যখন তারা গাযওয়ায়ে তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তনকালীন সফরে এক ঘাঁটিতে অবৈধ পন্থায় রাসূলে কারীম ﷺ -কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়ে রাসূলে কারীম ﷺ -এর হেফাজত করেছিলেন। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৪৪]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٦٦٦ - عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ خَرَجَ اَبُوْ طَالِبٍ اِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ اَشْيَاخٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا اَشْرَفُوْا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطُوْا فَحَلُّوْا رِحَالَهُمْ فَخَرَجَ اِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ وَكَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ يَمُرُّوْنَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ اِلَيْهِمْ قَالَ فَهُمْ يَحُلُّوْنَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمُ الرَّاهِبُ حَتّٰى جَاءَ فَاَخَذَ بِيَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هٰذَا سَيِّدُ الْعٰلَمِيْنَ هٰذَا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ فَقَالَ لَهُ اَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْشٍ مَا عِلْمُكَ فَقَالَ اِنَّكُمْ حِيْنَ اَشْرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ اِلَّا خَرَّ سَاجِدًا وَلَا يَسْجُدَانِ اِلَّا لِنَبِيٍّ وَاِنِّىْ اَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ اَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوْفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا اَتَاهُمْ بِهِ وَكَانَ هُوَ فِىْ رِعْيَةِ الْاِبِلِ فَقَالَ اَرْسِلُوْا اِلَيْهِ فَاَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوْهُ اِلٰى فَيْءِ شَجَرَةٍ فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ انْظُرُوْا اِلٰى فَيْءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ اَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ اَيُّكُمْ وَلِيُّهُ قَالُوْا اَبُوْ طَالِبٍ فَلَمْ يَزَلْ يُنَاشِدُهُ حَتّٰى رَدَّهُ اَبُوْ طَالِبٍ وَبَعَثَ مَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ بِلَالًا وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৬৬৬. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চাচা] আবূ তালিব সিরিয়ার উদ্দেশ্যে সফরে বের হলেন; আর নবী করীম ﷺও কুরাইশ নেতৃবর্গের মধ্যে তার সাথে রওয়ানা হলেন। যখন তারা [বুহাইরা] পাদ্রির নিকট পৌঁছে সেখানে যাত্রাবিরতি করলেন, তখন নিজেদের সওয়ারি হতে হাওদা ইত্যাদি সামানপত্র খুললেন। এমন সময় পাদ্রি তাদের নিকট আসল। কুরাইশদের কাফেলা ইতঃপূর্বে বহুবার এ পথে গমনাগমন করেছে, অথচ পাদ্রি কখনো তাদের কাছে আসেনি। বর্ণনাকারী বলেন, কাফেলার লোকেরা নিজেদের হাওদা ইত্যাদি খুলছে, এমন সময় পাদ্রি তাদের মাঝে প্রবেশ করল। অবশেষে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে তাঁর হাত ধরে বলল, ইনিই তো সমগ্র জগতের সরদার, ইনিই রাব্বুল আলামীনের রাসূল, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করবেন। তখন কুরাইশ নেতাদের কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল, তুমি তা কিরূপে জান? পাদ্রি বলল, যখন তোমরা পাহাড়ের পশ্চাৎ হতে বের হয়ে সম্মুখে এসেছ, তখন হতে এমন কোনো বৃক্ষ ও পাথর বাকি ছিল না যা তাঁকে সিজদা করেনি। বস্তুত এ দুই জিনিস কেবলমাত্র নবীকেই সিজদা করে। আর আমি তাঁকে মহরে নবুয়ত দ্বারা চিনতে পেরেছি, যা তাঁর কাঁধের গোড়ায় নিম্নদিকে আপেলের ন্যায় রয়েছে। অতঃপর পাদ্রি ফিরে আসল এবং কাফেলার লোকদের জন্য খানা তৈরি করল। যখন সে খানা নিয়ে তাদের কাছে আসল, তখন দেখল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেলার লোকদের উটগুলো চরাচ্ছেন। তখন পাদ্রি তাদেরকে বলল, তাঁকে ডেকে আন। তিনি এমন অবস্থায় আসলেন, দেখা গেল এক খণ্ড মেঘ তাঁর উপর ছায়া দান করে রয়েছে। আর যখন তিনি কাফেলার লোকদের নিকটে আসলেন, তখন দেখলেন, লোকেরা পূর্ব হতেই ছায়াবান স্থানগুলো দখল করে ফেলেছে। কিন্তু যখন তিনি বসলেন, তখন বৃক্ষের ছায়া তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ল। [এ অবস্থা দেখে] পাদ্রি কাফেলার লোকদেরকে বলল, তোমরা তাকিয়ে দেখ, গাছের ছায়া তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। [এ সমস্ত অলৌকিক ঘটনা দেখে] পাদ্রি বলে উঠল, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, বল! তোমাদের মধ্যে তার অভিভাবক কে? লোকে বলল, আবূ তালিব। অতঃপর পাদ্রি [তাঁকে ফেরত পাঠানোর জন্য] অনেক্ষণ ধরে আবূ তালিবকে আল্লাহর কসম দিয়ে অনুরোধ করতে থাকে। অবশেষে আবূ তালিব তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। আর তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত বেলাল (রা.)-কে সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে পথে খাওয়ার জন্য পাদ্রী তাঁর সাথে কিছু কেক ও যয়তুনের তেল দিল। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَشْيَاخِ الخ" : ঐতিহাসিকদের মতে তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন দশ-বারো বৎসরের বালক। মক্কার এ কাফেলা সিরিয়ার অন্তর্গত 'বুসরা' নামক স্থানে পাদ্রির সাক্ষাৎ পেয়েছিল। রোমীয়গণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখে চিনতে পারলে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে, এ আশঙ্কায় পাদ্রি তাঁকে মক্কায় ফেরত পাঠানোর জন্য আবূ তালিবকে বাধ্য করেছে। কেউ কেউ বলেন, হাদীসটির ঘটনা সম্পূর্ণ সহীহ বটে, কিন্তু 'আবূ বকর ও বেলাল' সম্পর্কীয় কথাটি কোনো বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে অসতর্কতামূলকভাবে সংযোজিত হয়েছে। কারণ উল্লিখিত ঘটনার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বয়স ছিল বারো বৎসর। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দুই বৎসরের ছোট। আর সম্ভবত বেলালের তখন জন্মও হয়নি। (وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ)

قَوْلُهُ "وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ الخ" : 'আর আমি তাঁকে মহরে নবুয়ত দ্বারাও চিনতে পেরেছি .....।' কতক বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, পাঁদ্রি কাফেলার লোকদেরকে এ জবাব দেওয়ার পর দাঁড়াল এবং রাসূলে কারীম ﷺ -কে গলার সাথে লাগাল অর্থাৎ মোয়ানাকা করল। অতঃপর কাফেলার লোকজন থেকে রাসূলে কারীম ﷺ -এর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কিছু প্রশ্ন করল যে, তাঁর দিনরাত কিভাবে অতিবাহিত হয়? তাঁর বসবাস, উঠাবসা, শয়ন, নিদ্রা, খানাপিনার ধরন কি? এবং মানুষের সাথে তাঁর আচার-ব্যবহার ও লেনদেন কিরূপ? ইত্যাদি। কাফেলার লোকজন যে উত্তর দিয়েছে তা তার পঠিত কিতাব ও স্বীয় জানা বিষয়ের সাথে হুবহু মিল পেয়েছে। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৪৬]

قَوْلُهُ "مَالَ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ" : 'গাছের ছায়া তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ল।' এ বাক্যের অধীনে ব্যাখ্যাকারগণ লিখেন যে, যদিও রাসূলে কারীম ﷺ -এর মাথার উপর মেঘখণ্ডের ছায়া বিদ্যমান ছিল যা পথে রাসূল ﷺ -কে ছায়া দিয়ে আসছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও গাছ ঝুঁকে রাসূল ﷺ -কে ছায়াদান করা রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশের জন্য ছিল। এটাও হতে পারে যে, সে সময় মেঘের ছায়া সরে গিয়েছিল এজন্য গাছ ঝুঁকে ছায়া দান করেছে। এতে রাসূল ﷺ -এর মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছিল।

মোটকথা, মাথার উপর মেঘের ছায়াদান রাসূল ﷺ -এর মু'জিযা ছিল। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম লিখেন- এ অবস্থা সবসময় থাকত না; বরং প্রয়োজন অনুসারে কখনো কখনো এ মু'জিযা প্রকাশ পেত। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৪৬]

قَوْلُهُ "أُنْظُرُوا إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ" : "তোমরা তাকিয়ে দেখ, গাছের ছায়া তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছে।" এ বাক্য দ্বারা পাদ্রির উদ্দেশ্য ছিল, যদিও তোমরা মেঘযুক্ত আকাশের ছায়াকে দেখতে পাচ্ছ না কিন্তু জমিনে পতিত ঐ ছায়াকে দেখ যা গাছের শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে ঐ মহান ব্যক্তির উপর ঝুঁকে পড়েছে। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৪৬]

٥٦٦٧ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (رض) قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيْهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৫৬৬৭. অনুবাদ : হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় নবী করীম ﷺ -এর সাথেই ছিলাম। একদা আমরা মক্কার পার্শ্ববর্তী কোনো অঞ্চলের দিকে বের হই, তখন যে কোনো পাহাড় ও গাছগাছালি তাঁর সম্মুখীন হয়, তখন তা [তাঁকে] 'আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে।

-[তিরমিযী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অধিক বিশুদ্ধ মত তো এটা মনে হয় যে, যে সকল পাথর এবং গাছ রাসূলে কারীম ﷺ -কে সালাম করছিল হযরত আলী (রা.)ও তার আওয়াজ শুনছিলেন। এ হিসেবে এ ঘটনা মু'জিযা এবং কারামত উভয়টি প্রকাশ করছে। মু'জিযা তো রাসূলে কারীম ﷺ -এর দিকে লক্ষ্য করে আর কারামত হলো হযরত আলী (রা.)-এর দিকে লক্ষ্য করে।

তাছাড়া এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তাঁদের সালাম করার আওয়াজ হযরত আলী (রা.) শুনছিলেন না; বরং রাসূলে কারীম ﷺ সংবাদ দিয়েছিলেন। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৪৮]

وَعَنْ ٥٦٦٨ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مُلْجَمًا مُسْرَجًا فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرَئِيلُ أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هٰذَا فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنْهُ قَالَ فَارْفَضَّ عَرَقًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

৫৬৬৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, মি'রাজের রাত্রে নবী করীম ﷺ -এর নিকট জিন-পোষ ও লাগামে সজ্জিত বোরাক আনা হলো। তিনি তাতে আরোহণ করতে চাইলে তা লাফালাফি করতে লাগল। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) বোরাকটিকে বললেন, তুমি কি মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে এরূপ করছ? আরে! আল্লাহর কাছে ইনি অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোনো ব্যক্তি এ যাবৎ তোমার উপর আরোহণ করেনি। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে বোরাক [লজ্জায়] ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هٰذَا الخ : 'তুমি কি মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে এরূপ করছ?' উক্ত ইবারতের টীকা হতে জানা যায় যে, উক্ত বোরাকে রাসূলে কারীম ﷺ -এর পূর্বে অন্যান্য নবীগণও আরোহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা মি'রাজ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৪৮]

قَوْلُهُ "فَارْفَضَّ عَرَقًا" : 'বোরাক [লজ্জায়] ঘর্মাক্ত হয়ে গেল।' ব্যাখ্যাকারগণ লিখেন যে, বোরাক তো এ খুশিতে লাফালাফি করছিল যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর আরোহণের সম্মান ও মর্যাদা সে লাভ করেছে। কিন্তু হযরত জিবরাঈল (আ.) এ ধারণা করছিলেন যে, তার লাফালাফি ঔদ্ধত্য প্রকাশার্থে ছিল, তাই যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) বোরাককে সতর্ক করলেন এবং বোরাক হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ধারণা সম্পর্কে অবগত হলো তখন লজ্জায় ঘর্মাক্ত হয়ে গেল।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৪৯]

وَعَنْ ٥٦٦٩ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ جِبْرَئِيلُ بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ بِهِ الْحَجَرَ فَشَدَّ بِهِ الْبُرَاقَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৬৬৯. অনুবাদ : হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [মি'রাজের রাত্রে] যখন আমরা বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছলাম, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন, তাতে পাথরটির মধ্যে ছিদ্র হয়ে গেল, অতঃপর বোরাকটিকে তার মধ্যে বেঁধে রাখলেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মি'রাজ পরিচ্ছেদে হযরত আনাস (রা.)-এর এ রেওয়ায়েত অতিবাহিত হয়েছে যে, বোরাককে ঐ আংটার সাথে বাঁধলেন যাতে সকল নবীগণ স্বীয় বোরাক বেঁধেছিলেন। অতএব উক্ত বর্ণনা এবং এ বর্ণনার মাঝে বাহ্যিকভাবে যে বৈপরীত্য পরিদৃষ্ট হচ্ছে তার নিরসন কল্পে ব্যাখ্যাকারগণ লিখেছেন যে, হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় 'আংটা' দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো ঐ স্থান হবে যেখানে আংটা [ছিদ্র] ছিল পরবর্তীতে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর মি'রাজ রজনীতে হযরত জিবরাঈল (আ.) স্বীয় আঙুল দ্বারা ইশারা করে উক্ত বন্ধ ছিদ্রকে খুলেছিলেন। উভয় বর্ণনার মধ্যে শুধু এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় তো আংটা [ছিদ্র] খোলার উল্লেখ নেই আর হযরত বারীদা (রা.)-এর বর্ণনায় তার উল্লেখ রয়েছে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৪৯]

৫৬৭০ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ (رض) قَالَ ثَلٰثَةُ اَشْيَاءَ رَاَيْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَهُ اِذْ مَرَرْنَا بِبَعِيْرٍ يُسْنٰى عَلَيْهِ فَلَمَّا رَاٰهُ الْبَعِيْرُ جَرْجَرَ فَوَضَعَ جِرَانَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَيْنَ صَاحِبُ هٰذَا الْبَعِيْرِ فَجَاءَهُ فَقَالَ بِعْنِيْهِ فَقَالَ بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّهُ لِاَهْلِ بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيْشَةٌ غَيْرُهُ قَالَ اَمَّا اِذْ ذَكَرْتَ هٰذَا مِنْ اَمْرِهِ فَاِنَّهُ شَكٰى كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فَاَحْسِنُوْا اِلَيْهِ ثُمَّ سِرْنَا حَتّٰى نَزَلْنَا مَنْزِلًا فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَتْ شَجَرَةٌ تَشُقُّ الْاَرْضَ حَتّٰى غَشِيَتْهُ ثُمَّ رَجَعَتْ اِلٰى مَكَانِهَا فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ هِيَ شَجَرَةٌ اِسْتَاْذَنَتْ رَبَّهَا فِيْ اَنْ تُسَلِّمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَذِنَ لَهَا قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَمَرَرْنَا بِمَاءٍ فَاَتَتْهُ امْرَاَةٌ بِابْنٍ لَهَا بِهِ جِنَّةٌ فَاَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَنْخِرِهِ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ فَاِنِّيْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ سِرْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مَرَرْنَا بِذٰلِكَ الْمَاءِ فَسَاَلَهَا عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَتْ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَاَيْنَا مِنْهُ رَيْبًا بَعْدَكَ. (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৫৬৭০. অনুবাদ : হযরত ইয়া'লা ইবনে মুররা ছাকাফী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে তিনটি [অলৌকিক] জিনিস দেখেছি। ১. একবার আমরা তাঁর সঙ্গে সফরে বের হলাম। চলার পথে আমরা এমন একটি উটের নিকট দিয়ে গমন করছিলাম, যার দ্বারা পানি বহন করার কাজ নেওয়া হয়। উটটি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখল, তখন সে জিরজির আওয়াজ করে নিজের গর্দানটি মাটিতে রাখল। নবী করীম ﷺ সেখানে থেমে গেলেন এবং বললেন, এ উটটির মালিক কোথায়? সে তাঁর নিকট আসল। তিনি তাকে বললেন, তোমার এ উটটি আমার নিকট বিক্রয় করে দাও। সে বলল, বরং ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তা আপনাকে দান করলাম! বস্তুত তা এমন এক পরিবারের লোকদের উট, যাদের কাছে তা ব্যতীত রুজি-রোজগারের আর কিছুই নেই। অতঃপর তিনি বললেন, অবস্থা যখন এরূপই যা তুমি বলেছ। তবে শুন! তা আমার কাছে এ অভিযোগ করেছে যে, তার দ্বারা অধিক কাজ নেওয়া হয় এবং তাকে খাদ্য কম দেওয়া হয়। সুতরাং তোমরা তার সাথে সদাচরণ করবে। ২. অতঃপর আমরা সম্মুখের দিকে রওয়ানা হলাম। অবশেষে এক জায়গায় এসে আমরা অবস্থান করলাম এবং নবী করীম ﷺ সেখানে ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন একটি বৃক্ষ জমিন ফেড়ে এসে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ল। অতঃপর গাছটি তার পূর্বের স্থানে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম হতে জেগে উঠলে আমি তাঁকে এ ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, এ গাছটি আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে সালাম করার জন্য নিজের রবের কাছে অনুমতি চেয়েছিল। সুতরাং তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। ৩. বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা সেখান থেকে সম্মুখের দিকে রওয়ানা হলাম এবং একটি জলাশয়ের নিকট পৌছলাম। তখন একজন মহিলা নবী করীম ﷺ -এর কাছে তার এমন একটি ছেলেকে নিয়ে আসল, যার মধ্যে জিনের আসর ছিল। তখন নবী করীম ﷺ ছেলেটির নাকে ধরে বললেন, "তুমি বের হও, আমি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ।" বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা আরো সম্মুখের দিকে সফর করলাম। ফিরবার পথে যখন আমরা উক্ত জলাশয়ের নিকটে আসলাম, তখন নবী করীম ﷺ ঐ ছেলেটির মাকে তার ছেলেটির অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনার চলে যাওয়ার পর হতে ছেলেটির মধ্যে আমরা অপ্রীতিকর আর কিছু দেখতে পাইনি।

—[শরহে সুন্নাহ]

৫৬৭১ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِابْنٍ لَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنِيْ بِهٖ جُنُوْنٌ وَاِنَّهٗ لَيَأْخُذُهٗ عِنْدَ غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا فَمَسَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدْرَهٗ وَدَعَا فَثَعَّ ثَعَّةً وَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهٖ مِثْلَ الْجَرْوِ الْاَسْوَدِ يَسْعٰى . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৫৬৭১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন মহিলা তার একটি ছেলে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এ ছেলেকে জিনে পেয়েছে। ফলে সকাল-সন্ধ্যা তা তাকে আক্রমণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ছেলেটির বুকের উপর হাত ফিরিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন। তাতে ছেলেটির জোরে বমি হলো, তখন তার পেটের ভিতর হতে কালো একটি কুকুরের ছানার ন্যায় বের হয়ে দৌড়ে গেল। –[দারেমী]

৫৬৭২ وَعَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ جِبْرَئِيْلُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ حَزِيْنٌ قَدْ تَخَضَّبَ بِالدَّمِ مِنْ فِعْلِ اَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ تُحِبُّ اَنْ نُرِيَكَ اٰيَةً قَالَ نَعَمْ فَنَظَرَ اِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَائِهٖ فَقَالَ ادْعُ بِهَا فَدَعَا بِهَا فَجَاءَتْ فَقَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَرْجِعْ فَاَمَرَهَا فَرَجَعَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَسْبِيْ حَسْبِيْ . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৫৬৭২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ মক্কার কাফেরদের কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে এক জায়গায় বসাছিলেন, এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর কাছে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি আপনাকে একটি মু'জিযা দেখাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেখান। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) ঐ বৃক্ষটির প্রতি তাকালেন যা নবী করীম ﷺ-এর পিছনে ছিল। হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ -কে বললেন, আপনি ঐ বৃক্ষটিকে ডাক দেন। তিনি তাকে ডাকলেন। তখন বৃক্ষটি এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াল। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, এবার তাকে নিজের স্থানে চলে যেতে বলুন। তখন তিনি তাকে পূর্বের স্থানে যেতে নির্দেশ করলে তা সেখানে চলে গেল। তা দেখে নবী করীম ﷺ বললেন, আমার [মানসিক প্রশান্তির] জন্য এটাই যথেষ্ট, এটাই যথেষ্ট। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ "جَاءَ جِبْرَئِيْلُ الخ" : উহুদের যুদ্ধে কাফেরদের প্রস্তরের আঘাতে তাঁর দাঁত ভাঙ্গা ও রক্তাক্ত অবস্থায় বিপদের সম্মুখীন হওয়ার প্রাক্কালে হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে তাঁকে এ সান্ত্বনা দিলেন যে, এটা আপনার উপর পরীক্ষা মাত্র। অন্যথা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে হেফাজত করবেন। আর তিনি নিজেই নিজের মু'জিযা দেখে মানসিক সান্ত্বনা লাভ করলেন।

قَوْلُهٗ "حَسْبِيْ حَسْبِيْ" : 'আমার [মানসিক প্রশান্তির] জন্য এটাই যথেষ্ট, এটাই যথেষ্ট।' এ বাক্য দ্বারা রাসূলে কারীম ﷺ -এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহই আমার জন্য যথেষ্ট। এ মু'জিযার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার দরবারে স্বীয় উচ্চ মর্যাদা ও অবস্থান অবলকন করে আমার জখমের কষ্ট ভুলে গেছি এবং কোনো দুঃখকষ্ট অবশিষ্ট নেই।

এর দ্বারা জানা গেল যে, অলৌকিক ঘটনার [মু'জিযা বা কারামতে'র] প্রকাশ আকিদা-বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও দুঃখকষ্ট অপসারণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখে। এটাও সাব্যস্ত হলো যে, যে সকল নেক বান্দার আল্লাহ তা'আলার দরবারে নৈকট্য ও মর্যাদার স্থান রয়েছে যদি তাঁদের উপর শত্রু ও বিরোধীদের পক্ষ থেকে শারীরিক ও মানসিক দুঃখকষ্ট আপতিত হয় তাহলে তার উপর ধৈর্যধারণ করা উচিত। কেননা দীনের পথে যে পরিমাণ দুঃখকষ্ট আপতিত হয় সে পরিমাণই প্রতিদান বৃদ্ধি পায়।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৫১]

وَعَنْ ٥٦٧٣ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَاَقْبَلَ اَعْرَابِيٌّ فَلَمَّا دَنٰى قَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ قَالَ وَمَنْ يَشْهَدُ عَلٰى مَا تَقُوْلُ قَالَ هٰذِهِ السَّلَمَةُ فَدَعَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِشَاطِئِ الْوَادِىْ فَاَقْبَلَتْ تَخُدُّ الْاَرْضَ حَتّٰى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا فَشَهِدَتْ ثَلٰثًا اَنَّهٗ كَمَا قَالَ ثُمَّ رَجَعَتْ اِلٰى مَنْبَتِهَا . (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ)

৫৬৭৩. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। এমন সময় এক বেদুঈন আসে। যখন সে নিকটে আসল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, এক আল্লাহ লা-শরীক ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই, আর মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল? বেদুঈন বলল, তুমি যা বললে আর কেউ কি এ কথার সাক্ষ্য দেয়? তিনি বললেন, ঐ বাবলা গাছটি এ কথার সাক্ষ্য দেবে। এই বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ গাছটিকে ডাকলেন। গাছটি ছিল উপত্যকার এক প্রান্তে। তা জমিনকে চিরে তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। তখন তিনি গাছটি হতে তিনবার সাক্ষ্য চাইলেন। গাছটি অনুরূপভাবে তিনবার সাক্ষ্য প্রদান করল, যেরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন। অতঃপর গাছটি নিজের স্থানে চলে গেল। −[দারেমী]

وَعَنْ ٥٦٧٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِمَ اَعْرِفُ اَنَّكَ نَبِىٌّ قَالَ اِنْ دَعَوْتُ هٰذَا الْعِذْقَ مِنْ هٰذِهِ النَّخْلَةِ يَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتّٰى سَقَطَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَعَادَ فَاَسْلَمَ الْاَعْرَابِىُّ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَصَحَّحَهٗ)

৫৬৭৪. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমি কিভাবে বিশ্বাস করব যে, আপনি আল্লাহর নবী? তিনি বললেন, যদি আমি খেজুরের ঐ খোসা [কান্দি বা ছড়া]-কে ডাকি এবং সে সাক্ষ্য দেয় যে, আমি আল্লাহর রাসূল! [তবে তো বিশ্বাস করবে?] তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাকলেন। এতে ঐ কান্দি খেজুরের গাছ হতে নিচে নেমে আসল এবং নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে এসে পড়ল। অতঃপর তিনি বললেন, ফিরে যাও। তখন কান্দিটি ফিরে গেল। তা দেখে বেদুঈন মুসলমান হয়ে গেল। −[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।]

وَعَنْ ٥٦٧٥ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (رضـ) قَالَ جَاءَ ذِئْبٌ اِلٰی رَاعِیْ غَنَمٍ فَاَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِیْ حَتّٰی انْتَزَعَهَا مِنْهُ قَالَ فَصَعِدَ الذِّئْبُ عَلٰی تَلٍّ فَاَقْعٰی وَاسْتَثْفَرَ وَقَالَ قَدْ عَمَدْتُ اِلٰی رِزْقٍ رَزَقَنِیْهِ اللّٰهُ اَخَذْتُهُ ثُمَّ انْتَزَعْتَهُ مِنِّیْ فَقَالَ الرَّجُلُ تَاللّٰهِ اِنْ رَاَیْتُ کَالْیَوْمِ ذِئْبٌ یَتَکَلَّمُ فَقَالَ الذِّئْبُ اَعْجَبُ مِنْ هٰذَا رَجُلٌ فِی النَّخْلَاتِ بَیْنَ الْحَرَّتَیْنِ یُخْبِرُکُمْ بِمَا مَضٰی وَمَا هُوَ کَائِنٌ بَعْدَکُمْ قَالَ فَکَانَ الرَّجُلُ یَهُوْدِیًّا فَجَاءَ اِلَی النَّبِیِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ وَاَسْلَمَ فَصَدَّقَهُ النَّبِیُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ ﷺ اِنَّهَا اَمَارَاتٌ بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ قَدْ اَوْشَكَ الرَّجُلُ اَنْ یَخْرُجَ فَلَا یَرْجِعَ حَتّٰی یُحَدِّثَهُ نَعْلَاهُ وَسَوْطُهُ بِمَا اَحْدَثَ اَهْلُهُ بَعْدَهُ . (رَوَاهُ فِیْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৫৬৭৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একটি বাঘ বকরির রাখালের নিকট এসে [বকরির] পাল হতে একটি বকরি ধরে নিয়ে গেল। এদিকে রাখাল তার তালাশে বের হলো, শেষ পর্যন্ত সে বাঘের কবল হতে বকরিটিকে ছিনিয়ে নিল। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর বাঘটি একটি টিলার উপর উঠল এবং লেজ গুটিয়ে বলতে লাগল,আমি খাদ্যের তালাশে বের হয়েছিলাম, আর আল্লাহ তা'আলাও আমাকে রিজিক দান করেছিলেন, অতঃপর [হে রাখাল!] তুমি আমার নিকট হতে তা ছিনিয়ে নিয়েছ। তা শুনে [রাখাল] লোকটি বলে উঠল, আল্লাহর কসম! আজকের মতো এমন আশ্চর্যের ব্যাপার আমি আর কখনো দেখিনি। বাঘে [মানুষের ন্যায়] কথা বলছে। তখন বাঘটি বলে উঠল! এটা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এক ব্যক্তি দুটি পাথুরে মাঠের মাঝে খেজুর বাগানের মধ্যে অবস্থান করছে। সে তোমাদেরকে অতীতে যা হয়ে গেছে তা এবং পরবর্তীতে যা কিছু হবে তার সংবাদ দেয়। বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, উক্ত [রাখাল] লোকটি ছিল ইহুদি। সে নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে এসে উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করল। তার কথা শুনে নবী করীম ﷺ বললেন, লোকটি সত্য কথাই বলেছে। অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন, এটা এবং এর মতো আরো অন্যান্য বহু নিদর্শন কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত হবে। তিনি আরো বলেছেন, সেদিন বেশি দূরে নয়, এমন একদিন আসবে, কোনো ব্যক্তি তার ঘর হতে বাইরে কোথাও যাবে এবং তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবার [স্ত্রী] কি অপকর্ম করেছে, সে ফিরে আসতেই তার [পায়ের] জুতা ও [হাতের] লাঠি তাকে বলে দেবে। -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত তূরপুশতী (র.) লিখেছেন যে, উক্ত রাখালের নাম যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন আহবার ইবনে আউস খুযায়ী ছিল। এ ঘটনার দিকে সম্পৃক্ত করে তাঁকে "مُكَلِّمُ الذِّئْبِ" [বাঘের সাথে কথোপকথনকারী] বলা হয়ে থাকে। কিন্তু রেওয়ায়েতের এ বাক্য 'লোকটি ছিল ইহুদি' এ কথা নাকচ করে দিচ্ছে যে, হযরত আহবার ইবনে আউস (রা.) খুযায়ী গোত্রের ছিলেন। কেননা খুযায়ী গোত্রের কোনো লোক ইহুদি ছিল না। অবশ্য এতটুকু বলা যেতে পারে যে, হযরত আহবার ইবনে আউস (রা.)-এর সম্পর্ক খুযায়ী গোত্রের সাথে ছিল এবং তিনি স্বীয় গোত্রের বিপরীত ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তূরপুশতী (র.)-এর উক্তির উপর কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না।

-[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৫৩ ও ১৫৪]

قَوْلُهُ "رَجُلٌ فِي النَّخْلَاتِ" : 'খেজুর বাগানে অবস্থিত ব্যক্তি' দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা মদিনার দুই পার্শ্বে রয়েছে কালো পাথর ও কঙ্করের খোলা মাঠ। যাতে কিছু উৎপাদিত হয় না, আর মূল আবাদি খেজুর বাগানে পরিপূর্ণ।

وَعَنْ ٥٦٧٦ أَبِى الْعَلَاءِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضـ) قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَتَدَاوَلُ مِنْ قَصْعَةٍ مِنْ غُدْوَةٍ حَتَّى اللَّيْلِ يَقُوْمُ عَشَرَةٌ وَيَقْعُدُ عَشَرَةٌ قُلْنَا فَمَا كَانَتْ تُمَدُّ قَالَ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ تَعْجَبُ مَا كَانَتْ تُمَدُّ اِلَّا مِنْ هٰهُنَا وَاَشَارَ بِيَدِهٖ اِلَى السَّمَاءِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

৫৬৭৬. অনুবাদ : হযরত আবুল 'আলা (র.) হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমরা [সাহাবীগণ] নবী করীম ﷺ -এর সাথে বড় একটি পাত্রে পালাক্রমে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত খানা খেতাম। অর্থাৎ দশজন খানা খেয়ে উঠে যেত এবং দশজন খেতে বসত। [হযরত আবুল 'আলা (র.) বলেন,] আমরা হযরত সামুরা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথা হতে এ পাত্রে খাদ্য বৃদ্ধি পেত? হযরত সামুরা (রা.) বললেন, কি কারণে তুমি এত বিস্ময় প্রকাশ করছ? তিনি হাত দ্বারা আসমানের দিকে ইশারা করে বললেন, সে খাদ্য-পাত্রে এখান হতে বৃদ্ধি পেত। –[তিরমিযী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "مِنْ اَىِّ شَىْءٍ تَعْجَبُ" : 'কি কারণে তুমি এত বিস্ময় প্রকাশ করছ?' মূলত প্রশ্ন উপস্থিত সকল তাবেঈনের পক্ষ থেকে ছিল যাদের সামনে হযরত সামুরা (রা.) ভাষণ দিচ্ছিলেন, কিন্তু হযরত সামুরা (রা.) জবাবে শুধুমাত্র হযরত আবুল 'আলা (রা.)-কে সম্বোধন করেছেন, কেননা প্রথমত তিনিও প্রশ্নকারীদের একজন ছিলেন। দ্বিতীয়ত উক্ত মজলিসে হযরত আবুল 'আলা (রা.)-এর মর্যাদা প্রবীণ তাবেঈদের মধ্য হতে হওয়ার কারণে সবার উর্ধ্বে ছিল। অথবা হযরত সামুরা (রা.) কোনো এক ব্যক্তি কিংবা শুধু উক্ত মজলিসের লোকদেরকে সম্বোধন করেননি; বরং তাঁর সম্বোধন সাধারণভাবে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য যে উক্ত হাদীস শুনে বা পড়ে। যাহোক হযরত সামুরা (রা.)-এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এতে আশ্চর্যের কি আছে যে, একটি পাত্রের সামান্য খাবার এতগুলো মানুষ সারাদিন খেত, যদিও বাহ্যিক কোনো মাধ্যম ছিল না যাতে উক্ত পাত্রের খাবার বৃদ্ধি পেতে পারে। কেননা এটা তো মু'জিযার বিষয় ছিল, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপার। আল্লাহর রাসূল ﷺ দোয়া করতেন এবং স্বীয় মুবারক হাত দ্বারা উক্ত পাত্র ছুঁয়ে দিতেন যার কারণে আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে বরকত অবতারণ করতেন এবং উক্ত পাত্রে অদৃশ্যভাবে উপর হতে খাবার অবতরণ হতো। এতে যেন কুরআন মাজীদের এ আয়াত وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ -এর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৫৪]

وَعَنْ ٥٦٧٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِىْ ثَلٰثِ مِائَةٍ وَّخَمْسَةَ عَشَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَاَشْبِعْهُمْ فَفَتَحَ اللّٰهُ لَهٗ فَانْقَلَبُوْا وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ اِلَّا وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ اَوْ جَمَلَيْنِ وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوْا. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫৬৭৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধে নবী করীম ﷺ তিনশত পনেরোজনকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং এভাবে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! এরা খালি পা, সুতরাং এদেরকে সওয়ারি দান কর। হে আল্লাহ! এরা বস্ত্রহীন, এদেরকে পোশাক দান কর। হে আল্লাহ! এরা ক্ষুধার্ত, এদেরকে পরিতৃপ্ত খাদ্য দান কর। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে [মুসলমানদেরকে] বিজয়ী করলেন। ফলে তাঁরা এমন অবস্থায় ফিরলেন যে, তাঁদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে একটি অথবা দুটি উট ছিল এবং তারা পোশাক পরিহিত এবং খাদ্যে পরিতৃপ্ত। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ পরাজিত শত্রুদের সকল উট, কাপড়, খাবারদাবার গনিমত হিসেবে ইসলামি বাহিনীর করায়ত্তে আসল, যার ফলে মুজাহিদরা উটও পেল, কাপড়ও পেল এবং পেট পুরে খেতেও পেল, সুতরাং রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রত্যেকটি দোয়া কবুল হয়ে গেল। এতে জানা গেল যে, তাড়াতাড়ি দোয়া কবুল হওয়া এবং পরিপূর্ণভাবে কবুল হওয়া অলৌকিক ঘটনা [মু'জিযা বা কারামত] -এর অন্তর্ভুক্ত। আর এ ফলাফল ঐ ধৈর্যের পুরস্কার স্বরূপ ছিল যা আল্লাহর রাস্তায় আপতিত সকল দুঃখকষ্টের ক্ষেত্রে রাসূলে কারীম ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়েছিল। যেমন এক হাদীসে এসেছে- إِنَّ الصَّبْرَ عَلَى مَا يُكْرَهُ فِيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ অর্থাৎ 'অপছন্দনীয় বিষয় ও দুঃখকষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা মূলত অনেক কল্যাণ ও উপকারের ভাগিদার হওয়া।'

তাছাড়া উক্ত ধৈর্যধারণেরা এটা তাৎক্ষণিক ফলাফল ছিল যা এ পার্থিব জগতে পেয়েছেন, আর আসল ফলাফল তো আখেরাতে লাভ করবেন। (وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى) –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৫৫]

وَعَنْ ٥٦٧٨ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ مَنْصُوْرُوْنَ وَمُصِيْبُوْنَ وَمَفْتُوْحٌ لَّكُمْ فَمَنْ اَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫৬৭৮. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদেরকে [আল্লাহর পক্ষ হতে] সাহায্য করা হবে। তোমরা [শত্রুদের] অনেক সম্পদ লাভ করবে এবং তোমাদের জন্য [বহু শহর ও দেশ] বিজিত হবে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ সেই সময়টি পাবে, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে চলে, লোকদেরকে হেদায়েতের দিকে ডাকে এবং মন্দকাজ হতে নিষেধ করে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ ঘোষণার মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ যেন ন্যায় ও ভারসাম্যপূর্ণ পথের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে করে কোনো ব্যক্তি বিজয় ও সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা হস্তগত হওয়ার সময় ও ধনসম্পদ করায়ত্তকালীন স্বীয় অবস্থান ও উদ্দেশ্য হতে উদাসীন না হয় এবং গর্ব-অহংকার, অপব্যয়, আত্মপ্রদর্শন ও জুলুম-অত্যাচারের নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করে আল্লাহর গজবের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত না হয়। মূলত এ ঘোষণার মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ মুসলমানদেরকে কুরআন মাজীদের ঐ আয়াতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যাতে বলা হয়েছে- اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ অর্থাৎ 'এই [সত্যাশ্রয়ী মুসলমান] লোকেরা এমন যে, যদি আমরা এদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করি তাহলে এরা [নিজেরাও] নামাজ আদায় করবে ও জাকাত দেবে এবং [অন্যদেরকেও] ভালোকাজের আদেশ করবে এবং মন্দকাজ হতে নিষেধ করবে।'

–[সূরা হাজ্জ : ৪১, মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৫৬]

قَوْلُهُ "فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ" : 'যেন আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে।' এর অর্থ হলো, পার্থিব সম্পদের মোহে আকৃষ্ট না হয়ে বরং আখেরাতের কাজে আত্মনিয়োগ করে।

وَعَنْ ٥٦٧٩ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ يَهُوْدِيَّةً مِنْ اَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ اَهْدَتْهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الذِّرَاعَ فَاَكَلَ مِنْهَا وَاَكَلَ رَهْطٌ مِنْ اَصْحَابِهِ مَعَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِرْفَعُوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَرْسَلَ اِلَى الْيَهُوْدِيَّةِ فَدَعَاهَا فَقَالَ سَمَمْتِ هٰذِهِ الشَّاةَ فَقَالَتْ مَنْ اَخْبَرَكَ قَالَ اَخْبَرَتْنِيْ هٰذِهِ فِيْ يَدِيْ لِلذِّرَاعِ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ اِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَنْ تَضُرَّهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا اِسْتَرَحْنَا مِنْهُ فَعَفَا عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يُعَاقِبْهَا وَتُوُفِّيَ اَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ اَكَلُوْا مِنَ الشَّاةِ وَاحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى كَاهِلِهِ مِنْ اَجْلِ الَّذِيْ اَكَلَ مِنَ الشَّاةِ حَجَمَهُ اَبُوْ هِنْدٍ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ وَهُوَ مَوْلًى لِبَنِيْ بَيَاضَةَ مِنَ الْاَنْصَارِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

৫৬৭৯. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি খায়বার এলাকায় এক ইহুদি মহিলা ভাজা বকরির মধ্যে বিষ মিশ্রিত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাদিয়া পেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার বাহু হতে কিছু অংশ খেলেন এবং তাঁর কতিপয় সাহাবীও তাঁর সাথে খেলেন। অতঃপর [গোশ্‌ত মুখে তুলেই] রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে বললেন, খাদ্য হতে তোমরা হাত গুটিয়ে নাও এবং উক্ত ইহুদি মহিলাকে ডেকে পাঠালেন, [সে আসলে] তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বকরির এ গোশ্‌তে বিষ মিশ্রিত করেছ? সে বলল, আপনাকে কে বলেছে? তিনি বললেন, আমার হাতের এই বাহুর গোশ্‌তই বলেছে। তখন মহিলাটি বলল, হ্যাঁ, আমি এতে বিষ মিশিয়েছি। আর তা এ উদ্দেশ্যেই করেছি, যদি আপনি প্রকৃতই নবী হন, তাহলে তা [বিষ] আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি নবীই না হয়ে থাকেন, তাহলে তা দ্বারা আমরা শান্তি লাভ করব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে কোনো প্রকারের সাজা দিলেন না। আর তাঁর ঐ সমস্ত সাহাবীগণ মৃত্যুবরণ করলেন, যাঁরা উক্ত বকরি হতে খেয়েছিলেন। [বর্ণনাকারী বলেন,] এবং উক্ত গোশ্‌তের কিয়দংশ খাওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই কাঁধের মাঝখানে শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। আনসারের বায়াযা গোত্রের আজাদকৃত গোলাম আবূ হিন্দ শিং ও চাকু দ্বারা নবী করীম ﷺ -এর কাঁধে শিঙ্গা লাগিয়েছিল। –[আবূ দাউদ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উক্ত ইহুদি মহিলার নাম যায়নাব বিনতে হারিছ ছিল এবং সালাম ইবনে মিশকামের স্ত্রী ছিল। অপর এক বর্ণনায় এটাও উল্লেখ আছে যে, উক্ত মহিলা কিছু লোক থেকে পূর্বেই জেনে নিয়েছিল যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট কোন অংশের গোশ্‌ত সর্বাধিক পছন্দনীয়। সে অনুসারে মহিলাটি তার গৃহপালিত একটি বকরির বাচ্চা জবাই করল এবং তা উত্তমরূপে ভুনা করে তাতে মারাত্মক বিষ মিশ্রিত করল যাতে কেউ খাওয়ার সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করে। হাত এবং সিনার অংশে সে বেশি করে বিশ মিশ্রিত করল অতঃপর উক্ত বকরি এনে রাসূলে কারীম ﷺ এবং ঐ সকল সাহাবায়ে কেরামের সামনে উপস্থাপন করল যারা সে সময় রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত ছিল। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৫৭]

قَوْلُهُ "فَلَنْ تَضُرَّهُ" : 'তাহলে তা [বিষ] আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' অর্থাৎ হয়তো এ কারণে যে, নবীগণের উপর বিষ এরূপ প্রতিক্রিয়াশীল হয় না যে, তাদের জীবনই নিঃশেষ করে দেবে। অথবা এ ভিত্তিতে যে, ইসলামের প্রচার ও পূর্ণতার পূর্বে রাসূলে কারীম ﷺ -এর মৃত্যুর আশঙ্কাও করা যায় না। প্রথম সম্ভাবনার ক্ষেত্রে ঐ বর্ণনা সংশয়ের কারণ হতে

পারে যাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকাল ঐ বিষের প্রতিক্রিয়ার কারণে হয়েছে যা তাঁকে খায়বরের খাবারের মধ্যে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু মুহাক্কিক আলেমগণ লিখেছেন যে, এ বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়, তাই সংশয়ের প্রশ্নই আসে না; বরং এক বর্ণনায় তো এরূপ এসেছে যে, কেউ একজন রাসূলে কারীম ﷺ -কে মৃত্যুশয্যায় প্রশ্ন করেছিল যে, আপনার মধ্যে কি খায়বরের বিষ প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে? জবাবে রাসূল ﷺ বলেন, আমার তাকদীরে যা লেখা আছে এবং আল্লাহ তা'আলা যা চান তা ছাড়া অন্য কোনো কষ্ট আপতিত হতে পারে না। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৫৭]

وَعَنْ ٥٦٨٠ سَهْلِ بْنِ حَنْظَلِيَّةَ (رض) اَنَّهُمْ سَارُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَاَطْنَبُوا السَّيْرَ حَتّٰى كَانَ عَشِيَّةً فَجَاءَ فَارِسٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ طَلَعْتُ عَلٰى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاِذَا اَنَا بِهَوَازِنَ عَلٰى بَكْرَةِ اَبِيْهِمْ بِظُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ اِجْتَمَعُوْا اِلٰى حُنَيْنٍ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ تِلْكَ غَنِيْمَةُ الْمُسْلِمِيْنَ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ قَالَ مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ قَالَ اَنَسُ بْنُ اَبِيْ مَرْثَدِ الْغَنَوِيُّ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِرْكَبْ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ هٰذَا الشِّعْبَ حَتّٰى تَكُوْنَ فِيْ اَعْلَاهُ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى مُصَلَّاهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَلْ حَسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَسَسْنَا فَثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ يَلْتَفِتُ اِلَى الشِّعْبِ حَتّٰى اِذَا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اَبْشِرُوْا ـ

৫৬৮০. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে হানযালিয়া (রা.) হতে বর্ণিত, হুনাইনের যুদ্ধের দিন তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সফরে বের হলেন। সফরটি কিছুটা দীর্ঘ হলো, এমনকি সন্ধ্যা এসে গেলে। এমন সময় একজন অশ্বারোহী এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অমুক অমুক পাহাড়ের উপর উঠেছিলাম, তখন দেখতে পেলাম, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা সর্বসাকল্যে এসে পড়েছে। তাদের সঙ্গে তাদের মহিলাগণ, মালসম্পদ এবং সর্বপ্রকারের গবাদিপশু রয়েছে; আর তারা সকলে হুনাইন এলাকায় সমবেত হয়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদু হাসলেন এবং বললেন, ইনশাআল্লাহ! আগামীকাল এ সমস্ত জিনিস মুসলমানদের গনিমতের মালে পরিণত হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আজ রাতে [তোমাদের] কে আমাদেরকে পাহারা দেবে? হযরত আনাস ইবনে আবূ মারছাদ গানাবী (রা.) বললেন, আমিই ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছা আরোহণ কর। তখন তিনি তাঁর অশ্বে সওয়ার হলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এই পাহাড়ি রাস্তায় অগ্রসর হও, এমনকি এ পাহাড়ের উপরে পৌঁছে যাও। [বর্ণনাকারী বলেন,] যখন ভোর হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের জন্য বের হলেন। দু-রাকাত সুন্নত পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তোমাদের অশ্বারোহীর আভাস পেয়েছ কি? তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আভাস পাইনি। অতঃপর নামাজের জন্য ইকামত দেওয়া হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়াতে পড়াতে কানি চোখে সেই গিরিপথের দিকে তাকাচ্ছিলেন। নামাজ শেষ করেই তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।

فَقَدْ جَاءَ فَارِسُكُمْ فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْبِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِيْ أَعْلَى هٰذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ طَلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَلَمْ أَرَ أَحَدًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ قَالَ لَا إِلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيَ حَاجَةٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

তোমাদের অশ্বারোহী এসে পৌঁছেছে। [বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বৃক্ষরাজির মাঝে পাহাড়ি পথে সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখে দাঁড়ালেন, অতঃপর বললেন, আমি রওয়ানা হয়ে ঐ পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠেছিলাম, যেখানে উঠার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ করেছিলেন। যখন আমি ভোরে উপনীত হলাম, তখন আমি উভয় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এদিক-সেদিক তাকালাম কিন্তু কাউকেই দেখতে পাইনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সে অশ্বারোহী [হযরত আনাস (রা.)]-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি রাতের বেলায় [সওয়ারির উপর হতে] অবতরণ করেছিলে? তিনি বললেন, না। তবে শুধু নামাজের জন্য অথবা প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, [আজ রাতে যে মহৎ ও বিরাট কাজ তুমি আঞ্জাম দিয়েছ.] এরপর তুমি অন্য কোনো প্রকারের [নফল] আমল না করলেও তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "بَكْرَةٌ" প্রাপ্তবয়স্ক উটকে বলা হয়। আর "عَلٰى بَكْرَةِ أَبِيْهِمْ" [স্বীয় বাপের উটের উপর] মূলত আরবের একটি বাক্-রীতি। ঐ সকল লোকের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয় যারা কোনো স্থানে সদলবলে আগমন করে এবং তাদের মধ্য হতে কেউই পিছনে থেকে না যায়। এ বাক্-রীতির উৎস হচ্ছে, কোনো এককালে এক স্থানে আরবের একদল লোক কোথাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল এবং গমনের প্রাক্কালে যে ব্যক্তি যেখানেই কোনো উট দণ্ডায়মান পেল তাতে চেপে বসল এবং রওয়ানা হলো। ঘটনাক্রমে দেখা গেল যে, উক্ত উটগুলো তাদের মালিকানাধীন ছিল না; বরং তাদের পিতার ছিল যেগুলো এদিক-সেদিক চরছিল। এমনিভাবে তারা সকল লোক ঐ সকল উটের উপর আরোহণ করে গন্তব্যস্থলের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল এবং তাদের মধ্য হতে কোনো একজন ব্যক্তি এমন পাওয়া গেল না যে উক্ত উটগুলোর মধ্য হতে কোনো একটি উটের উপর বসে রওয়ানা হয়নি। অতএব তারপর হতে এ বাক্-রীতি প্রচলিত হলো যে, যখন কোনো দল বা গোত্রের লোক সম্মিলিতভাবে কোথাও আগমন করত তখন তাদের উক্ত সম্মিলিতভাবে আগমনকে গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করার জন্য বলা হতো– "جَاءُوْا عَلٰى بَكْرَةِ أَبِيْهِمْ" [তারা স্বীয় পিতার উটের উপর আগমন করেছে।]

কাযী (র.) লিখেছেন যে, "عَلٰى بَكْرَةِ أَبِيْهِمْ" -এর মধ্যকার "عَلٰى" মূলত "مَعَ" অর্থে হয়েছে। আর এ বাক্য 'প্রবাদ বাক্য' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর এ প্রবাদ বাক্যের উৎস হলো, এক আরব গোত্রের কিছু লোক কোনো ঘটনার সম্মুখীন হয়ে স্বীয় বাসস্থান ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। সুতরাং ঐ সকল লোক এখান থেকে রওয়ানা হলো। যেহেতু তারা তাদের পিছনে কোনো জিনিস ফেলে যেতে চাচ্ছিল না তাই তারা এক একটি জিনিস নিজেদের সাথে নিয়ে নিল। এমনকি তাদের নিকট যে উট ছিল সেগুলোও সাথে নিয়ে নিল। এ অবস্থা দেখে কিছু লোক বলল, جَاءُوْا عَلٰى بَكْرَةِ أَبِيْهِمْ অর্থাৎ 'এ সকল লোক [সব কিছু নিয়ে] এসেছে এমনকি স্বীয় পিতার উটও নিয়ে এসেছে।' পরবর্তীতে এ বাক্য এমন লোকদের ক্ষেত্রে প্রবাদ বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল যারা নিজেদের সাথে তাদের সকল মাল-সামানা ও সকল লোক সহকারে আগমন করে এমতাবস্থায় তাদের সাথে কখনো উট থাকত আবার কখনো থাকত না।

আর কেউ কেউ এটাও লিখেছেন যে, এক ব্যক্তি তার সকল সন্তানসন্ততিকে স্বীয় উটের উপর নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। তা দেখে কেউ একজন এ বাক্য বলে, আর তখন থেকে এ বাক্য প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৫৯ ও ১৬০]

"قَوْلُهُ "أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا : 'ঐ রাতের পর তুমি অন্য কোনো প্রকারের [নফল] আমল না করলেও .... ।' এ ঘোষণার মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ উক্ত আরোহী অর্থাৎ হযরত আনাস ইবনে আবূ মারছাদা গানাবী (রা.)-কে সুসংবাদ দিলেন যে, তোমার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট আজকের রাতই যথেষ্ট। তোমার আমলনামায় আজকের রাতের খেদমতের বিনিময়ে এ পরিমাণ প্রতিদান ও ছওয়াব লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তুমি এতটুকু মর্যাদার অধিকারী হয়েছ যে, যদি আর নফল ইবাদত নাও কর তবু আখেরাতে উচ্চ মর্যাদার জন্য তোমার কোনো চিন্তা করতে হবে না। সুতরাং এ বাক্যে 'আমল' দ্বারা নফল আমল উদ্দেশ্য, ফরজ আমল উদ্দেশ্য নয়; কেননা ফরজ আমল তো কোনো অবস্থাতেই রহিত হয় না।

কোনো কোনো আলেম বলেন যে, উক্ত ঘোষণার মধ্যে 'আমল' দ্বারা 'জিহাদ' উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তুমি আজকের রাত্রিতে আল্লাহর রাস্তায় আমাদের পাহারাদারির দায়িত্ব যেভাবে পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সাথে পালন করেছে এরপর যদি তুমি জিহাদে শরিক নাও হও তবুও তোমাকে এ ব্যাপারে কোনো ধরপাকড় করা হবে না। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৬০]

٥٦٨١ - وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِتَمَرَاتٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُدْعُ اللّٰهَ فِيْهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دَعَا لِىْ فِيْهِنَّ بِالْبَرَكَةِ قَالَ خُذْهُنَّ فَاجْعَلْهُنَّ فِىْ مِزْوَدِكَ كُلَّمَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَادْخِلْ فِيْهِ يَدَكَ فَخُذْهُ وَلَا تَنْثُرْهُ نَثْرًا فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذٰلِكَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَسْقٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقْوِىْ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ قَتْلِ عُثْمَانَ فَإِنَّهُ انْقَطَعَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৬৮১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি অল্প কয়েকটি খেজুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন এগুলোর মধ্যে বরকত হয়। তখন তিনি খেজুরগুলো হাতে নিলেন। অতঃপর সেগুলোর মধ্যে আমার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। তারপর বললেন, এগুলো নিয়ে যাও এবং তোমার খাদ্য-থলির মধ্যে রেখে দাও। যখনই তুমি থলি হতে কিছু নিতে চাবে, তখনই তার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে নেবে। তবে কখনো থলিটিকে ঝেড়ে খালি করবে না।

[হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,] আমি সে খেজুর হতে এত এত 'ওসক' পরিমাণ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছি। এতদ্ভিন্ন তা হতে আমরা নিজেরাও খেয়েছি এবং অন্যান্যকেও খাওয়ায়েছি এবং উক্ত থলিটি কখনো আমার কোমর হতে পৃথক হতো না। [অর্থাৎ সর্বদা আমি তা নিজের কোমরের সাথে বেঁধে রাখতাম।] অবশেষে হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতের দিন সেই থলিটি কোথাও খুলে পড়ে যায়। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বর্ণনার শেষ বাক্য দ্বারা জানা যায় যে, যখন লেনদেনের মাঝে ফিতনা-ফ্যাসাদ বিস্তার লাভ করে এবং মানুষের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান বৃদ্ধি পায় তখন কল্যাণ ও বরকত উঠে যায়। এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতের দিন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) স্বীয় দুটি দুঃখের কথা নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন- لِلنَّاسِ هَمٌّ وَلِىْ هَمَّانِ * هَمُّ الْجِرَابِ وَهَمُّ الشَّيْخِ عُثْمَانَا অর্থাৎ আজ মানুষের জন্য একটি দুঃখ, কিন্তু আমার দুঃখ দুটি- একটি হলো আমার থলি খোয়ানো আর দ্বিতীয়টি হলো মহামান্য খলিফা হযরত ওসমান (রা.)-কে হারানো।

-[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৬১]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٦٨٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ تَشَاوَرَتْ قُرَيْشٌ لَيْلَةً بِمَكَّةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِذَا اَصْبَحَ فَاَثْبِتُوْهُ بِالْوَثَاقِ يُرِيْدُوْنَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلِ اقْتُلُوْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ اَخْرِجُوْهُ فَاَطْلَعَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ عَلٰى ذٰلِكَ فَبَاتَ عَلِيٌّ عَلٰى فِرَاشِ النَّبِيِّ ﷺ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى لَحِقَ بِالْغَارِ وَبَاتَ الْمُشْرِكُوْنَ يَحْرُسُوْنَ عَلِيًّا يَحْسَبُوْنَهُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا اَصْبَحُوْا ثَارُوْا عَلَيْهِ فَلَمَّا رَاَوْا عَلِيًّا رَدَّ اللّٰهُ مَكْرَهُمْ فَقَالُوْا اَيْنَ صَاحِبُكَ هٰذَا قَالَ لَا اَدْرِىْ فَاقْتَصُّوْا اَثَرَهُ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجَبَلَ اخْتَلَطَ عَلَيْهِمْ فَصَعِدُوا الْجَبَلَ فَمَرُّوْا بِالْغَارِ فَرَاَوْا عَلٰى بَابِهِ نَسْجَ الْعَنْكَبُوْتِ فَقَالُوْا لَوْ دَخَلَ هٰهُنَا لَمْ يَكُنْ نَسْجُ الْعَنْكَبُوْتِ عَلٰى بَابِهِ فَمَكَثَ فِيْهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫৬৮২. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাত্রির বেলায় কুরাইশগণ মক্কায় পরামর্শ করল যে, ভোর হতেই তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে রশি দ্বারা শক্ত করে বেঁধে ফেলবে। আবার কেউ বলল, বরং তাকে কতল করে ফেল। অন্য আরেকজন বলল, বরং তাকে দেশ হতে তাড়িয়ে দাও। আর এদিকে আল্লাহ তা'আলা [হযরত জিবরাঈল (আ.) -এর মাধ্যমে] কাফেরদের ষড়যন্ত্রের কথা তাঁর নবী ﷺ -কে জানিয়ে দেন। অতঃপর হযরত আলী (রা.) নবী করীম ﷺ -এর বিছানায় সেই রাত্রি যাপন করলেন এবং নবী করীম ﷺ মক্কা হয়ে 'ছাওর' পর্বতের গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করলেন, কিন্তু নবী করীম ﷺ নিজের বিছানায় শুয়ে আছেন ধারণা করে মুশরিকরা সারাটি রাত্র হযরত আলী (রা.)-কে পাহারা দিতে থাকল। ভোর হতেই তারা নবী করীম ﷺ -এর হুজরার উপর আক্রমণ করবার জন্য অগ্রসর হলো। যখন তারা নবী করীম ﷺ -এর স্থলে হযরত আলী (রা.)-কে দেখতে পেল, তখন [বুঝতে পারল যে,] তাদের ষড়যন্ত্র আল্লাহ তা'আলা প্রতিহত করে দিয়েছেন। অতঃপর তারা হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করল, তোমার এই বন্ধু [অর্থাৎ নবী করীম ﷺ] কোথায়? হযরত আলী (রা.) বললেন, আমি জানি না। তখন তারা নবী করীম ﷺ -এর পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাঁর খোঁজে বের হয়ে পড়ল, কিন্তু উক্ত পর্বতের নিকটে পৌঁছার পর পদচিহ্ন তাদের জন্য এলোমেলো ও সন্দেহযুক্ত হয়ে গেল। তবু তারা পাহাড়ের উপর উঠল এবং গুহার মুখে গিয়ে পৌঁছল। তারা দেখতে পেল, গুহার দ্বারপথে মাকড়সা জাল বুনে রেখেছে, তা দেখে তারা বলাবলি করল, যদি সে [মুহাম্মদ ﷺ] এ গুহার মধ্যে প্রবেশ করত, তাহলে গুহার দ্বারে মাকড়সার জাল থাকত না। তারপর নবী করীম ﷺ তিন রাত্র-দিবস তার ভিতরে অবস্থান করলেন। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কুরাইশরা নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে তাদের دَارُ النَّدْوَةِ 'দারুন নাদওয়া' পরামর্শ সভায় মিলিত হয়েছিল। কথিত আছে যে, শয়তানও শায়খে নজদীর আকৃতি ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল এবং সে-ই মুহাম্মদ ﷺ -কে কতল করার পরামর্শ দেয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ অর্থাৎ 'আর সেই ঘটনাও স্মরণ করুন যখন কাফেররা আপনাকে বন্দি করে রাখবে অথবা আপনাকে নিহত করে ফেলবে অথবা আপনাকে দেশান্তর করে দেবে।' এর মধ্যে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

وَعَنْ ٥٦٨٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ اُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَاةٌ فِيْهَا سَمٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْمَعُوْا لِىْ مَنْ كَانَ هٰهُنَا مِنَ الْيَهُوْدِ فَجَمَعُوْا لَه فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ سَائِلُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَهَلْ اَنْتُمْ مُصَدِّقِىَّ عَنْهُ قَالُوْا نَعَمْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَبُوْكُمْ قَالُوْا فُلَانٌ قَالَ كَذَبْتُمْ بَلْ اَبُوْكُمْ فُلَانٌ قَالُوْا صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ قَالَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُصَدِّقِىَّ عَنْ شَىْءٍ اِنْ سَاَلْتُكُمْ عَنْهُ قَالُوْا نَعَمْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ وَاِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَمَا عَرَفْتَهُ فِىْ اَبِيْنَا فَقَالَ لَهُمْ مَنْ اَهْلُ النَّارِ قَالُوْا نَكُوْنُ فِيْهَا يَسِيْرًا ثُمَّ تَخْلُفُوْنَا فِيْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَاللّٰهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيْهَا اَبَدًا ثُمَّ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُصَدِّقِىَّ عَنْ شَىْءٍ اِنْ سَاَلْتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ قَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِىْ هٰذِهِ الشَّاةِ سَمًّا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَمَا حَمَلَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ قَالُوْا اَرَدْنَا اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا اَنْ نَسْتَرِيْحَ مِنْكَ وَاِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَمْ يَضُرَّكَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৬৮৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বর বিজয় হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে [ভাজা] বকরি হাদিয়াস্বরূপ পেশ করা হলো। তাতে বিষ ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন, এখানে যত ইহুদি আছে, সকলকে আমার সম্মুখে একত্রিত কর। তারা সকলে একত্রিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তোমাদেরকে এক ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করব, তোমরা কি আমাকে এ ব্যাপারে সত্য উত্তর দেবে? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আবুল কাসেম! অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা তোমাদের বাপ কে? তারা বলল, অমুক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ; বরং তোমাদের পিতা তো অমুক। তখন তারা বলল, আপনি সত্যই বলেছেন এবং সঠিক বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় বললেন, আমি তোমাদেরকে আরো একটি ব্যাপারে যদি জিজ্ঞাসা করি, সে ব্যাপারেও তোমরা কি আমাকে সত্য উত্তর দেবে? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আবুল কাসেম! কেননা যদি আমরা আপনাকে মিথ্যা কথা বলি, তাহলে আপনি তো জানতেই পারবেন যেমনটি জানতে পেরেছেন আমাদের পিতার ব্যাপারে। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, জাহান্নামি কারা? উত্তরে তারা বলল, আমরা স্বল্প সময়ের জন্য জাহান্নামে যাব। অতঃপর আপনারা তাতে আমাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দূর হও! তোমরাই সেখানে থাকবে। আল্লাহর কসম! আমরা কখনো জাহান্নামে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে আরো একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহলে তোমরা কি আমাকে সত্য উত্তর দেবে? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আবুল কাসেম! এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বল দেখি! তোমরা কি এ বকরির গোশ্‌তে বিষ মিশিয়েছিলে? তারা [নির্দ্বিধায়] বলল, হ্যাঁ। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন? কিসে তোমাদেরকে এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করল? উত্তরে তারা বলল, আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন, তাহলে আমরা আপনা হতে রেহাই পাব। আর আপনি যদি [নবুয়তের দাবিতে] সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তাহলে বিষ আপনার কোনোই ক্ষতি করবে না। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"قَوْلُهُ "نَعَمْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ : 'হ্যাঁ, হে আবুল কাসেম!' রাসূলে কারীম ﷺ -কে সম্বোধন করার ইহুদিদের এটি বিশেষ পদ্ধতি ছিল। ঐ সকল হতভাগা রাসূলে কারীম ﷺ -কে 'মুহাম্মদ ﷺ ' বলে সম্বোধন করত না। কেননা এ বরকতপূর্ণ নাম তাওরাত ও ইঞ্জিলে সুপ্রসিদ্ধ ও উল্লিখিত ছিল। যা রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়তের দাবির সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল। সুতরাং পক্ষপাতিত্ব ও শত্রুতার ভিত্তিতে তাদের মনঃপূত হতো না যে, তারা তাদের মুখে ঐ নামের প্রকাশ করবে, যা স্বয়ং তাদের আসমানি কিতাবসমূহের দৃষ্টিতে শেষ জামানার নবীর সত্যতার নিদর্শন ছিল। -[মাযাহেরে হক খ.৭, পৃ. ১৬৬]

"قَوْلُهُ "ثُمَّ تَخْلُفُوْنَا فِيْهَا : "অতঃপর আপনারা তাতে আমাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকবেন।" ইহুদিরা মুসলমানদেরকে এটাই বলত যে, জান্নাতের আসল অধিকারী হচ্ছে আমরাই। যদি আমরা নিজেদের কোনো মন্দ কর্মের কারণে দোজখে প্রবেশও করি, তবে অল্প কয়েক দিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। যখন আমরা স্বীয় শাস্তির সময়সীমা পূর্ণ করে দোজখ থেকে বের হবো, তখন মুসলমানদেরকে দোজখে ফেলা হবে। যেখানে তোমরা মুসলমানরা সর্বদা বসবাস করবে। তাদের এ সকল কথোপকথন কুরআনে কারীমে এভাবে বর্ণিত হয়েছে- لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ অর্থাৎ '[ইহুদিরা এটা বলবে,] আমাদেরকে শুধুমাত্র কয়েকদিন দোজখের আগুন স্পর্শ করবে।' -[সূরা বাক্বারা : ৮০]

এটা যেন ঐ সকল ইহুদিদের আকিদা-বিশ্বাস ছিল যা বাস্তবিক অর্থে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও উদ্ভট ধারণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা তাদের বিশ্বাস অনুসারে যে কথাকে তারা শুদ্ধ মনে করত এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রশ্নের যে উত্তর তাদের নিকট শুদ্ধ ছিল তাই তারা বর্ণনা করেছে। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৬৬ ও ১৬৭]

"قَوْلُهُ "لَمْ يَضُرَّكَ : 'তাহলে এ বিষ আপনার কোনোই ক্ষতি করবে না।' ইহুদিদের উক্ত জবাবের উদ্দেশ্যে এই ছিল যে, আমরা তো শুধুমাত্র পরীক্ষামূলক বকরিতে বিষ মিশ্রিত করেছিলাম যে, যদি আপনি আপনার নবুয়তের দাবিতে মিথ্যাবাদী হন তাহলে এ বিষ মিশ্রিত বকরির গোশ্‌ত খেয়ে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। আর এক্ষেত্রে আমরা আপনার থেকে পরিত্রাণ পাব। আর যদি আপনি আপনার নবুয়তের দাবিতে সত্যবাদী হন তাহলে এ বিষ আপনার উপর কোনোরূপ প্রতিক্রিয়াশীল হবে না। এক্ষেত্রে আমরা আপনাকে নবী হিসেবে মেনে নেব। এটা তো ইহুদিদের কথা ছিল, আর ইহুদিরা তাদের কথাতে কতটুকু সত্যবাদী ছিল তার ধারণা এভাবে পাওয়া যায় যে, যখন বিষ রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপর কোনোরূপ প্রতিক্রিয়াশীল হলো না, তখন তারা তাদের কথা অনুসারে রাসূল ﷺ -এর নবী হওয়া সত্য সাব্যস্ত হলো, কিন্তু তারা তাঁর উপর ঈমান তো আনেইনি এবং ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুতা থেকেও ফিরে আসেনি। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ.১৬৭]

وَعَنْ ٥٦٨٤ عَمْرِو بْنِ اَخْطَبَ الْاَنْصَارِيِّ (رض) قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا الْفَجْرَ وَصَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَنَا حَتّٰى حَضَرَتِ الظُّهْرُ فَنَزَلَ فَصَلّٰى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتّٰى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلّٰى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ قَالَ فَاَعْلَمُنَا اَحْفَظُنَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬৮৪. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে আখতাব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ফজরের নামাজ পড়িয়ে মিম্বরে উঠলেন এবং আমাদের সম্মুখে ভাষণ দিলেন, এমনকি ভাষণের সিলসিলা একটানা জোহরের ওয়াক্ত পর্যন্ত চলতে থাকল। অতঃপর মিম্বর হতে তিনি নামলেন এবং জোহরের নামাজ পড়ালেন। নামাজ শেষ করে আবার মিম্বরে উঠে ভাষণ দিলেন, এমনকি আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন মিম্বর হতে নেমে আসরের নামাজ পড়ালেন। আসরের নামাজ শেষ করে পুনরায় মিম্বরে উঠে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি সেই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদেরকে অবহিত করলেন, কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী যে সেদিনের কথাগুলো বেশি বেশি স্মরণ রেখেছে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আমর ইবনে আখতাব (রা.) আনসারী সাহাবী ছিলেন। তাঁর কুনিয়ত ছিল 'আবূ যায়েদ আ'রাজ' এবং তিনি এ কুনিয়তের সাথে অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে সকল গাযওয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি তেরোটি গাযওয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার বরকত তিনি এভাবে লাভ করেন যে, একশত বছরের অধিক তিনি বয়স পান এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর চেহারা গোলাপের ন্যায় তরতাজা ছিল আর মাথা ও দাড়ির মাত্র কয়েকটি চুল সাদা হয়েছিল।

হাদীসে আলোচিত দিন রাসূলে কারীম ﷺ জোহর ও আসর নামাজের বিরতি ছাড়া সমস্ত সময় ওয়াজ ও নসিহতের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন এবং উক্ত বিস্তারিত ও দীর্ঘ সময় ওয়াজ চলাকালীন তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সকল দীনি ও মাযহাবী ঘটনা ও বিষয়াবলি বিস্তারিত এ সংক্ষিপ্তাকারে চিহ্নিত করেছেন। এটা রাসূলে কারীম ﷺ -এর একটি বড় ধরনের মু'জিযা ছিল যে, তিনি কিয়ামতের আগ পর্যন্ত সংঘটিতব্য সকল বিষয়ের কথা এত পূর্বে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৬৭ - ১৬৮]

٥٦٨٥ وَعَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (رحـ) قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوْقًا مَنْ اٰذَنَ النَّبِىَّ ﷺ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اِسْتَمَعُوا الْقُرْاٰنَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْكَ يَعْنِىْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ قَالَ اٰذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬৮৫. অনুবাদ : হযরত মা'ন ইবনে আব্দুর রহমান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি মাসরূককে জিজ্ঞাসা করলাম, জিনেরা যে রাত্রে মনোনিবেশ সহকারে কুরআন মাজীদ শুনেছিল, এ সংবাদটি [অর্থাৎ জিনদের উপস্থিতির কথা] নবী করীম ﷺ -কে কে দিয়েছিল? তিনি বললেন, তোমার পিতা অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আমাকে বলেছেন যে, তাকে [নবী করীম ﷺ -কে] একটি বৃক্ষ তাদের উপস্থিতির কথা জানিয়েছিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অথাৎ রাসূলে কারীম ﷺ মু'জিযাস্বরূপ একটি গাছ সংবাদ দিল যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! জিনেরা ঈমান আনয়ন ও কুরআন শুনার জন্য এসেছে। সুতরাং নবী করীম ﷺ লোকালয় হতে দূরবর্তী স্থানে আগমন করলেন এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে জিনদেরকে দেখলেন এবং তাদের সামনে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করলেন।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৬৮]

٥٦٨٦ وَعَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَتَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ وَكُنْتُ رَجُلًا حَدِيْدَ الْبَصَرِ فَرَأَيْتُهُ وَلَيْسَ اَحَدٌ يَزْعُمُ اَنَّهُ رَاٰهُ غَيْرِىْ فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ لِعُمَرَ اَمَا تَرَاهُ فَجَعَلَ لَا يَرَاهُ قَالَ يَقُوْلُ عُمَرُ سَاَرَاهُ وَاَنَا مُسْتَلْقٍ عَلٰى فِرَاشِىْ.

৫৬৮৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা মক্কা এবং মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে ছিলাম, তখন আমরা নতুন চাঁদ দেখতে চেষ্টা করি। আমি ছিলাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। সুতরাং আমি চাঁদ দেখে ফেললাম। আর আমি ব্যতীত সেখানে অন্য কেউই চাঁদ দেখতে পেয়েছে বলে দাবি করেনি। আমি হযরত ওমর (রা.)-কে বললাম, আপনি কি চাঁদ দেখছেন না? কিন্তু তিনি তা দেখতে পাচ্ছিলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত ওমর (রা.) বললেন, অচিরেই আমি আমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে তা দেখব।

ثُمَّ اَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ اَهْلِ بَدْرٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُرِيْنَا مَصَارِعَ اَهْلِ بَدْرٍ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُ هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَهٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ عُمَرُ وَالَّذِىْ بَعَثَهٗ بِالْحَقِّ مَا اَخْطَؤُا الْحُدُوْدَ الَّتِىْ حَدَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَجُعِلُوْا فِىْ بِئْرٍ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَيْهِمْ فَقَالَ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ هَلْ وَجَدْتُّمْ مَا وَعَدَكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ حَقًّا فَاِنِّىْ قَدْ وَجَدْتُّ مَا وَعَدَنِىَ اللّٰهُ حَقًّا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تُكَلِّمُ اَجْسَادًا لَا اَرْوَاحَ فِيْهَا فَقَالَ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ غَيْرَ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ اَنْ يَّرُدُّوْا عَلَىَّ شَيْئًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

[হযরত আনাস (রা.) বলেন,] অতঃপর হযরত ওমর (রা.) বদর যুদ্ধের ঘটনাবলি বর্ণনা করতে লাগলেন এবং বললেন, যুদ্ধের একদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ঐ সমস্ত স্থানগুলো দেখিয়ে দিলেন, যে যে স্থানে কাফেরদের লাশ পড়ে থাকবে। তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল এ জায়গা অমুক [কাফের]-এর লাশ পড়বে। ইনশাআল্লাহ আগামীকাল এ স্থানে অমুকের লাশ পড়বে [এই বলে তিনি এক একটি করে নিহতের স্থানসমূহ দেখালেন]। হযরত ওমর (রা.) বলেন, সেই মহান সত্তার কসম! যিনি তাঁকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন; যে সকল স্থান রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দিষ্ট করেছিলেন, [কাফেরদের লাশগুলো] উক্ত স্থান হতে একটুখানিও এদিক-সেদিক সরে পড়েনি। [বর্ণনাকারী বলেন,] অতঃপর তাদেরকে একটি [অনাবাদ] কূপের মধ্যে একটির উপর একটিকে নিক্ষেপ করা হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কূপটির নিকটে এসে বললেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তোমরা কি তা ঠিক ঠিক পেয়েছ? তবে আমার আল্লাহ আমাকে যা ওয়াদা দিয়েছেন, আমি অবশ্য তা ঠিক ঠিকভাবে পেয়েছি। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কিরূপে এমন দেহসমূহের সাথে কথা বলছেন, যাদের মধ্যে কোনো প্রাণ নেই। তিনি বললেন, আমি তাদেরকে যা বলছি, তোমরা তা তাদের চেয়ে অধিক শুনছ না, অবশ্য তারা আমার কথার কোনো জবাব দিতে সক্ষম নয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ سَارَاهُ وَاَنَا مُسْتَلْقٍ عَلٰى فِرَاشِىْ : 'অচিরেই আমি আমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে তা দেখব।' এ বাক্য দ্বারা মূলত হযরত ওমর (রা.) উক্ত চাঁদ দেখার জন্য অধিক চেষ্টা তদবির অপ্রয়োজনীয় হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যে সকল লোক নিজ চোখে চাঁদ দেখেছে তাদের সাক্ষ্যের উপর বর্ণনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অথবা আমাকে স্বচক্ষে নতুন চাঁদ দেখতেই হবে। তাই কিছুদিন পর অথবা আগামী দিন যখন চাঁদ বড় ও উজ্জ্বল হয়ে যাবে এবং সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে তখন দেখে নেব। এখন যেহেতু চাঁদ দেখা যাচ্ছে না তখন তাকে দেখার জন্য অধিক কষ্ট স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। এতে জানা গেল যে, যে বিষয় জরুরি নয় তার অনুসন্ধানে নিজের সময় অপচয় করা মূলত অনর্থক কাজে মূল্যবান সময় ও শক্তি বিনষ্ট করা। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৬৯ ও ১৭০]

وَعَنْ ٥٦٨٧ أُنَيْسَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ (رضـ) عَنْ أَبِيهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى زَيْدٍ يَعُوْدُهُ مِنْ مَرَضٍ كَانَ بِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَرَضِكَ بَأْسٌ وَلٰكِنْ كَيْفَ لَكَ إِذَا عُمِّرْتَ بَعْدِى فَعَمِيْتَ قَالَ أَحْتَسِبُ وَأَصْبِرُ قَالَ إِذَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالَتْ فَعَمِىَ بَعْدَ مَا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ ثُمَّ مَاتَ ـ

৫৬৮৭. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকামের কন্যা উনাইসা তাঁর পিতা হযরত যায়েদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, একবার যায়েদ অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দেখাশুনা করতে আসলেন। রাসূল ﷺ বললেন, তোমার এ রোগ তোমার জন্য তেমন আশঙ্কাজনক নয়। তবে তখন তোমার অবস্থা কি হবে? যখন আমার ওফাতের পরও তুমি বেঁচে থাকবে এবং সে সময় দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নিকট এর প্রতিদানের আশা করব এবং সবর করব। নবী করীম ﷺ বললেন, তবে তো তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। উনাইসা বলেন, নবী করীম ﷺ -এর ওফাতের পর তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। আবার কিছুদিন পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। এরপর তিনি ইন্তেকাল করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূলে কারীম ﷺ -এর উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। যে অসুখে রাসূলে কারীম ﷺ হযরত যায়েদ (রা.)-কে দেখতে গিয়েছিলেন তা হতে তিনি সুস্থ হয়ে যান। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। তবে রাসূলে কারীম ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)-এর সামনে তাঁর দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরে আসার কথা উল্লেখ করেননি; তার কারণ হয়তো রাসূল ﷺ -এর এ আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, দৃষ্টিশক্তি না থাকা অবস্থায় হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) ধৈর্যধারণ করে বেশি বেশি দুঃখকষ্ট বরদাস্ত করবেন এবং অতঃপর তিনি অধিক প্রতিদান ও ছওয়াব লাভ করবেন। যদি হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) এ কথা পূর্ব থেকেই অবগত হতেন যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার পর পুনরায় ফিরে আসবে তবে তিনি এত অধিক পরিমাণে দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করতেন না এবং তিনি পূর্ণ ধৈর্যধারণের ঐ মর্যাদাও অর্জন করতে পারতেন না যার কারণে তিনি আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সহযোগিতা অর্জন করেছেন। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৭০]

وَعَنْ ٥٦٨٨ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَىَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَذٰلِكَ أَنَّهُ بَعَثَ رَجُلًا فَكَذَبَ عَلَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوُجِدَ مَيِّتًا وَقَدِ انْشَقَّ بَطْنُهُ وَلَمْ تَقْبَلْهُ الْأَرْضُ ـ (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِى دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

৫৬৮৮. অনুবাদ : হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়। রাসূল ﷺ -এর এই উক্তি এ প্রসঙ্গে ছিল যে, একদা তিনি এক ব্যক্তিকে [কোথাও] পাঠালেন, সে সেখানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ হতে মিথ্যা কথা বলল। তা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর বদদোয়া করলেন। এরপর তাকে এমতাবস্থায় মৃত পাওয়া যায় যে, তার পেট ফাটা এবং [দাফনের পর] মাটি তাকে গ্রহণ করেনি। -[হাদীস দুটি ইমাম বায়হাকী (র.) দালায়েলুন নুবুওয়্যাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বর্ণনার শেষ বাক্যটি একথার নিদর্শন যে, ঐ ব্যক্তি চিরদিনের জন্য দোজখী সাব্যস্ত হলো। এ হিসেবে এ বর্ণনা ঐ বক্তব্যের সহায়ক যার সারকথা হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলে কারীম ﷺ -এর দিকে কোনো মিথ্যা কথা সম্পর্কিতকারী অর্থাৎ জাল হাদীস রচয়িতা কাফের হয়ে যায়। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৭১]

وَعَنْ ٥٦٨٩ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَطْعِمُهُ فَاَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقٍ شَعِيْرٍ فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا حَتّٰى كَالَهُ فَفَنِيَ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَاَكَلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬৮৯. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে খাদ্য চাইল। তিনি তাকে অর্ধ ওসক পরিমাণে যব দিলেন। তা হতে সে ব্যক্তি,তার স্ত্রী ও তাদের মেহমান সর্বদা খেতে থাকে। অবশেষে একদিন সে উক্ত যবগুলো মেপে দেখল। ফলে তা নিঃশেষ হয়ে গেল। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে ঘটনাটি জানাল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তুমি তা না মাপতে, তাহলে তোমরা তা হতে সর্বদা খেতে পারতে এবং [আমার দেওয়া] যবগুলো পূর্ববৎ থেকে যেতো। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٦٩٠ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ (رح) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوْصِي الْحَافِرَ يَقُوْلُ اَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ اَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَتِهِ فَاَجَابَ وَنَحْنُ مَعَهُ فَجِيْئَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَاَكَلُوْا فَنَظَرْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَلُوْكُ لُقْمَةً فِيْ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ اَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ اُخِذَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ اَهْلِهَا فَاَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ تَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَرْسَلْتُ اِلَى النَّقِيْعِ وَهُوَ مَوْضِعٌ يُبَاعُ فِيْهِ الْغَنَمُ لِيُشْتَرٰى لِيْ شَاةٌ فَلَمْ تُوْجَدْ فَاَرْسَلْتُ اِلٰى جَارٍ لِيْ قَدِ اشْتَرٰى شَاةً .

৫৬৯০. অনুবাদ : হযরত আসেম ইবনে কুলাইব (র.) তাঁর পিতা হতে, তিনি [কুলাইব] জনৈক আনসারী ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এক ব্যক্তির জানাজায় গেলাম। পরে আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের কাছে উপস্থিত হয়ে কবর খননকারীকে নির্দেশ দিয়ে বলছেন, পায়ের দিকে [কবরকে] আরো প্রশস্ত কর। মাথার দিকে আরো প্রশস্ত কর। অতঃপর দাফন কাজ শেষ করে রাসূল ﷺ বাড়িতে ফিরে আসলে মৃত ব্যক্তির [বিধবা] স্ত্রীর পক্ষ হতে এক লোক এসে নবী করীম ﷺ -কে খানার দাওয়াত দিল। রাসূল ﷺ দাওয়াত মঞ্জুর করলেন এবং তাঁর সঙ্গে আমরাও খেতে গেলাম। তাঁর সম্মুখে খাদ্য আনা হলে তিনি তাতে হাত রাখলেন, অতঃপর লোকেরাও হাত বাড়িয়ে খেতে শুরু করল। এ সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি গোশ্‌তের একটি গ্রাসকে মুখের ভিতরে রেখে নাড়াচাড়া করছেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি একে এমন একটি বকরির গোশ্‌ত বলে অনুভব করছি, যা তার মালিকের অনুমতি ছাড়াই আনা হয়েছে। তখন মাহিলাটি [রাসূল ﷺ -এর সন্দেহ জানতে পেরে] একজন লোক পাঠিয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বকরি ক্রয় করবার জন্য আমি এক ব্যক্তিকে নাকী' বাজারে পাঠিয়েছিলাম। তা এমন একটি জায়গা, যেখানে ভেড়া, বকরি ও দুম্বা ইত্যাদি বিক্রয় হয়; কিন্তু সেখানে কোনো ভেড়া-বকরি পাওয়া যায়নি। অতঃপর আমার একজন প্রতিবেশীর নিকট পাঠালাম। সে নিজের জন্য একটি বকরি ক্রয় করেছিল।

أَنْ يُرْسِلَ بِهَا إِلَىَّ بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوْجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَىَّ بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَطْعِمِىْ هٰذَا الطَّعَامَ الْاَسْرٰى . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

আমি এই বলে লোকটিকে পাঠিয়েছিলাম, সে যে মূল্যে বকরিটি ক্রয় করেছে, ঠিক সেই মূল্যেই বকরিটি যেন আমার জন্য পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু সে ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি। অতঃপর আমি তার স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালাম। তখন তার স্ত্রী আমার জন্য বকরিটি পাঠিয়ে দিয়েছে [এটা সেই বকরিরই গোশ্‌ত]। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, এ খাদ্যগুলো কয়েদিদেরকে খাইয়ে দাও।

–[আবূ দাঊদ ও বায়হাকী দালায়েলুন নুবুওয়্যাত গ্রন্থে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন যে, মৃতকে উপলক্ষ করে প্রস্তুতকৃত খাবারের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের যে সকল মতামত রয়েছে বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ হাদীস তার বিপরীত। যেমন বাযযাযিয়াতে লেখা আছে যে, মৃতের ওয়ারিশদের পক্ষ থেকে প্রথম দিন [অর্থাৎ মৃত্যুর দিন] বা তৃতীয় দিন এবং সপ্তম দিন খানা খাওয়ানো মাকরূহ। তদ্রূপ খোলাসা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তৃতীয় দিন খানার ব্যবস্থা করা এবং মানুষকে উক্ত খাবারের দিকে আহ্বান করা বৈধ নয়। আল্লামা যাইলাঈ (র.) বলেন, তিনদিন পর্যন্ত শোক পালনের জন্য বসে থাকাতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে শর্ত হলো নিষিদ্ধ কোনো বিষয় যেন সংঘটিত না হয়, যেমন– খাবার প্রস্তুত করা এবং দাওয়াত ও জিয়াফতের ব্যবস্থা করা। অনুরূপ আল্লামা ইবনে হুমাম (র.)ও লিখেছেন যে, মৃতের আত্মীয়স্বজনদের জিয়াফত করা মাকরূহ। এ সকল ফুকাহায়ে কেরাম এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, জিয়াফত খুশির ক্ষেত্রে বৈধ, শোকের ক্ষেত্রে বৈধ নয়। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) এটাও বলেছেন যে, মৃতের ওয়ারিশদের জিয়াফত বিদ'আতে সায়্যিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজাহ (র.) সহীহ সনদে হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, দাফনের পর মৃতের ঘরে লোকজন একত্রিত হওয়া এবং মৃতের আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে খাবার পরিবেশনকে আমরা মৃতের জন্য বিলাপের অন্তর্ভুক্ত করতাম। [যা শরিয়তে কঠোরভাবে নিষেধ।]

আলোচ্য বিরোধের উত্তরের সারাংশ হচ্ছে, বাহ্যত একথাই বিশুদ্ধ প্রতিভাত হয় যে, উল্লিখিত হাদীসে যে খাবারের কথা বর্ণিত হয়েছে মূলত তা মৃতের স্ত্রী ছওয়াব পৌছানোর উদ্দেশ্যে ফকির ও মিসকিনদেরকে সদকা হিসেবে খাওয়ানোর জন্য তৈরি করেছিল, তবে রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে প্রেরিত খাবার হাদিয়া স্বরূপ পেশ করেছিল। এ ভিত্তিতে রাসূলে কারীম ﷺ স্বীয় সাহাবায়ে কেরাম সহকারে যারা দরিদ্র ও অসহায় ছিল মৃতের ঘরে উক্ত খানার মজলিসে তাশরিফ আনেন।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৭৩ - ১৭৪]

قَوْلُهُ "وَهُوَ مَوْضِعٌ يُبَاعُ فِيْهِ الْغَنَمُ" : 'তা এমন একটি জায়গা যেখানে ভেড়া-বকরি ও দুম্বা ইত্যাদি বিক্রয় হয়।' এ বাক্যটি মূলত বর্ণনার অংশ নয়; বরং কোনো বর্ণনাকারী "نَقِيْع" -এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বর্ণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, "نَقِيْع" [যার প্রথম অক্ষর নূন] মদিনা শরীফ হতে আকীক উপত্যকার দিকে প্রায় বিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। যেখানে প্রাচীনকাল হতে বকরির বেচাকেনা হতো। "نَقِيْع" টা "بَقِيْع" হতে ভিন্ন [যার প্রথম অক্ষর 'বা] এবং যা মদিনা শরীফের প্রসিদ্ধ কবরস্থান। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৭৪]

قَوْلُهُ "فَأَرْسَلَتْ إِلَىَّ بِهَا" : 'তখন তার স্ত্রী আমার জন্য বকরিটি পাঠিয়ে দিয়েছে।' মৃতের স্ত্রী বকরি প্রাপ্তির যে বিবরণ দিল তাতে সাব্যস্ত হলো যে, ঐ বকরি সঠিক পদ্ধতিতে ক্রয় করে হস্তগত করা হয়নি। কেননা উক্ত বকরি ক্রয় করার ক্ষেত্রে তার মূল মালিক তথা প্রতিবেশীর সুস্পষ্ট সন্তুষ্টি পাওয়া যায়নি। উক্ত বকরির ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যেতে পারে যে, এ অবস্থাটি ফুকাহায়ে কেরামের বর্ণনা অনুসারে 'ফুযূলী ক্রয়বিক্রয়ে'র নিকটবর্তী। আর এ ক্ষেত্রে বেচাকেনা শুদ্ধ হওয়ার জন্য মালিকের অনুমতির উপর স্থগিত থাকে। যাহোক এ কথা সাব্যস্ত হয়েছিল যে, উক্ত বকরির গোশ্‌ত সন্দেহযুক্ত ছিল। আর এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মু'জিযাস্বরূপ উক্ত গোশ্‌তকে রাসূল ﷺ -এর পেটে গমন হতে বিরত রেখেছেন।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৭৪]

قَوْلُهُ "أَطْعِمِىْ هٰذَا الطَّعَامَ الْاَسْرٰى" : আলোচ্য হাদীসাংশটুকু দ্বারা বুঝা গেল যে, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার মাল তছরুপ করা বৈধ হয়নি। ফলে তা সন্দেহযুক্ত হয়েছে। আর তখন মুসলমানদের হাতে কয়েদিরা ছিল মুশরিক ও কাফের। তাই তা ফেলে দেওয়া অপেক্ষা সংশ্লিষ্ট লোকজনের জন্য বরাদ্দ করা ছিল শ্রেয়।

٥٦٩١ - وَعَنْ حِزَامِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ حُبَيْشِ بْنِ خَالِدٍ وَهُوَ اَخُ اُمِّ مَعْبَدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اُخْرِجَ مِنْ مَكَّةَ خَرَجَ مُهَاجِرًا اِلَى الْمَدِيْنَةِ هُوَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَمَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَدَلِيْلُهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ اللَّيْثِيُّ مَرُّوْا عَلٰى خَيْمَتَىْ اُمِّ مَعْبَدٍ فَسَئَلُوْهَا لَحْمًا وَتَمْرًا لِيَشْتَرُوْا مِنْهَا فَلَمْ يُصِيْبُوْا عِنْدَهَا شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ وَكَانَ الْقَوْمُ مُرْمِلِيْنَ مُسْنِتِيْنَ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى شَاةٍ فِىْ كَسْرِ الْخَيْمَةِ فَقَالَ مَا هٰذِهِ الشَّاةُ يَا اُمَّ مَعْبَدٍ قَالَتْ شَاةٌ خَلَّفَهَا الْجُهْدُ عَنِ الْغَنَمِ قَالَ هَلْ بِهَا مِنْ لَبَنٍ قَالَتْ هِىَ اَجْهَدُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ اَتَأْذَنِيْنَ لِىْ اَنْ اَحْلُبَهَا قَالَتْ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اِنْ رَأَيْتَ بِهَا حَلْبًا فَاحْلُبْهَا فَدَعَا بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَسَحَ بِيَدِهِ ضَرْعَهَا وَسَمَّى اللّٰهَ تَعَالٰى وَدَعَا لَهَا فِىْ شَاتِهَا فَتَفَاجَّتْ عَلَيْهِ وَدَرَّتْ وَاجْتَرَّتْ فَدَعَا بِاِنَاءٍ يُرْبِضُ الرَّهْطَ فَحَلَبَ فِيْهِ ثَجًّا حَتّٰى عَلَاهُ الْبَهَاءُ ثُمَّ سَقَاهَا حَتّٰى رَوِيَتْ وَسَقٰى اَصْحَابَهُ حَتّٰى رَوُوْا ثُمَّ شَرِبَ اٰخِرَهُمْ -

৫৬৯১. অনুবাদ : হযরত হেযাম ইবনে হেশাম তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হোবাইশ ইবনে খালেদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, হোবাইশ ছিলেন উম্মে মা'বাদের ভাই। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা হতে বহিষ্কৃত হলেন, তখন তিনি মদিনার দিকে হিজরত করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর আজাদকৃত গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরা এবং পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ আল-লাইছী। পথ অতিক্রমকালে তাঁরা উম্মে মা'বাদের দুই তাঁবুর নিকটে পৌঁছলেন। তাঁরা উম্মে মা'বাদ হতে গোশ্‌ত এবং খেজুর ক্রয় করতে চাইলেন, কিন্তু তার কাছে এর কিছুই পাননি। মূলত সে সময় লোকেরা অনাহার ও দুর্ভিক্ষে লিপ্ত ছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁবুর এক পার্শ্বে একটি বকরি দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে উম্মে মা'বাদ! এ বকরিটির কি হয়েছে? সে বলল, এটা এতই দুর্বল যে, দলের বকরিগুলোর সাথে যাওয়ার মতো শক্তি নেই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এতে কি দুধ আছে? উম্মে মা'বাদ বলল, বেচারী নিজেই বিপদগ্রস্তা; সুতরাং দুধ দেবে কিভাবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি আমাকে এ অনুমতি দেবে যে, আমি তার দুধ দোহন করি? উম্মে মা'বাদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল, আমার পিতামাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক! আপনি যদি তার স্তনে দুধ দেখতে পান, তাহলে তা দোহন করুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বকরিটিকে কাছে আনলেন, তারপর বকরিটির স্তনে হাত বুলালেন এবং বিসমিল্লাহ পড়ে উম্মে মা'বাদের জন্য তার বকরির ব্যাপারে [বরকতের] দোয়া করলেন। তখন বকরিটি দোহনের জন্য নিজের রান দুটি প্রশস্ত করে রাসূল ﷺ-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে জাবর কাটতে লাগল। এদিকে দুধ দোহনের জন্য নবী করীম ﷺ এত বড় একটি পাত্র চাইলেন, যা দ্বারা একদল লোক তৃপ্তির সাথে পান করতে পারে। প্রবাহিত ঢলের মতো তিনি তাতে দুধ দোহন করলেন, এমনকি তার উপর ফেনাও জমে গেল। অতঃপর তিনি উম্মে মা'বাদকে পান করতে দিলেন। সে পরিতৃপ্ত হয়ে পান করল। পরে তিনি সঙ্গীদেরকে পান করালেন, তারাও পরিতৃপ্তি লাভ করলেন এবং সকলের শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে পান করলেন।

ثُمَّ حَلَبَ فِيْهِ ثَانِيًا بَعْدَ بَدْءٍ حَتَّى مَلأَ الْإِنَاءُ ثُمَّ غَادَرَهُ عِنْدَهَا وَبَايَعَهَا وَارْتَحَلُوْا عَنْهَا . (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ . وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْاِسْتِيْعَابِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ الْوَفَاءِ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ)

এর অল্পক্ষণ পরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয়বার দোহন করলেন, এমনকি সেই পাত্রটি এবারও দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি সেই দুধ উম্মে মা'বাদের নিকট রেখে দিলেন। [যেন তার স্বামীও নবী করীম ﷺ -এর মু'জিযাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে] এবং উম্মে মা'বাদের পক্ষ হতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করে তাঁরা সম্মুখের দিকে রওয়ানা হলেন। –[শরহে সুন্নাহ। আর ইবনে আব্দুল বার ইস্তী'আব গ্রন্থে এবং ইবনে জাওযী আল-ওয়াফা কিতাবে বর্ণনা করেছেন এবং অত্র হাদীসটির মধ্যে আরো কিছু ঘটনা রয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : হযরত উম্মে মা'বাদ (রা.)-এর আসল নাম আতিকা বিনতে খালিদ খুযাইয়্যা। রাসূলে কারীম ﷺ হিজরত কালীন তাঁর তাঁবুতে তশরিফ আনেন এবং তাঁকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আনয়ন করেন। হযরত উম্মে মা'বাদ (রা.) শক্ত স্নায়ু ও কঠিন মনের অধিকারী মহিলা ছিলেন এবং উক্ত বিরান ভূমিতে বসবাস করতেন। তিনি স্বীয় তাঁবুর বাইরে গদি লাগিয়ে বসে থাকতেন এবং পথচারী গরিব-মিসকিনদের খানাপিনার ব্যবস্থা করতেন।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৭৬]

قَوْلُهُ "وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ" : 'অত্র হাদীসটির মধ্যে আরো কিছু ঘটনা রয়েছে।' আর সে ঘটনা হলো, যখন রাসূলে কারীম ﷺ হযরত উম্মে মা'বাদ (রা.)-এর তাঁবু অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলেন এবং হযরত উম্মে মা'বাদ (রা.) তাঁর স্বামী হযরত আবূ মা'বাদ (রা.)-কে সম্পূর্ণ ঘটনা অত্যধিক সুন্দর বাচনভঙ্গিতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর মর্যাদা ও গুণাগুণসহ বর্ণনা করে বলেন, এক মহান বরকতপূর্ণ ব্যক্তি আমাদের তাঁবুতে এসেছিলেন এবং এ দুধ তাঁর আগমনেরই নিদর্শন। হযরত আবূ মা'বাদ (রা.) এসব শুনে বলেন, নিশ্চয়ই ঐ মহান ব্যক্তি কুরাইশ বংশীয় তিনিই যাঁর অনেক গুণাবলির কথা আমি মক্কায় শুনেছি। যদি আমি যেতে সক্ষম হই তাহলে আল্লাহর শপথ! আমি ঐ মহান ব্যক্তির দরবারে উপস্থিত হওয়ার এবং সঙ্গত্ব লাভের ইচ্ছা পোষণ করছি।

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ যখন হিজরতের রাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে সাথে নিয়ে মক্কা শরীফ হতে রওয়ানা হন এবং মক্কাবাসীরা রাসূলে কারীম ﷺ -এর গতিবিধি ও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে অবগত হতে বিফল হয় তখন এক মুসলমান জিন আবূ কুবাইস পাহাড়ে আরোহণ করে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কিছু কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল আর মক্কাবাসীরা বিস্ময়ের সাথে তা শ্রবণ করছিল। যে আওয়াজ তাদের কানে পরিষ্কারভাবে আসছিল কিন্তু উক্ত আওয়াজ যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। উক্ত কবিতাগুলোর মধ্য হতে দুটি কবিতা হলো এই–

جَزَى اللّٰهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ * رَفِيْقَيْنِ حَلَّا خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدِ
هُمَا نَزَلَا بِالْهُدٰى وَاهْتَدَيْتُ بِهِ * فَقَدْ فَازَ مَنْ أَمْسٰى رَفِيْقَ مُحَمَّدِ

অর্থাৎ সমগ্র জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা ঐ দুই সাথিকে উত্তম প্রতিদান দিয়েছেন যারা উম্মে মা'বাদের তাঁবুতে অবতরণ করেছেন। তাঁরা দুজন হেদায়েতের আলোকরশ্মি নিয়ে অবতরণ করেছেন আর উম্মে মা'বাদ সে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছেন। ঐ সকল ব্যক্তিরাই সফলকাম হয়েছেন যাঁরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছেন। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৭৬]

بَابُ الْكَرَامَاتِ
পরিচ্ছেদ : কারামত সম্পর্কে বর্ণনা

كَرَامَةٌ-এর পরিচিতি : كَرَامَاتٌ শব্দটি كَرَامَةٌ-এর বহুবচন, যা إِكْرَامٌ ও تَكْرِيْمٌ-এর ইসম। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো– সম্মানিত হওয়া, মর্যাদাবান হওয়া, মহৎ হওয়া, উদার হওয়া।

পারিভাষিক অর্থ হলো, كَرَامَةٌ ঐ অলৌকিক কর্মকে বলা হয় যা নেককার মুমিনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, কিন্তু তা নবুয়তের দাবির সাথে হবে না এবং তার উদ্দেশ্য কাফের ও মুশরিকদের বিরোধিতা ও মোকাবিলাও হবে না। কেননা যে অলৌকিক কর্ম নবুয়তের দাবির সাথে হয় এবং তার উদ্দেশ্য কাফের ও মুশরিকদের বিরোধিতা ও মোকাবিলা হয়, তাকে মু'জিযা বলা হয়। এর দ্বারা মু'জিযা ও কারামতের মধ্যকার পার্থক্য বুঝা গেল। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত কারামতের স্বীকৃতি দানকারী ও প্রবক্তা, কিন্তু মু'তাযিলা সম্প্রদায় এর অস্বীকার করে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৭৭]

كَرَامَةٌ-এর প্রমাণ : আহলে হক তথা সকল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহর ওলীদের মাধ্যমে কারামত প্রকাশ পাওয়া সত্য ও বাস্তব বিষয়। আল্লাহর ওলী ঐ সকল নেক বান্দাদেরকে বলা হয় যাঁরা আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে মানবীয় ক্ষমতা অনুসারে জ্ঞান রাখেন, ভালোকাজ করেন এবং মন্দকাজ হতে বিরত থাকেন, দুনিয়ার লোভ-লালসা হতে দূরে থাকেন এবং সুন্নতের অনুসরণ ও আল্লাহভীতিতে তারতম্য অনুসারে কামেল হন। আল্লাহর ওলীদের মাধ্যমে কারামত প্রকাশ পাওয়ার প্রমাণ হলো, যৌক্তিকভাবে এটা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনো বিষয়ই জটিল ও অসম্ভব নয়। তিনি যেভাবে তাঁর নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মু'জিযা প্রকাশ করতে পারেন তদ্রূপ স্বীয় নবী-রাসূলদের সত্যিকার অনুসারী ও নেককার মুমিনদের মাধ্যমে কারামত প্রকাশ করাতে পারেন। অনুরূপভাবে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে কারামতের প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তী জামানার ওলীদের মাধ্যমে প্রকাশিত কারামতের রেওয়ায়েতসমূহ যেভাবে ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণিত আছে যে, তা মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌঁছে গেছে। যার অর্থ হলো, সুস্থ মস্তিষ্ক ও মনোযোগ সহকারে যদি দেখা যায়, তাহলে এ ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। বিশেষভাবে কিছু সংখ্যক খ্যতনামা মাশায়েখে তরীকত যেমন– হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (র.)-এর কারামতসমূহ শুধু যে অসংখ্য তা-ই নয়; বরং তা এতটুকু ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণিত আছে যে, তার অস্বীকার একমাত্র পাগল ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। তাঁর জামানার কিছু সংখ্যক মাশায়েখ থেকে বর্ণিত আছে যে, আমাদের সরদার হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (র.)-এর কারামতসমূহ তসবির দানার ন্যায় একাধারে প্রকাশ পেত, কখনো তাঁর নিজের মধ্যে প্রকাশ পেত আবার কখনো অন্যের মধ্যে প্রকাশ পেত।

كَرَامَةٌ-এর প্রকাশ ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয়ভাবে হতে পারে : কোনো কোনো আলেম লিখেছেন যে, ওলীদের মাধ্যমে কোনো কারামতই তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে প্রকাশ পায় না; বরং অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ পায়। আর এটাও তাদের বক্তব্য যে, কারামত মু'জিযার প্রকার হতে হয় না অর্থাৎ যে বিষয় মু'জিযা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে যেমন– অল্প খাবার বৃদ্ধি পেয়ে অধিক হওয়া, আঙ্গুল থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি কারামত হিসেবে প্রকাশ পায় না। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ মতামত হলো, কারামত ইচ্ছাকৃতভাবেও প্রকাশ পেতে পারে আবার অনিচ্ছাকৃতভাবেও। তদ্রূপ কারামতের প্রকাশ ঐ সকল বিষয়েও হতে পারে যাতে মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে আবার এছাড়া অন্য বিষয়ও হতে পারে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৭৭]

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٦٩٢ - عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ اُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَعَبَّادَ بْنَ بِشْرٍ تَحَدَّثَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَاجَةٍ لَهُمَا حَتّٰى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ

৫৬৯২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা হযরত উসাইদ ইবনে হুযায়ের ও হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর (রা.) তাঁদের কোনো এক প্রয়োজনে দীর্ঘ রাত্র পর্যন্ত নবী করীম ﷺ-এর সাথে কথাবার্তা বলতে

فِىْ لَيْلَةٍ شَدِيْدَةِ الظُّلْمَةِ ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَنْقَلِبَانِ وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُصَيَّةٌ فَاضَاءَتْ عَصَا اَحَدِهِمَا لَهُمَا حَتّٰى مَشَيَا فِىْ ضَوْئِهَا حَتّٰى اِذَا افْتَرَقَتْ بِهِمَا الطَّرِيْقُ اَضَاءَتْ لِلْاٰخَرِ عَصَاهُ فَمَشٰى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِىْ ضُوْءِ عَصَاهُ حَتّٰى بَلَغَ اَهْلَهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

থাকেন। রাত্রটি ছিল ঘোর অন্ধকার। অতঃপর যখন তাঁরা [বাড়ির উদ্দেশ্যে] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হতে রওয়ানা হলেন এ সময় তাদের প্রত্যেকের হাতে ছোট এক একটি লাঠি ছিল। পথে বের হওয়ার পর তাঁদের একজনের লাঠিটি প্রদীপের ন্যায় আলো দিতে লাগল। আর তাঁরা সে লাঠির আলোয় পথ চলতে থাকেন। অতঃপর যখন তাঁদের উভয়ের পথ পৃথক পৃথক হলো, তখন অপরজনের লাঠিটিও আলোকিত হয়ে উঠল। অবশেষে তাঁরা প্রত্যেকে আপন আপন লাঠির আলোয় নিজেদের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বুখারী শরীফের অন্য একটি রেওয়ায়েতে একথা আছে, ঐ দুজন সাহাবী ঘোর অন্ধকার রাতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট হতে উঠে বাইরে আসলেন সে সময় মনো হলো যেন তাঁদের সাথে দুটি প্রদীপ রয়েছে, যা তাদের পথকে আলোকিত করে তাদের সাথে চলছে। অতঃপর যখন সাহাবীদ্বয় এমন স্থানে পৌঁছলেন যেখান থেকে তাঁদের বাড়ির পথ পৃথক পৃথক তখন তাঁরা একজন অন্যজন থেকে পৃথক হলেন। তখন দেখা গেল যে, তাঁদের উভয়ের সাথে এক একটি প্রদীপ রয়েছে। এভাবেই তাঁরা তাঁদের আত্মীয় স্বজনের নিকট পৌঁছে গেলেন। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৭৮]

٥٦٩٣ وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ لَمَّا حَضَرَ اُحُدٌ دَعَانِىْ اَبِىْ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا اُرَانِىْ اِلَّا مَقْتُوْلًا فِىْ اَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَاِنِّىْ لَا اَتْرُكُ بَعْدِىْ اَعَزَّ عَلَىَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّ عَلَىَّ دَيْنًا فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِاَخَوَاتِكَ خَيْرًا فَاَصْبَحْنَا فَكَانَ اَوَّلَ قَتِيْلٍ وَدَفَنْتُهُ مَعَ اٰخَرَ فِىْ قَبْرٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৬৯৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধ সমাগত হলে আমার পিতা [আব্দুল্লাহ] রাত্রের বেলায় আমাকে ডেকে বললেন, আমার মনে হয়, নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা নিহত হবেন, আমিই হবো তাঁদের মধ্যে প্রথম নিহত ব্যক্তি এবং একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত তোমার চেয়ে প্রিয় ব্যক্তি আর কাউকেও আমি রেখে যাচ্ছি না; আর আমি ঋণগ্রস্ত। সুতরাং আমার ঋণগুলো পরিশোধ করে দেবে এবং তোমার বোনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। হযরত জাবের (রা.) বলেন, পরের দিন সকাল হলে দেখলাম, তিনিই প্রথম শহীদ ব্যক্তি এবং তাঁকে অন্য আরেক ব্যক্তির সাথে একই কবরে দাফন করলাম। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত জাবের (রা.)-এর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) যে এ যুদ্ধে শহীদ হবেন এবং তিনিই হবেন সে যুদ্ধে প্রথম শহীদ এটা পূর্বেই জানিয়ে দেওয়াই হলো তাঁর কারামত। হযরত আব্দুল্লাহর সাথে যাঁকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল, তিনি হলেন, হযরত আমর ইবনে জামূহ (রা.)। আর তিনি ছিলেন হযরত জাবের (রা.)-এর বন্ধু ও হযরত জাবের (রা.)-এর ভগ্নিপতি। এ আমরই ছিলেন বদর যুদ্ধে আবূ জাহলের হত্যাকারী। এ হাদীস হতে বুঝা গেল, প্রয়োজনে এক কবরে একাধিক ব্যক্তিকে দাফন করা জায়েজ আছে।

وَعَنْ ٥٦٩٤ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ اَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوْا اُنَاسًا فُقَرَاءَ وَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ اَوْ سَادِسٍ وَاَنَّ اَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلٰثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ وَاَنَّ اَبَا بَكْرٍ تَعَشّٰى عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَتّٰى صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتّٰى تَعَشَّى النَّبِىُّ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضٰى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ اَضْيَافِكَ قَالَ اَوَمَا عَشَّيْتِيْهِمْ قَالَتْ اَبَوْا حَتّٰى تَجِيْءَ فَغَضِبَ وَقَالَ وَاللّٰهِ لَا اَطْعَمُهُ اَبَدًا فَحَلَفَتِ الْمَرْأَةُ اَنْ لَا تَطْعَمَهُ وَحَلَفَ الْاَضْيَافُ اَنْ لَا يَطْعَمُوْهُ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ كَانَ هٰذَا مِنَ الشَّيْطٰنِ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَاَكَلَ وَاَكَلُوْا فَجَعَلُوْا لَا يَرْفَعُوْنَ لُقْمَةً اِلَّا رَبَتْ مِنْ اَسْفَلِهَا اَكْثَرَ مِنْهَا فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا اُخْتَ بَنِىْ فِرَاسٍ مَا هٰذَا قَالَتْ وَقُرَّةِ عَيْنِىْ اِنَّهَا الْاٰنَ لَاَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِثَلٰثِ مِرَارٍ فَاَكَلُوْا وَبَعَثَ بِهَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذُكِرَ اَنَّهُ اَكَلَ مِنْهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ فِى الْمُعْجِزَاتِ .

৫৬৯৪. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আসহাকে সুফফাগণ ছিলেন দরিদ্র লোক। এজন্য নবী করীম ﷺ বলেছেন, যার কাছে দুজনের খাদ্য আছে, সে যেন তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে [আসহাবে সুফফা হতে] একজনকে নিয়ে যায়। আর যার কাছে চারজনের খাদ্য আছে সে যেন পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ ব্যক্তিকে নিয়ে যায়। এটা শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তিনজনকে এবং নবী করীম ﷺ দশজনকে নিয়ে গেলেন। এদিকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) নবী করীম ﷺ -এর ঘরে রাত্রের খাবার গ্রহণ করে ঐখানেই বিলম্ব করলেন। এমনকি ইশার নামাজ আদায়ের পর আবার তিনি নবী করীম ﷺ -এর ওখানে ফিরে গেলেন এবং নবী করীম ﷺ-এর আহার শেষ করা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। তারপর অধিক রাত অতিবাহিত হওয়ার পরে তিনি বাড়ি ফিরলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে তোমার মেহমান হতে কিসে আটকে রাখল? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, তুমি কি তাদেরকে রাতের খাবার দাওনি? বিবি বললেন, তুমি না আসা পর্যন্ত তারা খেতে অস্বীকার করেছে। এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কখনো খাব না। তাঁর স্ত্রীও কসম করলেন যে, তিনিও উক্ত খানা খাবেন না। এদিকে মেহামনগণও কসম করে বললেন যে, তাঁরাও এ খানা খাবেন না। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, এটা [না খাওয়ার শপথ] শয়তানের পক্ষ হতে। এই বলে তিনি খাবার আনায়ে নিলেন [এবং মেহমানদেরকে বললেন, আপনারা কোনো প্রকারের দ্বিধা-সংকোচ না করে খেতে আসুন।] অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) খেলেন এবং তাঁরাও খেতে লাগলেন। [হযরত আব্দুর রহমান বলেন,] তাঁরা যখনই কোনো লোকমা উঠাতেন, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তার নিচের দিক হতে ঐ পরিমাণ অপেক্ষা বেড়ে যেত। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) [বিস্ময়ের সাথে] স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বনী ফেরাসের ভগ্নি! এ কি আশ্চর্য কাণ্ড? স্ত্রী বললেন, আমার চক্ষু শীতলকারীর শপথ! এগুলো নিঃসন্দেহে এখন পূর্বের চেয়ে তিনগুণ অধিক। মোটকথা, তাঁরা সকলে খেলেন এবং অবশিষ্ট খানা নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। এ প্রসঙ্গে এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺও তা হতে খেয়েছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ মু'জিযার অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূলে কারীম ﷺ -এর যুগে মসজিদে নববী সংলগ্ন এবং রাসূল ﷺ-এর হুজরা হতে উত্তর দিকে একটি চত্বর অবস্থিত ছিল, যাকে 'সুফফা' বলা হতো। যে সকল দরিদ্র ও অসহায় মুহাজির সাহাবী ঘরবাড়িহীন ও সন্তানসন্ততিহীন ছিলেন তাঁরা ঐ চত্বরে রাত্রিযাপন করতেন। এ কারণেই তাঁদেরকে 'আসহাবে সুফফা' বা সুফফাবাসী বলা হতো। এঁদেরকে 'আযইয়াফুল মুসলিমীন' বা মুসলমানদের মেহমানও বলা হতো। কেননা তাঁদের দরিদ্রতা ও অসহায়ত্বের কারণে সাধারণ মুসলমানদেরকে নিজ নিজ অবস্থা ও সাধ্য অনুসারে তাঁদের খাবারদাবারের ব্যবস্থা করতেন এবং ভ্রাতৃত্ব ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের মেহমানদারির দায়িত্ব পালন করতেন। যে সকল লোক মদিনা শরীফের বাহির থেকে আগমন করত যদি মদিনায় তাদের পরিচিতজন থাকত তাহলে সেখানে তারা মেহমান হতো, অন্যথায় সুফফাই তাদের অবস্থানের স্থল হতো। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ যর গিফারী, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির, হযরত সালমান ফারেসী, হযরত সুহাইব, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত খাব্বাব ইবনে আরত, হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, হযরত আবূ সাইদ খুদরী ও হযরত বাশীর ইবনুল খাসাসিয়া (রা.) এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর আজাদকৃত গোলাম হযরত আবূ মুয়াইহাবা (রা.) আসহাবে সুফফার মধ্য হতে ছিলেন। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৮০]

قَوْلُهُ "يَا اُخْتَ بَنِىْ فِرَاسٍ" : 'হে বনী ফেরাসের ভগ্নি!' হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) উক্ত স্থানে তাঁর স্ত্রীকে অধিক বিস্ময়ের কারণে তার পৈতৃক গোত্রের দিকে সম্পৃক্ত করে সম্বোধন করেছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্ত্রী উম্মে রোমানের পৈতৃক গোত্রের নাম 'ফেরাস' ছিল।

قَوْلُهُ "وَقُرَّةِ عَيْنِىْ" : 'আমার চক্ষু শীতলকারীর কসম!' এ বাক্যটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্ত্রী উম্মে রোমান (রা.)-এর প্রেমিকা সুলভ ভঙ্গিতে ছিল, যা তিনি প্রিয় স্বামী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বিস্ময়ের সাথে সম্বোধনের জ বাবে পছন্দ করেছেন। তবে এ কথা ঐ অবস্থাতে প্রযোজ্য হবে যখন এটা স্বীকার করা হবে যে, 'চক্ষু শীতলকারী' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)। কেননা কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে চক্ষু শীতলকারী দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলে কারীম ﷺ -এর পবিত্র সত্তা। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৮১]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٦٩٥ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِىُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرٰى عَلٰى قَبْرِهِ نُوْرٌ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫৬৯৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [হাবশার তথা আবিসিনিয়ার রাজা] নাজ্জাশীর মৃত্যুর পর আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম, তাঁর কবরে সর্বদা আলো দেখা যাচ্ছে। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বর্তমান আফ্রিকার ইথিওপিয়াই ইসলামের ইতিহাসে হাবশা রাষ্ট্র নামে প্রসিদ্ধ। সৈ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের উপাধি ছিল 'নাজাশী'। 'নাজাশী' দ্বারা হাবশার ঐ দুই বাদশাহ উদ্দেশ্য যারা রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির সময় স্বীয় দেশের ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি পূর্বে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপর ঈমান আনয়ন করে খাঁটি মুসলমান হয়ে যান। তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের অনেক সহায়তা করেছেন এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। সুতরাং হাবশায় যখন তাঁর ইন্তেকাল হয় এবং রাসূলে কারীম ﷺ এ সংবাদ প্রাপ্ত হন তখন তিনি খুবই দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে মদিনা শরীফে তাঁর গায়েবানা জানাজার নামাজ পড়েন। তাঁর ইন্তেকালের পরবর্তী অবস্থার কথা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মদিনাতে একথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, বাদশাহ নাজাশীর কবরে সর্বদা নূর দেখা যাচ্ছে। কেননা যে সকল সাহাবায়ে কেরামের হাবশায় আসা-যাওয়া ছিল তাঁরা সেখানে তাঁর কবর দেখে মদিনায় এসে এ সংবাদ দিয়েছিলেন। আর যেহেতু সকল লোকের একটি মিথ্যা কথার উপর একমত হওয়া সম্ভব ছিল না, তাই এ কথা খবরে মুতাওয়াতিরের নিকটবর্তী। তবে কথা হলো, নূর দেখা যাচ্ছে দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো মনে হচ্ছে, বাদশাহ নাজাশীর কবরে নূর এমনভাবে স্বচক্ষে পরিদৃষ্ট হচ্ছিল যেমন প্রদীপ, চাঁদ ও সূর্যের আলো পরিদৃষ্ট হয়। তথাপি এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, 'নূর পরিদৃষ্ট হওয়া' মূলত ঐ উজ্জ্বলতা, সতেজতা ও অন্তরের প্রশান্তির ব্যাখ্যা যা উক্ত কবর জিয়ারতকারী অনুভব করে। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৮২]

٥٦٩٦ - وَعَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اَرَادُوْا غُسْلَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لَا نَدْرِي اَنُجَرِّدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا اَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوْا اَلْقَى اللّٰهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتّٰى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ اِلَّا وَذَقْنُهُ فِيْ صَدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُوْنَ مَنْ هُوَ اِغْسِلُوا النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ فَقَامُوْا فَغَسَلُوْهُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصُهُ يَصُبُّوْنَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيْصِ وَيَدْلُكُوْنَهُ بِالْقَمِيْصِ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

৫৬৯৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর সাহাবীগণ যখন তাঁকে গোসল দেওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন [মতবিরোধ দেখা দিল,] তাঁরা বললেন, আমরা কি অন্যান্য মৃতের ন্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গায়ের জামা খুলে গোসল দেব? নাকি তাঁর উপর নিজ জামাকাপড় রেখে গোসল দেব? এ ব্যাপারে যখন মতবিরোধ চরমে উঠল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিলেন। [অর্থাৎ সকলে ঝিমিয়ে পড়লেন।] ফলে তাঁদের মধ্যে এমন একজন লোকও বাকি ছিল না, যার থুতি নিজের বক্ষের সাথে গিয়ে লাগেনি। অতঃপর ঘরের এক পার্শ্ব হতে জনৈক উক্তিকারী বলে উঠলেন, সে উক্তিকারী কে? লোকেরা তাকে চিনতে পারেননি। তোমরা নবী করীম ﷺ -কে নিজ জামাকাপড় পরিহিত অবস্থায় গোসল দাও। অতঃপর তাঁরা উঠে নবী করীম ﷺ -কে জামাসমেত গোসল দিলেন। তাঁরা জামার উপর দিয়ে পানি ঢেলে দিলেন এবং জামা দ্বারা দেহ মোবারককে মলে দিলেন। –[বায়হাকী দালায়েলুন নুবুওয়্যাত গ্রন্থে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা নববী (র.) এক্ষেত্রে এটাও বর্ণনা করেছেন যে, সহীহ রেওয়ায়েতে একথা আছে, গোসল দেওয়ার সময় রাসূলে কারীম ﷺ -এর পবিত্র শরীরে যে কাপড় তথা কোর্তা ছিল তা কাফন দেওয়ার সময় খুলে নেওয়া হয়েছিল। আর এ রেওয়ায়েত দুর্বল যে, কাফন দেওয়ার সময়ও তাঁর কোর্তা খোলা হয়নি; বরং তাকে কাফনের নিচে রেখে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ রেওয়ায়েত দ্বারা দলিল পেশ করা সহীহ হবে না। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৮৩]

٥٦٩٧ - وَعَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ اَنَّ سَفِيْنَةَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخْطَاَ الْجَيْشَ بِاَرْضِ الرُّوْمِ اَوْ اُسِرَ فَانْطَلَقَ هَارِبًا يَلْتَمِسُ الْجَيْشَ فَاِذَا هُوَ بِالْاَسَدِ فَقَالَ يَا اَبَا الْحَارِثِ اَنَا مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ مِنْ اَمْرِيْ كَيْتَ وَكَيْتَ فَاَقْبَلَ الْاَسَدُ لَهُ بَصْبَصَةٌ حَتّٰى قَامَ اِلٰى جَنْبِهِ .

৫৬৯৭. অনুবাদ : ইবনুল মুনকাদার (র.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আজাদকৃত গোলাম সাফীনা (রা.) রোম এলাকায় মুসলিম সেনাদল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, অথবা শত্রুরা তাঁকে কয়েদ করে ফেলেছিল। অতঃপর তিনি [শত্রুর কবল হতে] পালিয়ে সেনাদলের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ তিনি একটি সিংহের সম্মুখীন হলেন। তখন তিনি সিংহটিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবুল হারেছ! [সিংহের উপনাম] আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আজাদকৃত গোলাম। আর আমার ব্যাপার হলো এই এই– [অর্থাৎ কাফেররা আমাকে বন্দি করেছিল। এখন আমি তাদের কবল থেকে ছুটে এসে আমার সেনাদলের রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।] এই কথা শুনে সিংহটি [আনুগত্যের ভঙ্গিতে] স্বীয় লেজ নাড়তে নাড়তে [যেমন কুকুর তার প্রভুর সম্মুখে লেজ নাড়ে] তাঁর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে পার্শ্বে এসে দাঁড়াল।

كُلَّمَا سَمِعَ صَوْتًا اَهْوٰى اِلَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ يَمْشِىْ اِلٰى جَنْبِهٖ حَتّٰى بَلَغَ الْجَيْشَ ثُمَّ رَجَعَ الْاَسَدُ ـ (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

সিংহটি যখন কোনো ভীতিজনক আওয়াজ শুনতে পেত, তখন সেদিকে ছুটে যেত [অর্থাৎ সে আশঙ্কাজনক শত্রুকে প্রতিহত করত।] অতঃপর ফিরে এসে সাফীনার পাশে পাশে চলত। অবশেষে তাঁকে সেনাদলের নিকটে পৌঁছিয়ে দিয়ে সিংহটি ফিরে চলে গেল। -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'সাফীনা'- তাঁর আসল নামে মতভেদ আছে। যথা- রাবাহ, মিহরান বা রোমান। একবার নবী করীম ﷺ এক সফরে ছিলেন, তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে তার তলোয়ার, ঢাল ও তীর ইত্যাদিসহ বহু কিছু জিনিস এ ব্যক্তির মাথায় তুলে দিলে সে তা বহন করে চলল। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ কৌতুক করে বললেন, 'তুমি তো সাফীনা'। সাফীনা অর্থ- নৌকা। সে হতে তিনি এ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছেন।

আরবরা সিংহকে 'আবুল হারেছ' বলে। সিংহ হযরত সাফীনার সাথে যে আচরণ করেছে, এটা একটি বিস্ময়কর ঘটনা, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই বলা হয়, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের তথা আল্লাহর দীনের সাহায্য করে, হিংস্র জন্তু দ্বারাও আল্লাহ তা'আলা তাকে মদদ করেন।

وَعَنْ ٥٦٩٨ اَبِى الْجَوْزَاءِ (رضـ) قَالَ قُحِطَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ قَحْطًا شَدِيْدًا فَشَكَوْا اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتِ انْظُرُوْا قَبْرَ النَّبِىِّ ﷺ فَاجْعَلُوْا مِنْهُ كُوًى اِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ فَفَعَلُوْا فَمُطِرُوْا مَطَرًا حَتّٰى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْاِبِلُ حَتّٰى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسُمِّىَ عَامَ الْفَتْقِ ـ (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ)

৫৬৯৮. অনুবাদ : হযরত আবুল জাওযা (রা.) বলেন, একবার মদিনাবাসীগণ ভীষণ অনাবৃষ্টির কবলে পতিত হলেন, তখন তাঁরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট এ বিপদের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তোমরা নবী করীম ﷺ -এর কবরে যাও এবং তাঁর হুজরার ছাদের আকাশের দিকে কয়েকটি ছিদ্র করে দাও, যেন তাঁর এবং আসমানের মধ্যখানে কোনো আড়াল না থাকে। অতঃপর লোকেরা গিয়ে তাই করল। তাতে প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ হলো। এমনকি জমিনে প্রচুর ঘাস জন্মিল এবং উটগুলো খুব মোটাতাজা ও চর্বিদার হয়ে উঠল। এজন্য লোকেরা সে বৎসরকে 'আমাল ফত্ক' [পশুপালের হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার বৎসর] নামে আখ্যায়িত করল। -[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "كُوًى" [ك -এ যবর ও পেশ উভয়ভাবে] মূলত كُوَّةٌ [ك -এ যবর ও পেশ উভয়ভাবে] -এর বহুবচন। যার অর্থ- ঐ ছিদ্র বা ভেন্টিলেটার যা ঘরের ছাদে বা দেয়ালে করা হয়। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর পবিত্র কবর যে হুজরাতে ছিল তার ছাদে এমনভাবে কয়েকটি ছিদ্র করে দাও যাতে কবর শরীফ এবং আসমানের মাঝে কোনো আড়াল বা প্রতিবন্ধকতা না থাকে, যাতে করে আসমান রাসূলে কারীম ﷺ -কে দেখতে পারে এবং রাসূল ﷺ -এর ইন্তকালের কষ্টকে স্মরণ করে কেঁদে ফেলে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করে। অতঃপর তাই হলো, যখন হুজরা শরীফের ছাদে কয়েকটি বড় বড় ছিদ্র হলো এবং আসমান কবর মোবারককে দেখল সাথে সাথে কাঁদতে লাগল এবং কাঁদার কারণে নদী-নালা বয়ে গেল।

উল্লেখ্য যে, আসমানের কাঁদার কথা কুরআনেও উল্লেখ আছে। ইরশাদ হয়েছে- فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ এ আয়াতে ঐ সকল লোকদের উপর আসমানের না কাঁদার উল্লেখ রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় বান্দা ছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় বান্দাদের ক্ষেত্রে এর বিপরীত হয় তথা আসমান তাদের জন্য কাঁদে।

কোনো কোনো আলেম লিখেছেন যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর পরামর্শে হুজরা শরীফের ছাদে ছিদ্র করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মূলত কবর মুবারক থেকে অসিলা ও সুপারিশ হাসিল করা। অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ -এর জীবদ্দশায় তো লোকেরা রাসূল ﷺ-এর পবিত্র সত্তা হতে বৃষ্টির প্রার্থনাকারী হতো এখন যেহেতু রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকাল হয়ে গেছে এবং বৃষ্টি প্রার্থনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তাই হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নির্দেশ দিয়েছেন যে, কবর মুবারকের উপর দিক থেকে ছাদ খুলে দেওয়া হোক যাতে আল্লাহর রহমত প্রবল হয় এবং ফলশ্রুতিতে পানি বর্ষিত হয়। যেন তিনি বাহ্যিক দৃষ্টিতে কবর মুবারককে বৃষ্টি প্রার্থনার মাধ্যম বানিয়েছেন কিন্তু মূলত রাসূলে কারীম ﷺ -এর পবিত্র সত্তাই উক্ত বৃষ্টি প্রার্থনার অসিলা ছিল আর কবর মুবারকের ছাদ খোলার কারণ হলো উক্ত বৃষ্টি প্রার্থনাকে অধিক ফলদায়ক করা এবং দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের অস্থিরতাকে প্রকাশ করা। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৮৪ ও ১৮৫]

قَوْلُهُ "اَلْفَتْقُ" : "فَتْقٌ" শব্দের অর্থ হলো− ফুলে যাওয়া, স্ফীত হওয়া। কারো মতে এর অর্থ হলো− ফেটে যাওয়া। আবার কেউ এর অর্থ লিখেছেন− ছড়িয়ে যাওয়া। উদ্দেশ্য হলো, বৃষ্টি বর্ষণের ফলে দুর্ভিক্ষের প্রকটতা কমে গেল, চতুর্দিকে সুজলা-সুফলা হলো, জমি-জমা সবুজ-শ্যামল হলো এবং জমিনে প্রচুর ঘাস জন্মিল যা হতে জীবজন্তু সন্তুষ্টির সাথে খানাপিনা করল এবং সেগুলো এ পরিমাণ মোটাতাজা ও চর্বিদার হলো যে, তাদের পেট ফুলে গেল কিংবা তাদের শরীর ছড়িয়ে গেল ও ফেটে গেল। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৮৫]

٥٦٩٩ وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ (رض) قَالَ لَمَّا كَانَ اَيَّامُ الْحَرَّةِ لَمْ يُؤَذَّنْ فِى مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثًا وَلَمْ يُقَمْ وَلَمْ يَبْرَحْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْمَسْجِدَ وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلٰوةِ اِلَّا بِهَمْهَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৫৬৯৯. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে আব্দুল আযীয (র.) বলেন, 'হাররার' ফিতনার সময় তিনদিন তিনরাত নবী করীম ﷺ -এর মসজিদে নামাজের আজানও হয়নি এবং ইকামতও দেওয়া হয়নি। সে সময় [প্রসিদ্ধ তাবেয়ী] হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র.) মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে আটকা পড়েছিলেন এবং তিনি নামাজের সময় নির্ণয় করতেন কেবলমাত্র নবী করীম ﷺ -এর রওজা শরীফের ভিতর হতে নির্গত একটি গুনগুন শব্দ দ্বারা, যা তিনি শুনতে পেতেন। −[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'হাররা' মদিনার অনতিদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্করময় একটি বিশাল মাঠের নাম। ৬৩ হিজরিতে জিলহজ মাসে ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া (রা.)-এর সেনাবাহিনী মদিনা আক্রমণ করেছিল। তার সেনাপতি ছিল মুসলিম ইবনে উতবা। সে অভিযানে বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী নিহত হন। ফলে মদিনায় এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়। অবশ্য এ দুঃখজনক ঘটনার পর পরই ইয়াযীদ মৃত্যুবরণ করে। ইসলামের ইতিহাসে এ বিয়োগান্ত ঘটনা 'ইয়াওমুল হাররা' নামে প্রসিদ্ধ।

٥٧٠٠ وَعَنْ اَبِىْ خَلْدَةَ (رح) قَالَ قُلْتُ لِاَبِى الْعَالِيَةِ سَمِعَ اَنَسٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَدَمَهُ عَشْرَ سِنِيْنَ وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَ لَهُ بُسْتَانٌ يَحْمِلُ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ وَكَانَ فِيْهَا رَيْحَانٌ يَجِيْءُ مِنْهُ رِيْحُ الْمِسْكِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৫৭০০. অনুবাদ : হযরত আবূ খালদাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবুল আলিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত আনাস (রা.) নবী করীম ﷺ হতে কোনো হাদীস শুনেছেন কি? তিনি বললেন, তিনি তো দশটি বৎসর তাঁর খেদমত করেছেন। নবী করীম ﷺ তাঁর জন্য দোয়া করেছেন। তাঁর একটি বাগান ছিল, তাতে বৎসরে দু-বার ফল আসত এবং তাতে এমন কিছু ফল ছিল, যা হতে মিশক কস্তূরীর ঘ্রাণ আসত। −[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আবূ খালদাহ (র.) হযরত আনাস (রা.)-এর ব্যাপারে হযরত আবুল আলিয়া (র.) থেকে যে প্রশ্ন করেছেন তার উদ্দেশ্য ছিল যে, হযরত আনাস (রা.) যে সকল হাদীস রেওয়ায়েত করেন তা কি তিনি রাসূল ﷺ থেকে কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি শুনেছেন নাকি এগুলো মুরসাল রেওয়ায়েত? যদিও মুরসাল রেওয়ায়েতের দলিল হওয়ার ক্ষেত্রে কারো কোনো আপত্তি নেই। এ প্রশ্ন হতে পরোক্ষভাবে একথা প্রতিভাত হয় যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর কিছু লোক হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় পোষণ করেছে। হযরত আবুল আলিয়া (র.) যিনি বর্ষীয়ান তাবেঈ ছিলেন হযরত আবূ খালদাহ (র.)-এর জবাব সরাসরি না দিয়ে বরং তিনি ঐ কথার সংবাদ দিলেন যাতে হযরত আনাস (রা.)-এর মান-মর্যাদা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেন যে, হযরত আনাস (রা.)-কে দশ বছর বয়সে মতান্তরে আট বছর বয়সে রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতের ওয়াকফ করে দেওয়া হয়েছিল। একাধারে দশ বছর রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমত করেছেন। আর এ আন্তরিকতাপূর্ণ খেদমতের ফলশ্রুতিতে রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর হায়াত ও সম্পদে বরকতের জন্য দোয়া করেছেন। ঐ দোয়ার বরকতে তিনি ১০৩ বছর হায়াত পান এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর সন্তানাদি এত বৃদ্ধি করে দেন যে, তাঁর ৭৩ জন ছেলে এবং ২৭ জন মেয়ে ছিল। তাঁর সম্পদে বরকতের অবস্থায় এই ছিল যে, অন্যদের বাগানে বছরে একবার ফসল ফলত, কিন্তু তাঁর বাগানে বছরে দু-বার ফসল ফলত। তাঁর উচ্চ মান-মর্যাদার পরিমাপ এভাবেও করা যায় যে, তাঁর বাগানের ফুল হতে মিশক আম্বরের সুঘ্রাণ আসত। অতএব সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, যে মহান ব্যক্তি এমন সম্মানের অধিকারী ছিলেন, যিনি দীর্ঘ সময় রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তিনি রাসূলে কারীম ﷺ হতে সরাসরি হাদীস কিভাবে না শুনে থাকবেন এবং ঐ সকল হাদীস কিভাবে রেওয়ায়েন না করে থাকবেন।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৮৬]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٧٠١ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (رضـ) أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى بِنْتِ أَوْسٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَقَالَ سَعِيْدٌ أَنَا كُنْتُ اٰخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِيْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ اللّٰهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِيْنَ.

৫৭০১. অনুবাদ : হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের (র.) হতে বর্ণিত যে, আরওয়া বিনতে আওস [নামক এক মহিলা তৎকালীন মদিনার শাসক] মারওয়ান ইবনে হাকামের কাছে হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নোফাইলের বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করে এবং সে দাবি করে যে, তিনি তার কিছু জমিন দখল করে নিয়েছেন। [এ অভিযোগের প্রতিবাদে] হযরত সাঈদ (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এ সম্পর্কে একটি হাদীস শুনার পরও আমি কি তার জমিনের কিছু অংশ দখল করতে পারি? তখন মারওয়ান বললেন, সে হাদীসটি কি যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন? হযরত সাঈদ (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে কেড়ে নেবে, [কিয়ামতের দিন] আল্লাহ তা'আলা তাকে সাত তবক পর্যন্ত বেড়ি বানিয়ে তার গলায় ঝুলিয়ে দেবেন।

فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لَا أَسْئَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هٰذَا فَقَالَ سَعِيْدٌ اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِيْ أَرْضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتّٰى ذَهَبَ بَصَرُهَا وَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِيْ فِيْ أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِيْ حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ وَأَنَّهُ رَأَهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ تَقُوْلُ أَصَابَتْنِيْ دَعْوَةُ سَعِيْدٍ وَأَنَّهَا مَرَّتْ عَلٰى بِئْرٍ فِي الدَّارِ الَّتِيْ خَاصَمَتْهُ فِيْهَا فَوَقَعَتْ فِيْهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا ـ

এ কথা শুনে মারওয়ান তাঁকে বললেন, এ হাদীস শুনার পর আমি আর কোনো প্রমাণ আপনার নিকট হতে চাব না। অতঃপর হযরত সাঈদ (রা.) এ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! এ মহিলাটি যদি তার দাবিতে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে আপনি তার চক্ষু অন্ধ করে দেন এবং উক্ত জমিতেই তাকে ধ্বংস করুন। বর্ণনাকারী উরওয়া বলেন, মৃত্যুর পূর্বেই সে মহিলাটি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং একদা সে উক্ত জমিতে হাঁটছিল, হঠাৎ সে সেখানে একটি গর্তে পড়ে মৃত্যুবরণ করল। –[বুখারী ও মুসলিম] আর মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে, যা মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে উক্ত হাদীসের মর্মার্থে বর্ণিত, [তাতে এ কথাটিও উল্লেখ আছে যে,] তিনি [মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ] উক্ত মহিলাটিকে অন্ধ অবস্থায় দেখেছেন, সে দেওয়াল হাতড়িয়ে চলত এবং বলত আমার উপর সাঈদের বদদোয়া লেগেছে। অতঃপর একদা উক্ত মহিলাটি তার ঘরের সে বিবাদময় জমির একটি কূপের নিকট দিয়ে যেতেই তাতে পড়ে গেল এবং তা-ই তার কবর হলো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) সে দশজন সাহাবীর অন্যতম যাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়াতেই বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর ভগ্নিপতি এবং বহুবিধ কারামতের অধিকারী ছিলেন। উল্লিখিত মহিলা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদের দোয়া তার বিরুদ্ধে দুনিয়াতেই প্রতিফলিত করেন।

وَعَنْ ٥٧٠٢ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا يُدْعٰى سَارِيَةَ فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَصِيْحُ يَا سَارِىَ الْجَبَلَ فَقَدِمَ رَسُوْلٌ مِنَ الْجَيْشِ فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَقِيْنَا عَدُوَّنَا فَهَزَمُوْنَا فَإِذَا بِصَائِحٍ يَصِيْحُ يَا سَارِىَ الْجَبَلَ فَأَسْنَدْنَا ظُهُوْرَنَا إِلَى الْجَبَلِ فَهَزَمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

৫৭০২. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, একবার হযরত ওমর (রা.) একদল সৈন্য [নাহাওন্দ] অভিযানে প্রেরণ করলেন। আর সারিয়া [ইবনে যানীম] নামক এক ব্যক্তিকে সে দলের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তখন একদিন হযরত ওমর (রা.) মসজিদে নববীতে খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি খুতবার মাঝ কানে খুব উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, 'ইয়া সারিয়া আল জাবাল!' এ ঘটনার কয়েকদিন পরে উক্ত সেনাদলের পক্ষ হতে একজন বার্তাবাহক মদিনায় আগমন করল। সে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা শত্রুদের সম্মুখীন হলে [প্রথমে] তারা আমাদেরকে পরাস্ত করে। এমন সময় হঠাৎ জনৈক ঘোষণাকারীর 'ইয়া সারিয়া আল জাবাল' উচ্চ শব্দ শুনতে পাই, তৎক্ষণাৎ আমরা [নিকটস্থ] পাহাড়টিকে পশ্চাতে রেখে শত্রুর মোকাবিলা করতে থাকি। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরাস্ত করেন। –[বায়হাকী দালায়েলুন নুবুওয়্যাত গ্রন্থে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বিভিন্ন বর্ণনায় এটাও পাওয়া যায় যে, যখন লোকেরা খুতবার মাঝখানে হযরত ওমর ফারূক (রা.)-কে এভাবে উচ্চৈঃস্বরে 'সারিয়া'কে সম্বোধন করতে শুনল তখন তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, এখানে 'সারিয়া'কে ডাকছেন সে তো শত শত মাইল দূরে নাহাওন্দ স্থলে শত্রুর মোকাবিলায় লিপ্ত আছে? হযরত ওমর ফারূক (রা.) বললেন, মূলত আমি এরূপ দৃশ্যই দেখলাম যে, মুসলমানরা যুদ্ধে লিপ্ত আর এদিকে তাদের জন্য পাহাড়কে প্রতিরক্ষা হিসেবে পশ্চাতে রাখা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার মুখ থেকে একথা বের হয়ে গেল। অতঃপর যখন 'সারিয়া'র চিঠি ও বার্তাবাহক আসল তখন দেখা গেল ঠিক উক্ত জুমার দিন ঠিক জুমার নামাজের সময় ঐ ঘটনা চিঠিতে লেখা ছিল এবং বার্তাবাহক মুখেও তা বর্ণনা করল।

উক্ত ঘটনা দ্বারা হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর কয়েকটি কারামত প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমত তিনি নাহাওন্দ যুদ্ধের দৃশ্য শত শত মাইল দূর মদিনা হতে দেখেছেন। দ্বিতীয়ত তাঁর মদিনায় প্রদত্ত উচ্চৈঃস্বর শত শত মাইল দূরে অবস্থিত নাহাওন্দ স্থলে গিয়েও পৌঁছেছে এবং সেখানকার সেনাদল তা শুনেছে। তৃতীয়ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর বরকতে এ যুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাফল্য দান করেছেন। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৮৮ ও ১৮৯]

٥٧٠٣ - وَعَنْ نُبَيْهَةَ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ كَعْبًا دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَعْبٌ مَا مِنْ يَوْمٍ يَطْلُعُ إِلَّا نَزَلَ سَبْعُوْنَ أَلْفًا مِنَ الْمَلٰئِكَةِ حَتّٰى يَحُفُّوْا بِقَبْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَضْرِبُوْنَ بِأَجْنِحَتِهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى إِذَا أَمْسَوْا عَرَجُوْا وَهَبَطَ مِثْلُهُمْ فَصَنَعُوْا مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى إِذَا انْشَقَّتْ عَنْهُ الْأَرْضُ خَرَجَ فِيْ سَبْعِيْنَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَزُفُّوْنَهُ . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৫৭০৩. অনুবাদ : হযরত নুবায়হা ইবনে ওহাব (র.) বলেন, একদা হযরত কা'ব (র.) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট গেলেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকলে হযরত কা'ব (র.) বললেন, এমন কোনো দিন অতিবাহিত হয় না, যেদিন ভোরে সত্তর হাজার ফেরেশতা আসমান হতে অবতরণ করেন না। এমনকি তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রওজা শরীফকে বেষ্টন করে নিজেদের পাখাকে বিছিয়ে দেন। [অর্থাৎ এভাবে বিনয় প্রকাশের মাধ্যমে রওজা শরীফের সম্মান প্রদর্শন করেন] এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি দরূদ পাঠ করতে থাকেন। অবশেষে সন্ধ্যা হলে তাঁরা উর্ধ্বে গমন করেন। আবার সে পরিমাণ ফেরেশতা অবতরণ করেন এবং তাঁরাও ঐরূপ করেন। [এ সিলসিলা চলতে থাকবে।] অবশেষে যখন মদিনা ফেটে যাবে, তখন তিনি রওজা শরীফ হতে সত্তর হাজার ফেরেশতার সমারোহে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন। -[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উক্ত 'কা'ব' কা'বুল আহবার নামে প্রসিদ্ধ। তিনি এক সময় ইহুদিদের পাদ্রি ছিলেন। রাসূলে কারীম ﷺ -এর যুগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে দেখেননি, তাই তিনি বর্ষীয়ান তাবেঈদের মধ্য হতে ছিলেন। তিনি হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ফেরেশতাদের অবতরণের কথা হযরত কা'ব (র.) হয়তো পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী হতে জেনেছিলেন, কিংবা পূর্বযুগের বয়োবৃদ্ধ ও আসমানি কিতাবের আলেমদের থেকে শুনে থাকবেন, অথবা স্বীয় কাশফ ও কারামত দ্বারা অবগত হয়েছেন। আর শেষের সম্ভাবনাটাই অধিক বিশুদ্ধ মনে হয়। কেননা এতে তাঁর কারামত প্রকাশ পায়।

-[মাযাহেরে হখ খ. ৭, পৃ. ১৮৯]

بَابٌ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত সম্পর্কে বর্ণনা

মিশকাতুল মাসাবীহের অধিকাংশ নোসখা তথা কপিতে এ স্থানে শুধুমাত্র "بَابٌ" শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এক নোসখা তথা কপিতে "بَابُ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ" শব্দাবলির উল্লেখ রয়েছে, যা দ্বারা بَابٌ -এর বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট হয় এবং এটাই অধিক বিশুদ্ধ ও যথাযথ বলে জানা যায়। কেননা মেশকাত প্রণেতার স্বাভাবিক নীতি হলো, তিনি শুধুমাত্র "بَابٌ" শব্দটি ঐ স্থানে উল্লেখ করেন যেখানে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট হাদীসসমূহ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়, কিন্তু এ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসে তেমন কিছু পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এ পরিচ্ছেদের যে সকল হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের সাথে সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা রাখার পরিবর্তে একটি স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত ও তৎপূর্ব কিছু বর্ণনা দেখা যায়। উপরন্তু এ পরিচ্ছেদের পরে যে পরিচ্ছেদ আসছে সেখানে গ্রন্থকার বিষয়বস্তু উল্লেখ ব্যতীত শুধুমাত্র "بَابٌ" লিখেছেন। এ পরবর্তী পরিচ্ছেদে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ কথার দাবিও এটা যে, এখানে بَابٌ -এর উল্লেখ তার বিষয়বস্তু তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত সম্পর্কিত বর্ণনার সাথে হবে এবং পরবর্তী بَابٌ -এ তার বিষয়বস্তু উল্লেখ ছাড়া এ পরিচ্ছেদের সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট হাদীস বর্ণিত হবে। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯০]

মৃত্যুরোগের সূচনা : রাসূলে কারীম ﷺ -এর মৃত্যুরোগের সূচনা কোন দিন থেকে হয়েছে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। এক মত অনুসারে হিজরতের এগারোতম বছর সফর মাসের শেষের দিকে ২৭ বা ২৮ তারিখে তীব্র মাথা ব্যথার মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ -এর মৃত্যুরোগের সূচনা হয়। এক রেওয়ায়েত অনুসারে মহররম মাসেই রাসূল ﷺ জ্বরে আক্রান্ত হন। সফর মাসের ২৬ তারিখে কিছুটা সুস্থ অনুভূত হয় এবং এ সফর মাসের ২৮ তারিখ হতেই আবার অসুখের তীব্রতা প্রকাশ পায়। এ রেওয়ায়েতে আছে যে, মৃত্যুরোগের সূচনা রবিউল আওয়াল মাসের প্রারম্ভ হতে হয়। আল্লামা ইবনে জাওযী (র.)-এর গ্রন্থ আল ওয়াফা -এ লিখিত আছে যে, রাসূল ﷺ -এর মৃত্যুরোগের সূচনা সফর মাসের দশরাত অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় হয় এবং তাঁর ইন্তেকাল রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখে হয়। আল্লামা সুলায়মান তাইমী (র.) যিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল রাবী নিজের এ একিন বর্ণনা করেন যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৃত্যুরোগের সূচনা হয় বুধবার দিন ২২ সফর তারিখে, আর তাঁর ইন্তেকাল হয় সোমবার দিন, রবিউল আওয়ালের ২ তারিখে।' বহু ওলামায়ে কেরাম এ অভিমতকে যদিও এ ভিত্তিতে অগ্রগণ্য বলে থাকে যে, হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রা.)-এর ইন্তেকাল রমযানুল মুবারকের ৩ তারিখে হয়েছিল, আর সকল ওলামায়ে এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ইন্তেকাল রাসূল ﷺ -এর ওফাতের ঠিক ছয়মাস পর হয়েছে; কিন্তু বাস্তব হলো, অধিকাংশ রেওয়ায়েতে রাসূল ﷺ -এর মৃত্যু তারিখ ১২ রবিউল আওয়ালই বর্ণিত আছে। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯০]

রোগের তীব্রতা : তীব্র মাথাব্যথা ও জ্বরের মাধ্যমে যে রোগের সূচনা হয়েছিল তা বেড়েই চলল। রোগের তীব্রতার কারণে রাসূল ﷺ -এর এরূপ কষ্ট হচ্ছিল যে, বিছানায় শুয়ে শুধু পাশ বদল করছিলেন কিন্তু কোনো অবস্থায়ই স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। সে সময় তিনি ইরশাদ করেন যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের রোগ যতটুকু তীব্র হয় অন্য কারো রোগ এতটুকু তীব্র হয় না। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রতিদান ও ছওয়াবও আমরা বেশি পাই। ঐ অসুস্থকালীন রাসূল ﷺ চল্লিশজন গোলাম আজাদ করেন এবং শুধুমাত্র তিনদিন ছাড়া অসুস্থকারীন সকল নামাজ সাহাবায়ে কেরামের সাথে জামাত সহকারে আদায় করেছেন। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন যে, রাসূল ﷺ সতেরো ওয়াক্ত নামাজ পড়াননি এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন লোকদেরকে নিয়ে নামাজ পড়ান। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯১]

শেষ নির্দেশ ও উপদেশ : বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এসেছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ মৃত্যুশয্যায় সবচেয়ে বেশি যে সকল বিষয়ের উপদেশ দিচ্ছিলেন তন্মধ্য হতে একটি ছিল– নামাজ হতে গাফেল হয়ো না। আর দ্বিতীয়টি ছিল– দাস-দাসীর সাথে উত্তম ব্যবহার ও অনুগ্রহ করবে। ইন্তেকালের দিন ফজরের সময় রাসূলে কারীম ﷺ হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে মসজিদে আসেন এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ইমামতিতে ফজরের নামাজ আদায় করেন। নামাজের পর সাহাবায়ে কেরামকে শেষবারের মতো সম্বোধন করেন এবং বলেন, হে মুসলমানগণ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ হাফেজ বলছি এবং তোমাদের সকলকে আল্লাহর হেফাজতে অর্পণ করছি। আল্লাহ তা'আলাই সর্বশক্তিমান ও সকল কাজের উত্তম কারিকর। এখন যেহেতু আমি তোমাদেরকে ছেড়ে যাচ্ছি এবং তোমাদের থেকে পৃথক হচ্ছি এজন্য তোমাদেরকে এ উপদেশ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, তাকওয়া [পরহেজগারি] অবলম্বন করবে এবং সর্বদা ভালোকাজের প্রতি দৃষ্টি রাখবে।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯১]

অন্তিমকাল : অন্তিমকালে যে কয়টি অসাধারণ ব্যাপার দেখা দিয়েছিল, তন্মধ্য হতে একটি এটাও ছিল যে, বৃহস্পতিবার দিন যখন রাসূল ﷺ -এর অসুস্থতা অত্যধিক বেড়ে গেল তখন তিনি একটি অসিয়তনামা লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-কে বললেন, বকরির কাঁধের হাঁড় [যা চওড়া হওয়ার কারণে লেখার অধিক উপযোগী ছিল] কিংবা কাষ্ঠফলক নিয়ে আস যাতে আমি সেই হাঁড় বা কাষ্ঠফলকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর জন্য অসিয়ত লেখে দেব। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) রাসূলের নির্দেশে অনুসারে হাঁড় বা কাষ্ঠফলক আনার জন্য উঠতে উদ্যত হলে রাসূল ﷺ বললেন, আচ্ছা থাক; এখন প্রয়োজন অনুভব করছি না [আমার বিশ্বাস যে,] আল্লাহ তা'আলা ও মুসলমানগণ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ব্যাপারে বিরোধ করবেন না [উদ্দেশ্য হলো, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) -এর খেলাফতকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করবেন এবং সমস্ত মুসলমানও ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাঁর হাতে বায়'আত করবে।]

বর্ণিত আছে যে, [যখন রাসূল ﷺ -এর অবস্থা অধিক বিপর্যস্থ হলো তখন] হযরত আব্বাস (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে বললেন, আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের চেহারা আমি খুব ভালো করে চিনি– মৃত্যুর নিদর্শন তাদের উপর কিভাবে প্রকাশ পায়। আমি ভয় পাচ্ছি যে, রাসূল ﷺ হয়তো আর আরোগ্য লাভ করবেন না, তাই আমার মত হলো, [এই শেষ মুহূর্তকে গনিমত মনে কর এবং] রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে [অর্থাৎ খেলাফতের] দাবি কর। হযরত আলী (রা.) জবাব দিলেন, আপনি তো জানেন যে, যদি আমি রাসূল ﷺ হতে এ বিষয়টি চাই আর তিনি না দেয় তবে কি লোকেরা আমাকে এ বিষয়টি দিতে পারবে? [উদ্দেশ্য হলো, খেলাফতের বিষয়টি সাধারণ মানুষের মতামত এবং তাদের ঐকমত্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। যদি আমার এ বিশ্বাস থাকত যে, সমস্ত মুসলমান সর্ব অবস্থায় আমাকেই প্রাধান্য দেবে তাহলে আমি রাসূল ﷺ -এর নিকটও দাবিকারী হয়ে যেতাম। কিন্তু এখন আমি একথা বুঝতে পারছি যে, এ পরিস্থিতিতে রাসূল ﷺ -এর নিকট এ ব্যাপারে কোনো কথা বলা ঠিক হবে না।]

বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এসেছে যে, অন্তিমকালে রাসূল ﷺ -এর নিকট ৫/৬/৭ টি দিনার ছিল যা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর জিম্মায় রাখা হয়েছিল, রাসূল ﷺ ঐ দিনারগুলোকে সদকা করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন যাতে করে তিনি মিরাস হিসেবে কোনো কিছু রেখে না যান। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯১]

ইন্তেকালের দিন : যেহেতু মৃত্যুরোগের সূচনার দিন-তারিখ এবং ইন্তেকালের দিন-তারিখের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, তাই নির্দিষ্ট করে একথা বলা মুশকিল যে, রাসূলে কারীম ﷺ কতদিন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন? সুতরাং ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, উক্ত বিরোধপূর্ণ মতামতের ভিত্তিতে রাসূল ﷺ ১২/১৮ দিন অসুস্থ ছিলেন। ওলামায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য মত অনুসারে ২ রবিউল আউয়াল ১১ হিজরির সোমবার দিন এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী থেকে রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেন। বর্ণিত আছে যে, সে সময় কিছু লোকের এ ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে, তাঁর পবিত্র আত্মা কি মুবারক শরীর থেকে পৃথক হয়েছে কিনা? তখন হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.) যিনি প্রথমে হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালেব (রা.)-এর বিবাহধীন ছিলেন এবং

তাঁর শাহাদাতের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বিবাহধীন হন এবং তাঁর ইন্তেকালে পর হযরত আলী (রা.)-এর বিবাহধীন হন– রাসূল ﷺ -এর পবিত্র শরীরের কাঁধ বরাবর হাত রেখে দেখলেন এবং বললেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এ ধ্বংসশীল পৃথিবী হতে চলে গেছেন এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাঁধ বরাবর যে নবুয়তের মহর ছিল তাও চলে গেছে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন যে, ইন্তেকালের দিন আমি স্বীয় হাত রাসূলে কারীম ﷺ -এর সিনা মুবারকে রেখে দেখেছিলাম যার ফলশ্রুতিতে উক্ত দিনের পর হতে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত আমার এ হাত থেকে মিশকের সুগন্ধি আসতে থাকে অথচ আমি প্রত্যেক খাবারের সময় [এবং অজু-গোসলের সময়] নিয়মমাফিক হাত ধৌত করতাম।

'শাওয়াহিদুন নবুয়ত' গ্রন্থে হযরত আলী (রা.)-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, কোনো এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে যে, আপনার মুখস্থশক্তি ও বুঝশক্তি এত ভালো কিভাবে হয়েছিল? উত্তরে তিনি বলেন, যখন আমি রাসূলে কারীম ﷺ -এর পবিত্র শরীর গোসল দিলাম তখন গোসলের কিছু পানি রাসূলের চোখের পাতায় একত্রিত হয়েছিল আমি তা স্বীয় জিহ্বা দ্বারা উঠিয়ে পান করেছিলাম, উক্ত বস্তুকেই আমি আমার মুখস্থশক্তি ও বুঝশক্তি অর্জনের মাধ্যম মনে করছি।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯১ ও ১৯২]

কাফন : রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাফনের ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, কিন্তু বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত যা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ -কে সুতির তিনটি কাপড় কাফন পরানো হয়েছে এবং তাতে কোর্তা ও পাগড়ি ছিল না। এমনিভাবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উক্ত রেওয়ায়েতের উদ্দেশ্য নিয়েও বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ মতামত রয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর বর্ণনা 'তাতে কোর্তা ও পাগড়ি ছিল না' এর উদ্দেশ্য হলো কোর্তা ও পাগড়ি ঐ তিন কাপড়ের মধ্য হতে ছিল না; বরং কোর্তা ও পাগড়ি ঐ তিন কাপড় ছাড়া ছিল। যেন রাসূল ﷺ -এর কাফনের কাপড় মোট পাঁচটি ছিল। কিন্তু এ কথাটি কিয়াসের নিকটবর্তী মনে হচ্ছে না। আসল উদ্দেশ্য হলো যা অন্যরা বর্ণনা করেছে যে, রাসূল ﷺ -এর কাফনে ঐ তিন কাপড় ছাড়া কোর্তা ও পাগড়ি একেবারেই শামিল ছিল না অর্থাৎ শুধুমাত্র তিন কাপড়েই তাঁকে কাফন পরানো হয়েছে। আল্লামা নববী (র.) লিখেছেন যে, জমহুর ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। আর এ ভিত্তিতেই হানাফীদের মাযহাব হলো, তিন কাপড়ে তথা ইজার, হাতাহীন জামা ও চাদর সহকারে কাফন মোস্তাহাব। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯২]

জানাজার নামাজ : রাসূলে কারীম ﷺ -এর জানাজার নামাজ জামাত সহকারে আদায় করা হয়নি এবং কেউ তাঁর জানাজার ইমামতিও করেনি; বরং এ সুরত অবলম্বন করা হয়েছে যে, পবিত্র শরীর গোসল দিয়ে ও কাফন পরিয়ে হুজরা মুবারকে [তথা যেখানে দাফন করা হয়েছিল] রাখা হয়েছিল। লোকেরা দলে দলে এসে একা একা নামাজ পড়ে বেরিয়ে যেত। এভাবে প্রথমে পুরুষরা অতঃপর মহিলারা অতঃপর বাচ্চারা পৃথক পৃথক নামাজ পড়ে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯২]

দাফন : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর হুজরা মুবারকের যে স্থানে রাসূলে কারীম ﷺ -এর পবিত্র শরীর হতে রূহ স্থানান্তর হয়েছিল সেখান কবর তৈরি করা হলো এবং দাফনের কাজ শুরু হলো। কবরে নামানোর সময় রাসূল ﷺ -এর আজাদকৃত গোলাম হযরত শাকরান (রা.) কবরে রাসূল ﷺ -এর নিচে তাঁরই চাদর মুবারক বিছিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমার এটা মনঃপূত নয় যে, রাসূলের পরবর্তী অন্য কেউ এ চাদর ব্যবহার করবে। কিন্তু এক রেওয়ায়েত মোতাবেক সাহাবায়ে কেরাম হযরত শাকরান (রা.)-এর উক্ত কথা পছন্দ করেননি এবং মাটি দেওয়ার পূর্বে উক্ত চাদর বের করা হয়েছিল। এজন্যই সকল ওলামায়ে কেরাম কবরে মৃতব্যক্তির নিচে কোনো প্রকার চাদর ইত্যাদি বিছানোকে মাকরূহ গণ্য করেছেন। রাসূলে কারীম ﷺ -এর দাফন বুধবার রাতে কিংবা এক রেওয়ায়েত অনুসারে মঙ্গলবার দিনে সূর্য হেলে পড়ার পর করা হয়েছিল। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯২]

কবর মুবারক : রাসূলে কারীম ﷺ -এর কবর বুগলী [কবর] তৈরি করা হয়েছিল এবং কবরের মুখকে কাঁচা ইট দাঁড় করিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং কবরকে مُسَنَّمْ তথা উটের কুঁজের ন্যায় মাটি থেকে সামান্য উঁচু করা হয়েছিল। অতঃপর তার উপর কঙ্কর বিছিয়ে পানি ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরই ভিত্তিতে চার ইমামের ঐকমত্যে কবরকে مُسَنَّمْ তথা উটের কুঁজের ন্যায় একটু উঁচু করা মুস্তাহাব। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯২ ও ১৯৩]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٧٠٤ الْبَرَاءِ (رضـ) قَالَ اَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَجَعَلَا يُقْرِئَانِنَا الْقُرْاٰنَ ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِيْ عِشْرِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَا رَاَيْتُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِهِ حَتّٰى رَاَيْتُ الْوَلَائِدَ وَالصِّبْيَانَ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَاءَ فَمَا جَاءَ حَتّٰى قَرَأْتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فِيْ سُوَرٍ مِثْلِهَا مِنَ الْمُفَصَّلِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৭০৪. অনুবাদ : হযরত বারা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম যারা হিজরত করে মদিনায় আমাদের কাছে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন হযরত মুসআব ইবনে উমায়র এবং [আব্দুল্লাহ] ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)। তাঁরা দুজন এসেই আমাদেরকে কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। এরপর আসলেন হযরত আম্মার, বেলাল ও সা'দ (রা.)। তারপর আসলেন নবী করীম ﷺ -এর বিশজন সাহাবীসহ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)। অতঃপর [সর্বশেষ] আসলেন নবী করীম ﷺ। [বর্ণনাকারী বারা বলেন,] নবী করীম ﷺ-এর আগমনে আমি মদিনাবাসীকে এতবেশি আনন্দিত হতে দেখেছি যে, [তার পূর্বে] অন্য কোনো জিনিসে তাদেরকে ততটা আনন্দিত হতে আর কখনো দেখিনি। এমনকি আমি দেখেছি, মদিনার ছোট ছোট মেয়ে এবং ছেলেরা পর্যন্ত খুশিতে বলতে লাগল, ইনিই তা সেই আল্লাহর রাসূল ﷺ, যিনি আমাদের মাঝে আগমন করেছেন। হযরত বারা (রা.) বলেন, তিনি আসবার পূর্বেই আমি সূরা আ'লা ও অনুরূপ আরো কতিপয় ছোট ছোট সূরা শিখে ফেলেছিলাম। −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরা আ'লা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। কোনো কোনো আলেম বলেন যে, উক্ত সূরার আয়াত قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى যেহেতু সদকায়ে ফিতরের আলোচনা প্রসঙ্গে, আর সদকায়ে ফিতর ও ঈদের নামাজ ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করা ২য় হিজরির ঘটনা, তাই সূরা আ'লাকে মাক্কী সূরা বলার ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। অবশ্য যদি এটা বলা হয় যে, আলোচ্য দুটি আয়াত ছাড়া অবশিষ্ট পূর্ণ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে তাহলে উল্লিখিত প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, এখানে আলোচ্য প্রশ্ন বা তার সম্ভাবনা কোনোটিই সঠিক নয়। কেননা বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত অনুসারে এ সূরা তার সকল আয়াত সহকারে মক্কায় নাজিল হয়েছে। অতঃপর মদিনায় এসে যখন সদকায়ে ফিতর ও ঈদের নামাজ ওয়াজিব বলে গণ্য করা হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য দুটি আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, এ দুটি আয়াতের বিষয়বস্তু মূলত সদকায়ে ফিতর ও ঈদের নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনার সাথে সম্পৃক্ত। অন্য ভাষায় এ কথাকে এভাবে বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মধ্যে শুধুমাত্র আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত [সদকা, জাকাত ও নামাজ]-এর নির্দেশ ও উৎসাহ রয়েছে, যাতে মূল উদ্দেশ্যের বিবরণ নেই। এ মূল উদ্দেশ্যকে পরবর্তীতে হাদীসের মাধ্যমে ঐ সময় বর্ণনা করা হয়েছে যখন সদকায়ে ফিতর ও ঈদের নামাজ ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

−[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯৩ ও ১৯৪]

وَعَنْ ٥٧٠٥ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَبَكٰى اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ فَدَيْنَاكَ بِاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا فَعَجِبْنَا لَهُ فَقَالَ النَّاسُ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ اَنْ يُّؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ فَدَيْنَاكَ بِاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اَعْلَمَنَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭০৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ [তাঁর অন্তিমকালে] মিম্বরের উপর বসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ায় ভোগ-বিলাস ও আল্লাহর নিকট রক্ষিত নিয়ামত, এ দুটির মধ্যে [যে কোনো একটি গ্রহণ করবার] এখতিয়ার দিয়েছেন। তখন ঐ বান্দা আল্লাহর নিকট [রক্ষিত] নিয়ামতকে [গ্রহণ করাই] পছন্দ করেছেন। [রাবী বলেন,] এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, [হে আল্লাহর রাসূল!] আমাদের পিতা ও মাতাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। রাবী বলেন, [তাকে কাঁদতে দেখে] আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম এবং লোকেরা বলতে লাগল, এই বৃদ্ধের প্রতি লক্ষ্য কর, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো কোনো একজন বান্দা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তাকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস অথবা আল্লাহর কাছে রক্ষিত নিয়ামত, এ দুটি জিনিসের মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণ করবার এখতিয়ার দিয়েছেন এবং এ ব্যক্তি বলছেন, আমরা আমাদের পিতামাতাকে আপনার উপর কুরবান করছি। [রাবী বলেন,] এবং পরে আমরা বুঝতে পারলাম, সে এখতিয়ারপ্রাপ্ত বান্দা ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ আর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ছিলেন আমাদের সকলের চেয়ে অধিক জ্ঞানী। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) জ্ঞান ও বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি রাসূলে কারীম ﷺ -এর ঘোষণা শুনা মাত্রই বুঝতে পেরেছিলেন যে, রেসালাতের প্রাণপুরুষ তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিচ্ছেদের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। আমাদের মাঝে এখন তিনি কয়েকদিনেরই মেহমান। তিনি এ গুরুতথ্য হয়তো রাসূলে কারীম ﷺ -এর অধিক অসুস্থতার নিদর্শন হতে জানতে পেরেছিলেন কিংবা তিনি রাসূলের ঘোষণার গভীরে গিয়ে তার রহস্য অনুসন্ধান করেন যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং আখেরাতের অনন্ত জীবনকে সন্তুষ্টি ও আগ্রহের সাথে পছন্দ করা এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার নেককার ও নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দারাই সন্তুষ্টি ও সম্মতির সাথে প্রকাশ করে। এদিকে তিনি অবগত ছিলেন যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস শ্রেষ্ঠ নবীর মর্যাদার সাথে মানানসই নয়। তাই তাঁর মস্তিষ্ক ঐ বাস্তবতার দিকে ফিরেছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ এক বান্দা বলে মূলত নিজের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, দুনিয়ার জীবনকে ছেড়ে মৃত্যু ও চিরজীবনকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭. পৃ. ১৯৪ ও ১৯৫]

وَعَنْ ٥٧٠٦ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَتْلٰى اُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِيْنَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْاَحْيَاءِ وَالْاَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ اِنِّىْ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ فَرَطٌ وَاَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيْدٌ وَاِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَاِنِّىْ لَاَنْظُرُ اِلَيْهِ وَاَنَا فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا وَاِنِّىْ قَدْ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ وَاِنِّىْ لَسْتُ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِىْ وَلٰكِنِّىْ اَخْشٰى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَتَقْتَتِلُوْا فَتَهْلِكُوْا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭০৬. অনুবাদ : হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ যুদ্ধে নিহত শহীদদের উপর আট বৎসর পর [জানাজার] নামাজ পড়লেন। সেদিনের নামাজে মনে হলো, তিনি যেন জীবিত এবং মৃতদেরকে বিদায় করছেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের সম্মুখে [হাশরের মাঠের দিকে] অগ্রবর্তী ব্যক্তি এবং আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষী এবং তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাতের স্থান হলো হাউযে কাওছার। আমি এখন আমার এ জায়গায় দাঁড়িয়েও হাউযে কাওছার দেখতে পাচ্ছি। আর পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবিসমূহ অবশ্যই আমাকে দান করা হয়েছে। আমি তোমাদের উপর এই আশঙ্কা করি না যে, আমার পরে তোমরা সকলে শিরকে লিপ্ত হতে যাবে; বরং আমি দুনিয়ার ব্যাপারে তোমাদের প্রতি আশঙ্কা করি যে, তোমরা তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে। কোনো কোনো বর্ণনাকারী এতদ্‌সঙ্গে এ বাক্যগুলোও বৃদ্ধি করেছেন, অতঃপর তোমরা পরস্পর খুনাখুনি করবে এবং এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, যেরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** সাধারণভাবে যা হয়ে থাকে যে, যখন কোনো ব্যক্তি স্বীয় স্থান থেকে অন্য কোনো স্থানের দিকে স্থানান্তরিত হয় তখন যাওয়ার পূর্বে নিজের ঘনিষ্ঠজনদের সাথে বিদায়ী সালাম-কালাম করে। তদ্রূপ রাসূলে কারীম ﷺ জীবনের শেষ সময়ে অথবা ইন্তেকালের কয়েকদিন পূর্বে উহুদের শহীদদের [জানাজার] নামাজ পড়লেন, তা যেন মৃতদেরকে বিদায় জানাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করে স্বীয় সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে এমন প্রভাবপূর্ণ ওয়াজ করলেন যে, যা দ্বারা তিনি এ পৃথিবী থেকে বিদায় হওয়া এবং জীবিতদেরকে বিদায় জানানো বুঝে আসছিল। সুতরাং মৃতদেরকে বিদায় জানানোর অর্থ হলো, তাদের সাথে যে দোয়া, ইস্তেগফার ও ছওয়াব পৌঁছানোর সুরতে জীবনভর দুনিয়াবি সম্পর্কের যে ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল তা এখন শেষ হতে যাচ্ছে। আর জীবিতদের বিদায় জানানোর অর্থ হলো, তিনি অতি সত্বর স্বীয় সাহাবায়ে কেরাম ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্য হতে চলে যাবেন এবং এ দুনিয়াতে রাসূলের অস্তিত্বের কারণে যে হেদায়েতের নূর ও সাহচর্যের প্রবাহ অর্জিত হচ্ছিল তা এখন হতে কেউ আর কখনো এ দুনিয়াতে অর্জন করতে পারবে না।
–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯৫ ও ১৯৬]

قَوْلُهُ "صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَتْلٰى اُحُدٍ" : 'রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ যুদ্ধে নিহত শহীদদের উপর [জানাজার] নামাজ পড়লেন।' এ প্রসঙ্গে একটি ছোট ফিকহী মাসআলার আলোচনা রয়েছে। আর তা হলো, হানাফীদের মাযহাবে যেহেতু শহীদদের জন্যও জানাজার নামাজ রয়েছে, তাই হানাফী ওলামায়ে কেরামের নিকট এখানে 'নামাজ' স্বীয় পরিচিত অর্থ অর্থাৎ নামাজে জানাজার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে শাফেয়ী ওলামায়ে কেরামের মাযহাব হলো, শহীদদের জন্য জানাজার নামাজ নেই, তাই তাঁদের নিকট উহুদের শহীদদের জন্য নামাজ পড়ার অর্থ হলো, রাসূলে কারীম ﷺ উহুদের শহীদদের জন্য ইস্তেগফারের দোয়া করেন। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯৬]

قَوْلُهُ "اِنِّىْ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ فَرَطٌ" : 'আমি তোমাদের সম্মুখে [হাশরের মাঠের দিকে] অগ্রবর্তী ব্যক্তি।' "فَرَطٌ" আরবিতে ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে কাফেলাকে পিছনে রেখে নিজে সবার আগে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়, যাতে সেখানে কাফেলার জন্য পূর্ব হতেই থাকা, খাওয়া ও সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় সুব্যবস্থা করতে পারে। সুতরাং রাসূলে কারীম ﷺ -এর

মূল্যবান ঘোষণার মাধ্যমে যেন এদিকে ইঙ্গিত ছিল যে, আমি তোমাদের পূর্বে পরকালের জগতে যাচ্ছি, যাতে সেখানে তোমাদের [অর্থাৎ নিজের উম্মতের] জন্য নাজাত ও শাফা'আতের ব্যবস্থা করতে পারি। অথবা হাশরের ময়দানে তোমাদের জন্য শাফায়াতের ব্যবস্থা যেহেতু আমাকেই করতে হবে, তাই তোমাদের পূর্বে সেখানে পৌঁছে শাফায়াতের জন্য প্রস্তুত হবো।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯৬]

قَوْلُهُ "وَاَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيْدٌ" : 'আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষী।' দ্বারা রাসূলে কারীম ﷺ -এর উদ্দেশ্য ছিল যে, যদিও আমি তোমাদেরকে ছেড়ে যাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের অবস্থা ও ব্যাপার হতে সম্পর্কহীন ও অনবগত থাকব না, কেননা তোমাদের আমল ও অবস্থাদি সেখানে আমার সামনে পেশ করা হবে। অথবা আমি তোমাদের সাক্ষী। আমি সেখানে তোমাদের আনুগত্য এবং তোমাদের ইসলাম গ্রহণের সাক্ষ্য দেব। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯৬]

قَوْلُهُ "وَاِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ" : 'তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাতের স্থান হলো হাউযে কাওছার।' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আখেরাতে হাউযে কাওছার ঐ স্থানে যেখানে পৌঁছে ভালো ও মন্দ এবং মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য সূচিত হবে। তদ্রূপ হাশরের ময়দানে তোমাদের বিশেষ শাফা'আতের যে ওয়াদা আমি করেছি তার বাস্তবায়ন হাউযে কাওছারে হবে। সেখানে শুধুমাত্র মুমিন বান্দাদের আমার সুপারিশের মাধ্যমে হাউযে কাওছার হতে পরিতৃপ্ত হওয়ার সুযাগ থাকবে– এ অর্থ মোল্লা আলী ক্বারী (র.) লিখেছেন। আর শায়খ আব্দুল হক (র.) এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, হাশরের ময়দানে তোমাদের সাথে আমার দীদারের যে ওয়াদা রয়েছে তা বাস্তবায়নের এবং আমার তোমাদের মাঝে সাক্ষাতের জায়গা হলো হাউযে কাওছার।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯৬]

قَوْلُهُ "وَاِنِّيْ لَاَنْظُرُ اِلَيْهِ وَاَنَا فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا" : 'আমি এখন আমার এ স্থানে দাঁড়িয়েও হাউযে কাওছার দেখতে পাচ্ছি।' এ মূল্যবান ঘোষণা দ্বারা তার বাহ্যিক অর্থই উদ্দেশ্য। এখানে কোনোরূপ ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। অর্থাৎ যে সময় রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর মিম্বরে বসে সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করেছিলেন ঠিক সে সময় যেন রাসূল ﷺ -এর জন্য হাউজে কাওছারকে আখেরাতের পর্দা হতে মুক্ত করা হয়েছিল আর তিনি তাঁর বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা তা অবলোকন করছিলেন।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯৬]

قَوْلُهُ "وَاِنِّيْ قَدْ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ" : 'আর পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবিসমূহ অবশ্যই আমাকে দান করা হবে।' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমার পরে আমার উম্মতের মুজাহিদদের হাতে যে সকল বড় বড় এলাকা ও শহর বিজয় হবে এবং সেখানকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করবে সে সকল এলাকার ধনভাণ্ডার আমার উম্মতের আয়ত্তে এসে যাবে।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯৬]

قَوْلُهُ "اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا" : 'তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।' উক্ত বাক্যাংশের মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমার পরেও তোমরা ইনশাআল্লাহ ঈমান ও দীনের উপর স্থির থাকবে। তবে এটা অন্যকথা যে, কিছু হতভাগা কুফর ও শিরকের অন্ধকারের দিকে আবার ফিরে যাবে, তবে সামগ্রিকভাবে সকল উম্মত পুনরায় পথভ্রষ্ট হতে পারবে না। হ্যাঁ এটা সম্ভব যে, কালের বিবর্তনের সাথে সাথে তোমাদের ধর্মীয় জীবনেও ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে এবং তোমাদের মানমর্যাদারও অবনতি হবে আর তার ক্ষতিকর প্রভাব তোমাদের ধর্মীয় জীবনেও পরিলক্ষিত হবে। মূলত উক্ত মূল্যবান ঘোষণাতে উম্মতের জন্য এ সতর্কতা রয়েছে, ঈমানদারের জন্য এটা শোভা পায় না যে, তারা দুনিয়ার ক্ষয়প্রাপ্ত ভোগ-বিলাসের দিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়বে এবং তাদের সর্বাধিক আসক্তির কেন্দ্র দুনিয়া হবে। তাদের জন্য তো এটাই উচিত ছিল যে, তাদের সব ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা একমাত্র আখেরাতের আরাম-আয়েশের জন্য হবে, কেননা স্থায়ী নিয়ামত তো সেটাই। এ বাস্তবতাকে কুরআন মাজীদে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ অর্থাৎ 'আর নিয়ামতের প্রত্যাশীদের [অথাৎ ঈমানদারদের] জন্য উচিত যে, তারা তারই [আখিরাতের] নিয়ামতের প্রত্যাশী ও আগ্রহী হবে।'

ইমাম নববী (র.) লিখেছেন যে, উক্ত হাদীস হতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর কয়েকটি মু'জিযা প্রকাশ পায়। প্রথমত তিনি বলেছেন, আমার উম্মত পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের মালিক হবে। পরবর্তীতে এটা বর্ণনা অনুসারে একেবারে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত তিনি তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর উম্মত মুরতাদ তথা ধর্মান্তর হবে না, পরবর্তীতে তাই হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে কুফর ও ধর্মান্তর হতে রক্ষা করেছেন। তৃতীয়ত তিনি এটাও বলেছেন যে, আমার উম্মতের লোকেরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হবে, পরবর্তীতে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯৬ ও ১৯৭]

وَعَنْ ٥٧٠٧ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اِنَّ مِنْ نِعَمِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَىَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تُوُفِّىَ فِىْ بَيْتِىْ وَفِىْ يَوْمِىْ وَبَيْنَ سَحْرِىْ وَنَحْرِىْ وَاِنَّ اللّٰهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيْقِىْ وَرِيْقِهٖ عِنْدَ مَوْتِهٖ دَخَلَ عَلَىَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ وَبِيَدِهٖ سِوَاكٌ وَاَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَاَيْتُهٗ يَنْظُرُ اِلَيْهِ وَعَرَفْتُ اَنَّهٗ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ اٰخُذُهٗ لَكَ فَاَشَارَ بِرَاْسِهٖ اَنْ نَعَمْ فَتَنَاوَلْتُهٗ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ اُلَيِّنُهٗ لَكَ فَاَشَارَ بِرَاْسِهٖ اَنْ نَعَمْ فَلَيَّنْتُهٗ فَاَمَرَّهٗ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فِيْهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِى الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهٗ وَيَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهٗ فَجَعَلَ يَقُوْلُ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى حَتّٰى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهٗ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৭০৭. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে, আমার পালার দিন এবং আমার বুক ও গলার মধ্যবর্তী স্থানে হেলান দেওয়া অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। আর তাঁর ইন্তেকালের পূর্বক্ষণে আল্লাহ তা'আলা আমার মুখের লালার সাথে তাঁর মুখের লালাও মিশিয়ে দিয়েছেন। [ব্যাপারটি হয়েছিল এই,] আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর মিসওয়াক হাতে আমার কাছে আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সময় আমাতে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। তখন আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ মিসওয়াকটির দিকে তাকাচ্ছেন। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি মিসওয়াক করতে চাচ্ছেন। কাজেই আমি বললাম, আমি কি মিসওয়াকটি আপনার জন্য নেব? তিনি মাথা নেড়ে হ্যাঁ-বোধক ইঙ্গিত করলেন। অতএব, আমি মিসওয়াকটি তার নিকট হতে নিয়ে তাঁকে দিলাম। [মিসওয়াকটি ছিল শক্ত, সুতরাং] তা তাঁর জন্য কষ্টকর হলো। তখন বললাম, আমি কি তাকে [চিবিয়ে] আপনার জন্য নরম করে দেব? তিনি মাথা হেলিয়ে হ্যাঁ-বোধক ইঙ্গিত করলেন। সুতরাং তখন আমি তাকে [চিবিয়ে] নরম করে দিলাম। অতঃপর তিনি তা ব্যবহার করলেন। আর তাঁর সম্মুখে একটি পাত্রে পানি রাখা ছিল। তিনি তাতে উভয় হাত ঢুকিয়ে হাত দুটি দ্বারা আপন চেহারা মাসেহ করতে লাগলেন। এ সময় তিনি বলছিলেন– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', অবশ্য মৃত্যুর কষ্ট ভীষণ। অতঃপর তিনি হাত উঠিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করে বলতে থাকলেন– 'ফির রাফীক্বিল আ'লা।' অর্থ– উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর সাথে [আমাকে মিলিত কর], একথা বলতে বলতে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর হাত নিচে নেমে আসে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ "وَفِىْ يَوْمِىْ" : 'আমার পালার দিন।' দ্বারা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যদিও রাসূলে কারীম ﷺ ইন্তেকালের দিন পর্যন্ত মৃত্যুরোগের পূর্ণ সময় আমার ঘরেই অবস্থান করেছেন, কিন্তু আমার অতিরিক্ত সৌভাগ্য এই ছিল যে, যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকাল হয়েছিল তা হিসাব অনুসারে ঐ দিন ছিল যা আমার পালার দিন হতো।

'জামেউল উসূল' গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, যেদিন রাসূলে কারীম ﷺ -এর মৃত্যুরোগের সূচনা মাথাব্যথা দ্বারা হয় সেদিন তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট ছিলেন। অতঃপর যেদিন মাথাব্যথা ও অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল সেদিন তিনি হযরত মাইমূনা (রা.)-এর নিকট ছিলেন। সে সময় রাসূলে কারীম ﷺ স্বীয় পবিত্র স্ত্রীগণের নিকট অসুস্থতার দিনগুলো হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর ঘরে অবস্থানের ব্যাপারে সম্মতি ও আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং পবিত্র স্ত্রীগণও অনুমতি দিয়ে দেন। মৃত্যুরোগের তীব্রতা বারো দিন ছিল এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকাল রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন চাশতের সময় হয়েছে। তারিখের ব্যাপারে কেউ কেউ ১২ রবিউল আউয়াল বর্ণনা করেছেন এবং অধিকাংশ বর্ণনা দ্বারাও এটাই সাব্যস্ত হয়। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯৮]

قَوْلُهُ "وَبَيْنَ سَحْرِىْ وَنَحْرِىْ" : 'আমার বুক ও গলার মধ্যবর্তী স্থানে হেলান দেওয়া অবস্থায়।' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পবিত্র আত্মা যখন পবিত্র শরীর হতে বের হয়ে গেল তখন রাসূল ﷺ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর বুক ও গলার মধ্যবর্তী স্থানে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। এ ব্যাপারটি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং পরিপূর্ণ নৈকট্য ও সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর এ ঘোষণা বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। হাকিম ও ইবনে সা'দ (র.)-এর রেওয়ায়েত 'সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথা মুবারক হযরত আলী (রা.)-এর কোলে ছিল' উক্ত রেওয়ায়েতের বিরোধী নয়। কেননা প্রথমত তারা দুজন যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে উক্ত রেওয়ায়েতকে বর্ণনা করেছেন তন্মধ্য হতে কোনো পদ্ধতিই এমন নেই যে, তা কোনো একটি ত্রুটি হতে মুক্ত। দ্বিতীয়ত যদি উক্ত পদ্ধতিকে সঠিক মেনে নেওয়াও হয় তাহলে তার এ ব্যাখ্যা করা হবে যে, রাসূল ﷺ মাথা মুবারক হযরত আলী (রা.)-এর কোলে মৃত্যুর পূর্বে ছিল।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯৮]

قَوْلُهُ "وَاَنَّ اللّٰهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيْقِىْ وَرِيْقِهٖ" : 'আল্লাহ তা'আলা আমার মুখের লালার সাথে রাসূল ﷺ -এর মুখের লালাও মিশিয়ে দিয়েছেন।' অর্থাৎ যখন রাসূল ﷺ আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা.)-এর মিসওয়াক স্বীয় মুখে নিয়ে মিসওয়াক করতে ইচ্ছা করলেন এবং তা শক্ত হওয়ার কারণে তার জন্য কষ্টকর হলো, তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) উক্ত মিসওয়াক স্বীয় দাঁতের মাধ্যমে নরম করলেন এবং রাসূল ﷺ সেই নরমকৃত মিসওয়াক ব্যবহার করলেন। এভাবেই দুজনের মুখের লালা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর মুখেও একত্রিত হলো এবং রাসূল ﷺ -এর মুখেও। সুতরাং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) যেন একথাটি স্পষ্ট করলেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর পবিত্র মুখের লালার বরকত লাভ হওয়া এমনিতেই আমার জন্য বড় নিয়ামত, কিন্তু মৃত্যুর সময়ের মুখের লালার বরকত লাভ করা তা আমার জন্য অনেক বড় নিয়ামত ছিল। কেননা সে সময় সকল বরকত ও সৌভাগ্যের শেষ মুহূর্ত ছিল অথবা এ বাক্য দ্বারা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর মুখের লালার বরকত শুধুমাত্র সেই সময়ই লাভ করেছি। এর পূর্বে কখনই এ নিয়ামত লাভ করিনি। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯৮]

قَوْلُهُ "فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ" : 'হাত দুটি দ্বারা আপন চেহারা মাসেহ করতে লাগলেন।' এর দ্বারা এ কথা জানা যায় যে, সে সময় রাসূল ﷺ -এর মুবারক মেজাজের উপর গরমের আধিক্য ছিল এবং ভেজা হাত চেহারার উপর মাসেহ করার দ্বারা একপ্রকার সান্ত্বনা পাচ্ছিলেন, তথাপি এতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর পক্ষ থেকে স্বীয় অক্ষমতা ও দাসত্ব প্রকাশের ইঙ্গিতও ছিল। এর দ্বারা একথাও সুস্পষ্ট হলো যে, মৃত্যুযন্ত্রণার সময় এ আমল প্রত্যেক রোগীর অবলম্বন করা উচিত। যদি রোগী নিজে তা করতে সক্ষম না হয় তবে সেবাকারীদের উচিত যে, তারা উক্ত সুন্নতের উপর আমল করার নিয়তে পানিতে হাত ভিজিয়ে রোগীর চেহারার উপর মাসেহ করবে অথবা তার গলায় ফোঁটায় ফোঁটায় পানি দেবে। কেননা এতে কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়; বরং যদি অধিক প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯৮]

قَوْلُهُ "سَكَرَاتِ" : শব্দটি سَكْرَةٌ -এর বহুবচন, যার অর্থ– কষ্ট, যন্ত্রণা, কাঠিন্য। আর سَكَرَاتُ الْمَوْتِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রূহ কবজের সময়ের ঐ কষ্ট ও যন্ত্রণাসমূহ যা আপতিত হওয়ার কারণে উষ্ঠাগত মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। ঐ কষ্ট ও যন্ত্রণাসমূহের সম্মুখীন নবী-রাসূলগণও হন। আর শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়াই ঐ সময় কাজে আসে। অতএব মৃত্যুযন্ত্রণা হতে আশ্রয় চাওয়া এবং উষ্ঠাগত রোগীর জন্য ঐ সকল কষ্ট-যন্ত্রণা লাঘবের দোয়া করা অত্যন্ত জরুরি।

অন্য একটি বর্ণনায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে এ কথাগুলো বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলে কারীম ﷺ -এর অন্তিম নিঃশ্বাসের সময় দেখেছি যে, তিনি তাঁর নিকট রাখা পানির পাত্রে স্বীয় হাত ভিজিয়ে চেহারা মুবারকে মাসেহ করছিলেন এবং পবিত্র জবানে এ দোয়া জারি ছিল– فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর সাথে [আমাকে মিলিত কর।]

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ১৯৯]

قَوْلُهُ "فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى" : অর্থাৎ আমি আমার বন্ধু আল্লাহর সাথে মিলতে চাই অথবা আকাশে অবস্থানরত নবীগণের কাছে যেতে চাই।' আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, এখানে 'রাফীক' অর্থে ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْهَا ٥٧٠٨ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرُضُ اِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَكَانَ فِىْ شَكْوَاهُ الَّذِىْ قُبِضَ اَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيْدَةٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ فَعَلِمْتُ اَنَّهُ خُيِّرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭০৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক নবীকেই তার মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে কোনো একটি গ্রহণ করবার এখতিয়ার দেওয়া হয়। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর অন্তিম রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তিনি কঠিন শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় সম্মুখীন হন। সেই সময় আমি তাঁকে কুরআনের এ আয়াত পড়তে শুনলাম, অর্থাৎ 'সে সমস্ত লোকদের সঙ্গে, যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন, যথা– নবী, সিদ্দীক, শুহাদা ও সালেহীনগণ।' তাতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁকে সেই এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে [এবং তিনি আখেরাতকেই এখতিয়ার করেছেন।] –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٧٠٩ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ وَاكَرْبَ اَبَاهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلٰى اَبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا اَبَتَاهُ اَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا اَبَتَاهُ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ يَا اَبَتَاهُ اِلٰى جِبْرَئِيْلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ يَا اَنَسُ اَطَابَتْ اَنْفُسُكُمْ اَنْ تَحْثُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ التُّرَابَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৭০৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর রোগ যখন বেড়ে গেল এবং তিনি বেহুঁশ হতে লাগলেন, তখন হযরত ফাতেমা (রা.) বললেন, আহা! আমার আব্বাজান কত কষ্ট পাচ্ছেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার আব্বাজানের উপর আজকের পর আর কোনো কষ্ট নেই। অতঃপর যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন, তখন হযরত ফাতেমা (রা.) বলতে লাগলেন, 'ওগো আমার আব্বাজান! রব আপনাকে আহ্বান করেছেন এবং তাতে সাড়া দিয়ে আপনিও তাঁর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। ওগো আমার আব্বাজান! জান্নাতুল ফেরদাউস আপনার স্থান। হায়! আমার আব্বাজান! আপনার মৃত্যু-সংবাদ আমি হযরত জিবরাঈলকে শুনাচ্ছি।' [হযরত আনাস (রা.) বলেন,] রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যখন দাফন করা হলো, তখন হযরত ফাতেমা (রা.) বললেন, হে আনাস, তোমাদের অন্তর এটা কিরূপে সহ্য করল যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর মাটি ঢাললে। –[বুখারী]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٧١٠ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ بِحِرَابِهِمْ فَرَحًا لِقُدُوْمِهٖ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫৭১০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় আগমন করলেন, তখন হাবশী লোকেরা তাঁর আগমনে উৎফুল্ল হয়ে নিজ বর্শার মাধ্যমে খেল-তামাশা প্রদর্শন করল। –[আবূ দাউদ]

وَفِىْ رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ قَالَ مَا رَأَيْتُ يَوْمًا قَطُّ كَانَ اَحْسَنَ وَلاَ اَضْوَءَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ اَقْبَحَ وَلاَ اَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِىْ دَخَلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ اَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْئٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِىْ مَاتَ اَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْئٍ وَمَا نَفَضْنَا اَيْدِيْنَا عَنِ التُّرَابِ وَاِنَّا لَفِىْ دَفْنِهٖ حَتّٰى اَنْكَرْنَا قُلُوْبَنَا .

দারেমীর এক রেওয়ায়েতে আছে– হযরত আনাস (রা.) বলেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ [মদিনায়] আমাদের মাঝে আগমন করলেন, সেদিন অপেক্ষা অধিক উত্তম ও উজ্জ্বলতম দিন আমি কখনো দেখতে পাইনি এবং যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করেছেন, সেদিন অপেক্ষা অধিক মন্দ ও অন্ধকারময় দিন আমি দেখতে পাইনি। তিরমিযীর বর্ণনায় আছে– হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেদিন মদিনায় তশরিফ এনেছেন, সেদিন তার সবকিছু আলোকিত হয়ে যায়। আর যেদিন তিনি ইন্তেকাল করেছেন, সেদিন তার সবকিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। [তিনি আরো বলেছেন,] রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দাফন করে আমরা আমাদের হাত হতে মাটি ঝেড়ে না নিতেই আমরা নিজেদের অন্তরে উদাসীনতা অনুভব করতে লাগলাম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূলে কারীম ﷺ -এর মদিনা শরীফে আগমন খুবই সুন্দর ও উজ্জ্বলময় ছিল এবং সাথে সাথে বেদনাদায়কও ছিল। কেননা সেদিন রাসূল ﷺ -এর সৌন্দর্য দর্শনপ্রার্থীদের জন্য মিলন ও নৈকট্যের দিন ছিল, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণের দিন ছিল। শুধু তাদের মন-মস্তিষ্কই উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয়নি; বরং তাদের ঘরবাড়ি পর্যন্ত নবুয়তের নূরে আলোকিত হয়ে উঠেছিল। অতঃপর যখন নবুয়তের সূর্য এ পৃথিবী হতে বিদায় হয়ে গেল সেদিন মদিনাবাসীদের পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল, সর্বপ্রকার দুঃখ ও দুশ্চিন্তার অন্ধকার ছেয়ে গেল। কেননা সেদিন রাসূল ﷺ -এর আশেকদের বিরহের দিন ছিল। তাদের উৎফুল্ল ও খুশির সমাপ্তির দিন ছিল। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২০১]

قَوْلُهٗ "اَنْكَرْنَا قُلُوْبَنَا" : 'আমরা নিজেদের অন্তরে উদাসীনতা অনুভব করতে লাগলাম।' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমাদের মধ্য হতে রাসূলে কারীম ﷺ চলে যাওয়ার এবং নবুয়তের সূর্য বিদায় হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের উপর যে অন্ধকার বিস্তার লাভ করল তা আমরা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করলাম এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর দর্শন ও সাহচর্যের ফলশ্রুতিতে অন্তরে যে পবিত্রতা ও উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হতো তার ধারাবাহিকতা বিলুপ্ত হলো এবং আমাদের অন্তরে সততা, আন্তরিকতা ও হৃদ্যতার সেই পূর্বের অবস্থা অবশিষ্ট থাকল না। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২০১]

٥٧١١ وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِخْتَلَفُوْا فِىْ دَفْنِهٖ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَالَ مَا قَبَضَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلَّا فِى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ يُحِبُّ اَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ اِدْفِنُوْهُ فِىْ مَوْضِعِ فِرَاشِهٖ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৭১১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকাল হলো, তখন তাঁর দাফনের ব্যাপারে সাহাবাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এ ব্যাপারে একটি কথা শুনেছি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে যে স্থানে দাফন করা পছন্দ করেন, সে স্থানে তাঁর রূহ কবজ করেন। অতএব, রাসূল ﷺ -কে তাঁর বিশ্রামস্থলেই তোমরা দাফন কর। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"قَوْلُهُ "اِخْتَلَفُوْا فِىْ دَفْنِهِ : 'তাঁর দাফনের ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল।' অর্থাৎ কিছু সংখ্যক সাহাবীর মতামত ছিল যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর দাফন জান্নাতুল বাকী' কবরস্থানে হওয়া উচিত। আর কিছু সংখ্যক সাহাবীর মতামত ছিল যে, মসজিদে নববীতে দাফন করা অধিক উপযুক্ত হবে। আবার কিছু সংখ্যক সাহাবীর মতামত এমনও ছিল যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর দাফন বায়তুল মুকাদ্দাসে হওয়া উচিত, কেননা অধিকাংশ নবীদের কবর সেখানেই দাফন করা হয়েছে। অথবা প্রথম থেকে দাফনের ব্যাপারেই মতবিরোধ দেখা দিল যে, রাসূলে কারীম ﷺ -কে দাফন করা যাবে কিনা? সুতরাং তিরমিযীর অন্য একটি রেওয়ায়েতে এভাবে আছে যে, এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) -এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে রাসূলের সাথি! রাসূলে কারীম ﷺ -কে দাফন করা যাবে কিনা? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, ঐ স্থানে রাসূল ﷺ -কে দাফন করা হবে যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রূহ কবজ করেছেন। আর যেখানে রাসূল ﷺ -এর রূহ কবজ করা হয়েছে তা পবিত্র স্থান। সাহাবায়ে কেরাম বুঝে গেলেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যা বলেছেন তাই সঠিক [আর এভাবেই হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর হুজরায় যেখানে রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকাল হয়েছিল সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।] –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২০১]

মসজিদে নববী সম্প্রসারণ হওয়ায় বর্তমানে রওজা শরীফ মসজিদের অভ্যন্তরে এসে গেছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٧١٢ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ اَنَّهُ لَنْ يُّقْبَضَ نَبِيٌّ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلٰى فَخِذِىْ غُشِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَاَشْخَصَ بَصَرَهُ اِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى قُلْتُ اِذَنْ لَا يَخْتَارُنَا قَالَتْ وَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيْحٌ فِىْ قَوْلِهِ اِنَّهُ لَنْ يُّقْبَضَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَ اٰخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ قَوْلُهُ اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭১২. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুস্থ অবস্থায় প্রায়শ বলতেন, প্রত্যেক নবীকে মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে তাঁর নিবাস দেখিয়ে দেওয়া হয়, তারপর তাঁকে এখতিয়ার দেওয়া হয়। [অর্থাৎ তিনি চাইলে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় থাকতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে জান্নাতে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন।] হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর মাথা ছিল আমার রানের উপর। এ সময় তিন অচেতন হয়ে পড়লেন। অতঃপর চৈতন্য ফিরে আসলে ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ! উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর সঙ্গে। তখন আমি মনে মনে বললাম, এখন তিনি আমাদের কাছে থাকা পছন্দ করবেন না। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, আর আমি এটা বুঝতে পারলাম, সুস্থ অবস্থায় তিনি যে কথাটি বলতেন, এটা সেই কথারই বহিঃপ্রকাশ। আর সেই কথাটি হলো, প্রত্যেক নবীকে মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে তাঁর নিবাস দেখিয়ে দেওয়ার পর তাঁকে এখতিয়ার দেওয়া হয়। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ সর্বশেষ এ বাক্যটি উচ্চারণ করেন– اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى [হে আল্লাহ! উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর সঙ্গে]। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূলে কারীম ﷺ -এর মুবারক জবান হতে সর্বশেষ উচ্চারিত বাক্যটি হলো– اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى [হে আল্লাহ! উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর সঙ্গে।]

আল্লামা সুহাইলী (র.) লিখেছেন, রাসূলে কারীম ﷺ -এর মুবারক জবান থেকে সর্বপ্রথম উচ্চারিত বাক্যটি হলো– اَللّٰهُ اَكْبَرُ আর এটা ঐ সময়ের ঘটনা যখন রাসূলে কারীম ﷺ হযরত হালীমা সা'দিয়া (রা.)-এর নিকট দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা ছিলেন। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে, রোযে আযলে [অনাদি দিনে] আল্লাহ তা'আলা যখন সকল রূহ থেকে স্বীয় প্রভুত্বের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যাকে عَهْدِ اَلَسْتُ বলা হয়, তখন আল্লাহ তা'আলার প্রশ্ন اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؛ [আমি কি তোমাদের প্রভু নই?] এর জবাবে بَلٰى [জী হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি আমাদের প্রভু।] সর্বপ্রথম রাসূলে কারীম ﷺ -এর পবিত্র আত্মা বলেছিল।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২০২]

٥٧١٣ - وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ يَا عَائِشَةُ مَا اَزَالُ اَجِدُ اَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِيْ اَكَلْتُ بِخَيْبَرَ وَهٰذَا اَوَانٌ وَجَدْتُ اِنْقِطَاعَ اَبْهَرِيْ مِنْ ذٰلِكَ السَّمِّ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৭১৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে রোগে ইন্তেকাল করেছেন, সে রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে বলেছিলেন, হে আয়েশা! খায়বরে [বিষ-মিশ্রিত] যে খাদ্য আমি খেয়েছিলাম, আমি সর্বদা তার যন্ত্রণা অনুভব করি। আর এখন মনে হচ্ছে, আমার শিরাগুলো সে বিষের ক্রিয়ায় ফেটে যাচ্ছে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বিষমিশ্রিত খাদ্য দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ বিষিমিশ্রিত বকরি যা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এক ইহুদি মহিলা খায়বর বিজয়ের সময় রাসূল ﷺ -এর দরবারে পেশ করেছিল এবং রাসূল ﷺ তা হতে কিছু খেয়েছিলেন– যার বর্ণনা পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। সে সময় যদিও মু'জিযা হিসেবে বিষক্রিয়া তেমন পরিলক্ষিত হয়নি, কিন্তু তার ক্ষতিকর প্রভাব সর্বাবস্থায় বিদ্যমান ছিল, যার প্রাদুর্ভাব মাঝে মাঝে অনুভূত হতো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -এর মৃত্যুরোগের সময় উক্ত বিষক্রিয়ার প্রভাব প্রকাশ করে দেন যাতে তিনি শাহাদাতের মর্যাদা প্রাপ্ত হন। তদ্রূপ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (র.)-এর মৃত্যু ঐ সাপের বিষক্রিয়াতে হয়েছে যে সাপ তাঁকে বহুদিন পূর্বে মক্কা হতে মদিনায় হিজরতের সময় গারে ছাওরে দংশন করেছিল। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২০৩]

٥٧١٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلُمُّوْا اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْاٰنُ حَسْبُكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ .

৫৭১৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হয়, তখন তাঁর গৃহে অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। এ সময় নবী করীম ﷺ বললেন, আস, আমি তোমাদের জন্য একটি [স্মরণ] লিপি লিখে দিয়ে যাই, যাতে তোমরা এরপর কখনো গোমরাহ না হও। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর এখন রোগ-যন্ত্রণা প্রবল হয়ে পড়েছে। [কাজেই এ সময় তাঁকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়,] আর তোমাদের কাছে কুরআন মাজীদ রয়েছে, সুতরাং আল্লাহর কিতাবই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

فَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُولُ قَرِّبُوْا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا اَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالْاِخْتِلَافَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا عَنِّيْ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ اَنْ يَّكْتُبَ لَهُمْ ذٰلِكَ الْكِتَابَ لِاخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ وَفِيْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِيْ مُسْلِمِ نِ الْاَحْوَلِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ثُمَّ بَكٰى حَتّٰى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصٰى قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجْعُهُ فَقَالَ ائْتُوْنِيْ بِكَتِفٍ اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوْا بَعْدَهٗ اَبَدًا فَتَنَازَعُوْا وَلَا يَنْبَغِيْ عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ فَقَالُوْا مَا شَأْنُهٗ اَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوْهُ فَذَهَبُوْا يَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُوْنِيْ ذَرُوْنِيْ فَالَّذِيْ اَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُوْنَنِيْ اِلَيْهِ فَامَرَهُمْ بِثَلٰثٍ فَقَالَ اَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ ـ

এই নিয়ে গৃহে উপস্থিত লোকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল এবং তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, কাগজ-কলম নিয়ে আস, যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেন। আবার কেউ সে কথাই বললেন, যা হযরত ওমর (রা.) বলেছেন। অতঃপর যখন হৈ চৈ এবং মতবিরোধ চরমে পৌছল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আমার নিকট হতে উঠে যাও। [অধস্তন বর্ণনাকারী] উবায়দুল্লাহ বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের সাথে] বলতেন, এটা একটি বিপদ, চরম বিপদ, যা লোকদের মতবিরোধ ও শোরগোলের আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর অসিয়ত লিখে দেওয়ার ইচ্ছার মধ্যে অন্তরাল হয়ে দাঁড়াল। আর সুলায়মান ইবনে আবূ মুসলিম আহওয়ালের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, হায় বৃহস্পতিবার! কতই বেদনাদায়ক বৃহস্পতিবার! এ কথা বলে তিনি এমনভাবে কাঁদতে লাগলেন যে, তাঁর অশ্রুতে নিচের বালু-কঙ্কর পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল। [সুলায়মান বলেন,] আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে ইবনে আব্বাস! বৃহস্পতিবার দিনের ব্যাপারটি কি? তিনি বললেন, এদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোগ-যন্ত্রণা খুব বেড়ে গিয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, অস্থিখণ্ড [লেখার উপকরণ] নিয়ে আস, আমি তোমাদের জন্য এমন লিপি লিখে দেব, যার পর তোমরা কখনো গোমরাহ হবে না। তখন লোকেরা কলহে লিপ্ত হলো। অথচ নবীর সম্মুখে কলহ করা সমীচীন ছিল না। এ সময় কেউ কেউ বললেন, তাঁর অবস্থা কেমন? তবে কি তিনি প্রলাপ করছেন? তাঁকে জিজ্ঞাসা কর। কেউ কেউ তাঁকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল। সে সময় তিনি বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। আমি যে অবস্থায় আছি, তা ঐ অবস্থা হতে অনেক উত্তম, যেদিকে তোমরা আমাকে ডাকছ। অতঃপর তিনি তাদেরকে তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দিলেন। ১. মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ হতে বহিষ্কার করবে।

وَاَجِيْزُوْا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ اُجِيْزُهُمْ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ اَوْ قَالَهَا فَنَسِيْتُهَا قَالَ سُفْيَانُ هٰذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২. আমি যেভাবে প্রতিনিধিদলকে সসম্মানে পুরস্কৃত করতাম, [আমার পরে] সেভাবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবে। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তৃতীয়টি হতে নীরব থাকেন, অথবা তিনি বলেছেন, কিন্তু আমি [সুলায়মান] তা ভুলে গেছি। সুফিয়ান বলেন, এটা সুলায়মানের কথা। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ" : 'আমি তোমাদের জন্য একটি [স্মরণ] লিপি লিখে দেব, যাতে তোমরা এরপর কখনো গোমরাহ না হও।' ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, ইবারতের বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর দীন ও শরিয়তের বিধিবিধান ও মাসায়েলকে বিস্তারিত ও সুস্পষ্টভাবে লিখে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল; খেলাফতের ব্যাপারে কোনো অসিয়ত লিখে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২০৮]

قَوْلُهُ "وَلَا يَنْبَغِىْ عِنْدَ نَبِىٍّ تَنَازُعٌ" : 'অথচ নবীর সম্মুখে কলহ করা সমীচীন ছিল না।' ইবারতের যোগসূত্র দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝে আসে যে, এ বাক্যটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিজের যা রেওয়ায়েতের মধ্যখানে তিনি ঢুকিয়েছেন। তবে কতেক আলেম বলেন যে, মূলত এ বাক্যটি রাসূলে কারীম ﷺ -এর মূল্যবান বাণী যা উক্ত স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২০৮]

قَوْلُهُ "فَقَالَ عُمَرُ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجْعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْاٰنُ الخ" : ওলামায়ে কেরামের মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ক্ষেত্রে দীন-ইসলামের অসম্পূর্ণ নতুন কোনো বিধান লিখে দিতে চাননি। কেননা এর পূর্বেই اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াত নাজিল হয়, তা হতে স্পষ্ট যে, দীন-ইসলাম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তা অসম্পূর্ণ রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়া হতে বিদায় নিচ্ছেন না; বরং এখন তিনি কোনো সংক্ষিপ্ত কিংবা প্রচ্ছন্ন বিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করতে ইচ্ছা করেছিলেন। এ রহস্যটি হযরত ওমর (রা.) উপলব্ধি করতে পেরে বলেছিলেন, আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান, রাসূলের গোটা জীবনালেখ্য আমাদের সম্মুখে অতিবাহিত হয়েছে। উপরন্তু আমাদের কাছে আছে আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। সুতরাং এ অন্তিম সময় তাঁকে কষ্ট দেওয়া উচিত হবে না। এ গূঢ় রহস্যটি অনেকেই বুঝতে পারেননি বিধায় বিতর্কের অবতারণা ঘটেছে। হযরত ওমর (রা.)-এর এই উপলব্ধিটির সত্যতা এটা হতেও প্রমাণিত হয় যে, এ ঘটনা ঘটেছিল বৃহস্পতিবারে, আর নবী করীম ﷺ ইন্তেকাল করেন পরবর্তী সোমবারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি সত্য সত্যই নতুন কোনো বিধান লিখে দেওয়ার ইচ্ছা করে থাকতেন, তাহলে অসুস্থতা ও ওফাতের মধ্যকার চার-পাঁচ দিনের দীর্ঘ অবকাশে তা নিশ্চয়ই সম্পন্ন করতেন।

এ প্রসঙ্গে শিয়া সম্প্রদায়ের এ ধারণাটিও অবান্তর যে, তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রা.)-এর সপক্ষে প্রথম খলিফা নিযুক্তির বিষয়টি লিখে দিতে চেয়েছিলেন, আর হযরত ওমর (রা.) এ কথাটি উপলব্ধি করতে পেরেই তার বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু তা তাদের একটি নিছক ধারণা মাত্র। কুরআন, হাদীস বা ইতিহাসের দ্বারা এর কোনো প্রমাণ পওয়া যায় না।

'জাযীরাতুল আরব' বা আরব উপদ্বীপ বলতে আদন [এডেন] হতে ইরাক এবং ইয়েমেন হতে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বুঝায়।

সিরিয়া ইরাক

পশ্চিম আরব পূর্ব

আদন [এডেন] ইয়েমেন
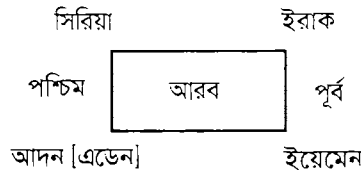
قَوْلُهُ "وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ الخ" : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তৃতীয় অসিয়তটি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। কাযী ইয়ায (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিম সময় স্বহস্তে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-এর নেতৃত্বে যে সেনাদল অভিযানে পাঠানোর জন্য গঠন করেছিলেন, তাকে যেন অবশ্যই প্রেরণ করা হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রওজা শরীফকে যেন ইবাদতগাহে পরিণত না করা হয়, সে সতর্ক নিষেধ-বাণীই ছিল তৃতীয় অসিয়ত।

وَعَنْ ٥٧١٥ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِعُمَرَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْطَلِقْ بِنَا اِلٰى اُمِّ اَيْمَنَ نَزُوْرُهَا كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَزُوْرُهَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالَا لَهَا مَا يُبْكِيْكِ اَمَا تَعْلَمِيْنَ اَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّىْ لَا اَبْكِىْ اِنِّىْ لَا اَعْلَمُ اَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى خَيْرٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنْ اَبْكِىْ اَنَّ الْوَحْىَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৭১৫. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর একদিন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, চল; আমাদের সাথে, উম্মে আয়মানের কাছে যাই এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন। [হযরত আনাস (রা.) বলেন,] আমরা তাঁর খেদমতে পৌঁছলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন তাঁরা উভয়ে উম্মে আয়মানকে বললেন, কাঁদছ কেন? তুমি কি জান না, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট যা কিছু আছে তাই উত্তম? জবাবে উম্মে আয়মান বললেন, আমার কাঁদার কারণ এটা নয় যে, আমি জানি না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে যা আছে, তাই উত্তম; বরং আমি এজন্য কাঁদছি যে, আসমান হতে ওহী আসার সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে। একথা শুনে তাঁদের অন্তরও বিগলিত হয়ে গেল, ফলে তাঁরাও উম্মে আয়মানের সাথে কাঁদতে লাগলেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত উম্মে আয়মান (রা.) হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-এর মাতা ছিলেন এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর আজাদকৃত গোলাম। তাঁর আসল নাম ছিল 'বাবাকাহ'। তিনি রাসূলে কারীম ﷺ -এর সম্মানিত পিতার বাঁদি ছিলেন। পরবর্তীতে যখন উত্তরাধিকারী সূত্রে তাঁর মালিকানা রাসূল ﷺ প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি তাঁকে আজাদ করে দেন এবং হযরত যায়েদ (রা.)-এর সাথে বিবাহ দিয়ে দেন। হযরত যায়েদ (রা.)ও প্রথমে গোলাম ছিলেন এবং হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.)-এর মালিকানায় ছিলেন। রাসূলে কারীম ﷺ তাঁকে হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) থেকে চাইলে তিনি হাদিয়াস্বরূপ হযরত যায়েদ (রা.)-কে রাসূলের নিকট পেশ করলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ তাঁকে আজাদ করে দিলেন। হযরত উম্মে আয়মান (রা.) হাবশী বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং মহিলা সাহাবীদের মধ্যে উচ্চ সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। রাসূলে কারীম ﷺ ও তাঁর খুবই ইজ্জত-সম্মান করতেন। হযরত উম্মে আয়মান (রা.)ও ইসলাম ও মুসলমানদের ভালোবাসায় সম্পূর্ণরূপে পাগলপারা ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে ইসলামি মুজাহিদদের পানি পান করানো ও আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করা এবং দেখাশুনা তাঁর খুবই প্রিয় কাজ ছিল। হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর ইন্তেকালের বিশ দিন পর তাঁর ইন্তেকাল হয়।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২১১]

وَعَنْ ٥٧١٦ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ وَنَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ حَتّٰى اَهْوٰى نَحْوَ الْمِنْبَرِ فَاسْتَوٰى عَلَيْهِ وَاتَّبَعْنَاهُ

৫৭১৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অন্তিম রোগের সময় একদা আমরা মসজিদে বসাছিলাম, তখন তিনি তাঁর মাথায় একখানা কাপড় বাঁধা অবস্থায় বের হয়ে আমাদের সম্মুখে আসলেন এবং সরাসরি মিম্বরে গিয়ে বসলেন। আর আমরাও তাঁর অনুসরণে নিকটে গিয়ে বসলাম।

قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنِّىْ لَا نْظُرُ اِلَى الْحَوْضِ مِنْ مَقَامِىْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ اِنَّ عَبْدًا عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا فَاخْتَارَ الْاٰخِرَةَ قَالَ فَلَمْ يَفْطِنْ لَهَا اَحَدٌ غَيْرَ اَبِىْ بَكْرٍ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَبَكٰى ثُمَّ قَالَ بَلْ نَفْدِيْكَ بِاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَاَنْفُسِنَا وَاَمْوَالِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ هَبَطَ فَمَا قَامَ عَلَيْهِ حَتَّى السَّاعَةَ. (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ)

অতঃপর তিনি বললেন, আমি সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই আমি আমার এ স্থান হতে হাউযে কাওছার দেখতে পাচ্ছি। তারপর বললেন, আল্লাহর কোনো এক বান্দার সম্মুখে দুনিয়া ও তার সাজসজ্জা উপস্থিত করা হয়; কিন্তু সে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়। হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথাটির তাৎপর্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ব্যতীত আর কেউই বুঝতে পারেননি। সাথে সাথে তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল এবং তিনি কেঁদে দিলেন। অতঃপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বরং আমরা আমাদের পিতামাতা ও আমাদের জানমালসমূহ আপনার জন্য উৎসর্গ করছি। হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, তারপর তিনি মিম্বর হতে নেমে আসলেন এবং এ যাবৎ আর কখনো তিনি তার উপর দাঁড়াননি। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল ﷺ -এর দরবারে এসে আরজ করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আপনি যদি এখন দুনিয়ায় আরো থাকতে চান তাহলে থাকতে পারেন এবং দুনিয়ার ধনভাণ্ডার আপনাকে প্রদান করা হবে, আর তার পাহাড়সমূহকে আপনার জন্য স্বর্ণ-চাঁদিতে পরিণত করা হবে, তবে আখেরাতে আপনার জন্য যে পরিমাণ মর্যাদা, প্রতিদান ও নিয়ামত নির্ধারিত রয়েছে তাতে সামান্য পরিমাণ হ্রাস পাবে। আবার আপনি যদি চান যে, আমাদের নিকট আসবেন তাহলে আসতে পারেন। এটা শুনে রাসূল ﷺ মাথা ঝুঁকালেন যেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণার পূর্বে গবেষকরা মাথা ঝুঁকিয়ে চিন্তা করে থাকেন। এটাও বর্ণনা করা হয় যে, সে সময় রাসূলে কারীম ﷺ -এর গোলামদের মধ্য হতে একজন সেখানে উপস্থিত ছিল। সে একথা শুনল যে, রাসূল ﷺ -কে ধনভাণ্ডার ও স্বর্ণ-রৌপ্যের বিশাল পরিমাণসহ দুনিয়াতে থাকার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে তখন সে বলল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতে এমন কি ক্ষতি আছে যদি আপনি আরো কিছু দিন এ দুনিয়াতে থাকার ইচ্ছা করেন, আপনার অসিলায় প্রাপ্ত ধনভাণ্ডার হতে আমরাও আরাম-আয়েসে জীবনযাপন করব। কিন্তু রাসূল ﷺ উক্ত গোলামের দিকে না তাকিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর দিকে দেখলেন এবং জানতে চাইলেন যে, উপঢৌকন ও এখতিয়ার প্রদানের আসল উদ্দেশ্য কি? এবং যখন বুঝলেন যে, আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নিকট আহ্বান করা তখন তিনি বললেন যে, সেখানে আমি আসতে চাচ্ছি। এভাবেই তিনি চিরকালের আখেরাতকে এখতিয়ার করলেন এবং ধ্বংসশীল দুনিয়াকে উপেক্ষা করলেন। এরই ভিত্তিতে কোনো আরেফ বলেন যে, যদি কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে এমন দুটি পাত্র হতে একটিকে বাছাই করার এখতিয়ার দেওয়া যার একটি পাত্র মাটির তৈরি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী এবং অন্য পাত্রটি স্বর্ণের কিন্তু ক্ষণস্থায়ী তাহলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিশ্চয়ই ঐ ক্ষণস্থায়ী পাত্রের উপর তথা স্বর্ণের পাত্রের উপর মাটির পাত্র তথা দীর্ঘস্থায়ী পাত্রকে প্রাধান্য দেবে। আর কোথাও যদি অবস্থা তার উল্টো হয় অর্থাৎ স্বর্ণের পাত্র দীর্ঘস্থায়ী পাত্র হয় আর মাটির পাত্র ক্ষণস্থায়ী পাত্র হয় এক্ষেত্রে কাউকে যদি যে কোনো একটি পছন্দ করার এখতিয়ার দেওয়া হয় তখন শুধু কোনো নির্বোধ ও বেকুব ব্যক্তিই স্বর্ণের পাত্র পছন্দ না করে মাটির পাত্র পছন্দ করবে।

অতএব জানা উচিত যে, আখেরাতের উদাহরণ হলো ঐ দীর্ঘস্থায়ী পাত্র যা স্বর্ণের আর দুনিয়ার উদাহরণ হলো ঐ ক্ষণস্থায়ী পাত্র যা মাটির এবং ধ্বংসশীল। কুরআন মাজীদ ঐ বাস্তবতার দিকে এভাবে ইঙ্গিত করেছে যে, وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى অর্থাৎ আর আখেরাত হলো উত্তম ও উচ্চ এবং চিরকাল বিদ্যমান থাকবে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২১১ - ২১২]

وَعَنْ ٥٧١٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ نَزَلَتْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاطِمَةَ قَالَ نُعِيَتْ إِلَىٰ نَفْسِيْ فَبَكَتْ قَالَ لَا تَبْكِيْ فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِيْ لَاحِقٌ بِيْ فَضَحِكَتْ فَرَاَهَا بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَ يَا فَاطِمَةُ رَأَيْنَاكِ بَكَيْتِ ثُمَّ ضَحِكْتِ قَالَتْ إِنَّهُ أَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ قَدْ نُعِيَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ فَبَكَيْتُ فَقَالَ لِيْ لَا تَبْكِيْ فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِيْ لَاحِقٌ بِيْ فَضَحِكْتُ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَالْإِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ ـ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৫৭১৭. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূরা إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ নাজিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ফাতেমা (রা.)-কে ডেকে বললেন, আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হয়েছে। একথা শুনে হযরত ফাতেমা (রা.) কেঁদে দিলেন। তখন রাসূলল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কেঁদো না। কেননা আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই প্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তখন হযরত ফাতেমা (রা.) হাসলেন। হযরত ফাতেমা (রা.)-এর এ অবস্থা দেখে নবী করীম ﷺ -এর কোনো এক বিবি জিজ্ঞাসা করলেন, হে ফাতেমা! আমরা প্রথমে একবার তোমাকে দেখলাম কাঁদতে। আবার পরে দেখলাম হাসতে [এর হেতু কি?] উত্তরে হযরত ফাতেমা (রা.) বললেন, প্রথমে তিনি আমাকে বলেছেন, 'তাঁকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হয়েছে।' তা শুনে আমি কেঁদে ফেলি। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি কেঁদো না। কারণ আমার পরিবারের মধ্য হতে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। একথা শুনে আমি হাসলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন আল্লাহর সাহায্য এসেছে এবং মক্কাও বিজিত হয়েছে এবং ইয়ামানবাসীগণ [ইসলাম গ্রহণ করে] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসেছে, তারা কোমল অন্তরের অধিকারী, ঈমান ইয়ামানবাসীদের মধ্যে এবং হিকমতও ইয়ামানবাসীদের মধ্যে রয়েছে। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"قَوْلُهُ نُعِيَتْ إِلَىٰ نَفْسِيْ" : 'আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হয়েছে।' রাসূলে কারীম ﷺ যেন এ সংবাদ দিচ্ছেন যে, এ সূরা মূলত এ পৃথিবী থেকে আমার চলে যাওয়া ঘোষণাপত্র। কেননা এতে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সহযোগিতা, বিজয় ও সফলতা এবং ইসলামে মানুষের দলে দলে যোগদানের সংবাদ দেওয়া হয়েছে, আর তার সাথে সাথে তাসবীহ পাঠের ও আল্লাহ তা'আলার গুণকীর্তণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যার উদ্দেশ্য এটাই যে, পৃথিবীতে আমার অবস্থান ও আগমনের উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইসলাম ও ইসলামের দাওয়াতের পূর্ণতা সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আমার তাসবীহ পাঠ, আল্লাহর গুণকীর্তণ ও তাঁর সত্তার দিকে পূর্ণ মনোযোগী হওয়ার মাধ্যমে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২১২ ও ২১৩]

"قَوْلُهُ فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِيْ لَاحِقٌ بِيْ" : 'কেননা আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই প্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে।' এ সকল কথা হযরত ফাতেমা (রা.)-কে শুধুমাত্র সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং তাঁর সামনে বাস্তব ঘটনা ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, আমার ইন্তেকালের পর আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই প্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে এবং আমার বিচ্ছেদের কষ্ট তোমাকে বেশিদিন ভোগ করতে হবে না। সুতরাং এরূপই হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকালের ছয়মাস পরই হযরত ফাতেমা (রা.) এ পৃথিবী হতে বিদায় নেন। অধিক বিশুদ্ধ অভিমত এটাই। কিন্তু এক বর্ণনায় রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকালের আটমাস পর, আরেক বর্ণনায় তিনমাস বা দু-মাস পর এবং আরেক বর্ণনায় সত্তর দিন পর তাঁর ইন্তেকালের উল্লেখ রয়েছে।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২১৩]

"قَوْلُهُ "أَهْلُ الْيَمَنِ : 'ইয়ামনবাসী' দ্বারা কারো মতে মক্কাবাসীকে বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈমানের প্রথম সূচনা হয়েছে মক্কা হতে। মক্কার একাংশ 'তিহামা' এবং তিহামা হলো ইয়ামনের অংশ। আবার কারো মতে 'ইয়ামন' দ্বারা মদিনার আনসারীগণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা আনসারীদের আদি বংশ ইয়ামনী। কিন্তু প্রসিদ্ধ মত হলো, আলে ইয়ামন দ্বারা হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে বুঝানো হয়েছে, তাঁরা ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজ ইচ্ছায় রাসূল ﷺ খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। এ কথাটি সূরা নাসরের দ্বিতীয় আয়াত وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا -এর ব্যাখ্যাস্বরূপ নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন। নবী করীম ﷺ -এর ওফাতের মাত্র ছয় মাস পর হযরত ফাতেমা (রা.) ইন্তেকাল করেছেন, তাঁর আগে আহলে বায়তের আর কেউ ওফাত পাননি।

وَعَنْ ٥٧١٨ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهَا قَالَتْ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاكَ لَوْ كَانَ وَاَنَا حَيٌّ فَاَسْتَغْفِرُ لَكِ وَاَدْعُوْلَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَاثُكْلِيَاهُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِيْ فَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ لَظَلِلْتَ اٰخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ اَزْوَاجِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ اَنَا وَا رَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ اَوْ اَرَدْتُ اَنْ اُرْسِلَ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ وَابْنِهِ وَاَعْهَدَ اَنْ يَّقُوْلَ الْقَائِلُوْنَ اَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّوْنَ ثُمَّ قُلْتُ يَاْبَى اللّٰهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ اَوْ يَدْفَعُ اللّٰهُ وَيَاْبَى الْمُؤْمِنُوْنَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৭১৮. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি বললেন, হায় আমার মাথা [ব্যথায় আমি মরণাপন্ন]! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি এটা [অর্থাৎ তোমার মৃত্যু] ঘটে যায়, আর আমি বেঁচে থাকি, তাহলে [চিন্তার কোনো কারণ নেই,] আমি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করব এবং তোমার জন্য দোয়া করব। তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন, হায় আফসোস! আল্লাহর কসম! আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি আমার মৃত্যুই কামনা করছেন। আর যদি তাই ঘটে, তাহলে তো আপনি সেদিনের শেষাংশে আপনার জন্য অন্য কোনো বিবির সাথে রাত্রি যাপন করবেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, [নিজের মাথাব্যথা এবং মৃত্যুর আলোচনা বাদ দাও;] বরং আমার মাথা [আরো অধিক]। [অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,] আমি সিদ্ধান্ত করেছিলাম অথবা বলেছেন, আমি ইচ্ছা করেছিলাম কোনো লোক পাঠিয়ে হযরত আবূ বকর ও তাঁর পুত্র [আব্দুর রহমান]-কে ডেকে আনব এবং তাদেরকে [খেলাফত সম্পর্কে] অসিয়ত করে যাব, যেন লোকেরা বলতে না পারে [অমুক খেলাফতের অধিক উপযোগী]; কিন্তু পরে আমি ভাবলাম, আল্লাহ তা'আলাই [আবূ বকর ব্যতীত অন্যের খেলাফত] গ্রহণ করবেন না। আর ঈমানদারগণও তা মেনে নেবে না। অথবা তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলাই প্রতিহত করবেন এবং ঈমানদারগণও গ্রহণ করবে না। -[বুখারী

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"قَوْلُهُ "وَا رَأْسَاهُ : 'হায় আমার মাথা [ব্যাথায় আমি মরণাপন্ন]!' বাহ্যিক দৃষ্টিতে বোঝা যায় যে, এটা রাসূলে কারীম ﷺ -এর মৃত্যুরোগের সময়কার ঘটনা। কোনো একদিন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর মাথায় অত্যধিক ব্যথা পরিলক্ষিত হলো, আর তিনি আলোচ্য বাক্য দ্বারা স্বীয় অভিযোগ রাসূলে কারীম ﷺ -এর সামনে প্রকাশ করলেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'মাথা' দ্বারা উদ্দেশ্য 'সত্তা' যার দ্বারা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নিজের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

-[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২১৫]

"قَوْلُهُ "وَا ثُكْلِيَاهْ : 'হায় আফসোস [আমার মাথার ব্যথার মসিবত]!' ثُكْلُ [ث বর্ণে যবর ও পেশ উভয়ভাবে] শব্দটির আসল অর্থ– ছেলে অথবা বন্ধু মৃত্যুবরণ করা। এখানে এ শব্দ দ্বারা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নিজের সত্তাকে বুঝেয়েছেন যে, রোগের উল্লেখ মৃত্যুকে স্মরণ করে দেয়। অনুরূপভাবে এটা একটি পারিভাষিক শব্দ, যা অস্থিরতা ও পেরেশানির সময় আরবদের মুখে উচ্চারিত হয় চাই তার বাস্তব অর্থ উদ্দেশ্য হোক বা না হোক। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২১৫]

"قَوْلُهُ "بَلْ اَنَا وَا رَأْسَاهُ الخ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর ধারণা হয়েছিল, এ রোগে তার মৃত্যু ঘটতে পারে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন যে, এ রোগে তাঁর মৃত্যু হবে না, তাই তিনি প্রথমে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার পর এদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন যে, এ অসুখে আমি আর সেরে উঠব বলে আশা করি না। এখন আমার নিদারুণ চিন্তা মুসলিম উম্মাহর দায়িত্বভার কার উপর দিয়ে যাই। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কথাই মনে পড়েছিল। কারণ তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি, কাজেই অন্যের খেলাফত আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করবেন না এবং জাতিও মেনে নেবে না; কিন্তু তারপরও নবী করীম ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে মনোনীত করে যাননি কিংবা কিছু লিখেও দেননি। কারণ মুসলমানরা নিজেদের ব্যাপারে নিজেরাই চিন্তা করে ঠিক করুক, ইজতেহাদের ছওয়াব লাভ করুক এবং ভেবে-চিন্তে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে সর্বসম্মতভাবে নির্বাচন করে তাঁর হাতে বায়'আত করুক, তাই ছিল তাঁর ইচ্ছা। এজন্য খলিফা নির্বাচনের গুরুভার তিনি জনগণের উপরই ন্যস্ত করে গেছেন। যা ইসলামি গণতন্ত্রের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নবী করীম ﷺ -কে যে কথাটি বলেছেন, তা ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক মান-অভিমানের ব্যাপার।

وَعَنْهَا ٥٧١٩ قَالَتْ رَجَعَ اِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ مِنَ الْبَقِيْعِ فَوَجَدَنِيْ وَاَنَا اَجِدُ صُدَاعًا وَاَنَا اَقُوْلُ وَارَأْسَاهُ قَالَ بَلْ اَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ قَالَ وَمَا ضَرَّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِيْ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ قُلْتُ لَكَأَنِّيْ بِكَ وَاللّٰهِ لَوْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ لَرَجَعْتَ اِلٰى بَيْتِيْ فَعَرَّسْتَ فِيْهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ بُدِئَ فِيْ وَجْعِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৫৭১৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বাকী' নামক কবরস্থানের এক জানাজায় শামিল হওয়ার পর আমার কাছে ফিরে আসলেন। তখন আমাকে তিনি এমন অবস্থায় পেলেন যে, আমি মাথা বেদনায় আক্রান্ত। আর আমি বলছি, হায়! ব্যথার আমার মাথা গেল। [আমার অবস্থা দেখে] তিনি বললেন, না বরং হে আয়েশা! আমি মাথাব্যথায় অস্থির হয়ে পড়েছি। আর এতে তোমার ক্ষতিই বা কি? যদি তুমি আমার আগে মরে যাও, তাহলে আমি তোমাকে গোসল করাব, কাফন পরাব, তোমার নামাজে জানাজা পড়ব এবং আমি তোমাকে দাফন করব। [এ কথা শুনে] আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যেন আপনাকে এমন অবস্থায় মনে করছি, আপনি আমার শেষকৃত্য সম্পাদন করে আমার হুজরায় ফিরে আসবেন এবং আপনার কোনো এক বিবির সাথে সেখানে রাত্রি যাপন করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদু হাসলেন। [হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন,] এরপর হতেই তাঁর সেই রোগের সূচনা হলো যে রোগে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"قَوْلُهُ "وَدَفَنْتُكِ : 'আমি তোমাকে দাফন করব।' রাসূলে কারীম ﷺ -এর এ ঘোষণা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) রাসূলে কারীম ﷺ -এর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করতেন তাহলে তিনি ঐ বিশেষ সৌভাগ্য ও মর্যাদার অধিকারিণী হতেন, যা রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকালের পর জীবিত থাকা অতঃপর মৃত্যুবরণ করার ক্ষেত্রে অর্জিত হয়নি। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২১৭]

وَعَنْ ٥٧٢٠ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ دَخَلَ عَلٰى اَبِيْهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَقَالَ اَلَا اُحَدِّثُكَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَلٰى حَدِّثْنَا عَنْ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ لَمَّا مَرِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَاهُ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَنِىْ اِلَيْكَ تَكْرِيْمًا لَكَ وَتَشْرِيْفًا لَكَ خَاصَّةً لَكَ يَسْئَلُكَ عَمَّا هُوَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنْكَ يَقُوْلُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ اَجِدُنِىْ يَا جِبْرَئِيْلُ مَغْمُوْمًا وَاَجِدُنِىْ يَا جِبْرَئِيْلُ مَكْرُوْبًا ثُمَّ جَاءَ الْيَوْمَ الثَّانِىَ فَقَالَ لَهٗ ذٰلِكَ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ كَمَا رَدَّ اَوَّلَ يَوْمٍ ثُمَّ جَاءَهُ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَقَالَ لَهٗ كَمَا قَالَ اَوَّلَ يَوْمٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ كَمَا رَدَّ عَلَيْهِ وَجَاءَ مَعَهٗ مَلَكٌ يُقَالُ لَهٗ اِسْمَاعِيْلُ عَلٰى مِائَةِ اَلْفِ مَلَكٍ كُلُّ مَلَكٍ عَلٰى مِائَةِ اَلْفِ مَلَكٍ فَاسْتَاْذَنَ عَلَيْهِ فَسَاَلَهٗ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ جِبْرَئِيْلُ هٰذَا مَلَكُ الْمَوْتِ يَسْتَاْذِنُ عَلَيْكَ مَا اسْتَاْذَنَ عَلٰى اٰدَمِىٍّ قَبْلَكَ وَلَا يَسْتَاْذِنُ عَلٰى اٰدَمِىٍّ بَعْدَكَ -

৫৭২০. অনুবাদ : হযরত জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, একদা কুরাইশী এক ব্যক্তি তাঁর [মুহাম্মদের] পিতা আলী ইবনে হুসাইন (র.)-এর নিকট আসল। তখন হযরত আলী ইবনে হুসাইন (র.) [আগত লোকটিকে উদ্দেশ্য করে] বললেন, আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি হাদীস বর্ণনা করব? লোকটি বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই আবুল কাসেম ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করুন। তখন হযরত আলী ইবনে হুসাইন (র.) [মুরসাল হিসেবে] বর্ণনা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রোগাক্রান্ত হলেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনার বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার খেদমতে পাঠিয়ে আপনার হাল-অবস্থা জানতে চেয়েছেন। অথবা আপনার অবস্থা সম্পর্কে তিনি [আল্লাহ] আপনার চেয়ে অধিক অবগত আছেন। তবুও তিনি জানতে চেয়েছেন, আপনি এখন নিজের মধ্যে কিরূপ অনুভব করছেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে জিবরাঈল! আমি নিজেকে ভারাক্রান্ত পাচ্ছি এবং নিজের মধ্যে অস্থিরতা অনুভব করছি। [এরপর সেদিন হযরত জিবরাঈল (আ.) চলে গেলেন।] আবার দ্বিতীয় দিন এসে বিগত দিনের ন্যায় জিজ্ঞাসা করলেন, আর নবী করীম ﷺ ও প্রথম দিনের মতো জবাব দিলেন। [এদিনও হযরত জিবরাঈল (আ.) চলে গেলেন।] পুনরায় হযরত জিবরাঈল (আ.) তৃতীয় দিন আসলেন এবং নবী করীম ﷺ -কে প্রথম দিনের ন্যায় জিজ্ঞাসা করলেন, আর তিনিও প্রথম দিনের মতো একই উত্তর দিলেন। এই [তৃতীয়] দিন হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সঙ্গে আসলেন 'ইসমাঈল' নামে আর একজন ফেরেশতা। তিনি ছিলেন এমন এক লক্ষ ফেরেশতার সর্দার, যাদের প্রত্যেকেই [স্বতন্ত্রভাবে] এক এক লক্ষ ফেরেশতাদের সর্দার। সেই ফেরেশতাও নবী করীম ﷺ -এর নিকটে আসার অনুমতি চাইলেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। [এরপর প্রবেশের অনুমতি দিলেন।] অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ-কে বললেন, এই যে মালাকুল মাউত [হযরত আজরাঈল (আ.)]। ইনিও আপনার নিকটে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি আপনার পূর্বে কখনো কোনো মানুষের কাছে যেতে অনুমতি চাননি এবং আপনার পরেও আর কখনো কোনো মানুষের নিকট আসতে অনুমতি চাবেন না।

فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ فَاذِنَ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَنِىْ اِلَيْكَ فَاِنْ اَمَرْتَنِىْ اَنْ اَقْبِضَ رُوْحَكَ قَبَضْتُ وَاِنْ اَمَرْتَنِىْ اَنْ اَتْرُكَهُ تَرَكْتُهُ فَقَالَ وَتَفْعَلُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ قَالَ نَعَمْ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاُمِرْتُ اَنْ اُطِيْعَكَ قَالَ فَنَظَرَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى جَبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ جَبْرَئِيْلُ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ قَدِ اشْتَاقَ اِلٰى لِقَائِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِمَلَكِ الْمَوْتِ اِمْضِ لِمَا اُمِرْتَ بِهِ فَقَبَضَ رُوْحَهُ فَلَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَاءَتِ التَّعْزِيَةُ سَمِعُوْا صَوْتًا مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اِنَّ فِى اللّٰهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ فَبِاللّٰهِ فَاتَّقُوْا وَاِيَّاهُ فَارْجُوْا فَاِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ فَقَالَ عَلِىٌّ اَتَدْرُوْنَ مَنْ هٰذَا هُوَ الْخِضْرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . (رواه الْبَيْهَقِىُّ فِىْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

অতএব, তাঁকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করুন। তখন নবী করীম ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন, তখন তিনি নবী করীম ﷺ -কে সালাম করলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছেন। আপনি যদি আমাকে আপনার রূহ কবজ করবার অনুমতি বা নির্দেশ দেন, তাহলে আমি আপনার রূহ কবজ করব। আর যদি আপনি আপনাকে ছেড়ে দিতে আমাকে নির্দেশ দেন, তাহলে আমি আপনাকে ছেড়ে দেব [অর্থাৎ রূহ কবজ করব না]। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, হে মালাকুল মাউত! আপনি কি এমন করতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি এভাবেই নির্দেশিত হয়েছি। আর আমি এটাও আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন আপনার নির্দেশ মেনে চলি। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় নবী করীম ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর দিকে তাকালেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তা'আলা আপনার সাক্ষাৎ লাভের জন্য একান্তভাবে উদ্‌গ্রীব। তখনই নবী করীম ﷺ মালাকুল মাউতকে বললেন, যে জন্য আপনি আদিষ্ট হয়েছেন, তাই কার্যে পরিণত করুন, অতঃপর তিনি তাঁর রূহ কবজ করে ফেললেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করেন এবং একজন সান্ত্বনাদানকারী আসেন, তখন তাঁরা গৃহের এক পার্শ্ব হতে এ আওয়াজ শুনতে পেলেন– "হে আহলে বায়ত! আপনাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আল্লাহর কিতাবে প্রত্যেকটি বিপদের সময় সান্ত্বনা ও ধৈর্যের উপাদান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ধ্বংসের উত্তম বিনিময়দানকারী এবং প্রত্যেক হারানো বস্তুর ক্ষতিপূরণকারী। সুতরাং আপনারা একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করে চলুন এবং তাঁর কাছেই সর্বময় কল্যাণের কামনা করুন। কারণ প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত যে ছওয়াব হতে বঞ্চিত।" অতঃপর হযরত আলী (রা.) বললেন, তোমরা কি জান এই সান্ত্বনাবাণী প্রদানকারী লোকটি কে? ইনি হলেন, হযরত খিজির (আ.)। –[ইমাম বায়হাকী (র.) তাঁর দালায়েলুন নবুয়ত গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : বর্ণনাকারী জা'ফর হলেন জা'ফর আস-সাদেক। তাঁর পিতা মুহাম্মদ আল-বাকের। আর আলী ইবনে হুসাইন, ইনি যায়নুল আবেদীন নামে প্রসিদ্ধ। এই আলী ছিলেন প্রসিদ্ধ ও প্রখ্যাত তাবেয়ী। সুতরাং তাঁর বর্ণিত হাদীস 'মুরসাল'। হাদীসের শেষাংশে فَقَالَ عَلِىٌّ এই আলী কে? এতে মতভেদ আছে। ইমাম যয়নুল আবেদীন অথবা হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.), তবে হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) হওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত। পরিশেষে কেউ কেউ হাদীসটিকে যয়ীফ বললেও আল্লামা হাফেজ আসকালানী (র.) বলেছেন, এটা 'হাসান।'

قَوْلُهُ "اَجِدُنِىْ مَغْمُوْمًا وَمَكْرُوْبًا" : 'আমি নিজেকে ভারাক্রান্ত পাচ্ছি এবং নিজের মধ্যে অস্থিরতা অনুভব করছি।' বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সামনে নিজের যে অস্থিরতা ও পেরেশানির কথা প্রকাশ করেছেন তার সম্পর্ক ভবিষ্যতের সাথে ছিল যে, আমার পরে আমার উম্মত না জানি কোন অবস্থার সম্মুখীন হবে এবং কি ধরনের বিপদাপদ তাদের উপর আপতিত হবে। 'ইসমাঈল ফেরেশতা' সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম লিখেন যে, তিনি পৃথিবীর আসমানের দারোগা। কিন্তু হাদীসের মধ্যে যেভাবে ইসমাঈল ফেরেশতার আগমনের উল্লেখ আছে তদ্রূপ মওতের ফেরেশতা তথা হযরত আজরাঈল (আ.)-এর আগমনের উল্লেখ নেই। তার কারণ হলো, সে সময় মওতের ফেরেশতার আগমন একেবারে সুস্পষ্ট ব্যাপার, যা বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না কিংবা মওতের ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল ও ইসমাঈল ফেরেশতার আগমনের পর ঠিক ঐ মুহূর্তেই উপস্থিত হয়েছিলেন যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর উপস্থিতির সংবাদ দেন এবং তাঁর পক্ষ হতে রাসূল ﷺ -এর দরবারে অনুমতি আবেদন করেন।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) ইমাম বায়হাকী (র.) থেকেই এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, তৃতীয় দিন যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে আগমন করেন তখন তাঁর সাথে মওতের ফেরেশতাও ছিলেন এবং তাঁদের দুজনের সাথে শূন্যস্থানের আরো একজন ফেরেশতা ছিলেন যাঁকে ইসমাঈল বলা হয় এবং যিনি এমন সত্তর হাজার ফেরেশতার উপর হাকিম হিসেবে নিয়োজিত যাঁদের প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন সত্তর হাজার ফেরেশতার উপর কমান্ডিং অফিসার হিসেবে নিয়োজিত।

-[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২১৮ ও ২১৯]

قَوْلُهُ "فَقَبَضَ رُوْحَهُ" : 'অতঃপর মওতের ফেরেশতা তাঁর রূহ কবজ করে ফেললেন।' এর অধীনে শায়েখ আব্দুল হক (র.) লিখেছেন– 'যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) এবং তাঁর সঙ্গী মওতের ফেরশতা ও তৃতীয় ফেরেশতা হযরত ইসমাঈল আগমন করলেন এবং উল্লিখিত আলোচনা সম্পন্ন হলো তো তারপর রাসূলে কারীম ﷺ অল্প সময়ের জন্য অবকাশ পেলেন এবং এ স্বল্প সময়ে সাহাবায়ে কেরামকে উক্ত সকল ঘটনা ও আলোচনা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেন অতঃপর মওতের ফেরেশতা তাঁর রূহ কবজ করে ফেললেন। অথবা ঘটনা এরূপ ছিল যে, অদৃশ্য জগতের এ সকল ঘটনা এবং আলোচনা কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম যাঁরা সে সময় রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলেন তাঁদের উপর মুনকাশিফ তথা প্রকাশিত হয়েছিল এবং ঐ সকল সাহাবী হতে কোনো একজন এ সকল ঘটনা ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (র.)-এর নিকট বর্ণনা করেন, যাকে ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (র.) রেওয়ায়েতের প্রারম্ভে 'কুরাইশের এক ব্যক্তি' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের মন বলছে যে, হতে পারে হযরত খিজির (আ.) এক কুরাইশী ব্যক্তির আকৃতি ধরে হযরত ইমাম আলী যায়নুল (র.) -এর নিকট এসেছিলেন এবং তিনি এ হাদীস হযরত ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (র.)-এর নিকট বর্ণনা করেছিলেন এজন্যই ইমাম যায়নুল আবেদীন (র.) রাবীর উল্লেখ অস্পষ্ট শব্দে করেছেন।' -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২১৯]

بَابٌ
পরিচ্ছেদ : রাসূলে কারীম ﷺ কোনো প্রকার আর্থিক অসিয়ত করেননি প্রসঙ্গে

এ পরিচ্ছেদ পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের সম্পূরক হওয়ার কারণে স্বতন্ত্রভাবে এর নামকরণ করা হয়নি। তবে এ পরিচ্ছেদে যে সকল হাদীস আলোচিত হয়েছে তার ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায় যে, এ পরিচ্ছেদে 'রাসূলে কারীম ﷺ কোনো প্রকার আর্থিক অসিয়ত করেননি প্রসঙ্গে' আলোচিত হয়েছে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২২১]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٧٢١ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَاشَاةً وَلَا بَعِيْرًا وَلَا اَوْصٰى بِشَىْءٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৭২১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাতের পর দিনার-দিরহাম, বকরি-উট কিছুই রেখে যাননি। আর কোনো কিছুর অসিয়তও করেননি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "وَلَا اَوْصٰى بِشَىْءٍ" : 'আর রাসূল ﷺ কোনো কিছুর অসিয়তও করেননি।' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রাসূল ﷺ আর্থিক কোনো জিনিসের অসিয়ত করেননি। কেননা রাসূল ﷺ ওফাতের সময়েই কোনো ধনসম্পদ রেখে যাননি তাহলে অসিয়ত করা সুযোগ কিভাবে আসে? তবে বনূ নাযীর ও ফাদাক ভূমির বিষয়টি তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ই বিবিদের বাৎসরিক খরচ বাদে যা উদ্বৃত্ত থাকত তা মুসলমানদের জন্য সদকা করে দিয়েছিলেন।

এ স্থলে ইমাম নববী (র.) লিখেছেন, অন্য একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, যখন লোকেরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর সম্মুখে এ বিষয়টি উল্লেখ করল যে, রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে তাঁর ওছি নির্ধারিত করেছেন, তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) আশ্চর্য হয়ে বললেন, রাসূল ﷺ কখন অসিয়ত করলেন? আমি তো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তথা রূহ কবজ হওয়া পর্যন্ত রাসূল ﷺ -এর নিকটই উপস্থিত ছিলাম। যদি রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.)-এর জন্য কোনো অসিয়ত করতেন এবং তাঁকে স্বীয় ওছি তথা স্বীয় ধনসম্পদের ওয়ারিশ অথবা রক্ষক বানাতেন তাহলে তা আমার থেকে বেশি কেউ জানত না। যে সকল লোক এ জাতীয় কথা বলে তারা ভুল বলে– রাসূল ﷺ কাউকে ওছি নিযুক্ত করেননি। সুতরাং হাদীসের ভাষ্য "وَلَا اَوْصٰى بِشَىْءٍ" -এর আলোচ্য বিষয় হলো আর্থিক অসিয়ত। যার অর্থ হলো, রাসূল ﷺ স্বীয় ধনসম্পদের এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত করেননি এবং এক তৃতীয়াংশের অধিক বা কমেরও অসিয়ত করেননি। কেননা রাসূল ﷺ -এর নিকট এমন কোনো স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ছিল না যার তিনি অসিয়ত করবেন। তদ্রূপ রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.)-এর জন্যও কোনো অসিয়ত করেননি এবং অন্য কারো জন্যও অসিয়ত করেননি যেমন শিয়ারা ভ্রান্ত ধারণা করে থাকে। আর যে সকল সহীহ হাদীসে কিতাবুল্লাহ সম্পর্কে অসিয়ত করা বা বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদলের সাথে উত্তম ব্যবহার ও মেহমানদারির অসিয়ত করার উল্লেখ রয়েছে তা অন্য বিষয়বস্তু, যা হাদীসে উল্লিখিত ভাষ্য "وَلَا اَوْصٰى بِشَىْءٍ" দ্বারা উদ্দেশ্য নয়। কতক ঐতিহাসিকগণ যে লিখেছেন– 'রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট বহুসংখ্যক উট ছিল ও দশটি উষ্ট্রীও ছিল এবং সেগুলোকে মদিনার নিকটবর্তী অঞ্চলে রাখা হতো, যেখান থেকে উষ্ট্রীর দুধ প্রতিদিন লোকেরা নিয়ে আসত। উপরন্তু রাসূল ﷺ -এর নিকট সাতটি বকরিও ছিল যেগুলোর দুধ রাসূল ﷺ পান করতেন।' তো এ বর্ণনা প্রথমত ঐ জাতীয় নয় যে, উল্লিখিত হাদীসের সাথে তার বিরোধ হবে; দ্বিতীয়ত এ বর্ণনাকে সহীহ মেনে নেওয়া হলে তখন এর উত্তরে বলা হবে যে, এ সকল উট ইত্যাদি সদকার মাল ছিল এবং তা হতে যে দুধ আমদানি হতো তা সুফফাবাসী ও অন্যান্য দরিদ্র ও অসহায় শ্রেণির লোকেরা পান করত। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২২১]

وَعَنْ ٥٧٢٢ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَخِىْ جُوَيْرِيَةَ (رضـ) قَالَ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا اَمَةً وَلَا شَيْئًا اِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسَلَاحَهُ وَاَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৭২২. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনুল হারেছ [রাসূল ﷺ -এর বিবি] জুয়াইরিয়া (রা.)-এর ভাই বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকালের সময় দিনার-দিরহাম, দাস-দাসী এবং অন্য কিছুই রেখে যাননি। শুধুমাত্র একটি সাদা খচ্চর ও তাঁর যুদ্ধাস্ত্র আর কিছু জমিন এবং এগুলো [সমগ্র মুসলমানদের জন্য] সদকা [ওয়াকফ] হিসেবে রেখে যান। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "وَلَا عَبْدًا وَلَا اَمَةً" : 'দাস-দাসী রেখে যাননি।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট এমন কোনো বাঁদি বা গোলাম ছিল না যা দাসত্ব অবস্থায় রাসূল ﷺ -এর মালিকানায় ছিল। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কতক রেওয়ায়েতে যে রাসূল ﷺ -এর দাস-দাসী ছিল বলে উল্লেখ রয়েছে তার উত্তর হলো হয়তো সেগুলো রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায়ই মৃত্যুবরণ করেছিল কিংবা রাসূল ﷺ তাদেরকে আজাদ করে দিয়েছিলেন। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২২২]

قَوْلُهُ "وَسَلَاحَهُ" : 'তাঁর যুদ্ধাস্ত্র ছিল।' এখানে যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন যুদ্ধাস্ত্র যা বিশেষভাবে রাসূল ﷺ -এর ব্যবহারে থকত, যেমন- তরবারি, বর্শা, বর্ম, শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি। এক বর্ণনায় শুধুমাত্র একটি বর্মের কথা উল্লেখ রয়েছে যা ওফাতের সময় তিনি রেখে গিয়েছিলেন, আর তাও এক ইহুদির নিকট বন্ধক হিসেবে ছিল।

প্রকাশ থাকে যে, হাদীসে যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তথা ওফাতের সময় রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট কয়েকটি জিনিস ছিল তা আপেক্ষিক বিষয় এবং এ কথার উপর ভিত্তি করে যে, ব্যবহারের কাপড় এবং সাধারণ গৃহস্থালি সামগ্রী জাতীয় ছোট-খাটো জিনিসের কোনো ধর্তব্য করা হয় না এবং এ সকল সামগ্রী স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের মধ্যে গণ্য হয় না। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, রাসূল ﷺ কিছু কাপড়চোপড় রেখে গিয়েছিলেন। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২২২]

قَوْلُهُ "جَعَلَهَا صَدَقَةً" : 'এগুলো সদকা হিসেবে রেখে যান।' এ ব্যাপারে ব্যাখ্যাকার লিখেন যে, جَعَلَهَا -এর যমীর পূর্বের সকল বস্তু তথা খচ্চর, যুদ্ধাস্ত্র ও জমিন -এর দিকে ফিরেছে, যদিও বাহ্যিকভাবে এটা বুঝে আসে যে, جَعَلَهَا -এর যমীর শুধুমাত্র জমিনের দিকে ফিরেছে। উপরন্তু হযরত আসকালানী (র.) লিখেছেন- 'এগুলো সদকা হিসেবে রেখে যান।' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রাসূলে কারীম ﷺ জমিনের লাভ সদকা করেছিলেন অর্থাৎ এখানে 'সদকা' টা 'ওয়াকফ' -এর হুকুমে। অন্য কথায় এভাবে বলা যায় যে, রাসূলে কারীম ﷺ উক্ত জমিনকে তা অবশিষ্ট ও বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত তাঁর জীবদ্দশায় সদকায়ে জারিয়া করে দিয়েছিলেন। এভাবে উক্ত জমিন যতদিন বিদ্যমান থাকবে তার সদকার ছওয়াব রাসূলে কারীম ﷺ পেতে থাকবেন। সুতরাং একথা এ বিষয়ের বিরোধী নয় যে, অবশিষ্ট যে কয়টি বস্তু রাসূলের নিকট ছিল তা রাসূল ﷺ -এর ওফাতের সাথে সাথে সদকা হয়ে গেছে।

আল্লামা কারমানী (র.) বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন, হাদীসে জমিনের যে উল্লেখ রয়েছে তা দ্বারা ওয়াদীয়ে কুরার অর্ধেক জমিন, খায়বরের জমিনের পঞ্চম অংশ এবং বনু নযীর -এর জায়গা-জমির ঐ অংশ উদ্দেশ্য যা রাসূল ﷺ নিজের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। উপরন্তু جَعَلَهَا -এর যমীর উল্লিখিত বস্তুত্রয় তথা খচ্চর, যুদ্ধাস্ত্র ও জমিন -এর দিকে ফিরেছে শুধুমাত্র জমিনের দিকে ফিরেনি। আর এ কথা রাসূল ﷺ -এর এ ঘোষণা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমরা নবীরা মিরাস রেখে যাই না, তাই যা কিছু রেখে যান তা সদকা হয়ে যায়। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২২২]

وَعَنْ ٥٧٢٣ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِىْ دِيْنَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِىْ وَمَؤُنَةِ عَامِلِىْ فَهُوَ صَدَقَةٌ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭২৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [আমার ওফাতের পরে] আমার ওয়ারিশগণ দিনার ভাগ-বণ্টন করবে না। আমি যা রেখে যাব, বিবিদের খোরপোশ এবং আমার আমেলের খরচের পর তা [মুসলমানদের জন্য] সদকা।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَؤُنَةِ عَامِلِىْ : 'আমার আমেলের খরচ।' এটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, পরবর্তী খলিফা এবং শাসক সরকারি দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত অবস্থায় তা হতে ব্যয় করবেন এবং যেভাবে নবী করীম ﷺ বিবিদের বাৎসরিক খরচ প্রদান করতেন, সেভাবে তার আমদানি হতে তাঁদের খরচ আদায় করা হবে।

وَعَنْ ٥٧٢٤ أَبِىْ بَكْرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭২৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমরা [নবী-রাসূলগণ] আমাদের পরিত্যক্ত মালসম্পদে কাউকেও ওয়ারিশ রেখে যাইনি; বরং যা কিছু রেখে যাই, তা [মুসলমানদের জন্য] সদকা [বা ওয়াকফ]।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কেরাম স্থাবর ও অস্থাবর যা কিছু রেখে যান তা মিরাস হিসেবে তাদের উত্তরাধিকারীরা পান না; বরং তা সদকার মাল হয়ে যায়, যার ব্যয় খাত হলো ফকির ও মিসকিন। কেননা আম্বিয়ায়ে কেরাম মূলত ফকির ও মিসকিনদের অন্তর্ভুক্ত। সূফিয়ায়ে কেরামের নিকট ফকিরের সংজ্ঞা হলো, 'যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর মালিক হয় না।' সুতরাং আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট যা কিছু সম্পদ থাকে তা বাহ্যিকভাবে তাদের বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিকভাবে তা আমানত বা ওয়াকফ বা সদকা হিসেবে তাদের কাছে থাকে। তাই কিছু সংখ্যক আলেম বলেন যে, এ কারণেই আম্বিয়ায়ে কেরামের আর্থিক কোনো মিরাসের প্রচলন নেই এবং কোনো ব্যক্তি তাদের ওয়ারিশ বলে গণ্য হয় না। আর যখন তঁদের উত্তরাধিকারই প্রতিষ্ঠিত নয়, তাই তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য পরিত্যক্ত মালসম্পদের প্রাপ্তির আশায় তাঁদের মৃত্যুতে খুশি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

বিস্তারিত বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এ হাদীস ঐ সময় বর্ণনা করেছিলেন, যখন হযরত ফাতেমা যাহরা (রা.)-এর পক্ষ হতে মিরাসের দাবির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি হযরত ফাতিমা (রা.)-কে বলেন, আমি রাসূলে কারীম ﷺ -এর খলিফা, আমি রাসূল ﷺ -এর পরিত্যক্ত সম্পদ ঐ খাতসমূহে ব্যয় করব যেখানে রাসূল ﷺ ব্যয় করতেন এবং এ ভিত্তিতেই আমি তোমার সহানুভূতি জ্ঞাপন সেভাবে করব যেভাবে রাসূল ﷺ সহানুভূতি করতেন। আলোচ্য হাদীসে স্বয়ং রাসূল ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের নবীদের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। এটাও বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) একথা শুধুমাত্র হযরত ফাতেমা (রা.)-কে বলেননি; বরং রাসূল ﷺ -এর পবিত্রা স্ত্রীগণকেই বলেছিলেন, যাঁরা মিরাসের দাবি করেছিলেন। আর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এ ফয়সালা করেছিলেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর আর্থিক উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ ফয়সালা তিনি একক সিদ্ধান্তে দেননি; বরং সকল বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শে দিয়েছেন যে, রাসূল ﷺ -এর উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেননা আমরা নিজ কানে রাসূল ﷺ থেকে এরকমই শুনেছি, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এ ফয়সালা দিয়েছিলেন।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২২৩ - ২২৪]

وَعَنْ ٥٧٢٥ أَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهٖ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ فَأَقَرَّ عَيْنَيْهِ بِهَلَكَتِهَا حِيْنَ كَذَّبُوْهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৭২৫. **অনুবাদ** : হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যে জাতির প্রতি নিজের অনুগ্রহ প্রকাশ করতে চান, সে জাতির নবীকে তাদের পূর্বেই ওফাত দান করেন। আর সেই নবীকে তাদের জন্য অগ্রগামী ও পূর্বসূরি করেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাদের নবীকে তাদের মধ্যে জীবিত রেখে সেই জাতিকে আজাব ও গজবে নিপতিত করেন। আর নবী তাদের ধ্বংস দেখে চক্ষুর শীতলতা [ও মানসিক প্রশান্তি] লাভ করেন। যেহেতু তারা নবীকে মিথ্যুক আখ্যায়িত করেছে এবং তাঁর আদেশাবলি অমান্য করেছেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মোটকথা নবীর নাফরমানীর সাজা সেই জাতিকে শুধু পরকালে নয়, ইহকালেও ভোগ করতে হয়।

وَعَنْ ٥٧٢٦ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَيَأْتِيَنَّ عَلٰى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِىْ ثُمَّ لَأَنْ يَّرَانِىْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهٖ وَمَالِهٖ مَعَهُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৭২৬. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে [আমি] মুহাম্মদের প্রাণ! তোমাদের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তোমাদের কেউই আমাকে দেখতে পাবে না। অতঃপর তার নিকট আমাকে দেখতে পাওয়া তার পরিবার-পরিজন ও মালসম্পদসমেত থাকা অপেক্ষা অধিক প্রিয়তর হবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হয়তো রাসূল ﷺ -এর এ ঘোষণার সম্পর্ক রাসূল ﷺ -কে তাঁর জীবদ্দশায় দেখা এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসার সাথে যার উদ্দেশ্য হলো আমার সাহাবায়ে কেরামের আমার সাথে এতটুকু ভালোবাসা ও হৃদ্যতার সম্পর্ক রয়েছে যে, যদি তারা আমাকে একদিন না দেখে এবং আমার সঙ্গত্ব থেকে বঞ্চিত থাকে তাহলে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা ও অস্থিরতা আরও বেড়ে যাবে, সে সময় তাঁরা স্বীয় আত্মীয়স্বজন ও ধনসম্পদকে দেখা ও তাদের নিকট থাকার চেয়ে আমার দর্শন ও আমার সঙ্গত্বকে অধিক পছন্দ করবে। অথবা এই মূল্যবান ঘোষণায় মূলত এ কথার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, আমার জন্য আমার উম্মতের ভালোবাসা শ্রোদ্ধাবোধ আমার মৃত্যুর পর হ্রাস পাবে না; বরং মুসলমানরা স্বীয় আত্মীয়স্বজন ও ধনসম্পদের সাথে সম্পর্ক রাখার চেয়ে অনেক বেশি এটা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, যে কোনো ভাবে চাই স্বপ্নে হোক বা জাগ্রত অবস্থায় আমার দর্শন লাভ করবে, আমাকে দেখবে। কথার পূর্বাপর দৃষ্টি দিলে এ অর্থই অধিক উপযোগী মনে হয়। সুতরাং এটাই ঐ অবস্থা যা ঐ সকল সৌন্দর্যপ্রিয়দের জীবনের পুঁজি হয়ে থাকে যারা রাসূলে কারীম ﷺ -এর সত্তার সৌন্দর্য ও পূর্ণাঙ্গতার কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকে। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২২৪]

بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ وَذِكْرِ الْقَبَائِلِ
পরিচ্ছেদ : কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রসমূহের গুণাবলি

مَنَاقِبُ শব্দটি مَنْقَبَةٌ -এর বহুবচন, যার অর্থ হলো– গুণ, মহৎ কাজ, প্রশংসনীয় কাজ, কৃতিত্ব। আর "قُرَيْش" আরবের বিখ্যাত গোত্রের নাম। قُرَيْش শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– একটি বৃহৎ ভয়ঙ্কর ও শাক্তিশালী সামুদ্রিক জীব। কিন্তু মূলত এটা নযর ইবনে কিনানা [বা ফিহির ইবনে মালেক ইবনে নযর] -এর উপাধি ছিল, যার সন্তানাদি বিভিন্ন বংশে বিস্তৃতি লাভ করে এবং ঐ সকল বংশকে অন্তর্ভুক্তকারী গোত্রের প্রধান পুরুষের উপাধি অনুসারে 'কুরাইশ' নামকরণ করা হয়েছে। "قَبَائِل" শব্দটি قَبِيْلَةٌ -এর বহুবচন, যার অর্থ হলো– এক পিতার সন্তানসন্ততি। আর বিভিন্ন গোত্রের বর্ণনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আরবের বিভিন্ন গোত্রের বৈশিষ্ট্যাবলি ও গুণাবলি এবং তাদের ভালোমন্দ বিষয়াবলি বর্ণনা করা। –[মাযাহেরে হক খ. ৭. পৃ. ২২৫]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٧٢٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭২৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, এ [দীন-শরিয়তের] ব্যাপারে লোকজন কুরাইশদের অনুসারী– তাদের মুসলমানরা তাদের মুসলমানদেরই অনুসারী– এবং তাদের কাফের তাদের কাফেরেরই অনুগত। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ : অর্থাৎ নেতৃত্ব কুরাইশদের মধ্যে চলে আসছে। সুতরাং তা তাদের মধ্য হতে বের হয়ে অন্যত্র যাওয়া উচিত বা কল্যাণজনক হবে না। আল্লামা তূরপুশতী (র.) বলেছেন, অবশেষে কুরাইশদের একজনও কুফরের মধ্যে থেকে যায়নি ফলে জাহিলি যুগে তারা যেভাবে নেতৃত্বে ছিলেন, ইসলামি যুগেও তা বহাল ছিল। 'তাদের মুসলমানরা তাদের মুসলমানদেরই অনুসারী।' এ কথাটির তাৎপর্য সম্পর্কে হাফেজ আসকালানী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আরবের বুকে ইসলামের ডাক দিয়েছিলেন, তখন অধিকাংশ গোত্রের লোকেরা এই বলে ইসলাম গ্রহণ হতে বিরত থাকে, দেখা যাক, কুরাইশরা কি করে? অতঃপর যখন মক্কা বিজয় হলো, আর কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করল, তখন সমস্ত গোত্র দলে দলে তাদের অনুসরণ করল

قَوْلُهُ "فِيْ هٰذَا الشَّأْنِ" : 'এ [দীন-শরিয়তের] ব্যাপারে।' হাদীসের বাহ্যিক বর্ণনাপ্রসঙ্গ দ্বারা বুঝা যায় যে, 'এ ব্যাপার' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দীন ও শরিয়ত চাই তার অস্তিত্বের বিশ্বাস হোক বা অনস্তিত্বের বিশ্বাস হোক। অর্থাৎ দীন গ্রহণ করা বা গ্রহণ না করা তথা ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে সকল লোক কুরাইশদের অনুসারী এবং তারা কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের আসনে সমাসীন। তা এভাবে যে, একদিকে দীনের আবির্ভাব সর্বপ্রথম কুরাইশদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং সর্বপ্রথম কুরাইশরা ঈমান এনেছে অতঃপর তাদের অনুসরণ করে অন্যান্য লোকেরাও ঈমান আনতে শুরু করে। অন্যদিকে ঐ কুরাইশের লোকেরাই সর্বপ্রথম দীনের বিরোধিতা করে এবং মুসলমানদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে আর এভাবেই কাফেররা কুরাইশদের অনুসারী হলো। সুতরাং ইসলামের ইতিহাসবিদরা ভালো করেই জানেন যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে সকল আরবের লোকেরা মক্কার কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণের অপেক্ষায় ছিল। যখন মুসলমানদের হাতে মক্কা বিজয় হলো এবং মক্কার কুরাইশরা মুসলমান হয়ে গেল তখন সকল আরবের লোকেরাও দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করল তথা ইসলাম গ্রহণ করল যেমন সূরা إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ الخ তথা নাসর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২২৫]

وَعَنْ ٥٧٢٨ جَابِرٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ النَّاسُ تَبْعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৭২৮. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, লোকজন ভালো এবং মন্দে [উভয় অবস্থায়] কুরাইশদের অনুসারী। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٧٢٩ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ هٰذَا الْاَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اِثْنَانِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭২৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, এ দায়িত্ব [শাসন-কর্তৃত্ব] কুরাইশদের মধ্যে থাকবে, যতদিন [দুনিয়াতে] তাদের দুজন লোকও অবশিষ্ট থাকে।–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "لَا يَزَالُ هٰذَا الْاَمْرُ فِي قُرَيْشٍ" : 'এ দায়িত্ব [শাসন-কর্তৃত্ব] কুরাইশদের মধ্যে থাকবে।' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, খেলাফতের অধিকার যেহেতু কুরাইশদের সবচেয়ে বেশি, তাই খেলাফতের সুমহান মর্যাদা কুরাইশদের নিকট থাকাই উচিত এবং কুরাইশী ছাড়া অন্যদেরকে খলিফা নির্বাচন শরিয়তে জায়েজ নেই। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের যুগে এ বিষয়টির উপর ইজমা [ঐকমত্য] ছিল এবং এ মূল্যবান ঘোষণা ঐ সকল আনসারী সাহাবীদের মোকাবিলায় মুহাজিরীন সাহাবীদের জন্য দলিল হিসেবে গণ্য হয়েছিল যাঁরা খেলাফতকে আনসারদের অধিকার সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২২৬]

قَوْلُهُ "مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اِثْنَانِ" : অর্থাৎ তাদের দুজনের একজন হবে শাসক এবং অপরজন হবে শাসিত। আল্লামা নববী (র.) বলেছেন, আলোচ্য হাদীস এবং এ মর্মের অন্যান্য হাদীস এটাই প্রমাণ করে যে, খেলাফত কুরাইশদের জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং কুরাইশদেরকে উপেক্ষা করে অন্যকে খলিফা বানানো জায়েজ নেই। সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী যুগে এ কথার উপরেই ইজমা সংঘটিত হয়েছে। 'চিরকাল কুরাইশদের হাতে কর্তৃত্ব থাকবে'– অধিকাংশ ওলামাদের মতে এটা নির্দেশ নয়, বরং ভবিষ্যদ্বাণী, তবে সহীহ হাদীসের মাধ্যমে তার সাথে مَا اَقَامَ الدِّيْنَ শর্ত আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরাইশগণই খিলাফতের হকদার, যতক্ষণ তারা দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। দীন হতে বিচলিত হয়ে গেলে তাদের এ হক থাকবে না এবং এমতাবস্থায় অন্য উপযুক্ত লোককে খলিফা নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ নয়।

وَعَنْ ٥٧٣٠ مُعَاوِيَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيْهِمْ اَحَدٌ اِلَّا كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهِ مَا اَقَامُوا الدِّيْنَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৭৩০. অনুবাদ : হযরত মু'আবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, এ বিষয়টি [অর্থাৎ শাসন-কর্তৃত্ব] কুরাইশদের হাতেই থাকবে। যতদিন তারা দীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকবে, যে কেউ তাদের বিরোধিতা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার মুখের উপর উপুড় করে নিক্ষেপ করবেন। [অর্থাৎ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।] –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ খেলাফতের আসল উদ্দেশ্য যেহেতু দীনকে প্রতিষ্ঠা করা এবং ইসলামের পতাকা সমুন্নত করা এজন্য কুরাইশগণ যে পর্যন্ত দীন ও শরিয়তের প্রচার ও প্রসারে লেগে থাকবে এবং ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখার চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে তারা খেলাফাতের পদমর্যাদার অধিকারী হবে এবং আল্লাহ তা'আলাও তাদের শাসন ও কর্তৃত্ব

প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। কিন্তু যখন তারা তাদের মূল দায়িত্ব অর্থাৎ দীন ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা হতে গাফেল হয়ে যাবে এবং খেলাফতের মূল চাহিদাগুলো পূরণ করা হতে পিছপা হবে তখন তারা উপেক্ষিত হবে এবং খেলাফত ও কর্তৃত্বের লাগাম তাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। কতক ব্যাখ্যাকার লিখেছেন যে, 'দীন প্রতিষ্ঠা' করার দ্বারা উদ্দেশ্য 'নামাজ প্রতিষ্ঠা করা।' যেমনিভাবে এক বর্ণনায় "مَا اَقَامَ الصَّلٰوةَ" -এর কথাই উল্লেখ আছে। তদ্রূপ কতক স্থানে দীন ও ঈমানের প্রয়োগ নামাজের উপর হয়েছে। এ কথার উপর ভিত্তি করে কতক আলেমের বক্তব্য হলো, উক্ত মূল্যবান ঘোষণার আসল উদ্দেশ্য কুরাইশগণকে নামাজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ ও উৎসাহদান এবং এ কথা থেকে ভয় দেখানো যে, যদি তারা নামাজ প্রতিষ্ঠিত না রাখে তাহলে সম্ভাবনা আছে যে, খেলাফত ও কর্তৃত্বের পদমর্যাদা তাদের আয়ত্ত বহির্ভূত হবে এবং অন্য লোকেরা তাদের উপর কর্তৃত্বের ছড়ি ঘুরাবে। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২২৭ ও ২২৮]

وَعَنْ ٥٧٣١ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَزَالُ الْاِسْلَامُ عَزِيْزًا اِلٰى اِثْنَىْ عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَا يَزَالُ اَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَاوَلِيَهُمْ اِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَا يَزَالُ الدِّيْنُ قَائِمًا حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ اَوْ يَكُوْنَ عَلَيْهِمْ اِثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৩১. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, বারোজন খলিফা অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত ইসলাম শক্তিশালী থাকবে। তাঁরা সকলই হবেন কুরাইশ বংশোদ্ভূত। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে- মানুষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সঠিকভাবে চলতে থাকবে বারোজন খলিফা অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত। তারা সকলেই হবে কুরাইশ বংশের। অপর আরেক রেওয়ায়েতে আছে- [নবী করীম ﷺ বলেছেন,] দীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যে পর্যন্ত না কিয়ামত আসে এবং তাদের উপর বারোজন খলিফার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা সকলেই হবেন কুরাইশী। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উল্লিখিত সব কয়টি হাদীসের মর্মার্থ প্রায় একই ধরনের। অবশ্য বারোজন খলিফা নির্ণয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে, তবে এর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত এই যে, খোলাফায়ে রাশেদীন চারজন এবং অবশিষ্ট সংখ্যা কিয়ামতের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে পূর্ণ হবে।

وَعَنْ ٥٧٣٢ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَاَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৩২. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গেফার গোত্র- আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করুন, আসলাম গোত্র- আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিরাপদে রাখুন আর উসাইয়া গোত্র- তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করেছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : গেফার মাগফিরাত হতে গঠিত, যার অর্থ 'ক্ষমা'। জাহিলি যুগে এ গোত্রের লোকজন হাজীদের মাল চুরি করার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল। তাদের মধ্য হতে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ যার গেফারী (রা.) প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূল ﷺ -এর দোয়ায় পরবর্তীতে এ গোত্রের সকলই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং গেফার নামের মর্মার্থ তাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়। আর আসলাম গোত্র তাদের নামের মর্মার্থ অনুযায়ী রাসূল ﷺ -এর দোয়ায় বিনাযুদ্ধে ইসলাম গ্রহণ করে। আর উসাইয়া শব্দের অর্থে নাফরমানি নিহিত রয়েছে, তাই এ নামের গোত্রের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর নাফরমানি সংঘটিত হয় যে, তারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কারীউল কুরআন সাহাবীদের একটি দলকে নির্দ্বিধায় হত্যা করে। যে কারণে নবী করীম ﷺ অতিশয় মর্মাহত হয়ে তাদের উক্ত নাফরমানির কথা উল্লেখ করেন।

٥٧٣٣ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُرَيْشٌ وَالْاَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَاَشْجَعُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُوْنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৩৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরাইশ, আনসার, জুহাইনা, মুযাইনা, আসলাম, গেফার ও আশজা' গোত্রসমূহ আমার বন্ধু। বস্তুত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ ব্যতীত তাদের আর কোনো বন্ধু নেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "مَوَالِيَّ" শব্দটি مُتَكَلِّمْ "ى" -এর দিকে মুযাফ হয়েছে, যা مَوْلٰى -এর বহুবচন। অন্য এক বর্ণনায় এ শব্দটি [مُتَكَلِّمْ "ى" ছাড়া] مَوَالِ বর্ণিত হয়েছে। এ সুরতে অনুবাদ হবে– [উক্ত গোত্রসমূহের মুসলমানগণ] পরস্পর একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতাকারী ও বন্ধু। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৩১]

٥٧٣٤ - وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ وَمِنْ بَنِيْ عَامِرٍ وَالْحَلِيْفَيْنِ بَنِيْ اَسَدٍ وَغَطْفَانَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৩৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আসলাম, গেফার, মুযাইনা ও জুহাইনা গোত্রসমূহ বনূ তামীম ও বনূ আমের এবং উভয় সহযোগী তথা বনূ আসাদ ও গাতফান হতেও উত্তম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْحَلِيْفَيْنِ : 'উভয় সহযোগী গোত্র।' বনূ আসাদ ও বনূ গাতফান দুটি গোত্রের নাম। এ দুটি গোত্র পরস্পর একটি অন্যটির সহযোগী ছিল। যেরূপ সে যুগের আরবদের সাধারণ নিয়ম ছিল– ঐ গোত্রদ্বয় একে অন্যের সম্মুখে শপথ ও অঙ্গীকার করেছিল যে, পরস্পর একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা করবে।

হাদীসে উল্লিখিত গোত্রসমূহকে এজন্য উত্তম বলা হয়েছে যে, এ সকল গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতার সৌভাগ্য অর্জন করেছে এবং নিজেদের ভালো অবস্থা ও আচার-আচরণে প্রশংসার যোগ্য হওয়া প্রমাণ করতে পেরেছে।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৩২]

وَعَنْ ٥٧٣٥ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ مَا زِلْتُ أُحِبُّ بَنِيْ تَمِيْمٍ مُنْذُ ثَلٰثٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْهِمْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ هُمْ اَشَدُّ أُمَّتِيْ عَلَى الدَّجَّالِ قَالَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّهَا مِنْ وُلْدِ اِسْمٰعِيْلَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৩৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তখন হতে সর্বদা আমি বনূ তামীমকে ভালোবেসে আসছি, যখন হতে তাদের তিনটি গুণের কথা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হতে শুনেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, ১. আমার উম্মতের মধ্যে বনূ তামীমই দাজ্জালের মোকাবিলায় অধিক কঠোর প্রমাণিত হবে। ২. একবার তাদের সদকা এসে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এটা আমার কওমের সদকা।' ৩. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট বনূ তামীমের একটি দাসী ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে বললেন, 'তুমি তাকে আজাদ করে দাও। কেননা সে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর।' -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "هُمْ اَشَدُّ أُمَّتِيْ عَلَى الدَّجَّالِ" : 'আমার উম্মতের মধ্যে বনূ তামীমই দাজ্জালের মোকাবিলায় অধিক কঠোর প্রমাণিত হবে।' অর্থাৎ যখন অভিশপ্ত দাজ্জাল প্রকাশ পাবে তখন বনূ তামীমের লোকেরাই সবচেয়ে বেশি তার মোকাবিলা করবে এবং তাকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাবে এবং তাকে প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রগামী হবে। এ জাতীয় ঘোষণার মধ্যেই বনূ তামীমের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব পরিদৃষ্ট হয়। সাথে সাথে তাদের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে যে, বনূ তামীমের সন্তানসন্ততি দাজ্জাল প্রকাশিত হওয়ার যুগে অত্যধিক হবে।

-[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৩২]

قَوْلُهُ "هٰذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا" : 'এটা আমার কওমের সদকা।' এ ঘোষণার মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ বনূ তামীমকে এভাবে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন যে, তাদেরকে নিজের দিকে সম্পর্কিত করে তাদের কওমকে নিজের কওম বলে আখ্যায়িত করেছেন। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৩২]

قَوْلُهُ "فَاِنَّهَا مِنْ وُلْدِ اِسْمٰعِيْلَ" : 'কেননা সে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধরা।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এ বাঁদি বনূ তামীমের মধ্য হতে হওয়ার ভিত্তিতে আরব বংশোদ্ভূত। আর আরব যেহেতু হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর তাই এ বাঁদিও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর হলো, যদিও এ বংশীয় গুণে সকল আরব সম্মিলিতভাবে অন্তর্ভুক্ত; শুধু বনূ তামীমের সাথে নির্দিষ্ট নয়, তবুও রাসূল ﷺ বনূ তামীমকে এক ধরনের মর্যাদা ও সম্মান প্রদানের উদ্দেশ্যে এ কথার ঘোষণা দিয়েছেন। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৩২]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৫৭৩৬ عَنْ سَعْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ يُّرِدْ هَوَانَ قُرَيْشٍ اَهَانَهُ اللّٰهُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৭৩৬. অনুবাদ : হযরত সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরাইশকে অপমানিত করার ইচ্ছা পোষণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অপমানিত করবেন। −[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ কুরাইশদের প্রতি ইজ্জত-সম্মান প্রদর্শন করা সর্বক্ষেত্রে আবশ্যক। কুরাইশদের অসম্মান করা এবং তাদের অপমানের ইচ্ছা করা প্রকারান্তরে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ক্রয় করা। এমতাবস্থায় তারা ইমামতে কুবরা তথা খেলাফতে অধিষ্ঠিত থাকুক বা না থাকুক। তারা খলিফা ও আমির পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় তাদের অসম্মান ও অপমানের নিষেধাজ্ঞা ও ভর্ৎসনার কারণ তো সুস্পষ্ট। তবে যে অবস্থায় তারা খেলাফত ও ইমারতের পদে অধিষ্ঠিত থাকবে না সে ক্ষেত্রেও তাদের অসম্মান ও অপমানের নিষেধাজ্ঞা এ হিসেবে মনে করা হবে যে, রাসূল ﷺ -এর সাথে বংশীয় দিক দিয়ে তাঁদের সম্পৃক্ততার সৌভাগ্য রয়েছে, আর তাঁদের এ বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা এ কথারই দাবি করে [যে, তাদেরকে অসম্মান ও অপমান করা যাবে না।] −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৩৩]

৫৭৩৭ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَذَقْتَ اَوَّلَ قُرَيْشٍ نَكَالًا فَاَذِقْ اٰخِرَهُمْ نَوَالًا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৭৩৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের প্রথম শ্রেণিকে প্রথমে দুঃখের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছ, এখন তাদের পরবর্তী শ্রেণিকে সুখ ভোগের সুযোগ দান কর। −[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অধিকাংশ কুরাইশ প্রথম অবস্থায় নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে বিরোধিতা ও দুশমনির কারণে বদর, উহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে কতল ও কয়েদ ইত্যাদি দ্বারা লাঞ্ছিত হয়। পরে সেই নবীর দোয়াতেই তারা খেলাফত, ইমারত ও দুনিয়াবি নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব দ্বারা অকল্পনীয় মান-মর্যাদা হাসিল করে।

৫৭৩৮ وَعَنْ اَبِيْ عَامِرِنِ الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الْحَيُّ الْاَسْدُ وَالْاَشْعَرُوْنَ لَا يَفِرُّوْنَ فِي الْقِتَالِ وَلَا يَغُلُّوْنَ هُمْ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْهُمْ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৭৩৮. অনুবাদ : হযরত আবূ আমের আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আসদ ও আশআর' এ গোত্রদ্বয় বড়ই উত্তম। তারা লড়াইয়ের ময়দান হতে পলায়ন করে না এবং আমানত বা গনিমতের মালে খেয়ানত করে না। সুতরাং তারা আমার দলের অন্তর্ভুক্ত আর আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। −[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "اَلْاَسَدُ وَالْاَشْعَرُوْنَ" : "اَسَدٌ" [আসাদ] ইয়েমেনের এক গোত্রের প্রধান পুরুষের নাম। আর গোত্রটি এ নামের সাথেই সুপ্রসিদ্ধ ও পরিচিত। এ গোত্রকে 'আযদ' ও 'আযদশানূহু' বলা হয়ে থাকে। মদিনার সকল আনসার এ গোত্রের সাথে বংশীয় দিক দিয়ে সম্পৃক্ত ছিল ।

"اَشْعَرُ" [আশ'আর] মূলত আমর ইবনে হারিছা আসাদীর উপাধি ছিল। যিনি স্বীয় যুগে ইয়েমেনের বিশেষ সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও তাঁর গোত্রের প্রধান পুরুষ ছিলেন। আর তাঁর উপাধির সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁর গোত্রকে 'আশ'আরী' নামকরণ করা হয়েছিল। এ গোত্রের লোকদেরকে 'আশ'আরিয়ূন' ও 'আশ'আরূন'ও বলা হতো। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) এবং তাঁর বংশের লোক এ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৩৩ ও ২৩৪]

قَوْلُهُ "هُمْ مِنِّىْ" : 'তারা আমার দলের অন্তর্ভুক্ত।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তারা আমার অনুসারী এবং আমার সুন্নত ও তরিকার অনুসারী। অথবা এ গোত্রের লোক আমার বন্ধু ও সাহায্য সহযোগিতাকারী। এমনিভাবে "وَاَنَا مِنْهُمْ" 'আমি তাদের বন্ধু।' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমিও তাদের বন্ধু ও সাহায্য-সহযোগিতাকারী। এ কথা দ্বারা যেন এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ গোত্রের মুমিন ও মুসলমানরা তাকওয়া ও পরহেজগারি অবলম্বনকারী। আর একথা কুরআনের ভাষ্য দ্বারাও প্রমাণিত হয়– وَاِنْ اَوْلِيَاؤُهُ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ অর্থাৎ 'তাঁর [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর] সকল বন্ধু মুত্তাকী ও পরহেজগার।'

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৩৪]

وَعَنْ ٥٧٣٩ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاَزْدُ اَزْدُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ وَيُرِيْدُ النَّاسُ اَنْ يَّضَعُوْهُمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يَّرْفَعَهُمْ وَلَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُوْلُ الرَّجُلُ يَا لَيْتَ اَبِىْ كَانَ اَزْدِيًّا وَيَالَيْتَ اُمِّىْ كَانَتْ اَزْدِيَّةً . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৭৩৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আযদ গোত্র জমিনের উপর আল্লাহর [দীনের সাহায্যকারী] আযদ। লোকেরা তাদেরকে হেয় করে রাখতে চায়, অথচ আল্লাহ তা'আলা তার বিপরীত তাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে চান। মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, কোনো ব্যক্তি আক্ষেপের সাথে বলবে, হায়! আমার পিতা কিংবা বলবে, আমার মাতা যদি আযদ বংশীয় হতেন [তবে কতই না ভালো হতো।] –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ 'আযদ' গোত্রের সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করে তাদেরকে "اَزْدُ اللّٰهِ" বলা অথবা তাদেরকে ঐ উপাধিতে ভূষিত করা উদ্দেশ্য। অথবা এ গোত্রের লোকেরা আল্লাহর দীন এবং রাসূল ﷺ -এর সাহায্য-সহযোগিতাকারী হওয়ার কারণে আল্লাহর বাহিনী ছিল। তাদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য ঐ গোত্রের সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করা হয়েছে। কোনো কোনো আলেমের অভিমত হলো, اَزْدُ اللّٰهِ মূলত اَسَدُ اللّٰهِ [আল্লাহর সিংহ]-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, 'আযদ' বংশের লোকেরা যুদ্ধের ময়দানে বাহাদুরি ও বীরত্বের ক্ষেত্রে সিংহ প্রমাণিত হতো।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৩৪]

قَوْلُهُ "يَا لَيْتَ اَبِىْ كَانَ اَزْدِيًّا" : 'হায়! আমার পিতা যদি আযদ বংশীয় হতেন।' অর্থাৎ এক যুগে ঐ গোত্রের মানসম্মান এত উচ্চ হবে যে, ঐ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত লোকেরা এত মানমর্যাদার অধিকারী হবে যা দেখে অন্যান্য গোত্রের লোকেরা তাদের উপর ঈর্ষা করবে এবং এ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে দেখা যাবে যে, হায়! যদি আমি ঐ বংশীয় হতাম। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৩৪]

وَعَنْ ٥٧٤٠ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ مَاتَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ يَكْرَهُ ثَلٰثَةَ اَحْيَاءٍ ثَقِيْفٍ وَ بَنِىْ حَنِيْفَةَ وَبَنِىْ اُمَيَّةَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৭৪০. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [আরবের] তিনটি গোত্রের উপর অসন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। গোত্রত্রয় হলো,] [ছাকীফ, বনূ হানীফা ও বনু উমাইয়া। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসে আলোচিত গোত্রত্রয়ে এমন কিছু ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে যাদের কার্যকলাপ ইসলাম বিরোধীদের সন্তুষ্ট করে এবং মুসলমানদের কঠিন দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত করে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে অবহিত করেছিলেন যে, আগামীতে এ গোত্রত্রয় হতে কী জাতীয় ফিতনা ও কেমন অত্যাচারি ব্যক্তির উদ্ভব ঘটবে, তাই তিনি উক্ত গোত্রত্রয়কে ভালো চোখে দেখতেন না। সুতরাং বনূ ছাকীফ গোত্র হতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ন্যায় কুখ্যাত অত্যাচারী ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে, বনূ হানীফ গোত্র মুসাইলামাতুল কাযযাবের ন্যায় ফিতনা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে জন্ম দেয় এবং বনূ উমাইয়া গোত্র হতে ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের ন্যায় ব্যক্তি জন্ম নেয়।

এ ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার পক্ষ হতে কূফা ও বসরার গভর্নর ছিল। এ দুর্ভাগা নিছক রাজদরবারের সন্তুষ্টির খাতিরে তার অনুগত বাহিনীর মাধ্যমে সাইয়িদুশ শুহাদা ইমাম হুসাইন (রা.)-কে শহীদ করিয়েছিল। ওবাযদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ সর্বনিম্ন পর্যায়ের দুর্ভাগা ও নীচ প্রকৃতির লোক ছিল। বর্ণিত আছে যে, যখন তার বাহিনীর লোকেরা কারবালার ময়দান হতে সাইয়িদুশ শুহাদা ইমাম হুসাইন (রা.)-এর মুবারক ছিন্ন মস্তক নিয়ে তার দরবারে আসল তখন সে উক্ত মুবারক ছিন্ন মস্তককে একটি পাত্রে রাখাল এবং একটি ছড়ি দিয়ে খোঁচা মারছিল আর রাসূল ﷺ -এর কলিজার টুকরার বিরুদ্ধে নানা ধরনের বেয়াদবিমূলক কথার অপলাপ করছিল। কিন্তু এ দুর্ভাগারও পরিণাম শুভ হয়নি। খুবই নির্মমভাবে এক যুদ্ধে নিহত হয়। ইমাম তিরমিযী স্বীয় জামে' গ্রন্থে হযরত আমরাহ ইবনে ওমায়ের (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ যুদ্ধের ময়দানে নিহত হলো তখন [তার শত্রুবাহিনী তার মস্তকহীন লাশ আগুনে নিক্ষেপ করে। অতঃপর] তার বাহিনীর লোকেরা তার মস্তক নিয়ে শহরে প্রবেশ করে এবং মসজিদ চত্বরে রেখে দেয় যেখানে তার অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গ ও সভাসদরা উপবিষ্ট ছিল। হযরত আমারাহ ইবনে ওমায়ের (র.) বলেন, ঐ মুহূর্তে আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম তার সাঙ্গপাঙ্গরা চিৎকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল, সে এসেছে! সে এসেছে!! [আমি আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করলাম যে,] হঠাৎ একটি ভয়ঙ্কর সাপ আসতে দেখা গেল অতঃপর উক্ত সাপ [খুব দ্রুততার সাথে ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের মস্তকের দিকে অগ্রসর হলো এবং] তার নাকের ভিতর ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ ভিতরে অবস্থানের পর আবার বেড়িয়ে পড়ল এবং দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল [এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য অবলোকন করে জনতা এখনো মোহবিষ্ট ছিল] হঠাৎ তার সাঙ্গপাঙ্গরা আবার চিৎকার করে বলতে লাগল, সে এসেছে! দেখ! ঐ সাপ আবার আসছে। এরই মধ্যে উক্ত সাপ তার মস্তকের নিকট এসে আবার নাকে প্রবেশ করে ভিতরে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এল অতঃপর চলে গেল। এরূপ দুই বা তিনবার ঘটল।

প্রশ্ন. এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হাদীসের ব্যাখ্যায় বনূ উমাইয়া প্রসঙ্গে শুধুমাত্র ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের উল্লেখ কেন করা হলো, অথচ ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়াও বনূ উমাইয়ার মধ্য হতে ছিল এবং এ হিসেবে তার উল্লেখ খুবই জরুরি ছিল, কারণ ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তারই নিযুক্ত গভর্নর ছিল এবং তারই অধীনে ছিল, আর ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ যা কিছু অপকর্ম করেছিল তা ইয়াযীদের হুকুম ও তার সন্তুষ্টির জন্য করেছে! কিন্তু এ কথার ততবেশি গুরুত্ব নেই।

উত্তর. উত্তরে বলা হয় যে, বনূ উমাইয়ার অন্যান্য লোকেরাও স্বীয় নীচতা প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনোই কমতি করেনি। সম্পদ ও ক্ষমতার মোহে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতিসাধনে যে সকল ঘৃণ্য কার্যকলাপ করেছে তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। শুধুমাত্র ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া বা ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকেই দায়ী করলেই চলবে না। উদ্দেশ্য ছিল বনূ উমাইয়ার খারাবি বর্ণনা করা। নিদর্শন স্বরূপ ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের উল্লেখ করা হয়েছে। এখন অন্য সকলকে এর উপর ধারণা করা যাবে। এক হাদীসে এসেছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ একদিন স্বপ্নে দেখেন, কতিপয় বাঁদর মসজিদে নববীর মিম্বর শরীফে খেল-তামাশা প্রদর্শন করছে। রাসূল ﷺ এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বনূ উমাইয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৩৫]

وَعَنْ ٥٧٤١ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَقِيْفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيْرٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِصْمَةَ يُقَالُ الْكَذَّابُ هُوَ الْمُخْتَارُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدٍ وَالْمُبِيْرُ هُوَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوْسُفَ وَقَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ اَحْصَوْا مَا قَتَلَ الْحَجَّاجُ صَبْرًا فَبَلَغَ مِائَةَ اَلْفٍ وَعِشْرِيْنَ اَلْفًا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

وَرَوٰى مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيْحِ حِيْنَ قَتَلَ الْحَجَّاجُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَتْ اَسْمَاءُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَنَا اَنَّ فِىْ ثَقِيْفٍ كَذَّابًا وَمُبِيْرًا فَاَمَّا الْكَذَّابُ فَرَاَيْنَاهُ وَاَمَّا الْمُبِيْرُ فَلَا اَخَالُكَ اِلَّا اِيَّاهُ وَسَيَجِئُ تَمَامُ الْحَدِيْثِ فِى الْفَصْلِ الثَّالِثِ ـ

৫৭৪১. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ছাকীফ গোত্রে এক চরম মিথ্যাবাদী এবং আর এক ধ্বংসকারীর জন্ম হবে। অধঃস্তন রাবী আব্দুল্লাহ ইবনে ইসমা বলেন, মানুষের কাছে প্রকাশ– সেই মিথ্যাবাদী হলো, মোখতার ইবনে আবূ ওবায়েদ। [সে এক সময় কূফায় নবুয়তের দাবি করেছিল এবং বলেছিল, হযরত জিবরাঈল (আ.) তার কাছে ওহী নিয়ে আসেন।] আর ধ্বংসকারী হলো হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। হেশাম ইবনে হাসসান বলেছেন, লোকেরা শুমার করে দেখেছে, হাজ্জাজ যে সমস্ত লোকদেরকে [যুদ্ধের ময়দান ব্যতীত] শুধু কয়েদ করে হত্যা করেছে, তার সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার। –[তিরমিযী]

এবং সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হাজ্জাজ যখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-কে শহীদ করল, তখন তার মাতা হযরত আসমা (রা.) [হাজ্জাজকে লক্ষ্য করে] বললেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, ছাকীফ গোত্র হতে এক চরম মিথ্যাবাদী এবং এক রক্তপিপাসুর আবির্ভাব ঘটবে। সুতরাং সে জঘন্য মিথ্যাবাদী [মোখতার]-কে আমরা দেখেছি। আর [হে হাজ্জাজ!] আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমিই সেই রক্তপিপাসু ব্যক্তি। পূর্ণ হাদীস তৃতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "حَجَّاجٌ" শাব্দিকভাবে "حَاجٌّ" -এর ইসমে মুবালাগা। যার অর্থ হলো– সঞ্চয়কারী, দলিল-প্রমাণ পেশকারী। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইসলামি ইতিহাসের কুখ্যাত অত্যাচারী এক শাসক ছিল। যে হাজার হাজার নেককার ও শ্রেষ্ঠ লোকদেরকে যাদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-কে শহীদ করেছিল এবং হাজার হাজার নির্দোষ লোকদেরকে কয়েদখানায় ফেলে রেখেছিল। বর্ণিত আছে যে, যে সকল লোকদেরকে সে কোনোরূপ যুদ্ধবিগ্রহ বা বিদ্রোহের অভিযোগ ছাড়া এমনিতেই পাকড়াও করে জেলখানায় ফেলে রেখেছিল অতঃপর তাদেরকে হত্যা করেছিল তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। আর যে সকল লোক যুদ্ধবিগ্রহে নিহত হয়েছিল তাদের সংখ্যা ভিন্ন। এটাও বর্ণিত আছে যে, তার জেলখানা হতে পঞ্চাশ হাজার লোকের একটি বড় দল একই সময় বের হয়েছিল। এ ব্যক্তির পাষাণ হৃদয়ের পরিমাপের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, সে যে জেলখানা নির্মাণ করেছিল তার ছাদের কোনো নাম-নিশানা ছিল না। তার সকল কয়েদি খোলা আসমানের নিচে গরম-ঠাণ্ডা ও রৌদ্র-বৃষ্টির ন্যায় মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতো।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ মূলত উমাইয়া বংশীয় আমির আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের খুবই বিশ্বস্ত ও খায়ের-খাঁ ছিল এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে খুবই প্রভাব রাখত। আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান তাকে ইরাক ও খোরাসানের হাকিমে আ'লা তথা গভর্নর নিযুক্ত করেছিল এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাতের পরে হেজাজের শাসকও নিযুক্ত হয়। আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের পরে ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেকের খেলাফতের যুগেও ইরাক ও খোরাসানের উপর তার কর্তৃত্ব বহাল ছিল। তার অত্যাচার ও নির্যাতনের ঘটনায় এবং লোমহর্ষক কার্যকলাপে ইতিহাসের পাতা কলঙ্কিত হয়ে রয়েছে। শাওয়ালের মাঝামাঝি সময়ে ৯৫ হিজরিতে ৫৪ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়।

'মোখতার' প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ ওবায়েদ ইবনে মাসউদ ছাকাফী (রা.)-এর ছেলে ছিল। হিজরতের প্রথম বছর সে জন্মগ্রহণ করে। রাসূলে কারীম ﷺ -এর সান্নিধ্য ও হাদীস বর্ণনা অর্থাৎ সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। প্রথম দিকে এ ব্যক্তি জ্ঞান-গরিমা এবং পুণ্যকর্ম ও আল্লাহভীতিতে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে প্রকাশ পেল যে, সে হলো কুপ্রকৃতির লোক এবং শুধুমাত্র দুনিয়ার মোহে জ্ঞান-গরিমা ও আল্লাহভীতির লেবাসধারী ছিল। প্রথম দিকে এ ব্যক্তি নবী পরিবারের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করত। অতঃপর হঠাৎ তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন আসল এবং সে নবী পরিবারের ভালোবাসায় মগ্ন হয়ে গেল এবং এ ব্যাপারে সঠিক চিন্তাভাবনা ও বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি পরিদৃষ্ট হতে লাগল। নবী পরিবারের জন্য তার এ বাহ্যিক ভালোবাসা এমন বৃদ্ধি পেল যে, হযরত ইমাম হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের পরে ইয়াযীদ গংদের প্রকাশ্য শত্রুতে পরিণত হলো এবং তাদের মধ্য হতে অনেককেই ইমাম হুসাইন (রা.)-এর খুনের বদলায় হত্যা করল।

মোটকথা, সে দুনিয়ার মোহে এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির স্বপ্নে বিভোর ছিল এবং নিত্য-নতুন বিভিন্ন ধরনের ফিতনা-ফ্যাসাদ ছড়াতে লাগল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে ইরাকে বিদ্রোহের বিষবাষ্প ছড়ায় এবং অজ্ঞ, মূর্খ ও দুর্বল ঈমানের লোকদের উপর তার প্রতারণা ও ছলনার মাধ্যমে স্বীয় বুজুর্গি ও কারামতের এমন পাশা খেলে যে, ভক্ত ও সমর্থকদের বড় একটি দল তার আশেপাশে জমায়েত হয়ে গেল। তার প্রভাব যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল ততই বদ-আকিদা, ভ্রান্ত ধারণা ও প্রবৃত্তির পূজারী হয়ে উঠল। মিথ্যা ও ধোঁকাবাজির মাধ্যমে সে সমগ্র ইসলামি খেলাফত কবজা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং স্বীয় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কূফা দখল করে বসে। নবুয়তের মিথ্যা দাবিও করে এবং এ কথারও দাবি করতে থাকে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার কাছে ওহী নিয়ে আসে। পরিশেষে হযরত মুস'আব ইবনে যুবায়ের (রা.) যিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর পক্ষ থেকে বসরার গভর্নর ছিলেন স্বীয় বাহিনী সহকারে কূফা আক্রমণ করে। মোখতারও মোকাবিলা করে কিন্তু পরাজিত হয় এবং ১৪ রমজান ৬৭ হিজরিতে নিহত হয়। মোখতারের ঐ সকল প্রতারণা ও মিথ্যায় জর্জরিত অবস্থায় প্রেক্ষিতে ওলামায়ে কেরাম তাকে মিথ্যাবাদীদের মধ্য হতে এক বড় মিথ্যুক হিসেবে গণ্য করেছেন এবং হাদীসের ভাষ্য "يَخْرُجُ مِنْ ثَقِيْفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيْرٌ" [ছাকীফ গোত্রে এক চরম মিথ্যাবাদী এবং আর এক ধ্বংসকারীর জন্ম হবে।] -এর উদ্দেশ্য মোখতার এবং হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে গণ্য করেছেন। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৩৬ - ২৩৭]

٥٧٤٢ - وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيْفٍ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهِمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৭৪২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ছাকীফ গোত্রের তীর আমাদেরকে জ্বালাতন করে রেখেছে। সুতরাং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বদদোয়া করুন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! ছাকীফ গোত্রকে হেদায়েত দান কর। −[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : তায়েফের যুদ্ধে তারা খুব বেশি তীর-বর্শা নিক্ষেপ করেছিল। যার আঘাত সামলাতে না পেরে এক পর্যায়ে সাধারণ মুসলমান পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সম্ভবত সে সময় তাঁরা এ আবেদন করেন।

٥٧٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مِيْنَاءَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ اَحْسِبُهُ مِنْ قَيْسٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْعَنْ حِمْيَرًا فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ فَاَعْرَضَ عَنْهُ

৫৭৪৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রাযযাক তাঁর পিতার মাধ্যমে মীনা হতে, আর তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসল। আমার ধারণা লোকটি কায়স গোত্রীয়। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'হিমিয়ার' গোত্রের উপর অভিসম্পাত করুন। এ কথা শুনে নবী করীম ﷺ মুখখানি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। সে আবার সেদিকে

ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ حُمَيْرًا اَفْوَاهُهُمْ سَلَامٌ وَاَيْدِيْهِمْ طَعَامٌ وَهُمْ اَهْلُ اَمْنٍ وَاِيْمَانٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَيُرْوٰى عَنْ مِيْنَاءَ هٰذَا اَحَادِيْثُ مَنَاكِيْرُ)

হয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াল। তিনি আবার মুখখানি ফিরিয়ে নিলেন। এবারও সে সেদিক হতে সম্মুখে এসে দাঁড়াল। সেবারও তিনি মুখখানি ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা হিমিয়ার গোত্রের প্রতি রহমত নাজিল করুন। তাদের মুখে রয়েছে সালাম এবং হাতে আছে খানা। আর তারা শান্তি ও ঈমানের অধিকারী। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব। আমরা আব্দুর রাযযাক ব্যতীত আর কারো নিকট হতে এ হাদীস শুনতে পাইনি এবং এই 'মীনা' হতে বহু 'মুনকার হাদীস' বর্ণিত রয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَفْوَاهُهُمْ سَلَامٌ الخ হিমিয়ার গোত্রীয় লোকদের চারটি বিশেষ গুণ রয়েছে। যথা– তারা মানুষকে খুব বেশি বেশি সালাম করে, অভুক্ত মুসাফিরকে অকাতরে খাদ্য দান করে, অন্যকে ক্ষতি হতে নিরাপদে রাখে এবং ঈমানের দৃঢ় রয়েছে।

وَعَنْهُ ٥٧٤٤ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ مِمَّنْ اَنْتَ قُلْتُ مِنْ دَوْسٍ قَالَ مَا كُنْتُ اَرٰى اِنَّ فِيْ دَوْسٍ اَحَدًا فِيْهِ خَيْرٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৭৪৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন বংশের লোক? বললাম, আমি দাউস গোত্রের। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, দাউসের কোনো ব্যক্তির মধ্যেও কল্যাণ আছে বলে ইতঃপূর্বে আমি ধারণা করতাম না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর প্রশংসার মাধ্যমে দাউস গোত্র সম্পর্কে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার পর ভালো ধারণা পোষণ করার ইঙ্গিত রয়েছে।

وَعَنْ ٥٧٤٥ سَلْمَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُبْغِضْنِيْ فَتُفَارِقَ دِيْنَكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اُبْغِضُكَ وَبِكَ هَدَانَا اللّٰهُ قَالَ تُبْغِضُ الْعَرَبَ فَتُبْغِضُنِيْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৫৭৪৫. অনুবাদ : হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি আমার সাথে হিংসা রেখো না, তাহলে দীন ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। উত্তরে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিরূপে আপনার সাথে হিংসা পোষণ করতে পারি? অথচ আপনার মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আরবদের প্রতি হিংসা পোষণ করাই আমার সাথে হিংসা পোষণ করার নামান্তর। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন,হাদীসটি হাসান ও গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আরবদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব রাখা নবী করীম ﷺ -এর প্রতি বিদ্বেষ রাখারই শামিল। কেননা তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত সালমান ফারেসী (রা.) ছিলেন পার্শিয়ান-অনারব। সম্ভবত তাঁর আচার-ব্যবহারে এমন কিছু প্রকাশ পেয়েছিল, তাই তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে।

وَعَنْ ٥٧٤٦ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدْخُلْ فِىْ شَفَاعَتِىْ وَلَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِىْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ حُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ بِذٰلِكَ الْقَوِىِّ)

৫৭৪৬. **অনুবাদ :** হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আরবদের সাথে প্রতারণা করবে, সে আমার শাফা'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং আমার ভালোবাসাও লাভ করতে পারবে না। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব। হুসাইন ইবনে ওমর ব্যতীত আর কেউ তা বর্ণনা করেননি। অথচ মুহাদ্দিসীনদের কাছে তিনি নির্ভরযোগ্য নন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "غَشَّ" : অর্থ- প্রতারণা, ধোঁকাবাজি। অর্থাৎ ধোঁকা দেওয়া, অন্তরে কিছু থাকা কিন্তু মুখে অন্য কিছু বলা, আন্তরিকতা প্রদর্শন না করা, বিদ্বেষ পোষণ করা এবং কাউকে এমন বিষয়ের প্রতি উৎসাহিত করা যা তার জন্য মঙ্গলজনক নয়।

"شَفَاعَةٌ" দ্বারা এখানে শাফা'আতে সুগরা তথা বিশেষ শাফা'আত উদ্দেশ্য, শাফা'আত কুবরা যা সাধারণভাবে সকল উম্মতের জন্য হবে তা উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ "وَلَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِىْ" : 'আমার ভালোবাসাও লাভ করতে পারবে না।' দ্বারা হয়তো এ উদ্দেশ্য ছিল যে, উক্ত ব্যক্তি কখনো আমাকে বন্ধু হিসেবে পাবে না। অথবা রাসূলে কারীম ﷺ -এর উদ্দেশ্য ছিল যে, উক্ত ব্যক্তির জন্য আমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার কখনো সৌভাগ্য হবে না। যাহোক উভয় অবস্থায় অপূর্ণাঙ্গতা উদ্দেশ্য। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৪০]

وَعَنْ ٥٧٤٧ اُمِّ الْحَرِيْرِ مَوْلَاةِ طَلْحَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ سَمِعْتُ مَوْلَاىَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِقْتِرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৭৪৭. **অনুবাদ :** হযরত তালহা ইবনে মালেকের আজাদকৃত দাসী উম্মুল হারীর বলেন, আমি আমার মনিব [তালহা]-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামতসমূহের মধ্যে একটি হলো, আরবদের ধ্বংস হওয়া। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "اَلْعَرَبُ" আহলে আরব দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো মুসলিম আরব অথবা আরব জাতি অর্থাৎ সকল আরব তথা মুসলিম ও অমুসলিম। যাহোক উদ্দেশ্য হলো, যখন আহলে আরব পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হবে তখন বুঝে নেবে যে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। এ হাদীসে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আরবদের নেতৃত্ব ও রাজনীতিতে একটি অবস্থান রয়েছে। সকল অনারব তাদের অনুগত। এ কথা সুস্পষ্ট যে, যখন কিয়ামত আসবে তখন পৃথিবীতে শুধুমাত্র মন্দ লোকরাই অবশিষ্ট থাকবে। তাওহীদ ও রিসালাতের উপর ঈমান আনয়নকারী ও বিশ্বাসী একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৪১]

وَعَنْ ٥٧٤٨ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُلْكُ فِيْ قُرَيْشٍ وَالْقَضَاءُ فِي الْاَنْصَارِ وَالْاَذَانُ فِي الْحَبْشَةِ وَالْاَمَانَةُ فِي الْاَزْدِ يَعْنِي الْيَمَنَ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَوْقُوْفًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا اَصَحُّ)

৫৭৪৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শাসন-কর্তৃত্ব কুরাইশদের মধ্যে, বিচার আনসারদের মধ্যে, আজান হাবশীদের মধ্যে এবং আমানতকারী আযদ তথা ইয়েমেনীদের মধ্যে [অর্থাৎ এ সকল দায়িত্ব পালনের বিশেষ যোগ্যতা তাদের মধ্যে রয়েছে।]। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি মওকুফ হিসেবে বর্ণিত হওয়াই অধিক সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "وَالْقَضَاءُ فِي الْاَنْصَارِ" : 'বিচার আনসারদের মধ্যে রয়েছে।' এখানে "قَضَاءٌ" দ্বারা উদ্দেশ্য "نَقَابَةٌ" যার অর্থ হলো– জিম্মাদার হওয়া অর্থাৎ অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী, খবরাখবর সংগ্রহকারী। নবী করীম ﷺ আকাবার রাত্রিতে আনসারদের প্রত্যেক শাখা ও গোত্রের একজন করে নকীব তথা জিম্মাদার নিযুক্ত করেছিলেন। যার কাজ ছিল সে তার গোত্রে ইসলামর প্রচার ও প্রসার করবে, লোকদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ইসলামমুখী করবে। আর যে সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের অবস্থাদির খেয়াল রাখবে। সুতরাং ঐ সকল নকীবরা তাঁদের দায়িত্ব খুবই সুন্দরভাবে এবং সতর্কতা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করেছেন এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর পক্ষ হতে সুনাম ও সুখ্যাতির দাবিদার হয়েছেন।

আর কেউ কেউ লিখেছেন যে, হাদীসে উল্লিখিত "قَضَاءٌ" শব্দটি তার প্রচলিত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর তার প্রমাণ হলো, রাসূলে কারীম ﷺ বিশিষ্ট আনসারী সাহাবী হযরত মু'আয (রা.)-কে ইয়েমেনের বিচারক নিযুক্ত করে পাঠিয়ে ছিলেন। এ মতটি খুবই সুস্পষ্ট এবং কিয়াসের অধিক নিকটবর্তী। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৪১]

قَوْلُهُ "وَالْاَذَانُ فِي الْحَبْشَةِ" : 'আজান হাবশীদের মধ্যে রয়েছে।' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আজান দেওয়ার কাজটি হাবশী লোকেরা খুবই উত্তমরূপে এবং অত্যন্ত পছন্দনীয়তার সাথে সম্পন্ন করে। রাসূলে কারীম ﷺ এ কথা হযরত বিলাল (রা.) -কে সামনে রেখে বলেছেন, যিনি রাসূল ﷺ -এর মুয়াজ্জিনদের সরদার ছিলেন এবং হাবশী ছিলেন।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৪১]

قَوْلُهُ "وَالْاَمَانَةُ فِي الْاَزْدِ" : 'আমানতদারি আযদদের মধ্যে রয়েছে।' এখানে "اَزْدٌ" শব্দ দ্বারা কি উদ্দেশ্য সে ব্যাপারে দুটি মতামত রয়েছে। এক অভিমত অনুসারে এর দ্বারা ইয়েমেনের ঐ বিখ্যাত গোত্র উদ্দেশ্য যাদেরকে 'আযদেশানূহু' বলা হয়। তখন হাদীসাংশের অর্থ হবে– আমানতের জিম্মাদারি খুবই আস্থার সাথে 'আযদেশানূহু' গোত্রের ইয়েমেনী লোকেরা সমাধা করে থাকে। দ্বিতীয় অভিমত হলো ঐ রাবী তথা বর্ণনাকারীর যিনি হাদীস বর্ণনার সময় "يَعْنِي الْيَمَنَ" কথাটি বর্ধিত করে এটা বলতে চেয়েছেন যে, 'আযদ' দ্বারা শুধুমাত্র 'আযদেশানূহু' গোত্র উদ্দেশ্য নয়; বরং ব্যাপকভাবে সকল ইয়েমেনী উদ্দেশ্য। যেমন এক রেওয়ায়েতে ইয়েমেনবাসীদেরকে লক্ষ্য করে ব্যাপকভাবে ইরশাদ হয়েছে যে, তারা কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং নিরাপত্তা ও ঈমানের অধিকারী।

যাহোক হাদীসের সারাংশ হলো, ঐ সকল পদ ও দায়িত্ব তথা বিচার বা জিম্মাদারি, মুয়াজ্জিনী ও আমানতের দায়িত্বে কাউকে নিযুক্ত করার সময় উপরিউক্ত গোত্রসমূহের লোকদেরকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কেননা ঐ সকল গোত্রের লোকদের মধ্যে উল্লিখিত পদের দায়িত্ব ও জিম্মাদারি পালনের বিশেষ যোগ্যতা ও বংশীয় ঐতিহ্য রয়েছে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৪২]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٧٤٩ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُطِيْعٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৭৪৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুতী' (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আজকের পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত কোনো কুরাইশী বন্দি অবস্থায় হত্যা করা যাবে না। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "وَلَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا" : 'কোনো কুরাইশীকে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা যাবে না।' দ্বারা কি উদ্দেশ্য সে ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের বিরোধপূর্ণ মতামত রয়েছে। মোল্লা আলী ক্বারী (র.) আল্লামা তীবী (র.)-এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, এখানে নাফী দ্বারা নাহী উদ্দেশ্য। অর্থাৎ উক্ত মূল্যবান ঘোষণা দ্বারা রাসূলে কারীম ﷺ -এর উদ্দেশ্য হলো এ কথা নিষিদ্ধ করা যে, কুরাইশীদেরকে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা যাবে। কিন্তু মোল্লা আলী ক্বারী (র.) আল্লামা তীবী (র.)-এর উক্ত উক্তিকে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন। অতঃপর আল্লামা হুমায়দী (র.)-এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, কতিপয় মুহাদ্দিসীনে কেরাম ঐ মূল্যবান ঘোষণার ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেছেন যে, এর অর্থ হলো, আজ মক্কা বিজয়ের দিনের পর হতে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এ পরিস্থিতি কখনো সৃষ্টি হবে না যে, কোনো কুরাইশী ইসলাম থেকে মুরতাদ হওয়ার অপরাধে ইসলামি আইন অনুসারে তাকে বন্দি অবস্থায় ফেলে রাখা হবে এবং মুরতাদ অবস্থার উপর অটল থাকার কারণে তাকে হত্যা করা হবে। এ ব্যাখ্যার মূলভিত্তি হলো, রাসূলে কারীম ﷺ -এর পরে এমন দৃষ্টান্ত তো পাওয়া যায় যে, কোনো কুরাইশীকে এ অপরাধের কারণে বন্দিদশা অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে যে, সে ইসলাম গ্রহণ হতে অস্বীকার করেছিল এবং ইসলামে বিরোধিতায় অটল ছিল। কিন্তু এমন কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যে, কোনো কুরাইশী মুসলমান মুরতাদ হয়ে গেছে এবং এ অপরাধের ভিত্তিতে তাকে বন্দি অবস্থায় ফেলে রেখে হত্যা করা হয়েছে আর সে তার মুরতাদ অবস্থা থেকে ফিরে আসেনি এবং কুফরের উপর অটল ছিল। সুতরাং এ মূল্যবান ঘোষণার সারকথা এই হবে যে, আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের অন্তরে দীন ও ঈমান এমনভাবে সুদৃঢ় করে দেবেন এবং তাদেরকে ইসলামের সরল পথে এমন মজবুতির সাথে লাগিয়ে রাখবেন যে, কখনো তাদের মধ্য হতে কোনো একজন ব্যক্তি মুরতাদ হবে না যার কারণে তাকে বন্দি অবস্থায় ফেলে রেখে হত্যা করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। এ কথার সমর্থন এ রেওয়ায়েত দ্বারা হয়- اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيِسَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ অর্থাৎ নিশ্চয়ই শয়তান আরব উপদ্বীপ হতে নিরাশ হয়ে গেছে। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৪২]

قَوْلُهُ "صَبْرًا" : হাদীসের শব্দ "صَبْرًا" -এর মর্মার্থ হলো, এরপর হতে কোনো কুরাইশী মুরতাদ হওয়ার অপরাধে নিহত হবে না। অবশ্য কেসাসস্বরূপ কতল এবং যুদ্ধের ময়দানে নিহত হতে পারে।

٥٧٥٠ - وَعَنْ اَبِىْ نَوْفَلٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُسْلِمٍ (رض) قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلٰى عَقَبَةِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ حَتّٰى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ -

৫৭৫০. অনুবাদ : হযরত আবূ নওফল মুআবিয়া ইবনে মুসলিম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদিনামুখী মক্কার গিরিপথে আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-কে [অর্থাৎ তাঁর মৃত লাশ] দেখতে পাই। তিনি বলেন, তাঁর নিকট দিয়ে কুরাইশ ও অন্যান্য বহু লোকই অতিক্রম করে যাচ্ছিল, অবশেষে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) তাঁর পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার বেলায় দাঁড়ালেন,

فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَبَا خُبَيْبٍ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَبَا خُبَيْبٍ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَبَا خُبَيْبٍ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ كُنْتُ اَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ كُنْتُ اَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ كُنْتُ اَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا اَمَا وَاللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا وَصُوْلًا لِلرَّحِمِ اَمَا وَاللّٰهِ لَاُمَّةٌ اَنْتَ شَرُّهَا لَاُمَّةُ سُوْءٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَاُمَّةُ خَيْرٍ ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَوْلُهُ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَاُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ فَاُلْقِىَ فِىْ قُبُوْرِ الْيَهُوْدِ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى اُمِّهِ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَبَتْ اَنْ تَاْتِيَهُ فَاَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُوْلَ لَتَاْتِيَنِّىْ اَوْ لَاَبْعَثَنَّ اِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُوْنِكِ قَالَ فَاَبَتْ وَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَا اٰتِيْكَ حَتّٰى تَبْعَثَ اِلَىَّ مَنْ يَسْحَبُنِىْ بِقُرُوْنِىْ قَالَ فَقَالَ اَرُوْنِىْ سِبْتَىَّ فَاَخَذَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ حَتّٰى دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ كَيْفَ رَاَيْتِنِىْ صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللّٰهِ قَالَتْ رَاَيْتُكَ اَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَاَفْسَدَ عَلَيْكَ اٰخِرَتَكَ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تَقُوْلُ لَهُ يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ اَنَا وَاللّٰهِ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ ـ

এবং বললেন, 'আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা খুবাইব, আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা খুবাইব, আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা খুবাইব।' অতঃপর বললেন, জেনে রাখ! আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে এটা হতে নিষেধ করেছিলাম, জেনে রাখ! আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে এটা হতে নিষেধ করেছিলাম, জেনে রাখ! আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে এটা হতে নিষেধ করেছিলাম। [অর্থাৎ খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করা হতে।] জেনে রাখ! আল্লাহর কসম! আমার জানামতে তুমি ছিলে অধিক রোজাদার, খুব বেশি ইবাদত ও তাহাজ্জুদ-গুজার এবং আত্মীয়স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী। জেনে রাখ! আল্লাহর কসম! যে দলের আকিদা ও ধারণায় তুমি মন্দ, প্রকৃতপক্ষে সে দলই মন্দ। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে– [তিনি উপহাসের সুরে বলেছেন,] হ্যাঁ, তারা খুব চমৎকার একটি গোষ্ঠী। [বর্ণনাকারী বলেন,] এরপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) তথা হতে চলে গেলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ [ইবনে ওমর]-এর উক্ত স্থানে দাঁড়ানো এবং উল্লিখিত কথাগুলো বলার সংবাদটি হাজ্জাজের কাছে পৌঁছলে তিনি হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর লাশের কাছে লোক পাঠালেন এবং শূলির কাষ্ঠ হতে লাশটি নামিয়ে ইহুদিদের কবরস্থানে ফেলে দেওয়া হলো। এরপর হাজ্জাজ তাঁর মাতা আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.)-কে তার কাছে ডেকে পাঠাল; কিন্তু হযরত আসমা (রা.) তার নিকট আসতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর হাজ্জাজ এ কথা বলে পুনরায় লোক পাঠাল যে, তাকে গিয়ে বল! হয়তো তুমি স্বেচ্ছায় আমার নিকট আসবে অথবা আমি তোমার কাছে এমন লোককে পাঠাব, যে তোমার চুলের বেণি চেপে ধরে তোমাকে হিঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আসমা (রা.) এবারও আসতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমার কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত আসব না, যে পর্যন্ত না তুমি এমন লোককে আমার কাছে পাঠাবে, যে আমার চুলের বেণি ধরে আমাকে হিঁচড়িয়ে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে হাজ্জাজ বলল, তোমরা আমার জুতা দাও। অতঃপর সে তার জুতা পরিধান করল এবং দ্রুত রওয়ানা হলো এবং হযরত আসমা (রা.)-এর নিকট এসে বলল, আল্লাহর দুশমন [হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)]-এর সাথে আমি যে আচরণ করেছি এ ব্যাপারে তুমি আমাকে কেমন পেলে? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি দেখেছি, তুমি তার দুনিয়াকে ধ্বংস করেছ, আর সে তোমার আখেরাতকে ধ্বংস করে দিয়েছে।' আমার কাছে এ খবরও পৌঁছেছে, তুমি নাকি তাকে [উপহাসস্বরূপ] বলছ, হে দুই নেতাকওয়ালীর সন্তান! আল্লাহর কসম! আমিই সেই দুই নেতাকওয়ালী মহিলা।

أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ بِهِ أَرْفَعُ طَعَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَطَعَامَ أَبِىْ بَكْرٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَأَمَّا الْاٰخَرُ فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِىْ لَا تَسْتَغْنِىْ عَنْهُ أَمَا إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَنَا أَنَّ فِىْ ثَقِيْفٍ كَذَّابًا وَمُبِيْرًا فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ وَأَمَّا الْمُبِيْرُ فَلَا أَخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ قَالَ فَقَامَ عَنْهَا فَلَمْ يُرَاجِعْهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

জেনে রাখ, তার [আমার কোমরে বাঁধবার দো-পাট্টার] একখণ্ড দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত আবূ বকর (রা.) -এর সফরের খাদ্য বেঁধে তাঁদের সওয়ারির গলায় ঝুলিয়ে দেতাম এবং অপর খণ্ড ঐ কাজে ব্যবহার করতাম যা হতে কোনো নারী অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে না। [অর্থাৎ গৃহের কাজকর্ম করবার সময় মহিলারা নিজেদের কোমরে যে কাপড় বা গামছা বেঁধে রাখে, একখণ্ড দ্বারা আমি তাই করতাম।] জেনে রাখ, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, ছাকীফ গোত্রে এক চরম মিথ্যাবাদী ও এক মহাঅত্যাচারী জন্মগ্রহণ করবে। সুতরাং সে চরম মিথ্যুক [মোখতার]-কে আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমিই সেই মহাঅত্যাচারী জালিম। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আসমা (রা.)-এর মুখে উপরিউক্ত কথাগুলো শুনে হাজ্জাজ কোনো প্রতিউত্তর না করে চলে গেল। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "اَلنِّطَاقُ" অর্থ– কোমরবন্দ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর হিজরতের সফরে হযরত আসমা (রা.) নিজের কোমরবন্দ দ্বিখণ্ড করে দুই কাজে ব্যবহার করেছিলেন। তাই রাসূল ﷺ কৌতুক করে তাঁকে যাতুন-নেকাতাইন [দুই কোমরবন্দওয়ালী] বলে সম্বোধন করেছিলেন। তখন হতে হযরত আসমা (রা.) এ উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। হযরত আসমা (রা.)-এর জীবন ইতিহাস হতে জানা গেছে যে, পুত্র আব্দুল্লাহর শাহাদতের দশদিন পর তিনি একশত বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন এবং মৃত্যুকালে তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি। আল্লামা নববী (র.) বলেছেন, একমাত্র খারেজী সম্প্রদায় ব্যতীত সমস্ত মাযহাবের আকিদা হলো, হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.) মাজলুম ও নির্যাতিত অবস্থায় শহীদ হয়েছেন।

وَعَنْ ٥٧٥١ نَافِعٍ (رح) أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَاهُ رَجُلَانِ فِىْ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوْا مَا تَرٰى وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَ يَمْنَعُنِىْ أَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَىَّ دَمَ أَخِى الْمُسْلِمِ قَالَا أَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ قَاتَلْنَا حَتّٰى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ وَأَنْتُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تُقَاتِلُوْا حَتّٰى تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِغَيْرِ اللّٰهِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৭৫১. অনুবাদ : হযরত নাফে' (র) হতে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর যুগে সৃষ্ট ফিতনার সময় দুই ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর নিকট এসে বলল, লোকজন যা কিছু করছে তা তো আপনি দেখছেন। অথচ আপনি একদিকে হযরত ওমর (রা.)-এর পুত্র এবং অপর দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একজন সাহাবী। এতদ্‌সত্ত্বেও আপনাকে [খেলাফতের দাবি নিয়ে] বের হতে কিসে বাধা দিচ্ছে? তিনি উত্তর দিলেন, এটা আমাকে বাধা দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর মুসলমান ভাইয়ের রক্ত হারাম করে দিয়েছেন। তারা বলল, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি যে, ফিতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর? হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন, [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জামানায়] আমরা লড়াই করেছি, যাতে ফিতনা মিটে যায় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আজ তোমরা লড়াই করতে চাও, যাতে ফিতনা সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের [গায়রুল্লাহর] দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَىَّ دَمَ اَخِى الْمُسْلِمِ" : 'আল্লাহ তা'আলা আমার উপর মুসলমান ভাইয়ের রক্ত হারাম করে দিয়েছেন।' এ বাক্য দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর এ কথা গুরুত্ব ও তাকিদের সাথে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল যে, খুনাখুনি হতে বিরত থাকা এবং মুসলমানদের মাঝে পরস্পর লড়াই হতে দূরে থাকা নিজের জন্য সর্ব অবস্থায় আবশ্যক মনে করি। বিশেষ করে ঐ অবস্থাতে যখন তা খেলাফত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দাবি করার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়। সুতরাং উক্ত বাক্যের মধ্যকার عَلَىَّ [আমার জন্য] শব্দটি ঐ উদ্দেশ্যের অধীনে ব্যবহার হয়েছে। অন্যথা এ কথার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা মুসলমান ভাইয়ের রক্ত ঝরানো তো প্রত্যেকের জন্য হারাম হিসেবে সাব্যস্ত। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৪৮]

قَوْلُهُ "وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِغَيْرِ اللّٰهِ" : 'এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের [গায়রুল্লাহর] দীন প্রতিষ্ঠিত হয়।' মূলত উক্ত দুই ব্যক্তির অভিপ্রায় ছিল যে, প্রথমত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) স্বীয় খেলাফতের দাবি করুক। যদি তিনি তাতে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে সর্বনিম্ন তাঁর জন্য এতটুকু করা উচিত যে, যারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর খেলাফত মেনে নেয়নি এবং জালিম ও অযোগ্যদের শাসনের আনুগত্য করেছে তাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করবেন। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর মতামত ছিল যে, সাধারণ মুসলমানদেরকে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ ও কলহ-বিবাদ হতে বিরত রাখার জন্য এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা ঠিক হবে না, কেননা মুসলমানগণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিষয়কে কেন্দ্র করে একে অন্যের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করা শেষ পর্যায়ে এমন গৃহযুদ্ধের কারণ হতে পারে যা ইসলামি জীবনব্যবস্থা এবং মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনকে দুর্বল করে দেবে আর এ সুযোগে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো স্বীয় প্রভাব ও অনধিকার কর্তৃত্ব বিস্তার করবে। এ অনুভূতিকে সামনে রেখে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর জন্য এটাই উত্তম মনে করেছিলেন যে, তিনি খেলাফতের বিষয়ে যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করবেন এবং একনিষ্ঠতা অবলম্বন করে লোকদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেবেন। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৪৮]

৫৭৫২ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِىُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ وَعَصَتْ وَاَبَتْ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهِمْ فَظَنَّ النَّاسُ اَنَّهُ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৫২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তোফায়েল ইবনে আমর দাওসী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, দাউস গোত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর নাফরমানি করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। সুতরাং আপনি তাদের উপর আল্লাহর কাছে বদদোয়া করুন। তখন লোকেরা ধারণা করল, রাসূল ﷺ তাদের উপর বদদোয়া করবেন, কিন্তু তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি দাউস গোত্রকে হেদায়েত দান কর এবং তাদেরকে নিয়ে আস [অর্থাৎ মদিনার দিকে হিজরত করার তৌফিক দাও।] –[বুখারী ও মুসলিম]

৫৭৫৩ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلٰثٍ لِاَنِّىْ عَرَبِىٌّ وَالْقُرْاٰنُ عَرَبِىٌّ وَكَلَامُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِىٌّ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৫৭৫৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তিন কারণে আরবকে ভালোবাসবে। প্রথমত আমি হলাম আরবি, দ্বিতীয়ত কুরআন মাজীদের ভাষা হলো আরবি এবং তৃতীয়ত বেহেশতবাসীদের কথাবার্তার মাধ্যমও হবে আরবি।

–[বায়হাকী তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "وَكَلَامُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ" : 'বেহেশতবাসীদের কথাবার্তার মাধ্যমও হবে আরবি।' এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, দোজখবাসীদের কথাবার্তার মাধ্যম আরবি হবে না। যাহোক হাদীসের সারাংশ হলো, আরবদেশ এবং আরবদেশের অধিবাসীদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। তাছাড়া উক্ত হাদীসে আরবকে ভালোবাসার শুধুমাত্র তিনটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলো এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। অন্যথা এগুলো ছাড়াও অন্যান্য আরো কতিপয় কারণ রয়েছে যেগুলোর ভিত্তিতে আরব ও আরববাসীদেরকে ভালোবাসা আবশ্যক। যেমন তন্মধ্য হতে একটি কারণ হলো, আরববাসীরাই সর্বপ্রথম সরসরি রাসূল ﷺ হতে দীন ও শরিয়তের জ্ঞান অর্জন করেছেন অতঃপর উক্ত জ্ঞান আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেয়েছেন। আরেকটি কারণ হলো, তারা রাসূল ﷺ -এর কথা, কাজ, অভ্যাস ও মু'জিযাসমূহকে সংরক্ষণ করেছেন এবং এ মূল্যবান পুঁজিকে আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। মূলত আরব ও আরববাসীরা ইসলামের সাহায্য ও সহযোগিতাকারী এবং আমাদের ধর্মীয় জীবনের চালিকা শক্তি। তাঁরা ইসলামের জন্য সমগ্র পৃথিবীর সাথে যুদ্ধ করেছেন, বড় বড় শক্তিধরদের সাথে জিহাদ করেছেন, জানমাল কুরবানি দিয়ে বড় বড় অঞ্চল জয় করেছেন, শহরে-গ্রামে ইসলাম পৌঁছিয়েছেন, পৃথিবীর আনাচেকানাচে ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত করেছেন এবং মুসলমানদের যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং শান ও শওকত অর্জিত হয়েছে তা তাদেরই ঐকান্তিক চেষ্টা পরিশ্রমের ফসল। আমাদের ধর্মীয় ইতিহাসের সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান তাঁদেরই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। আরববাসীরা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর। তাঁর বংশীয় ও মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। শুধু এতটুকুই নয় যে, তাঁদের ভাষা বেহেশতবাসীদের ভাষা হবে; বরং কবরের অন্ধকারে মুনকার-নাকীর ফেরেশতার প্রশ্নও এ ভাষায়ই হবে। আর এ কারণেই বলা হয়েছে– "مَنْ اَسْلَمَ فَهُوَ عَرَبِيٌّ" অর্থাৎ 'যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করেছে সেই আরবি।' –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৪৯]

بَابُ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ

পরিচ্ছেদ : সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

"مَنَاقِبُ" শব্দটি মূলত مَنْقَبَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– ফজিলত, মর্যাদা, গুণ, শ্রেষ্ঠত্ব। ফজিলত এমন উত্তম অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্য [প্রশংসনীয় কাজ]-কে বলা হয় যার কারণে আল্লাহর নৈকট্য কিংবা সৃষ্টির দৃষ্টিতে ইজ্জত, সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ ইজ্জত, সম্মান ও উচ্চ মর্যাদাই ধর্তব্য যা আল্লাহ তা'আলার নিকট অর্জিত হয়। সৃষ্টির দৃষ্টিতে অর্জিত ইজ্জত, সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার কোনো ধর্তব্য নেই। তবে যদি এই ইজ্জত, সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার নিকট মর্যাদাবান হওয়ার অসিলা ও মাধ্যম হয় তাহলে এক্ষেত্রে উক্ত ইজ্জত-সম্মানেরও ধর্তব্য করা হবে। অতএব যখন বলা হবে যে, অমুক ব্যক্তি সম্মানিত ও মর্যাদাবান, তখন তার উদ্দেশ্য হবে যে, উক্ত ব্যক্তি স্বীয় আকিদা-বিশ্বাস, নেককাজ, ইখলাস ও উত্তম চরিত্রের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলার নিকট উচ্চ মর্যাদাবান। উপরন্তু এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সম্পর্ক করা সে ক্ষেত্রেই ধর্তব্য হবে যখন তা রাসূলে কারীম ﷺ থেকে বর্ণিত হবে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে একথা বলে দেওয়া যে, 'মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী' কোনোই মূল্য রাখে না– শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিকেই উত্তম ও মর্যাদাবান বলা ধর্তব্য হবে যার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে রাসূলে কারীম ﷺ -এর মূল্যবান ঘোষণা পরম্পরা বর্ণিত হয়ে আমাদের পর্যন্ত এসে পৌছবে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৫০]

সাহাবীর পরিচয় : "اَلصَّحَابَةُ" শব্দটি صَاحِبٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ হলো– সঙ্গী, সাথি, বন্ধু, সহচর। সাহাবী বলা হয় এমন সৌভাগ্যবান মুসলমানকে যিনি জাগ্রত অবস্থায় স্বীয় চক্ষুদ্বয় দ্বারা রাসূলে কারীম ﷺ -কে দেখেছেন এবং তাঁর সাহচর্যে থেকেছেন এবং ঈমানের অবস্থায়ই অর্থাৎ দীন ইসলামের উপরই ইন্তেকাল করেছেন যদিও এর মাঝে ধর্মান্তরিত হয়ে থাকেন যেমন– আশ'আব কিংবা আশ'আছ ইবনে কায়েস (রা.)-এর ব্যাপারে বলা হয়। আবার কোনো কোনো আলেম সাহাবী হওয়ার জন্য রাসূল ﷺ -এর দীর্ঘ সাহচর্যের শর্তারোপ করেছেন অর্থাৎ তাদের মতে 'সাহাবী' এমন মুসলমানকে বলা যাবে যিনি রাসূল ﷺ -এর সাহচর্যে যথেষ্ট সময় পর্যন্ত ছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ হতে ইলম অর্জন করেছেন এবং তাঁর সাথে গাযওয়াসমূহে শরিক ছিলেন। এ সকল আলেম 'দীর্ঘ সাহচর্য'-এর বা 'যথেষ্ট সময়'-এর সর্বনিম্ন সময় ছয় মাস বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উক্ত ছয় মাস সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের কোনো দলিল-প্রমাণ আছে কিনা সে ব্যাপারে জানা যায়নি। তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, যিনি সবচেয়ে বেশি সময় রাসূল ﷺ -এর খেদমত ও সাহচর্যে অতিবাহিত করেছেন এবং রাসূল ﷺ -এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁর মর্যাদা ও সম্মান নিশ্চিতভাবে ঐ সাহাবী থেকে অধিক যিনি অধিক সময় রাসূল ﷺ -এর খেদমত ও সাহচর্যে অতিবাহিত করার সুযোগ পাননি এবং তাঁর সাথে জিহাদে অংশগ্রহন করেননি, শুধুমাত্র রাসূল ﷺ -কে দেখেছেন এবং তাঁর সাথে কথাবার্তারও সৌভাগ্য কম হয়েছে, অথবা যিনি শুধুমাত্র স্বীয় বাল্যকালেই রাসূল ﷺ -কে দেখেছেন– যদিও সাহচর্যের সৌভাগ্য সবাই অর্জন করেছেন। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৫০]

'সাহাবী'-কে চিনার উপায় : এমন কিছু সংখ্যক সাহাবী রয়েছেন যাঁদেরকে 'তাওয়াতুর' তথা ধারাবাহিক সূত্রের মাধ্যমে জানা যায়। যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর সাহাবী হওয়া ধারাবাহিক সূত্রে প্রমাণিত আছে। অথবা খবরে মাশহূরের মাধ্যমে জানা যাবে। অথবা কোনো সাহাবী অন্য একজনের ব্যাপারে স্বীকৃতি দেন যে, তিনি সাহাবী। অথবা স্বয়ং সাহাবী নিজের ব্যাপারে স্বীকৃতি দেন যে, আমি সাহাবী। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো যে, উক্ত স্বীকৃতি দানকারী সাহাবী বর্ণনা সূত্রের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং 'বিশ্বস্ত' হবে। সাথে সাথে একথাও লক্ষণীয় যে, কিতাবুল্লাহ, সুন্নতে রাসূল ﷺ ও ইজমায়ে উম্মতের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত রয়েছে যে, সকল সাহাবায়ে কেরাম 'আদিল' তথা বিশ্বস্ত। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৫০]

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব : শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থে হযরত আবূ মানসূর বাগদাদী (র.)-এর বরাতে লিখিত আছে যে, আমাদের সকল ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে সর্বাধিক মর্যাদাবান হচ্ছেন খুলাফায়ে আরবা'আ তথা চার খলিফা। আবার তাঁদের মধ্যেও খেলাফতের ধারাবাহিকতা হিসেবে মর্যাদার তারতম্য ধর্তব্য অর্থাৎ সর্বাধিক মর্যাদাবান হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), অতঃপর হযরত ওমর ফারূক (রা.), অতঃপর হযরত ওসমান গনী (রা.), অতঃপর হযরত আলী মুরতাযা (রা.)। চার খলিফার পরে সর্বাধিক মর্যাদাবান ঐ সকল সাহাবী যাঁদেরকে 'আশারায়ে মুবাশশারা' বা

'বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী' বলা হয়। তাঁদের পরে সর্বাধিক মর্যাদাবান ঐ সকল সাহাবী যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের পরে সর্বাধিক মর্যাদাবান ঐ সকল সাহাবী যাঁরা উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের পরে যাঁরা 'বায়'আত রিযওয়ানে' শরিক ছিলেন। তাঁদের পরে সর্বাধিক মর্যাদাবান ঐ সকল আনসারী সাহাবী যাঁরা দুবার তথা বায়'আতে আকাবায়ে ঊলা ও বায়'আতে আকাবায়ে ছানিয়াতে মক্কায় এসে রাসূল ﷺ -এর নিকট বায়'আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তদ্রূপ ঐ সকল সাহাবী যাঁরা 'সাবেকূনাল আওয়ালূন' নামে খ্যাত অর্থাৎ যাঁরা ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন এবং ইসলামের শুরুতেই মুসলমান হয়েছিলেন এবং যাঁরা উভয় কিবলা তথা বায়তুল মুকাদ্দাস ও কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তাঁরা ঐ সকল সাহাবী হতে অধিক মর্যাদাবান যাঁরা তাঁদের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ও হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.)-এর ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে যে, তাঁদের মধ্য হতে কে অধিক মর্যাদাবান। তদ্রূপ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ও ফাতিমাতুয যাহরা (রা.)-এর ব্যাপারে মতভেদপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে।

একথা সুস্পষ্ট যে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) ন্যায়পরায়ণ, মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে কোনোরূপ খারাপ ধারণা পোষণ করা কিংবা তাঁর সম্পর্কে এরূপ কোনো মন্তব্য করা যা সাহাবীর মর্যাদার বিরোধী– তা এরূপ নিষিদ্ধ যেরূপ অন্যান্য সাহাবীদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। তবে কতক সাহাবীর মাঝে পরস্পর যে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়েছে এবং পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে সে ব্যাপারে তর্কবিতর্ক করে তার ফলাফল বের করে কোনো সাহাবীকে খাটো করে দেখানো আমাদের জন্য মানায় না এবং আমরা সে স্তরের নয়। ঐ সকল ব্যাপার তাঁদের ইজতিহাদ সংশ্লিষ্ট ছিল। এ সকল সাহাবীদের মধ্য হতে কোনো একজন সাহাবীও এমন ছিলেন না যিনি এ ব্যাপারগুলোর ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির চাহিদা কিংবা পার্থিব উদ্দেশাবলির বশবর্তী হয়ে এরূপ বিরোধে লিপ্ত হয়েছেন। এ সকল সাহাবী নিজ নিজ অবস্থান ও মতামতকে সঠিক ও বৈধ হওয়ার বিশ্বাস রাখতেন এবং নিজেদের পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ ও বিতর্কের ব্যাখ্যা দিতেন। যেহেতু এ সকল সাহাবীদের ইজতিহাদ করার মতো অবস্থান ও মর্যাদা বিদ্যমান ছিল এবং মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে পরস্পর মতবিরোধ করার অধিকার রাখতেন, তাই তাঁদের এ মতবিরোধের ভিত্তিতে তাঁদের কেউই ন্যায়পরায়ণতার গণ্ডি হতে বের হবেন না এবং তাঁদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাঝে কোনোরূপ ঘাটতি আসবে না। সারসংক্ষেপ হলো, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতামত এই যে, সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে মুখ খোলার সময় সতর্ক থাকতে হবে। তাঁদের ব্যাপারে মুখ থেকে শুধুমাত্র এ কথাই বের করতে হবে যা প্রশংসা ও কল্যাণের হবে। যদি তাঁদের মধ্য হতে কারো সম্পর্কে এমন কোনো বিষয় বর্ণিত হয় যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রশংসা বিরোধী পরিদৃষ্ট হয় তাহলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে। দীন ও ঈমানের সুরক্ষা এরই মাঝে নিহিত। –[মাযাহেরে হক খ. ৭. পৃ. ২৫১]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٧٥٤ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৫৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করো না। কেননা [তাঁরা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে,] তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাঁদের এক মুদ কিংবা অর্ধ মুদ [যব খরচ]-এর সমান ছওয়াবে পৌঁছতে পারবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ" : 'তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করো না।' এখানে 'তোমরা'-এর সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ স্বয়ং কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। যেমন আলোচ্য হাদীসের শানে ওরূদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর মাঝে কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়েছিল, আর হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-কে মন্দ বলেন। রাসূল ﷺ হযরত খালিদ

ইবনে ওয়ালীদ (রা.) ও অন্যান্যদেরকে সম্বোধন করে বলেন যে, 'তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করো না।' সুতরাং এখানে 'আমার সাহাবীগণ' দ্বারা ঐ সকল বিশেষ সাহাবী উদ্দেশ্য ছিলেন যাঁরা এ সকল সম্বোধিত সাহাবায়ে কেরাম তথা হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) ও অন্যান্যদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবার এটাও হতে পারে যে, এ হাদীসে 'তোমরা' দ্বারা সকল উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে, আগামীতে আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও উদ্ভব হবে যারা আমার সাহাবায়ে কেরামকে গালমন্দ করবে এবং তাদের সম্মানে আঘাত করবে [যেমন রাফেযী ও খারেজীদের সুরত ধরে বিভিন্ন দল সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের শানে গালমন্দ করে।] এজন্য রাসূলে কারীম ﷺ মুসলমানদেরকে আগত বংশধররে মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের ইজ্জত-সম্মানের অনুভূতি জাগ্রত করার নিমিত্তে নির্দেশ দিয়েছেন যে, কোনো ব্যক্তিই যেন আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ না করে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৫২]

"قَوْلُهُ "مُدَّ : 'মুদ' তৎকালীন একটি আরবি পরিমাপের নাম ছিল, যা ওজনে এক সা' বা তিন সের এগারো ছটাকের এক-চতুর্থাংশ সমপরিমাণ ছিল। হাদীসের এ অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল সাহাবায়ে কেরামের সুউচ্চ মর্যাদা ও সম্মান নির্ধারণ করা যে, ঐ সকল সম্মানিত ব্যক্তিদের পূর্ণাঙ্গ আন্তরিকতা ও আল্লাহ তা'আলার জন্য নিবেদিত প্রাণ হওয়ার ভিত্তিতে তাঁদের একটি ক্ষুদ্রতম নেক আমল তাঁদের পরবর্তীদের এরূপ বড় বড় নেক আমলের বিপরীতে ওজনে ভারী হবে। উদাহরণস্বরূপ যদি ঐ সকল সাহাবীদের মধ্য হতে কোনো একজন সাহাবী এক সা' বা আধা সা' পরিমাণ যব ইত্যাদি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তবে এ নেক আমলের কারণে তিনি যে পরিমাণ ছওয়াব অর্জন করবেন এ পরিমাণ ছওয়াব তাঁর পরবর্তীতের মধ্য হতে কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও ব্যয় করে তবুও অর্জন করতে সক্ষম হবে না। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৫২]

সাহাবায়ে কেরামকে গালমন্দ করার ব্যাপারে শরয়ী বিধিবিধান : মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, এ কথা জানা আবশ্যক যে, সাহাবায়ে কেরামকে গালমন্দ করা হারাম এবং সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহের মধ্য হতে একটি কবীরা গুনাহ। আমাদের এবং জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতামত হলো যে, যে কোনো ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামকে গালমন্দ করবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। আর কতক মালেকী মাযহাবের অনুসারীদের মতামত হলো তাকে হত্যা করা হবে। এ জাতীয় মতামত আল্লামা তীবী (র.)ও ব্যক্ত করেছেন। কাযী ইয়ায (র.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে কাউকে গালমন্দ করা কবীরা গুনাহ। আমাদের মাযহাবের কতক ওলামা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি শায়খাইন [অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত ওমর ফারূক (রা.)]-কে গালমন্দ করবে সে হত্যার উপযুক্ত। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের'-এর সিয়ার অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে যে, যে কোনো কাফের তার কুফরি থেকে তওবা করবে তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা রয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি এ ভিত্তিতে কাফের সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -কে গালমন্দ করেছিল কিংবা শায়খাইনকে কিংবা তাঁদের দুজনের মধ্য হতে কোনো একজনকে গালমন্দ করেছিল কিংবা জাদুর কার্যে লিপ্ত হয়েছিল অথবা নাস্তিকতায় লিপ্ত হয়েছিল অতঃপর তওবা করার পূর্বেই সে গ্রেফতার হয়েছিল। অতএব সে যদি এখন তওবা করে তবে তার তওবা গ্রহণ করা হবে না এবং সে ক্ষমাও পাবে না। এমনিভাবে 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের' গ্রন্থকার আল্লামা যাইন ইবনে নুজাইম আরো লিখেছেন যে, শায়খাইনকে গালমন্দ করা এবং তাঁদেরকে অভিশাপ দেওয়া কুফরি কাজ। আর যে ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)-কে শায়খাইনের উপর প্রধান্য দেবে সে বিদ'আতি। 'মানাকিবে কুরদারী' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে, যদি ঐ ব্যক্তি [যে শায়খাইনের উপর হযরত আলী (রা.)-কে প্রধান্য দেওয়ার প্রবক্তা] শায়খাইনের খিলাফতের অস্বীকারকারীও হয় তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে। তদ্রূপ সে যদি তাঁদের উভয়ের সাথে আন্তরিকভাবে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে তাহলেও তাকে কাফের বলা যাবে। এজন্য যে, সে এমন দুজন মহামান্য ব্যক্তির সাথে আন্তরিকতভাবে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করছে যাঁদের সাথে রাসূলে কারীম ﷺ -এর আন্তরিক ভালোবাসা বিদ্যমান ছিল। তবে যদি [এ সুরত হয় যে,] কোনো ব্যক্তি [শায়খাইনের উপর হযরত আলী (রা.)-এর প্রাধান্যের প্রবক্তা নয়, তাঁদের খেলাফতের অস্বীকারকারীও নয়, তাঁদের সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতাও পোষণকারী নয় এবং তাঁদেরকে গালমন্দও করে না, কিন্তু] শায়খাইন অপেক্ষা হযরত আলী (রা.)-এর জন্য অধিক ভালোবাসা পোষণ করে তাহলে শুধুমাত্র এ ভিত্তিতে তাকে দোষারোপ করা যাবে না। এ প্রাধান্য দানের ব্যাপারে ঐ দুজন তথা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত ওমর ফারূক (রা.)-কে নির্দিষ্ট করার কারণ হয়তো এটা হতে পারে যে, তাঁদের দুজনের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিভিন্ন হাদীস যেভাবে বিশেষ পদ্ধতিতে বর্ণিত রয়েছে তদ্রূপ অন্য কোনো সাহাবীর ব্যাপারে বর্ণিত নেই যেভাবে আগত পৃথক এক অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস দ্বারা তা সুস্পষ্ট হবে। অথবা তাঁদের দুজনকে নির্দিষ্ট করার কারণ এটা ছিল যে, তাঁদের খেলাফতের উপর সকল মুসলিম উম্মত একমত ছিল। তাঁদের কর্তৃত্ব ও শাসনকে কোনো দিক থেকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। তাঁদের বিপরীতে হযরত ওসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) ও হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) প্রমুখ খলিফাদের খেলাফতের উপর এ পরিমাণ মুসলিম উম্মতের ঐকমত্য ছিল না; বরং তাঁদের প্রত্যেকের খেলাফতকালীন সময়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পায়। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৫৩]

وَعَنْ ٥٧٥٥ أَبِىْ بُرْدَةَ (رضـ) عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَفَعَ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيْرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النُّجُوْمُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُوْمُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوْعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِىْ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِىْ مَا يُوْعَدُوْنَ وَأَصْحَابِىْ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِىْ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِىْ أَتَى أُمَّتِىْ مَا يُوْعَدُوْنَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৭৫৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ বুরদা (রা.) তাঁর পিতা [হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদা নবী করীম ﷺ আসমানের দিকে মাথা তুলে তাকালেন। বস্তুত তিনি প্রায়শ [ওহীর অপেক্ষায়] আসমানের দিকে মাথা তুলে দেখতেন। অতঃপর বললেন, তারকারাজি [চন্দ্র-সূর্যসমেত] আসমানের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। যেদিন এ সমস্ত গ্রহগুলো চলে যাবে, সেদিন আসমানে তাই ঘটবে, যার প্রতিশ্রুতি পূর্বেই দেওয়া হয়েছে, [অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যাবে।] আর আমি হলাম আমার সাহাবীদের উপর নিরাপত্তাস্বরূপ। সুতরাং আমি যখন চলে যাব, তখন আমার সাহাবীদের মধ্যে তাই সংঘটিত হবে, যার প্রতিশ্রুতি পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। [অর্থাৎ তাদের মধ্যে ফিতনা ও যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দেবে।] আর আমার সাহাবীগণ হলেন আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। যখন আমার সাহাবীগণ চলে যাবেন, তখন আমার উম্মতের উপর তাই নেমে আসবে, পূর্বেই যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। [অর্থাৎ বিদ'আত ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে।] -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "اَلنُّجُوْمُ" : 'তারকারাজি' শব্দটি চন্দ্র ও সূর্য উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর 'তারকারাজি চলে যাওয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো. চন্দ-সূর্য ও অন্যান্য সকল নক্ষত্ররাজি নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়া, ভেঙ্গে-চুরে পড়ে যাওয়া ও বিলুপ্ত হওয়া। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে- "إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ" অর্থাৎ 'যখন [কিয়ামত দিবসে] সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে এবং যখন তারকারাজি ভেঙ্গে-চুরে পড়ে যাবে।' -[সূরা তাকভীর : ১ - ২] -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৬২]

قَوْلُهُ "أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوْعَدُ" : 'সেদিন আসমানে তাই ঘটবে, যার প্রতিশ্রুতি পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কিয়ামত দিবসে আসমান ফেটে যাবে এবং টুকরা টুকরা হয়ে পেজা তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে। এ কথার সংবাদ কুরআন মাজীদে নিম্নোক্ত শব্দাবলির দ্বারা দেওয়া হয়েছে- "إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ" [যখন আসমান ফেটে যাবে।] "إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ" [যখন আসমান টুকরা টুকরা হয়ে যাবে।] -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৬২]

قَوْلُهُ "أَتَى أَصْحَابِىْ مَا يُوْعَدُوْنَ" : 'আমার সাহাবীদের মধ্যে তাই সংঘটিত হবে, যার প্রতিশ্রুতি পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ফিতনা-ফ্যাসাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দেবে এবং কতক বেদুঈন গোত্র মুরতাদ হয়ে যাবে। তদ্রূপ 'উম্মতের জন্য পূর্বেই যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষের মাঝে অবিশ্বাস ও মন্দকাজের ফিতনা পরিদৃষ্ট হবে, বিদ'আতের জোরেশোরে প্রচলন হবে, মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে বিভিন্ন ধরনের অঘটন ও বিপদাপদ আপতিত হবে, নেককার ও বরকত দুনিয়া থেকে উঠে যাবে এবং শুধুমাত্র বদকাররা অবশিষ্ট থাকবে আর তাদের উপরই কিয়ামত আপতিত হবে। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৬২]

وَعَنْ ٥٧٥٦ أَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقُوْلُوْنَ هَلْ فِيْكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ

৫৭৫৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাইদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যে, বহুসংখ্যক লোক জিহাদে যোগদান করবে। তখন তারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোনো লোক আছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছেন? তারা বলবে,

نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ فَيَقُوْلُوْنَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُوْنَ فِيكُمْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيُوْجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّانِى فَيَقُوْلُوْنَ هَلْ فِيهِمْ مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّالِثُ فَيُقَالُ انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ يَكُوْنُ الْبَعْثُ الرَّابِعُ فَيُقَالُ انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا رَأَى مَنْ رَأَى أَحَدًا رَأَى أَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ فَيُوْجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُ.

হ্যাঁ, আছেন। তখন [উক্ত সাহাবীর বরকতে] তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। অতঃপর লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে যে, তাদের বহুসংখ্যক লোক জিহাদে যোগদান করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোনো লোক রয়েছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছেন? তারা বলবে, হ্যাঁ, রয়েছেন। তখন [উক্ত তাবেয়ীর বরকতে] তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। তারপর লোকদের উপর এমন এক জামানা আসবে যে, তাদের বহুসংখ্যক লোক জিহাদে যোগদান করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোনো রয়েছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের সাহচর্য লাভকারীদের [অর্থাৎ তাবেয়ীদের] সাহচর্য লাভ করেছেন? তারা বলবে, হ্যাঁ, রয়েছেন। তখন তাদেরকে [উক্ত তাবে তাবেয়ীদের বরকতে] জয়যুক্ত করা হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, তাদের মধ্য হতে একটি সেনাদলকে অভিযানে পাঠানো হবে যে, তখন মুজাহিদগণ বলবে, তালাশ করে দেখ তো তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের কাউকেও পাও নাকি? তখন এক ব্যক্তিকে পাওয়া যাবে। সুতরাং তাদেরকে জয়যুক্ত করা হবে। পরবর্তী যুগে দ্বিতীয় আরেকটি সেনাদল পাঠানো হবে। তখন তারা পরস্পর বলবে, তাদের মাঝে এমন কোনো লোক আছেন কি, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদেরকে দেখেছেন? [তালাশ করে এমন একজন লোক পাওয়া যাবে,] তখন তাদেরকেও বিজয় দান করা হবে। এর পরবর্তী সময়ে তৃতীয় সেনাদল প্রেরণ করা হবে। তখন বলা হবে, খোঁজ করে দেখ তো তাদের মাঝে এমন কোনো লোক আছেন কি, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীকে যিনি দেখেছেন, তাকে দেখেছেন? [অর্থাৎ যিনি কোনো তাবেয়ীকে দেখেছেন।] তারপর চতুর্থ সেনাদলকে পাঠানো হবে, তখন বলা হবে, তালাশ করে দেখ! তাদের মাঝে এমন কোনো লোক আছেন কি যিনি এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখেছেন যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীকে দর্শনকারী কোনো ব্যক্তিকে দেখেছেন। তখন এক ব্যক্তিকে তালাশ করে পাওয়া যাবে। সুতরাং তাদেরকেও তার কারণে জয়যুক্ত করা হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য দুটি রেওয়ায়েতে রাসূল ﷺ -এর ঐ মু'জিযার উল্লেখ তো রয়েছেই যে, তিনি এমন একটি বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যা তাঁর পরবর্তী তিন অথবা চার যুগে ঘটবে। সাথে সাথে উক্ত রেওয়ায়েতদ্বয়ের মধ্যে রাসূল ﷺ -এর সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী ও তবে আতবা' তাবেয়ীদের মর্যাদা এবং তাঁরা যে কল্যাণ ও বরকতের কারণ তাও উল্লেখ রয়েছে। উক্ত দুই রেওয়ায়েতের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, প্রথম রেওয়ায়েতে তিন দল তথা সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীর উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু মুসলিমের দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে চারদল অর্থাৎ সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী ও তবে আতবা' তাবেয়ীর উল্লেখ রয়েছে। তদ্রূপ বুখারীর একটি সহীহ রেওয়ায়েতে যে হাদীস 'খায়রুল কুরূন' সংশ্লিষ্ট,

তাতেও চার যুগের উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু এ স্তরের নেককারের সংখ্যা চতুর্থ যুগে স্বল্প ছিল এবং প্রথম তিন যুগে অধিক ছিল তাই অধিকাংশ রেওয়ায়েতে তিন যুগের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৬৫]

قَوْلُهُ "مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ" : 'যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের দেখেছেন।' এ অংশটুকু মুসলিমের দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা জানা যায় যে, 'তাবেয়ী' হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সাহাবীকে দেখেছেন, যেমন 'সাহাবী' হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, রাসূল ﷺ -এর দর্শন লাভ করেছেন। কিন্তু কতিপয় আলেমের অভিমত হলো, 'সাহাবী' হওয়ার জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট যে, রাসূল ﷺ -কে দেখেছেন, কিন্তু 'তাবেয়ী' হওয়ার জন্য এটা আবশ্যক যে, তার জন্য সাহাবীর সাহচর্য ও সার্বক্ষণিক সম্পর্কের সৌভাগ্য অর্জিত হতে হবে। যেমন পূর্বের রেওয়ায়েতে সাহচর্যের উল্লেখ রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, এখানে 'সাহাবীকে দেখেছে' দ্বারা উদ্দেশ্য সাহাবীর সাহচর্য লাভ করেছে।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৬৫]

وَعَنْ ٥٧٥٧ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ أُمَّتِىْ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ إِنَّ بَعْدَهُمْ قَوْمًا يَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَنْذُرُوْنَ وَلَا يَفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَيَحْلِفُوْنَ وَلَا يُسْتَحْلَفُوْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّوْنَ السِّمَانَةَ.

৫৭৫৭. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হলো আমার যুগের লোক। [অর্থাৎ সাহাবীদের যুগ।] অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক [অর্থাৎ তাবেয়ীদের যুগ।] অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক [অর্থাৎ তাবে তাবেয়ীদের যুগ।] তাদের পর এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদের নিকট হতে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা খেয়ানত করবে, তাদের আমানতদারির উপর বিশ্বাস করা যাবে না। তারা [আল্লাহর নামে] মানত করবে; কিন্তু তা পূরণ করবে না, [ভোগ-বিলাসের কারণে] তাদের তাদের মধ্যে স্থূলতা প্রকাশ পাবে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে– তারা [নিষ্প্রয়োজনে] কসম খাবে, অথচ তাদের নিকট হতে কসম চাওয়া হবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

আর মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, অতঃপর এমন লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, যারা স্থূলদেহী হওয়া পছন্দ করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "قَرْنٌ" : কাল বা যুগকে বলা হয়। যার পরিমাণ কেউ কেউ চল্লিশ বছর, কেউ কেউ আশি বছর, আবার কেউ কেউ একশত বছর নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু সঠিক কথা হলো, "قَرْنٌ" শব্দের ব্যবহার মাস ও বছর অনুপাতে নির্দিষ্ট কাল বা সময়ের উপর হয় না; বরং প্রত্যেক ঐ কাল বা সময়কে قَرْنٌ বলা হয় যা প্রায় সমবয়সী লোকদের উপর ব্যাপ্ত হয়। যেন "قَرْنٌ" যা "إِقْتِرَانٌ" শব্দ হতে উৎকলিত, এমন পরিমাণকে বলা হয় যাতে ঐ কালের লোকেরা স্বীয় বয়স ও অবস্থাভেদে একে অন্যের কাছাকাছি হয়। সুতরাং রাসূল ﷺ -এর কাল বা যুগ দ্বারা উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কেরামের কাল বা যুগ। এ যুগের সূচনা নবুয়ত বা রেসালাতের প্রারম্ভ সময় হতে শুরু হয় এবং এর শেষ সময় হলো যে যাবৎ একজন সাহাবীও পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন অর্থাৎ ১২০ হিজরি সন পর্যন্ত। দ্বিতীয় যুগ যা তাবেয়ীনদের যুগ; ১০০ হিজরি সন হতে ১৭০ হিজরি সন পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। তৃতীয় যুগ যা তাবে-তাবেয়ীনদের যুগ; তাবেয়ীনদের যুগের পর হতে শুরু হয়ে আনুমানিক ২২০ হিজরি সন পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। এ যুগের পর হতে ঐ বিশেষ কল্যাণ ও বরকতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেছে যা প্রথম যুগ [অর্থাৎ রিসালাত ও সাহাবায়ে কেরামের যুগ] এবং তার সাথে সম্পৃক্ত অপর দুটি যুগে বিদ্যমান ছিল। অতঃপর বিদ'আতসমূহ প্রকাশ পেতে লাগল, ধর্মের নামে বিস্ময়কর বিষয়াবলি আবিষ্কার হতে লাগল, দার্শনিক ও নামধারী জ্ঞানীদের উদ্ভব ঘটল, মু'তাযিলাদের প্রকাশ এবং দীনের বিকৃতি সাধনে লিপ্ত হলো, কুরআনকে মাখলূক বলার ফিতনা দেখা দিল, যা আলেম-ওলামাকে বড় ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন করল, মানুষের ধর্মীয় জীবনে অশনি সংকেত দেখা দিতে লাগল, নিত্য-নতুন চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটতে লাগল, দ্বন্দ্ব-কলহ ছড়াতে

লাগল, আখেরাতের ভয়ভীতি হ্রাস পেল এবং দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেল, শরয়ী বিধিবিধান এবং সুন্নতের অনুসরণে এ পরিমাণ ঘাটতি দেখা দিল যে, চারিত্রিক জীবন তার কারণে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল এবং মানুষের মধ্যে ঐ অবস্থার সৃষ্টি হলো যার সংবাদ সত্য সংবাদ প্রদানকারী রাসূলে কারীম ﷺ আলোচ্য হাদীসে বর্ণনা করেছেন। -[মাযাহেরে হক খ, ৭, পৃ. ২৬৬]

قَوْلُهُ "يَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ" : 'যারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদের নিকট হতে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না।' হাদীসের এ বক্তব্য দ্বারা তো বুঝা যায় যে, চাওয়া ব্যতিরেকে সাক্ষ্য দেওয়া মন্দকাজ। অথচ অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, 'সাক্ষীদের মধ্যে উত্তম সাক্ষী তারাই যারা সাক্ষ্য চাওয়ার পূর্বেই সাক্ষ্য প্রদান করে।' বাহ্যিক দৃষ্টিতে উক্ত হাদীসদ্বয়ের মাঝে বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে উভয় হাদীসের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। কেননা চাওয়া ব্যতিরেকে সাক্ষ্য দেওয়ার মন্দত্ব যে হাদীসে প্রকাশ করা হয়েছে সে হাদীসের সম্পর্ক ঐ ব্যক্তির সাথে যার সম্পর্কে জানা যায় যে, সে অমুক ঘটনা বা লেনদেনের সাক্ষী, কিন্তু তা সত্ত্বেও লেনদেনকারী তথা বাদী তার নিকট সাক্ষ্য দেওয়ার আবেদন করেনি এবং তাকে আদালতে সাক্ষী হিসেবে পেশ করতেও চায়নি। এমতাবস্থায় যদি উক্ত ব্যক্তি চাওয়া ব্যতিরেকে নিজে থেকে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তার এ সাক্ষের তো কোনো মূল্যই থাকবে না, তবে অবশ্যই সাব্যস্ত হবে যে, উক্ত সাক্ষ্যের নেপথ্যে নিশ্চয় কোনো অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। এর বিপরীতে যদি এমন সুরত হয় যে, এক ব্যক্তি কোনো ঘটনা কিংবা লেনদেনের সাক্ষী, কিন্তু তার সাক্ষী হওয়ার কথা লেনদেনকারী জানে না। সে সাক্ষী দেখল যে, যদি আমি সাক্ষ্য না দেই তাহলে এক মুসলমান ভাইয়ের অধিকার খর্ব হবে অথবা সে কোনো কারণ ছাড়া আত্মিক বা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ সদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়ে সে লেনদেনকারীকে জানায় যে, আমি ঐ ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী। যদি আপনি চান তাহলে আমি আপনার পক্ষ থেকে আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। সাক্ষ্য চাওয়া ব্যতিরেকে এ জাতীয় সাক্ষ্য প্রদানকারী নিশ্চিতবাবে প্রশংসার যোগ্য হবে এবং বলা হবে যে, দ্বিতীয় হাদীস [যাতে সাক্ষ্য চাওয়া ব্যতিরেকে সাক্ষ্য প্রদানকারীকে উত্তম সাক্ষী বলা হয়েছে।] এ ব্যক্তির স্বপক্ষেই বর্ণিত হয়েছে। -[মাযাহেরে হক খ. ৭. পৃ. ২৬৬]

قَوْلُهُ "وَيَخُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ" : 'তারা খেয়ানত করবে, তাদের আমানতদারির উপর বিশ্বাস করা যাবে না।' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, খেয়ানত ও অবিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে এতটুকু বেপরোয়া ও কুখ্যাতি লাভ করবে যে, লোকেরা তাদেরকে আমানতদার ও বিশ্বস্ত হিসেবে মেনে নেওয়াই ছেড়ে দেবে এবং তাদেরকে আমানতের বৈশিষ্ট্য হতে শূন্য গণ্য করা হবে। তবে যদি কারো থেকে কালে-ভদ্রে খেয়ানত প্রকাশ পায় তাহলে তার ধর্তব্য নেই। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৬৭]

قَوْلُهُ "وَيَنْذُرُوْنَ وَلَا يَفُوْنَ" : 'তারা [আল্লাহর নামে] মানত করবে, কিন্তু তা পূরণ করবে না।' অর্থাৎ তারা যে মানত পূরণ করবে না শুধু তাই নয়; বরং এ বিষয়টিকে কোনো গুরুত্বই দেবে না যে, মানত করার পর তা পূরণ না করা কত বড় নিন্দনীয় ব্যাপার। অথচ মান্নত পূরণ করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলার যে নেক বান্দারা মানত করার পর তা গুরুত্বের সাথে পূরণ করে তাদের প্রশংসায় কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا অর্থাৎ তারা [আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দারা] মান্নত পূরণ করে এবং ঐ [কিয়ামতের] দিনকে ভয় করে। -[সূরা দাহর : আয়াত ৭]
-[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৬৭]

قَوْلُهُ "وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ" : '[ভোগ বিলাসের কারণে] তাদের মধ্যে স্থূলতা প্রকাশ পাবে।' "سِمَنٌ" শব্দের অর্থ হলো- স্থূলতা, মাংসলতা, যা অধিক খানাপিনা ও ভোগ-বিলাসের কারণে দেখা দেয়। সুতরাং এখানে ঐ স্থূলতা উদ্দেশ্য নয় যা সৃষ্টিগত বা স্বভাবগতভাবে হয়ে থাকে। কেউ কেউ লিখেছেন যে, এখানে 'স্থূলতা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অবস্থাগত স্থূলতা অর্থাৎ গর্ব ও অহংকার করে নিজেকে ধনবান ও অভিজাত প্রকাশ করবে এবং সম্মান ও মর্যাদার দাবি করবে মূলত সে সম্মানিত ও মর্যাদাবান হবে না। কেউ কেউ বলেন যে, এখানে 'স্থূলতা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ধনসম্পদ সঞ্চয় করবে এবং দেহের পরিচর্যায় লিপ্ত থাকবে। আল্লামা তূরপুশতী (র.) লিখেছেন যে, 'তাদের মধ্যে স্থূলতা প্রকাশ পাবে।' বাক্য দ্বারা মূলত এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা দীনি বিষয়াবলি এবং শরিয়তের বিধিবিধান পালনের ক্ষেত্রে অলসতা ও অপূর্ণাঙ্গতার শিকার হবে এবং আদেশ ও নিষেধাবলির দিকে লক্ষ্য করার গুরুত্ব দেবে না, যা দীন ও শরিয়তের মূল দাবি। এ বিষয়টিকে 'স্থূলতা' দ্বারা ব্যাখ্যা করার কারণ হলো, সাধারণত মোটা লোক অলস হয়ে থাকে এবং মেহনত ও কষ্ট করা হতে দূরে থাকে, কায়িক পরিশ্রম হতে বেঁচে থাকে। আর তারা সর্বক্ষণ জীবনের স্বাদ-আহ্লাদ, দেহের পরিচর্যা এবং আরাম-আয়েশের সাথে বিছানায় পড়ে থাকা পর্যন্ত সীমিত থাকে।

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখিত আছে, ওলামায়ে কেরাম সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ঐ স্থূলতা নিন্দনীয় যা [আরাম-আয়েশের মাধ্যমে] ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টি করা হয়। তবে সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত যে স্থূলতা পরিদৃষ্ট হয় তা নিন্দনীয়ও নয় এবং তার উপর এ জাতীয় হাদীস প্রয়োগ হবে না। এ ব্যাখ্যার ফলে ঐ রেওয়ায়েতের অর্থও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যাতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, إِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْحِبْرَ السَّمِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্থূল আলিমকে খুবই অপছন্দ করেন। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৬৭]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٧٥٨ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْرِمُوْا اَصْحَابِيْ فَاِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَظْهَرُ الْكِذْبُ حَتّٰى اَنَّ الرَّجُلَ لَيَحْلِفُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ اَلَا مَنْ سَرَّهٗ بُحْبُوْحَةُ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَاِنَّ الشَّيْطٰنَ مَعَ الْفَذِّ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ اَبْعَدُ وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ فَاِنَّ الشَّيْطٰنَ ثَالِثُهُمْ وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهٗ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهٗ فَهُوَ مُؤْمِنٌ -

৫৭৫৮. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার সাহাবীদেরকে সম্মান কর। কেননা তারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক। অতঃপর তৎপরবর্তী লোকদেরকে [তাবেয়ী]। অতঃপর তৎপরবর্তী লোকদেরকে [তাবে তাবেয়ীদেরকে সম্মান কর] এরপর প্রকাশ্যে মিথ্যা চলতে থাকবে। এমনকি কোনো ব্যক্তি [স্বেচ্ছায়] কসম করবে, অথচ তার নিকট হতে কসম চাওয়া হবে না। সে সাক্ষ্য দেবে, অথচ তার নিকট হতে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। সাবধান! যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন জামাতকে ধরে রাখে। [অর্থাৎ সাহাবী, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন ও সালফে সালেহীনদের অনুসরণ করে চলে।] কেননা শয়তান সেই ব্যক্তির সাথে, যে জামাত হতে আলাদা। আর সে দুজনের জামাত হতেও দূরে থাকে। সাবধান! তোমাদের কেউ যেন কোনো বেগানা নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান না করে। কেননা শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে তাদের সাথে উপস্থিত থাকে। আর যার নেককাজে মনের মধ্যে আনন্দ জাগে এবং বদকাজ তাকে চিন্তিত করে ফেলে সে-ই প্রকৃত ঈমানদার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসেও ইসলামের প্রথম তিন যুগের লোক অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনদের মর্যাদা সকল উম্মতের উপর প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ সকল মহান ব্যক্তিরা উম্মতের ঐ তিনস্তরের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ এবং মুসলিম মিল্লাতের সরদার ও অনুসরণীয় হিসেবে গণ্য। এ তিন স্তরের লোকদের মাঝে এবং তাদের যুগে সততা, বিশ্বস্ততা, পবিত্রতা ও আমানতের আধিক্য সমুন্নত ছিল। এমনকি এ তিন স্তরের যে লোকদের অবস্থা ও পরিচিত অজানা ছিল [যাদেরকে পরিভাষায় مَسْتُوْرُ الْحَالِ বলা হয়] তাদেরকেও 'ন্যায়পরায়ণ' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এটা অন্য কথা যে, তাদের মধ্য হতে খুবই নগণ্য সংখ্যক লোকদের ব্যাপারে এ ন্যায়পরায়ণের বিশেষণ আরোপ করা যাবে না। কেননা এ স্তরত্রয়ের লোকেরাও সর্বসাকূল্যে মাসুম তথা নিষ্পাপ ছিল না। –[মাযাহেরে হক খ. ৭. পৃ. ২৬৮]

قَوْلُهٗ "ثُمَّ يَظْهَرُ الْكِذْبُ" : 'অতঃপর প্রকাশ্যে মিথ্যা চলতে থাকবে।' অর্থাৎ উক্ত তিন যুগে তো ইসলাম সম্পূর্ণরূপে তার মূল অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে এবং সততা ও আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সকল কার্য সমাধা হতে থাকবে। তবে তৃতীয় যুগ তথা তাবে তাবেয়ীনের যুগের পরে যে যুগের আগমন ঘটবে তাতে দীন ও ধর্ম নিরাপদ থাকবে না। যেন তাতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাবে-তাবেয়ীনের যুগ শেষ হওয়ার পর বিদ'আত, স্বেচ্ছাচারিতা ও আবেগের বশবর্তী হয়ে কার্য সমাধার যুগের সূচনা হবে। যদিও অনৈসলামিক চিন্তাধারার ধারক-বাহক লোকগণ যেমন– মু'তাযিলা, মুরজিয়া প্রমুখ সম্প্রদায়ের উদ্ভব আরো পরবর্তী কালে হয়েছে, কিন্তু তাদের পূর্বেই বিদ'আত ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পেয়েছিল। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৬৯]

قَوْلُهُ "فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ" : 'জামাতকে ধরে রাখে।' এখানে 'জামাত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুসলিম মিল্লাতের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। অর্থাৎ ধর্মীয় ও জাতীয় বিষয়গুলোতে ঐ সকল মূলনীতি ও শিক্ষাকে দিকনির্দেশক সাব্যস্ত করা হবে যা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও সালফে সালেহীন [নেককার পূর্বসূরি] হতে বর্ণিত আছে এবং তাঁদেরই অনুসরণ করা হবে। তাঁদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আত্মরায় হওয়া শয়তানের খেলনায় পরিণত হওয়ার নামান্তর। অতএব উক্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও সালফে সালেহীনের ভালোবাসা ও তাঁদের ইজ্জত-সম্মান ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৬৯]

قَوْلُهُ "فَهُوَ مُؤْمِنٌ" : 'সে-ই প্রকৃত ঈমানদার।' অর্থাৎ পূর্ণ মুমিনের নিদর্শন হলো, নেককাজে মনে আনন্দ জাগে ও প্রশান্তি লাভ হয় এবং বদকাজে অশান্তি ও চিন্তা অনুভূত হয়। এ বিষয়টিকেই ওলামায়ে কেরাম অন্তর জীবিত ও অনুভূতিগসম্পন্ন হওয়ার নিদর্শন হিসেবে গণ্য করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি নেককাজের দ্বারা আনন্দিত হয় না এবং বদকাজের দ্বারা চিন্তিত ও অস্থিরতা অনুভব করে না সে এমন ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেল যার অন্তর মৃত্যবরণ করেছে, যার অনুভূতিশক্তির মৃত্যু ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ মুনাফিক যে কিয়ামত ও আখেরাতের বিশ্বাসশূন্য হয় এবং তার নিকট নেককাজ ও বদকাজের মর্যাদা বরাবর। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ অর্থাৎ আর নেককাজ ও বদকাজ কখনো বরাবর হয় না। –[মাযাহের হক খ. ৭, পৃ. ২৬৯]

٥٧٥٩ وَعَنْ جَابِرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِي أَوْرَاى مَنْ رَآنِي . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৭৫৯. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, এমন কোনো মুসলমানকে দোজখের আগুন স্পর্শ করবে না, যে আমাকে দেখেছে বা আমাকে যে দেখেছে– তাকে দেখেছে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -কে দেখেছে কিংবা রাসূলে কারীম ﷺ -কে যে ব্যক্তি দেখেছে তথা সাহাবীকে দেখেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে শর্ত হলো তার ইন্তেকাল ঈমান ও ইসলামের উপর হতে হবে এ শর্তের ভিত্তিতে [যে, ইন্তেকাল ঈমান ও ইসলামের উপর হতে হবে] রাসূলে কারীম ﷺ -এর উক্ত সুসংবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহাবী ও তাবেয়ী তো জান্নাতি হবেনই আল্লাহ তা'আলার রহমতে আশা করা যায় যে, প্রত্যেক মুসলমান জান্নাতি হবেন।

প্রকাশ থাকে যে, যে সকল লোক ঈমান ও ইসলামের সাথে পৃথিবী থেকে বিদায় হয়েছে তাদের জান্নাতি হওয়ার আশা করা যায়, কিন্তু এমন কিছু বিশেষ ব্যক্তি রয়েছে যাঁদের জান্নাতি হওয়ার সুস্পষ্ট সুসংবাদ রাসূলে কারীম ﷺ এমনভাবে দিয়েছেন যে, এ পৃথিবীতেই তাঁদের জান্নাতি হওয়াটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যেমন– আশারায়ে মুবাশশারা তথা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন। অথবা যেমনটা সাহাবী ও তাবেয়ীনদের ব্যাপারে আলোচ্য হাদীসে রাসূল ﷺ ব্যাপক সুসংবাদ প্রদান করেছেন। কিন্তু এ সুসংবাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর সুসংবাদ হতে অন্যান্য মুসলমানরা বঞ্চিত। প্রকৃতপক্ষে রাসূলে কারীম ﷺ যখন অনুভব করলেন যে, সাহাবী ও তাবেয়ীনদের সুসংবাদ অবলোকন করে ঐ সকল মুসলমান যারা রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার ও সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি এবং সাহাবীদের দর্শন লাভেও ধন্য হতে পারেনি তারা দুশ্চিন্তায় ভুগবে, তাই তাদের সান্ত্বনা দানের জন্য রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন– "طُوْبٰى لِمَنْ رَآنِيْ وَاٰمَنَ بِيْ مَرَّةً وَطُوْبٰى لِمَنْ لَمْ يَرَانِيْ وَاٰمَنَ بِيْ سَبْعَ مَرَّاتٍ" অর্থাৎ একবার সুসংবাদ তাদের জন্য যারা আমাকে দেখেছে এবং আমার উপর ঈমান এনেছে, আর সাতবার সুসংবাদ তাদের জন্য যারা আমাকে দেখেনি এবং আমার উপর ঈমান এনেছে।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৬৯ ও ২৭০]

٥٧٦٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِيْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِيْ وَمَنْ اٰذَانِيْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ فَيُوْشِكُ اَنْ يَّأْخُذَهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৭৬০. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর আমার সাহাবীদের ব্যাপারে। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর আমার সাহাবীদের ব্যাপারে। আমার [ওফাতের] পরে তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিও না। যে ব্যক্তি তাদেরকে মহব্বত করে, সে আমার মহব্বতেই তাদেরকে মহব্বত করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখে, সে আমার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখল। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে দুঃখ বা কষ্ট দিল, সে মূলত আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই কষ্ট দিল। অতএব যে আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দিল, আল্লাহ তা'আলা তাকে অচিরেই পাকড়াও করবেন।
–[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন,হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَللّٰهَ : 'আল্লাহকে ভয় কর।' এ শব্দকে রাসূলে কারীম ﷺ তাকিদ ও অতিরঞ্জন বুঝানোর জন্য দুবার ইরশাদ করেছেন। সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হলো, যাতে তাদেরকে ইজ্জত ও সম্মান করা হয় এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদাকে সর্বাবস্থায় লক্ষ্য করা হয়। সাথে সাথে রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাহচর্যের যে উচ্চ মর্যাদা তাঁরা অর্জন করেছেন তার হকও আদায় করা হয়। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৭০]

قَوْلُهُ "وَلَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا" : 'তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানিয়ো না।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাঁদের দিকে অশালীন ভাষায় তীর নিক্ষেপ করো না, তাদের সম্মান বিরোধী কোনো কথা মুখ থেকে বের করো না, তাদের দোষ চর্চা ও ছিদ্রান্বেষণ হতে বিরত থাক। –[মাযাহেরে হক খ. ৭. পৃ. ২৭০]

قَوْلُهُ "فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ" : 'আমার কারণেই তাদেরকে মহব্বত করল।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাঁদেরকে মহব্বতকারী এ কারণে তাঁদেরকে মহব্বত করল যে, আমি তাঁদেরকে মহব্বত করি। অথবা উদ্দেশ্য হলো, তাঁদেরকে মহব্বতকারী এ কারণে তাঁদেরকে মহব্বত করে যে, আমি তাঁদেরকে মহব্বত করি। এ অর্থটি পরবর্তী বাক্যের বিষয়বস্তুর সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। যাহোক উক্ত মূল্যবান ঘোষণার সারকথা হলো, আমার সাহাবায়ে কেরামকে মহব্বতকারী মূলত আমাকেই মহব্বতকারী এবং আমার সাহাবায়ে কেরামের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী মূলত আমার প্রতিই হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী। এ হাদীসের ভিত্তিতে জানা গেল যে, মালেকীদের অভিমত সঠিক। মালেকীদের মতে যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলবে সে ব্যক্তি পৃথিবীতে হত্যাযোগ্য বলে গণ্য হবে।

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, কোনো সত্তাকে সঠিক অর্থে ভালোবাসার নিদর্শন হলো ঐ ভালোবাসা প্রেমিকের সত্তাকে অতিক্রম করে তার সংশ্লিষ্টদের পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। অতএব আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসার নিদর্শন হলো তাঁর রাসূলকেও ভালোবাসবে, আর রাসূল ﷺ -কে ভালোবাসার নিদর্শন হলো তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামকে ভালোবাসবে।
–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৭০]

قَوْلُهُ "فَيُوْشِكُ اَنْ يَّأْخُذَهُ" : 'আল্লাহ তা'আলা তাকে অচিরেই পাকড়াও করবেন।' এর উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি স্বীয় আবেগ ও কার্যের মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রকাশ করবে যে, যেন সে আল্লাহকে কষ্ট দিতে ইচ্ছুক, তবে উক্ত ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে

পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না অর্থাৎ আখেরাতে সে আল্লাহর শাস্তিতে ধৃত হবেই। পৃথিবীতে তার শাস্তি ভোগ করার আশঙ্কা আছে। এ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, উক্ত হাদীস হয়তো আল্লাহ তা'আলার নিম্নবর্ণিত বাণী হতে গৃহীত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا . وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا .

অর্থাৎ নিশ্চয় যে সকল লোক আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের লানত করেন এবং তাদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর যে সকল লোক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার মহিলাদেরকে তারা কোনো কিছু করা ব্যতীত কষ্ট দেবে, তবে তারা অপবাদ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা বহন করল। –[সূরা আহযাব : ৫৭ - ৫৮] –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৭০ - ২৭১]

وَعَنْ ٥٧٦١ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ اَصْحَابِيْ فِيْ اُمَّتِيْ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ لَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ اِلَّا بِالْمِلْحِ قَالَ الْحَسَنُ فَقَدْ ذَهَبَ مِلْحُنَا فَكَيْفَ نَصْلُحُ . (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৫৭৬১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে আমার সাহাবীগণ হলেন খাদ্যের মধ্যে লবণের মতো। বস্তুত লবণ ব্যতীত খাদ্য সুস্বাদু হয় না। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, আমাদের লবণ চলে গেছে, সুতরাং আমরা কেমন করে সংশোধিত হবো। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এখানে শুধু উপমা ও সাদৃশ্য হিসেবে লবণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর হযরত হাসান বসরী (র.) যা বলেছেন, তা হলো একান্ত বিনয় প্রকাশ মাত্র। নতুবা এর অর্থ এই নয় যে, তাঁদের অবর্তমানে সংশোধনের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং তাঁদের তরীকার অনুসরণ এবং সীরাতের অনুগমনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের তথা গোটা উম্মতের ইসলাহ ও কল্যাণ।

وَعَنْ ٥٧٦٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ (رض) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ اَصْحَابِيْ يَمُوْتُ بِاَرْضٍ اِلَّا بُعِثَ قَائِدًا وَنُوْرًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَذَكَرَ حَدِيْثَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ لَا يُبَلِّغُنِيْ اَحَدٌ فِيْ بَابِ حِفْظِ اللِّسَانِ)

৫৭৬২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে জমিনে আমার কোনো একজন সাহাবী ইন্তেকাল করবেন, কিয়ামতের দিন তাঁকে এভাবে উঠানো হবে যে, তিনি সে জমিনের অধিবাসীগণকে জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবেন এবং তিনি হবেন তাদের জন্য আলো। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব। আর হযরত ইবনে মাসউদের হাদীস لَا يُبَلِّغُنِيْ اَحَدٌ হিফযুল লেসান পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٧٦٣ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِيْ فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى شَرِّكُمْ. (رواه الترمذى)

৫৭৬৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা ঐ সমস্ত লোকদেরকে দেখবে, যারা আমার সাহাবীদেরকে গালমন্দ করে, তখন তোমরা বলবে, তোমাদের প্রতি আল্লাহর লানত তোমাদের এ মন্দ আচরণের জন্য। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামকে গালমন্দকারীর মন্দত্ব [অভিশাপ] তাদের নিজের দিকেই ফিরে আসে, কেননা ফিতনা ও মন্দকারী তারাই। পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু সৎকর্মকারীদের মধ্য হতে, তাই তাঁরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রহমত পাওয়ার উপযুক্ত। উপরন্তু হাদীসের উল্লিখিত নির্দেশ এদিকেও ইঙ্গিত করেছে যে, উক্ত ব্যক্তির [যে সাহাবায়ে কেরামকে গালমন্দ করে] সত্তার প্রতি লানত না করে তার কাজের প্রতি লানত করা, যা সাবধানতার নিকটবর্তী। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৭২]

وَعَنْ ٥٧٦٤ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَأَلْتُ رَبِّىْ عَنِ اخْتِلَافِ اَصْحَابِىْ مِنْ بَعْدِىْ فَاَوْحٰى اِلَىَّ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اَصْحَابَكَ عِنْدِىْ بِمَنْزِلَةِ النُّجُوْمِ فِى السَّمَاءِ بَعْضُهَا اَقْوٰى مِنْ بَعْضٍ وَلِكُلٍّ نُوْرٌ فَمَنْ اَخَذَ بِشَىْءٍ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ فَهُوَ عِنْدِىْ عَلٰى هُدًى قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ فَبِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. (رواه رزين)

৫৭৬৪. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি আমার পরওয়ারদেগারকে আমার ওফাতের পর আমার সাহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি ওহীর মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দিলেন, হে মুহাম্মদ! আমার নিকট তোমার সাহাবীদের মর্যাদা হলো, আসমানের তারকারাজির ন্যায়। তার একটি আরেকটি হতে অধিক উজ্জ্বল। অথচ প্রত্যেকটির মধ্যে আলো রয়েছে। সুতরাং তাদের [সাহাবীদের] মতভেদ হতে যে কোনো ব্যক্তি কোনো একটি অভিমত গ্রহণ করবে, সে আমার কাছে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত। হযরত ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন, আমার সাহাবীগণ হলেন তারকারাজির সদৃশ। অতএব, তোমরা তাদের যে কাউকে অনুসরণ করবে হেদায়েত পাবে। –[রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ" : 'আমার সাহাবীগণ হলেন তারকারাজির সদৃশ।' এর অর্থ হলো, যেভাবে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রিতে আকাশের উজ্জ্বল তারকারাজি মুসাফিরগণকে জলে ও স্থলে পথ প্রদর্শন করে যেরূপ কুরআনে কারীমের আগত আয়াত ইঙ্গিত রয়েছে– وَبِالنُّجُوْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ [আর তারকারাজির মাধ্যমে তারা পথের সন্ধান পায়।] তদ্রূপ সাহাবায়ে কেরামও সত্যের পথ সমুজ্জ্বলকারী এবং অসত্যের অন্ধকারকে দূরীভূতকারী। তাঁদের সচ্চরিত্র ও নেককাজ এবং উত্তম শিক্ষা ও আলোচনার আলোতে সত্যের পথ পরিদৃষ্ট হয় এবং অসত্যের অন্ধকার দূরীভূত হয়। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৭৩]

"قَوْلُهُ "فَهُوَ عِنْدِيْ عَلٰى هُدًى : 'সে আমার কাছে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত।' এতে প্রমাণিত হলো যে, ইমামদের পারস্পরিক মতানৈক্য উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ। কিন্তু আল্লামা তীবী (র.) সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে, এখানে মতানৈক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন মতানৈক্য যা দীনের শাখাগত বিষয়ের ক্ষেত্রে হবে; দীনের মৌলিক বিষয়ের ক্ষেত্রে নয়। আর সাইয়েদ জামালুদ্দীন (র.) লিখেছেন যে, বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে একথাই অধিক বিশুদ্ধ যে, আলোচ্য হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের যে মতানৈক্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তার দ্বারা এ মতানৈক্য উদ্দেশ্য যা দীনি বিষয় ও মাসআলার ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হবে; এরূপ মতানৈক্য উদ্দেশ্য নয় যা দুনিয়াবি তথা পার্থিব বিষয়ের ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হবে। এ ব্যাখ্যার আলোকে ঐ মতানৈক্যের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না যা খেলাফত ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কতক সাহাবীর মাঝে পরিদৃষ্ট হয়েছিল। তবে এ স্থলে মোল্লা আলী ক্বারী (র.) লিখেছেন যে, আমার নিকট বিশুদ্ধ কথা হলো, খেলাফত ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট মতানৈক্যগুলোও 'দীনের শাখাগত বিষয়ে মতানৈক্য'-এর আওতায় এসে যায়। কেননা এ ব্যাপারে তাঁদের মাঝে যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল তা ইজতিহাদী বিষয় ছিল, যা কোনো দুনিয়াবি তথা পার্থিব উদ্দেশ্য ও প্রবৃত্তির চাহিদার অধীনে ছিল না, যেমন কিনা পৃথিবীর বাদশাহদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৭৩]

"قَوْلُهُ "فَبِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ : 'অতএব তোমরা তাদের যে কাউকে অনুকরণ করবে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে।' যেহেতু "ولكل نور" [অথচ প্রত্যেকটির মধ্যে আলো রয়েছে।] -এর মাধ্যমে ঐ প্রকৃত বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রত্যেক সাহাবী স্ব-স্ব মর্যাদা ও যোগ্যতা অনুসারে ইলম ও ফিকহের নূরে হেদায়েত অবশ্যই রাখতেন এবং এ হিসেবে কোনো সাহাবীই দীন ও শরিয়তের ইলম থেকে অজ্ঞ ছিলেন না। এ কারণে যে কোনো সাহাবীই স্বীয় মর্যাদা ও যোগ্যতা অনুসারে দীন ও শরিয়তের যে বিষয়ই বর্ণনা করবেন, তার অনুসরণ ও অনুকরণ হেদায়েতপ্রাপ্তির গ্যারান্টি হবে।

প্রকাশ থাকে যে, اَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ الخ হাদীসটির ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম আলোচনা করেছেন। অতএব হযরত ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ হাদীসের ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এ হাদীস দুর্বল ও ভিত্তিহীন। উপরন্তু হযরত ইবনে হাযম (র.)-এর এ উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, এটি মাওযূ' ও বাতিল হাদীস। কিন্তু এর সাথেই ইমাম বায়হাকী (র.)-এর উক্তিও উল্লেখ করেছেন যে, মুসলিমের এক হাদীসের মাধ্যমে এ হাদীসের কতক অর্থ প্রমাণিত হয়।

ইমাম মুসলিম (র.)-এর হাদীসে রয়েছে– "اَلنُّجُوْمُ اَمَنَةُ السَّمَاءِ" [নক্ষত্ররাজি আকাশের রক্ষক ও হেফাজতকারী।] আবার তাঁর হাদীসে এটাও আছে– "وَاَصْحَابِيْ اَمَنَةٌ لِاُمَّتِيْ" [আমার সাহাবী এ উম্মতের রক্ষক ও হেফাজতকারী।]

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৭৩ - ২৭৪]

بَابُ مَنَاقِبِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

"مَنَاقِبُ" শব্দটি مَنْقَبَةٌ -এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থ হলো– সম্মান, মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য, গুণ। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) 'সিদ্দীক' উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কেননা মি'রাজের সংবাদকে যেখানে কুরাইশদের উপস্থিত সকলেই অস্বীকার করেছিল, সেখানে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাকে 'সত্য' সংবাদ বলে দৃঢ়তার সাথে স্বীকৃতি দেন। তাই রাসূল ﷺ তাঁকে 'সিদ্দীক' [সত্যবাদী] বলে আখ্যায়িত করেন। তখন হতেই তিনি এ উপাধিতে ভূষিত হন।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٧٦٥ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اَمَنِّ النَّاسِ عَلَىَّ فِىْ صُحْبَتِهٖ وَمَالِهٖ اَبُوْ بَكْرٍ وَعِنْدَ الْبُخَارِىِّ اَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا وَلٰكِنْ اُخُوَّةُ الْاِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهٗ لَا تَبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ اِلَّا خَوْخَةُ اَبِىْ بَكْرٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا غَيْرَ رَبِّىْ لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৬৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, লোকদের মধ্যে নিজস্ব সম্পদ ও সাহচর্য দ্বারা আমার প্রতি সর্বাধিক ইহসান করেছেন আবূ বকর আর বুখারীতে اَبُوْ بَكْرٍ -এর স্থলে اَبَا بَكْرٍ রয়েছে। যদি আমি কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবূ বকরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, কিন্তু তাঁর সাথে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও [দীনি] মহব্বত রয়েছে। [অতঃপর তিনি ঘোষণা দিলেন,] মসজিদে আবূ বকর -এর দরজা ব্যতীত আর কোনো দরজা যেন অবশিষ্ট না থাকে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে– [নবী করীম ﷺ বলেছেন,] যদি আমি আমার রব ব্যতীত আর কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তাহলে আবূ বকরকেই আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ "اَبُوْ بَكْرٍ" : 'তিনি হলেন আবূ বকর।' অর্থাৎ যে আন্তরিকতা ও নিরলস প্রচেষ্টার সাথে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) আমার সেবাযত্ন করেছেন এবং যে আত্মদান ও আন্তরিকতার সাথে আমার সন্তুষ্টির জন্য ইসলামের পথে স্বীয় সম্পদ অকাতরে ব্যয় করেছেন তা তাঁর এমন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য হয়েছে, যা তাঁকে আমার সকল সাহাবী ও উম্মতের মাঝে সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থান প্রদান করেছে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৭৪]

قَوْلُهٗ "اَلْخَلِيْلُ" : শব্দটি خُلَّةٌ হতে গঠিত, অর্থ– এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু, যার স্থানে অন্য কারো বন্ধুত্ব প্রবেশের অবকাশ থাকে না। নবী করীম ﷺ -এর জন্য এরূপ বন্ধু আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারে না।

وَعَنْ ٥٧٦٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا وَلٰكِنَّهُ اَخِيْ وَصَاحِبِيْ وَقَدِ اتَّخَذَ اللّٰهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৭৬৬. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যদি আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবূ বকরকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। তবে তিনি আমার [দীনি] ভাই ও সহচর। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সঙ্গীকে [অর্থাৎ আমাকে] খলিফারূপে গ্রহণ করেছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "وَقَدِ اتَّخَذَ اللّٰهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلًا" : 'অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সঙ্গীকে [অর্থাৎ আমাকে] খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন।' পূর্বের হাদীস হতে জানা গেছে যে, রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলাকে স্বীয় খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন আর আলোচ্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ -কে স্বীয় খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন– এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, যে ব্যক্তি ভালোবাসার ক্ষেত্রে সঠিক ও আন্তরিক হয় সে নিজেই মাহবূবিয়ত তথা ভালোবাসার স্তরে পৌঁছে যায়। মূলত রাসূল ﷺ 'হাবীবুল্লাহ' ছিলেন। আর 'হাবীব' ঐ প্রেমিককে বলা হয় যে মাহবূবিয়ত তথা ভালোবাসার স্তরে পৌঁছে যায়। কেউ কেউ 'খলীল' হওয়াকে উচ্চ ও অধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গণ্য করেন এবং রাসূল ﷺ -কে 'হাবীব' ও 'খলীল' উভয়টির সমন্বয়কারী বলেন। উপরন্তু ইমাম গাযালী (র.) লিখেছেন যে, রাসূল ﷺ 'খলীল' হওয়াটা হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর 'খলীল' হওয়া হতে অধিক পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। যাহোক উল্লিখিত হাদীস এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৭৭]

وَعَنْ ٥٧٦٧ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ اُدْعِيْ لِيْ اَبَا بَكْرٍ اَبَاكِ وَاَخَاكِ حَتّٰى اَكْتُبَ كِتَابًا فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَتَمَنّٰى مُتَمَنٍّ وَيَقُوْلَ قَائِلٌ اَنَا وَلَا وَيَأْبَى اللّٰهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلَّا اَبَا بَكْرٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ اَنَا اَوْلٰى بَدَلَ اَنَا وَلَا)

৫৭৬৭. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর [ওফাতের] রোগশয্যায় আমাকে বললেন, তোমার পিতা আবূ বকর এবং তোমার ভাই [আব্দুর রহমান]-কে আমার কাছে ডেকে আন, আমি তাদেরকে বিশেষ একটি লেখা লিখে দেব। [অর্থাৎ লিখে নিতে আদেশ করব।] কেননা আমার ভয় হচ্ছে যে, [খেলাফতের] কোনো অভিলাষী অভিলাষ পোষণ করে বসতে পারে এবং কোনো ব্যক্তি এ দাবি করে বসতে পারে, [খেলাফতের] আমিই হকদার, অথচ সে তার হকদার নয়। আল্লাহ তা'আলা এবং ঈমানদার লোকেরা আবূ বকর ব্যতীত অন্য কারো খেলাফত মেনে নেবেন না। –[মুসলিম। আর হোমাইদির কিতাবে اَنَا وَلَا -এর পরিবর্তে اَنَا اَوْلٰى [আমি যোগ্যতম] বর্ণিত হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা তীবী (র.) কাযী ইয়ায (র.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, এ রেওয়ায়েতটি 'আজওয়াদ' [উত্তম]। এ হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ -এর পরে (খেলাফতের ব্যাপারে) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। তবে রাফেযীদের এ দাবি যে, 'হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতের ব্যাপারে হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর খেলাফতের যোগ্যতার অসিয়তও করেছিলেন'– এটা একেবারেই ভিত্তিহীন কথা ও

অন্যায় দাবি। সকল মুসলমান এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতের ব্যাপারে কোনো হুকুম অবতীর্ণ হয়নি এবং রাসূল ﷺ ও মৌখিক কিংবা লিখিতভাবে কোনো অসিয়ত করেননি; বরং বাস্তবতা হলো যে, উক্ত দাবির সর্বপ্রথম খণ্ডন হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকেই হয়েছিল যখন তাঁর নিকট কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আপনার নিকট এমন কোনো বিষয় আছে কি যা কুরআনে বিদ্যমান নেই? হযরত আলী (রা.) উত্তরে বলেন যে, এ গ্রন্থে যা কিছু লিপিবদ্ধ আছে তাই আমার নিকট আছে, এর চেয়ে বেশি কিছু নেই। যদি তাঁর কাছে কোনো হুকুম বিদ্যমান থাকত তাহলে নিশ্চিতভাবে তিনি তা প্রকাশ করতেন। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৭৮]

٥٧٦٨ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رضـ) قَالَ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ اِمْرَأَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِيْ شَيْءٍ فَاَمَرَهَا اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْهِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِنْ جِئْتُ وَلَمْ اَجِدْكَ كَاَنَّهَا تُرِيْدُ الْمَوْتَ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدِيْنِىْ فَأْتِىْ اَبَا بَكْرٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৬৮. **অনুবাদ :** হযরত জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক মহিলা নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসল এবং তাঁর সাথে কোনো বিষয়ে কথাবার্তা বলল। নবী করীম ﷺ তাকে পুনরায় আসতে বললেন। তখন মহিলাটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আচ্ছা বলুন তো, আমি আবার এসে যদি আপনাকে না পাই, তখন কি করব? [বর্ণনাকারী বলেন,] মহিলাটি যেন নবী করীম ﷺ -এর ইন্তেকালের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি যদি আমাকে না পাও তবে আবূ বকরের নিকট এসো। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীস নিঃসন্দেহে এদিকে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর পরে প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হবেন, যদিও এ ব্যাপারে এ হাদীসকে অকাট্য হুকুমের মর্যাদা দেওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অবশ্যই সুস্পষ্ট প্রমাণ।

প্রকাশ থাকে যে, জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে কারো খেলাফতের ব্যাপারে অকাট্য হুকুম অবতীর্ণ হয়নি। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতের ব্যাপারে সকল সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য ছিল। তদ্রূপ আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) 'মাশাইরা' গ্রন্থে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতের ব্যাপারে হুকুম অবতীর্ণের দাবি করেন এবং তিনি স্বীয় দাবি প্রমাণিতও করেন। হযরত ইসমাঈলী (র.) স্বীয় মু'জাম গ্রন্থে হযরত সাহল ইবনে আবী হাছমা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, এক বেদুঈন রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট কিছু সংখ্যক উট এ প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে বিক্রি করে যে, সেগুলোর মূল্য পরে নেবে। হযরত আলী (রা.) উক্ত বেদুঈনকে বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা কর যে, উক্ত উটগুলোর মূল্য নিতে এসে যদি দেখি যে, আপনি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন তাহলে তার মূল্য কে পরিশোধ করবে? বেদুঈন রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে রাসূল ﷺ বলেন, হযরত আবূ বকর বকর সিদ্দীক (রা.) তোমার মূল্য পরিশোধ করবেন। উক্ত বেদুঈন হযরত আলী (রা.)-এর নিকট ফিরে এসে রাসূল ﷺ -এর জবাব জানালে। হযরত আলী (রা.) তাকে বললেন, এখন আবার রাসূল ﷺ -এর নিকট যাও এবং জিজ্ঞাসা কর যে, যদি আমি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট এমন সময় আসি যে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন তাহলে আমার মূল্য কে পরিশোধ করবে? বেদুঈন রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তা জিজ্ঞাসা করলে রাসূল ﷺ বলেন, হযরত ওমর ফারূক (রা.) তোমার মূল্য পরিশোধ করবেন। উক্ত বেদুঈন হযরত আলী (রা.)-এর নিকট ফিরে এসে রাসূল ﷺ -এর জবাব জানাল। হযরত আলী (রা.) তাকে বললেন, এখন আবার রাসূল ﷺ -এর নিকট যাও এবং জিজ্ঞাসা কর যে, হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর ইন্তেকালের পরে কে আমার মূল্য পরিশোধ করবে? অতএব বেদুঈন রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর ইন্তেকারের পরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে রাসূল ﷺ তাকে বলেন, হযরত ওসমান গনী (রা.) তোমার মূল্য পরিশোধ করবেন। বেদুঈন হযরত আলী (রা.)-এর নিকট ফিরে এসে রাসূল ﷺ -এর জবাব জানাল। হযরত আলী (রা.) বললেন, এখন আবার রাসূল ﷺ -এর নিকট যাও এবং জিজ্ঞাসা কর যে, হযরত ওসমান (রা.)-এর

ইন্তেকালের পরে কে আমার মূল্য পরিশোধ করবে? বেদুঈন রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে রাসূল ﷺ উত্তরে বলেন যে, যখন আবূ বকর ইন্তেকাল করবে, ওমরও ইন্তেকাল করবে এবং ওসমানও ইন্তেকাল করবে তখন তুমি জীবিত থেকেই বা কি করবে? –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৭৮ ও ২৭৯]

وَعَنْ ٥٧٦٩ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلٰى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اَيُّ النَّاسِ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ اَبُوْهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا فَسَكَتُّ مَخَافَةَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ فِىْ اٰخِرِهِمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৬৯. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁকে [সপ্তম হিজরিতে] যাতুস্‌সালাসিল [অভিযান]-এর সৈন্যবাহিনীর উপর আমির নিযুক্ত করে পাঠালেন। [তিনি বলেন,] আমি ফিরে এসে নবী করীম ﷺ -এর নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, মানুষের মধ্যে কোন লোকটি আপনার কাছে সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষের মধ্যে? তিনি বললেন, তার পিতা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোন লোকটি? তিনি বললেন, ওমর। অতঃপর আমি এভাবে জিজ্ঞাসা করতে থাকলে তিনি আরো কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করলেন। এরপর আমি চুপ হয়ে গেলাম এ আশঙ্কায় যে, সম্ভবত আমার নাম সকলের শেষে পড়ে যাবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "اَلسَّلَاسِلُ" সম্বন্ধে কাযী ইয়ায (র.) বলেন, তা এমন একটি ভূমি, যার বালি-কঙ্কর পরস্পর মিশ্রিত ছিল, অথবা শত্রুসেনার কয়েকজন একই রশি বা শিকলে আবদ্ধ থেকে রণক্ষেত্রে অবতরণ করেছিল, যেন কেউই পলায়ন করতে না পারে। তাই সে যুদ্ধ 'যাতুসসালাসিল' নামে আখ্যায়িত হয়।

মিশর বিজেতা হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) ধারণা করেছিলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত ওমর ফারূক (রা.) প্রমুখ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনীষী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাঁকে যখন এ যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করা হলো, তবে তিনিই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রিয়তম ব্যক্তি তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আর যখন বুঝতে পারলেন, 'তিনি হিসাবেরও বাইরে', তখন চুপ হয়ে গেলেন।

وَعَنْ ٥٧٧٠ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ (رحـ) قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَخَشِيْتُ اَنْ يَّقُوْلَ عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ اَنْتَ قَالَ مَا اَنَا اِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৭৭০. অনুবাদ : হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা [আলী (রা.)]-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম ﷺ -এর পর কোন ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বললেন, আবূ বকর। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোন ব্যক্তি? তিনি বললেন, ওমর। আমার আশঙ্কা হলো এবার [জিজ্ঞাসা করলে] তিনি ওসমানের কথা বলবেন। তাই আমি বললাম, অতঃপর তো আপনিই [উত্তম]। তিনি বললেন, আমি তো অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে একজন সাধারণ ব্যক্তি। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এই মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া হযরত আলী (রা.)-এর পুত্র বটে, তবে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর গর্ভের নয়। তাঁর মাতা ছিলেন হানাফিয়্যা গোত্রের খাওলা বিনতে জা'ফর। আবার কারো মতে তাঁর মা ইয়ামামা যুদ্ধে কয়েদ হয়ে দাসী হিসেবে হযরত আলী (রা.)-এর হিস্যায় পড়েছিলেন। আর হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) বলেছিলেন, উক্ত মুহাম্মদের মা বনূ হানীফার একজন দাসী ছিলেন।

وَعَنْ ٥٧٧١ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَيٌّ أَفْضَلُ أُمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ.

৫৭৭১. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর জামানায় আমরা কাউকেও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সমকক্ষ মনে করতাম না। তারপর ওমর (রা.)-কে এবং তারপর ওসমান (রা.)-কে মর্যাদা দিতাম। অতঃপর নবী করীম ﷺ -এর অন্যান্য সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কিত আলোচনা পরিহার করতাম। তাদের মধ্যে একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিতাম না। –[বুখারী]

আর আবূ দাউদের এক রেওয়ায়েতে আছে– হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ -এর জীবদ্দশায় আমরা বলতাম, নবী করীম ﷺ -এর উম্মতের মধ্যে তাঁর পরে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তি হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তারপর ওমর, তারপর ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উল্লিখিত এ তিনজন ব্যক্তিবিশেষের মর্যাদা যে যথাক্রমে সকলের চেয়ে উপরে, তা সে সময়ের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সমানভাবে স্বীকৃত ছিল। অন্যথায় সমষ্টিগতভাবে আহলে বদর, আহলে উহুদ, আহলে বায়'আতে রেযওয়ান ও আহলে আকাবা প্রভৃতিগণের মর্যাদাও যে অন্যদের তুলনায় অনেক বুলন্দ ছিল তাও অনস্বীকার্য।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٧٧٢ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللّٰهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا أَلَا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৭৭২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি আমাদের প্রতি যে কোনো প্রকারের ইহসান করেছে, আমরা তার প্রতিদান দিয়েছি, আবূ বকরের ইহসান ব্যতীত। তিনি আমাদের প্রতি যে ইহসান করেছেন, আল্লাহ তা'আলাই কিয়ামতের দিন তাঁকে তার প্রতিদান প্রদান করবেন। আর কারো মালসম্পদ আমাকে ততখানি উপকৃত করতে পারেনি, যতখানি আবূ বকরের মাল আমাকে উপকৃত করেছে। আর আমি যদি [আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে] খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবূ বকরকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। জেনে রাখ! তোমাদের সঙ্গী [অর্থাৎ রাসূল ﷺ] আল্লাহর খলীল [বন্ধু]। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"قَوْلُهُ "يَدً : অর্থাৎ 'ইহসান।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক ঐ বস্তু যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। এ হিসেবে এ শব্দটি ধনসম্পদ, প্রাণ ও আত্মীয়স্বজন সবকিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) নিজের এ সবকিছু আল্লাহর পথে এবং আল্লাহর রাসূলের খেদমতের জন্য ওয়াকফ করে রেখেছিলেন। আর এ সম্ভাবনাও আছে যে, فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللّٰهُ الخ দ্বারা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যে দান ও ইহসানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা দ্বারা ঐ সকল আর্থিক অনুদান উদ্দেশ্য হবে যা তিনি হযরত বেলাল (রা.)-কে কাফেরদের মালিকানা থেকে ক্রয় করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আজাদ করার ক্ষেত্রে করেছিলেন আর যার দিকে কুরআনের এ আয়াতও ইঙ্গিত করছে– "وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الَّذِى يُؤْتِى مَا لَهُ يَتَزَكّٰى" অর্থাৎ 'আর তা [দোজখের প্রজ্বলিত অগ্নি] হতে এমন ব্যক্তিকে দূরে রাখা হবে যে আল্লাহভীরু এবং যে নিজের ধনসম্পদ এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে ব্যয় করে যে, [গুনাহ থেকে] পবিত্র হয়ে যাবে।' –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৮২]

وَعَنْ ٥٧٧٣ عُمَرَ (رضـ) قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ (رضـ) سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَاَحَبُّنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৭৭৩. **অনুবাদ :** হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবূ বকর আমাদের সরদার, আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তমম এবং আমাদের সকলের চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন। -[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٧٧٤ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاَبِيْ بَكْرٍ اَنْتَ صَاحِبِيْ فِي الْغَارِ وَصَاحِبِيْ عَلَى الْحَوْضِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৭৭৪. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) -কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তুমি আমার [ছাওর] গুহার সঙ্গী এবং হাউযে কাওছারে আমার সাথি। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٧٧٥ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَنْبَغِيْ لِقَوْمٍ فِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ اَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৭৭৫. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে জামাতে বা সমাবেশে আবূ বকর উপস্থিত থাকবেন, সেখানে তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইমামতি করা উচিত হবে না। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব]

وَعَنْ ٥٧٧٦ عُمَرَ (رضـ) قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَتَصَدَّقَ وَوَافَقَ ذٰلِكَ عِنْدِيْ مَالًا فَقُلْتُ الْيَوْمَ اَسْبِقُ اَبَا بَكْرٍ اِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا قَالَ فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِيْ .

৫৭৭৬. **অনুবাদ :** হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় সদকা– খয়রাত করবার জন্য নির্দেশ করলেন। [সৌভাগ্যবশত] সে সময় আমার কাছে পর্যাপ্ত সম্পদ ছিল। তখন আমি [মনে মনে] বললাম, [দানের প্রতিযোগিতায়] যদি আমি কোনোদিন আবূ বকররের উপর জিততে পারি, তবে আজকের দিনেই আবূ বকরের উপরই জিতে যাব। ওমর বলেন, অতঃপর আমি আমার সমস্ত মালের অর্ধেক নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলাম।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَبْقَيْتَ لِاَهْلِكَ فَقُلْتُ مِثْلَهٗ وَاَتٰى اَبُوْ بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهٗ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا اَبْقَيْتَ لِاَهْلِكَ فَقَالَ اَبْقَيْتُ لَهُمُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ قُلْتُ لَا اَسْبِقُهٗ اِلٰى شَيْءٍ اَبَدًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, পরিবার-পরিজনের জন্য কি [পরিমাণ] রেখে এসেছ? আমি বললাম, এর সমপরিমাণ। আর আবূ বকরের কাছে যাকিছু ছিল তিনি সমুদয় নিয়ে উপস্থিত হলেন। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবূ বকর! পরিবার-পরিজনের জন্য আপনি কি রেখে এসেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি। ওমর বলেন, তখন আমি [মনে মনে] বললাম, আর আমি কখনো কোনো ব্যাপারে তাঁর উপর জিততে পারব না। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, এটা নবম হিজরিতে তাবূক যুদ্ধের অর্থ সংগ্রহের ঘটনা। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, তাঁদের উভয়ের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– مَا بَيْنَكُمَا كَمَا بَيْنَ كَلِمَتَيْكُمَا অর্থাৎ তোমাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই পরিমাণ রয়েছে, যা তোমাদের উভয়ের কথার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

وَعَنْ ٥٧٧٧ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ اَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَنْتَ عَتِيْقُ اللّٰهِ مِنَ النَّارِ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيْقًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৭৭৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে [লক্ষ্য করে] বললেন, আপনি দোজখের আগুন হতে আল্লাহর আতীক [আজাদপ্রাপ্ত]। সেদিন হতে তিনি 'আতীক' উপাধিতে প্রসিদ্ধ হন। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٧٧٨ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ ثُمَّ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ اٰتِيْ اَهْلَ الْبَقِيْعِ فَيُحْشَرُوْنَ مَعِيْ ثُمَّ اَنْتَظِرُ اَهْلَ مَكَّةَ حَتّٰى اُحْشَرَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৭৭৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [কিয়ামতের দিন] জমিন ফেটে যারা উত্থিত হবে, তাদের মধ্যে আমি হবো প্রথম, তারপর আবূ বকর, তারপর ওমর। অতঃপর আমি জান্নাতুল বাকী' বকরস্থানবাসীদের নিকট আসব এবং তাদের সকলকে আমার সাথে একত্রিত করা হবে। এরপর আমি মক্কাবাসীদের আগমনের অপেক্ষা করব। পরিশেষে উভয় হারামাইনের তথা মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী সকলকে আমার সাথে একত্রিত করা হবে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ স্বীয় কবর হতে উত্থিত হবেন। রাসূলে কারীম ﷺ -এর পরে সবার আগে উত্থিত হবেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), অতঃপর হযরত ওমর ফারূক (রা.) উঠবেন। রাসূলে কারীম ﷺ স্বীয় কবর হতে উত্থিত হওয়ার পর জান্নাতুল বাকী' কবরস্থানে গমন করবেন। সেখানে জান্নাতুল বাকী' -এর কবরবাসী রাসূলে কারীম ﷺ -এর সম্মুখে স্ব-স্ব কবর হতে বের হয়ে রাসূল ﷺ -এর নিকট সমবেত হবে। এখানে রাসূল ﷺ মক্কাবাসীদের অপেক্ষায় থাকবেন, যাদেরকে স্ব-স্ব কবর হতে উত্থিত করে এখানে এনে একত্র করা হবে। অতঃপর মক্কাবাসী ও মদিনাবাসীদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল ﷺ হাশরের ময়দানমুখী হবেন এবং সেখানে সমগ্র সৃষ্টির সাথে মিলিত হবেন। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৮৬]

وَعَنْ ٥٧٧٩ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِيْ جِبْرَئِيْلُ فَاَخَذَ بِيَدِيْ فَاَرَانِيْ بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِيْ يَدْخُلُ مِنْهُ اُمَّتِيْ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَدِدْتُّ اَنِّيْ كُنْتُ مَعَكَ حَتّٰى اَنْظُرَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اِنَّكَ يَا اَبَا بَكْرٍ اَوَّلُ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِيْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫৭৭৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদা হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার নিকট আসলেন এবং আমার হাত ধরে আমাকে বেহেশতের ঐ দরজাটি দেখালেন, যে পথে আমার উম্মত প্রবেশ করবে। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, কতই না আনন্দিত হতাম ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! যদি আমি আপনার সঙ্গে থেকে উক্ত প্রবেশদ্বারটি দেখতে পারতাম। এতদ্‌শ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জেনে রাখ, হে আবূ বকর! আমার উম্মতের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "فَاَرَانِيْ بَابَ الْجَنَّةِ" : 'আমাকে বেহেশতের দরজা দেখালেন।' এটা হয়তো মি'রাজে রজনীর ঘটনা যা রাসূল ﷺ এ স্থলে বর্ণনা করেছেন, অথবা অন্য কোনো সময়ের ঘটনা যখন রাসূল ﷺ -কে জান্নাতের পরিদর্শন করানো হয়েছিল। 'আমার উম্মতের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে।' অর্থাৎ তুমি বেহেশতে তো যাবেই এবং সর্বপ্রথম যাবে আর সে সময়ই জান্নাতের দরজা দেখে নেবে। অথবা আলোচ্য বাক্য দ্বারা রাসূল ﷺ -এর এই উদ্দেশ্য ছিল যে, বেহেশতের দরজা দেখার কী আকাঙ্ক্ষা করছ! তোমার জন্য তো এমন কিছু নির্ধারিত আছে যা এর চেয়েও অধিক উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ। অর্থাৎ আমার সাথে তোমার বেহেশতে প্রবেশ করা। যাহোক এ হাদীস এ কথার দলিল যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্য হতে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। যদি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত না হতো তাহলে তাঁর জন্য উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্য হতে সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশের সম্মান কেন নির্ধারিত হতো। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৮৬]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٧٨٠ عُمَرَ ذُكِرَ عِنْدَهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَبَكٰى وَقَالَ وَدِدْتُّ اَنَّ عَمَلِيْ كُلَّهُ مِثْلَ عَمَلِهِ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ اَيَّامِهِ وَلَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِيْهِ اَمَّا لَيْلَتُهُ فَلَيْلَةٌ سَارَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْغَارِ فَلَمَّا انْتَهَيَا اِلَيْهِ قَالَ وَاللّٰهِ لَا تَدْخُلُهُ حَتّٰى اَدْخُلَ قَبْلَكَ فَاِنْ كَانَ فِيْهِ شَيْءٌ اَصَابَنِيْ دُوْنَكَ فَدَخَلَ فَكَسَحَهُ وَوَجَدَ فِيْ جَانِبِهِ ثُقْبًا فَشَقَّ اِزَارَهُ وَسَدَّهَا بِهِ وَبَقِيَ مِنْهَا اِثْنَانِ

৫৭৮০. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তাঁর সম্মুখে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর আলোচনা উঠল। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমি আন্তরিকভাবে এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি যে, হায়! আমার গোটা জীবনের আমলসমূহ যদি আবূ বকরের জীবনের দিনসমূহের এক দিনের আমলের সমান হতো এবং তাঁর জীবনের রাত্রসমূহের মধ্য হতে এক রাত্রির আমলের সমান হতো। তাঁর ঐ রাত্র হলো সে রাত্র, যে রাত্রিতে তিনি [হিজরতের সফরে] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে গারে ছওরের দিকে রওয়ানা হন। তাঁরা উভয়ে যখন ঐ গুহার নিকটে পৌঁছলেন, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লক্ষ্য করে বললেন, [ইয়া রাসূলাল্লাহ!] আল্লাহর কসম! আপনি এখন গুহার ভিতরে প্রবেশ করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি আপনার আগে তার ভিতরে প্রবেশ করি, যদি তাতে ক্ষতিকর কিছু থাকে, তবে তার ক্ষতি আপনার পরিবর্তে আমার উপর দিয়েই যাক। এই বলে তিনি গুহার ভিতরে ঢুকে পড়লেন এবং তার অভ্যন্তরকে ঝাড়পোছ করে পরিষ্কার করে নিলেন। অতঃপর তার এক পার্শ্বে

فَالْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُدْخُلْ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِىْ حُجْرِهٖ وَنَامَ فَلُدِغَ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ رِجْلِهٖ مِنَ الْجُحْرِ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ مَخَافَةَ اَنْ يَّنْتَبِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَقَطَتْ دُمُوْعُهُ عَلٰى وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَالَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ قَالَ لُدِغْتُ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ فَتَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبَ مَا يَجِدُهُ ثُمَّ انْتَقَضَ عَلَيْهِ وَكَانَ سَبَبُ مَوْتِهٖ وَاَمَّا يَوْمُهُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ وَقَالُوْا لَا نُؤَدِّىْ زَكٰوةً فَقَالَ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالًا لَجَاهَدْتُّهُمْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَأَلَّفِ النَّاسَ وَارْفُقْ بِهِمْ فَقَالَ لِىْ اَجَبَّارٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَخَوَّارٌ فِى الْاِسْلَامِ اَنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ الْوَحْىُ وَتَمَّ الدِّيْنُ اَيَنْقُصُ وَاَنَا حَىٌّ . (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

কয়েকটি ছিদ্র দেখতে পেলেন, তখন তিনি নিজের ইজার ছিঁড়ে ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিলেন; কিন্তু তন্মধ্যে দুটি ছিদ্র অবশিষ্ট থেকে গেল। উক্ত ছিদ্র দুটির মুখে তিনি নিজের পা দুটি রেখে বন্ধ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনি বললেন, [এখন আপনি এর ভিতরে] প্রবেশ করুন। অতঃপর রাসূল ﷺ তার ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সময় উক্ত ছিদ্র হতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পা [সাপ বা বিচ্ছু কর্তৃক] দংশিত হলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে যাবে এ আশঙ্কায় তিনি এতটুকুও নড়াচড়া করলেন না। তবে তাঁর চক্ষুর পানি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেহারা মুবারকে পড়ল। তখন তিনি বললেন, হে আবূ বকর! তোমার কি হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান। আমি দংশিত হয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ক্ষতস্থানে স্বীয় থুথু লাগিয়ে দিলেন। ফলে তিনি যে বিষ-যন্ত্রণায় ভুগছিলেন, তা চলে গেল। এরপর [শেষ বয়সে] উক্ত বিষক্রিয়া তাঁর উপর পুনরায় দেখা দিল এবং এটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হলো। আর তাঁর সে দিনটি হলো– যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর আরববাসীরা মুরতাদ হয়ে গেল এবং তারা বলল, আমরা জাকাত প্রদান করব না। তখন তিনি বলেছিলেন, 'যদি তারা একখানা রশি প্রদানেও অস্বীকার করে, আমি নিশ্চয় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব।' তখন আমি বলেছিলাম, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খলীফা! মানুষের সাথে হৃদ্যতা প্রদর্শন করুন এবং তাদের সাথে কোমল ব্যবহার করুন। উত্তরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, জাহেলিয়াতের যুগে তুমি তো ছিলে বড়ই বাহাদুর, এখন ইসলামের পর কি তুমি কাপুরুষ হয়ে পড়লে? জেনে রাখ, নিশ্চয়ই ওহী আসার সিলসিলা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে এবং দীন পূর্ণ হয়ে গেছে। দীন হ্রাস পাবে আর আমি জীবিত? [তা কখনো হতে পারে না।] –[রাযীন

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "اِنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ الْوَحْىُ" : 'নিশ্চয়ই ওহী আসার সিলসিলা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।' এ কথাটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এ অর্থে বলেছেন যে, পূর্বে তো রাসূল ﷺ পৃথিবীতে বর্তমান ছিলেন এবং দীনি হেদায়েত ও দিকনির্দেশনা সরাসরি ওহীর মাধ্যমে সমাধা করতেন, কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ইজতিহাদ ব্যতিরেকে এমন কোনো মাধ্যম আমাদের নিকট নেই যা আমাদেরকে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই এমন উদ্ভূত মাসআলার সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত করতে পারে। অতএব দীনি কোনো ব্যাপার ও মাসআলায় সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করা উচিত এবং সমস্যার সর্বদিক মাথায় রেখে খুবই চিন্তাভাবনা করে করা উচিত এবং সমস্যার সর্বদিক মাথায় রেখে খুবই চিন্তাভাবনা করে ইজতিহাদ করা উচিত। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ" অনুসারে দীন যেহেতু আল্লাহ তা'আলার রাসূলের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, এজন্য রাসূল ﷺ -এর খলিফা হিসেবে আমার দায়িত্ব হলো, দীনকে তার আসল ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থার সাথে সংরক্ষণ করব এবং এমন কোনো ফিতনাকে মাথাচাড়া দিতে দেব না যার কারণে দীনে কোনোরূপ ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৮৯]

بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য অগণিত। তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও উচ্চ মর্যাদার ক্ষেত্রে এ কথাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের দোয়া কবুল করে তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করার তৌফিক দিয়েছেন এবং তাঁর মাধ্যমে স্বীয় দীনের বড় ধরনের সাহায্য ও সম্মান দান করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় মর্যাদা হলো, আল্লাহর পক্ষ হতে সঠিক পথ তাঁর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যেত। ইলহাম ও ইলকার মাধ্যমে গায়েবীভাবে তিনি সঠিক পথ জানতে পারতেন। তাঁর অন্তরে যা সত্য তাই উদয় হতো। তাঁর সিদ্ধান্ত আল্লাহর ওহী ও কুরআনের অনুরূপ হতো। এ ভিত্তিতেই ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেলাফতের সঠিকতার প্রমাণ। যেভাবে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-এর শাহাদাত হযরত আলী মুরতাযা (রা.)-এর সঠিকতার উপর হওয়ার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৯০]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

৫৭৮১ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَقَدْ كَانَ فِيْمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ مُحَدَّثُوْنَ فَاِنْ يَّكُ فِيْ اُمَّتِيْ اَحَدٌ فَاِنَّهُ عُمَرُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৮১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে কিছু লোক মুহাদ্দাস ছিল। আমার উম্মতের মধ্যে এমন কেউ যদি থাকে, তবে সে ওমরই হবে।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের শব্দ مُحَدَّثٌ [মুহাদ্দাস] সে ব্যক্তিকে বলা হয়, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যার অন্তরে সত্য কথা নিক্ষেপ করা হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে তার মুখ দিয়ে সত্য ও সঠিক কথা বের হয়। নবী না হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সময় এমন কিছু সত্য কথা হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর মুখ দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। অতএব, তাঁকে মুহাদ্দাস বলা হয়েছে।

৫৭৮২ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ (رض) قَالَ اِسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً اَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ فَبَادَرْنَ الْحِجَابَ.

৫৭৮২. **অনুবাদ :** হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট [তাঁর কক্ষে] হাজির হওয়ার অনুমতি চাইলেন। তখন কুরাইশ গোত্রের একজন মহিলা [অর্থাৎ নবীর বিবিগণ] তাঁর নিকট বসে কথাবার্তা বলছিলেন এবং তাঁরা অতি উচ্চৈঃস্বরে তাঁর নিকট হতে অধিক [খোরপোশ] দাবি করছিলেন। যখন হযরত ওমর ফারূক (রা.) অনুমতি চাইলেন, তখন মহিলাগণ উঠে দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেলেন।

فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلاَءِ اللاَّتِيْ كُنَّ عِنْدِيْ فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ اِبْتَدَرْنَ الْحِجَابَ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَدُوَّاتِ اَنْفُسِهِنَّ اَتَهَبْنَنِيْ وَلاَ تَهَبْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَ نَعَمْ اَنْتَ اَفَظُّ وَاَغْلَظُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيْهِ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَالَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ اِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ زَادَ الْبَرْقَانِيُّ بَعْدَ قَوْلِهٖ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَضْحَكَكَ ـ

এরপর হযরত ওমর ফারূক (রা.) প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসছিলেন। হযরত ওমর ফারূক (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখুন। [তবে আপনার হাসার কারণ কি?] তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আমি আশ্চর্যবোধ করছি ঐ সকল মহিলাদের আচরণে, যারা এতক্ষণ আমার নিকট ছিল এবং তারা যখনই তোমার আওয়াজ শুনতে পেল, দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেল। তখন হযরত ওমর ফারূক (রা.) [মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে] বললেন, ওহে স্বীয় জানের দুশমনেরা! তোমরা আমাকে ভয় কর, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ভয় করো না? তাঁরা উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। [তোমাকে এজন্যই ভয় করি,] তুমি যে অধিকতর রুক্ষ ও কঠোরভাষী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! এদের কথা ছাড়। ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! শয়তান তোমাকে যে পথে চলতে দেখতে পায়, সে তোমার রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরে। –[বুখারী ও মুসলিম] হোমাইদী বলেন, ইমাম বারকানী, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ শব্দের পর 'কিসে আপনাকে হাসাচ্ছে?' এ বাক্যটি অতিরিক্ত বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ "سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ" : 'সে তোমার রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরে।' অর্থাৎ তোমাকে এ পরিমাণ ভয় করে যে, শয়তান তোমার কল্পনাতেই ভয়ে কাঁপে। তার এ সাহস নেই যে, তোমার সামনে আসবে এবং যে স্থানে তুমি থাকবে তার নিকটেও শয়তান আসতে পারে না। অতএব এক রেওয়ায়েতে আছে যে, শয়তান হযরত ওমর (রা.)-এর ছায়া দেখেও পলায়ন করে।

প্রকাশ থাকে যে, "فَجٌّ" -এর অর্থ– প্রশস্ত রাস্তা। যদিও এক সম্ভাবনা এটাও রয়েছে যে, "فَجٌّ" দ্বারা সাধারণ রাস্তা উদ্দেশ্য, এমতাবস্থায় তা সংকীর্ণ হোক বা প্রশস্ত। তবে গ্রহণীয় মত হলো, এ শব্দটি এখানে তার প্রকাশ্য অর্থ তথা 'প্রশস্ত রাস্তা'-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর এতে এ সূক্ষ্ম ব্যাপার লুক্কায়িত আছে যে, শয়তান হযরত ওমর ফারূক (রা.)-কে প্রশস্ত রাস্তায় দেখেও সে রাস্তা ত্যাগ করে অন্য রাস্তা ধরে। অথচ সে যদি ইচ্ছা করে তাহলে উক্ত প্রশস্ত রাস্তার এক প্রান্ত দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু তার উপর হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর ভয় এ পরিমাণ প্রভাব সৃষ্টি করে যে, সে প্রথম হতেই ঐ রাস্তায় আসতে ভয় করে যে রাস্তায় হযরত ওমর ফারূক (রা.) পথ অতিক্রম করছেন। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৯২]

وَعَنْ ٥٧٨٣ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا اَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ اِمْرَأَةِ اَبِيْ طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشْفَةً فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ هٰذَا بِلَالٌ وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا فَقَالُوْا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاَرَدْتُ اَنْ اَدْخُلَهُ فَاَنْظُرَ اِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ عُمَرُ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعَلَيْكَ اَغَارُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৮৩. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [স্বপ্নযোগে অথবা মি'রাজের রাতে] আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করলাম, এমন সময় হঠাৎ হযরত আবূ তালহা (রা.) -এর স্ত্রী রুমাইসাকে দেখতে পেলাম এবং কারো পদক্ষেপের শব্দ শুনতে পেলাম। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? উত্তরে [ফেরেশতা] বললেন, ইনি বেলাল! এরপর আমি একটি প্রাসাদও দেখতে পেলাম, যার আঙ্গিনায় একজন কিশোরী বসা ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম; এই প্রাসাদটি কার? তখন [সঙ্গী] ফেরেশতাগণ বললেন, এটা ওমর ইবনুল খাত্তাবের। তখন আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, ভিতরে প্রবেশ করে প্রাসাদটি দেখি, কিন্তু হে ওমর! ঐ সময় তোমার অভিমানের কথা আমার মনে পড়ে গেল। [তাই আমি আর প্রাসাদে প্রবেশ করলাম না।] তখন হযরত ওমর ফারূক (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আমি কি আপনার প্রতি অভিমান করব? –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "الرُّمَيْصَاءُ" : 'রুমাইসা' হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা.)-এর স্ত্রী ও হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর মাতা ছিলেন। পূর্বে তিনি মালেক ইবনে নযরের বিবাহাধীন ছিলেন যে ঘরে হযরত আনাস (রা.) ভূমিষ্ঠ হন। মালেক ইবনে নযরের পরে হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা.) তাঁকে বিবাহ করেন। তাঁর আসল নামের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। তাঁকে 'উম্মে সুলাইম'ও বলা হয়ে থাকে আবার 'রুমাইসা'ও। একটি প্রসিদ্ধ নাম 'গুমাইসা'ও রয়েছে। "رُمَيْصَاءُ" মূলত "رَمَصٌ" হতে নির্গত। যার অর্থ হলো– চোখের ঐ সাদা ময়লা বা কেতর যা চোখের কোণায় জমে থাকে। আর "غُمَيْصَاءُ" মূলত "غَمَصٌ" হতে নির্গত যার অর্থ হলো– চক্ষু হতে কেতর নির্গত হওয়া। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৯৩]

وَعَنْ ٥٧٨٤ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا دُوْنَ ذٰلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الدِّيْنُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৮৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, [স্বপ্নে] দেখলাম যে, লোকদেরকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হচ্ছে। তাদের গায়ে জামা ছিল। তাদের কারো জামা বুক পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আবার কারো জামা ছিল তার নিচে। এরপর আমার সম্মুখে ওমর ইবনুল খাত্তাবকে উপস্থিত করা হয়। তার গায়ে এরূপ একটি লম্বা জামা ছিল যে, তিনি তা হিঁচড়িয়ে চলছিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এর তা'বীর কি করেছেন? তিনি বললেন, তা হলো দীন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : জামাকাপড় যেমন মানুষের আবরুর হেফাজত করে, তেমনি দীনে হক আল্লাহর সম্মুখে মানুষের আবরুর হেফাজত করে তাকে জাহান্নামের আজাব হতে রক্ষা করে এবং অন্যায় ও অপকর্ম হতেও বিরত রাখে। তাই নবী করীম ﷺ জামার তা'বীর করেছেন– 'দীন-ইসলাম।' বস্তুত হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর মধ্যে এই গুণ সর্বাধিক বিদ্যমান ছিল।

٥٧٨٥ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدْحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتّٰى اَنِّىْ لَاَرٰى الرِّىَّ يَخْرُجُ فِىْ اَظْفَارِىْ ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَضْلِىْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْعِلْمُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৮৫. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, একদা আমি ঘুমে ছিলাম, তখন দেখলাম, আমার কাছে একটি দুধের পাত্র আনা হয়েছে। তখন আমি তা এত পরিতৃপ্ত হয়ে পান করলাম যে, আমি লক্ষ্য করলাম, তৃপ্তি যেন আমার নখগুলো হতে বের হচ্ছে। অতঃপর আমি পাত্রের অবশিষ্ট দুধ ওমর ইবনুল খাত্তাবকে [পান করতে] দিলাম। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ স্বপ্নের তা'বীর [ব্যাখ্যা] আপনি কি করেছেন? তিনি বললেন, 'ইলম'। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ 'আলমে মেছাল' যেখানে বস্তুজগতের সবকিছুর অদৃশ্য আকৃতি রয়েছে। সেখানে ইলম হলো দুধ সদৃশ; সুতরাং স্বপ্নের তা'বীর হলো, আল্লাহর পক্ষ হতে আমাকে প্রচুর ইলম দান করা হয়েছে। যেমন অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের ইলম দান করা হয়েছে এবং এর বিরাট অংশ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে প্রদান করা হয়েছে।

٥٧٨٦ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِىْ عَلٰى قَلِيْبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ اَبِىْ قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِىْ نَزْعِهٖ ضُعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهٗ ضُعْفَهٗ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَاَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ

৫৭৮৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, [স্বপ্নে] আমি নিজেকে একটি কূপের পাড়ে দেখতে পেলাম। কূপটির পাড়ে একটি বালতিও ছিল। আমি ঐ বালতি দ্বারা যতটা আল্লাহর ইচ্ছা কূপ হতে পানি টেনে তুললাম। তারপর ইবনে আবূ কুহাফা [আবূ বকর] ঐ বালতিটা নিলেন এবং এক বালতি বা দুই বালতি পানি টেনে তুললেন। তাঁর ঐ বালতি টানার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ দুর্বলতা ক্ষমা করুন। তারপর ঐ বালতিটা বিরাট আকারের বালতিতে পরিণত হলো এবং ইবনুল খাত্তাব [ওমর] তা নিলেন। আমি কোনো শক্তিশালী বাহাদুর ব্যক্তিকেও ওমরের ন্যায় টেনে তুলতে দেখিনি। এমনকি লোকজন ঐ স্থানকে উটশালা বানাতে উদ্বুদ্ধ হলো।

وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ اَبِىْ بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِىْ يَدِهٖ غَرْبًا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِىْ فَرِيَّهٗ حَتّٰى رَوَى النَّاسُ وَضَرَبُوْا بِعَطَنٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ইবনে ওমর (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে আছে, অতঃপর ইবনুল খাত্তাব বালতিটা আবূ বকরের হাত হতে নিজের হাতে নিলেন। বালতিটি তাঁর হাতে পৌঁছেই বৃহদাকারে পরিণত হয়ে গেল। আর আমি কোনো শক্তিশালী নওজোয়ানকেও দেখিনি ওমরের ন্যায় পানি টেনে তুলতে। এমনকি তিনি এত অধিক পরিমাণ পানি তুললেন যে, তাতে সমস্ত লোক পরিতৃপ্ত হয়ে গেল এবং পানির প্রাচুর্যের কারণে লোকেরা ঐ স্থানকে উটশালা বানিয়ে নিল। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে দীন-ইসলামকে কূপের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। নবী করীম ﷺ -এর পরে সে দায়িত্ব হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কাছে এবং পরে হযরত ওমর (রা.)-এর হাতে আসে। হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফতকাল দুই বৎসর কয়েক মাস ছিল। হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সময় দীন ত্যাগ, বিভিন্ন ফিতনা ও মতবিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, তা দমন করতে গিয়ে তিনি মানুষের জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যেতে পারেননি। 'দুর্বলতা' দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অবশেষে হযরত ওমর (রা.) তাঁর খেলাফতকালে মুসলিম জাহানে দীনের প্রচার ও প্রসারে যে বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ যে সুখে জীবনযাপন করেছে, 'উটকে পূর্ণ পরিতৃপ্তির সাথে পানি পান করানো' দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٧٨٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهٖ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ) وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ يَقُوْلُ بِهٖ .

৫৭৮৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ওমরের মুখে এবং তাঁর অন্তরে হক কথা রেখে দিয়েছেন। -[তিরমিযী] আর আবূ দাঊদ হযরত আবু যর (রা.)-এর হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ওমরের মুখে সত্য রেখেছেন, কাজেই তিনি হক কথাই বলে থাকেন।

٥٧٨٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ مَا كُنَّا نُبْعِدُ اَنَّ السَّكِيْنَةَ تَنْطِقُ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

৫৭৮৮. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এটা অসম্ভব মনে করতাম না যে, ফেরেশতা [আল্লাহর পক্ষ হতে] হযরত ওমর (রা.)-এর মুখে কথা বলে থাকেন। -[বায়হাকী দালায়েলুন নবুয়ত গ্রন্থে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আলী (রা.)-এর উদ্দেশ্য হলো, হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর এ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি যখন কোনো মাসআলা বা সমস্যার ব্যাপারে স্বীয় মতামত পেশ করতেন তখন এমন কথা বলতেন যাতে শ্রবণকারী প্রশান্তি লাভ করত এবং অস্থির অন্তরও স্থিরতা লাভ করত। কিংবা "سَكِيْنَةٌ" দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশতাগণও হতে পারে, যাঁরা সঠিক ও উপযুক্ত কথা অন্তরে ঢেলে দেয় আর একথাই মুখের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এ কথার সমর্থন হযরত আলী (রা.)-এর

অন্য একটি রেওয়ায়েত দ্বারাও পাওয়া যায়, যা ইমাম তাবারানী (র.) 'আওসাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হযরত আলী (রা.) বলেছেন, 'হে লোকসকল! যখন নেককারদের আলোচনা কর তখন হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর আলোচনাকে অগ্রভাগে রাখ, কেননা নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে যে, হয়তো তাঁর কথা ইলহাম হবে এবং তিনি ফেরেশতার কথাই বর্ণনা করছেন।' এ ব্যাপারে ঐ রেওয়ায়েতও সম্মুখে রাখা উচিত যাতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি যখনই হযরত ওমর (রা.)-কে দেখেছি তখন মনে হয়েছে যে, তাঁর উভয় চোখের মাঝখানে ফেরেশতা অবস্থান করছেন যিনি তাঁকে সঠিক রাস্তার নির্দেশনা দিচ্ছেন। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ২৯৭]

٥٧٨٩ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِاَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ اَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاَصْبَحَ عُمَرُ فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَسْلَمَ ثُمَّ صَلّٰى فِي الْمَسْجِدِ ظَاهِرًا . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৫৭৮৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আবূ জাহল ইবনে হিশাম অথবা ওমর ইবনুল খাত্তাব দ্বারা তুমি ইসলামকে শক্তিশালী কর।' এ দোয়ার পরদিন ভোরে হযরত ওমর (রা.) নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর নবী করীম ﷺ মসজিদে [মসজিদুল হারামে] প্রকাশ্যে নামাজ পড়েছেন। -[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইতিহাস সাক্ষী; সর্বকালে, সর্বযুগে বিত্তবান প্রভাবশালী লোকরাই সত্য ও ন্যায়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। মক্কার আবূ জাহল ও ওমর- এ দুই প্রভাশালী ব্যক্তিই ছিল ইসলামের অন্তরায়। সাধারণ মানুষগুলো ছিল এই দুই নেতার হাতের ক্রীড়নক। নবী করীম ﷺ -এর দোয়ার ওমরের ইসলাম গ্রহণ সেই বাধার প্রাচীরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।

٥٧٩٠ وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ عُمَرُ لِاَبِيْ بَكْرٍ يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَمَا اِنَّكَ اِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ فَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلٰى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৭৯০. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-কে সম্বোধন করে বললেন, হে সর্বোত্তম মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর! তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, যদি তুমি আমার সম্পর্কে এ কথা বল, তবে তুমি জেনে রাখ যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, ওমর অপেক্ষা উত্তম কোনো ব্যক্তির উপর সূর্য উদিত হয়নি। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

٥٧٩١ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৭৯১. অনুবাদ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার পরে যদি কেউ নবী হতেন, তাহলে ওমর ইবনুল খাত্তাবই হতেন। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.)-এর মুখ দিয়ে এমন সঠিক ও নির্ভুল সত্য কথা বের হয়, যা নবীদের স্বভাবের সদৃশ।

وَعَنْ ٥٧٩٢ بُرَيْدَةَ (رض) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ كُنْتُ نَذَرْتُ اِنْ رَدَّكَ اللّٰهُ صَالِحًا اَنْ اَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَاَتَغَنّٰى فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِيْ وَاِلَّا فَلَا فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَاَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اِسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ اِنِّيْ كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ فَلَمَّا دَخَلْتَ اَنْتَ يَا عُمَرُ اَلْقَتِ الدُّفَّ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ)

৫৭৯২. **অনুবাদ :** হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো এক যুদ্ধে বের হলেন, তিনি যখন ফিরে আসলেন, তখন এক হাবশী মেয়ে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মানত করেছিলাম যে, আল্লাহ তা'আলা যদি আপনাকে সহীহ সালামতে ফিরিয়ে আনেন, তবে আমি দফ বাজিয়ে আপনার সম্মুখে গান গাইব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, যদি তুমি এরূপ মানত করেই থাক তবে দফ বাজাতে পার। অন্যথা তা করো না। অতঃপর সে দফ বাজাতে লাগল। ইত্যবসরে হযরত আবূ বকর (রা.) সেখানে প্রবেশ করলেন, আর মেয়েটি দফ বাজাতে থাকল। তারপর হযরত আলী (রা.) আসলেন, তখনো সে দফ বাজাতে থাকল, অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) আসলেন, অথচ সে তখনো দফ বাজাতে থাকল, কিন্তু তারপর যখন হযরত ওমর (রা.) প্রবেশ করলেন, তখন সে দফ বাজানো বন্ধ করে দিয়ে দফটি নিজের নিতম্বের নিচে রেখে দিল এবং তার উপর বলে পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ওমর! শয়তান তোমাকে ভয় করে। আমি বসা ছিলাম, আর মেয়েটি দফ বাজাতে লাগল। অতঃপর আবূ বকর আসলেন, তারপর আলী আসলেন, পরে ওসমান আসলেন, অথচ সে অনবরত দফ বাজাচ্ছিল। আর হে ওমর! তুমি যখন প্রবেশ করলে, তখন সে দফটি ফেলে দেয়। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'দফ' ঢোলের ন্যায় একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। তবে পার্থক্য এটুকু যে, তার এক মুখ বন্ধ এবং অপর মুখ খোলা। তা বিশেষ ক্ষেত্রে যথা– ঈদের খুশি, বিবাহের ঘোষণার জন্য বাজানো জায়েজ। এখানে শয়তান বলে মেয়েটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু তার এ কাজে শয়তান খুশি হতে পারে। মেয়েটি নজর ও মানত করেছে বিধায় দফ বাজানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর হযরত ওমর (রা.) এ ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন। তাই মেয়েটি তার ভয়ে দফ বাজানো বন্ধ করে তা লুকিয়ে ফেলেছিল।

وَعَنْ ٥٧٩٣ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا حَبْشِيَّةٌ تَزْفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ تَعَالِىْ فَانْظُرِىْ فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لِحَيْيِّ عَلٰى مَنْكِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَيْهَا مَا بَيْنَ الْمَنْكَبِ اِلٰى رَأْسِهِ فَقَالَ لِىْ اَمَا شَبِعْتِ اَمَا شَبِعْتِ فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ لَا لِاَ نْظُرَ مَنْزِلَتِىْ عِنْدَهُ اِذْ طَلَعَ عُمَرُ فَارْفَضَّ النَّاسُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَنْظُرُ اِلٰى شَيَاطِيْنِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ قَدْ فَرُّوْا مِنْ عُمَرَ قَالَتْ فَرَجَعْتُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ)

৫৭৯৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বসাছিলেন। এমন সময় আমরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শোরগোল ও হৈ চৈ শুনতে পেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে সেদিকে গেলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন, এক হাবশী [সুদানী] বালিকা নাচছে আর ছেলেমেয়েরা তাকে ঘিরে তামাশা দেখছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়েশা! এদিকে আস এবং তামাশা দেখ। [হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,] সুতরাং আমি গেলাম এবং আমার থুতনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাঁধের উপর রেখে তাঁর কাঁধ ও মাথার মধ্যখান দিয়ে ঐ বালিকাটির নাচ দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি তৃপ্তি হয়নি, তোমার কি তৃপ্তি হয়নি? আমি বলতে লাগলাম, না। আমার এই 'না' বলার উদ্দেশ্য ছিল, দেখি তাঁর অন্তরে আমার স্থান কতটুকু আছে। ঠিক এমন সময় হঠাৎ হযরত ওমর (রা.) সেখানে উপস্থিত হলেন। হযরত ওমর (রা.)-কে দেখামাত্রই লোকজন তাঁর নিকট হতে এদিক-সেদিক সরে পড়ল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি দেখছি, জিন ও ইনসানের শয়তানগুলো ওমরের ভয়ে পলায়ন করেছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, অতঃপর আমি ফিরে আসলাম। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : এটা কোনো নৃত্য অনুষ্ঠান ছিল না, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম: বরং ছোট ছোট বালক-বালিকাদের নিছক আনন্দমুখর সমাবেশ ছিল। তাই রাসূল ﷺ নিজেও দেখেছেন এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে দেখিয়েছেন; কিন্তু তাতে বাড়াবাড়ি এবং অভ্যাসে পরিণত হয়ে নিষিদ্ধ পর্যায়ে পৌছতে পারে বিধায় এটাকে শয়তানি কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এ কারণেই হযরত ওমর (রা.)ও তা পছন্দ করতেন না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٧٩٤ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ (رضـ) أَنَّ عُمَرَ قَالَ وَافَقْتُ رَبِّىْ فِىْ ثَلٰثٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى وَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَدْخُلُ عَلٰى نِسَائِكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ اَمَرْتَهُنَّ يَحْتَجِبْنَ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْغَيْرَةِ فَقُلْتُ عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ فَنَزَلَتْ كَذٰلِكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّىْ فِىْ ثَلٰثٍ فِىْ مَقَامِ اِبْرٰهِيْمَ وَفِى الْحِجَابِ وَفِىْ اُسَارٰى بَدْرٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৯৪. **অনুবাদ :** হযরত আনাস এবং হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, তিনটি বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত আমার রবের সিদ্ধান্তের অনুরূপ হয়েছে– ১. আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্থানটিকে আমরা যদি নামাজের জন্য নির্ধারণ করে নিতাম। তখন নাজিল হলো وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى অর্থাৎ 'নামাজ পড়ার জন্য ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানটিকে তোমরা নামাজের জন্য নির্ধারণ করে নাও।' ২. আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার বিবিদের ঘরে নেককার ও বদকার হরেক রকমের লোক আসে। তাই আপনি যদি তাদেরকে পর্দা করার আদেশ করতেন। এর পর পরই পর্দার আয়াত নাজিল হলো। ৩. একবার নবী করীম ﷺ -এর বিবিগণ [হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা (রা.)] আত্মাভিশানবশত এক জোট হয়েছিলেন। [হযরত ওমর (রা.) বলেন,] তখন আমি বললাম, [তোমরা নিজ আচরণ ত্যাগ কর, অন্যথায়] যদি নবী করীম ﷺ তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অচিরেই তাঁর রব তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়েও উত্তম স্ত্রী তাঁকে প্রদান করতে পারেন। তার পর পরই অনুরূপ আয়াত নাজিল হলো। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ওমর (রা.) বললেন, তিন ব্যাপারে আমি আমার রবের সাথে ঐকমত্য হয়েছি– ১. মাকামে ইবরাহীমের ব্যাপারে। ২. পর্দার ব্যাপারে। ৩. বদরের কয়েদিদের ব্যাপারে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বিবিদের আত্মাভিমান– এ প্রসঙ্গে ঘটনা হলো, নবী করীম ﷺ মধু খাওয়া খুব পছন্দ করতেন। একদা বিবি যায়নাবের কাছে কোথাও হতে কিছু মধু এসেছিল, যখন নবী করীম ﷺ বিবিগণের কক্ষে যাওয়ার পালাক্রমে বিবি যয়নবের ঘরে যেতেন, তখন হযরত যায়নাব (রা.) নবী করীম ﷺ -কে সেই মধু পান করাতেন। এতে তাঁর ঘরে স্বাভাবিক নিয়মের বেশি সময় অতিবাহিত হতো। হযরত আয়েশা ও হাফসা (রা.) তাঁর এ গৌণকে কেন্দ্র করে সতীনসুলভ হিংসায় একটি জোট করলেন যে, নবী করীম ﷺ আমাদের [বিবিদের] মধ্যে যার কাছেই যাবেন, সে যেন বলে, 'আপনার মুখ থেকে মাগাফীরের গন্ধ আসছে।' 'মাগাফীর' এক জাতীয় দুর্গন্ধময় ফুলদার ঘাস। সুতরাং বিবিগণ পূর্বের পরিকল্পনা মোতাবেক তাই করলেন। ফলে নবী করীম ﷺ মধু খাওয়া নিজের জন্য হারাম বলে শপথ করলেন। –[সূরা তাহরীম দ্রষ্টব্য]

বদরের কয়েদি প্রসঙ্গে ঘটনা হলো, বদরের কয়েদিদের কি করা যায়, এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামদের মতামত জানতে চাইলেন, হযরত ওমর (রা.) তাদের সকলকে কতল করে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা.) তার বিপরীত প্রস্তাব দিলেন যে, কয়েদিদের অনেকেই আমাদের স্বগোত্রীয় ও আপনজন। সুতরাং তাদেরকে হত্যা না করে বরং অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হোক, এদিকে আমাদের নতুন রাষ্ট্রের অর্থের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। নবী করীম ﷺ সহ অধিকাংশ সাহাবী হযরত সিদ্দীকে আকবরের প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন এবং সেই মোতাবেক সমস্ত কয়েদিকে পণ্যের বিনিময়ে মুক্তি দিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে এ প্রসঙ্গে যে আয়াত নাজিল হলো, তাতে দেখা গেছে, হযরত ওমর (রা.) যে প্রস্তাব রেখেছিলেন তাই আল্লাহ তা'আলার কাছে পছন্দনীয় ছিল।

وَعَنْ ٥٧٩٥ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ فُضِلَ النَّاسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاَرْبَعٍ بِذِكْرِ الْاُسَارٰى يَوْمَ بَدْرٍ اَمَرَ بِقَتْلِهِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَوْ لَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ وَبِذِكْرِهِ الْحِجَابَ اَمَرَ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ اَنْ يَحْتَجِبْنَ فَقَالَتْ لَهُ زَيْنَبُ وَاِنَّكَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ فِيْ بُيُوْتِنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ وَبِدَعْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَيِّدِ الْاِسْلَامَ بِعُمَرَ وَبِرَأْيِهِ فِيْ اَبِيْ بَكْرٍ كَانَ اَوَّلَ نَاسٍ بَايَعَهُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫৭৯৫. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিশেষ চারটি কারণে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) সমস্ত মানুষের উপর মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছেন। ১. বদর যুদ্ধের কয়েদিদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের তিনি হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এরপর এ আয়াত নাজিল হলো– [আয়াতের অনুবাদ] যদি পূর্ব হতে আল্লাহর নিকট তা লিপিবদ্ধ না থাকত, [অর্থাৎ তোমরা এরূপ করবে।] তাহলে [বদরী কয়েদিদের নিকট হতে] যে বিনিময় গ্রহণ করেছ, তজ্জন্য তোমরা কঠিন আজাবে লিপ্ত হতে। ২. পর্দার ব্যাপারে তিনি নবী করীম ﷺ-এর বিবিগণকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তারা যেন পর্দা মেনে চলে। তা শুনে নবী পত্নী হযরত যায়নাব (রা.) বলে উঠলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি আমাদের উপর পর্দার আদেশ জারি করছ, অথচ আমাদের ঘরেই ওহী নাজিল হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাজিল করলেন– [আয়াতের অনুবাদ] হে মানুষসকল! তোমরা যখন নবীর বিবিদের নিকট হতে কোনো জিনিস চাবে, তখন আড়ালে থেকে চাবে।] ৩. হযরত ওমর (রা.)-এর জন্য নবী করীম ﷺ দোয়া করেন, হে আল্লাহ! ওমরের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর। ৪. হযরত আবূ বকর (রা.) -এর খেলাফত সম্পর্কে তাঁর [ওমরের] অভিমত এবং তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছেন। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "بِذِكْرِ الْاُسَارٰى يَوْمَ بَدْرٍ" : 'বদর যুদ্ধের কয়েদিরে আলোচনা প্রসঙ্গে।' এর বিস্তারিত বিবরণ স্বয়ং হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রয়েছে যা 'রিয়াযুস সালেহীন' গ্রন্থে বর্ণিত আছে। হযরত ওমর (রা.) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন [যখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন এবং বন্দিদের এক বড় সংখ্যা মুসলমানদের আয়ত্তে আসল তখন] রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে পরামর্শে বসলেন এবং বদরের বন্দিদের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) নিজের মতামত এভাবে ব্যক্ত করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! উক্ত বন্দিদের মধ্যে সবাই নিজেদেরই আত্মীয়স্বজন– কেউ চাচাতো ভাই তো কেউ ভাতিজা, কেই বংশের সদস্য তো কেউ গোত্রের সদস্য। যদি আমরা তাদের থেকে ফিদিয়া [আর্থিক বিনিময়] নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেই তবে এতে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ প্রস্তুতিতে আমাদের খুবই সহায়ক হবে এবং সম্ভাবনা আছে আল্লাহ তা'আলা উক্ত মুক্তিপ্রাপ্তদেরকে হেদায়েত করবেন আর এরা ইসলাম গ্রহণ করে আমাদেরই সাহায্যকারীতে পরিণত হবে। রাসূলে কারীম ﷺ [হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মতামত শুনার পর] বললেন, হে ওমর! এ ব্যাপারে তোমার মতামত কি? আমি আবেদন করলাম; হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মতামত উপযুক্ত মনে করি না। মূলত এ সকল কয়েদি কুফর ও ভ্রষ্টতার নেতৃত্ব দানকারী এবং ইসলামের শত্রুদের সরদার। তাই এদেরকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া পক্ষান্তরে বিপদকেই ডেকে আনার সমতুল্য। অতএব এ সকল লোকের গর্দান উড়িয়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। পরিশেষে রাসূলে কারীম ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মতামতই গ্রহণ করেন এবং ফিদিয়া গ্রহণপূর্বক কয়েদিরেকে ছেড়ে দেন। পরবর্তী দিন সকালে যখন আমি রাসূলে কারীম ﷺ

-এর দরবারে উপস্থিত হলাম তখন দেখলাম যে, রাসূলে কারীম ﷺ ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ক্রন্দনরত ও কম্পমান অবস্থায় বসে আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ভালো আছেন তো! আপনি এবং আপনার এ বন্ধু [আবূ বকর (রা.)] কাঁদছেন কেন? রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, হে ওমর! [কি জিজ্ঞাসা করছ, মনে কর আল্লাহ তা'আলা কল্যাণই করেছেন, অন্যথা] আজাব তো আমার সম্মুখের ঐ গাছের নিকট এসেই গিয়েছিল [যা তুমি সামনে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছ।] আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন–

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ط تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَاۤ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

অর্থাৎ পয়গাম্বরের শান এটা নয় যে তিনি কয়েদিদেরকে জীবিত রাখবেন [বরং হত্যা করা হবে] যে যাবৎ তিনি পৃথিবীতে পূর্ণাঙ্গভাবে [ইসলামের শত্রুদের] হত্যা না করেন। তোমরা পার্থিব ধনসম্পদের ইচ্ছা করছ আর আল্লাহ তা'আলা আখেরাত [-এর কল্যাণ] ইচ্ছা করেন। আর আল্লাহ তা'আলা বড় পরাক্রমশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। যদি আল্লাহ তা'আলার একটি লেখনী নির্ধারিত না হতো তাহলে যে বিষয়টি তোমরা গ্রহণ করেছ সে ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠিন আজাব পতিত হতো।

–[সূরা আনফাল : ৬৭ - ৬৮]

এতে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বদরের কয়েদিদের ব্যাপারে উপযুক্ত মতামত তা-ই ছিল যা হযরত ওমর (রা.) প্রকাশ করেছিলেন।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩০৮]

وَعَنْ ٥٧٩٦ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاكَ الرَّجُلُ اَرْفَعُ اُمَّتِىْ دَرَجَةً فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ وَاللّٰهِ مَا كُنَّا نَرٰى ذٰلِكَ الرَّجُلَ اِلَّا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهٖ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৫৭৯৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে ঐ ব্যক্তির মর্যাদাই হবে আমার উম্মতের সকলের উপরে। হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! 'ঐ ব্যক্তি' দ্বারা আমরা ওমর ইবনুল খাত্তাব ব্যতীত অন্য কাউকেও ধারণা করতাম না। এমনকি তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত আমাদের [সাহাবীদের] মধ্যে এ ধারণা বিদ্যমান ছিল। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সমস্ত উম্মতের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা.) যে اَفْضَلُ الْاُمَّةِ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে দীনের ব্যাপারে নির্ভীকতায় ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং অন্যান্য কাজকর্মে হযরত ওমর (রা.) ইসলামি জীবনের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যে আদর্শ স্থাপন করেন, তার প্রেক্ষিতে সাহাবীদের মধ্যে সাধারণত তাঁকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী বলে গণ্য করা হতো।

وَعَنْ ٥٧٩٧ اَسْلَمَ (رض) قَالَ سَاَلَنِىْ ابْنُ عُمَرَ بَعْضَ شَاْنِهٖ يَعْنِىْ عُمَرَ فَاَخْبَرْتُهٗ فَقَالَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حِيْنِ قُبِضَ كَانَ اَجَدَّ وَاَجْوَدَ حَتّٰى انْتَهٰى مِنْ عُمَرَ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৭৯৭. **অনুবাদ :** হযরত আসলাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.) আমাকে তাঁর অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর আমি হযরত ওমর (রা.) অপেক্ষা দীনের কাজে অধিক অবিচল ও সঠিক কর্মপরায়ণ আর কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি। তিনি তাঁর শেষ বয়স পর্যন্ত একই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, আলোচ্য রেওয়ায়েত হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালের উপর সীমাবদ্ধ রাখা হবে, যাতে এর বক্তব্য হতে যে ব্যাপকতা অনুমিত হয় তা হতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সত্তা বাদ পড়ে যায়। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩১০]

وَعَنْ ٥٧٩٨ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ (رضـ) قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَأْلَمُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَأَنَّهُ يُجَزِّعُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا كُلَّ ذٰلِكَ لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقَكَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ أَبَا بَكْرٍ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقَكَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ الْمُسْلِمِيْنَ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ لَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُوْنَ قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذٰلِكَ مَنٌّ مِنَ اللّٰهِ مَنَّ بِهِ عَلَيَّ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِيْ بَكْرٍ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذٰلِكَ مَنٌّ مِنَ اللّٰهِ مَنَّ بِهِ عَلَيَّ وَأَمَّا مَا تَرٰى مِنْ جَزَعِيْ فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَمِنْ أَجْلِ أَصْحَابِكَ وَاللّٰهِ لَوْ أَنَّ لِيْ طِلَاعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ.

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৭৯৮. **অনুবাদ :** হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখ্‌রামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [যখন আবূ লু'লু কর্তৃক] হযরত ওমর (রা.) ঘায়েল হন, তখন তিনি তার যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকেন, এ সময় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) যেন অনেকটা সান্ত্বনার সুরে তাঁকে বললেন. হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এত অধিক অস্থির হবেন না। [মৃত্যু ঘটলেও চিন্তার কোনো কারণ নেই।] কেননা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর সাহচর্যের হক উত্তমরূপে পালন করেছেন। অতঃপর তিনি আপনার নিকট হতে এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হয়েছেন যে, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তারপর আপনি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁর সাহচর্যের হকও উত্তমরূপে আদায় করেছেন। আর তিনি আপনার নিকট হতে এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হলেন যে, তিনিও আপনার প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর [খলিফা থাকাকালীন] আপনি মুসলমানদের সাথে জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং তাদের সাথে সহ-অবস্থানের হকও উত্তমরূপে আদায় করেছেন। আর এ মুহূর্তে যদি আপনি তাদের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, তবে নিশ্চিতভাবে আপনি তাদের নিকট হতে এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হবেন যে, তারা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে।
এ সমস্ত কথা শুনার পর হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহচর্য ও তাঁর সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করেছ, তা তো ছিল আল্লাহ তা'আলার বিশেষ একটি অনুগ্রহ, যা তিনি আমার উপর করেছেন। আর হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সাহচর্য ও সন্তুষ্টি সম্পর্কে যা তুমি উল্লেখ করলে তাও শুধুমাত্র আল্লাহর বিশেষ একটি মেহেরবানী, যা তিনি আমার উপর করেছেন। কিন্তু আমার মধ্যে এখন যে অস্থিরতা তুমি লক্ষ্য করছ, তা তোমার জন্য এবং তোমার সাথিদের জন্য। আল্লাহর কসম! যদি আমার নিকট দুনিয়া ভর্তি স্বর্ণ থাকত, তবে আল্লাহর আজাব [স্বচক্ষে] অবলোকন করবার আগেই তা হতে রক্ষা পাবার জন্য আমি তা বিনিময় হিসেবে দান করে দিতাম। −[বুখারী]

بَابُ مَنَاقِبِ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

পরিচ্ছেদ : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারূক (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

এমন কতিপয় রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে যাতে শায়খাইন তথা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারূক (রা.)-এর আলোচনা একসাথে এসেছে, তাই মেশকাত গ্রন্থকার (র.) সে সকল রেওয়ায়েতে সংবলিত একটি পৃথক পরিচ্ছেদ এখানে স্থাপন করেছেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ মহান ব্যক্তিদ্বয় স্বীয় যৌথ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অধিকাংশ স্থানে একই সাথে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কেননা তাঁরা উভয়ে রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিশেষ সাহায্য ও সহায়তাকারী, রাসূলের দরবারে সময়ে-অসময়ে উপস্থিতি ও নৈকট্যের সৌভাগ্য অর্জনকারী, সকল দীনি ও মাযহাবী বিষয় ও মাসআলার ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা ও বিশ্বাসী এবং রাসূলে কারীম ﷺ সকল সময় ও অবস্থার সাথি ও সহচর ছিলেন। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩১৩]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٧٩٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً اِذْ اَعْيٰى فَرَكِبَهَا فَقَالَتْ اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهٰذَا اِنَّمَا خُلِقْنَا لِحَرَاثَةِ الْاَرْضِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللّٰهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّىْ اُوْمِنُ بِهٖ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ فِىْ غَنَمٍ لَهٗ اِذْعَدَا الذِّئْبُ عَلٰى شَاةٍ مِنْهَا فَاَخَذَهَا فَاَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا فَاسْتَنْقَذَهَا فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَارَاعِىَ لَهَا غَيْرِىْ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللّٰهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ اُوْمِنُ بِهٖ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৯৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি একটি গাভী হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যখন লোকটি ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন সে তার উপর সওয়ার হলো। তখন গাভীটি বলল, আমাদেরকে তো এ কাজের [সওয়ারির] জন্য সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আমাদেরকে জমিনে কৃষি কাজের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তখন লোকজন [বিস্ময়ে] বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ! গাভীও কথা বলছে? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি এ বিষয়ে ঈমান রাখি আর আবূ বকর এবং ওমরও এ বিষয়ে ঈমান রাখেন। অথচ তাঁরা দুজন কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, একদা এক রাখাল তার বকরির পালের নিকট ছিল। হঠাৎ এক নেকড়ে বাঘ থাবা মেরে পাল হতে একটি বকরি নিয়ে গেল। পরক্ষণেই রাখাল বাঘটির কবল হতে বকরিটিকে উদ্ধার করে ফেলল। তখন বাঘটি রাখালকে বলল, [আজ তো আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নিয়েছ,] হিংস্র জন্তুর স্বরাজের দিন এ বকরির রক্ষাকারী কে থাকবে? যেদিন আমি ছাড়া আর কেউই তার রাখাল থাকবে না। তখন লোকজন [বিস্ময়ে] বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ! নেকড়ে বাঘও কথা বলতে পারে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তার উপর ঈমান রাখি আর আবূ বকর এবং ওমরও ঈমান রাখেন। অথচ তাঁরা দুজন কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَا هُمَا ثَمَّ : 'অথচ তাঁরা দুজন কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।' অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ উক্ত মহান ব্যক্তিদ্বয়ের ব্যাপারে উল্লিখিত বাক্য বলেছেন, অথচ সে সময় তাঁরা কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং তাঁদের অনুপস্থিতিতে তাঁদের সম্পর্কে রাসূল ﷺ -এর এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা মূলত তাঁদের ঈমানী শক্তি ও উচ্চ মর্যাদার অত্যন্ত উত্তম পদ্ধতিতে প্রশংসা ও গুণকীর্তন ছিল। সুস্পষ্ট ভাষায় এভাবে বলা যেতে পারে যে, উক্ত মহান ব্যক্তিদ্বয় পূর্ণাঙ্গ ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে রাসূলের দরবারে নৈকট্য ও সান্নিধ্যের যে বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছিলেন তার প্রশংসা ও গুণ প্রকাশের একটি সাধারণ সুরত তো এই ছিল যে, অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সাথে এ মহান ব্যক্তিদ্বয়ও সে সময় মুবারক মজলিস উপস্থিত থাকতেন আর রাসূল ﷺ উল্লিখিত ঘটনার উপর বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে নিজের সাথে উক্ত মহান ব্যক্তিদ্বয়ের উল্লেখ করে ঈমান ও বিশ্বাসের ব্যাপারে তাদের বিশেষ অবস্থান ও উচ্চ মর্যাদার কথা প্রকাশ করতেন; কিন্তু যখন রাসূল ﷺ তাঁদের অনুপস্থিতিতে উল্লিখিত বাক্য প্রয়োগ করে তাঁদের বিশেষ অবস্থান ও উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করেছেন তখন যেন তাঁদের প্রশংসা ও গুণ কীর্তনের ঐ অসাধারণ সুরত পরিদৃষ্ট হয়েছে যার দ্বারা উক্ত মহান ব্যক্তিদ্বয়ের সকল সাহাবীর উপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুমিত হয়েছে এবং সুস্পষ্টভাবে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, এ মহান ব্যক্তিদ্বয় ঈমান ও একিনের সর্বোচ্চ স্থানে সমাসীন।

-[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩১৪ ও ৩১৫]

قَوْلُهٗ "يَوْمَ السَّبُعِ" : অর্থাৎ হিংস্র জন্তুর স্বরাজের দিন, যেদিন সমস্ত মানুষ মরে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে শুধুমাত্র বন্য জন্তু। অথবা যখন ঘোর ফিতনা দেখা দেবে। ফলে মানুষেরা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তখন এ বকরির কোনোই রাখাল থাকবে না।

وَعَنْ ٥٨٠٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ إِنِّيْ لَوَاقِفٌ فِيْ قَوْمٍ فَدَعَوُا اللّٰهَ لِعُمَرَ وَقَدْ وُضِعَ عَلٰى سَرِيْرِهٖ إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِيْ قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهٗ عَلٰى مَنْكِبِيْ يَقُوْلُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ إِنِّيْ لَأَرْجُوْا أَنْ يَجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ لِأَنِّيْ كَثِيْرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُنْتُ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَفَعَلْتُ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَانْطَلَقْتُ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৮০০. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.)-কে তাঁর [ওফাতের পরে] খাটে রাখা অবস্থায় যারা তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করছিলেন, আমিও তাঁদের মাঝে দাঁড়িয়ে [দোয়ায় রত] ছিলাম। এমন সময় আমার পিছন হতে একজন লোক তার কনুই আমার কাঁধের উপর রেখে [হযরত ওমর (রা.)-কে লক্ষ্য করে] বলতে লাগলেন, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। অবশ্যই আমি এই আশাই রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আপনার সঙ্গীদ্বয়ের সাথেই রাখবেন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রায়ই এরূপ বলতে শুনতাম, আমি, আবূ বকর এবং ওমর ছিলাম। আমি, আবূ বকর এবং ওমর অমুক কাজ করেছি এবং আমি, আবূ বকর ও ওমর চললাম। আমি, আবূ বকর এবং ওমর অমুক জায়গায় প্রবেশ করেছি। আমি, আবূ বকর এবং ওমর [অমুক স্থান হতে] বের হয়েছি। তখন আমি পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, [যিনি আমার কাঁধের উপর হাত রেখে উপরিউক্ত কথাগুলো বলেছিলেন,] তিনি হলেন হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.)। -[বুখারী ও মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৫৮০১ - عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ اَهْلَ عِلِّيِّيْنَ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِيْ اُفُقِ السَّمَاءِ وَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَاَنْعَمَا . (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوٰى نَحْوَهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৫৮০১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, বেহেশতীগণ উচ্চ মর্যাদার অধিবাসীগণকে এমনিভাবে [মাথা তুলে] পরস্পরকে দেখতে থাকবে, যেমনিভাবে তোমরা আকাশের দিগন্তে উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখতে পাও। আর আবূ বকর এবং ওমর তাদের মধ্যে হবেন, বরং তদপেক্ষা উচ্চস্থানে। –[শরহে সুন্নাহ, আর ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহও হাদীসটির ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"قَوْلُهُ "عِلِّيِّيْنَ : সপ্তম আসমানের উপর এক স্থানের নাম যেখানে নেককার বান্দাদের আত্মাসমূহ আরোহণ পূর্বক ভ্রমণ করবে। কেউ কেউ বলেন, "عِلِّيِّيْنَ" হেফাজতকারী ফেরেশতাদের রেজিস্টারের নাম যেখানে নেককার বান্দাদের আমলসমূহ লিপিবদ্ধ হয়। কিংবা "عِلِّيِّيْنَ" বেহেশতের ঐ স্তর বা মর্যাদার নাম যা সকল স্তর বা মর্যাদা হতে উচ্চ হবে এবং আল্লাহ তা'আলার অধিক নিকটে হবে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩১৬]

"قَوْلُهُ "اَلْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ : 'উজ্জ্বল নক্ষত্র' এটা "اَلْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ" -এর অনুবাদ। دُرِّيٌّ -এর মধ্যকার "ى" টি নিসবতের জন্য, আর "دُرٌّ" -এর অর্থ– বড় মোতি। 'নক্ষত্র' -কে 'বড় মোতি' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তার ঔজ্জ্বল্য ও স্বচ্ছতার দিকে লক্ষ্য করে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩১৬]

৫৮০২ - وَعَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اِلَّا النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَلِيٍّ)

৫৮০২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আবূ বকর এবং ওমর নবী-রাসূলগণ ব্যতীত দুনিয়ার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বেহেশতবাসী প্রৌঢ়দের সরদার হবেন। –[তিরমিযী, আর ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) হাদীসটি হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كُهُوْلٌ : كُهُوْلٌ [কুহূল] যৌবনের পরবর্তী বয়সকে বলা হয়। দুনিয়ার বয়স হিসেবে এখানে 'কুহূল' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় বেহেশতে প্রবেশকারী কেউই প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ হবেন না। আবার কারো মতে এখানে كُهُوْلٌ শব্দ দ্বারা ধৈর্যশীল ও বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ٥٨٠٣ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لَا اَدْرِيْ مَا بَقَائِيْ فِيْكُمْ فَاقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৮০৩. **অনুবাদ :** হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি জানি না কতদিন আমি তোমাদের মাঝে থাকব। সুতরাং আমার পরে তোমরা আবূ বকর এবং ওমরের অনুসরণ করো। -[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٨٠٤ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ لَمْ يَرْفَعْ اَحَدٌ رَأْسَهُ غَيْرَ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَتَبَسَّمَانِ اِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ اِلَيْهِمَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৮০৪. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন আবূ বকর এবং ওমর ব্যতীত আর কেউই [তাঁর ভয়ে] মাথা তুলতেন না। তাঁরা উভয়ে তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু হাসতেন এবং তিনিও তাঁদের প্রতি চেয়ে মৃদু হাসতেন। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٥٨٠٥ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ اَحَدُهُمَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْاٰخَرُ عَنْ شِمَالِهِ وَهُوَ اٰخِذٌ بِاَيْدِيْهِمَا فَقَالَ هٰكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৮০৫. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ হুজরা শরীফ হতে বের হয়ে এমন অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করতেন যে, হযরত আবূ বকর এবং ওমর (রা.) তাঁরা দুজনের একজন তাঁর ডানে এবং অপরজন তাঁর বামে ছিলেন। আর তিনি তাঁদের উভয়ের হাত ধরে রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমরা এ অবস্থায় উত্থিত হবো। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং আর তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٥٨٠٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ هٰذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا)

৫৮০৬. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানতাব (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ হযরত আবূ বকর এবং ওমর (রা.)-কে দেখে বললেন, এ দুজন হলো কর্ণ ও চক্ষু সমতুল্য। -[তিরমিযী, মুরসাল হিসেবে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ দীনের মধ্যে হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর স্থান হলো দেহের চক্ষু ও কর্ণের ন্যায়। অথবা নবী করীম ﷺ নিজের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, তাঁরা দুজন আমার চক্ষু ও কর্ণের ন্যায়। আমি তাঁদের মাধ্যমে সঠিক ব্যাপার দেখতে পাই এবং সঠিক কথা শুনতে পাই।

وَعَنْ ٥٨٠٧ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا وَلَهُ وَزِيْرَانِ مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيْرَانِ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ فَاَمَّا وَزِيْرَاىَ مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرَئِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ وَاَمَّا وَزِيْرَاىَ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ فَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৮০৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য আকাশবাসী হতে দুজন উজির ছিলেন এবং জমিনবাসী হতে দুজন উজির ছিলেন। আকাশবাসী হতে আমার দুজন উজির হলেন, জিবরাঈল ও মীকাঈল আর জমিনবাসী হতে উজির দুজন হলেন, আবূ বকর এবং ওমর। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٨٠٨ أَبِىْ بَكْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُ كَاَنَّ مِيْزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ اَنْتَ وَاَبُوْ بَكْرٍ فَرَجَحْتَ اَنْتَ وَوُزِنَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَرَجَحَ اَبُوْ بَكْرٍ وَ وُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيْزَانُ فَاسْتَاءَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِىْ فَسَاءَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِى اللّٰهُ الْمُلْكَ مَنْ يَّشَاءُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاؤُدَ)

৫৮০৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আকাশ হতে যেন একটি পাল্লা অবতীর্ণ হলো। তাতে আপনাকে ও আবূ বকরকে ওজন করা হলো, এতে আপনার দিক ভারী হলো। পরে আবূ বকর এবং ওমরকে ওজন করা হলো, এতে আবূ বকরের দিক ভারী হলো। তারপর ওমর এবং ওসমানকে ওজন করা হলো। এতে ওমরে পাল্লা ভারী হলো। অতঃপর পাল্লাটি উঠিয়ে নেওয়া হলো। [বর্ণনাকারী বলেন,] এ কথাটি শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। অর্থাৎ এ স্বপ্নের ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা খেলাফতে নবুয়ত, [অর্থাৎ নবুয়ত প্রকৃতির খেলাফতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।] তারপর আল্লাহ তা'আলা যাকে চাবেন, রাজত্ব দান করবেন। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত ওমর এবং হযরত ওসমান (রা.)-এর ওজনের পর পাল্লা উঠে যাওয়া দ্বারা নবী করীম ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ পর্যন্ত খেলাফত নবুয়তের তরীকায় চলতে থাকবে, তারপর দেখা দেবে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা, যা রাজতন্ত্রের পূর্বলক্ষণ, তাই নবী করীম ﷺ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৫৮০৯ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطَّلَعَ اَبُو بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطَّلَعَ عُمَرُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

৫৮০৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ বললেন, এমন এক ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে আগমন করবে, যে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এর পরেই হযরত আবূ বকর (রা.) আগমন করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের সম্মুখে আরেক ব্যক্তি আগমন করবে, যে বেহেশতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এবার হযরত ওমর (রা.) এসে প্রবেশ করলেন। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বেহেশতের সুসংবাদ বিভিন্ন হাদীসে অসংখ্য সাহাবীর জন্য ঘোষিত হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে এ সুসংবাদ যেহেতু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর জন্য একসাথে উল্লিখিত হয়েছে, তাই উক্ত হাদীসকে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩২০]

৫৮১০ وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ بَيْنَا رَأْسُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجْرِىْ فِىْ لَيْلَةٍ ضَاحِيَةٍ اِذْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ يَكُوْنُ لِاَحَدٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ قَالَ نَعَمْ عُمَرُ قُلْتُ فَاَيْنَ حَسَنَاتُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ اِنَّمَا جَمِيْعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ اَبِىْ بَكْرٍ . (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

৫৮১০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক চাঁদনি রাত্রে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথা আমার কোলে ছিল, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আকাশে যতগুলো নক্ষত্র আছে এ পরিমাণ কারো নেকি হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, হবে। ওমরের নেকি এ পরিমাণ। আমি বললাম, তবে আবূ বকরের নেকি কোথায়? তখন তিনি বললেন, ওমরের সমস্ত নেকি আবূ বকরের নেকিসমূহের মধ্য হতে একটি নেকির সমান। –[রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ : 'একটি নেকির সমান।' অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নেকি হযরত ওমর ফারূক (রা.) -এর নেকি হতে অনেক বেশি হবে। আর যদি একথা মেনেও নেওয়া হয় যে, হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর নেকি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নেকি হতে অনেক বেশি, তবুও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) শ্রেষ্ঠ। কেননা তাঁর পূর্ণ আন্তরিকতা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের যে বিশেষ মর্যাদা অর্জিত রয়েছে তা তাঁর নেকিসমূহকে পরিমাণ ও মর্যাদা হিসেবে সর্বোচ্চ মূল্যবান ও উচ্চ মর্যাদায় পরিণত করেছে। যেমনটি এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– আবূ বকরের তোমাদের উপর যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান তা এ ভিত্তিতে নয় যে, তাঁর নামাজ তোমাদের নামাজ হতে অধিক এবং তাঁর রোজা তোমাদের রোজা হতে অধিক, বরং ঐ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যা তাঁর অন্তরে অর্পণ করা হয়েছে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩২১]

بَابُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
পরিচ্ছেদ : হযরত ওসমান গনী (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٨١١ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِىْ بَيْتِهٖ كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ اَوْ سَاقَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَذِنَ لَهٗ وَهُوَ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَاَذِنَ لَهٗ وَهُوَ كَذٰلِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَوّٰى ثِيَابَهٗ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهٗ وَلَمْ تُبَالِهٖ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهٗ وَلَمْ تُبَالِهٖ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ اَلَا اَسْتَحْيِىْ مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِىْ مِنْهُ الْمَلٰئِكَةُ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ اِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِىٌّ وَاِنِّىْ خَشِيْتُ اِنْ اَذِنْتُ لَهٗ عَلٰى تِلْكَ الْحَالَةِ اَنْ لَا يَبْلُغَ اِلَىَّ فِىْ حَاجَتِهٖ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৮১১. **অনুবাদ** : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ উরু অথবা গোড়ালি হতে কাপড় খোলা অবস্থায় নিজ গৃহে শুয়ে ছিলেন। এমন সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন এবং তিনি ঐ অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন। অতঃপর হযরত ওমর ফারূক (রা.) এসে অনুমতি চাইলেন। তাঁকেও অনুমতি দিলেন। তখনো তিনি ঐ অবস্থায়ই তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন। এরপর হযরত ওসমান গনী (রা.) এসে অনুমতি চাইলেন। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে পড়লেন এবং কাপড় ঠিক করে নিলেন। এরপর যখন হযরত ওসমান (রা.) চলে গেলেন, তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ বকর আসলেন, তখন আপনি তাঁর জন্য একটু নড়েননি এবং তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি। তারপর ওমর আসলেন, তখনো আপনি তাঁর জন্য নড়েননি এবং তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি। অতঃপর ওসমান আসলে আপনি বসে পড়লেন এবং নিজ কাপড়চোপড় ঠিক করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি কি সেই ব্যক্তি হতে লজ্জাবোধ করব না, যাকে দেখলে ফেরেশতাগণও লজ্জাবোধ করেন?

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ওসমান হলেন একজন অত্যধিক লাজুক ব্যক্তি। সুতরাং আমি আশঙ্কা করলাম, যদি আমি তাঁকে এ অবস্থায় প্রবেশের অনুমতি প্রদান করি, তাহলে তিনি লজ্জায় আগমনের উদ্দেশ্য আমার কাছে ব্যক্ত করতে পারবেন না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূলুল্লাহ ﷺ উরু বা গোড়ালির কাপড় খুলে রেখেছিলেন– এটা বর্ণনাকারীর সন্দেহ; কিন্তু যেহেতু অন্য হাদীসে রানকে সতর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে; সুতরাং তাঁর হাঁটুর নিচের গোড়ালির কাপড় খোলা ছিল কথাটি সঠিক। তবে অত্র হাদীসের শব্দের আশ্রয় নিয়ে মালেকী মাযহাবের অনুসারীগণ বলেন, 'রান' সতর নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٨١٢ - عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيْقٌ وَرَفِيْقِىْ يَعْنِىْ فِى الْجَنَّةِ عُثْمَانُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِىِّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ .

৫৮১২. **অনুবাদ :** হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই এক একজন রফীক [সাথি] রয়েছেন, আর জান্নাতে আমার রফীক হবেন ওসমান। –[তিরমিযী] আর ইবনে মাজাহ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব। এর সনদ সুদৃঢ় নয় এবং তা মুনকাতে' বা বিচ্ছিন্ন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "يَعْنِىْ فِى الْجَنَّةِ" : 'অর্থাৎ বেহেশতে।' "يَعْنِىْ فِى الْجَنَّةِ" এটি 'জুমলায়ে মু'তারিযা' বা প্রক্ষিপ্ত বাক্য, যা 'মুবতাদা' ও 'খবর'-এর মাঝখানে স্থাপিত হয়েছে এবং এটি রাসূল ﷺ -এর শব্দ নয়; বরং হয়তো স্বয়ং হযরত তালহা (রা.) কিংবা অন্য কোনো বর্ণনাকারী কোনো নিদর্শনের ভিত্তিতে এ বাক্যাংশটুকু দ্বারা এখানে ব্যাখ্যা করেছেন যে, 'আমার রফীক হবেন ওসমান' দ্বারা রাসূল ﷺ -এর উদ্দেশ্য ছিল যে, 'বেহেশতে আমার রফীক হবেন ওসমান।' যাহোক হাদীসের ভাষ্য দ্বারা একথা কখনো বুঝে আসে না যে, হযরত ওসমান (রা.) ব্যতীত অন্য কাউকে রাসূল ﷺ স্বীয় 'রফীক' গণ্য করেননি, আর তাই এ হাদীসকে ঐ রেওয়ায়েতের বিরোধী বলা যাবে না যা ইমাম তাবারানী (র.) হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন এবং যাতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন– 'প্রত্যেক নবী স্বীয় সহচরদের মধ্য হতে কাউকে নিজের নৈকট্যপ্রাপ্ত ও বিশেষ বন্ধু নির্বাচন করেন, আর আমার সহচরদের মধ্য হতে আমার নৈকট্যপ্রাপ্ত ও বিশেষ বন্ধু হলো আবূ বকর ও ওমর।' তবে এ কথা অবশ্যই অনুমিত হয় যে, প্রত্যেক নবী একজনকেই 'রফীক' নির্বাচন করেছিলেন, কিন্তু রাসূল ﷺ -এর অগণিত 'রফীক' ছিল। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩২৩]

٥٨١٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَبَّابٍ (رض) قَالَ شَهِدْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَحُثُّ عَلٰى جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَىَّ مِائَةُ بَعِيْرٍ بِاَحْلَاسِهَا وَاَقْتَابِهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلَىَّ مِائَتَا بَعِيْرٍ بِاَحْلَاسِهَا وَاَقْتَابِهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

৫৮১৩. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুর রহমান ইবনে খাব্বাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। সে সময় তিনি 'জায়শুল ওসরাহ' [তাবুক] যুদ্ধের সাহায্য-সহযোগিতা করবার জন্য মানুষদেরকে উৎসাহ প্রদান করছিলেন। [তাঁর উৎসাহবাণী শুনে] হযরত ওসমান (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় গদি ও পালানসহ একশত উট আমার জিম্মায়। এরপরও নবী করীম ﷺ উৎসাহ প্রদান করতে লাগলেন, হযরত ওসমান (রা.) পুনরায় উঠে দাঁড়ালেন এবং এবার বললেন, আল্লাহর রাস্তায় গদি ও পালানযুক্ত দুইশত উট আমার জিম্মায়।

ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلَيَّ مِائَتَا بَعِيْرٍ بِاَحْلَاسِهَا وَاَقْتَابِهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ حَضَّ فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلَيَّ ثَلٰثُ مِائَةِ بَعِيْرٍ بِاَحْلَاسِهَا وَاَقْتَابِهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ عَنِ الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ مَا عَلٰى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذِهٖ مَا عَلٰى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذِهٖ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

এরপরও নবী করীম ﷺ সাহায্যের জন্য উৎসাহ প্রদান করলেন। হযরত ওসমান (রা.) আবারও উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আল্লাহর রাস্তায় গদি ও পালানযুক্ত তিনশত উট আমার জিম্মায়। [বর্ণনাকারী বলেন,] আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলতে বলতে মিম্বর হতে অবতরণ করলেন– এই আমলের পর ওসমান যে আমলই করেন, তাঁর জন্য তা ক্ষতিকর হবে না। এই আমলের পর ওসমান যে আমলই করেন, তা তাঁর জন্য ক্ষতিকর হবে না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "اَلْعُسْرَةُ" : اَلْعُسْرَةُ অর্থ– কষ্ট ও ক্লেশ। তাবূকের যুদ্ধ প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে মদিনা হতে বহুদূরে সিরিয়ার প্রান্তে রোমক খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক অভিযান ছিল। এতদ্ভিন্ন সে সময় মদিনায় ছিল খাদ্যাভাব, ফলে এ অভিযানে বের হওয়া মুসলমানদের জন্য ছিল অধিক কষ্টকর পরীক্ষা ইত্যাদি নানা কারণে এ অভিযানের নামকরণ করা হয়েছে 'জায়শুল ওসরাহ' বা কষ্টকর অভিযান। তা নবম হিজরি সনের ঘটনা। বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায়, হযরত ওসমান (রা.) উক্ত যুদ্ধে সর্বমোট তিনশত উট দান করেছিলেন। কিন্তু অন্য এক বর্ণনার আলোকে তিনি এই মুহূর্তে ছয়শত উট প্রদান করেছেন এবং পরে আরো চারশত সওয়ারি দান করে সর্বমোট এক হাজার পূর্ণ করেন। আর হযরত ওসমান (রা.)-এর আমল সম্পর্কে নবী করীম ﷺ যা বলেছেন, তার অর্থ হলো, এরপর তিনি কোনো গুনাহ করলেও এ পুণ্যের দ্বারা তা মোচন হয়ে যাবে।

٥٨١٤ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ جَاءَ عُثْمَانُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِاَلْفِ دِيْنَارٍ فِيْ كُمِّهٖ حِيْنَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَنَثَرَهَا فِيْ حَجْرِهٖ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَلِّبُهَا فِيْ حَجْرِهٖ وَيَقُوْلُ مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫৮১৪. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন হযরত ওসমান (রা.) স্বীয় জামার আস্তিনে ভরে একহাজার দিনার [স্বর্ণমুদ্রা] নিয়ে নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসলেন এবং দিনারগুলো রাসূল ﷺ -এর কোলে ঢেলে দিলেন। [বর্ণনাকারী বলেন,] আমি দেখলাম, নবী করীম ﷺ স্বীয় কোলের মুদ্রাগুলো উলট-পালট করছেন এবং বলতে লাগলেন, আজকের পরে ওসমানকে কোনো ক্ষতি করবে না– তিনি যে আমলই করেন না কেন। এ কথাটি তিনি দু-বার বলেছেন। –[আহমদ]

وَعَنْ ٥٨١٥ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ كَانَ عُثْمَانُ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلٰى مَكَّةَ فَبَايَعَ النَّاسَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ عُثْمَانَ فِيْ حَاجَةِ اللّٰهِ وَحَاجَةِ رَسُوْلِهِ فَضَرَبَ بِإِحْدٰى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى فَكَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيْهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৮১৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন [লোকদেরকে] 'বায়আতে রেযওয়ানে'র নির্দেশ দিলেন, সে সময় হযরত ওসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দূত হিসেবে মক্কায় গিয়েছিলেন। লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে বায়'আত করল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওসমান, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের কাজে [মক্কায়] গিয়েছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ওসমানের বায়'আতস্বরূপ নিজেরই এক হাত অপর হাতে রাখলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাত হযরত ওসমান (রা.)-এর জন্য অতি উত্তম হলো লোকদের আপন হাত অপেক্ষা। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো, ৬ষ্ঠ হিজরিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ চৌদ্দশত মুসলমান সঙ্গীসহ ওমরার উদ্দেশ্যে মদিনা হতে রওয়ানা হলেন, মক্কার অনতিদূরে হুদায়বিয়ার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলে মক্কার কুরাইশগণ তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার প্রস্তুতি নিল। 'মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য আসেননি; বরং শুধুমাত্র ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং ওমরা সমাপনান্তে তারা মক্কা ত্যাগ করবেন, এ কথাটি কুরাইশদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওসমান (রা.)-কে দূত হিসেবে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। এদিকে মুসলমানদের মধ্যে এ গুজব রটে গেল যে, কুরাইশরা হযরত ওসমান (রা.)-কে শহীদ করে ফেলেছে, অপর দিকে তাঁর প্রত্যাবর্তনের অস্বাভাবিক গৌণ হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদতের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত মুসলমানদের নিকট হতে একটি বায়'আত বা অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই 'বায়আতে রেযওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। অবশেষে হযরত ওসমান (রা.) সহীহ-সালামাতে ও নিরাপদে ফিরে আসলেন। এরপর কুরাইশ নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা শেষে বিভিন্ন শর্তে উভয়পক্ষের মধ্যে [হুদায়বিয়া] একটি চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে এটাই 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে খ্যাত। এ সময় হযরত ওসমান (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ডান হাতকে ওসমানের হাত হিসেব তাঁর পক্ষ হতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন।

وَعَنْ ٥٨١٦ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيِّ (رضـ) قَالَ شَهِدْتُ الدَّارَ حِيْنَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ وَالْإِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُوْمَةَ

৫৮১৬. অনুবাদ : হযরত সুমামা ইবনে হাযন কুরাইশী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [যখন বিদ্রোহীগণ হযরত ওসমান (রা.)-কে গৃহবন্দি অবস্থায় অবরোধ করে রেখেছিল, এ সময়] আমি তাঁর গৃহের কাছে উপস্থিত ছিলাম। যখন হযরত ওসমান (রা.) গৃহের উপর হতে লোকদের প্রতি তাকিয়ে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এবং ইসলামের কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি– তোমরা কি এ ব্যাপারে অবগত আছ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরত করে যখন মদিনায় আগমন করলেন, তখন 'রুমার কূপ' ব্যতীত অন্য কোথাও মিষ্টি পানি পাওয়া যেতো না?

فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِىْ بِئْرَ رُوْمَةَ يَجْعَلُ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِى الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِىْ وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُوْنَنِىْ أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا حَتّٰى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالُوا اللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ وَالْإِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَشْتَرِىْ بُقْعَةَ آلِ فُلَانٍ فَيَزِيْدُهَا فِى الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِى الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِىْ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُوْنَنِىْ أَنْ أُصَلِّىَ فِيْهَا رَكْعَتَيْنِ فَقَالُوا اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ وَالْإِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنِّىْ جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِىْ قَالُوا اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ وَالْإِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَلٰى ثَبِيْرِ مَكَّةَ وَمَعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ حَتّٰى تَسَاقَطَتْ حِجَارَهُ بِالْحَضِيْضِ فَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ قَالَ اسْكُنْ ثَبِيْرُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِىٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ قَالُوا اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ شَهِدُوْا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَنِّىْ شَهِيْدٌ ثَلَاثًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارَقُطْنِىُّ)

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে রুমার কূপটি ক্রয় করে মুসলামনদের অবাধে ব্যবহারের জন্য ওয়াকফ করে দেবে, বিনিময়ে সে বেহেশতে তদপেক্ষা উত্তম কূপ লাভ করবে। তখন আমি উক্ত কূপটি আমার একান্ত ব্যক্তিগত অর্থে ক্রয় করি। অথচ আজ তোমরা আমাকে উক্ত কূপের পানি পান করা হতে বাধা দিচ্ছ। এমনকি আমি সমুদ্রের লোনা পানি পান করছি। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! হ্যাঁ, আমরা জানি। এরপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি– তোমরা কি জান যে, যখন মসজিদে নববী মুসল্লিদের তুলনায় সংকীর্ণ হয়ে পড়ল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, যে ব্যক্তি অমুকের বংশধর হতে এ জমিনটি ক্রয় করে মসজিদখানি বৃদ্ধি করে দেবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা হতে উত্তম ঘর জান্নাতে দান করবেন। তখন আমিই তা আমার ব্যক্তিগত অর্থ হতে ক্রয় করি অথচ আজ তোমরা আমাকে সেই মসজিদে দু রাকাত নামাজ পড়া হতেও বাধা দিচ্ছ। উত্তরে লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! হ্যাঁ, আমরা জানি। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের নামে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি– তোমরা কি অবগত আছ যে, দারুণ কষ্টের অভিযানে [অর্থাৎ তাবূক যুদ্ধে] সৈন্যদেরকে আমি আমার নিজস্ব সম্পদ হতে যুদ্ধের সামান দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলাম? লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! হ্যাঁ, আমরা জানি। তারপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি– তোমরা এ কথাটিও অবগত আছ কি, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার অনতিদূরে 'সাবীর' পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সেখানে আবূ বকর, ওমর এবং আমিও ছিলাম। হঠাৎ পাহাড়টি নড়াচড়া করতে লাগল। এমনকি তা হতে কিছু পাথর নিচের দিকে পড়তে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে স্বীয় পা ঠুকে বললেন, স্থির হয়ে যাও, হে সাবীর! তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দুজন শহীদ তো রয়েছেন। উত্তরে লোকেরা বলল, হে আল্লাহ! হ্যাঁ আমরা জানি। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) বলে উঠলেন, আল্লাহ আকবার, লোকেরা সত্য সাক্ষ্যই দিয়েছে। অতঃপর তিনি তিনবার বললেন, কা'বার রবের কসম! নিশ্চয়ই আমি একজন শহীদ ব্যক্তি।

–[তিরমিযী, নাসায়ী ও দারাকুতনী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"قَوْلُهُ "بِئْرِ رُوْمَةَ : রুমার কূপটি আকীক উপত্যকায় মসজিদে কিবলাতাইন -এর উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। বর্তমানে তা 'বীরে জান্নাত'– বেহেশতী কূপ নামে প্রসিদ্ধ। হযরত ওসমান (রা.) এক লক্ষ দিরহামে তা ক্রয় করে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। "جَبَلُ ثَبِيْرٍ" সাবীর পাহাড় মক্কা ও মিনার মধ্যবর্তী একটি পাহাড়। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, 'সাবীর' মিনায় যাওয়ার পথে মুযদালিফায় অবস্থিত। এরই অনতিদূরে মিনার অভ্যন্তরে মসজিদে খাইফ অবস্থিত।

٥٨١٧ - وَعَنْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَكَرَ الْفِتَنَ فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِى ثَوْبٍ فَقَالَ هٰذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدٰى فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ فَاَقْبَلْتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَقُلْتُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

৫৮১৭. **অনুবাদ :** হযরত মুররাহ ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একদা ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। আর তা যে অতি নিকটবর্তী তিনি তাও বর্ণনা করেছেন। [তিনি এ বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন] এমন সময় এক ব্যক্তি মাথার উপর কাপড় দিয়ে [অবগুণ্ঠিত অবস্থায়] সে পথে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি সে ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ঐ যে লোকটি যাচ্ছে, সে ঐ ফিতনার দিনে সঠিক পথের উপর থাকবে। [বর্ণনাকারী মুররাহ বলেন,] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ কথা শুনে আমি লোকটির দিকে গেলাম। দেখলাম, তিনি হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.)। অতঃপর আমি ওসমানের চেহারাখানি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে ফিরিয়ে বললাম, ইনিই কি তিনি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এবং ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।]

٥٨١٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَا عُثْمَانُ اِنَّهُ لَعَلَّ اللّٰهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيْصًا فَاِنْ اَرَادُوْكَ عَلٰى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ فِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ)

৫৮১৮. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ হযরত ওসমান (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে ওসমান! হয়তো আল্লাহ তা'আলা তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। পরে লোকেরা যদি তোমার জামাটি খুলে ফেলতে চায়, তখন তুমি তাদের ইচ্ছানুযায়ী সে জামাটি খুলে ফেলবে না। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এবং ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদীস প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ ঘটনা আছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে 'জামা' দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে খেলাফত। আর 'দীর্ঘ ঘটনা' দ্বারা সম্ভবত এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এক সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পুত্র মুহাম্মদ খলিফা হযরত ওসমান (রা.)-এর নিকট একটি চাকরির জন্য আবেদন করলে খলিফা তাকে মিসরের শাসক পদে নিযুক্ত করে নিজ হাতে নিযুক্তিপত্র লিখে দেন এবং তথাকার সাবেক শাসককে অপসারণ করেন। মুহাম্মদ যথাসময়ে কতিপয় সঙ্গীসহ রওয়ানা হয়ে যান। উক্ত কাফেলা পথে এক স্থানে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করলে তারা হঠাৎ দেখতে পেল, তাদের নিকট দিয়ে একজন অশ্বারোহী অতি

দ্রুতগতিতে মিসর অভিমুখে যাচ্ছে। এ অশ্বারোহী কে? কেনই বা আমাদেরকে ডিঙ্গিয়ে মিসরাভিমুখে দ্রুত যাচ্ছে? মুহাম্মদের মনে সন্দেহ জাগল। সুতরাং তিনি লোক পাঠিয়ে উক্ত অশ্বারোহীর গতিপথে বাধা দিলেন। তল্লাশির পর তার কাছে খলিফা ওসমানের সিলমোহরযুক্ত মিসরের শাসকের নামে লিখা একখানা পত্র পাওয়া গেল। তাতে লিখা আছে– 'মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর মিসর পৌঁছামাত্রই তাকে কতল করে ফেলবে।' সুতরাং এ চাঞ্চল্যকর ঘটনায় উক্ত কাফেরা পুনরায় মদিনায় ফিরে আসল। খলিফাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এ পত্র সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে উল্লেখ করলেন। মারওয়ান ছিল খলিফার ব্যক্তিগত সচিব, রাষ্ট্রীয় সিলমোহর তারই তত্ত্বাবধানে থাকত। এ অমানবিক কুকর্মটি করেছিল মারওয়ান। সত্য ঘটনাটি পরে প্রকাশ হয়ে পড়লে বিদ্রোহীগণ হযরত ওসমান (রা.)-কে গৃহবন্দি অবস্থায় অবরোধ করে রাখল এবং খেলাফত হতে ইস্তেফা দেওয়ার জন্য জোর চাপ সৃষ্টি করল। আলোচ্য হাদীসে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অবশেষে হযরত ওসমান (রা.) বিদ্রোহীদের হাতেই শহীদ হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

৫৮১৯ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِتْنَةً فَقَالَ يُقْتَلُ هٰذَا فِيْهَا مَظْلُوْمًا لِعُثْمَانَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ إِسْنَادًا)

৫৮১৯. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং হযরত ওসমান (রা.) -এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এ লোকটি ফিতনায় মজলুম অবস্থায় নিহত হবে। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটির সনদ হাসান ও গরীব।]

৫৮২০ وَعَنْ أَبِيْ سَهْلَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيْ عُثْمَانُ يَوْمَ الدَّارِ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

৫৮২০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাহলা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওসমান (রা.) যে সময় গৃহবন্দি অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার প্রতি একটি বিশেষ অসিয়ত করেছেন, অতএব আমি উক্ত অসিয়তের উপর ধৈর্যধারণ করব। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "يَوْمَ الدَّارِ" : 'গৃহের দিন।' অর্থাৎ বিষাদপূর্ণ দিন, যেদিন হযরত ওসমান (রা.) নির্যাতিতভাবে শাহাদাতবরণ করার বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। উক্ত দিনকে "يَوْمَ الدَّارِ" তথা 'গৃহের দিন' এজন্য বলা হয় যে, গোলযোগ সৃষ্টিকারীরা হযরত ওসমান (রা.)-এর গৃহ কঠিনভাবে ঘেরাও করে রেখেছিল এবং উক্ত ঘেরাওকালীন তারা তাঁর গৃহে অবৈধভাবে প্রবেশ করে তাঁকে শহীদ করেছিল। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩৩১]

قَوْلُهُ "وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ" : 'অতএব আমি উক্ত অসিয়তের উপর ধৈর্যধারণ করব।' রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অসিয়ত এই ছিল, হযরত ওসমান (রা.) যেন কারো চাপের মুখে খেলাফতের দায়িত্ব পরিত্যাগ না করেন এবং জুলুম ও নির্যাতনে পূর্ণ ধৈর্যধারণ করেন। তিনি সেই অসিয়ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত পালন করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٨٢١ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ (رحـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ يُرِيْدُ حَجَّ الْبَيْتِ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوْسًا فَقَالَ مَنْ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمُ قَالُوْا هٰؤُلَاءِ قُرَيْشٌ قَالَ فَمَنِ الشَّيْخُ فِيْهِمْ قَالُوْا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ اِنِّىْ سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدِّثْنِىْ هَلْ تَعْلَمُ اَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَعْلَمُ اَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَعْلَمُ اَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ تَعَالَ اُبَيِّنْ لَكَ اَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ اُحُدٍ فَاَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَفَا عَنْهُ وَاَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَاِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لَكَ اَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ وَاَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ اَحَدٌ اَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ اِلَى مَكَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى هٰذِهٖ يَدُ عُثْمَانَ فَضَرَبَ بِهَا

৫৮২১. **অনুবাদ :** হযরত ওসমান ইবনে মাওহাব (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মিসরের এক ব্যক্তি হজ্জে বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে [মক্কায়] আসল। তখন সে সেখানে একদল লোককে উপবিষ্ট দেখে জিজ্ঞাসা করল, এরা কে? লোকেরা বলল, এরা কুরাইশ। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, এদের মধ্যে এ প্রবীণ বয়স্ক ব্যক্তি কে? লোকেরা বলল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)। তখন সে বলল, হে ইবনে ওমর! আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনি আমাকে বলুন আপনি কি জানেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন হযরত ওসমান (রা.) [যুদ্ধক্ষেত্র হতে] পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এটাও জানেন যে, হযরত ওসমান (রা.) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি জানেন যে, হযরত ওসমান (রা.) বায়'আতে রেযওয়ান [হুদায়বিয়াতে অনুষ্ঠিত বায়'আত] হতে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাতে যোগদান করেননি। তিনি বললেন, হ্যাঁ। [ঐ লোকটি ছিল হযরত ওসমান (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষী, তাই হযরত ওসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের স্বীকৃতি শুনে আনন্দে] সে বলে উঠল, 'আল্লাহু আকবার'। তখন হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন, এবার আস! প্রকৃত ব্যাপারটি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। উহুদের দিন তাঁর পলায়নের ব্যাপারটি– সে সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তাঁর সে ত্রুটিটি আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। আর বদর যুদ্ধ হতে তাঁর অনুপস্থিতির ব্যাপার হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা হযরত রোকাইয়া ছিলেন হযরত ওসমান (রা.)-এর স্ত্রী। আর তিনি ছিলেন ঐ সময় রোগশয্যায়। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ [তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্য] ওসমানকে বলেছিলেন, এ যুদ্ধে যারা যোগদান করবে, তাদের সমপরিমাণ ছওয়াব তুমি পাবে এবং [অনুরূপভাবে] গনিমতের অংশ হতেও তাদের সমপরিমাণ অংশ তুমি লাভ করবে। আর 'বায়আতে রেযওয়ান' হতে অনুপস্থিতির ব্যাপার হলো– মক্কার অধিবাসীদের নিকট ওসমান অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত যদি অপর কেউ থাকত, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওসমান (রা.)-এর স্থলে নিশ্চয়ই তাকেই পাঠাতেন। [কিন্তু এরূপ কোনো ব্যক্তিই ছিল না।] তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ [দূত হিসেবে] হযরত ওসমান (রা.) -কেই পাঠিয়েছিলেন। হযরত ওসমান (রা.)-এর মক্কায় চলে যাওয়ার পর 'বায়'আতুর রেযওয়ান' অনুষ্ঠিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন ডান হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এটা ওসমানের হাত। তারপর

عَلٰى يَدِهٖ وَقَالَ هٰذِهٖ لِعُثْمَانَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اذْهَبْ بِهَا الْاٰنَ مَعَكَ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

তিনি সে হাতটি নিজের অপর হাতের উপর স্থাপন করে বললেন, 'এটা ওসমানের বায়'আত।' অতঃপর হযরত ইবনে ওমর (রা.) লোকটিকে বললেন, এখন তুমি এ বিবরণ সঙ্গে নিয়ে যাও। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شرح الحديث [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত ওসমান (রা.)-এর প্রকৃত অবস্থান আমি তোমাকে বলে দিয়েছি, যার প্রেক্ষিতে তার উপর কোনো অভিযোগ থাকে না। এখন তুমি হযরত ওসমান (রা.) সম্পর্কে যা ইচ্ছা তা আকিদা নিয়ে যেতে পার।

৫৮২২ وَعَنْ اَبِىْ سَهْلَةَ مَوْلٰى عُثْمَانَ قَالَ جَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يُسِرُّ اِلٰى عُثْمَانَ وَلَوْنُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ قُلْنَا اَلَا تُقَاتِلُ قَالَ لَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَهِدَ اِلَىَّ اَمْرًا فَاَنَا صَابِرٌ نَفْسِىْ عَلَيْهِ ـ

৫৮২২. অনুবাদ : হযরত ওসমান (রা.)-এর আজাদ-কৃত গোলাম আবূ সাহলা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ হযরত ওসমান (রা.)-কে চুপে চুপে কিছু কথা বলছিলেন, আর হযরত ওসমান (রা.)-এর চেহারা রং বিবর্ণ হতে লাগল। অতঃপর যখন গৃহের [অবরোধের ঘটনার] দিন আসল, তখন আমরা বললাম, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? জবাবে তিনি বললেন, না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি অসিয়ত করেছেন, সুতরাং আমি তদনুযায়ী ধৈর্যধারণ করে অবিচল থাকব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অসিয়ত করেছিলেন যে, লোকেরা আমাকে 'খেলাফতের জামা' পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে, কিন্তু আমি যেন তা পরিত্যাগ না করি এবং তাদের সাথে লড়াইও যেন না করি।

৫৮২৩ وَعَنْ اَبِىْ حَبِيْبَةَ (رض) اَنَّهٗ دَخَلَ الدَّارَ وَعُثْمَانُ مَحْصُوْرٌ فِيْهَا وَاَنَّهٗ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَسْتَاْذِنُ عُثْمَانَ فِى الْكَلَامِ فَاَذِنَ لَهٗ فَقَامَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِىْ فِتْنَةً وَاخْتِلَافًا اَوْ قَالَ اِخْتِلَافًا وَفِتْنَةً فَقَالَ لَهٗ قَائِلٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ لَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْ مَا تَاْمُرُنَا بِهٖ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاَمِيْرِ وَاَصْحَابِهٖ وَهُوَ يُشِيْرُ اِلٰى عُثْمَانَ بِذٰلِكَ ـ (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِىُّ فِىْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

৫৮২৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হাবীবা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি হযরত ওসামন (রা.)-এর গৃহে প্রবেশ করলেন। এ সময় হযরত ওসমান (রা.) গৃহবন্দি ছিলেন। তখন তিনি [আবূ হাবীবা] শুনতে পেলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কিছু কথা বলবার জন্য হযরত ওসমান (রা.)-এর নিকট আসবার অনুমতি চাইছেন। সুতরাং তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রথমে আল্লাহর হামদ ও ছানা পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, নিশ্চয় তোমরা অচিরেই আমার ওফাতের পরে বিরাট ফিতনা ও মতানৈক্য পতিত হবে। অথবা বলেছেন, ভয়ানক মতানৈক্য ও বিপর্যয়ে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন আমরা কি করব? অথবা বলল, তখন আমাদেরকে কি করতে আদেশ করেন? উত্তরে তিনি বললেন, তখন তোমরা আমির ও তাঁর সঙ্গীদের আনুগত্য দৃঢ়ভাবে করতে থাকবে। 'আমির' শব্দটি বলবার সময় তিনি ﷺ হযরত ওসমান (রা.)-এর প্রতি ইশারা করলেন। –[উপরিউক্ত হাদীস দুটি ইমাম বায়হাকী (র.) দালায়েলুন নুবুওয়্যাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সম্ভবত উক্ত আলোচনার মজলিসে হযরত ওসমান (রা.)ও উপস্থিত ছিলেন, তাই তো নবী করীম ﷺ তাঁর দিকে ইশারা করেছিলেন। মোটকথা, হাদীসগুলোতে স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, হযরত ওসমান (রা.) শাহাদত পর্যন্ত ন্যায়ের উপরই ছিলেন।

بَابُ مَنَاقِبِ هٰؤُلَاءِ الثَّلٰثَةِ

পরিচ্ছেদ : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, ওমর ফারূক এবং ওসমান গনী (রা.) এ তিনজনের একত্রে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

প্রথমে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য সংবলিত হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, অতঃপর হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য সংবলিত হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, অতঃপর পৃথক একটি পরিচ্ছেদ গঠিত করে ঐ সকল হাদীস বর্ণনা করা হযেছে যাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারূক (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য একসাথে বর্ণনা করা হয়েছে. অতঃপর হযরত ওসমান গনী (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য সংবলিত হাদীসসমূহ বিগত পরিচ্ছেদের অধীনে বর্ণনা করা হয়েছে, আর যেহেতু কতিপয় এমন হাদীসও বর্ণিত আছে যাতে উক্ত মহান ব্যক্তিত্রয় তথা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত ওমর ফারূক (রা.) ও হযরত ওসমান গনী (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য একসাথে বর্ণিত আছে, তাই ঐ সকল হাদীস বর্ণনা করার জন্য উপরিউক্ত পরিচ্ছেদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩৩৬]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٨٢٤ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ اُحُدًا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِه فَقَالَ اثْبُتْ اُحُدُ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৮২৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ হযরত আবূ বকর, ওমর এবং ওসমান (রা.)সহ উহুদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন, [খুশিতে] পাহাড় তাদেরকে নিয়ে দুলতে লাগল। তখন নবী করীম ﷺ পদাঘাত করে বললেন, উহুদ স্থির থাক। কেননা তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দুজন শহীদ রয়েছেন। −[বুখারী]

وَعَنْ ٥٨٢٥ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحْتُ لَهُ فَاِذَا اَبُوْ بَكْرٍ فَبَشَّرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحْتُ لَهُ فَاِذَا عُمَرُ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَمِدَ

৫৮২৫. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী করীম ﷺ -এর সাথে মদিনার কোনো একটি বাগানে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে [বাগানের] ফটক খুলে দিতে অনুরোধ করল। নবী করীম ﷺ বললেন, তার জন্য ফটক খুলে দাও এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দাও। অতঃপর আমি ফটক খুলে দিতেই দেখলাম, তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)। তখন আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথানুযায়ী [বেহেশতের] সুসংবাদ দিলাম। তিনি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে ফটক খুলে দিতে অনুরোধ করল। নবী করীম ﷺ বললেন, আগন্তুক ব্যক্তির জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি গিয়ে দরজা খুলতেই দেখলাম, আগন্তুক হযরত ওমর ফারূক (রা.)। তখন আমি তাঁকে নবী করীম ﷺ -এর দেওয়া সুসংবাদটি জানিয়ে দিলাম। তিনিও আল্লাহর

اللّٰهَ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ لِى افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُهُ فَاِذَا عُثْمَانُ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

শুকরিয়া আদায় করলেন। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে দরজা খুলতে অনুরোধ করল। তখন নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তার উপর কঠিন বিপদের আগমনসহ তাকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি দরজা খুলে দিতেই দেখলাম, তিনি হলেন হযরত ওসমান গণী (রা.)। আমি তাঁকে নবী করীম ﷺ যা বলেছেন তা জানিয়ে দিলাম। তখন তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহই [আমার] সাহায্যকারী।] –[বুখারী ও মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٨٢٦ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَىٌّ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৮২৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় আমরা বলতাম, আবূ বকর, ওমর এবং ওসমান, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।' –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ এ তিনজন সম্মানিত সাহাবী রাসূল ﷺ -এর দরবারে সর্বাধিক নৈকট্য ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং নিজেদের উক্ত মর্যাদার ভিত্তিতে সকল সাহাবীর মাঝে স্বতন্ত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের সংশ্লিষ্ট যখনই কোনো মাসআলা ও বিষয়ের আলোচনা হতো সর্বপ্রথম উক্ত সম্মানিত সাহাবীত্রয়ের আলোচনা আসত, আর যখনই তাঁদের আলোচনা আসত তখন তাঁদের নাম এই ক্রমানুসারে নেওয়া হতো যে, প্রথমে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নাম, অতঃপর হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর নাম, অতঃপর হযরত ওসমান গনী (রা.)-এর নাম।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩৩৮]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٨٢٧ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أُرِىَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ كَاَنَّ اَبَا بَكْرٍ نِيْطَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنِيْطَ عُمَرُ بِاَبِىْ بَكْرٍ وَنِيْطَ عُثْمَانُ بِعُمَرَ قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْنَا اَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَّا نَوْطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَهُمْ وُلَاةُ الْاَمْرِ الَّذِىْ بَعَثَ اللّٰهُ بِهٖ نَبِيَّهٗ ﷺ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫৮২৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আজ রাতে আমাকে একজন পুণ্যবান নেককার ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখানো হয়, যেন আবূ বকর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সংযুক্ত, ওমর আবূ বকর -এর সাথে সংযুক্ত এবং ওসমান ওমর -এর সাথে সংযুক্ত। হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমত হতে উঠে আসলাম, তখন আমরা নিজেদের ধারণানুযায়ী এ মন্তব্য করলাম যে, সেই পুণ্যবান ব্যক্তি হলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ; আর যাঁদের পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, তাঁরা হলেন ঐ দীন-ইসলামের শাসনকর্তা, যে দীনসহ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী করীম ﷺ -কে প্রেরণ করেছেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা এ ক্রমানুযায়ী খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবেন।

بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ : হযরত আলী ইবনে আলী তালিব (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

সাইয়্যেদুনা হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য অসংখ্য। যত অধিক হাদীস তাঁর প্রশংসা, গুণাগুণ ও মর্যাদা বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণিত আছে এ পরিমাণ হাদীস অন্য কোনো সাহাবীর ব্যাপারে বর্ণিত নেই। যদিও তন্মধ্যকার অনেক রেওয়ায়েত মাওযূ' [জাল]ও রয়েছে। অতএব হযরত শায়েখ মাজদুদ্দীন শীরাযী (র.) যেরূপ ঐ কতিপয় রেওয়ায়েতের ব্যাপারে যা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) -এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণিত আছে একথা সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে, এগুলো মাওযূ' [জাল] রেওয়ায়েত, কেননা এগুলো ভিত্তিহীন ও অমূলক হওয়া সাধারণ জ্ঞানী ও বুঝমান ব্যক্তিই জানতে পারে, তদ্রূপ তিনি এটাও লিখেছেন যে, হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে লোকেরা অসংখ্য মিথ্যা হাদীস বানিয়েছে এবং ঐ সকল মিথ্যা হাদীসের সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার হলো যা তিনি 'ওয়াসায়া' নামক গ্রন্থে একত্র করেছেন এবং যার প্রত্যেকটি হাদীস "يَا عَلِيُّ" শব্দের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। তবে তন্মধ্য হতে শুধুমাত্র একটি হাদীস অর্থাৎ "يَا عَلِيُّ اَنْتَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى" নিঃসন্দেহে সুপ্রমাণিত হাদীস।

যাহোক হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে সকল বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে সে ব্যাপারে ইমাম আহমদ ও ইমাম নাসাঈ (র.) প্রমুখ বলেছেন যে, সেগুলোর সংখ্যা ঐ সকল হাদীস হতে অনেক বেশি যা অন্যান্য সাহাবীদের সম্পর্ক বর্ণিত আছে। ইমাম সুয়ূতী (র.) তার এ কারণে বর্ণনা করেছেন যে, সাইয়েদুনা হযরত আলী (রা.) খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ খলিফা এবং তাঁর খেলাফতকালে শুধু যে মুসলমানদের মাঝে মতবিরোধ ও কলহ-বিবাদের অনিষ্টতার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তাই নয়; বরং স্বযং হযরত আলী (আ.)-এর বিরোধিতাকারীদের একটি বড় দলও আবির্ভূত হয়েছিল, যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছে এবং তাঁর খেলাফতের বিরোধিতাও করেছে। তাই ওলামায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসগণ হযরত আলী (রা.) -এর সুউচ্চ মর্যাদা সংরক্ষণের তাগিদে এবং বিরোধীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদানের লক্ষ্যে হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কিত হাদীসসমূহকে বেছে বেছে একত্রও করেছেন এবং সে সকল হাদীসের প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছেন। অন্যথা খলিফাত্রয়ের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যবলি তো হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য হতে অনেক বেশি।

নাম ও বংশ পরিচিতি : হযরত আলী ইবনে আবূ তালীব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে গালিব ইবনে ফিহর ইবনে মালেক ইবেন নযর ইবনে কিনানা। তাঁর এক নাম 'হায়দার'ও। 'হায়দার' মূলত হযরত আলী (রা.)-এর নানা আসাদের নাম ছিল। যখন তিনি ভূমিষ্ঠ হলেন তখন তাঁর সম্মানিত মাতা ফাতিমা বিনতে আসাদ তাঁর নাম স্বীয় পিতার নামে 'হায়দার' রেখেছিলেন। পরে খাজা আবূ তালিব নিজের পক্ষ থেকে ছেলের নাম 'আলী' রেখেছিলেন। যেমন এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা.) বলতেন, আমার নিজের কাছে 'আবূ তুরাব' হতে অধিক পছন্দনীয় কোনো নাম নেই।

কুনিয়ত বা উপনাম : সাইয়েদুনা হযরত আলী (রা.)-এর উপনাম ছিল 'আবূ তুরাব'। এ উপনাম তাঁর সাথে এভাবে যুক্ত হয়েছিল যে, একদিন রাসূলে কারীম ﷺ হযরত ফাতেমা (রা.)-এর গৃহে তশরিফ আনেন এবং দেখেন যে, হযরত আলী (রা.) গৃহে নেই। জিজ্ঞাসা করেন আলী কোথায়? তখন হযরত ফাতেমা (রা.) উত্তরে বলেন, আমার ও তাঁর মাঝে কিছু অমিল হয়েছিল তাই তিনি রাগ করে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেছেন। আজকে তিনি এ ঘরে দ্বিপ্রহরের খাবারের পরে কাইলূলা তথা বিশ্রামও করেননি। রাসূলে কারীম ﷺ তখনই হযরত আনাস (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, গিয়ে দেখ আলী কোথায় আছে? হযরত আনাস (রা.) জানালেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! তিনি তো মসজিদে শুয়ে আছেন। রাসূলে কারীম ﷺ তৎক্ষণাৎ মসজিদে তশরিফ নিয়ে গেলেন এবং দেখলেন যে, হযরত আলী (রা.) মসজিদের দেয়াল সংলগ্ন খোলা ভূমিতে গভীর ঘুমে মগ্ন। চাদর কাঁধ হতে সরে গিয়েছিল এবং পিঠ ও পাঁজর ভূমির সাথে লাগানো অবস্থায় ছিল। তখন রাসূল ﷺ তাঁর শরীরের উপর হতে মাটি পরিষ্কার করছিলেন এবং বলছিলেন, ঘুম থেকে জাগ্রত হও হে 'আবূ তুরাব'। ঘুম থেকে জাগ্রত হও। এরপর হতেই হযরত আলী (রা.)-এর উপনাম 'আবূ তূরাব' প্রসিদ্ধি লাভ করে। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩৩৯]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٨٢٨ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ اَنْتَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى اِلَّا اَنَّهٗ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৮২৮. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট হযরত হারূন (আ.)-এর যে মর্যাদা ছিল, তুমিও আমার নিকট সে পর্যায়ে রয়েছ। তবে পার্থক্য এটা যে, আমার পরে আর কোনো নবী নেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা তুরপুশতী (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ তাবুক অভিযানে যাওয়ার সময় হযরত আলী (রা.)-কে নিজের ও নবী করীম ﷺ -এর পরিবার-পরিজন এবং মুসলমান মুজাহিদগণের পারিবারিক খোঁজখবর ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করে রেখে গিয়েছিলেন। পরক্ষণে মুনাফিকরা এই গুজব রটিয়ে দিল যে, হযরত আলী (রা.) কাপুরুষতাবশত যুদ্ধ এড়ানোর উদ্দেশ্যে মদিনায় রয়ে গেছেন। কথাটি হযরত আলী (রা.)-এর কানে পৌঁছলে তিনি যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নবী করীম ﷺ -এর সাথে 'জরফ' নামক স্থানে মিলিত হলেন এবং মুনাফিকদের উক্তিটি তাঁকে জানালেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তারা মিথ্যা বলেছে। আমিই তোমাকে মদিনায় রেখে এসেছি। অতঃপর উক্ত কথা বলে তাঁকে সান্ত্বনা দেন।

وَعَنْ ٥٨٢٩ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ (رضـ) قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَالَّذِىْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ اِنَّهٗ لَعَهْدُ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ ﷺ اِلَىَّ اَنْ لَّا يُحِبَّنِىْ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا يُبْغِضَنِىْ اِلَّا مُنَافِقٌ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৮২৯. অনুবাদ : হযরত যিরর ইবনে হোবাইশ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আলী (রা.) বলেছেন, সে মহান যাতে পাকের কসম! যিনি বীজ ফাটিয়ে অঙ্কুর বের করেন এবং বীর্য হতে প্রাণী সৃষ্টি করেন, নবীয়ে উম্মী ﷺ আমাকে এ অসিয়ত করেছেন যে, মুমিনই আমাকে মহব্বত করবে এবং মুনাফিকই আমার প্রতি হিংসা পোষণ করবে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٨٣٠ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ فَلَمَّا اَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُوْنَ اَنْ يُّعْطَاهَا فَقَالَ اَيْنَ عَلِىٌّ

৫৮৩০. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বর যুদ্ধের সময় বললেন, আগামীকাল আমি এ ঝাণ্ডা এমন এক ব্যক্তির হাতে প্রদান করব, যার হাতে আল্লাহ তা'আলা [খায়বর দুর্গ] জয় করাবেন, যিনি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে মহব্বত করেন আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলও তাঁকে মহব্বত করেন। অতঃপর ভোর হতেই লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে উপস্থিত হলো। তারা প্রত্যেকেই [মনে মনে] এ আশা পোষণ করছিল যে, ঝাণ্ডা তাকেই প্রদান করা হবে। কিন্তু নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন,

بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالُوْا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَشْتَكِىْ عَيْنَيْهِ قَالَ فَاَرْسِلُوْا اِلَيْهِ فَاُتِىَ بِهٖ فَبَصَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ عَيْنَيْهِ فَبَرَاَ حَتّٰى كَاَنْ لَمْ يَكُنْ بِهٖ وَجَعٌ فَاَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا قَالَ انْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ فِيْهِ فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ الْبَرَاءِ قَالَ لِعَلِىٍّ اَنْتَ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْكَ فِىْ بَابِ بُلُوْغِ الصَّغِيْرِ .

আলী ইবনে আবূ তালিব কোথায়? লোকজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁর চোখে অসুস্থতা দেখা দিয়েছে। তিনি বললেন, তাকে ডেকে আনার জন্য কাউকে পাঠাও। অতঃপর হযরত আলী (রা.)-কে আনা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উভয় চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন। তাতে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন, যেন তাঁর চোখে কোনোরূপ রোগ-ব্যথাই ছিল না। অতঃপর তিনি ঝাণ্ডা তার হাতেই প্রদান করলেন। ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে হযরত আলী (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের [অর্থাৎ শত্রুদের] বিরুদ্ধে আমি ঐ পর্যন্ত লড়ে যাব যে পর্যন্ত তারা আমাদের মতো [মুসলমান] না হবে। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি ধীরে-সুস্থে চল, এমনকি যখন তুমি তাদের এলাকায় পৌঁছবে, তখন সর্বপ্রথম তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে এবং ইসলামের মধ্যে আল্লাহর যে সমস্ত হক বা বিধিবিধান তাদের উপর ওয়াজিব, সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবে। আল্লাহর কসম! তোমার দ্বারা যদি একটি লোককেও আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল বর্ণের উট অপেক্ষাও অধিকতর উত্তম হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

আর হযরত বারা (রা.)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে হযরত আলী (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন– اَنْتَ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْكَ [তুমি আমার এবং আমি তোমার] فِىْ بَابِ بُلُوْغِ الصَّغِيْرِ 'শিশুর বয়ঃপ্রাপ্তি পরিচ্ছেদে' বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'খায়বর' একটি স্থানের নাম যা মদিনা হতে ষাট মাইল দূরত্বে শামের দিকে অবস্থিত। এ গাযওয়া ৭ম হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল।

قَوْلُهُ فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَهْدِىَ رَجُلًا وَاحِدًا الخ : 'আল্লাহর কসম! তোমার দ্বারা যদি একটি লোকও আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দান করেন ......।' রাসূলে কারীম ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, 'কাফেরদেরকে সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত দেবে' এবং তার তাকিদের জন্য রাসূল ﷺ পরবর্তী শপথ বাক্য পাঠ করেন। এ ব্যাপারে তাকিদের সাথে দিকনির্দেশনার কারণ এ অনুভূতি জাগ্রত করা ছিল যে, যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে যদিও গনিমতের মাল যথা– উত্তম উট ও চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদি আয়ত্তে আসে কিন্তু যদি কাফেরদেরকে ধীরে-সুস্থে নম্রতার সাথে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয় তাহলে অধিকাংশ সময় তা কার্যকর হয় এবং ইসলাম বিরোধীদের অধিক সংখ্যক লোক যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই মুসলমান হয়ে যায়। যা ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) এরই ভিত্তিতে খুবই সুন্দর কথা বলেছেন– 'একজন মুমিন সৃষ্টি করা হাজার কাফেরকে ধ্বংস করা হতে উত্তম। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩৪৩]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٨٣١ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ عَلِيًّا مِنِّيْ وَاَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৮৩১. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আলী আমার হতে আর আমি আলী হতে। আর সে প্রত্যেক মুমিনের বন্ধু। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'আলী আমার হতে'– এ কথাটির তাৎপর্য হলো, প্রথমত সে আমার আহলে বায়ত, দ্বিতীয়ত আমার জামাতা, তৃতীয়ত সর্বাগ্রের মুসলমান এবং আমার প্রতি তার অগাধ মহব্বত ইত্যাদি নানাবিধ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

٥٨٣٢ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৫৮৩২. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু। –[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ আমি যাকে ভালোবাসি, আলীও তাকে ভালোবাসে।

٥٨٣٣ - وَعَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيٌّ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْ عَلِيٍّ وَلَا يُؤَدِّيْ عَنِّيْ اِلَّا اَنَا اَوْ عَلِيٌّ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ اَبِيْ جُنَادَةَ)

৫৮৩৩. অনুবাদ : হযরত হুবশী ইবনে জুনাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আলী আমা হতে, আর আমি আলী হতে। আর আমার পক্ষ হতে কেউ দায়িত্ব পালন করতে পারবে না, আমি অথবা আলী ব্যতীত। –[তিরমিযী, আর ইমাম আহমদ (র.) হাদীসটি জুনাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা তূরপুশতী (র.) বলেন, হাদীসটি তাৎপর্য হলো, আরব সমাজের নিয়ম ছিল, কারো সাথে কোনো বিষয়ে ওয়াদাবদ্ধ কিংবা চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হলে অথবা চুক্তি ভঙ্গ করতে হলে কওমের নেতা বা সরদার স্বয়ং তা সম্পাদন করবে অথবা তার নিকটতম আপন খান্দানের কেউ তা করতে পারবে, নতুবা তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এই রীতি অনুযায়ী নবম হিজরিতে নবী করীম ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে 'আমীরুল হাজ্জ' নিযুক্ত করে পাঠালেও সূরা বারাআতে উল্লিখিত চুক্তির বিষয়সমূহ ঘোষণা দেওয়ার জন্য পরক্ষণে হযরত আলী (রা.)-কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

٥٨٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ اٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَصْحَابِهٖ فَجَاءَ عَلِيٌّ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ فَقَالَ اٰخَيْتَ بَيْنَ اَصْحَابِكَ

৫৮৩৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [হিজরত করে মদিনায় আগমন করার পর] মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। এ সময় হযরত আলী (রা.) অশ্রুসজল নয়নে এসে বললেন, [ইয়া রাসূলাল্লাহ!] আপনি আপনার সাহাবীদের পরস্পরে মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করলেন,

وَلَمْ تُوَاخِ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اَحَدٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْتَ اَخِىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

অথচ আমাকে কারো সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তুমি আমার ভাই। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।]

وَعَنْ ٥٨٣٥ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ طَيْرٌ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ ائْتِنِىْ بِاَحَبِّ خَلْقِكَ اِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِىْ هٰذَا الطَّيْرَ فَجَاءَهُ عَلِيٌّ فَاَكَلَ مَعَهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৮৩৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে [খাওয়ার জন্য] একটি [ভুনা] পাখি রাখা ছিল। [যা জনৈক আনসারী মহিলা হাদিয়াস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন।] তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন, ইয়া আল্লাহ! তোমার মাখলুকের মধ্যে যে লোকটি তোমার কাছে অধিকতর প্রিয়, তাকে তুমি পাঠিয়ে দাও, যেন সে আমার সাথে এ পাখিটি [-র গোশ্ত] খেতে পারে। এরপর পরই হযরত আলী (রা.) আসলেন এবং তাঁর সাথে খেলেন। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে اَحَبِّ خَلْقِكَ [তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়] দ্বারা আহলে বাইতের মধ্যে প্রিয় লোক বুঝানো হয়েছে। কেননা আহারের সময় সাধারণত পরিবারের মধ্যে প্রিয় ব্যক্তির উপস্থিতি কামনা করা হয়। তবে ইবনে জাওযী বলেছেন, হাদীসটি মাওযূ', আর হাকেম বলেছেন, যঈফ।

وَعَنْ ٥٨٣٦ عَلِيٍّ (رض) قَالَ كُنْتُ اِذَا سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَانِىْ وَاِذَا سَكَتُّ ابْتَدَانِىْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৫৮৩৬. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যখন কোনো কিছু চাইতাম, তিনি আমাকে তা দান করতেন। আর যখন চুপ থাকতাম, তখন নিজের পক্ষ হতে দিতেন। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْهُ ٥٨٣٧ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ) وَقَالَ رَوٰى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ شَرِيْكٍ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ وَلَا نَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اَحَدٍ مِنَ الثِّقَاتِ غَيْرَ شَرِيْكٍ.

৫৮৩৭. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি জ্ঞানের গৃহ আর আলী হলেন সে গৃহের দ্বার। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।] তিনি আরো বলেছেন, কোনো কোনো রাবী হাদীসটি শারীক নামক রাবী হতে বর্ণনা করেছেন। তারা তাতে সুনাবেহী রাবীর নাম উল্লেখ করেননি এবং শারীক ব্যতীত অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য রাবী হতে এ হাদীস আমরা জানতে পারিনি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবী করীম ﷺ অপর হাদীসে বলেছেন, আমি ইলমের শহর। হযরত আলী (রা.)-কে তার দ্বার বলার উদ্দেশ্য তাঁর ইলম ও জ্ঞানের বিশেষ স্বীকৃতি। অন্যথায় সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকেও ইলমের দ্বার বলা যায়। অন্য এক হাদীসে হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে নবী করীম ﷺ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ এটাও বলেছেন– اَقْضٰى هُمْ عَلِىٌّ অর্থাৎ সাহাবীদের মধ্যে আলী হলেন সূক্ষ্ম ও সঠিক বিচারক।

وَعَنْ ٥٨٣٨ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا يَوْمَ الطَّائِفِ فَانْتَجَاهُ فَقَالَ النَّاسُ لَقَدْ طَالَ نَجْوَاهُ مَعَ ابْنِ عَمِّهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا انْتَجَيْتُهٗ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ انْتَجَاهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৮৩৮. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তায়েফের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে কাছে ডেকে [দীর্ঘক্ষণ] চুপে চুপে কিছু কথা বললেন। [কথা বলতে দেরি হচ্ছে দেখে] লোকেরা বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে তার চাচার পুত্রের সাথে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত চুপে চুপে কথাই বলছেন! [তাদের এ মন্তব্য শুনে] রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চুপে চুপে আমি কথা বলিনি, বরং স্বয়ং আল্লাহ্ই তাঁর সাথে চুপে চুপে কথা বলেছেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ আমি স্বেচ্ছায় এভাবে কথা বলিনি, বরং আল্লাহর নির্দেশেই তাঁর গোপন বাণী গোপনে তাকে শুনিয়েছি।

وَعَنْ ٥٨٣٩ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ يَا عَلِىُّ لَا يَحِلُّ لِاَحَدٍ يُجْنِبُ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِىْ وَغَيْرُكَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ فَقُلْتُ لِضِرَارِ بْنِ صُرَدٍ مَا مَعْنٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ لَا يَحِلُّ لِاَحَدٍ يَسْتَطْرِقُهٗ جُنُبًا غَيْرِىْ وَغَيْرُكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৫৮৩৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আলী! আমি ও তুমি ব্যতীত এ মসজিদে জুনুবী [অর্থাৎ নাপাকী] অবস্থায় অন্য কারো প্রবেশ করা জায়েজ নেই। [অধস্তন বর্ণনাকারী] আলী ইবনুল মুনযির বলেন, আমি যারার ইবনে সুরাদকে হাদীসটির তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নাপাকী অবস্থায় আমি ও তুমি ব্যতীত অন্য কারো জন্য এই মসজিদের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করা জায়েজ নেই। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবী করীম ﷺ ও হযরত আলী (রা.)-এর ঘরের দরজা মসজিদের দিকেই খোলা ছিল, কাজেই মসজিদের অভ্যন্তর হয়ে যাতায়াতে তাঁরা বাধ্য ছিলেন।

٥٨٤٠ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (رضـ) قَالَتْ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَيْشًا فِيْهِمْ عَلِيٌّ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَا تُمِتْنِيْ حَتّٰى تُرِيَنِيْ عَلِيًّا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৮৪০. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে আতিয়্যা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো এক অভিযানে সেনাদল পাঠালেন। তাদের মধ্যে হযরত আলী (রা.)ও ছিলেন। উম্মে আতিয়া (রা.) বলেন, সেনাদল পাঠাবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি দুই হাত তুলে এভাবে দোয়া করতে শুনেছি, তিনি বলছেন, ইয়া আল্লাহ! আলীকে পুনরায় আমাকে না দেখাবার পূর্ব পর্যন্ত তুমি আমার মৃত্যু দান করো না। –[তিরমিযী]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٨٤١ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا)

৫৮৪১. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো মুনাফিক আলীকে মহব্বত করে না এবং কোনো মুমিন আলীর প্রতি হিংসা রাখে না। –[আহমদ ও তিরমিযী এবং ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি হাসান এবং সনদের দিক দিয়ে গরীব।]

٥٨٤٢ - وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِيْ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫৮৪২. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আলীকে গালি দিল, সে যেন আমাকেই গালি দিল। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে গালমন্দ করা যেন রাসূলে কারীম ﷺ সম্পর্কে গালমন্দ করা। সুতরাং হাদীসের দাবি হলো, যে ব্যক্তি হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে গালমন্দ করবে তাকে কাফের গণ্য করা উচিত। অথবা বলা হবে যে, এ হাদীস মূলত ভর্ৎসনা এ ধমকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিংবা গালমন্দকারীকে ঐ ক্ষেত্রে কাফের হিসেবে গণ্য করা হবে যখন সে তাঁর সম্পর্কে গালমন্দকে বৈধ মনে করবে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩৪৯]

٥٨٤٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ (ضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْكَ مَثَلٌ مِنْ عِيْسٰى اَبْغَضَتْهُ الْيَهُوْدُ حَتّٰى بَهَتُوْا اُمَّهُ وَاَحَبَّتْهُ النَّصَارٰى حَتّٰى اَنْزَلُوْهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِيْ لَيْسَتْ لَهُ ثُمَّ قَالَ يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلَانِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يُقَرِّظُنِيْ بِمَا لَيْسَ فِيَّ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَاٰنِيْ عَلٰى اَنْ يَّبْهَتَنِيْ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫৮৪৩. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমার মধ্যে হযরত ঈসা (আ.)-এর সাদৃশ্য রয়েছে। ইহুদিরা তাঁকে এমনভাবে হিংসা করে যে, তাঁর মায়ের উপর অপবাদ রটিয়ে ছাড়ে। পক্ষান্তরে নাসারাগণ তাঁকে মহব্বত করতে গিয়ে তাঁকে এমন স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়, যা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। অতঃপর হযরত আলী (রা.) বললেন, আমার ব্যাপারে দুই দল ধ্বংস হবে। [একদল] অত্যধিক প্রেমিক, যারা আমার প্রশংসায় এমন সব গুণাবলি বলবে, যা আমার মধ্যে নেই। আর [দ্বিতীয়] হিংসুকের দল, যারা আমার প্রতি হিংসার বশীভূত হয়ে আমার নামে মিথ্যা অপবাদ রটাবে। –[আহমদ]

وَعَنْ ٥٨٤٤ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ بِغَدِيْرِ خُمٍّ اَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّيْ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّيْ اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهٖ قَالُوْا بَلٰى فَقَالَ اَللّٰهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ فَلَقِيَهٗ عُمَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهٗ هَنِيْئًا يَا ابْنَ اَبِيْ طَالِبٍ اَصْبَحْتَ وَاَمْسَيْتَ مَوْلٰى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫৮৪৪. **অনুবাদ :** হযরত বারা ইবনে আযেব ও যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খোম নামক স্থানে ঝিলের কাছে অবতরণ করলেন, [তা মক্কা-মদিনার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম,] তখন তিনি হযরত আলী (রা.)-এর হাত ধরে বললেন, এটা কি তোমরা জান না, আমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন, তোমরা কি জান না, আমি প্রত্যেক মুমিনের কাছে তার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ! আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। [তারপর তিনি এ দোয়া করলেন,] হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আলীকে ভালোবাসে তুমিও তাকে ভালোবাস। আর যে ব্যক্তি তাকে শত্রু ভাবে, তুমিও তার সাথে শত্রুতা পোষণ কর। [বর্ণনাকারী বলেন,] এরপর যখন হযরত আলী (রা.)-এর সাথে হযরত ওমর (রা.)-এর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি তাঁকে বললেন, ধন্যবাদ হে আবূ তালিবের পুত্র! তুমি সকালসন্ধ্যা [অর্থাৎ সবসময়] প্রতিটি ঈমানদার নারী-পুরুষের বন্ধু হয়েছ। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"قَوْلُهٗ "بِغَدِيْرِ خُمٍّ : 'খোম নামক স্থানে ঝিলের কাছে।' "غَدِيْرِ خُمٍّ" একটি স্থানের নাম যা মক্কা-মদিনার মধ্যবর্তী জুহফার সন্নিকটে অবস্থিত। মক্কা হতে জুহফার দূরত্ব প্রায় ৫০-৬০ মাইল আর জুহফা হতে "غَدِيْرِ خُمٍّ" ৩ - ৪ মাইল ব্যবধানে। ১০ম হিজরিতে রাসূলে কারীম ﷺ বিদায় হজ হতে প্রত্যাবর্তনকালে এখানে অবস্থান করেছিলেন এবং সে সময় বহু সংখ্যক সাহাবী রাসূল ﷺ -এর সাথে ছিলেন। যাঁদেরকে তিনি একত্র করে হযরত আলী (রা.)-এর সম্পর্কে এ কথাগুলো বলেছিলেন।
–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩৫১]

وَعَنْ ٥٨٤٥ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ خَطَبَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا صَغِيْرَةٌ ثُمَّ خَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৫৮৪৫. **অনুবাদ :** হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর এবং ওমর (রা.) [একজনের পর আরেকজন রাসূল দুহিতা] হযরত ফাতেমা (রা.)-কে বিবাহ করবার জন্য পয়গাম দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে ছোট। [অর্থাৎ তাঁদের বয়সের তুলনায়।] অতঃপর যখন হযরত আলী (রা.) পয়গাম পাঠালেন, তখন তিনি ফাতেমাকে তাঁর সাথে বিবাহ দিলেন। –[নাসায়ী]

وَعَنْ ٥٨٤٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِسَدِّ الْاَبْوَابِ اِلَّا بَابَ عَلِيٍّ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৮৪৬. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে নববীর অভ্যন্তরের দিকে আলীর ঘরের দরজা ব্যতীত অন্যান্য সকলের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অপর রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ঘরের দরজা ব্যতীত অন্যান্য সকলের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হোক। তা নবী করীম ﷺ ওফাতের রোগশয্যায় বলেছেন। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসে পূর্বেকার কোনো এক সময়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ ٥٨٤٧ عَلِيٍّ (رض) قَالَ كَانَتْ لِيْ مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَمْ تَكُنْ لِاَحَدٍ مِنَ الْخَلَائِقِ اٰتِيْهِ بِاَعْلٰى سَحَرٍ فَاَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ فَاِنْ تَنَحْنَحَ اِنْصَرَفْتُ اِلٰى اَهْلِيْ وَاِلَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৫৮৪৭. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আমার এমন একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল, যা মাখলুকের মধ্যে আর কারো জন্য ছিল না। আমি সেহরীর প্রথমভাগে তাঁর নিকট আসতাম এবং বাহিরে দাঁড়িয়ে বলতাম, 'আস্সালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ।' অতঃপর যদি তিনি [সালামের জবাব না দিয়ে] গলা খাকরাতেন, তখন আমি নিজ ঘরে ফিরে চলে যেতাম [বুঝতাম, তিনি কোনো কাজে ব্যস্ত আছেন, এখন প্রবেশের অনুমতি নেই।] অন্যথায় তাঁর নিকট প্রবেশ করতাম। -[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে সকল ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য হলো, 'কারো গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার জন্য যে সালাম দেওয়া হয় তার উত্তরে সালাম দেওয়া গৃহকর্তার জন্য আবশ্যক'– এ হাদীসের আলোকে তাদের বক্তব্যের এ ব্যাখ্যা দেওয়া হবে যে, হযরত আলী (রা.)-এর সালাম শুনে রাসূল ﷺ প্রথমে তাঁর সালামের উত্তর দিতেন অতঃপর গলা খাকরাতেন। আর যে সকল ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য হলো, গৃহকর্তার উপর সালামের উত্তর দেওয়া আবশ্যক নয়, তাদের নিকট এ ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। সাইয়েদুনা হযরত আলী (রা.) এ রেওয়ায়েতের মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে যে নৈকট্য ও অন্তরঙ্গতার উল্লেখ করেছেন তা নিশ্চিতরূপে তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল যা তিনি ছাড়া অন্য কারো জন্য ছিল না। কেননা তিনি হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে এবং রাসূল ﷺ -এর চাচাতো ভাই হওয়া হিসেবে রাসূল ﷺ -এর গৃহ অবাধে আসা-যাওয়া ও মেলামেশার সর্বাধিক অধিকার রাখতেন। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩৫৯]

وَعَنْهُ ٥٨٤٨ قَالَ كُنْتُ شَاكِيًا فَمَرَّ بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ اَجَلِيْ قَدْ حَضَرَ فَاَرِحْنِيْ وَاِنْ كَانَ مُتَاَخِّرًا فَارْفَعْنِيْ وَاِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِّرْنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتَ فَاَعَادَ عَلَيْهِ قَالَ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَافِهِ اَوْ اِشْفِهِ شَكَّ الرَّاوِيْ قَالَ فَمَا اشْتَكَيْتُ وَجْعِيْ بَعْدُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

৫৮৪৮. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি অসুস্থ ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন আমি বলছিলাম, হে আল্লাহ! যদি আমার হায়াত শেষ হয়ে যায়, তবে আমাকে মৃত্যু দিয়ে রোগ-যন্ত্রণা হতে শান্তি দান কর। আর যদি হায়াত থাকে, তাহলে শান্তির জীবন দান কর। আর তা যদি আমার জন্য পরীক্ষা হয়, তবে ধৈর্যধারণের তাওফীক দাও। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কিরূপে বলেছিলে? তখন তিনি যা বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন রাসূল ﷺ তাকে নিজের পা দ্বারা টোকা দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তাকে শান্তি দান কর অথবা বলেছেন, নিরাময় দান কর। রাবীর সন্দেহ। হযরত আলী (রা.) বলেন, এরপর আর আমি কখনো এই রোগে ভুগিনি। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ।]

بَابُ مَنَاقِبِ الْعَشَرَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ
পরিচ্ছেদ : আশারায়ে মুবাশশারা (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

'আশারায়ে মুবাশশারা' ঐ মহান মর্যাদাশীল সাহাবায়ে কেরামের দলকে বলা হয় যাঁদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের জীবদ্দশায় দুনিয়াতেই জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। আবূ মানসূর বাগদাদী বলেন, সমস্ত উম্মতের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন পর পর চারজন খলিফা এরপর অবশিষ্ট ছয়জন। তারপর বদরী সাহাবীগণ, তারপর উহুদে অংশগ্রহণকারীগণ, তারপর বায়'আতে রেযওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ। অতঃপর দুই আকাবায় অংশগ্রহণকারীগণ। অতঃপর অবশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) তাঁর اَلتَّفْهِيْمَاتُ الْاِلٰهِيَّةُ গ্রন্থে বলেছেন, দশজন সাহাবী জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদটি একটি হাদীসে উল্লেখ থাকায় তারা 'আশারায়ে মুবাশশারা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, অন্যথায় পৃথক পৃথকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো অনেককেই জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন। যেমন– নবী করীম ﷺ -এর বিবিগণ, আহলে বায়ত, হাসান, হুসাইন, তাঁদের মা ও নানী, হযরত হামযা প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)।

'আশারায়ে মুবাশশারা' হলেন এ দশজন– [১ – ৪] চারজন খোলাফায়ে রাশেদীন, ৫. হযরত তালহা (রা.), ৬. হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.), ৭. হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.), ৮. হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.), ৯. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) ও ১০. হযরত আবূ ওবায়দা (আমের) ইবনুল জাররাহ (রা.)। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী আশারায়ে মুবাশশারার নাম একটি কবিতায় এভাবে উল্লেখ করেছেন–

لَقَدْ بَشَّرَ الْهَادِىْ مِنَ الصَّحْبِ زُمْرَةً * بِجَنَّاتِ عَدْنٍ كُلُّهُمْ فَضْلُهُ اشْتَهَرَ
سَعِيْدٌ زُبَيْرٌ سَعْدٌ طَلْحَةُ عَامِرٌ * اَبُوْ بَكْرٍ عُثْمَانُ ابْنُ عَوْفٍ عَلِىٌّ عُمَرُ

আবার কেউ এভাবেও বলেছেন–

لِلْمُصْطَفٰى خَيْرُ صَحْبٍ نَصَّ اَنَّهُمْ * فِى الْجَنَّةِ الْخُلْدِ نَصًّا زَادَهُمْ شَرَفًا
هُمْ طَلْحَةُ وَابْنُ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرُ مَعَ * اَبِىْ عُبَيْدَةَ وَالسَّعْدَانِ وَالْخُلَفَاءُ

শুধু এ দশজন সাহাবীর আলোচনার জন্য পৃথকভাবে একটি পরিচ্ছেদ স্থাপন করার কারণ হিসেবে এটাই বলা যায় যে, কোনো একটি হাদীসে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন হাদীসে পৃথক পৃথক বিশেষত্বের ভিত্তিতে তাঁদের যে আলোচনা এসেছে তা যাতে একত্র হয়ে যায়। তাছাড়া এ পরিচ্ছেদে এদিকে অবশ্যই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের ঐ মর্যাদাপূর্ণ দল [আশারায়ে মুবাশশারা] এ ক্রমানুসারে সকল সাহাবায়ে কেরামের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। প্রথমত খোলাফায়ে আরবা'আ [চার খলিফা] সর্বশ্রেষ্ঠ, অতঃপর অবশিষ্ট ছয় মহান সাহাবী অন্য সকল সাহাবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩৬০]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٨٤٩ - عَنْ عُمَرَ (رض) قَالَ مَا اَحَدٌ اَحَقَّ بِهٰذَا الْاَمْرِ مِنْ هٰؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِيْنَ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَسَمّٰى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৮৪৯. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এ ব্যাপারে [অর্থাৎ খেলাফতের ব্যাপারে] এ কয়েকজন ব্যতীত আমি অন্য আর কাউকেও যোগ্যতম মনে করি না, যাঁদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাতের সময় সন্তুষ্ট থেকে গেছেন। অতঃপর তিনি [ওমর (রা.)] হযরত আলী, ওসমান, যুবায়ের, তালহা, সা'দ ও আব্দুর রহমান (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সংশ্লিষ্ট ঘটনা : আততায়ী আবূ লুলু যখন হযরত ওমর (রা.)-কে আহত করল, আর হযরত ওমর (রা.)-এর পুনরায় আরোগ্য হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না, তখন লোকেরা তাঁকে একজন খলিফা নিযুক্ত করে দেওয়ার অনুরোধ করল। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব এ ছয়জনের উপর ন্যস্ত করলাম। আমার ধারণা, এঁরাই সকলের অপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তিত্ব। অবশেষে পাঁচ সদস্যের ঐকমত্যে হযরত ওসমান (রা.) খলিফা নির্বাচিত হলেন এবং সমস্ত উম্মত সেই পাচজনের রায় নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন। সেই ছয় জন আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবূ ওবায়দা (রা.) এর পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। তাই হযরত ওমর (রা.) তাঁর নাম উল্লেখ করেননি।

٥٨٥٠ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ (رضـ) قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ وَقٰى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৮৫০. অনুবাদ : হযরত কায়স ইবনে আবূ হাযেম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত তালহা (রা.)-এর ঐ হাতখানা অবশ অবস্থায় দেখেছি, যে হাত দ্বারা তিনি উহুদের দিন নবী করীম ﷺ -কে [কাফেরদের আক্রমণ হতে] রক্ষা করেছিলেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** উহুদ যুদ্ধের দিন হযরত তালহা (রা.) অপূর্ব আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং রাসূলে কারীম ﷺ -কে কাফেরদের আক্রমণ হতে নিরাপদ রাখার জন্য নিজেকে ঢাল স্বরূপ উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি তরবারির আঘাত নিজ হাতের মাধ্যমে প্রতিহত করে রাসূল ﷺ -কে আক্রমণ হতে রক্ষা করেছিলেন। সুতরাং তাঁর হাতই শুধু সারা জীবনের জন্য অচল হয়ে যায়নি; বরং তাঁর সমস্ত শরীরে আশিটি আঘাত লেগেছিল এবং বিশেষ অঙ্গও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম যখনই উহুদ যুদ্ধের ঘটনা আলোচনা করতেন তখন বলতেন যে, ঐ দিন তো মূলত হযরত তালহা (রা.)-এর আত্মত্যাগ ও আত্ম উৎসর্গের দিন ছিল।

হযরত তালহা (রা.) উবায়দুল্লাহর ছেলে ছিলেন এবং কুরাইশ বংশীয় ছিলেন। তাঁর উপনাম আবূ মুহাম্মদ [এক বর্ণনা মতে আবূ আমর] ছিল। তিনি পূর্ববর্তী মুসলমানদের মধ্য হতে ছিলেন। বদর যুদ্ধ ছাড়া সকল যুদ্ধে রাসূল ﷺ -এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণ হলো, তিনি রাসূল ﷺ -এর কাজে কোথাও গিয়েছিলেন। হযরত তালহা (রা.)-এর শরীরের রঙ বাদামি ছিল এবং কেশপূর্ণ ছিল। খুবই হৃষ্টপুষ্ট সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন। ৬৪ বছর বয়সে জঙ্গে জামাল প্রাঙ্গণে ২০ জুমাদাছ ছানী ৩৬ হিজরিতে বৃহস্প্রতিবার দিন শাহাদাত বরণ করেন এবং বসরা শহরে তাঁকে দাফন করা হয়।
-[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩৬২]

٥٨٥١ - وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَاْتِيْنِىْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْاَحْزَابِ قَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِىْ الزُّبَيْرُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৮৫১. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আহযাব [খন্দক] যুদ্ধের সময় বললেন, এমন কে আছে, যে শত্রুদলের তথ্য এনে আমাকে দিতে পারে? তখন হযরত যুবায়ের (রা.) বললেন, আমি। অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন, প্রত্যেক নবীর 'হাওয়ারী' থাকে। নিশ্চয়ই যুবায়ের আমার হাওয়ারী। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** حَوَارِىْ সাহায্যকারী, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও নিবেদিতপ্রাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআন মাজীদে হযরত ঈসা (আ.)-এর সাহায্যকারীগণকে হাওয়ারী বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٥٨٥٢ الزُّبَيْرِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّأْتِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ فَيَأْتِيْنِىْ بِخَبَرِهِمْ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَوَيْهِ فَقَالَ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৮৫২. **অনুবাদ :** হযরত যুবায়ের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন কে আছে, যে বনূ কুরায়যা গোত্রে গিয়ে আমাকে তাদের তথ্য এনে দিতে পারে? তখন আমি গেলাম। অতঃপর যখন আমি ফিরে আসলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পিতামাতা উভয়কে একত্রে উল্লেখ করে আমার উদ্দেশ্যে বললেন, আমার পিতা ও আমার মাতা তোমার জন্য কুরবান হোক। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** বনূ কুরায়যা খন্দক যুদ্ধের সময় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাদের তৎপরতা ও প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নবী করীম ﷺ তাঁকে পাঠান।

وَعَنْ ٥٨٥٣ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ اَبَوَيْهِ لِاَحَدٍ اِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَاِنِّىْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَوْمَ اُحُدٍ يَا سَعْدُ اِرْمِ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৮৫৩. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ উহুদ যুদ্ধের দিন সা'দ ইবনে মালেক [আবূ ওয়াক্কাস] ব্যতীত আর কারো উদ্দেশ্যে নিজের পিতামাতাকে একত্রিত করতে আমি শুনিনি। আমি শুনেছি, উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি [সা'দকে লক্ষ্য করে] বলেছেন, হে সা'দ! [শত্রুদের প্রতি] তীর নিক্ষেপ কর। আমার পিতা ও আমার মাতা তোমার জন্য কুরবান। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম ﷺ হযরত যুবায়েরের জন্য তাঁর পিতামাতা কুরবান বলেছিলেন। হয়তো হযরত আলী (রা.) তা জানতেন না। অথবা তিনি শুধু উহুদ যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না।

وَعَنْ ٥٨٥٤ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضـ) قَالَ اِنِّىْ لَاَوَّلُ الْعَرَبِ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৮৫৪. **অনুবাদ :** হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরবদের [অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণকারীদের] মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হিজরি ১ম সনে হযরত ওবায়দ ইবনে হারেছের নেতৃত্বে নবী করীম ﷺ ষাটজন মুহাজিরীনের একটি বাহিনী আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। হযরত সা'দ (রা.) সেই অভিযানে শরিক ছিলেন, কিন্তু উভয়পক্ষে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, তবুও হযরত সা'দ (রা.) শত্রুদের প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। এ হিসেবে তিনি ইসলামের প্রথম তীর নিক্ষেপকারী বলে দাবি করেছেন।

وَعَنْ ٥٨٥٥ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ سَهِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقْدَمَهُ الْمَدِيْنَةَ لَيْلَةً فَقَالَ لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا يَحْرُسُنِيْ اِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلَاحٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ اَنَا سَعْدٌ قَالَ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ خَوْفٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجِئْتُ اَحْرُسُهُ فَدَعَا لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَامَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৮৫৫. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [কোনো এক অভিযান হতে] মদিনায় আগমনের পর রাত্রিতে [দুশমনের আশঙ্কায়] জেগে রইলেন এবং বললেন, যদি কোনো পুণ্যবান ব্যক্তি এ রাত্রিটি আমাকে পাহারা দিত! [তবে কতইনা উত্তম হতো!] এমন সময় হঠাৎ আমরা অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, এই আগন্তুক কে? বললেন, আমি সা'দ। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, এ সময় এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন, আমার অন্তরে শত্রুদের পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ভয় সৃষ্টি হয়েছে, তাই আমি তাঁকে পাহারা দিতে এসেছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর [নির্বিঘ্নে] ঘুমিয়ে পড়লেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٨٥٦ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنٌ وَاَمِيْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৮৫৬. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতেরই একজন আমীন [অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি] থাকে। আর এ উম্মতের সেই আমীন হলেন আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বিশ্বস্ততার গুণ অন্যান্য সাহাবীদের মধ্যেও অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। তবে তাঁর মধ্যে তা ছিল অতি প্রবল, তাই তাঁকে এ গুণের বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করা হয়েছে। যেমন লাজুকতায় ওসমান, বিচারে আলী ইত্যাদি।

وَعَنْ ٥٨٥٧ اَبِيْ مُلَيْكَةَ (رحـ) قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَسُئِلَتْ مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَخْلِفًا لَوْ اِسْتَخْلَفَهُ قَالَتْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقِيْلَ ثُمَّ مَنْ بَعْدَ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ عُمَرُ قِيْلَ مَنْ بَعْدَ عُمَرَ قَالَتْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৮৫৭. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আবূ মুলায়কা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে শুনেছি, যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ [তাঁর জীবদ্দশায়] যদি কাউকে খলিফা নিযুক্ত করে যেতেন, তাহলে কাকে নিযুক্ত করতেন? উত্তরে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পর কাকে? তিনি বললেন, হযরত ওমর ফারূক (রা.)-কে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, আচ্ছা, হযরত ওমর ফারূক (রা.) -এর পর কাকে? তিনি বললেন, হযরত আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)-কে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ সাহাবাদের মধ্যে সাধারণত এ ধারণা পোষণ করা হতো যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর পর খেলাফতের জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি হলেন হযরত আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)। এজন্যই হযরত ওমর ফারূক (রা.) তাঁর অন্তিমকালে বলেছিলেন, আজ যদি হযরত আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) জীবিত থাকতেন, তবে আমি নির্দ্বিধায় তাঁকেই আমার স্থলবর্তী মনোনীত করে যেতাম।

৫৮৫৮ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَلٰى حِرَاءٍ هُوَ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِهْدَأْ فَمَا عَلَيْكَ اِلَّا نَبِيٌّ اَوْ صِدِّيْقٌ اَوْ شَهِيْدٌ وَزَادَ بَعْضُهُمْ وَسَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَلِيًّا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৮৫৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা ও যুবায়ের (রা.) সহ হেরা পর্বতের উপর ছিলেন। এমন সময় সেই পাথরটি হেলতে লাগল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, স্থির হয়ে যাও। তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক, এবং শহীদ ব্যতীত আর কেউ নেই। আর কোনো কোনো বর্ণনাকারী হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাসের নাম বৃদ্ধি করেছেন এবং আলীর নাম উল্লেখ করেননি। –[মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৫৮৫৯ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ)

৫৮৫৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আবূ বকর জান্নাতি, ওমর জান্নাতি, ওসমান জান্নাতি, আলী জান্নাতি, তালহা জান্নাতি, যুবায়ের জান্নাতি, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতি, সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস জান্নাতি, সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতি, এবং আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ জান্নাতি 'রায়িআল্লাহু আনহুম।' –[তিরমিযী আর ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) হাদীসটি হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) যিনি 'আশারায়ে মুবাশশারা'-এর মধ্য হতে একজন হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর ভগ্নিপতি ছিলেন। হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর বোন হযরত ফাতেমা (রা.) তাঁর সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন। ইনি ঐ ফাতিমাই ছিলেন যিনি হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিলেন। হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) ৫১ হিজরিতে সত্তর বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকী'তে তাঁকে দাফন করা হয়। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩৬৭]

৫৮৬০ - وَعَنْ أَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَرْحَمُ اُمَّتِيْ بِاُمَّتِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَشَدُّهُمْ فِيْ اَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ وَاَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ

৫৮৬০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে আবূ বকর আমার উম্মতের জন্য সর্বাধিক দয়ালু। আর উম্মতের মধ্যে আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কঠোর ওমর। আর উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক প্রকৃত

وَاَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَاَقْرَءُهُمْ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَاَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنٌ وَاَمِيْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرُوِيَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلًا وَفِيْهِ وَاَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ)

লাজুক ওসমান। আর উম্মতের মধ্যে মিরাস সম্পর্কীয় ব্যাপারে সর্বজ্ঞ যায়েদ ইবনে ছাবেত। আর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম কুরআন মাজীদের কারী উবাই ইবনে কা'ব। আর উম্মতের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী মু'আয ইবনে জাবাল। আর প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন আমীন [বিশ্বস্ত ব্যক্তি] থাকেন। এ উম্মতের আমীন হলেন আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ। −[আহমদ ও তিরমিযী এবং ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ। আর এ হাদীসটি মা'মার সূত্রে কাতাদাহ হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তাতে রয়েছে, উম্মতের সর্বোত্তম বিচারক হযরত আলী (রা.)।]

وَعَنْ ٥٨٦١ الزُّبَيْرِ (رضـ) قَالَ كَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ دِرْعَانِ فَنَهَضَ اِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَعَدَ طَلْحَةُ تَحْتَهُ حَتّٰى اسْتَوٰى عَلَى الصَّخْرَةِ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَوْجَبَ طَلْحَةُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৮৬১. অনুবাদ : হযরত যুবায়ের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী করীম ﷺ -এর গায়ে দুটি লৌহবর্ম ছিল। [শত্রু সৈন্যদের অবস্থা দেখবার জন্য] তিনি একখানা পাথরের উপর উঠতে চাইলেন, কিন্তু [বর্মের ভারী ওজনের দরুন] উঠতে পারছিলেন না। তখন হযরত তালহা (রা.) রাসূল ﷺ -এর নিচে বসে গেলেন। এমনকি নবী করীম ﷺ তাঁর উপরে ভর করে পাথরটির উপরে উঠলেন। [বর্ণনাকারী বলেন,] তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তালহা নিজের জন্য [বেহেশত] ওয়াজিব করে নিয়েছে। −[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٨٦٢ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ نَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ يَمْشِيْ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ وَقَدْ قَضٰى نَحْبَهُ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا وَفِيْ رِوَايَةٍ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَى الشَّهِيْدِ يَمْشِيْ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৮৬২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) -এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, যদি কেউ এমন কোনো ব্যক্তিকে জমিনের উপর চলাফেরা রতে দেখতে চায়, যে তার মৃত্যু-প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছে, সে যেন এই লোকটির দিতে চেয়ে দেখে। অপর এক বর্ণনায় আছে, যদি কেউ এমন শহীদকে দেখতে চায়, যে জমিনের উপর বিচরণ করেছে, সে যেন তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহকে দেখে নেয়। −[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٨٦٣ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ سَمِعَتْ اُذُنِيْ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَارَايَ فِي الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৮৬৩. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার উভয় কান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জবান মুবারক হতে বলতে শুনেছে, তালহা ও যুবায়ের তাঁরা দুজন বেহেশতে আমার প্রতিবেশী। −[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উল্লিখিত বাক্যের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ঐ পরিপূর্ণ নৈকট্য ও আন্তরিক সম্পর্কের কথা প্রকাশ করা হয়েছে যা তাঁদের দুজন ও রাসূল ﷺ -এর মাঝে বিদ্যমান ছিল। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩৭২]

وَعَنْ ٥٨٦٤ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَئِذٍ يَعْنِىْ يَوْمَ اُحُدٍ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ رَمْيَتَهٗ وَاَجِبْ دَعْوَتَهٗ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৫৮৬৪. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধের দিন [আমাকে লক্ষ্য করে] বললেন, আয় আল্লাহ! তার তীর নিক্ষেপ সঠিক ও মজবুত কর এবং তার দোয়া কবুল কর। –[শরহে সুন্নাহ]

وَعَنْهُ ٥٨٦٥ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ اِذَا دَعَاكَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৮৬৫. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ! তুমি সা'দের দোয়া কবুল কর যখনই সে দোয়া করে। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٨٦٦ عَلِيٍّ (رض) قَالَ مَا جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَاهُ وَاُمَّهٗ اِلَّا لِسَعْدٍ قَالَ لَهٗ يَوْمَ اُحُدٍ اِرْمِ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ وَقَالَ لَهٗ اِرْمِ اَيُّهَا الْغُلَامُ الْحَزَوَّرُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৮৬৬. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মা-বাপকে একত্রে উৎসর্গ হওয়ার কথা সা'দ ব্যতীত আর কারো জন্য উচ্চারণ করেননি। তিনি উহুদের দিন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, তীর নিক্ষেপ কর হে বাহাদুর নওজোয়ান! আমার পিতা ও আমার মাতা তোমার জন্য কুরবান হোন। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٨٦٧ جَابِرٍ (رض) قَالَ اَقْبَلَ سَعْدٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا خَالِىْ فَلْيُرِنِىْ امْرَءٌ خَالَهٗ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

وَقَالَ كَانَ سَعْدٌ مِنْ بَنِىْ زُهْرَةَ وَكَانَتْ اُمُّ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ بَنِىْ زُهْرَةَ فَلِذٰلِكَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا خَالِىْ وَفِى الْمَصَابِيْحِ فَلْيُكْرِمَنَّ بَدَلَ فَلْيُرِنِىْ .

৫৮৬৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত সা'দ (রা.) নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তখন নবী করীম ﷺ [তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করে] বললেন, ইনি হলেন আমার মামা, অতএব কারো যদি এমন মামা থেকে থাকেন, তবে সে আমাকে দেখাক। –[তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হযরত সা'দ (রা.) ছিলেন যোহরা খান্দানের লোক আর নবী করীম ﷺ -এর মাতাও ছিলেন সে বনী যোহরার কন্যা। এ হিসেবে নবী করীম ﷺ [হযরত সা'দকে] বলেছেন, 'ইনি আমার মামা।' মাসাবীহর গ্রন্থকার فَلْيُرِنِىْ -এর পরিবর্তে فَلْيُكْرِمَنَّ অর্থাৎ 'অবশ্যই তাঁর সম্মান করা উচিত।' শব্দ বর্ণনা করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٨٦٨ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ اِنِّىْ لَاَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَرَأَيْتُنَا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَا لَنَا طَعَامٌ اِلَّا الْحُبْلَةُ وَوَرَقُ السَّمَرِ وَاِنْ كَانَ اَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهٗ خِلْطٌ ثُمَّ اَصْبَحَتْ بَنُوْ اَسَدٍ تُعَزِّرُنِىْ عَلَى الْاِسْلَامِ لَقَدْ خِبْتُ اِذًا وَضَلَّ عَمَلِىْ وَكَانُوْا وَشَوْابِهٖ اِلٰى عُمَرَ وَقَالُوْا لَايُحْسِنُ يُصَلِّىْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৮৬৮. অনুবাদ : হযরত কায়স ইবনে আবূ হাযেম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, আরবদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছে। আর আমরা নিজেদেরকে এ অবস্থায় দেখেছি যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে জিহাদে বের হয়েছি এবং আমাদের নিকট কোনো খাদ্যদ্রব্য ছিল না, শুধু গাছের গোটা এবং বাবুলের পাতা ব্যতীত। যার ফলে আমাদের প্রতিটি ব্যক্তি বকরির মলের ন্যায় বড়ি বড়ি আকারে মল ত্যাগ করত। অতঃপর [পরবর্তীকালে] বনী আসাদ গোত্র আমাকে ইসলাম [নামাজ] সম্পর্কে তিরস্কার করছে, এমতাবস্থায় তো আমি বড়ই দুর্ভাগা হবো এবং আমার সমস্ত আমল বৃথা সাব্যস্ত হবে। আর [সা'দ এজন্য এ কথা বললেন যে,] বনূ আসাদ হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট তাঁর সম্পর্কে কোটনামি করেছিল এবং তারা অভিযোগ করেছিল যে, তিনি সঠিকভাবে নামাজ আদায় করতে জানেন না।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইসলামের আবির্ভাব যুগে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) তাঁদের অন্যতম। হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতের যুগে যখন হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট হযরত সা'দ (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে, সা'দ সুন্দরভাবে নামাজ পড়তে জানেন না।

وَعَنْ ٥٨٦٩ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ رَأَيْتُنِىْ وَاَنَا ثَالِثُ الْاِسْلَامِ وَمَا اَسْلَمَ اَحَدٌ اِلَّا فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ اَسْلَمْتُ فِيْهِ وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَاِنِّىْ لَثُلُثُ الْاِسْلَامِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৮৬৯. অনুবাদ : হযরত সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়েছি যে, আমি ছিলাম ইসলামের তৃতীয় ব্যক্তি। [অর্থাৎ বিবি খাদীজা ও হযরত আবূ বকর (রা.)-এর পর আমিই ইসলাম গ্রহণ করেছি।] তিনি আরো বলেন, আমি যে সময় ইসলাম গ্রহণ করেছি, তখন [ঐ দুজন ব্যতীত আমার জানা মতে] আর কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং [ইসলাম গ্রহণের পর] সাত দিন পর্যন্ত আমি ইসলামের এক তৃতীয়াংশ হিসেবে ছিলাম। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অন্যান্য লোক যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারা আমার সাত দিন পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এর পূর্বে মুসলমান ছিলাম আমরা তিনজন– খাদীজা, আবূ বকর ও আমি।

৫৮৭০ وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لِنِسَائِهِ اِنَّ اَمْرَكُنَّ مِمَّا يُهِمُّنِىْ مِنْ بَعْدِىْ وَلَنْ يَّصْبِرَ عَلَيْكُنَّ اِلَّا الصَّابِرُوْنَ الصِّدِّيْقُوْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَعْنِىْ الْمُتَصَدِّقِيْنَ ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ لِاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَقَى اللّٰهُ اَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيْلِ الْجَنَّةِ وَكَانَ ابْنُ عَوْفٍ قَدْ تَصَدَّقَ عَلٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِحَدِيْقَةٍ بِيْعَتْ بِاَرْبَعِيْنَ اَلْفًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৮৭০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিবিগণকে বলতেন, আমার পর তোমাদের অবস্থা কি হবে, তা আমাকে চিন্তিত রাখে। আর একমাত্র সাবের ও সিদ্দীকগণই তোমাদের ব্যাপারে সবরের পরিচয় দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, অর্থাৎ [সাবেরীন সিদ্দীকীন দ্বারা নবী করীম ﷺ সে সমস্ত লোকদেরকে বুঝিয়েছেন] যারা দান-সদকা করেন। অতঃপর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হযরত আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান (রা.)-কে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার আব্বাকে বেহেশতের 'সালসাবীল' নহর হতে পরিতৃপ্ত করুন। এই আব্দুর রহমান ইবনে আওফ উম্মাহাতুল মুমিনীনের জন্য একটি বাগান দান করেছিলেন, যা চল্লিশ হাজারে [দিনারে] বিক্রয় হয়েছে। —[তিরমিযী]

৫৮৭১ وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِاَزْوَاجِهِ اِنَّ الَّذِىْ يَحْثُوْا عَلَيْكُنَّ بَعْدِىْ هُوَ الصَّادِقُ الْبَارُّ اَللّٰهُمَّ اسْقِ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيْلِ الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫৮৭১. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর বিবিগণকে বলতে শুনেছি, আমার [ওফাতের] পর যে ব্যক্তি তোমাদেরকে অঞ্জলি ভরে দান করবে, সে সাচ্চা [ঈমানদার] এবং নেককার। হে আল্লাহ! তুমি আব্দুর রহমান ইবনে আওফকে জান্নাতের সালসাবীল হতে পান করাও। —[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আব্দুর রহমানের জন্য এ দোয়ার বাক্যটি সম্ভবত হযরত উম্মে সালামার। যেমন পূর্বে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা হতে বুঝা গেছে।

৫৮৭২ وَعَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ جَاءَ اَهْلُ نَجْرَانَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْعَثْ اِلَيْنَا رَجُلًا اَمِيْنًا فَقَالَ لَاَبْعَثَنَّ اِلَيْكُمْ رَجُلًا اَمِيْنًا حَقَّ اَمِيْنٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ قَالَ فَبَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৮৭২. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাজরানবাসীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য একজন আমানতদার [বিশ্বস্ত] শাসক প্রেরণ করুন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের জন্য একজন অতি বিশ্বস্ত আমানতদার ব্যক্তিকে পাঠাব। অতঃপর সাহাবীগণ [ঐ পদ লাভের আশায়] অপেক্ষা করতে লাগলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহকে পাঠালেন। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নাজরান ইয়েমেন দেশের একটি বস্তি, যা দশম হিজরিতে বিজয় হয়েছে।

وَعَنْ ٥٨٧٣ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ نُؤَمِّرُ بَعْدَكَ قَالَ اِنْ تُؤَمِّرُوْا اَبَا بَكْرٍ تَجِدُوْهُ اَمِيْنًا زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الْاٰخِرَةِ وَاِنْ تُؤَمِّرُوْا عُمَرَ تَجِدُوْهُ قَوِيًّا اَمِيْنًا لَا يَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَاِنْ تُؤَمِّرُوْا عَلِيًّا وَلَا اَرَاكُمْ فَاعِلِيْنَ تَجِدُوْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا يَأْخُذُ بِكُمُ الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫৮৭৩. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পর আমরা কাকে আমাদের আমির [খলিফা] নিযুক্ত করব? উত্তরে তিনি বললেন, যদি তোমরা আবূ বকরকে নিজেদের আমির নিযুক্ত কর, তখন তাকে পাবে অতি বিশ্বস্ত, আমানতদার, দুনিয়াত্যাগী, আখেরাত প্রত্যাশী। আর তোমরা যদি ওমরকে নিজেদের আমির নিযুক্ত কর, তখন তাকে পাবে শক্তিশালী, আমানতদার, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে সে কারো তিরস্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। আর যদি তোমরা আলীকে নিজেদের আমির নিযুক্ত কর, তবে আমার ধারণা তোমরা এরূপ করবে না, তখন তোমরা তাকে সরল পথপ্রদর্শক এবং সঠিক পথের অনুসারী পাবে, আর তোমাদেরকেও সে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় নির্দিষ্টভাবে কারো খেলাফতের কথা ঘোষণা করে যাননি এবং জনগণের মতামতের প্রেক্ষিতে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করে গেছেন।

وَعَنْهُ ٥٨٧٤ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ زَوَّجَنِيْ اِبْنَتَهُ وَحَمَلَنِيْ اِلٰى دَارِ الْهِجْرَةِ وَصَحِبَنِيْ فِي الْغَارِ وَاَعْتَقَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ رَحِمَ اللّٰهُ عُمَرَ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَا لَهُ مِنْ صَدِيْقٍ رَحِمَ اللّٰهُ عُثْمَانَ يَسْتَحْيِيْ مِنْهُ الْمَلٰئِكَةُ رَحِمَ اللّٰهُ عَلِيًّا اَللّٰهُمَّ اَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৮৭৪. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আবূ বকরের প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি স্বীয় কন্যাকে আমার নিকট বিবাহ দিয়েছেন, নিজের উটে আমাকে সওয়ার করিয়ে 'দারুল হিজরতে' নিয়ে এসেছেন, ছাওর গুহায় আমার সাথে ছিলেন এবং নিজের মাল দ্বারা বেলালকে ক্রয় করে আজাদ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ওমরের প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, যদিও তা [কারো কাছে] তিক্ত হতো। সত্যবাদিতা তাঁকে এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছেন যে, তাঁর কোনো বন্ধু নেই। আল্লাহ তা'আলা ওসমানের প্রতি অনুগ্রহ করুন, ফেরেশতাও তাঁকে লজ্জা করেন। আল্লাহ তা'আলা আলীর প্রতি অনুগ্রহ করুন। হে আল্লাহ! হককে আলীর সাথে করে দাও, যেদিকে আলী থাকেন [হকও যেন সেদিকে থাকে।] –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "وَحَمَلَنِيْ" : 'নিজের উটে আমাকে সওয়ার করিয়ে।' কতক রেওয়ায়েতে এসেছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) দুটি উষ্ট্রী পেলে-পুষে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন; না জানি হিজরতের নির্দেশ কখন এসে যায়। সুতরাং যখন হিজরতের নির্দেশ এসে গেল তখন তিনি একটি উষ্ট্রী নিয়ে রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আবেদন করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! হিজরতের সফরে আরোহণের জন্য এ উষ্ট্রীটি গ্রহণ করুন। রাসূল ﷺ বললেন, আমি উক্ত উষ্ট্রীকে আরোহণের জন্য ঐ সময় গ্রহণ করব যখন তুমি তা আমার বিক্রয় করবে। পরিশেষে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) উক্ত উষ্ট্রী রাসূল ﷺ -এর নিকট বিক্রি করেন এবং রাসূল ﷺ আটশত দিরহাম ঋণের বিনিময়ে উক্ত উষ্ট্রী ক্রয় করেন। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩৭৯]

بَابُ مَنَاقِبِ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ -এর পরিবার-পরিজনদের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

'আহলে বাইত' অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ -এর পরিবার-পরিজন' হতে কোন কোন ব্যক্তি উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। 'আহলে বাইত'-এর ব্যবহার ঐ সকল লোকের উপরও এসেছে যাদের জন্য জাকাতের মাল গ্রহণ করা নিষিদ্ধ অর্থাৎ বনূ হাশেম এবং তন্মধ্যে আলে আব্বাস, আলে আলী, আলে জা'ফর এবং আলে আকীলও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কতক রেওয়ায়েতে রাসূল ﷺ -এর পরিবার-পরিজনকে 'আহলে বাইত' বলা হয়েছে যাঁদের মধ্যে রাসূল ﷺ -এর পবিত্রা স্ত্রীগণও নিশ্চতভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। অতএব যারা রাসূল ﷺ -এর পবিত্র স্ত্রীগণকে 'আহলে বাইত' হতে বহির্ভূত গণ্য করে তারা জিদে লিপ্ত। আর তারা কুরআনের এ আয়াত "اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا" -এর সাথে নিজেদের বিরোধ প্রকাশ করছে। কেননা যখন এ আয়াতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অংশেও রাসূল ﷺ -এর পবিত্রা স্ত্রীগণকে সম্বোধন করা হয়েছে তখন তাঁদেরকে আয়াতের মধ্যবর্তী অংশের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু হতে বাদ দেওয়া আয়াতের ধারাবাহিকতা ও তার পূর্বাপর যোগসূত্রকে বিচ্ছিন্ন করার শামিল।

সুতরাং ইমাম মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন রাযী (র.) লিখেছেন যে, 'এ আয়াত রাসূল ﷺ -এর পবিত্র স্ত্রীগণকে অন্তর্ভুক্ত করছে। কেননা আয়াতের বিষয়বস্তুর যোগসূত্র সম্পূর্ণরূপে এর দাবি করছে। অতএব রাসূল ﷺ -এর পবিত্রা স্ত্রীগণকে 'আহলে বাইত'-এর বিষয়বস্তু হতে বাদ দেওয়া এবং তাঁরা ব্যতীত অন্যদেরকে বিষয়বস্তুর সাথে নির্দিষ্ট করা ঠিক হবে না।'

ইমাম রাযী (র.) আরো লিখেছেন– 'এটা বলা সর্বাধিক উত্তম হবে যে, 'আহলে বাইত'-এর মূল সদস্য হলো রাসূল ﷺ -এর সন্তানসন্ততি এবং পবিত্রা স্ত্রীগণ আর তাঁদের মধ্যে ইমাম হাসান ও হুসাইন (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। সাথে সাথে হযরত আলী (রা.)ও রাসূল ﷺ -এর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ও পারিবারিক নৈকট্যের কারণে 'আহলে বাইত'-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন।' তদুপরি কতক স্থানে 'আহলে বাইত' -এর ব্যবহার এভাবে এসেছে যাতে সুস্পষ্টভাবে অনুমিত হয় যে, আহলে বাইতের মূল সদস্য হচ্ছেন– হযরত ফাতিমাতুয যাহরা, আলী মুরতাযা, হাসান ও হুসাইন (রা.)। যেমনটি হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, যখন রাসূল ﷺ ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে আসতেন তখন পথে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর গৃহের সামনে দিয়ে অতিক্রমের সময় বলতেন– اَلصَّلٰوةَ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا এ রেওয়ায়েতটি ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেছেন। তদ্রূপ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) রেওয়ায়েত করেন যে, একদিন আমি রাসূল ﷺ -এর নিকট গৃহে বসা ছিলাম এমন সময় খাদেম এসে জানাল যে, হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা (রা.) বাইরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। শুনে রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, তুমি এক পার্শ্বে যাও। সুতরাং আমি গৃহের এক কোণায় চলে গেলাম। হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা (রা.) ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁদের সাথে হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.)ও ছিলেন যাঁরা তখন একেবারে ছোট ছিলেন। রাসূল ﷺ হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) -কে মুবারক কোলে বসালেন এবং এক হাতে আলীকে এবং অন্য হাতে ফাতেমাকে নিজের শরীরের সাথে আঁকড়ে ধরলেন। অতঃপর তিনি তাঁর মুবারক শরীরে জড়ানো কালো কম্বল সবার উপর জড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ! এরা আমার পরিবার-পরিজন, আমাকে এবং আমার পরিবারকে আপনার দিকে আহ্বান করুন– আগুনের দিকে নয়।' তাছাড়া হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আমার এ মসজিদ প্রত্যেক ঋতুমতী মহিলা ও জুনূবী পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ [অর্থাৎ যে মহিলা হায়েয অবস্থায় হবে এবং যে পুরুষ নাপাক অবস্থায় হবে সে আমার মসজিদে কখনো প্রবেশ করবে না] তবে মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবার-পরিজন তথা হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (রা.)-এর জন্য নিষিদ্ধ নয়।' এ রেওয়ায়েতটি ইমাম বায়হাকী (র.) বর্ণনা করেছেন এবং একে দুর্বল বলেছেন। যাহোক একদিকে ঐ সকল রেওয়ায়েত রয়েছে যাতে বনূ হাশেম ও রাসূল ﷺ -এর পরিবার-পরিজনের উপর 'আহলে বাইত' -এর প্রয়োগ সাব্যস্ত হয়েছে এবং অন্যদিকে এ সকল রেওয়ায়েত যাতে আহলে বাইতের সদস্য শুধুমাত্র হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন

(রা.) অনুমিত হয়। বরং এ চার মহান ব্যক্তির উপর 'আহলে বাইত'-এর প্রয়োগ সুপ্রসিদ্ধও। অতএব ওলামায়ে কেরাম এ সকল রেওয়ায়েতের মাঝে সমন্বয় সাধন ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বলে থাকেন যে, 'বাইত' তিন প্রকার– ১. বাইতে নসব, ২. বাইতে সুকনা ও ৩. বাইতে বিলাদাত। সুতরাং বনূ হাশেম তথা আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানসন্ততিরা তো বংশীয় হিসেবে রাসূল ﷺ -এর 'আহলে বাইত' বলা হবে। রাসূল ﷺ -এর পবিত্রা স্ত্রীগণকে 'আহলে বাইত' বলা হবে 'সুকনা' [ঘরের বাসিন্দা] হিসেবে। আর রাসূল ﷺ -এর সন্তানসন্ততিকে 'আহলে বাইত' বলা হবে 'বিলাদাত' [জন্ম] হিসেবে। যদিও রাসূলের সকল সন্তানসন্ততির উপর 'আহলে বাইত বিলাদাত', -এর ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু সকল সন্তানসন্ততির মাঝে হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (রা.)-এর যে বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য এবং রাসূল ﷺ -এর যে পূর্ণাঙ্গ নৈকট্য ও অন্তরঙ্গতা রয়েছে এবং তাদের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য যেভাবে অধিক হারে হাদীসে এসেছে সে ভিত্তিতে 'আহলে বাইত বিলাদাত' -এর বিশেষ ও অনন্য সদস্য শুধুমাত্র এ চার মহান ব্যক্তিকেই গণ্য করা হবে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৩৮০ - ৩৮১]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٨٧٥ - عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضـ) قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ نَدْعُ اَبْنَاۤءَنَا وَاَبْنَاۤءَكُمْ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاۤءِ اَهْلُ بَيْتِىْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৮৭৫. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন نَدْعُ اَبْنَاۤءَنَا وَاَبْنَاۤءَكُمْ الْاٰيَةَ [আস আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে] আয়াত নাজিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী, ফাতেমা ও হাসান এবং হুসাইন (রা.)-কে ডাকলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ, এরা সকলে আমার আহলে বাইত। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসে উল্লিখিত আয়াত اٰيَةُ مُبَاهَلَةٍ বা মুবাহালার আয়াত বলা হয়। 'মুবাহালা' অর্থ পরস্পর লা'নত ও বদদোয়া করা। ঘটনার বিবরণ হলো, একবার নাজরান এলাকার কয়েকজন খ্রিস্টান পাদ্রি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে রাসূল ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করল। তখন এ আয়াত নাজিল হয়, আস আমরা উভয় দল একটি মুক্ত মাঠে জমায়েত হবো এবং প্রত্যেক দল যেন এ দোয়া করে, 'মিথ্যাবাদী জালেমের উপর আল্লাহর অভিশাপ ও গজব নাজিল হোক।' নবী করীম ﷺ হযরত আলী, ফাতেমা ও হাসান এবং হুসাইন (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে মাঠে আসলেন এবং তাদেরকে বললেন, আমি যখন দোয়া পড়ব, তখন তোমরা আমীন, আমীন বলবে। কিন্তু মিথ্যাবাদী খ্রিস্টান পাদ্রিগণ মাঠে মোকাবিলায় আসতে সাহস পায়নি। পরে তারা বাৎসরিক নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করে রাসূল ﷺ -এর সাথে সন্ধি সম্পাদন করে ফিরে যায়।

٥٨٧٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ اَسْوَدَ فَجَاۤءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ فَاَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاۤءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاۤءَتْ فَاطِمَةُ فَاَدْخَلَهَا .

৫৮৭৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ভোরে নবী করীম ﷺ একখানা কালো বর্ণের পশমি নকশী কম্বল গায়ে দিয়ে বের হলেন। এমন সময় হাসান ইবনে আলী সেখানে আসলেন, তিনি তাঁকে কম্বলের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর হুসাইন আসলেন, তাঁকেও হাসানের সাথে ঢুকিয়ে নিলেন। অতঃপর ফাতেমা আসলেন, তাঁকেও তাতে ঢুকিয়ে নিলেন।

ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَاَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

তারপর আলী আসলেন, তাঁকেও তার ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ কুরআনের এ আয়াত পড়লেন– [আয়াতের অনুবাদ :] হে আমার আহলে বাইত! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে গুনাহের অপবিত্রতা হতে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চান। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٨٧٧ الْبَرَاءِ (رضـ) قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৮৭৭. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর সাহেবযাদা হযরত ইবরাহীম (রা.) যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই তার জন্য জান্নাতে একজন ধাত্রী রয়েছে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ﷺ দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় ধাত্রী মায়ের নিকটেই মারা গেছেন। আলোচ্য হাদীস হতে এটাও বুঝা গেল যে, পুণ্যবান ব্যক্তিগণ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বেহেশতে প্রবেশ করেন।

وَعَنْ ٥٨٧٨ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كُنَّا اَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ فَاَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ مَا تَخْفٰى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَاٰهَا قَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِيْ ثُمَّ اَجْلَسَهَا ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيْدًا فَلَمَّا رَاٰى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَاِذَا هِيَ تَضْحَكُ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاَلْتُهَا عَمَّا سَارَّكِ قَالَتْ مَا كُنْتُ لِاُفْشِيَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِرَّهُ فَلَمَّا تُوُفِّيَ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِيْ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لِمَا اَخْبَرْتِنِيْ

৫৮৭৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ -এর বিবিগণ তাঁর নিকটে বসা ছিলাম। এমন সময় ফাতেমা (রা.) আসলেন। তাঁর চলার ভঙ্গি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চলার ভঙ্গির সাথে স্পষ্ট মিল ছিল। যখন তিনি তাঁকে দেখলেন, তখন বললেন, হে আমার কন্যা! তোমার আগমন মুবারক হোক। অতঃপর নবী করীম ﷺ তাঁকে নিজের কাছে বসালেন, তারপর চুপে চুপে তাঁকে কিছু বললেন। এতে হযরত ফাতেমা (রা.) ভীষণভাবে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর যখন তাঁর অস্থিরতা দেখলেন, তখন তিনি পুনরায় তাঁর কানে চুপে চুপে কিছু বললেন, এবার তিনি হাসতে লাগলেন। [হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,] অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সেখান থেকে উঠে গেলেন, তখন আমি ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপে চুপে তোমার সাথে কি কথা বলেছেন? উত্তরে ফাতেমা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোপনীয়তা ফাঁস করতে চাই না। [হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন,] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর আমি ফাতেমাকে বললাম, তোমার উপর আমার যে অধিকার রয়েছে, তার প্রেক্ষিতে আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, সে রহস্য সম্পর্কে তুমি আমাকে অবশ্যই অবহিত করবে।

قَالَتْ اَمَّا الْاٰنَ فَنَعَمْ مَا حِيْنَ سَارَّنِيْ فِي الْاَمْرِ الْاَوَّلِ فَاِنَّهُ اَخْبَرَنِيْ اَنَّ جِبْرَئِيْلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْاٰنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَاِنَّهُ عَارَضَنِيْ بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا اُرَى الْاَجَلَ اِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِيْ فَاِنِّيْ نِعْمَ السَّلَفُ اَنَا لَكِ فَبَكَيْتُ فَلَمَّا رَاٰى جَزَعِيْ سَارَّنِي الثَّانِيَةَ قَالَ يَا فَاطِمَةُ اَلَا تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِيْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَسَارَّنِيْ فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّهُ يُقْبَضُ فِيْ وَجَعِهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِيْ فَاَخْبَرَنِيْ اَنِّيْ اَوَّلُ اَهْلِ بَيْتِهِ اَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত ফাতেমা (রা.) বললেন, এখন সে কথাটি প্রকাশ করতে কোনো আপত্তি নেই। প্রথমবার যখন তিনি চুপি চুপি আমাকে কিছু কথা বললেন, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রতি বৎসর [রমজানে] একবার কুরআন মাজীদ আমার সাথে দাওর করতেন, কিন্তু এ বৎসর তিনি তা দুবার দাওর করেছেন। তাতে আমি ধারণা করি যে, আমার ওফাতের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। সুতরাং [হে ফাতেমা] আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রযাত্রী। এ কথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। অতঃপর যখন তিনি আমার অস্থিরতা দেখতে পেলেন, তখন দ্বিতীয়বার আমাকে চুপে চুপে বললেন, হে ফাতেমা! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি হবে বেহেশতের নারীকুলের সরদার অথবা বলেছেন, ঈমানদার মহিলা সম্প্রদায়ের সরদার। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি চুপে চুপে আমাকে এ খবরটি দিয়েছেন যে, ঐ অসুখেই তিনি ইন্তেকাল করবেন। তখন আমি কাঁদতে লাগলাম। তারপর [দ্বিতীয়বার] তিনি চুপে চুপে আমাকে এ খবরটি দিলেন যে, তাঁর পরিজনদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর পশ্চাদগামী হবো। তখন আমি হেসে ফেললাম।

—[বুখারী ও মুসলিম]

٥٨٧٩ - وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّيْ فَمَنْ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ يُرِيْبُنِيْ مَا اَرَابَهَا وَيُؤْذِيْنِيْ مَا اٰذَاهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৮৭৯. অনুবাদ : হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফাতেমা আমার [দেহেরই] একটি টুকরা, যে তাকে রাগান্বিত করবে, সে নিশ্চয়ই আমাকে রাগান্বিত করবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, আমাকে সে বস্তুই অস্থির করে, যে বস্তু তাকে পেরেশানিতে ফেলে এবং সে জিনিসই আমাকে কষ্ট দেয়, যা তাকে কষ্ট দেয়। —[বুখারী ও মুসলিম]

٥٨٨٠ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رض) قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فِيْنَا خَطِيْبًا بِمَاءٍ يُدْعٰى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ.

৫৮৮০. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী 'খোম' নামক জলাশয়ের নিকট দাঁড়িয়ে আমাদেরকে ভাষণ দান করলেন। প্রথমে আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন, এরপর ওয়াজ ও নসিহত করলেন,

ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ اَلَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ اَنْ يَّأْتِيَنِىْ رَسُوْلُ رَبِّيْ فَاُجِيْبُ وَاَنَا تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهٖ فَحَثَّ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ وَرَغَّبَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ وَاَهْلُ بَيْتِىْ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِىْ اَهْلِ بَيْتِىْ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِىْ اَهْلِ بَيْتِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ كِتَابُ اللّٰهِ هُوَ حَبْلُ اللّٰهِ مَنِ اتَّبَعَهٗ كَانَ عَلَى الْهُدٰى وَمَنْ تَرَكَهٗ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অতঃপর বললেন, اَمَّا بَعْدُ [আম্মা বা'দ] সাবধান! হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষই, অচিরেই আমার নিকট আল্লাহর দূত [মালাকুল মাউত] আসবে, তখন আমি আমার রবের আহ্বানে সাড়া দেব। আমি তোমাদের মাঝে দুটি মূল্যবান সম্পদ রেখে যাচ্ছি। তন্মধ্যে প্রথমটি হলো, 'আল্লাহর কিতাব', এর মধ্যে রয়েছে হেদায়েত ও আলো। অতএব, তোমরা আল্লাহর কিতাবকে খুব শক্তভাবে আঁকড়ে ধর এবং দৃঢ়তার সাথে তার বিধিবিধান মেনে চল। [বর্ণনাকারী বলেন,] আল্লাহর কিতাবের নির্দেশাবলি কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য তিনি খুব বেশি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করলেন। অতঃপর বললেন, আর [দ্বিতীয়টি হলো] আমার আহলে বাইত। আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইত সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ নসিহত করছি। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহর কিতাব হলো আল্লাহর রজ্জু। যে ব্যক্তি তার আনুগত্য করবে, সে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যে তাকে পরিত্যাগ করবে, সে পথভ্রষ্ট, গোমরাহ। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٨٨١ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهٗ كَانَ اِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِى الْجَنَاحَيْنِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৮৮১. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত. তিনি যখনই আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফরকে সালাম করতেন, তখন [এভাবে] বলতেন, হে দুই ডানাবিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র! আসসালামু আলাইকা। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব (রা.)-এর উপাধি ছিল 'যুল-জানাহাইন' বা দুই ডানাধারী। এ বাক্যটির দ্বারা তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হলো, মুতার যুদ্ধে কাফেরদের তীরের আঘাতে হযরত জা'ফর (রা.)-এর হাত দুটি দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শাহাদতের পর আল্লাহ তা'আলা ঐ দুই হাতের বদলে তাঁকে দু-খানা ডানা দান করেছেন। উক্ত ডানার সাহায্যে তিনি জান্নাতে উড়তে থাকেন।

وَعَنْ ٥٨٨٢ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ عَلٰى عَاتِقِهٖ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهٗ فَاَحِبَّهٗ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৮৮২. অনুবাদ : হযরত বারা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি হাসান ইবনে আলীকে নিজের কাঁধের উপর রেখে বলছেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি, আপনিও তাকে ভালোবাসুন। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٨٨٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ حَتّٰى اَتٰى خِبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ اَثَمَّ لُكَعُ اَثَمَّ لُكَعُ يَعْنِىْ حَسَنًا فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ جَاءَ يَسْعٰى حَتّٰى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ وَاَحِبَّ مَنْ يُّحِبُّهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৮৮৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দিনের একাংশে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে বের হলাম। অবশেষে তিনি হযরত ফাতেমা (রা.)-এর ঘরের নিকটে এসে বললেন, খোকা এখানে আছে কি? খোকা এখানে আছে কি? অর্থাৎ 'হাসান'। অনতিবিলম্বে তিনি দৌড়িয়ে আসলেন এবং একে অন্যের গলা জড়িয়ে ধরলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস। আর তাকে যে ভালোবাসবে তুমি তাকেও ভালোবাস।-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ছোট ছোট কচি বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষায় আদর-সোহাগ করে যে শব্দে ডাকা হয় لُكَعُ [লুকাউ]-ও অনুরূপ আঞ্চলিক শব্দ।

وَعَنْ ٥٨٨٤ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضـ) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اِلٰى جَنْبِهِ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ اُخْرٰى وَيَقُوْلُ اِنَّ ابْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُّصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৮৮৪. অনুবাদ : হযরত আবূ বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এমন অবস্থায় মিম্বরের উপর দেখলাম যে, হাসান ইবনে আলী তাঁর পার্শ্বে রয়েছেন, আর নবী করীম ﷺ কখনো লোকদের প্রতি তাকাচ্ছেন, আবার কখনো হাসানের দিকে তাকাচ্ছেন এবং বলছেন, আমার এ পুত্র সর্দার এবং সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা মুসলমানদের দুটি বিবদমান বিরাট দলের মধ্যে সমঝোতা করায়ে দেবেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে হযরত আলী (রা.) ও হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর পারস্পরিক বিরোধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার ফলে হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর গোটা উম্মতে মুসলিমাহ বিরাট বিরাট দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এক দল হাসানের সাথে এবং অপর দল মুআবিয়ার সমর্থনে। উভয় দলের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। হযরত হাসান (রা.) খলিফা হওয়ার যোগ্য থাকা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মতকে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার হাত হতে রক্ষা করার জন্য হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর পক্ষে তিনি খেলাফতের দাবি প্রত্যাহার করেন।

وَعَنْ ٥٨٨٥ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ وَسَاَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمُحْرِمِ قَالَ شُعْبَةُ اَحْسِبُهُ يَقْتُلُ الذُّبَابَ قَالَ اَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْاَلُوْنِىْ عَنِ الذُّبَابِ وَقَدْ قَتَلُوْا ابْنَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُمَا رَيْحَانِىْ مِنَ الدُّنْيَا . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৮৮৫. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবূ নো'ম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি, যখন জনৈক [ইরাকী] ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল মুহরিম সম্পর্কে। [যে ব্যক্তি হজ বা ওমরার জন্য ইহরাম অবস্থায় রয়েছে।] শু'বা বলেন, আমার ধারণা, মাছি মারলে [কি হবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল?] উত্তরে তিনি বললেন, যে ইরাকবাসী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দৌহিত্রকে হত্যা করেছে, তারা আমাকে মাছি সম্পর্কে প্রশ্ন করছে? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এরা দুজন [হাসান ও হুসাইন] দুনিয়াতে আমার দুটি সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইহরাম অবস্থায় মশা-মাছি মারা জায়েজ কিনা এ বিধান জানতে চেয়ে যেন অতি পরহেজগারির পরিচয় দিচ্ছে, কিন্তু সেই ইরাকের কূফাবাসীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রা.)-কে শহীদ করল, অথচ এতে তারা দ্বিধাবোধ করল না, তাই প্রবাদে বলা হয়, اَلْكُوْفِىْ لَا يُوْفِىْ [কুফাবাসী অকৃতজ্ঞ-গাদ্দার।]

وَعَنْ ٥٨٨٦ اَنَسٍ (رض) قَالَ لَمْ يَكُنْ اَحَدٌ اَشْبَهَ بِالنَّبِىِّ ﷺ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ وَقَالَ فِى الْحُسَيْنِ اَيْضًا كَانَ اَشْبَهَهُمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৮৮৬. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর সাথে আলী তনয় হযরত হাসান (রা.) হতে আকৃতিতে অধিক সাদৃশ্য কারো ছিল না। রাবী হযরত আনাস (রা.) হযরত হুসাইন (রা.) সম্পর্কেও বলেছেন যে, তিনি সকলের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে অধিক সাদৃশ্য ছিলেন। –[বুখারী]

وَعَنْ ٥٨٨٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ ضَمَّنِى النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى صَدْرِهٖ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৮৮৭. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ আমাকে তাঁর বুকের সাথে জড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ! একে হেকমত শিক্ষা দান করুন। অপর এক বর্ণনায় আছে, একে কিতাব [কুরআন]-এর জ্ঞান দান করুন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'হেকমত'কে যখন 'কিতাবের' সাথে সংযুক্তে বর্ণনা করা হয়, তখন হেকমত দ্বারা 'সুন্নত' বুঝানো হয়। যেমন কুরআনে উল্লেখ আছে– يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ এ দোয়ার বরকতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) রঈসুল মুফাসসিরীন উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তবে ইমাম বুখারী বলেছেন, হেকমত অর্থ 'ওহীর মাধ্যম ব্যতীত নির্ভুল জ্ঞান লাভ।'

وَعَنْهُ ٥٨٨٨ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوْءً فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ مَنْ وَضَعَ هٰذَا فَاُخْبِرَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৮৮৮. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী করীম ﷺ বায়তুল খালায় প্রবেশ করলেন। এ সময় আমি তাঁর জন্য অজুর পানি রেখে দিলাম। অতঃপর তিনি বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এ পানি এখানে কে রেখেছে? তাঁকে অবহিত করা হলো [যে. ইবনে আব্বাস (রা.)-ই রেখেছেন।] তখন তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তাকে দীনের জ্ঞান দান কর। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবী করীম ﷺ সর্বদা পবিত্র থাকতেন, ইস্তিনজা ইত্যাদির পর পরই অজু করে নেওয়ার অভ্যাস ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূল ﷺ -এর এ অভ্যাসের কথা জানতেন বলে নিজের বুদ্ধিতে পানি এনে রেখেছিলেন। তার এ বিচক্ষণতায় সন্তুষ্ট হয়ে নবী করীম ﷺ তাঁর জন্য দোয়া করেন।

وَعَنْ ٥٨٨٩ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ فَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَحِبَّهُمَا فَاِنِّيْ اُحِبُّهُمَا وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْخُذُنِيْ فَيُقْعِدُنِيْ عَلٰى فَخِذِهٖ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلٰى فَخِذِهِ الْاُخْرٰى ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَاِنِّيْ اَرْحَمُهُمَا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৮৮৯. **অনুবাদ :** হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁকে এবং হাসান (রা.)-কে একসাথে কোলে রেখে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি এ দুজনকে ভালোবাসি, আপনিও এদেরকে ভালোবাসুন। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, উসামা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিয়ে তাঁর এক উরুতে [রানে] বসাতেন এবং হাসান ইবনে আলী (রা.)-কে অপর রানের উপর বসাতেন, অতঃপর দুজনকে একত্রে মিলিয়ে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আপনি এদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমিও এদের উভয়ের প্রতি অত্যধিক স্নেহ-মমতা পোষণ করি। –[বুখারী]

وَعَنْ ٥٨٩٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِيْ اِمَارَتِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِيْ اِمَارَتِهٖ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِيْ اِمَارَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ

৫৮৯০. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো এক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন এবং হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-কে তাদের আমির মনোনীত করলেন। তখন কিছু লোক উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা যদি আজ উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে কিরূপ সমালোচনা কর, তবে তোমরা তো ইতঃপূর্বে তার পিতার [অর্থাৎ হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) -এর] নেতৃত্ব সম্পর্কেও বিরূপ সমালোচনা করেছিলে।

وَايْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْفًا لِلْاِمَارَةِ وَاِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ وَاِنَّ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ بَعْدَهٗ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ نَحْوَهٗ وَفِيْ اٰخِرِهٖ اُوْصِيْكُمْ بِهٖ فَاِنَّهٗ مِنْ صَالِحِيْكُمْ .

আল্লাহর কসম! তিনি [যায়েদ] নিশ্চয়ই নেতৃত্বের যোগ্য ছিলেন এবং তিনি আমার সর্বাধিক প্রিয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর তাঁর পরে [তাঁর পুত্র] উসামা আমার সর্বাধিক প্রিয় লোকদের মধ্যে একজন। -[বুখারী ও মুসলিম] মুসলিমের এক রেওয়ায়েতের মধ্যে অনুরূপ বর্ণিত হওয়ার পর হাদীসটির শেষাংশে বলা হয়েছে, তার নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে নসিহত করছি। কেননা সে [উসামা] তোমাদের মধ্যে একজন নেককার ব্যক্তি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত উসামা (রা.)-এর পিতা হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) কিছুকাল গোলাম হিসেবে জীবনযাপন করেন এবং উসামার বয়সও ছিল কম, তাই তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে কারো কারো আপত্তি ছিল। অবশ্য নবী করীম ﷺ -এর উক্ত ভাষণের পর আর কারো মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া বাকি থাকেনি। ইতঃপূর্বে ইতিহাসের প্রসিদ্ধ রক্তক্ষয়ী মূতার যুদ্ধে পর পর যে তিনজন সেনাপতি শহীদ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম সেনাপতি পতাকাবাহী ছিলেন উসামার পিতা 'যায়েদ ইবনে হারেছা' (রা.)।

وَعَنْهُ ٥٨٩١ قَالَ اِنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ (رضـ) مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوْهُ اِلَّا زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَتّٰى نَزَلَ الْقُرْاٰنُ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَذُكِرَ حَدِيْثُ الْبَرَاءِ قَالَ لِعَلِيٍّ اَنْتَ مِنِّيْ فِيْ بَابِ بُلُوْغِ الصَّغِيْرِ وَحَضَانَتِهٖ .

৫৮৯১. **অনুবাদ** : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আজাদকৃত গোলাম। আমরা তাকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুত্র] বলে ডাকতাম। অতঃপর যখন কুরআনের এ আয়াত اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ [অর্থাৎ তাদেরকে তাদের প্রকৃত বাপের পরিচয়ে ডাক।] অবতীর্ণ হয়, তখন আমরা যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বলা হতে বিরত হয়েছি। -[বুখারী ও মুসলিম] হযরত বারা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, নবী করীম ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে যে বলেছেন, اَنْتَ مِنِّيْ অর্থাৎ হে আলী! তুমি আমার [দেহের] অংশবিশেষ 'শিশুর বয়ঃপ্রাপ্তি ও তার প্রতিপালন' পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবী করীম ﷺ হযরত যায়েদ ইবনে হারেছাকে অত্যধিক ভালোবাসতেন। যায়েদ প্রথমে গোলাম ছিলেন, পরে রাসূল ﷺ তাঁকে আজাদ করে مُتَبَنّٰى মুখ ডাকা পুত্র বা পালকপুত্র হিসেবে নিজের কাছে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল حُبُّ رَسُوْلٍ অর্থাৎ রাসূলের প্রিয়তম।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৫৮৯২ - عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّتِهٖ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهٗ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا اِنْ اَخَذْتُمْ بِهٖ لَنْ تَضِلُّوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَعِتْرَتِىْ اَهْلُ بَيْتِىْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىْ)

৫৮৯২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি [বিদায়] হজে আরাফাতের দিন তাঁর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীর উপর সওয়ার অবস্থায় ভাষণ দান করেছেন। আমি শুনেছি, তিনি ভাষণে বলেছেন, হে লোকসকল! আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তাকে শক্তভাবে ধরে রাখ, তবে কখনো গোমরাহ হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার 'ইতরত অর্থাৎ আমার আহলে বায়ত। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : عِتْرَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ 'জাদ্দী আওলাদ' অর্থাৎ প্রপিতার বংশধরকে 'ইতরত' বলে। বিদায় হজের ভাষণে কিতাবুল্লাহর বিধান মতে আমল করা এবং আহলে বায়তের প্রতি মহব্বত রাখা এবং তাদের সীরাত ও রেওয়ায়েতের অনুসরণ করে চলা, তাদের মানমর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৫৮৯৩ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ تَارِكٌ فِيْكُمْ مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهٖ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدِىْ اَحَدُهُمَا اَعْظَمُ مِنَ الْاٰخَرِ كِتَابُ اللّٰهِ حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ وَعِتْرَتِىْ اَهْلُ بَيْتِىْ وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتّٰى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوْا كَيْفَ تَخْلُفُوْنِىْ فِيْهِمَا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৮৯৩. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তাকে শক্ত করে ধরে রাখ, তবে আমার পরে তোমরা আর কখনো গোমরাহ হবে না। তার মধ্যে একটি আরেকটি অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো, আল্লাহর কিতাব, তা একটি লম্বা রশি সদৃশ। যা আকাশ হতে জমিন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। আর দ্বিতীয়টি হলো, আমার আপন আহলে বায়ত। এ বস্তু দুটি কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। অবশেষে তারা হাউযে কাওছারে আমার সাথে মিলিত হবে। সুতরাং তোমরা তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করছ তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে। -[তিরমিযী]

৫৮৯৪ - وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ اَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৮৯৪. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন (রা.) সম্পর্কে বলেছেন, যে কেউ তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, আমি তাদের শত্রু। পক্ষান্তরে যে তাঁদের সাথে [আপনজনের মতো] সদ্ব্যবহার করবে, আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করব। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যে তাঁদেরকে মহব্বত করবে, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই মহব্বত করল। পক্ষান্তরে যে তাদের প্রতি হিংসা রাখল, সে বস্তুত আমাকেই হিংসা করল।

يَا رَبِّ اَمِتْنَا عَلٰى حُبِّ النَّبِيِّ وَصَحْبِهٖ * وَسَائِرِ اَهْلِ اللّٰهِ وَحُبِّ اَهْلِ بَيْتِهٖ

وَعَنْ ٥٨٩٥ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ (رض) قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِيْ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُ اَيُّ النَّاسِ كَانَ اَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ فَاطِمَةُ فَقِيْلَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَتْ زَوْجُهَا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৮৯৫. অনুবাদ : হযরত জুমাঈ ইবনে ওমায়ের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার ফুফুর সাথে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট গেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কোন মানুষটি সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, বিবি ফাতেমা। এবার জিজ্ঞাসা করা হলো, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তাঁর স্বামী।
–[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٨٩٦ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ (رض) اَنَّ الْعَبَّاسَ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا وَاَنَا عِنْدَهٗ فَقَالَ مَا اَغْضَبَكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا وَلِقُرَيْشٍ اِذَا تَلَاقَوْا بَيْنَهُمْ تَلَاقَوْا بِوُجُوْهٍ مُبْشَرَةٍ وَاِذَا لَقُوْنَا لَقُوْنَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْهُهٗ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْاِيْمَانُ حَتّٰى يُحِبَّكُمْ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ اٰذٰى عَمِّيْ فَقَدْ اٰذَانِيْ فَاِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي الْمَصَابِيْحِ عَنِ الْمُطَّلِبِ)

৫৮৯৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল মুত্তালিব ইবনে রবী'আ (রা.) হতে বর্ণিত, একদা হযরত আব্বাস (রা.) ভীষণ ক্ষুব্ধ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসলেন। আমি তখন তাঁর নিকট বসা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, কিসে আপনাকে এমনভাবে ক্ষুব্ধ করেছে? তখন তিনি [হযরত আব্বাস (রা.)] বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের [অর্থাৎ বনূ হাশেম] এবং কুরাইশের মধ্যে কি [ব্যবধান] রয়েছে? তারা যখন পরস্পরে দেখা- সাক্ষাৎ করে, তখন তারা হাসি-খুশি অবস্থায় মেলামেশা করে। পক্ষান্তরে যখন আমাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে, তখন তারা সেভাবে মিলে না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কোনো ব্যক্তির অন্তরে ঈমান প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে [অর্থাৎ আহলে বাইতকে] মহব্বত করবে। অতঃপর তিনি বললেন, হে লোকসকল! যে ব্যক্তি আমার চাচাকে কষ্ট দেয়, সে যেন আমাকেই কষ্ট দিল। কেননা কোনো ব্যক্তির চাচা হলো তার পিতার সমতুল্য। –[তিরমিযী, মাসাবীহ গ্রন্থে হাদীসটির বর্ণনাকারীর নাম 'মুত্তালিব' উল্লেখ রয়েছে।]

وَعَنْ ٥٨٩٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَبَّاسُ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৮৯৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আব্বাস আমার সাথে জড়িত আর আমি তাঁর সাথে জড়িত। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"قَوْلُهُ "اَلْعَبَّاسُ مِنِّىْ : 'আব্বাস আমার সাথে জড়িত।' অর্থাৎ আমার বিশেষ নিকট আত্মীয়দের মধ্য হতে কিংবা আমার 'আহলে বাইত'-এর মধ্য হতে। ওলামায়ে কেরাম লিখেন যে, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও নবুয়তের মহাসম্মানের কারণে রাসূল ﷺ -এর পবিত্র সত্তাই আসল বা মূল; কিন্তু বংশ ও চাচা হওয়া হিসেবে হযরত আব্বাস (রা.) আসল বা মূল। আর একথা সুস্পষ্ট যে, উপরিউক্ত মূল্যবান ঘোষণা মূলত পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসা ও আন্তরিকতার দিকে ইঙ্গিতবহ যেমনটি রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.)-এর ব্যাপারে বলেছিলেন, হে আলী আমি তোমার সাথে জড়িত আর তুমি আমার সাথে জড়িত।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৪০৩]

وَعَنْهُ ٥٨٩٨ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ اِذَا كَانَ غَدَاةَ الْاِثْنَيْنِ فَأْتِنِىْ اَنْتَ وَوَلَدُكَ حَتّٰى اَدْعُوَ لَكُمْ بِدَعْوَةٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا وَوَلَدَكَ فَغَدَا وَغَدَوْنَا مَعَهُ وَاَلْبَسَنَا كِسَاءَهُ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهٖ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لَا تُغَادِرُ ذَنْبًا اَللّٰهُمَّ احْفَظْهُ فِىْ وَلَدِهٖ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَزَادَ رَزِيْنٌ وَاجْعَلِ الْخِلَافَةَ بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৮৯৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্বাস (রা.)-কে বললেন, সোমবার বিকালে আপনি আপনার সন্তানসহ আমার নিকট আসবেন। তখন আমি আপনাদের জন্য এমন কিছু বিশেষ দোয়া করব, যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ও আপনার সন্তানকে উপকৃত করেন। [হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,] সুতরাং তিনি ও তাঁর সাথে আমরা সকালে উপস্থিত হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাদর আমাদের গায়ে জড়িয়ে দিলেন, অতঃপর এভাবে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আব্বাস ও তার সন্তানদের মাফ করে দাও, তাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় দিক হতে পবিত্র রাখ। তাদের কোনো প্রকারের গুনাহই বাকি রেখো না। হে আল্লাহ! আব্বাসকে তাঁর সন্তানদের মাঝে নিরাপদে রাখ।' –[তিরমিযী। আর রাযীন এ বাক্যটি বর্ধিত বলেছেন, [রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়ার মধ্যে বলেছেন,] খেলাফত ও রাজত্ব তাঁর সন্তানদের মধ্যে বহাল রাখ। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"قَوْلُهُ "وَاَلْبَسَنَا كِسَاءَهُ : 'তাঁর মুবারক চাদর আমাদের গায়ে জড়ায়ে দিলেন।' এ কথাটি এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, যেরূপ আমি এ সকল সম্মানিত সদস্যদের উপর এ চাদর বিছিয়ে দিয়েছি তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলাও তাঁর রহমতের ছায়া তাদের উপর বিছিয়ে দিন।

"قَوْلُهُ "اِحْفَظْهُ فِىْ وَلَدِهٖ : 'আব্বাসকে তাঁর সন্তাদের মাঝে নিরাপদে রাখ।' অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি আব্বাসকে ইজ্জত-সম্মান দান করুন এবং তাঁকে সকল প্রকার বালামুসিবত থেকে রক্ষা করুন, যাতে তিনি স্বীয় সন্তানদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করতে পারেন।

"قَوْلُهُ "وَاجْعَلِ الْخِلَافَةَ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهِ : 'খেলাফত ও রাজত্ব তাঁর সন্তানদের মাঝে বহাল রাখুন।' অর্থাৎ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হযরত আব্বাস (রা.)-এর সন্তানদেরকে খেলাফত ও রাজত্ব দানের মাধ্যমে সম্মানিত করুন। সুতরাং কবুল হয়েছে এবং এমন সময় এসেছে যে, কয়েক শতাব্দী খেলাফত ও রাজত্বের সম্মান আব্বাসীদের মধ্যে বলবৎ ছিল। এ দোয়ার ভাষ্য মূলত উম্মতের জন্য একটি নির্দেশনা ছিল যে, খেলাফত ও রাজত্বের অধিকার হযরত আব্বাস (রা.)-এর সন্তনাদেরও রয়েছে। খলিফা ও বাদশাহ নির্বাচনের সময় তাদের সেই অধিকার ও প্রাধান্যের দিকে খেয়াল রাখা উচিত। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৪০৪]

٥٨٩٩ وَعَنْهُ أَنَّهُ رَأَى جِبْرَئِيْلَ مَرَّتَيْنِ وَدَعَا لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৮৯৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দু-বার দেখেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য দু-বার দোয়া করেছেন। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দেখার এক সময় হলো, একদিন রাসূল ﷺ জোহরের নামাজের পর সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় হযরত দিহইয়া কালবী (রা.)-এর সাথে চুপে চুপে কথা বলছিলেন, পরে জানতে পারলেন, আসলে তিনি ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। আরেক দিন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর পিতাসহ নবী করীম ﷺ -এর নিকট গেলে সেখানে তিনি নবী করীম ﷺ -এর চেয়েও সুন্দর একটি লোক দেখতে পেলেন। সেখান হতে বাহিরে এসে পিতাকে এ কথাটি বললে তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ অপেক্ষা সুন্দর লোক কে হতে পারেন? সুতরাং পুত্রের কথাটির সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য তারা পুনরায় নবী করীম ﷺ -এর কাছে গিয়ে কথাটি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আব্দুল্লাহ ঠিকই বলেছে। তিনি ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)।

٥٩٠٠ وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ دَعَا لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُّؤْتِيَنِيَ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ مَرَّتَيْنِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯০০. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে হেকমত দান করেন', এ উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য দু-বার দোয়া করেছেন। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ এ বিষয়বস্তু সংবলিত দোয়া যে, 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে দীন ও শরিয়তের মৌলিক ও শাখাগত জ্ঞান দান করুন' একবার 'হেকমত' শব্দের সাথে এবং একবার 'ফিকহ' শব্দের সাথে করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, রাসূল ﷺ এ দুটি দোয়া পৃথক পৃথক স্থানে করেছেন যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৪০৫]

٥٩٠١ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ جَعْفَرٌ يُحِبُّ الْمَسَاكِيْنَ وَيَجْلِسُ إِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُوْنَهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَنِّيْهِ بِأَبِي الْمَسَاكِيْنِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯০১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব (রা.) মিসকিনদেরকে খুব বেশি ভালোবাসতেন, তাদের কাছে বসতেন, তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন এবং তারাও জা'ফরের সাথে নিঃসঙ্কোচে আলাপ-আলোচনা করত। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে 'আবুল মাসাকিন' [অর্থাৎ মিসকিনদের পিতা বা অভিভাবক] উপনামে ডাকতেন। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ হযরত জা'ফর (রা.) যেহেতু দারিদ্রদের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখতেন এবং তাদের সাথে উঠাবসা করতেন এ হিসেবে রাসূল ﷺ তাঁর উপনাম 'আবুল মাসাকীন' [মিসকিনদের পিতা বা অভিভাবক] রেখেছিলেন. যেমন হযরত আলী (রা.)-এর উপনাম 'আবূ তূরাব' এ হিসেবে রেখেছিলেন যে, তিনি বসার জন্য এবং শোয়ার জন্য মাটির বিছানা অধিক পছন্দ করতেন এবং নির্বিঘ্নে মাটিতে বসতেন ও শয়ন করতেন। কিংবা যেমন মুসাফিরকে 'ইবনুস সাবীল' এবং সূফীদেরকে 'আবুল ওয়াক্ত' বিশেষ অর্থের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৪০৫]

٥٩٠٢ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُ جَعْفَرًا يَطِيْرُ فِى الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلٰئِكَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৯০২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি জা'ফরকে বেহেশতে ফেরেশতাদের সাথে উড়তে দেখেছি। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সিরিয়া এলাকায় মূতার যুদ্ধে হযরত জা'ফর (রা.) ইসলামি ঝাণ্ডা উড্ডীন করে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর শত্রুর আঘাতে তার উভয় হাত কাটা যায়, সে অবস্থায় তিনি শহীদ হন। এর প্রতিদানে তাঁকে বেহেশতে দু-খানা পাখা দেওয়া হয়, যাতে তিনি ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়ান।

٥٩٠٣ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯০৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হাসান ও হুসাইন দুজনই যুবক জান্নাতিদের সরদার। –[তিরমিযী]

٥٩٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رَيْحَانِىْ مِنَ الدُّنْيَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ سَبَقَ فِى الْفَصْلِ الْاَوَّلِ)

৫৯০৪. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হাসান এবং হুসাইন তাঁরা দুজন দুনিয়াতে আমার দুটি সুগন্ধময় ফুলস্বরূপ। –[তিরমিযী আর এ হাদীসটি [শাব্দিক সামান্য পরিবর্তনসহ] প্রথম অনুচ্ছেদেও বর্ণিত হয়েছে।]

٥٩٠٥ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ طَرَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيْ بَعْضِ الْحَاجَةِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلٰى شَيْءٍ لَا اَدْرِيْ مَا هُوَ.

৫৯০৫. **অনুবাদ :** হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কোনো এক প্রয়োজনে রাতের বেলায় আমি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে গেলাম। তখন নবী করীম ﷺ এমন অবস্থায় ঘর হতে বের হলেন যে, [মনে হলো,] তিনি চাদর দ্বারা গায়ের সাথে কি একটি জিনিস জড়িয়ে রেখেছেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি, সে জিনিসটি কি?

فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِىْ قُلْتُ مَا هٰذَا الَّذِىْ اَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ فَكَشَفَهُ فَاِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلٰى وَرِكَيْهِ فَقَالَ هٰذَانِ اِبْنَاىَ وَاِبْنَا اِبْنَتِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُمَا فَاَحِبَّهُمَا وَاَحِبَّ مَنْ يُّحِبُّهُمَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

অতঃপর যখন আমি প্রয়োজন সেরে তাঁর নিকট হতে অবসর হলাম, তখন জিজ্ঞাসা করলাম, [ইয়া রাসূলাল্লাহ!] চাদরের ভিতরে আপনি কি জিনিস জড়িয়ে রেখেছেন? তখন তিনি চাদরখানা সরিয়ে ফেললে দেখলাম, হাসান ও হুসাইন দুজন তাঁর দুই উরুতে বসে রয়েছেন। অতঃপর তিনি বললেন, এরা দুজন আমার পুত্র এবং তনয়ার পুত্র। 'হে আল্লাহ! আমি এদের দুজনকেই ভালোবাসি। সুতরাং আপনিও তাদের দুজনকে ভালোবাসুন। আর যারা এ দুজনকে ভালোবাসবে, আপনি তাদেরকেও ভালোবাসুন।' –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দৌহিত্রকে পুত্র বলা আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

٥٩٠٦ وَعَنْ سَلْمٰى (رضـ) قَالَتْ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ وَهِىَ تَبْكِىْ فَقُلْتُ مَا يُبْكِيْكِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَعْنِىْ فِى الْمَنَامِ وَعَلٰى رَأْسِهٖ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ فَقُلْتُ مَالَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ اٰنِفًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৯০৬. অনুবাদ : হযরত সালমা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উম্মে সালামা (রা.)-এর নিকট গিয়ে দেখলাম, তিনি কাঁদছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এমন অবস্থায় দেখেছি, অর্থাৎ স্বপ্নে– তাঁর মাথা ও দাড়ি ধুলাবালিতে মিশ্রিত। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এ অবস্থা কেন, আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, এইমাত্র আমি হুসাইনের শাহাদতের স্থানে উপস্থিত হয়েছিলাম। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত হুসাইন (রা.) একষট্টি হিজরিতে শহীদ হয়েছেন। আর অধিকাংশের মতে হযরত উম্মে সালামার মৃত্যু ৫৯ হিজরিতে হয়েছে। সুতরাং হযরত হুসাইন (রা.) যে শহীদ হবেন, তা স্বপ্নের মাধ্যমে পূর্বেই জানানো হয়েছে।

٥٩٠٧ وَعَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ اَهْلِ بَيْتِكَ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَكَانَ يَقُوْلُ لِفَاطِمَةَ اُدْعِىْ لِىْ اِبْنَىَّ فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا اِلَيْهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৯০৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি আপনার আহলে বাইতের মধ্যে কাকে সর্বাধিক ভালোবাসেন? তিনি বললেন, হাসান ও হুসাইনকে। আর তিনি হযরত ফাতেমা (রা.)-এর উদ্দেশ্যে বলতেন, আমার পুত্রদ্বয়কে ডেকে দাও। তারা আসলে তিনি তাদেরকে শুঁকতেন [অর্থাৎ চুমা দিতেন] এবং উভয়কে নিজের সাথে জড়িয়ে ধরতেন। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٥٩٠٨ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُنَا اِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ اَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللّٰهُ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ نَظَرْتُ اِلٰى هٰذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ اَصْبِرْ حَتّٰى قَطَعْتُ حَدِيْثِيْ وَرَفَعْتُهُمَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৫৯০৮. অনুবাদ : হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সম্মুখে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ হাসান ও হুসাইন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের উভয়ের গায়ে ছিল লাল বর্ণের দুটি জামা। তাঁরা এমনভাবে চলছিলেন যেন পড়ে যাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বর হতে নেমে গেলেন এবং তাঁদেরকে উঠিয়ে এনে নিজের সম্মুখে বসিয়ে রাখলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ সত্যই বলেছেন, 'তোমাদের মালসম্পদ ও সন্তানসন্ততিগণ ফিতনা।' আমি এ বাচ্চা দুটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, এরা হাঁটছে এবং পড়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। অবশেষে আমি আলোচনা বন্ধ করে দিলাম এবং তাদেরকে উঠিয়ে আনলাম। -[তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٥٩٠٩ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُسَيْنٌ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْ حُسَيْنٍ اَحَبَّ اللّٰهُ مَنْ اَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْاَسْبَاطِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯০৯. অনুবাদ : হযরত ইয়া'লা ইবনে মুররাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হুসাইন আমা হতে আর আমি হুসাইন হতে। যে হুসাইনকে ভালোবাসবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসবেন। হুসাইন বংশসমূহের মধ্যে একটি বংশ। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَلسِّبْطُ 'সিবত' অর্থ বৃক্ষের জড় বা কাণ্ড। যার বহু শাখা রয়েছে, তবে মূল একটি। অর্থাৎ হুসাইনের মাধ্যমে আমার বংশ ব্যাপক প্রসার লাভ করবে।

وَعَنْ ٥٩١٠ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ الْحَسَنُ اَشْبَهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ اِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ اَشْبَهُ النَّبِيِّ ﷺ مَا كَانَ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯১০. **অনুবাদ** : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, হাসান হলেন [চেহারা-আকৃতি-অবয়বে] মাথা হতে বক্ষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সদৃশ। আর হুসাইন হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বক্ষের নিচের অংশের সদৃশ। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٩١١ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ قُلْتُ لِاُمِّىْ دَعِيْنِىْ اٰتِى النَّبِىَّ ﷺ فَاُصَلِّىْ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَاَسْاَلُهُ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لِىْ وَلَكَ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلّٰى حَتّٰى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ انْفَتَلَ فَتَبِعْتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِىْ فَقَالَ مَنْ هٰذَا حُذَيْفَةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ وَلِاُمِّكَ اِنَّ هٰذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الْاَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ اِسْتَاْذَنَ رَبَّهُ اَنْ يُسَلِّمَ عَلَىَّ وَيُبَشِّرَنِىْ بِاَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৯১১. **অনুবাদ** : হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার আম্মাকে বললাম, আমাকে অনুমতি দিন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গিয়ে তাঁর সাথে মাগরিবের নামাজ আদায় করি এবং নিজের ও আপনার মাগফিরাতের জন্য তাঁর নিকট দোয়ার আবেদন করি। [রাবী বলেন, আমার মা অনুমতি দিলেন।] অতঃপর আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসলাম এবং তাঁর সাথে মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম। তিনি এরপর [নফল] নামাজ পড়তে থাকেন। অবশেষে ইশার নামাজ আদায় করে যখন গৃহাভিমুখে রওয়ানা হলেন, তখন আমিও তাঁর পিছনে পিছনে রওয়ানা হলাম। তিনি আমার [পায়ের] আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, কে, হুযায়ফা? বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কি প্রয়োজনে এসেছ? আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এবং তোমার মাতাকে মাফ করুন। [হে হুযায়ফা!] ইনি ফেরেশতা, যিনি এ রাত্রির পূর্বে আর কখনো ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করেননি। তিনি তাঁর পরওয়ারদেগারের কাছে অনুমতি চান যে, আমাকে সালাম করবেন এবং আমকে এ সুসংবাদটি জানিয়ে দেবেন যে, ফাতেমা জান্নাতি মহিলাদের সরদার আর হাসান এবং হুসাইন দুজনই জান্নাতি যুবকদের সরদার। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٥٩١٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَامِلَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلٰى عَاتِقِهٖ فَقَالَ رَجُلٌ نِعْمَ الْمَرْكَبُ رَكِبْتَ يَا غُلَامُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯১২. **অনুবাদ** : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ইবনে আলীকে নিজের কাঁধের উপর বসিয়ে রেখেছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে বালক! কত উত্তম সওয়ারিতেই না তুমি আরোহণ করেছ? তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আরে! আরোহীও তো উত্তম বটে। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٩١٣ عُمَرَ (رضـ) أَنَّهُ فَرَضَ لِأُسَامَةَ فِى ثَلٰثَةِ اٰلَافٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِىْ ثَلٰثَةِ اٰلَافٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لِاَبِيْهِ لِمَ فَضَّلْتَ اُسَامَةَ عَلَىَّ فَوَاللّٰهِ مَا سَبَقَنِىْ اِلٰى مَشْهَدٍ قَالَ لِاَنَّ زَيْدًا كَانَ اَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَبِيْكَ وَكَانَ اُسَامَةُ اَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْكَ فَاٰثَرْتُ حِبَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى حِبِّىْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৯১৩. **অনুবাদ :** হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-এর জন্য [বাৎসরিক ভাতা] সাড়ে তিন হাজার দিরহাম নির্ধারণ করলেন এবং [নিজের পুত্র] আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর জন্য নির্ধারণ করলেন তিন হাজার। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) তাঁর পিতাকে বললেন, কেন আপনি উসামাকে আমার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন? আল্লাহর কসম! কোনো অভিযানেই উসামা আমার অগ্রগামী ছিলেন না। উত্তরে হযরত ওমর (রা.) বললেন, তার কারণ হলো এই যে, তোমার পিতা [আমি ওমর] অপেক্ষা তার পিতা [যায়েদ] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অধিক প্রিয় ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তোমা অপেক্ষা হযরত উসামা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বেশি প্রিয় ছিলেন। সুতরাং আমি আমার প্রিয়জনের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রিয়জনকে প্রাধান্য দিয়েছি। −[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٩١٤ جَبَلَةَ بْنِ حَارِثَةَ (رضـ) قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْعَثْ مَعِىْ اَخِىْ زَيْدًا قَالَ هُوَ ذَا فَاِنِ انْطَلَقَ مَعَكَ لَمْ اَمْنَعْهُ قَالَ زَيْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَا اَخْتَارُ عَلَيْكَ اَحَدًا قَالَ فَرَاَيْتُ رَاْىَ اَخِىْ اَفْضَلَ مِنْ رَاْيِىْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৯১৪. **অনুবাদ :** হযরত জাবালা ইবনে হারেছা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভাই যায়েদকে আমার সাথে পাঠিয়ে দিন। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই তো যায়েদ। যদি সে তোমার সাথে চলে যেতে চায়, আমি তাকে বাধা দেব না। এ কথা শুনে যায়েদ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আপনার উপর আমি অন্য আর কাউকেও প্রাধান্য দেব না। [যায়েদের এ কথা শুনে] জাবালা বলেন, পরবর্তীতে আমি বুঝতে পারলাম, আমার সিদ্ধান্ত অপেক্ষা আমার ভাই যায়েদের সিদ্ধান্তই ছিল উত্তম। −[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** 'জাবালা' ছিলেন যায়েদের বড় ভাই। যায়েদ তার পিতামাতা ও বংশ-খান্দান তথা আপন-জনদের নিকটে যাওয়া অপেক্ষা নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে থাকাকেই অগ্রাধিকার দিলেন।

وَعَنْ ٥٩١٥ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) قَالَ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَبَطْتُ وَهَبَطَ النَّاسُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُصْمِتَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ .

৫৯১৫. **অনুবাদ :** হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোগ যখন খুব বেড়ে গেল, তখন আমি ও অন্যান্য লোকেরা মদিনায় অবতরণ করলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গেলাম। এ সময় তিনি নীরব হয়ে রয়েছিলেন। কথাবার্তা বলতে পারছিলেন না।

فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَىَّ وَيَرْفَعُهُمَا فَاَعْرِفُ اَنَّهٗ يَدْعُوْلِىْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার গায়ের উপর তাঁর উভয় হাত রাখলেন। তারপর হাত দুটি উপরে উঠালেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি আমার জন্য দোয়া করছেন। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাতের মাত্র কয়েক দিন পূর্বে সুস্থাবস্থায় হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে যুদ্ধের জন্য রওয়ানা করেছিলেন। সেনাদল মদিনার অনতিদূরে 'জারফ' নামক স্থানে অবস্থান করছিল। ঠিক এমন সময় হঠাৎ নবী করীম ﷺ -এ রোগ বেড়ে যাওয়ায় সেনাদল মদিনায় ফিরে আসল। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-কে দেখে তখন নবী করীম ﷺ তাঁর জন্য দোয়া করলেন।

وَعَنْ ٥٩١٦ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُنَحِّىَ مُخَاطَ اُسَامَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَعْنِىْ حَتّٰى اَنَا الَّذِىْ اَفْعَلُ قَالَ يَا عَائِشَةُ اُحِبِّيْهِ فَاِنِّىْ اُحِبُّهٗ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৯১৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, একদা নবী করীম ﷺ উসামার নাকের শ্লেষ্মা দূর করতে চাইলে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আপনি এটা রাখুন! এ কাজটি আমিই করব। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, হে আয়েশা! তুমি উসামাকে স্নেহ করো। কেননা আমি তাকে অত্যধিক ভালোবাসি। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٩١٧ اُسَامَةَ (رض) قَالَ كُنْتُ جَالِسًا اِذْ جَاءَ عَلِىٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَاْذِنَانِ فَقَالَا لِاُسَامَةَ اِسْتَاْذِنْ لَنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِىٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَاْذِنَانِ فَقَالَ اَتَدْرِىْ مَا جَاءَ بِهِمَا قُلْتُ لَا قَالَ لٰكِنِّىْ اَدْرِىْ اِئْذَنْ لَهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْنَاكَ نَسْاَلُكَ اَىُّ اَهْلِكَ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَا مَا جِئْنَاكَ نَسْاَلُكَ عَنْ اَهْلِكَ قَالَ اَحَبُّ اَهْلِىْ اِلَىَّ مَنْ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتُ عَلَيْهِ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ.

৫৯১৭. অনুবাদ : হযরত উসামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি [নবী করীম ﷺ -এর ঘরের দরজায়] বসা ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ হযরত আলী ও আব্বাস (রা.) এসে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁরা দুজনে উসামাকে বললেন, আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যাওয়ার অনুমতি নিয়ে আস। [উসামা বলেন,] আমি গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আলী ও আব্বাস আপনার অনুমতি চাচ্ছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন [হে উসামা] তুমি কি জান, তাঁরা দুজন কেন এসেছে? আমি বললাম, জি-না, আমি জানি না। নবী করীম ﷺ বললেন, কিন্তু আমি জানি, আচ্ছা তাঁদেরকে আসতে বল। অতঃপর তাঁরা উভয়ে প্রবেশ করলেন। এবার তাঁরা উভয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে এ কথাটি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, আপনার আহলে বাইতের মধ্যে কে আপনার নিকট অধিক প্রিয়? উত্তরে তিনি বললেন, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ ﷺ। তাঁরা বললেন, আপনার পরিবার সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসা করতে আসিনি। তিনি বললেন, আমার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়, যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমিও তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি, সে হলো উসামা ইবনে যায়েদ।

قَالَا ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَعَلْتَ عَمَّكَ اٰخِرَهُمْ قَالَ اِنَّ عَلِيًّا سَبَقَكَ بِالْهِجْرَةِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَذُكِرَ اَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ فِىْ كِتَابِ الزَّكٰوةِ)

তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর পরে কে? তিনি বললেন, অতঃপর আলী ইবনে আবী তালিব। অতঃপর হযরত আব্বাস (রা.) বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার চাচাকে সকলের শেষে রাখলেন? নবী করীম ﷺ বললেন, আলী তো হিজরতে আপনার অগ্রগামী রয়েছে। –[তিরমিযী। আর اِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ হাদীসটি জাকাত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আলী (রা.) মর্যাদায় যে হযরত উসামা (রা.) হতে অনেক উত্তম ছিলেন, তা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং মর্যাদাবান হওয়া এবং প্রিয়তম হওয়া এক নয়। হযরত আব্বাস (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের সময় হিজরত করেছেন। এ হিসেবে হযরত আলী (রা.) মর্যাদায় হযরত আব্বাস (রা.)-এর চেয়ে উপরে রয়েছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٩١٨ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ (رض) قَالَ صَلَّى اَبُوْ بَكْرِ نِ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِىْ وَمَعَهُ عَلِىٌّ فَرَاَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَحَمَلَهُ عَلٰى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِاَبِىْ شَبِيْهٌ بِالنَّبِىِّ ﷺ لَيْسَ شَبِيْهًا بِعَلِىٍّ وَعَلِىٌّ يَضْحَكُ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৯১৮. অনুবাদ : হযরত ওকবা ইবনে হারেছ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) [তাঁর খেলাফতকালে] একদিন আসরের নামাজের পর বের হয়ে পায়চারি করছিলেন, তাঁর সাথে হযরত আলী (রা.)ও ছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) দেখলেন, হাসান অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করছেন, তখন তিনি তাঁকে তুলে নিজের কাঁধে বসালেন এবং বললেন, আমার পিতা কুরবান হোন, ইনি তো নবী করীম ﷺ -এর অবিকল সদৃশ, আলীর সাথে কোনো সাদৃশ্য নেই, তখন হযরত আলী (রা.) হাসছিলেন। –[বুখারী]

٥٩١٩ وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ اُتِىَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَاْسِ الْحُسَيْنِ فَجُعِلَ فِىْ طَسْتٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِىْ حُسْنِهِ شَيْئًا قَالَ اَنَسٌ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ اِنَّهُ كَانَ اَشْبَهَهُمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ مَخْضُوْبًا بِالْوَسْمَةِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৯১৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত হুসাইন (রা.)-এর পবিত্র শির [কুফার আমির] ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট আনা হলো এবং তা একটি বড় খাঞ্চায় রাখা হলো, তখন [হতভাগা] ইবনে যিয়াদ তাঁর মুখের মধ্যে [ছড়ি দ্বারা] টোকা দিতে লাগল এবং তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করল। হযরত আনাস (রা.) বলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! হুসাইনের আকৃতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আকৃতির সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তখন তাঁর চুল ও দাড়ির মধ্যে 'ওয়াসমা' ঘাসের খেযাব লাগানো ছিল। –[বুখারী]

وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ فَجِيْئَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِقَضِيْبٍ فِىْ اَنْفِهِ وَيَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هٰذَا حُسْنًا فَقُلْتُ اَمَا اِنَّهُ كَانَ مِنْ اَشْبَهِهِمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ـ

আর তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আনাস (রা.) বলেন,আমি ইবনে যিয়াদের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হযরত হুসাইন (রা.)-এর পবিত্র শির আনা হলো, তখন ইবনে যিয়াদ হাতের ছড়ি দ্বারা তার নাকের মধ্যে আঘাত করতে করতে তিরস্কারের সুরে বলল, এত সুন্দর চেহারা আমি কখনো দেখিনি। [আনাস (রা.) বলেন,] তখন আমি তার কথার প্রতিবাদে বললাম, সাবধান! হুসাইন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আকৃতির সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। –আর ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি সহীহ, হাসান ও গরীব।

٥٩٢٠ وَعَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ (رضـ) اَنَّهَا دَخَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ رَأَيْتُ حُلْمًا مُنْكَرًا اللَّيْلَةَ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَتْ اِنَّهُ شَدِيْدٌ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَتْ رَأَيْتُ كَاَنَّ قِطْعَةً مِنْ جَسَدِكَ قُطِعَتْ وَوُضِعَتْ فِىْ حِجْرِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتِ خَيْرًا تَلِدُ فَاطِمَةُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ غُلَامًا يَكُوْنُ فِىْ حِجْرِكِ فَوَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحُسَيْنَ فَكَانَ فِىْ حِجْرِىْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلْتُ يَوْمًا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِىْ حِجْرِهِ ثُمَّ كَانَتْ مِنِّىْ اِلْتِفَاتَةٌ فَاِذَا عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تُهْرِيْقَانِ الدُّمُوْعَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ مَالَكَ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ اُمَّتِىْ سَتَقْتُلُ ابْنِىْ هٰذَا فَقُلْتُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ وَاَتَانِىْ بِتُرْبَةٍ مِنْ تُرْبَتِهِ حَمْرَاءَ ـ

৫৯২০. অনুবাদ : হযরত উম্মুল ফযল বিনতে হারেছ (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ রাত্রে আমি খারাপ একটি স্বপ্ন দেখেছি। তিনি বললেন, সে স্বপ্নটা কি? উম্মুল ফযল বললেন, তা অতি ভয়ানক। তিনি পুনরায় বললেন, আরে বল না, সে স্বপ্নটা কি? তখন উম্মুল ফযল বললেন, আমি দেখেছি, আপনার দেহ মুবারক হতে যেন এক টুকরা গোশ্‌তের কর্তন করা হয়েছে এবং তা আমার কোলে রাখা হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি খুব উত্তম ও চমৎকার স্বপ্ন দেখেছ। ইনশাআল্লাহ কন্যা ফাতেমা একটি ছেলে সন্তান প্রসব করবে, যা তোমার কোলেই রাখা হবে। সুতরাং কিছু দিন পর ফাতেমার গর্ভে হুসাইন জন্মগ্রহণ করলেন এবং তাঁকে আমার কোলেই রাখা হলো, যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন।

[উম্মুল ফযল বলেন,] এরপর একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গেলাম এবং বাচ্চাটিকে [শিশু হুসাইনকে] তাঁর কোলে রাখলাম। অতঃপর আমি [অন্য মনস্কে] আরেক দিকে দেখছিলাম। হঠাৎ এদিকে ফিরে তাকতেই দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। উম্মুল ফযল বলেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর নবী! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোক, আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, এইমাত্র হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে আমাকে বলে গেলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতেরা আমার এ পুত্রটিকে কতল করবে। [নবী করীম ﷺ বলেন.] আমি বিস্ময় প্রকাশে জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার এ পুত্রটিকে কি তারা কতল করবে? হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, হ্যাঁ এবং ঐ জায়গার লাল মাটি এনেও আমাকে দেখিয়েছেন, যেখানে তাঁকে কতল করা হবে।

وَعَنْ ٥٩٢١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ ذَاتَ يَوْمٍ بِنِصْفِ النَّهَارِ اَشْعَثَ اَغْبَرَ بِيَدِهِ قَارُوْرَةٌ فِيْهَا دَمٌ فَقُلْتُ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ مَا هٰذَا قَالَ هٰذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَاَصْحَابِهِ وَلَمْ اَزَلْ اَلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمِ فَاُحْصِيْ ذٰلِكَ الْوَقْتَ فَاَجِدُ قُتِلَ ذٰلِكَ الْوَقْتَ ـ (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ وَاَحْمَدُ الْاَخِيْرَ)

৫৯২১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘুমন্ত ব্যক্তি যেভাবে কিছু দেখে, অনুরূপভাবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একদা দ্বিপ্রহরে ধুলাবালি আবৃত এলোমেলো অবস্থায় দেখলাম। তাঁর হাতের মধ্যে রক্তে পরিপূর্ণ একটি শিশি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোন। এটা কি? তিনি বললেন, এটা হুসাইন এবং তার সঙ্গীদের রক্ত, যা আমি আজকের দিন অত্র শিশিতে উঠিয়ে রাখছি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি স্বপ্নের সে সময়টি স্বরণে রাখি। পরে দেখতে পেলাম, হযরত হুসাইন ঠিক সে ওয়াক্তেই নিহত হয়েছেন। –[উপরিউক্ত হাদীস দুটি বায়হাকী দালায়েলুন নুবুওয়্যাত গ্রন্থে ও আহমদ শেষের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْهُ ٥٩٢٢ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحِبُّوا اللّٰهَ لِمَا يَغْذُوْكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ وَاَحِبُّوْنِيْ لِحُبِّ اللّٰهِ وَاَحِبُّوْا اَهْلَ بَيْتِيْ لِحُبِّيْ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯২২. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে মহব্বত কর। কেননা তিনি তোমাদের প্রতি খাদ্যসামগ্রীর মাধ্যমে অনুগ্রহ করে থাকেন। আর আমাকে ভালোবাস, যেহেতু আমি আল্লাহর হাবীব। আর আমার আহলে বায়তকে ভালোবাস আমার মহব্বতে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'যার নুন খাও তার গুন গাও'– অথচ আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র রিজিকদাতা। তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা রাখা অপরিহার্য। আমি আল্লাহর বন্ধু। সুতরাং বন্ধুর বন্ধু বন্ধুই হয়। আর আমার আহলে বায়তকে যে মহব্বত করল, প্রকৃতপক্ষে সে আমাকেই মহব্বত করল।

وَعَنْ ٥٩٢٣ اَبِيْ ذَرٍّ (رض) اَنَّهُ قَالَ وَهُوَ اٰخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلَا اِنَّ مَثَلَ اَهْلِ بَيْتِيْ فِيْكُمْ مَثَلُ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫৯২৩. অনুবাদ : হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি কা'বা শরীফের দরজা ধরে বললেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, সাবধান! আমার আহলে বায়ত হলো তোমাদের জন্য নূহ (আ.)-এর নৌকার ন্যায়। যে তাতে আরোহণ করবে, সে রক্ষা পাবে। আর যে তা হতে পশ্চাতে থাকবে, সে ধ্বংস হবে। –[আহমদ]

بَابُ مَنَاقِبِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ

পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্রা স্ত্রীগণের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

রাসূলে কারীম ﷺ প্রথম বিবাহ মক্কাতে হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.)-এর সাথে করেছেন। সে সময় রাসূল ﷺ -এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর আর হযরত খাদীজা (রা.)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। হযরত খাদীজা (রা.) হিজরতের তিন বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর রাসূল ﷺ মক্কাতেই পঞ্চাশ বছর বয়সী হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ (রা.) -কে বিবাহ করেন। সে সময় রাসূল ﷺ -এর বয়স ছিল প্রায় ৫৭ বছর। হযরত সাওদা (রা.)-এর ইন্তেকালের তারিখ ৫৪ হিজরি কিংবা এক বর্ণনা অনুসারে ৪১ হিজরি। নবুয়তের দশম বছর মক্কাতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর সাথে রাসূল ﷺ -এর বিবাহ হয়েছিল। সে সময় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর বয়স ছিল ছয় বছর। আর ১ম হিজরিতে যখন তিনি রাসূল ﷺ -এর ঘরে বিদায় হয়ে এসেছেন তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর। তাঁর ইন্তেকালের তারিখ ৫৫ হিজরি কিংবা ৫৭ হিজরি। ২য় হিজরি কিংবা ৩য় হিজরিতে হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রা.)-এর সাথে রাসূল ﷺ -এর বিবাহ হয়েছিল এবং তিনি ৪১ হিজরি কিংবা ৪৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ৩য় হিজরিতে হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রা.)-এর সাথে রাসূল ﷺ -এর বিবাহ হয়েছিল। বিবাহের কয়েক মাস পরেই ৪র্থ হিজরিতে কিংবা এক বর্ণনা অনুসারে ৩য় হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। হযরত উম্মে সালামা বিনতে উমাইয়া মাখাযূমী (রা.)-কে রাসূল ﷺ তৃতীয় কিংবা চতুর্থ হিজরিতে বিবাহ করেন এবং তিনি ৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন, অন্য এক বর্ণনা অনুসারে তিনি ৬২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)-কে রাসূল ﷺ ৫ম হিজরিতে বিবাহ করেন এবং তিনি ২০ হিজরি কিংবা ২১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকালের পর সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ -এর যে পবিত্রা স্ত্রী ইন্তেকাল করেন তিনিই হচ্ছেন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)। হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) যিনি হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.)-এর কন্যা এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বোন ছিলেন প্রথমে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী হিজরত করে হাবশায় চলে যান। সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করে। এদিকে হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) স্বীয় ধর্ম ইসলামের উপর অটল থাকেন। ৬ষ্ঠ হিজরিতে হাবশার বাদশাহ নাজাশী তাঁর বিবাহ রাসূল ﷺ -এর সাথে করিয়ে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাঁর নির্ধারিত বিবাহের মোহর চার হাজার দিরহাম পরিশোধ করে দেন। হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) ৪৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) ৬ষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত গাযওয়ায়ে মুরাইসীতে যাকে গাযওয়ায়ে বনী মুসতালিকও বলা হয় বন্দি হয়ে আসেন। রাসূল ﷺ তাঁকে মুক্ত করে বিবাহ করেন। তিনি ৫৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। হযরত মায়মূনা (রা.) যিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর খালা ছিলেন ৭ম হিজরিতে রাসূল ﷺ -এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি ৬১ হিজরি কিংবা ৫১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। হযরত সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব (রা.) খায়বর যুদ্ধে বন্দি হন। সে সময় তার বয়স ১৭ বছর ছিল। রাসূল ﷺ তাঁকে মুক্ত করে বিবাহ করেন। তিনি ৫০ হিজরিতে কিংবা এক বর্ণনা মতে ৫২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

রাসূল ﷺ -এর এই এগারোজন পবিত্রা স্ত্রীগণের সংখ্যা সম্পর্কে রেওয়ায়েতসমূহ ঐকমত্য পোষণ করে, কিন্তু বারোতম পবিত্রা স্ত্রী অর্থাৎ হযরত রায়হানা (রা.)-এর ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে বাঁদি হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু অন্য কতক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত রায়হানা (রা.) যিনি ইহুদি বংশের মেয়ে ছিলেন যুদ্ধবন্দিনী হয়ে এসেছিলেন। অতএব রাসূল ﷺ তাঁকে আজাদ করেন এবং ৬ষ্ঠ হিজরিতে তাঁকে বিবাহ করেন। যাহোক রাসূল ﷺ এ সকল পবিত্রা রমণীগণকে [যাঁরা উম্মতের মাতা] বিবাহ করেন এবং সবার সাথে মিলনও করেন। বিশ অথবা বিশের অধিক রমণীদের কথা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এসেছে যে, যাঁদেরকে রাসূল ﷺ বিবাহ তো করেছেন কিন্তু মিলনের পূর্বেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কতিপয় এমন রমণীর বর্ণনাও পাওয়া যায় যাঁদের সাথে রাসূল ﷺ -এর বিবাহের কথাবার্তা হয়েছিল, কিন্তু পরিশেষে বিবাহ হয়নি। তদ্রূপ কতিপয় রেওয়ায়েতে এমন রমণীদেরও উল্লেখ পাওয়া যায় যাঁরা রাসূল ﷺ -এর বিবাহ বন্ধনে ছিলেন, কিন্তু যখন এ আয়াতে কারীমা يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ الخ অবতীর্ণ হলো তখন তাঁরা আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিলেন এবং রাসূল ﷺ -এর বিবাহ বন্ধন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন।

রাসূল ﷺ -এর বাঁদিদের সংখ্যা চারজন বর্ণনা করা হয়। যাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলেন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.)। যাঁর গর্ভ হতে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ﷺ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তিনি ১৬ হিজিরতে ইন্তেকাল করেন। দ্বিতীয় হলেন উপরিউক্ত

হযরত রায়হানা বিনতে সামওয়ান বা বিনতে যায়েদ (রা.)। যাঁর ব্যাপারে কারো কারো বক্তব্য হলো, তিনি রাসূল ﷺ -এর বিবাহ বন্ধনে ছিলেন না, বরং বাঁদি ছিলেন। তাঁকে রাসূল ﷺ আজাদ করেননি এবং মালিকানার সূত্রে তাঁর সাথে সহবাস করেন। অবশিষ্ট দুজনের মধ্য হতে একজন তো হলো ঐ বাঁদি যাকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) হাদিয়াস্বরূপ রাসূল ﷺ -এর খেদমতে পেশ করেছিলেন। আর অপরজন হলো যিনি কোনো যুদ্ধে বন্দিনী হয়ে এসেছিলেন।
–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৪১৯ ও ৪২০]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٩٢٤ - عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَشَارَ وَكِيْعٌ اِلَى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ -

৫৯২৪. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, মারইয়াম বিনতে ইমরান ছিলেন [তৎকালীন দুনিয়ার] সমস্ত নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা। আর হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলেদ (রা.) হলেন [বর্তমান উম্মতের] সমগ্র নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। –[বুখারী ও মুসলিম]
অপর এক রেওয়ায়েতে আছে– হযরত আবূ কুরাইব (রা.) বলেন, বর্ণনাকারী ওয়াকী' আসমান ও জমিনের দিকে ইঙ্গিত করেন [অর্থাৎ এ দুই স্থানের মধ্যে এঁরা উত্তম ও শ্রেষ্ঠা]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে জানা গেল যে, হযরত মারইয়াম (আ.) যিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্মানিতা মাতা ছিলেন স্বীয় উম্মতে ঈসাবীর মধ্যে এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা.) স্বীয় উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠা; কিন্তু এতে এ ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হলো না যে, তাঁদের দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠা? হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত খাদীজা (রা.) হতে শ্রেষ্ঠা? নাকি হযরত খাদীজা (রা.) হযরত মারইয়াম (আ.) হতে শ্রেষ্ঠা? আমরা তাফসীরে নসফীতে লিখেছি যে, হযরত মারইয়াম (আ.) হতে হযরত খাদীজাতুল কুবরা ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) শ্রেষ্ঠা, কেননা হযরত মারইয়াম (আ.) তো নবী ছিলেন না, আর একথাও স্বীকৃত যে, উম্মতে মুহাম্মদী অন্য সকল উম্মত হতে শ্রেষ্ঠ, তবে এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে। তদ্রূপ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উপর হযরত ফাতেমা (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারটিও মতভেদপূর্ণ। ইমাম মালেক (র.)-এর বক্তব্য হলো, হযরত ফাতেমা (রা.) হলেন নবীর কলিজার টুকরা, আর আমি নবীর কলিজার টুকরার উপর কোনো রমণীকে শ্রেষ্ঠত্ব দেই না। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৪২০]

٥٩٢٥ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ اَتٰى جِبْرَئِيْلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهٖ خَدِيْجَةُ قَدْ اَتَتْ مَعَهَا اِنَاءٌ فِيْهِ اِدَامٌ وَطَعَامٌ فَاِذَا اَتَتْكَ فَاَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّيْ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯২৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে খাদীজা একটি পাত্র নিয়ে আসছেন। তাতে তরকারি এবং খাওয়ার দ্রব্য রয়েছে। তিনি যখন আপনার নিকট আসবেন, তখন আপনি তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ হতে এবং আমার পক্ষ হতে সালাম বলবেন এবং তাঁকে জান্নাতের মধ্যে মুক্তাখচিত এমন একটি প্রাসাদের সুসংবাদ প্রদান করবেন, যেখানে না কোনো হৈ-হুল্লোড় আছে আর না কোনো কষ্ট রয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবী করীম ﷺ যে সময় হেরা গুহায় অবস্থানরত ছিলেন, সে সময় হযরত খাদীজা (রা.) মক্কা হতে এ খাদ্য নিয়ে এসেছিলেন। তবে 'সূরা ইক্বরা' নাজিল হওয়ার পরও নবী করীম ﷺ কিছু দিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন। সুতরাং এটা 'সূরা ইক্বরা' নাজিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা নয়; বরং পরের ঘটনা।

وَعَنْ ٥٩٢٦ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلٰى اَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلٰكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا اَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِيْ صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِي الدُّنْيَا اِمْرَأَةٌ اِلَّا خَدِيْجَةَ فَيَقُوْلُ اِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِيْ مِنْهَا وَلَدٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯২৬. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিবি খাদীজা (রা.)-এর প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হতো, ততটা ঈর্ষা নবী করীম ﷺ -এর অপর কোনো স্ত্রীর প্রতি আমি পোষণ করতাম না। অথচ তাঁকে আমি দেখিওনি। কিন্তু [ঈর্ষার কারণ ছিল এই যে,] নবী করীম ﷺ অধিকাংশ সময় তাঁর কথা আলোচনা করতেন। প্রায়শ বকরি জবাই করে তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে তা হযরত খাদীজা (রা.)-এর বান্ধবীদের জন্য [হাদিয়াস্বরূপ] পাঠাতেন। আমি কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতাম, 'মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজা ব্যতীত আর কোনো স্ত্রীলোকই নেই।' তখন তিনি উত্তরে বলতেন, নিশ্চয়ই সে এরূপই ছিল, এরূপই ছিল। আর তাঁর পক্ষ হতেই আমার সন্তানসন্ততি রয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٩٢٧ اَبِيْ سَلَمَةَ (رض) اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشُ هٰذَا جِبْرَئِيْلُ يَقْرِئُكَ السَّلَامَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَتْ وَهُوَ يَرٰى مَالَا اَرٰى . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯২৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সালামা হতে বর্ণিত, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, [একদা] রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, হে আয়েশা! এই যে জিবরাঈল (আ.), তোমাকে সালাম বলেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) [জবাবে] বললেন, তাঁর উপরও সালাম এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি যা দেখতে পাই না, তিনি [অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল ﷺ] তা দেখতে পান। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٩٢٨ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلٰثَ لَيَالٍ يَجِيْئُ بِكِ الْمَلَكُ فِيْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَقَالَ لِيْ هٰذِهٖ اِمْرَأَتُكَ فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَاِذَا اَنْتِ هِيَ فَقُلْتُ اِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهٖ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯২৮. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তোমাকে তিন রাত্রিতে স্বপ্নযোগে আমাকে দেখানো হয়েছে। একজন ফেরেশতা তোমাকে রেশমি কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে আসেন এবং আমাকে বলেন, ইনি আপনার স্ত্রী। তখন আমি তোমার মুখের কাপড় খুললাম। তখন দেখতে পেলাম, তুমিই। অতঃপর আমি [মনে মনে] বললাম, এটা যদি আল্লাহর পক্ষ হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই পূর্ণ হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে 'যদি' শব্দ দ্বারা সন্দেহ বুঝানো হয়নি। কেননা নবী করীম ﷺ -এর স্বপ্ন যে আল্লাহর পক্ষ হতে হয়েছে, তাতে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। এর দৃষ্টান্ত হলো, যেমন কোনো শাসক তার অধীনস্থকে বলে, আমি যদি অমুক .... শাসক হয়ে থাকি, তাহলে তোমাকে দেখিয়ে ছাড়ব। অর্থাৎ নিশ্চিত তা হবেই।

وَعَنْهَا ٥٩٢٩ قَالَتْ اِنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُوْنَ بِذٰلِكَ مَرْضَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَتْ اِنَّ نِسَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُنَّ حِزْبَيْنِ فَحِزْبٌ فِيْهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِزْبُ الْاٰخَرُ اُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَ حِزْبُ اُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُوْلُ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُهْدِىَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْيُهْدِهِ اِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ لَهَا لَا تُؤْذِيْنِىْ فِىْ عَائِشَةَ فَاِنَّ الْوَحْىَ لَمْ يَأْتِنِىْ وَاَنَا فِىْ ثَوْبِ اِمْرَأَةٍ اِلَّا عَائِشَةَ قَالَتْ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اَذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ اِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ فَاَرْسَلْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ اَلَا تُحِبِّيْنَ مَا اُحِبُّ قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَاَحِبِّىْ هٰذِهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَنَسٍ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ فِىْ بَابِ بَدْءِ الْخَلْقِ بِرِوَايَةِ اَبِىْ مُوْسٰى .

৫৯২৯. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লোকেরা তাদের হাদিয়া বা উপহার পাঠাবার জন্য আমি আয়েশার [ঘরে রাত্রি যাপনের] দিনের লক্ষ্য রাখত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রীগণ দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। এক দলে ছিলেন হযরত আয়েশা, হাফসা, সাফিয়্যা ও সাওদা (রা.)। আর অপর দলে ছিলেন হযরত উম্মে সালাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্যান্য স্ত্রীগণ। হযরত উম্মে সালামার দলের বিবিগণ উম্মে সালামাকে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে আলাপ করুন, তাঁকে বলুন, তিনি যেন সমস্ত মানুষকে বলে দেন যে, কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হাদিয়া দিতে চাইলে তিনি তাঁর যেই স্ত্রীর কাছেই অবস্থান করুন না কেন, সেখানেই যেন পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর হযরত উম্মে সালামা (রা.) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কথাবার্তা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, হে উম্মে সালামা! আয়েশার ব্যাপারে তুমি আমাকে কষ্ট দিয়ো না। কেননা একমাত্র আয়েশা ছাড়া আর কোনো স্ত্রীর সাথে এক কাপড়ে থাকাকালে আমার কাছে ওহী আসেনি। হযরত উম্মে সালামা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে কষ্ট দেওয়া হতে আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা করছি। অতঃপর বিবিগণ হযরত ফাতেমা (রা.)-কে ডেকে এনে এ ব্যাপারে তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পাঠালেন। সুতরাং হযরত ফাতেমা (রা.) গিয়ে তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে স্নেহময়ী! আমি যা পছন্দ করি, তুমি কি তা পছন্দ কর না? হযরত ফাতেমা (রা.) বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি আয়েশাকে ভালোবাস। –[বুখারী ও মুসলিম]

বদউল খালক পরিচ্ছেদে নারীকুলের উপর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর ফজিলত সম্পর্কিত হযরত আবূ মূসা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٩٣٠ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَاٰسِيَةُ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯৩০. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, সারা বিশ্বের মহিলাদের মধ্য হতে এই চারজন মহিলার ফজিলত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়াই তোমার জন্য যথেষ্ট। তাঁরা হলেন, হযরত মারইয়াম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলেদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٩٣١ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ جِبْرَئِيْلَ جَاءَ بِصُوْرَتِهَا فِيْ خِرْقَةِ حَرِيْرٍ خَضْرَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هٰذِهٖ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯৩১. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর [অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.)-এর] আকৃতির উপর একটি জিনিস সবুজ বর্ণের রেশমি কাপড়ে পেঁচিয়ে এনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, ইনি দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার বিবি হবেন। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٩١٣٢ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ بَلَغَ صَفِيَّةَ اَنَّ حَفْصَةَ (رضـ) قَالَتْ بِنْتُ يَهُوْدِيٍّ فَبَكَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ تَبْكِيْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ فَقَالَتْ قَالَتْ لِيْ حَفْصَةُ اِنِّيْ اِبْنَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّكِ لَابْنَةُ نَبِيٍّ وَاِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيٌّ وَاِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ فَفِيْمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ ثُمَّ قَالَ اِتَّقِي اللّٰهَ يَا حَفْصَةُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

৫৯৩২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিবি সাফিয়্যার কাছে এ কথাটি পৌঁছেছে যে, বিবি হযরত হাফসা (রা.) তাঁকে ইহুদি কন্যা বলেছেন। একথা শুনে [দুঃখে ও ক্ষোভে] সাফিয়্যা কাঁদতে লাগলেন। এমন সময় নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট গিয়ে দেখলেন, তিনি কাঁদছেন! জিজ্ঞাসা করলেন, কি কারণে তুমি কাঁদছ? সাফিয়্যা বললেন, হাফসা আমাকে ইহুদি কন্যা বলেছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, [হাফসা ঠিক বলেনি] তুমি তো এক নবীর কন্যা, আরেক নবী তোমার চাচা এবং তুমি আরেক নবীর স্ত্রী। সুতরাং হাফসা কোন কথায় তোমার উপর গর্ব করতে পারে? অতঃপর তিনি বললেন, হে হাফসা! আল্লাহকে ভয় কর। –[তিরমিযী ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বিবি সাফিয়্যা ছিলেন ইহুদি সরদার হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা। আর হুয়াই ইবনে আখতাব ছিল হযরত হারূন (আ.)-এর বংশধর। পিতামহ নবী ছিলেন এ হিসেবে তিনি নবীর কন্যা। এ হিসেবে হযরত মূসা (আ.) সাফিয়্যার চাচা। কিন্তু হাফসার পিতৃ বা মাতৃবংশে কোনো নবীই নেই। সুতরাং সে কোন কথায় তোমার উপর গর্ব-অহংকার করতে পারে? আর কাউকে বংশ খান্দান তুলে নিন্দা বা তিরস্কার করতে কুরআনে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। তাই হাফসাকে ধমক দিয়ে রাসূল ﷺ বলেছেন, কথাবার্তা বলতে সতর্কতা অবলম্বন কর। আল্লাহকে ভয় কর।

٥٩٣٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ عَامَ الْفَتْحِ فَنَاجَاهَا فَبَكَتْ ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَأَلْتُهَا عَنْ بُكَائِهَا وَضَحِكِهَا فَقَالَتْ أَخْبَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ يَمُوْتُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَخْبَرَنِيْ أَنِّيْ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ فَضَحِكْتُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯৩৩. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের পর একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ফাতেমাকে নিজের কাছে নিয়ে চুপে চুপে কিছু কথা বললেন। তা শুনে ফাতেমা কেঁদে দিলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় তাঁর সাথে কথা বললেন, এবার ফাতেমা হেসে দিলেন। [উম্মে সালামা (রা.) বলেন,] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর আমি হযরত ফাতেমাকে [ঐদিন] কাঁদার ও হাসার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, অচিরেই তিনি ইন্তেকাল করবেন, এটা শুনে আমি কেঁদেছি। তারপর তিনি আমাকে বললেন, আমি মারইয়াম বিনতে ইমরান ব্যতীত জান্নাতি সমস্ত নারীদের সরদার হবো। এটা শুনে আমি হেসেছি। -[তিরমিযী]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٩٣٤ - عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ مَا اَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৫৯৩৪. অনুবাদ : হযরত আবূ মুসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ যখনই কোনো মাসআলায় সন্দেহ বা সমস্যায় পড়তাম, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁর কাছে তার সঠিক উত্তর বা সমাধান পেয়ে যেতাম। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) রাসূল ﷺ থেকে শুনে এবং নিজের ইজতিহাদী শক্তির মাধ্যমে অজস্র জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এরই মাধ্যমে তিনি সাহাবায়ে কেরামের জ্ঞানপূর্ণ জটিল প্রশ্নের সমাধান দিতেন এবং হাদীস ইত্যাদির যে কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হলে তারও জটিলতা দূর করে দিতেন। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৪২৮]

٥٩٣٥ - وَعَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ (رضـ) قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ)

৫৯৩৫. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত মূসা ইবনে তালহা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) অপেক্ষা সুন্দর ও নির্ভুল ভাষ্যের অধিকারী আমি আর কাউকে দেখিনি। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হযরত মূসা ইবনে তালহা (র.) একথা হয়তো হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর সর্বোচ্চ প্রশংসার ক্ষেত্রে বলেছেন কিংবা বাস্তবিকই তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে অধিক বাগ্মী অন্য কাউকে দেখেননি বা পাননি। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৪২৮]

بَابُ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ
পরিচ্ছেদ : সমষ্টিগতভাবে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

এ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার (র.) কোনো বিশেষ দলের নির্দিষ্টতা ব্যতীত এবং পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদ স্থাপন না করে সমষ্টিগতভাবে কতিপয় প্রখ্যাত সাহাবীর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য সংবলিত হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন। উক্ত প্রখ্যাত সাহাবীদের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীন, আহলে বাইত, আশারায়ে মুবাশশারা, রাসূলের পবিত্রা স্ত্রীগণ, মুহাজিরগণ, আনসারগণ এবং এঁরা ছাড়া অন্যান্য সাহাবীগণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৪২৯]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٩٣٦ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَانَ فِىْ يَدِىْ سَرَقَةً مِنْ حَرِيْرٍ لَا اَهْوِىْ بِهَا اِلٰى مَكَانٍ فِى الْجَنَّةِ اِلَّا طَارَتْ بِىْ اِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلٰى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَخَاكَ رَجُلٌ صَالِحٌ اَوْ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৩৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার হাতে যেন এক টুকরা রেশমি কাপড়। আমি জান্নাতের মধ্যে যে কোথাও যেতে ইচ্ছা করি, তখনই ঐ কাপড়খণ্ডটি আমাকে সেখানে উড়িয়ে নিয়ে যায়। অতঃপর আমি এই স্বপ্নের কথা [আমার ভগ্নি] হাফসার কাছে বললাম, তখন হযরত হাফসা (রা.) তা নবী করীম ﷺ -এর নিকট বললে তিনি জবাবে বললেন, তোমার ভাই, অথবা বলেছেন, আব্দুল্লাহ একজন নেককার লোক। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রেশমি কাপড়ের টুকরাটির দ্বারা তাঁর নির্মল ও পবিত্র আমলের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যা বেহেশতে তাঁর উচ্চ মর্যাদা অর্জনে সহায়ক।

٥٩٣٧ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ اِنَّ اَشْبَهَ النَّاسِ دَلًّا وَ سَمْتًا وَهَدْيًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَابْنُ اُمِّ عَبْدٍ مِنْ حِيْنِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ اِلٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَيْهِ لَا نَدْرِىْ مَا يَصْنَعُ فِىْ اَهْلِهِ اِذَا خَلَا . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৯৩৭. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, গাম্ভীর্য, চালচলন এবং পথ চলার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে অধিকতর সদৃশ ছিলেন ইবনে উম্মে আবদ [অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)]− ঘর হতে বের হওয়ার পর পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত। তবে যখন তিনি গৃহের অভ্যন্তরে একাকী থাকতেন, তখন কি অবস্থায় থাকতেন, তা আমাদের জানা নেই। −[বুখারী]

وَعَنْ ٥٩٣٨ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) قَالَ قَدِمْتُ اَنَا وَاَخِىْ مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَثْنَا حِيْنًا مَا نَرٰى اِلَّا اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَا نَرٰى مِنْ دُخُوْلِهٖ وَدُخُوْلِ اُمِّهٖ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৩৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার ভাই ইয়েমেন হতে [মদিনায়] আগমন করলাম এবং বেশ কিছুদিন [মদিনায়] অবস্থান করলাম। আমরা এটাই মনে করতাম যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ নবী করীম ﷺ -এর পরিবারেই একজন সদস্য। কেননা আমরা তাঁকে এবং তাঁর মাতাকে প্রায়ই নবী করীম ﷺ -এর গৃহে যাতায়াত করতে দেখতাম। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : এক রেওয়ায়েতে এসেছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-কে বলে রেখেছিলেন যে, যদি তুমি দু-একজন ব্যক্তিকে আমার নিকট দেখ তাহলে অনুমতি চাওয়া ছাড়াই চলে এস। অন্য এক রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ আমাকে বলে রেখেছিলেন যে, যখন পর্দা ফেলানো থাকবে না এবং তুমি আওয়াজ শুন তাহলে এটাই তোমার জন্য অনুমতি যে যাবৎ না আমি তোমাকে বারণ করি [অনুমতি প্রার্থনা ব্যতীত চলে এস]। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৪৩১]

وَعَنْ ٥٩٣٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِسْتَقْرِؤُا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَالِمٍ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৩৯. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা চার ব্যক্তির নিকট কুরআন অধ্যয়ন কর− ১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.), ২. আবূ হুযায়ফার আজাদকৃত গোলাম সালেম, ৩. উবাই ইবনে কা'ব ও ৪. মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : উক্ত চার মহান সাহাবী কুরআনে কারীম সরাসরি রাসূলে কারীম ﷺ হতে শিখেছিলেন, অন্য দিকে অন্যরা রাসূলে কারীম ﷺ হতে পরোক্ষভাবে তথা সাহাবায়ে কেরাম হতে কুরআনে কারীম শিখেছেন। এ চারজন হাফেজে কুরআনও ছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বড় কারীও ছিলেন। অতএব রাসূলে কারীম ﷺ উক্ত চারজনের বিশেষ মর্যাদা লোকদেরকে অবহিত করেন। −[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৪৩২]

وَعَنْ ٥٩٤٠ عَلْقَمَةَ (رضـ) قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَاَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ اِلَيْهِمْ فَاِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتّٰى جَلَسَ اِلٰى جَنْبِيْ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا اَبُو الدَّرْدَاءِ قُلْتُ اِنِّيْ دَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُيَسِّرَ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَيَسَّرَكَ لِيْ فَقَالَ مَنْ اَنْتَ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ قَالَ اَوَ لَيْسَ عِنْدَكُمْ اِبْنُ اُمِّ عَبْدٍ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادَةِ وَالْمِطْهَرَةِ وَفِيْكُمُ الَّذِيْ اَجَارَهُ اللّٰهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ يَعْنِيْ عَمَّارًا اَوَ لَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِيْ لَا يَعْلَمُهٗ غَيْرُهٗ يَعْنِيْ حُذَيْفَةَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৯৪০. **অনুবাদ :** হযরত আলকামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার সিরিয়া গেলাম এবং [সেখানকার মসজিদে] দু-রাকাত নামাজ আদায় করলাম। অতঃপর আমি দোয়া করলাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে একজন নেককার সাথি জুটিয়ে দাও। তারপর আমি একদল লোকের নিকট এসে বসলাম। হঠাৎ দেখলাম, একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি আসলেন এবং আমার পাশেই বসলেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? তারা বলল, ইনি হযরত আবুদ্দারদা (রা.)। তখন আমি বললাম, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে একজন নেককার সাথি মিলিয়ে দেওয়ার জন্য দোয়া করেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমার জন্য মিলিয়ে দিয়েছেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? বললাম, আমি কূফার অধিবাসী। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কি ইবনে উম্মে আবদ [অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ] নেই? যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জুতা, গদ্দি ও অজুর পাত্র বহনকারী ছিলেন এবং তোমাদের মধ্যে কি ঐ ব্যক্তি নেই? নবী করীম ﷺ -এর মুখের দোয়ায় আল্লাহ তা'আলা যে লোকটিকে শয়তান হতে পানাহ দিয়েছেন। অর্থাৎ হযরত আম্মার [ইবনে ইয়াসীর] (রা.)। আর তোমাদের মধ্যে কি ঐ ব্যক্তি নেই? যিনি ব্যতীত [নবী করীম ﷺ -এর] গোপন তথ্যাদি আর কেউই জানে না। অর্থাৎ হযরত হুযায়ফা (রা.)। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর বিশেষ সাহচর্য ও সম্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত এই তিন ব্যক্তি যে এলাকায় বিদ্যমান আছেন, সেই এলাকার লোকের জন্য অন্য কারো দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

وَعَنْ ٥٩٤١ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَرَاَيْتُ اِمْرَاَةَ اَبِيْ طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشْخَشَةً اَمَامِيْ فَاِذَا بِلَالٌ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৯৪১. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে বেহেশত দেখানো হয় [মি'রাজে অথবা স্বপ্নে.] সেখানে আমি আবূ তালহার স্ত্রীকে দেখেছি। আর আমি [জান্নাতে] আমার সম্মুখে কারো [চলার] পায়ের শব্দ শুনতে পাই। হঠাৎ দেখি যে, সে বেলাল। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হযরত আবূ তালহা (রা.)-এর স্ত্রী হযরত আনাস (রা.)-এর মাতা উম্মে সুলাইম। হযরত আনাস (রা.)-এর পিতা 'মালেক'-এর মৃত্যুর পর হযরত আবূ তালহা (রা.) উম্মে সুলাইমকে বিবাহ করেন।

وَعَنْ ٥٩٤٢ سَعْدٍ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اُطْرُدْ هٰؤُلَاءِ لَا يَجْتَرِئُوْنَ عَلَيْنَا قَالَ وَكُنْتُ اَنَا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ لَسْتُ اُسَمِّيْهِمَا فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقَعَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৯৪২. **অনুবাদ :** হযরত সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা ছয় ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট বসা ছিলাম। তখন মুশরিকরা নবী করীম ﷺ -কে বলল, এ সমস্ত লোকদেরকে [আপনার মজলিস হতে] তাড়িয়ে দিন, যাতে তারা আমাদের উপর সাহসী না হয়ে পড়ে। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, সে ছয়জনের মধ্যে ছিলাম আমি, ইবনে মাসঊদ, হোযায়েল গোত্রের এক ব্যক্তি, বেলাল ও আরো দুজন যাদের নাম আমি বলতে চাই না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মনে তাই উদ্ভব হয়, যা উদ্ভব করতে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হয়েছে। এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, ঠিক এমন সময় আল্লাহ তা'আলা নাজিল করলেন, 'সে সমস্ত লোকদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকাল-সন্ধ্যা তাদের রবকে ডাকে।' –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যারা এখনো ঈমান আনেনি, ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদের ঈমানের প্রত্যাশায় ঐ সমস্ত লোকদের অন্তরে ব্যথা দেওয়া উচিত হবে না, যারা আন্তরিকতার সাথে ঈমান এনে তাদের রবের স্মরণে রত রয়েছে।

وَعَنْ ٥٩٤٣ اَبِيْ مُوْسٰى (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ يَا اَبَا مُوْسٰى لَقَدْ اُعْطِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوٗدَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৪৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আবূ মূসা! তোমাকে দাঊদের কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত দাঊদ (আ.)-এর কণ্ঠস্বর ছিল অতি সুমধুর। যার আকর্ষণে কালামে পাক তেলাওয়াত করার সময় তাঁর কাছে পশু-পাখি পর্যন্ত জড়ো হয়ে যেতো।

وَعَنْ ٥٩٤٤ اَنَسٍ (رض) قَالَ جَمَعَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَةٌ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَاَبُوْ زَيْدٍ قِيْلَ لِاَنَسٍ مَنْ اَبُوْ زَيْدٍ قَالَ اَحَدُ عُمُوْمَتِيْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৪৪. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায় এ চার ব্যক্তি পূর্ণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেছিলেন– উবাই ইবনে কা'ব, মু'আয ইবনে জাবাল, যায়েদ ইবনে ছাবেত ও আবূ যায়েদ। হযরত আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আবূ যায়েদ কে? তিনি বললেন, আমার এক চাচা। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ আনসারদের মধ্যে এ চারজনই পূর্ণ কুরআনের হাফেজ ছিলেন। অন্যথায় মুহাজিরদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণ কুরআনের হাফেজ ছিলেন।

وَعَنْ ٥٩٤٥ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ (رضـ) قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَبْتَغِىْ وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَوَقَعَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَضٰى لَمْ يَاْكُلْ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهٗ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ اِلَّا نَمِرَةٌ فَكُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهٗ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهٗ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ غَطُّوْا بِهَا رَأْسَهٗ وَاجْعَلُوْا عَلٰى رِجْلَيْهِ مِنَ الْاِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهٗ ثَمَرَتُهٗ فَهُوَ يَهْدِبُهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৪৫. অনুবাদ : হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে হিজরত করেছি, সুতরাং আমাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে সাব্যস্ত হয়েছে। তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের পুরস্কারের কিছুই ভোগ না করে [দুনিয়া হতে] চলে গেছেন। মুসআব ইবনে ওমায়ের তাঁদের অন্যতম। তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হলে তাঁকে কাফন দেওয়ার জন্য একটি চাদর ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। ঐ চাদরখানা দিয়ে যখন আমরা তাঁর মাথা ঢাকতাম তখন তাঁর উভয় পা বের হয়ে পড়ত, আবার যখন পা দুটি ঢাকতাম তখন তাঁর মাথা বের হয়ে পড়ত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চাদর দ্বারা তার মাথাটি ঢেকে দাও এবং পা দুটির উপর কিছু ইযখির ঘাস রাখ, আর আমাদের মধ্যে কেউ এমনও রয়েছেন, যাঁর ফল সুপক্ব হয়েছে এবং তিনি তা আহরণ করছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'ফল ভোগ করছেন', অর্থাৎ দুনিয়াতে তাঁরা বহু সম্পদের মালিক হয়েছেন এবং বহুবিধ আরাম-আয়েশ ভোগ করছেন, যদিও তা জায়েজ ও হালাল পন্থায় হয়ে থাকে, তবুও বর্ণনাকারী আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, তাতে আখেরাতের পুরস্কার হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

وَعَنْ ٥٩٤٦ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৪৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, সা'দ ইবনে মু'আযের মৃত্যুতে আরশ নড়ে উঠেছিল। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, সা'দ ইবনে মু'আযের মৃত্যুতে রহমানের আরশ কেঁপে উঠেছিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ হযরত সা'দ (রা.)-এর আত্মার আগমনে আল্লাহর আরশ বা আরশের বাহক ফেরেশতাগণ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।

وَعَنْ ٥٩٤٧ الْبَرَاءِ (رضـ) قَالَ أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَسُّوْنَهَا وَيَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ لِيْنِهَا فَقَالَ أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِ هٰذِهٖ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا وَأَلْيَنُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৪৭. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ -কে হাদিয়াস্বরূপ রেশমি পোশাক পেশ করা হলো। তখন সাহাবীগণ তা স্পর্শ করে তার কোমলতায় বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তার কোমলতা দেখে বিস্ময় বোধ করছ? অথচ সা'দ ইবনে মু'আযের রুমাল যা জান্নাতে তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন, এর চেয়ে অধিক উত্তম এবং আরো অনেক নরম। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'রুমাল' পোশাকের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তা হাত-মুখের ধুলাবালি ইত্যাদি মুছে ফেলার ব্যবস্থা মাত্র। সুতরাং তা যদি এতই উত্তম হয়, তাহলে বেহেশতের আসল পোশাক-পরিচ্ছদ যে কত উন্নতমানের হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

وَعَنْ ٥٩٤٨ أُمِّ سُلَيْمٍ (رضـ) أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنَسٌ خَادِمُكَ أُدْعُ اللّٰهَ لَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ قَالَ أَنَسٌ فَوَاللّٰهِ إِنَّ مَالِيْ لَكَثِيْرٌ وَإِنَّ وَلَدِيْ وَوَلَدَ وَلَدِيْ لَيَتَعَادُّوْنَ عَلٰى نَحْوِ الْمِائَةِ الْيَوْمَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৪৮. অনুবাদ : হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে] বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার খাদেম আনাসের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তখন তিনি এভাবে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তার ধন ও সন্তান বৃদ্ধি করে দাও। আর তুমি তাকে যা কিছু দান করবে তাতে বরকত প্রদান কর। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমার মালসম্পদ প্রচুর এবং আমার সন্তান-সন্ততির সংখ্যা আজ প্রায় একশত অতিক্রম করেছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٩٤٩ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ (رضـ) قَالَ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِأَحَدٍ يَمْشِيْ عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৪৯. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোনো লোকের উদ্দেশ্যে আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনিনি 'নিশ্চয়ই সে জান্নাতবাসী।' -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٩٥٠ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ (رض) قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِيْ مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى وَجْهِهِ اَثَرُ الْخُشُوْعِ فَقَالُوْا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ تَجُوْزُ فِيْهِمَا ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّكَ حِيْنَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوْا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ وَاللّٰهِ مَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ اَنْ يَّقُوْلَ مَا لَا يَعْلَمُ فَسَاُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ رَاَيْتُ رُؤْيَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ وَرَاَيْتُ كَاَنِّيْ فِيْ رَوْضَةٍ ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا وَسَطَهَا عَمُوْدٌ مِنْ حَدِيْدٍ اَسْفَلُهُ فِي الْاَرْضِ وَاَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِيْ اَعْلَاهُ عُرْوَةٌ فَقِيْلَ لِيْ اِرْقَهْ فَقُلْتُ لَا اَسْتَطِيْعُ فَاَتَانِيْ مِنْصَفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِيْ مِنْ خَلْفِيْ فَرَقِيْتُ حَتّٰى كُنْتُ فِيْ اَعْلَاهُ فَاَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقِيْلَ اِسْتَمْسِكْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَاِنَّهَا لَفِيْ يَدِيْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْاِسْلَامُ وَذٰلِكَ الْعَمُوْدُ عَمُوْدُ الْاِسْلَامِ وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقٰى فَاَنْتَ عَلَى الْاِسْلَامِ حَتّٰى تَمُوْتَ وَذٰلِكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৫০. **অনুবাদ :** হযরত কায়স ইবনে উবাদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মদিনায় মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় এক লোক মসজিদে প্রবেশ করলেন, যার মুখমণ্ডলে বিনয়ের ছাপ। [তাকে দেখে] লোকেরা বলে উঠল, এ লোকটি জান্নাতি। [আগন্তুক] লোকটি সংক্ষিপ্তভাবে দু-রাকাত নামাজ পড়লেন, অতঃপর মসজিদ হতে বের হলেন। [বর্ণনাকারী কায়স বলেন,] আমিও তাঁর পিছনে পিছনে চললাম এবং বললাম, 'আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন, তখন লোকেরা [আপনার প্রতি ইঙ্গিত করে] বলেছিল, এ ব্যক্তি জান্নাতি।' তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! কোনো লোকের পক্ষে এমন কথা বলা উচিত নয়, যা সে জানে না। আসল ব্যাপারটি আমি তোমাকে সবিস্তারে বলছি, লোকেরা আমার সম্পর্কে এমন ধারণা কেন করে। নবী করীম ﷺ -এর জামানায় আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম এবং তা নবী করীম ﷺ -এর কাছে বর্ণনা করলাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন একটি বাগানের মধ্যে। এই বলে তিনি ঐ বাগানের বিশালতা ও তার সবুজ-শ্যামল শোভা-দৃশ্যের কথা উল্লেখ করলেন। অতঃপর বললেন, বাগানের মধ্যভাগে ছিল লোহার একটি স্তম্ভ। স্তম্ভটির নিম্নাংশ মাটিতে এবং তার উপরের অংশ আসমান পর্যন্ত। সে স্তম্ভের উপরের প্রান্তে রয়েছে একটি কড়া। আমাকে বলা হলো, এ স্তম্ভে আরোহণ কর। আমি বললাম, উঠতে তো পারছি না। এমন সময় একজন খাদেম আমার নিকট এসে আমার পিছনের কাপড় উঁচু করে ধরল, তখন আমি স্তম্ভে আরোহণ করতে লাগলাম। অবশেষে স্তম্ভটির উপরের প্রান্তে পৌঁছে আমি কড়াটি ধরে ফেললাম। তখন আমাকে বলা হলো, শক্তভাবে ধরে রাখ। অতঃপর ঐ কড়াটি আমার হাতে ধরা অবস্থায় আমি ঘুম হতে জেড়ে উঠলাম। তারপর আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করলে তিনি [তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে] বললেন, ঐ বাগানটি হলো 'ইসলাম', ঐ স্তম্ভটা হলো ইসলামের স্তম্ভ, আর ঐ কড়াটি হলো ইসলামের সুদৃঢ় কড়া। সুতরাং তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর অবিচল থাকবে। [রাবী বলেন,] আর ঐ লোকটি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম।

–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٩٥١ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيْبُ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا نَزَلَتْ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ جَلَسَ ثَابِتٌ فِيْ بَيْتِهٖ وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ سَعِيْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ مَا شَاْنُ ثَابِتٍ اَيَشْتَكِىْ فَاَتَاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهٗ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ثَابِتٌ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اَنِّيْ مِنْ اَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَنَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ سَعْدٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلْ هُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৯৫১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ছাবেত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাস (রা.) ছিলেন আনসারদের মুখপাত্র। যখন আল্লাহর বাণী 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কণ্ঠস্বরকে নবী ﷺ-এর কণ্ঠস্বরের উপরের উঁচু করো না।' নাজিল হলো, তখন হযরত ছাবেত (রা.) নিজের ঘরের মধ্যে বসে রইলেন এবং নবী করীম ﷺ -এর কাছে যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিলেন। নবী করীম ﷺ হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-কে ছাবেত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, ছাবেতের কি হয়েছে, সে কি অসুস্থ? অতঃপর সা'দ [অবস্থা জানার জন্য] তাঁর কাছে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথাটিও তাঁর নিকট বললেন। উত্তরে ছাবেত বললেন, এ আয়াতটি নাজিল হয়েছে, আর তোমরা জান যে, তোমাদের মধ্যে আমার কণ্ঠস্বর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আওয়াজ হতে বুলন্দ। সুতরাং আমি তো দোজখি হয়ে গিয়েছি। অতঃপর সা'দ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে ছাবেতের অনুপস্থিতির ব্যাপারটি জানালে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আরে না, সে তো জান্নাতি। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত ছাবেত (রা.)-এর কণ্ঠস্বর স্বভাবতই বুলন্দ ছিল, আর তা দূষণীয় নয়। আয়াতের তাৎপর্য হলো, নবীর সাথে কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা, বিতর্কে লিপ্ত হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা। নবী করীম ﷺ হযরত ছাবেত (রা.)-কে যে জান্নাতি বলেছেন, তা এভাবে বাস্তবে প্রমাণিত হলো যে, তিনি 'ইয়ামামার' যুদ্ধে শহীদ হন।

وَعَنْ ٥٩٥٢ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ نَزَلَتْ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا نَزَلَتْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ قَالُوْا مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَفِيْنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلٰى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৫২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ -এর নিকট বসা ছিলাম, ঠিক এমন সময় সূরা জুমু'আ নাজিল হলো। [উক্ত সূরার মধ্যে] যখন এ আয়াত নাজিল হয়- وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ [আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা এ যাবৎ তাদের সাথে মিলিত হয়নি।] তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, সে সময় আমাদের মাঝে হযরত সালমান ফারসী (রা.) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, তখন নবী করীম ﷺ হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর গায়ে হাত রেখে বললেন, যদি ঈমান ধ্রুব তারকার কাছেও থাকে, এ সমস্ত লোকদের কতিপয় ব্যক্তি নিশ্চয় তথা হতে তাকে হাসিল করবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত সালমান ফারসী (রা.) ছিলেন অনারব আজমী। সম্ভবত নবী করীম ﷺ সে সমস্ত আজমী তাবেয়ীদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সাহাবীদের অধিকাংশ সংখ্যক আরবী হলেও প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ তাবেয়ী, ইমাম, মুজতাহিদ ও ফকীহ প্রভৃতি অনারব আজমী ছিলেন। বিশেষ করে এ প্রসঙ্গে ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা.)-এর নাম উল্লেখ করা যায়।

وَعَنْهُ ٥٩٥٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هٰذَا يَعْنِىْ اَبَا هُرَيْرَةَ وَاُمَّهُ اِلٰى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَحَبِّبْ اِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِيْنَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৯৫৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [একবার আমার ও আমার মা এবং পরিবারস্থ সকলের জন্য এভাবে দোয়া করলেন] এবং বললেন, হে আল্লাহ! তোমার নগণ্য এই বান্দা আবূ হুরায়রাকে এবং তার মাতাকে সমস্ত ঈমানদারদের জন্য প্রিয়তর বানিয়ে দাও। আর সমস্ত ঈমানদারদেরকেও এদের কাছে প্রিয়তর বানিয়ে দাও। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ হে আল্লাহ! এরূপ করুন যে, এ দুই নগণ্য এ দরিদ্র বান্দাকে আপনার মুমিন বান্দাদের দৃষ্টিতে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কেন্দ্রে পরিণত করুন এবং এরাও যেন সকল মুমিন বান্দাকে নিজেদের প্রিয়পাত্র, বন্ধু ও সহানুভূতিশীল মনে করতে পারে। -[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৪৪৮]

٥٩٥٤ - وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَتٰى عَلٰى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِىْ نَفَرٍ فَقَالُوْا مَا اَخَذَتْ سُيُوْفُ اللّٰهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللّٰهِ مَأْخَذَهَا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَتَقُوْلُوْنَ هٰذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ اَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ كُنْتَ اَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ اَغْضَبْتَ رَبَّكَ فَاَتَاهُمْ فَقَالَ يَا اِخْوَتَاهُ اَغْضَبْتُكُمْ قَالُوْا لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ يَا اَخِيْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৯৫৪. **অনুবাদ :** হযরত আয়েয ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, আবূ সুফিয়ান [ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মদিনায় আসলে] একদা হযরত সালমান, সুহায়ব ও বেলাল (রা.) প্রমুখের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। এ সময় তাঁরা বললেন, আল্লাহর তলোয়ার কি আল্লাহর এ দুশমনের গর্দানটি এখনো উড়িয়ে দেইনি? তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, তোমরা কি কুরাইশদের দলপতি এবং তাদের নেতা সম্পর্কে এরূপ উক্তি করছ? অতঃপর তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে তাঁকেও অবহিত করলেন। তাঁর কথা শুনে নবী করীম ﷺ বললেন, হে আবূ বকর! সম্ভবত তুমি তাদের মনে দুঃখ দিয়েছ। যদি তুমি তাদের মনে দুঃখ দিয়ে থাক, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি তোমার রবকে নারাজ করেছ। এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সালমান ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে এসে বললেন, হে আমার ভাইসব! আমি তোমাদের মনে ব্যথা দিয়েছি। [সুতরাং তোমার আমাকে ক্ষমা করে দাও।] জবাবে তাঁরা বললেন, হে আমাদের ভাই! আমাদের মনে কোনো দুঃখ-ব্যথা নেই। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করুন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মক্কার মুশরিকগণ সে ব্যাপারে একটি বিদ্রোহাত্মক আচরণ করে, তখন চুক্তিটি নবায়নের উদ্দেশ্যে কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ান মদিনায় গিয়েছিলেন। সে সময় হযরত সালমান (রা.) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় উক্ত কথাটি বলেছিলেন। অবশ্য আবূ সুফিয়ান পরের বৎসর অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

٥٩٥٥ - وَعَنْ اَنَسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْاِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَاٰيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৫৫. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আনসারদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের চিহ্ন, আর আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ মুনাফিকীর [কপটতার] চিহ্ন। -[বুখারী ও মুসলিম]

٥٩٥٦ - وَعَنِ الْبَرَاءِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْاَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ اِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৫৬. **অনুবাদ :** হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আনসারদেরকে একমাত্র মুমিনরাই ভালোবাসে আর মুনাফিক মাত্রই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালোবাসবে, তাঁকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসবেন। আর যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে, তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা শত্রুতা রাখবেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٩٥٧ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ قَالُوْا حِيْنَ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا اَفَاءَ فَطَفِقَ يُعْطِىْ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الْاِبِلِ فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِىْ قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَحُدِّثَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ فَاَرْسَلَ اِلَى الْاَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِىْ قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ وَلَمْ يَدَعْ مَعَهُمْ اَحَدًا غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا جَاءَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا حَدِيْثٌ بَلَغَنِىْ عَنْكُمْ فَقَالَ فُقَهَائُهُمْ اَمَّا ذَوُوْا رَأْيِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَمْ يَقُوْلُوْا شَيْئًا وَاَمَّا اُنَاسًا مِنَّا حَدِيْثَةً اَسْنَانُهُمْ قَالُوْا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِىْ قُرَيْشًا وَيَدَعُ الْاَنْصَارَ وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اُعْطِىْ رِجَالًا حَدِيْثِىْ عَهْدٍ بِكُفْرٍ اَتَأَلَّفُهُمْ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْاَمْوَالِ وَتَرْجِعُوْنَ اِلٰى رِحَالِكُمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ رَضِيْنَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৫৭. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর রাসূল ﷺ-কে হাওয়াযেন গোত্রের সম্পদরাজি গনিমত আকারে হস্তগত করালেন, তখন তিনি তা হতে কুরাইশদের বিশেষ বিশেষ লোককে একশত করে উট প্রদান করলেন। এটা দেখে আনসারদের কিছু লোক বলল, আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ -কে ক্ষমা করুন, তিনি আমাদেরকে না দিয়ে কুরাইশদেরকে প্রদান করছেন, অথচ [ইসলামের জন্য] আমাদের তরবারি হতে এখনো তাদের রক্ত ঝরছে। [বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা.) বলেন,] তাদের এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জানানো হলে তিনি লোক পাঠিয়ে আনসারদেরকে ডেকে চামড়ায় নির্মিত একটি তাঁবুর মধ্যে সমবেত করলেন এবং তাঁরা [আনসারগণ] ব্যতীত আর কাউকেও সেখানে ডাকলেন না। অতঃপর যখন তাঁরা সমবেত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে গিয়ে বললেন, এটা কেমন কথা, যা আমি তোমাদের পক্ষ হতে শুনতে পেয়েছি? তখন তাঁদের জ্ঞানী লোকেরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের বুদ্ধিমান লোকেরা কিছুই বলেননি, অবশ্য কিছু সংখ্যক অল্প বয়স্ক তরুণ বলেছে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ -কে ক্ষমা করুন, তিনি আনসারদের রেখে কুরাইশদেরকে প্রদান করছেন। অথচ আমাদের তরবারি হতে তাদের শোণিত এখনো ঝরছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সবেমাত্র কুফর পরিত্যাগ করেছে এমন কিছু লোককে [ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ও তাদের মনস্তুষ্টির জন্য] মালসম্পদ প্রদান করছি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, এ সমস্ত লোকেরা অর্থসম্পদ নিয়ে চলে যাক, আর তোমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরে যাও? তাঁর একথা শুনে আনসারগণ সকলেই বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যা বলেছেন, এতে আমরা সন্তুষ্ট।

–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٩٥٨ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْاَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادِيًا اَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الْاَنْصَارِ وَشِعْبَهَا اَلْاَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِىْ اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ عَلَى الْحَوْضِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৯৫৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি হিজরত না হতো, তাহলে আমি আনসারদের একজন হতাম। যদি লোকজন কোনো উপত্যকার দিকে চলে, আর আনসারগণ অন্য কোনো উপত্যকা বা ঘাঁটির দিকে চলে, তবে অবশ্যই আমি আনসারদের উপত্যকা বা ঘাঁটির দিকে চলব। আনসারগণ হলো ভিতরের পোশাকস্বরূপ আর অন্যান্য লোকেরা হলো বাইরের পোশাকস্বরূপ। আমার পরে খুব শিগগিরই তোমরা পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে। [অর্থাৎ তোমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।] কাজেই তোমরা হাউযে কাওছারের নিকট আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে কাপড় শরীরের সাথে লেগে থাকে, তাকে "شِعَارٌ" শেআর বলে। এখানে নবী করীম ﷺ আনসারদেরকে নিকটতম ও অন্তরঙ্গ বলে প্রকাশ করেছেন।

وَعَنْهُ ٥٩٥٩ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِىْ سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ وَمَنْ اَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ اٰمِنٌ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ اَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ اَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيْرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِىْ قَرْيَتِهِ وَنَزَلَ الْوَحْىُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْتُمْ اَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ اَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيْرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِىْ قَرْيَتِهِ كَلَّا اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ هَاجَرْتُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلَيْكُمْ اَلْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَا قُلْنَا اِلَّا ضِنًّا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৯৫৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময় তিনি ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদে, আর যে ব্যক্তি অস্ত্র ফেলে দেবে সেও নিরাপদ। তখন আনসারগণ [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ইঙ্গিত করে] বলতে লাগল, লোকটির মধ্যে আপন আত্মীয়স্বজনের মায়া ও স্বীয় জন্মস্থানের প্রতি আকর্ষণ দেখা দিয়েছে। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ -এর উপর ওহী নাজিল করলেন। [এবং তাদের উক্তি জানিয়ে দিলেন।] অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তো আমার সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছ যে, লোকটিকে আত্মীয়স্বজন ও জন্মভূমির মায়া অভিভূত করে ফেলেছে। কখনো নয়! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আল্লাহর রাস্তায় এবং তোমাদের দিকে হিজরত করেছি। তোমাদের মধ্যেই আমার জীবন আর তোমাদের মধ্যেই আমার মরণ। এ কথা শুনে তারা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা উক্ত কথাটি শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে নিজ কার্পণ্য হিসেবে বলেছি। [অর্থাৎ যে নিয়ামত আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি, তা হতে যেন আমরা কোনো দিনই বঞ্চিত না হই।] তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের সত্যবাদিতা গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের ওজর কবুল করেছেন। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٩٦٠ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَأى صِبْيَانًا وَنِسَاءً مُقْبِلِيْنَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتُمْ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ اَللّٰهُمَّ اَنْتُمْ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ يَعْنِى الْاَنْصَارَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৬০. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ দেখলেন, [আনসারীদের] কতিপয় শিশু ও মহিলা কোনো এক বিবাহ উৎসব হতে আসছে। তখন নবী করীম ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন, আয় আল্লাহ! [তুমি সাক্ষী থাক!] তোমরা [অর্থাৎ আনসারগণ] সমস্ত মানুষের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয়। আয় আল্লাহ! তোমরা অর্থাৎ আনসারগণ আমার কাছে সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ ٥٩٦١ قَالَ مَرَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْاَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُوْنَ فَقَالَا مَا يُبْكِيْكُمْ فَقَالُوْا ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِىِّ ﷺ مِنَّا فَدَخَلَ اَحَدُهُمَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَدْ عَصَبَ عَلٰى رَأْسِهٖ حَاشِيَةَ بُرْدٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَصْعَدْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اُوْصِيْكُمْ بِالْاَنْصَارِ فَاِنَّهُمْ كَرِشِىْ وَعَيْبَتِىْ وَقَدْ قَضَوُا الَّذِىْ عَلَيْهِمْ وَبَقِىَ الَّذِىْ لَهُمْ فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৯৬১. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [নবী করীম ﷺ যখন অন্তিম পীড়ায় আক্রান্ত, তখন] হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও আব্বাস (রা.) একদিন আনসারদের কোনো এক মজলিসের নিকট দিয়ে গমন করেন। এ সময় তাঁরা কাঁদছিল। তা দেখে এঁরা উভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কাঁদছেন কেন? তাঁরা বললেন, আমাদের সঙ্গে নবী করীম ﷺ -এর উঠাবসার কথা আমরা স্মরণ করছিলাম। অতঃপর তাঁদের একজন নবী করীম ﷺ -এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করলেন। [রাবী হযরত আনাস (রা.) বলেন,] তখন নবী করীম ﷺ একখানা চাদরের এক প্রান্ত মাথায় বাঁধা অবস্থায় ঘর হতে বাইরে আসলেন এবং মিম্বরে আরোহণ করলেন। ঐ দিনের পর তিনি আর মিম্বরে আরোহণ করেননি। অতঃপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলি বর্ণনা করলেন, তারপর বললেন, আনসারদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার জন্য আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করে যাচ্ছি। কেননা তাঁরাই আমার অন্তরঙ্গ এবং আমার বিশ্বস্ত। তাঁদের কর্তব্য ও দায়িত্ব তাঁরা যথাযথ সম্পাদন করেছেন, কিন্তু তাঁদের যা কিছু প্রাপ্য তা বাকি রয়েছে। অতএব, তাঁদের উত্তম ব্যক্তিদের [উত্তম কাজকে] তোমরা সাগ্রহে কবুল কর এবং তাঁদের মন্দ ব্যক্তিদের [মন্দকে] তোমরা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখ। -[বুখারী]

وَعَنْ ٥٩٦٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ حَتّٰى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُوْنَ وَيَقِلُّ الْاَنْصَارُ

৫৯৬২. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে পীড়ায় নবী করীম ﷺ ইন্তেকাল করেছেন, সে পীড়ার সময় তিনি একদিন ঘর হতে বের হলেন এবং এসে [মসজিদের] মিম্বরে বসলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর গুণাবলি বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, আম্মা বাদ [হে লোকসকল! শোন! মুমিন] লোকদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে আর আনসারদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে।

حَتّٰى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيهِ اٰخَرِينَ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অবশেষে তাঁরা খাদ্যের মধ্যকার লবণতুল্য হয়ে দাঁড়াবে। অতএব, তোমাদের কেউ যদি কোনো ক্ষমতার অধিকারী হয়, যার ফলে সে [ইচ্ছা করলে] কোনো কওমের ক্ষতিও করতে পারে কিংবা উপকারও করতে পারে, তার উচিত হবে যেন সে আনসারদের ভালো ব্যক্তিদের [সৎকর্মকে] সাদরে গ্রহণ করে এবং তাঁদের মন্দ ব্যক্তিদের [অন্যায় আচরণকে] ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। –[বুখারী]

٥٩٦٣ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَلِاَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ وَاَبْنَاءِ اَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৯৬৩. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আনসার ও আনসারদের সন্তানসন্ততি এবং তাদের সন্তানদের সন্তানসন্ততিদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রথম শ্রেণির হলো সাহাবায়ে কেরাম, দ্বিতীয় শ্রেণির হলো তাবেয়ীনে কেরাম এবং তৃতীয় শ্রেণির হলো তাবে-তাবেয়ীগণ। সুতরাং রাসূল ﷺ আনসারদের তিন যুগের জন্যই দোয়া করেছেন যা "خَيْرُ الْقُرُوْنِ" -এর অর্থবহ। আবার এটাও হতে পারে যে, তাঁদের ছেলেগণ এবং নাতিগণ হতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত বংশধরগণ উদ্দেশ্য হবে, যাদের ছেলেদের সাথে সাথে মেয়েরাও অন্তর্ভুক্ত হবে. কেননা "اَبْنَاءٌ" শব্দটি "اَوْلَادٌ" শব্দের অর্থে ব্যবহার হতে পারে।

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৪৫৯]

٥٩٦٤ وَعَنْ اَبِيْ اُسَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُوْ النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ الْحَارِثُ بْنُ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُوْ سَاعِدَةَ وَفِيْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৬৪. অনুবাদ : হযরত আবূ উসায়দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আনসার গোত্রসমূহের মধ্যে উত্তম হলো বনু নাজ্জার, তারপর বনূ আবদে আশহাল, তারপর বনূ হারেছ ইবনে খাযরাজ এবং অতঃপর বনূ সায়েদাহ। বস্তুত আনসারদের প্রতিটি পরিবারেই কল্যাণ রয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٩٦٥ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَاَبَا مَرْثَدٍ بَدْلَ الْمِقْدَادِ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا يَتَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى اَتَيْنَا اِلَى الرَّوْضَةِ فَاِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا اَخْرِجِى الْكِتَابَ قَالَتْ مَا مَعِىَ مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَاِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِيْ بَلْتَعَةَ اِلٰى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا تَعْجَلْ عَلَىَّ اِنِّىْ كُنْتُ امْرَاً مُلْصَقًا فِىْ قُرَيْشٍ وَلَمْ اَكُنْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَّعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَةٌ يَحْمُوْنَ بِهَا اَمْوَالَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ بِمَكَّةَ فَاَحْبَبْتُ اِذْ فَاتَنِىْ ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ اَنْ اَتَّخِذَ فِيْهِمْ يَدًا يَحْمُوْنَ بِهَا قَرَابَتِىْ .

৫৯৬৫. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবং যুবায়ের ও মিকদাদকে, অপর এক বর্ণনায় মিকদাদের পরিবর্তে আছে, আবূ মারছাদকে পাঠালেন এবং বললেন, তোমরা 'রওযায়ে খাখ' নামক স্থানে যাও, সেখানে গিয়ে এক উষ্ট্রারোহী মহিলাকে পাবে। তার নিকট একখানা চিঠি আছে। সুতরাং তোমরা তার নিকট হতে উক্ত পত্রখানা নিয়ে আসবে। [হযরত আলী (রা.) বলেন,] আমরা সকলে খুব দ্রুত ঘোড়া দৌড়িয়ে রওয়ানা হলাম। অবশেষে উক্ত রওযা নামক স্থানে পৌঁছে আমরা উষ্ট্রারোহী মহিলাকে পেলাম। অতঃপর আমরা বললাম, 'পত্রখানা বের কর।' সে বলল, আমার কাছে কোনো পত্র নেই। আমরা বললাম, স্বেচ্ছায় পত্রখানা বের করে দাও, নতুবা আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে তল্লাশি চালাব। শেষ পর্যন্ত সে তার চুলের বেণির ভিতর হতে পত্রখানা বের করে দিল। অতঃপর আমরা তা নিয়ে নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে পৌঁছলাম। চিঠিখানা খুলতেই দেখা গেল, [উক্ত চিঠিখানা] মক্কার মুশরিকদের কতিপয় লোকদের প্রতি হযরত হাতেব ইবনে বালতা'আর পক্ষ হতে। এতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কিছু সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতেবকে [ডেকে] জিজ্ঞাসা করলেন, হে হাতেব! এটা কি ব্যাপার? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বিরুদ্ধে ত্বরিত কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমি হলাম কুরাইশদের মধ্যে একজন বহিরাগত ব্যক্তি। আমি তাদের বংশের অন্তর্ভুক্ত নই। আর আপনার সাথে যে সমস্ত মুহাজির রয়েছেন, তাঁদের বংশীয় আত্মীয়স্বজন সেখানে [মক্কায়] রয়েছে, ফলে মক্কার মুশরিকগণ উক্ত আত্মীয়তার প্রেক্ষিতে ঐ সমস্ত মুহাজিরদের মালসম্পদ এবং অবশিষ্ট আপনজনদের হেফাজত করে থাকে। কুরাইশদের মধ্যে যখন আমার কোনো আত্মীয়-আপনজন নেই, তখন আমি এটাই চেয়েছি যে, মক্কার শত্রু কওমের প্রতি কিছু ইহসান করি, যাতে তারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয় এবং তাদের অনিষ্ট হতে আমার আত্মীয়স্বজন নিরাপদে থাকে।

وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِيْنِيْ وَلَا رِضًى بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

আমি এ কাজটি এজন্য করিনি যে, আমি কাফের কিংবা দীন হতে মুরতাদ হয়ে গেছি। আর না ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি কুফরির দিকে আকৃষ্ট থেকে এরূপ করেছি। তাঁর বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হাতেব তোমাদের সম্মুখে সত্য কথাই বলেছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এক্ষুণি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ [হযরত ওমর (রা.)-কে লক্ষ্য করে] বললেন, নিশ্চয়ই ইনি একজন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। তুমি প্রকৃত ব্যাপারটি কি জান? সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি লক্ষ্য করেই বলেছেন, 'তোমরা যা ইচ্ছা কর, তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। এরপর আল্লাহ তা'আলা [হাতেব ও অন্যান্যদেরকে সতর্ক করার জন্য] নাজিল করলেন– 'হে ঈমানদারগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুদের [কাফের-মুশরিকদের] সাথে কোনো প্রকারের বন্ধুত্ব স্থাপন করো না ......।' –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত হাতেব ইবনে আবূ বালতা'আ (রা.) ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সময় মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন এবং মক্কাবাসীরা যাতে এ অভিযানের কথা পূর্বাহ্নে জানতে না পারে, সে জন্য তিনি গোপনীয়তা অবলম্বন করছিলেন, হযরত হাতেব (রা.) সে সময় মনে করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অকস্মাৎ মক্কার উপর চড়াও হলে মক্কাবাসী কাফেরগণ মদিনার মুহাজির মুসলমানদের মক্কাস্থ আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গকে হত্যা করতে ও তাদের মালসম্পদকে ধ্বংস করতে পারে। হযরত হাতেব (রা.)-এর পরিবারবর্গ ও সহায়-সম্পদ মক্কাতেই ছিল এবং সেখানে তাঁর এমন কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না, যারা তাঁর পরিবার-পরিজনকে আশ্রয় দিতে পারে। তাই তিনি কাফেরদের কাছে পত্র লিখে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মক্কা অভিযানের কথা পূর্বাহ্নে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, যাতে এ উপকারের কথা মনে করে তারা হাতেবের পরিবার-পরিজনের কোনো প্রকারের ক্ষতি না করে।

٥٩٦٦ وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ جِبْرَئِيْلُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَقَالَ مَا تَعُدُّوْنَ اَهْلَ بَدْرٍ فِيْكُمْ قَالَ مِنْ اَفْضَلِ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلٰئِكَةِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৯৬৬. অনুবাদ : হযরত রেফা'আ ইবনে রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ-কারীদেরকে আপনারা কিরূপ মনে করেন? উত্তরে নবী করীম ﷺ বললেন, আমরা তাদেরকে সর্বাপেক্ষা উত্তম মুসলমান বলে মনে করি। অথবা তিনি এ জাতীয় কোনো বাক্য বললেন, প্রত্যুত্তরে হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, যে সমস্ত ফেরেশতা বদর যুদ্ধে শরিক হয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কেও আমরা অনুরূপ ধারণা পোষণ করি। –[বুখারী]

وَعَنْ ٥٩٦٧ حَفْصَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَرْجُوْا اَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا قَالَ فَلَمْ تَسْمَعِيْهِ يَقُوْلُ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَفِىْ رِوَايَةٍ لَا يَدْخُلُ النَّارَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اَحَدُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا تَحْتَهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৯৬৭. **অনুবাদ :** হযরত হাফসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি আশা করি, ইনশাআল্লাহ বদর এবং হুদায়বিয়াতে অংশগ্রহণকারী কেউই দোজখের আগুনে প্রবেশ করবে না। [হাফসা বলেন,] আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা কি এ কথা বলেননি? [অর্থাৎ] 'অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি শুননি? আল্লাহ তা'আলা এটাও তো বলেছেন, 'অতঃপর আমি তাদেরকে মুক্তি দেব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে।' অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, 'আসহাবে শাজারাহ' যারা ঐ বৃক্ষের নিচে বায়'আত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কেউই ইনশাআল্লাহ দোজখের আগুনে প্রবেশ করবে না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** পুলসিরাত স্থাপিত হবে দোজখের উপর। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তা অতিক্রম করতে হবে। এ হিসেবে প্রত্যেকেই দোজখে প্রবেশ করবে। অবশ্য মুত্তাকী লোকেরা বিদ্যুদ্বেগেই তা অতিক্রম করবে, ফলে আগুন তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। অথবা আগুন হবে তাঁদের জন্য শীতল ও নিরাপদ, যেমনটি হয়েছিল নমরূদের আগুন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য।

وَعَنْ ٥٩٦٨ جَابِرٍ (رض) قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اَلْفًا وَاَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ اَهْلِ الْاَرْضِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৬৮. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় আমরা চৌদ্দশত মুসলমান উপস্থিত ছিলাম। তখন নবী করীম ﷺ আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজ জমিনবাসীর মধ্যে তোমরাই শ্রেষ্ঠ। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ ٥٩٦٩ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ فَاِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَكَانَ اَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا خَيْلُ بَنِى الْخَزْرَجِ ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ .

৫৯৬৯. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [হুদায়বিয়ার সফরকালে] রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এমন কে আছ যে মুরার গিরিপথে আরোহণ করবে, এতে তার কৃত গুনাহসমূহ এমনভাবে দূর হবে, যেমনটি দূরীভূত হয়েছিল বনী ইসরাঈল হতে। [বর্ণনাকারী হযরত জাবের (রা.) বলেন,] সুতরাং আমাদের অর্থাৎ মদিনার খাযরাজ গোত্রীয়দের ঘোড়াই সর্বপ্রথম উক্ত গিরিপথে আরোহণ করল। অতঃপর অন্যান্য লোকেরা অনুসরণ করে।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّكُمْ مَغْفُوْرٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا تَعَالَ يَسْتَغْفِرُ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِيْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِيْ صَاحِبُكُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ أَنَسٍ قَالَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ فِيْ بَابٍ بَعْدَ فَضَائِلِ الْقُرْاٰنِ .

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লাল বর্ণের উটের মালিক ব্যতীত তোমাদের সকলকে মাফ করা হয়েছে। [বর্ণনাকারী হযরত জাবের (রা.) বলেন,] অতঃপর আমরা সে লাল উটের মালিকের কাছে এসে বললাম, তুমি চল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার জন্যও মাফ চাবেন। সে বলল, তোমাদের বন্ধুর পক্ষ হতে আমার জন্য ক্ষমা চাওয়া অপেক্ষা আমার হারানো জিনিসটা পাওয়াই আমার কাছে অধিক প্রিয়। −[মুসলিম]

হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ করেছেন, 'যেন আমি তোমাকে কুরআন পড়ে শুনাই।' ফাযায়েলে কুরআনের পরের পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়াবিয়ার নিকটে পৌছলে মুরার কঠিন গিরিপথ সম্মুখে আসে, তখন এ কঠিন পথটি অতিক্রম করতে সাহাবীদেরকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে উক্ত ফজিলত বর্ণনা করেন। مَا حَطَّ عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ এ বাক্য দ্বারা আল্লাহর বাণী− اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। লাল বর্ণের এটর মালিক ছিল মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। হাদীসটির অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, সাহাবায়ে কেরামগণ সকলেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যে কোনো আদেশ-নিষেধের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। আর হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) এ কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ ব্যাপারে আমরা আনসাররাই ছিলাম অগ্রগামী।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٩٧٠ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اقْتَدُوْا بِالَّذِيْ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ اَصْحَابِيْ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَاهْتَدُوْا بِهَدْيِ عَمَّارٍ وَتَمَسَّكُوْا بِعَهْدِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ وَفِيْ رِوَايَةِ حُذَيْفَةَ مَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَصَدِّقُوْهُ بَدَلَ وَتَمَسَّكُوْا بِعَهْدِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯৭০. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার পরে তোমরা আমার সাহাবীদের মধ্য হতে এ দুজনের– আবূ বকর ও ওমরের অনুসরণ করো। আম্মারের চরিত্র অবলম্বন করো এবং ইবনে উম্মে আবদের [ইবনে মাসঊদের] নির্দেশ দৃঢ় তার সাথে মেনে চলো। হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর এক বর্ণনায় وَتَمَسَّكُوْا بِعَهْدِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ-এর পরিবর্তে রয়েছে, 'ইবনে মাসঊদ তোমাদেরকে যা কিছু বর্ণনা করেন, তোমরা তাকে সত্য জেনো।' –[তিরমিযী]

٥٩٧١ وَعَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا مِنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ لَاَمَّرْتُ عَلَيْهِمْ ابْنَ اُمِّ عَبْدٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৫৯৭১. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলমানদের সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে যদি আমি কাউকে আমির বানাতাম তাহলে ইবনে উম্মে আবদকে লোকদের উপর আমির নিযুক্ত করতাম। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর মধ্যে এমন সব গুণ ও যোগ্যতা আছে যে, তাঁকে আমির নিযুক্ত করতে কারো পরামর্শ চাওয়ার প্রয়োজন নেই।

٥٩٧٢ وَعَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ اَبِيْ سَبْرَةَ (رح) قَالَ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَسَاَلْتُ اللّٰهَ اَنْ يُيَسِّرَ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَيَسَّرَ لِيْ اَبَا هُرَيْرَةَ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ اِنِّيْ سَاَلْتُ اللّٰهَ اَنْ يُيَسِّرَ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَوُفِّقْتَ لِيْ فَقَالَ مِنْ اَيْنَ اَنْتَ .

৫৯৭২. **অনুবাদ :** হযরত খায়ছামা ইবনে আবূ সাবরাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মদিনায় আসলাম এবং আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করলাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে একজন নেককার সাথি জুটিয়ে দাও। এরপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে আমার ভাগ্যে জুটিয়ে দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে বসলাম। অতঃপর আমি বললাম, আমি আল্লাহর কাছে একজন নেককার সাথি জুটিয়ে দেওয়ার জন্য দোয়া করছিলাম। ফলে তিনি আপনাকেই আমার ভাগ্যে জুটিয়ে দিয়েছেন। তখন তিনি [হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)] আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথাকার লোক?

قُلْتُ مِنْ اَهْلِ الْكُوفَةِ جِئْتُ اَلْتَمِسُ الْخَيْرَ وَاَطْلُبُهُ فَقَالَ اَلَيْسَ فِيكُمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ مُجَابُ الدَّعْوَةِ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ صَاحِبُ طَهُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَعْلَيْهِ وَحُذَيْفَةُ صَاحِبُ سِرِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَمَّارُ الَّذِيْ اَجَارَهُ اللّٰهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْكِتَابَيْنِ يَعْنِي الْاِنْجِيْلَ وَالْقُرْاٰنَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

বললাম, 'আমি কূফার অধিবাসী।' আমি মঙ্গল ও কল্যাণের প্রত্যাশী। সুতরাং তার অন্বেষণে কূফা হতে এসেছি। তখন [আমার কথার জবাবে] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) [বিস্ময়ের সুরে] বললেন, তোমাদের মধ্যে কি নেই সা'দ ইবনে মালেক– যার দোয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে মকবুল। আর ইবনে মাসঊদ, যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অজুর পানি-পাত্র ও জুতা বহনকারী। আর হযরত হুযায়ফা, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোপন তথ্যাভিজ্ঞ। আর হযরত আম্মার [ইবনে ইয়াসির] যাঁকে নবী করীম ﷺ -এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা শয়তান হতে আশ্রয় দিয়েছেন। আর হযরত সালমান [ফারেসী], যিনি উভয় কিতাব অর্থাৎ ইঞ্জিল ও কুরআনের উপর ঈমান আনয়নকারী। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ এ সমস্ত বিজ্ঞ মনীষীর উপস্থিতিতে অন্য কারো শরণাপন্ন হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

وَعَنْ ٥٩٧٣ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ اَبُوْ بَكْرٍ نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ نِعْمَ الرَّجُلُ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نِعْمَ الرَّجُلُ اُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ ابْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫৯৭৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আবূ বকর একজন অতি উত্তম ব্যক্তি, ওমর অতি উত্তম ব্যক্তি, আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ অতি উত্তম ব্যক্তি, উসায়দ ইবনে হুযায়র অতি উত্তম ব্যক্তি, ছাবেত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাস অতি উত্তম ব্যক্তি, মু'আয ইবনে জাবাল অতি উত্তম ব্যক্তি এবং মু'আয ইবনে আমর ইবনুল জুমূহ অতি উত্তম ব্যক্তি।

–[তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٥٩٧٤ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ اِلٰى ثَلٰثَةٍ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَسَلْمَانَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯৭৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য বেহেশত উদ্গ্রীব রয়েছে– আলী, আম্মার ও সালমান (রা.)। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٩٧٥ عَلِيٍّ (رض) قَالَ اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ائْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯৭৫. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আম্মার (রা.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি বললেন, তাঁকে অনুমতি দাও। পূত-পবিত্র লোকটির মুবারক হোক। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٩٧٦ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا خُيِّرَ عَمَّارٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَشَدَّهُمَا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯৭৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হযরত আম্মার (রা.)-কে যখন দুটি কাজের যে কোনো একটি করবার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তিনি উভয়ের মধ্যে কঠোরতরটিকে গ্রহণ করেছেন। –তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٩٧٧ أَنَسٍ (رض) قَالَ لَمَّا حُمِلَتْ جَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ الْمُنَافِقُوْنَ مَا أَخَفَّ جَنَازَتَهُ وَذٰلِكَ لِحُكْمِهِ فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الْمَلٰئِكَةَ كَانَتْ تَحْمِلُهُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯৭৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-এর জানাজা উঠানো হলো, তখন মুনাফিকরা তিরস্কারের ভঙ্গিতে উক্তি করল, কতই হালকা তার লাশ।[অর্থাৎ তার আমল যদি ভারী হতো, তাহলে লাশও ওজনী এবং ভারী হতো।] বনূ কুরায়যার ব্যাপারে তাঁর ফয়সালার প্রেক্ষিতেই তারা এ তিরস্কারমূলক উক্তিটি করেছিল। অতঃপর নবী করীম ﷺ -এর কাছে এ কথাটি পৌঁছলে তিনি বললেন, প্রকৃত ব্যাপার হলো, ফেরেশতাগণ তাঁর লাশ বহন করছিলেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ঘটনার বিবরণ হলো, খন্দক যুদ্ধে বনূ কুরায়যা বিশ্বাসঘাতকতা করার পর তাদেরকে মুসলমানরা অবরোধ করে রেখেছিল। অবশেষে তারা তাদের মিত্র বংশের সরদার হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-এর ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ করে। হযরত সা'দ (রা.) তাদের বয়স্কদেরকে হত্যা এবং ছোট শিশুদেরকে দাসে এবং নারীদেরকে দাসীতে পরিণত করার ফয়সালা দিলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি আল্লাহর মর্জি মোতাবেক বিচার করেছ। কিন্তু মুনাফিকরা তাঁর এ ফয়সালাকে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেনি, বরং একে অন্যায় ও জুলুম বলে আখ্যায়িত করেছে। আলোচ্য হাদীসটিতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٥٩٧٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ أَصْدَقَ مِنْ أَبِيْ ذَرٍّ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯৭৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, হযরত আবূ যার গেফারী (রা.) অপেক্ষা সত্যবাদী আর কাউকে নীল আকাশ ছায়া দান করেনি এবং ধুলা-ধূসর জমিনও তার পৃষ্ঠে বহন করেনি। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আবূ যর গেফারী (রা.) অতি স্পষ্টভাষী ছিলেন। তিনি স্থান-কাল-পাত্রের উপযোগিতা ও অনুপযোগিতার ধার ধারতেন না, যা প্রকৃত ব্যাপার তা কাজে-কর্মে ও কথায় নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতেন। তাঁর এ বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে সর্বাধিক সত্যবাদী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَعَنْ ٥٩٧٩ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلَا اَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِىْ لَهْجَةٍ اَصْدَقَ وَلَا اَوْفٰى مِنْ اَبِىْ ذَرٍّ شِبْهِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ يَعْنِىْ فِى الزُّهْدِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৯৭৯. অনুবাদ : হযরত আবূ যার গেফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আবূ যর অপেক্ষা সত্যভাষী ও ওয়াদা পূরণকারী নীল আকাশ কারো উপর ছায়া দান করেনি এবং ধুলাবালির জমিন তার পৃষ্ঠে বহন করেনি। দুনিয়াত্যাগী দরবেশীতে তিনি হলেন হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)-এর সদৃশ। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হযরত আবূ যার গেফারী (রা.)-এর প্রকৃত নাম 'জুনদুব' এবং পিতার নাম ছিল 'জুনাদাহ' প্রবৃত্তি ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণে, দুনিয়া-বিমুখতা, আরাম-আয়েশ পরিহার করা, স্পষ্টভাষী হওয়া প্রভৃতি ছিল তাঁর মজ্জাগত স্বভাব। এক কথায় বিরাগ জীবন ছিল তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। হযরত ঈসা (আ.)-এর স্বভাব-চরিত্রও ছিল অনুরূপ সহজ-সরল।

وَعَنْ ٥٩٨٠ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ الْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ اَرْبَعَةٍ عِنْدَ عُوَيْمِرٍ اَبِى الدَّرْدَاءِ وَعِنْدَ سَلْمَانَ وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ الَّذِىْ كَانَ يَهُوْدِيًّا فَاَسْلَمَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهٗ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِى الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৯৮০. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, যখন তাঁর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে আসল, তখন তিনি [উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে] বললেন, এ চারজনের নিকট হতে [কুরআন, সুন্নাহ অথবা হালাল-হারাম সম্পর্কীয়] ইলম হাসিল কর। তাঁরা হলেন, ওয়ায়মের– যাঁর কুনিয়াত আবুদ্দারদা, সালমান ফারেসী, ইবনে মাসউদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম। এই আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম প্রথমে ছিলেন ইহুদি, পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে বলেছেন, তিনি জান্নাতে দশজনের দশম ব্যক্তি। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** তিনি 'আশারায়ে মুবাশশারা' তথা দুনিয়াতেই বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন নন, বরং ইহুদিদের মধ্য হতে যে বিশেষ দশজন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, ইবনে সালাম তাঁদের মধ্যে দশম ব্যক্তি। অথবা তাঁর সাথে যে দশজনের একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তিনি তাঁদের দশম ব্যক্তি। মোটকথা, তিনি জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারীদের একজন। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ছিলেন বনী ইসরাঈলের ওলামা সম্প্রদায়ের অন্যতম পর পর দুজন নবীর উপর ঈমান এনেছেন বিধায় তিনি দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হবেন।

وَعَنْ ٥٩٨١ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَوِ اسْتَخْلَفْتَ قَالَ اِنِ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ فَعَصَيْتُمُوْهُ عُذِّبْتُمْ وَلٰكِنْ مَا حَدَّثَكُمْ حُذَيْفَةُ فَصَدِّقُوْهُ وَمَا اَقْرَاَكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ فَاقْرَؤُوْهُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯৮১. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি [আপনার জীবদ্দশায়] একজন খলিফা নিযুক্ত করতেন। তিনি বললেন, আমি যদি কাউকে তোমাদের উপর খলিফা নিযুক্ত করি আর তোমরা তার বিরোধিতা কর, তাহলে তোমরা শাস্তি ভোগ করবে। [তবে আমার এ কথাটি স্মরণে রাখ!] হুযায়ফা তোমাদেরকে যা বলে, তা সত্য মনে করো এবং আব্দুল্লাহ [ইবনে মাসঊদ] যা কিছু তোমাদেরকে পড়ায়, তোমরা তা পড়। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ আমার পক্ষ হতে খলিফা নিযুক্ত করার চিন্তা করো না। কেননা তা না করার মধ্যে বিবিধ কল্যাণ রয়েছে। তবে কুরআন, সুন্নাহ ও দীনের ব্যাপারে জ্ঞানার্জন এবং ফিতনা হতে বেঁচে থাকার উপায়-উপকরণ অন্বেষণ করাকেই গুরুত্ব দেওয়া তোমাদের উচিত। অতএব, ঐ দুই ব্যক্তির কাছে এ বিষয়গুলোর দিকনির্দেশনা পাবে।

وَعَنْهُ ٥٩٨٢ قَالَ مَا اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ تُدْرِكُهُ الْفِتْنَةُ اِلَّا اَنَا اَخَافُهَا عَلَيْهِ اِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَضُرُّكَ الْفِتْنَةُ ـ

৫৯৮২. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই কোনো ফিতনা মানুষের মধ্যে দেখা দেয়, তখন আমি সকলের ব্যাপারে ভয় করি যে, সে তাতে লিপ্ত হতে পারে, একমাত্র মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ ব্যতীত। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, [হে মাসলামাহ!] ফিতনা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

وَعَنْ ٥٩٨٣ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى فِيْ بَيْتِ الزُّبَيْرِ مِصْبَاحًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا اُرٰى اَسْمَاءَ اِلَّا قَدْ نُفِسَتْ وَلَا تُسَمُّوْهُ حَتّٰى اُسَمِّيَهُ فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ بِيَدِهِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯৮৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ [অসময়ে] হযরত যুবায়ের (রা.)-এর ঘরে বাতি জ্বলতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমার মনে হয়, আসমা প্রসব করেছে। সুতরাং আমি তার নাম রাখা পর্যন্ত তোমরা তার নাম রাখবে না। অতঃপর তিনি তার নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ এবং একটি খোরমা চিবিয়ে নিজ হাতে তার মুখের তালুতে লাগিয়ে দিলেন। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হযরত আসমা (রা.) ছিলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর বড় ভগ্নি এবং হযরত যুবায়ের (রা.)-এর স্ত্রী। মদিনায় হিজরতের পর এই আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরই মুহাজিরদের মধ্যে সর্বপ্রথম সন্তান জন্ম লাভ করেছেন। নবজাত শিশুর মুখে কোনো বুজুর্গ ব্যক্তির মুখের লালা মিশ্রিত মিষ্টি জিনিস রাখাকে আরবি পরিভাষায় 'তাহনীক' বলে। এরূপ করা সুন্নত। এ হিসেবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) সৌভাগ্যবান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লালাই প্রথম খাদ্য হিসেবে তার পেটের ভিতরে ঢুকেছে।

وَعَنْ ٥٩٨٤ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى عُمَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৯৮৪. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবূ আমীরা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর জন্য এভাবে দোয়া করেছেন– হে আল্লাহ! তুমি তাকে সঠিক পথপ্রদর্শনকারী, সত্য পথের অনুসারী কর এবং তার দ্বারা মানুষদেরকে হেদায়েত নসিব কর। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٩٨٥ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَسْلَمَ النَّاسُ وَاٰمَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِىِّ)

৫৯৮৫. **অনুবাদ :** হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে আমর ইবনুল আস ঈমান এনেছে। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব উপরন্তু তার সনদটিও সুদৃঢ় নয়।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইসলামের প্রারম্ভে কতিপয় মুসলমান হিজরত করে আফ্রিকার হাবশা দেশের খ্রিস্টান রাজা নাজাসীর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন মক্কার কুরাইশরা সে সময় দেশত্যাগী মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য নাজাশীর কাছে দুজন দূত পাঠিয়েছিল। দূতদ্বয়ের একজন ছিলেন, 'আমার ইবনুল আস।' নাজাসীর সাথে কথোপকথনের সময় হাবশার রাজার মুখে নবী করীম ﷺ -এর ভূয়সী প্রশংসা ও তাঁর নবুয়তের স্বীকৃতি শুনে আমরের অন্তরে ইসলামের প্রতি আগ্রহ জন্মিল। অতঃপর তিনি মক্কা বিজয়ের এক দেড় বছর পূর্বে স্বেচ্ছায় নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। পক্ষান্তরে মক্কা বিজয়ের সময় মুশরিকরা যখন দেখতে পেল যে, জানমাল রক্ষা করতে হলে ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নেই, তখনই তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল– আলোচ্য হাদীসে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٥٩٨٦ جَابِرٍ (رض) قَالَ لَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا جَابِرُ مَالِىْ أَرَاكَ مُنْكَسِرًا قُلْتُ أُسْتُشْهِدَ أَبِىْ وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْنًا قَالَ أَفَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِىَ اللّٰهُ بِهِ أَبَاكَ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا كَلَّمَ اللّٰهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَحْيٰى أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا قَالَ يَا عَبْدِىْ تَمَنَّ عَلَىَّ أُعْطِكَ.

৫৯৮৬. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বললেন, হে জাবের কি ব্যাপার? আমি তোমাকে চিন্তাযুক্ত দেখছি? আমি বললাম, আমার পিতা শহীদ হয়েছেন এবং রেখে গেছেন পরিবার-পরিজন ও ঋণ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি কি তোমাকে এ সুসংবাদ দেব না যে, আল্লাহ তাআলা তোমার পিতার সাথে যে ব্যবহার করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ যাবৎ যার সাথেই কথাবার্তা বলেছেন, তা পর্দার আড়াল হতে বলেছেন, কিন্তু তিনি তোমার পিতাকে জীবিত করেছেন এবং তার সাথে সামনাসামনি কথাবার্তা বলেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে আমার বান্দা! তোমার মনে যা ইচ্ছা আমার নিকট চাও, আমি তোমাকে তা প্রদান করব।

قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِيْنِيْ فَأُقْتَلُ فِيْكَ ثَانِيَةً قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّيْ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ فَنَزَلَتْ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا اَلْاٰيَةَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

তোমার পিতা বললেন, ইয়া রব! আমাকে জীবিত করে দিন, যাতে আমি দ্বিতীয়বার আপনার রাস্তায় শহীদ হই। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বললেন, আমার এ বিধান পূর্বেই সাব্যস্ত রয়েছে যে, একবার মৃত্যুর পর কোনো ব্যক্তি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসবে না। অতঃপর কুরআনের এ আয়াত নাজিল হয়– 'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তোমরা তাঁদেরকে মৃত মনে করো না; বরং তাঁরা জীবিত।' –[তিরমিযী]

وَعَنْهُ ٥٩٨٧ قَالَ اسْتَغْفَرَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯৮৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য পঁচিশবার মাগফিরাতের দোয়া করেছেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** কোনো যুদ্ধ হতে ফিরার পথে নবী করীম ﷺ হযরত জাবের (রা.) হতে একটি উট ক্রয় করেছিলেন। পরে উটটি ফেরত দিয়েছেন, কিন্তু দেয় মূল্য ফেরত নেননি। সে রাতটি 'লাইলাতুল বায়ীর' নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত রাত্রিতেই তিনি হযরত জাবের (রা.)-এর জন্য পঁচিশবার দোয়া করেছিলেন।

وَعَنْ ٥٩٨٨ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمْ مِنْ اَشْعَثَ اَغْبَرَ ذِيْ طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

৫৯৮৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অনেক লোক এমনও আছে, যার মাথার চুল এলোমেলো, ধুলাবালি জড়িত, দু-খানা পুরাতন কাপড় পরিহিত, যার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না, যদি সে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে কোনো বিষয়ে শপথ করে, আল্লাহ তা'আলা তার কসমকে পূরণ করেন। এ সকল লোকের মধ্য হতে বারা ইবনে মালেক হলেন অন্যতম।

–[তিরমিযী ও বায়হাকী দালায়েলুন নবুয়ত গ্রন্থে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এই বারা (রা.) হলেন হযরত আনাস (রা.)-এর ভাই। তিনি উহুদসহ পরবর্তী বহু যুদ্ধে শরিক হয়েছেন।

وَعَنْ ٥٩٨٩ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَا اَنَّ عَيْبَتِيَ الَّتِيْ اٰوِيْ اِلَيْهَا اَهْلُ بَيْتِيْ وَاِنَّ كَرِشِيَ الْاَنْصَارُ فَاعْفُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ وَاقْبَلُوْا عَنْ مُحْسِنِهِمْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

৫৯৮৯. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাবধান! আমার বিশেষ আস্থাভাজন, যাঁদের উপর আমি নির্ভর করে থাকি, তাঁরা হলেন আমার আহলে বায়ত। আর আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেন আনসারগণ। সুতরাং তাঁদের অন্যায়কে তোমরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে এবং তাঁদের উত্তম কাজকে সাদরে গ্রহণ করবে। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান।]

وَعَنْ ٥٩٩٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَا يُبْغِضُ الْاَنْصَارَ اَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ)

৫৯৯০. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ এবং পরকালের উপর যে ব্যক্তি ঈমান রাখে, সে আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ।]

وَعَنْ ٥٩٩١ اَنَسٍ (رض) عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرِأْ قَوْمَكَ السَّلَامَ فَاِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ اَعِفَّةٌ صُبُرٌ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৯৯১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হযরত আবূ তালহা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি তোমার কওমকে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দাও। কেননা আমার জানামতে তারা সচ্চরিত্র ও ধৈর্যধারণকারী। -[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٩٩٢ جَابِرٍ (رض) اَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَشْكُوْا حَاطِبًا اِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبُ النَّارَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا فَاِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৯৯২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, একদা হাতেব [ইবনে আবূ বালতা'আ] -এর একটি গোলাম নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে হাতেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল এবং সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! [আমার উপর এরূপ নির্যাতন চালানোর দরুন] হাতেব তো নিশ্চয় দোজখে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। সে দোজখে যাবে না। কেননা সে বদর ও হুদায়বিয়ায় শরিক ছিল। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** বদর যুদ্ধে ও হুদায়বিয়ার সন্ধিতে তথা বায়আতে রেযওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে এমন ধরনের অপরাধ হতে সংরক্ষণের ওয়াদা করেছেন, যার কারণে তাঁদেরকে দোজখে যেতে হবে।

وَعَنْ ٥٩٩٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْآ اَمْثَالَكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ ذَكَرَ اللّٰهُ اِنْ تَوَلَّيْنَا اُسْتُبْدِلُوْا بِنَا ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَنَا فَضَرَبَ عَلٰى فَخِذِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ثُمَّ قَالَ هٰذَا وَقَوْمُهٗ وَلَوْ كَانَ الدِّيْنُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهٗ رِجَالٌ مِنَ الْفُرْسِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯৯৩. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন– 'আর যদি তোমরা [ঈমান আনা হতে] পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তাহলে তিনি [আল্লাহ তা'আলা] অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না।' সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কে? যাদের কথা আলোচনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'যদি আমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করি, তাহলে তিনি এমন কওমকে আমাদের স্থলবর্তী করবেন, যারা আমাদের মতো হবে না।' তখন তিনি হযরত সালমান ফারেসী (রা.)-এর উরুতে হাত মেরে বললেন, ইনি এবং তাঁর কওম। যদি এ দীন ধ্রুবতারার [দূরত্ব] স্থানেও থাকে, তবুও পারস্যের কতিপয় লোক তাকে তথা হতে অর্জন করবে। –[তিরমিযী]

وَعَنْهُ ٥٩٩٤ قَالَ ذُكِرَتِ الْاَعَاجِمُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنَا بِهِمْ اَوْ بِبَعْضِهِمْ اَوْثَقُ مِنِّىْ بِكُمْ اَوْ بِبَعْضِكُمْ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯৯৪. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখে আজমী [অনারব] লোকদের আলাচনা উঠল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের অথবা বললেন, তোমাদের কিছু সংখ্যক অপেক্ষা সেই আজমীগণ অথবা বললেন, তাদের কতিপয় লোক আমার নিকট অধিক নির্ভরযোগ্য।–[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায়, আরবদের উপর আজমীদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বস্তুত এখানে নির্দিষ্ট গোত্রকে লক্ষ্য করে নবী করীম ﷺ উক্ত কথাটি বলেছেন। নতুবা সার্বিকভাবে আজমীদের উপর আরবীদের মর্যাদা অনস্বীকার্য

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٩٩٥ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ وَرُقَبَاءَ وَاُعْطِيْتُ اَنَا اَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْنَا مَنْ هُمْ قَالَ اَنَا وَابْنَايَ وَجَعْفَرٌ وَحَمْزَةُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَبِلَالٌ وَسَلْمَانُ وَعَمَّارٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَاَبُوْ ذَرٍّ وَالْمِقْدَادُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৯৯৫. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য সাতজন বিশেষ মর্যাদাবান রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিলেন। আর আমাকে দেওয়া হয়েছে চৌদ্দজন। আমরা আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কে? তিনি বললেন, আমি স্বয়ং আমার পুত্রদ্বয় [হাসান ও হুসাইন], জা'ফর, হামযা, আবূ বকর, ওমর, মুসআব ইবনে উমায়ের, বেলাল, সালমান, আম্মার, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আবূ যার ও মিকদাদ (রা.)। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٩٩٦ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ (رض) قَالَ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ كَلَامٌ فَاَغْلَظْتُ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَانْطَلَقَ عَمَّارٌ يَشْكُوْنِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ خَالِدٌ هُوَ يَشْكُوْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَجَعَلَ يُغَلِّظُ لَهُ وَلَا يَزِيْدُهُ اِلَّا غِلْظَةً وَالنَّبِيُّ ﷺ سَاكِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَبَكٰى عَمَّارٌ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا تَرَاهُ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ وَقَالَ مَنْ عَادٰى عَمَّارًا عَادَهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَبْغَضَ عَمَّارًا اَبْغَضَهُ اللّٰهُ قَالَ خَالِدٌ فَخَرَجْتُ فَمَا كَانَ شَيْءٌ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ رِضٰى عَمَّارٍ فَلَقِيْتُهُ بِمَا رِضٰى فَرَضِيَ -

৫৯৯৬. অনুবাদ : হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার ও আম্মার ইবনে ইয়াসিরের মধ্যে [কোনো এক ব্যাপারে] বাগ্‌বিতণ্ডা হলো। এতে আমি তাকে শক্ত কথা বললাম। তখন আম্মার গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। এমন সময় খালেদও নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে আম্মারের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন খালেদ তাঁকে শক্ত কথা বলতে লাগলেন এবং তাঁর কঠোরতা আরো বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন নবী করীম ﷺ চুপ করে ছিলেন। কোনো কথা বলছিলেন না। তখন এ অবস্থা দেখে আম্মার কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি খালেদের ব্যবহার দেখছেন না। এবার নবী করীম ﷺ মস্তক মুবারক উঠালেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি আম্মারের সাথে দুশমনি রাখবে, আল্লাহও তার সাথে দুশমনি রাখবেন এবং যে ব্যক্তি আম্মারের সাথে বিদ্বেষভাব পোষণ করবে, আল্লাহও তার প্রতি নারাজ হবেন। খালেদ বলেন, [নবী করীম ﷺ -এর মুখে এ কথা শুনে] তখনই আমি তথা হতে বের হয়ে পড়লাম এবং যে কোনোভাবে আম্মারকে সন্তুষ্ট করা অপেক্ষা কোনো কিছুই আমার কাছে প্রিয়তর ছিল না। অতঃপর আমি এমনভাবে তার সাথে মিলিত হলাম যাতে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। অবশেষে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।

وَعَنْ ٥٩٩٧ أَبِىْ عُبَيْدَةَ (رضـ) أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَالِدٌ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَنِعْمَ فَتَى الْعَشِيْرَةِ ـ (رَوَاهُمَا اَحْمَدُ)

৫৯৯৭. অনুবাদ : হযরত আবূ ওবায়দা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খালেদ সম্পর্কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, খালেদ হলো মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর তলোয়ারসমূহের একখানা তলোয়ার এবং সে তার স্বীয় বংশের একজন উত্তম নওজোয়ান। −[উক্ত হাদীস দুটি ইমাম আহমদ (র.) রেওয়ায়েতে করেছেন।]

وَعَنْ ٥٩٩٨ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَمَرَنِىْ بِحُبِّ اَرْبَعَةٍ وَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ يُحِبُّهُمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِّهِمْ لَنَا قَالَ عَلِىٌّ مِنْهُمْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلٰثًا وَاَبُوْ ذَرٍّ وَالْمِقْدَادُ وَسَلْمَانُ اَمَرَنِىْ يُحِبُّهُمْ وَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ يُحِبُّهُمْ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৫৯৯৮. অনুবাদ : হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চার ব্যক্তির সাথে মহব্বত করার জন্য সমুহান বরকতময় আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ করেছেন। আমাকে এটাও জানিয়েছেন যে, তিনিও তাঁদেরকে ভালোবাসেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! [অনুগ্রহপূর্বক] আমাদেরকে তাদের নামগুলো বলে দিন। তিনি বললেন, তাঁদের মধ্যে আলীও রয়েছেন। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন এবং [বাকি তিনজন হলেন] আবূ যর, মিকদাদ ও সালমান। তাঁদেরকে মহব্বত করবার জন্য আমাকে তিনি হুকুম করেছেন এবং আমাকে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, তিনি তাঁদেরকে মহব্বত করেন। −[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব।]

وَعَنْ ٥٩٩٩ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ اَبُوْ بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَاَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِىْ بِلَالًا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৯৯৯. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) বলতেন, আবূ বকর (রা.) আমাদের সরদার। তিনি আমাদের আরেকজন সরদারকে আজাদ করেছেন। অর্থাৎ হযরত বেলাল (রা.)-কে। −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত ওমর (রা.)-এর উদ্দেশ্য হলো যে, কোনো ব্যক্তি বংশ ও সামাজিক দিক দিয়ে দীনহীন হয়ে থাকলেও ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী ও ত্যাগ স্বীকার করার কারণে আল্লাহর নিকট সে বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির তুলনায় উত্তম ও মর্যাদাবান হয়ে থাকে।

وَعَنْ ٦٠٠٠ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ (رضـ) اَنَّ بِلَالًا قَالَ لِاَبِىْ بَكْرٍ اِنْ كُنْتَ اِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِىْ لِنَفْسِكَ فَاَمْسِكْنِىْ وَاِنْ كُنْتَ اِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِىْ لِلّٰهِ فَدَعْنِىْ وَعَمَلَ اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৬০০০. অনুবাদ : হযরত কায়স ইবনে আবূ হাযেম (রা.) বলেন, হযরত বেলাল (রা.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে বললেন, আপনি যদি আমাকে নিজের জন্য ক্রয় করে থাকেন, তাহলে আমাকে আপনি নিজ খেদমতে আটকিয়ে রাখুন। আর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্রয় করে থাকেন, তবে আমাকে আল্লাহর কাজে আজাদ ছেড়ে দিন। −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে তার মনিব উমাইয়া ইবনে খালফ হতে ক্রয় করে আজাদ করে দিয়েছেন। হিজরতের পর হযরত বেলাল (রা.) মসজিদে নববীতে 'মুয়াজ্জিনে রাসূল' হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর হযরত বেলাল (রা.) এই বলে মদিনা ত্যাগ করতে চাইলেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অনুপস্থিতিতে আমি মদিনাতে থাকতে পারব না। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁকে মদিনা ত্যাগে বাধা দিলে হযরত বেলাল (রা.) উপরিউক্ত কথাটি বলেছিলেন। ইতিহাস হতে জানা যায়, তখন হযরত বেলাল (রা.) সিরিয়ায় চলে যান এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে থাকেন এবং দামেশকের 'বাবে ছোগরায়' চির নিদ্রায় শুয়ে আছেন।

وَعَنْ ٦٠٠١ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ مَجْهُوْدٌ فَاَرْسَلَ اِلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِىْ اِلَّا مَاءٌ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى اُخْرٰى فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ وَقُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّضِيْفُهُ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَانْطَلَقَ بِهِ اِلٰى رَحْلِهِ فَقَالَ لِاِمْرَأَتِهِ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ لَا اِلَّا قُوْتَ صِبْيَانِىْ قَالَ فَعَلِّلِيْهِمْ بِشَيْءٍ وَنَوِّمِيْهِمْ فَاِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَاَرِيْهِ اِنَّا نَأْكُلُ فَاِذَا اَهْوٰى بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ فَقُوْمِىْ اِلَى السِّرَاجِ كَىْ تُصْلِحِيْهِ فَاَطْفِئِيْهِ فَفَعَلَتْ فَقَعَدُوْا وَاَكَلَ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ عَجِبَ اللّٰهُ اَوْضَحِكَ اللّٰهُ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ ـ

৬০০১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত। তখন নবী করীম ﷺ কোনো এক ব্যক্তিকে তাঁর একজন বিবির কাছে পাঠালেন। তিনি [বিবি] এই বলে উত্তর পাঠালেন যে, সে মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমার কাছে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। অতঃপর তিনি আরেক বিবির কাছে পাঠালেন। তিনিও অনুরূপ উত্তর পাঠালেন। এভাবে সমস্ত বিবিগণ সেই একই কথা বলে পাঠালেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ [উপস্থিত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে] বললেন, কে এই লোকটির মেহমানদারি করবে? আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। তখন আনসারদের একজন– যাকে আবূ তালহা ডাকা হতো, তিনি বললেন, আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বলে তিনি লোকটিকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে [খাওয়ার] কোনো কিছু আছে কি? স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের খাবার ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন হযরত আবূ তালহা (রা.) বিবিকে বললেন, বাচ্চাদেরকে কোনো একটি জিনিস দ্বারা ভুলিয়ে ঘুম পাড়াও। আর মেহমান যখন ঘরে প্রবেশ করবে, তখন তাঁকে এমন ভাব দেখাবে যে, আমরাও তাঁর সাথে খানা খাচ্ছি। অতঃপর মেহমান যখন খাওয়ার জন্য হাত বাড়াবে, তখন তুমি দাড়িয়ে বাতিটি ঠিক করছ ভান করে তা নিভিয়ে ফেলবে। সুতরাং [স্বামীর কথানুযায়ী] স্ত্রী তাই করলেন। অতঃপর তাঁরা সকলেই [খেতে] বসে গেলেন। প্রকৃত অবস্থায় মেহমান খেলেন আর তাঁরা উভয়েই অনাহারে রাত্রি যাপন করলেন। অতঃপর যখন ভোর হলো। আবূ তালহা সকাল বেলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, [আজ রাত্রে] আল্লাহ তা'আলা অমুক পুরুষ ও অমুক মহিলার ক্রিয়াকলাপকে অতিশয় পছন্দ করেছেন অথবা বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাতে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

وَفِىْ رِوَايَةٍ مِثْلَهُ وَلَمْ يُسَمِّ اَبَا طَلْحَةَ وَفِىْ اٰخِرِهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অপর একটি রেওয়ায়েতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, তবে তাতে আবূ তালহার নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং হাদীসটির শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করলেন, অর্থাৎ '[আনসারদের অন্যতম গুণ এই যে,] তারা নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেন, অভাবগ্রস্ততা এবং দারিদ্য তাঁদের সাথে হলেও।' –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ ٦٠٠٢ قَالَ نَزَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْزِلًا فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّوْنَ فَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذَا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ (رضـ) فَاَقُوْلُ فُلَانٌ فَيَقُوْلُ نِعْمَ عَبْدُ اللّٰهِ هٰذَا وَيَقُوْلُ مَنْ هٰذَا فَاَقُوْلُ فُلَانٌ فَيَقُوْلُ بِئْسَ عَبْدُ اللّٰهِ هٰذَا حَتّٰى مَرَّ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَقَالَ نِعْمَ عَبْدُ اللّٰهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৬০০২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে এক জায়গায় মনজিল করলাম। তখন লোকজন [সম্মুখ দিয়ে] যাতায়াত করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ [এক ব্যক্তি সম্পর্কে] জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হুরায়রা! এ ব্যক্তি কে? আমি বললাম অমুক। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর এই বান্দা খুব ভালো লোক। আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, এ লোকটি কে? বললাম, অমুক। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর এই বান্দা খুবই মন্দ। এমন সময় খালেদ ইবনে ওয়ালীদ অতিক্রম করলেন। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, এ লোকটি কে? আমি বললাম, খালেদ ইবনে ওয়ালীদ। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দা খালেদ ইবনে ওলীদ খুবই চমৎকার লোক। ইনি আল্লাহর তলোয়ারসমূহের মধ্য হতে একখানা তলোয়ার। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হাদীসের ভাষ্য হতে বুঝা যাচ্ছে, নবী করীম ﷺ ছিলেন তাঁবুর ভিতরে এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ছিলেন তাঁবুর বাইরে। অন্যথা হযরত খালেদ ইবনুল ওলীদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অপরিচিত ছিলেন না।

وَعَنْ ٦٠٠٣ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رضـ) قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ لِكُلِّ نَبِيٍّ اَتْبَاعٌ وَاِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَ اَتْبَاعَنَا مِنَّا فَدَعَا بِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৬০০৩. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত, একবার আনসারগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, হে আল্লাহর নবী! প্রত্যেক নবীরই একদল অনুসরণকারী থাকে। [অনুরূপভাবে] আমরাও আপনার অনুসরণ করে আসছি। অতএব, আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের অনুসারীদেরকেও আমাদের দলভুক্ত করেন। তখন তিনি সেই মতো দোয়া করলেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর, আমাদের সংশ্লিষ্ট সকলেই যেন আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে।

وَعَنْ ٦٠٠٤ قَتَادَةَ (رض) قَالَ مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ اَكْثَرَ شَهِيْدًا اَعَزَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ وَقَالَ اَنَسٌ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ اُحُدٍ سَبْعُوْنَ وَيَوْمَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ سَبْعُوْنَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ عَلٰى عَهْدِ اَبِىْ بَكْرٍ سَبْعُوْنَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৬০০৪. **অনুবাদ :** হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরবের গোত্রসমূহের কোনো গোত্রের শহীদের সংখ্যা কিয়ামতের দিন আনসারদের অপেক্ষা অধিক এবং প্রিয়তর হবে বলে আমাদের জানা নেই। কাতাদাহ (রা.) বলেন, হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, তাঁদের মধ্য হতে সত্তরজন 'উহুদের দিন' সত্তরজন, 'বীরে মাঊনার দিন' এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেলাফত আমলে সত্তরজন 'ইয়ামামার দিন' শহীদ হয়েছেন। −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অপর এক বর্ণনায় আছে, উহুদের যুদ্ধে আনসারদের চৌষট্টিজন এবং মুহাজিরদের ছয়জন শহীদ হয়েছেন। ইবনে হেব্বান এ বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন।

وَعَنْ ٦٠٠٥ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ (رض) قَالَ كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّيْنَ خَمْسَةَ الَافٍ خَمْسَةَ الَافٍ وَقَالَ عُمَرُ لَاُفَضِّلَنَّهُمْ عَلٰى مَنْ بَعْدَهُمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৬০০৫. **অনুবাদ :** হযরত কায়েস ইবনে আবূ হাযেম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের ভাতা পাঁচ পাঁচ হাজার দিরহাম [বায়তুল মাল হতে] ধার্য ছিল। হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি অবশ্যই তাঁদেরকে পরবর্তী সকলের উপর মর্যাদা দেব। −[বুখারী]

تَسْمِيَةُ مَنْ سُمِّىَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ فِى الْجَامِعِ لِلْبُخَارِيِّ

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের নামের তালিকা যেভাবে জামে' বুখারীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম বুখারী (র.) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্য হতে বিশেষ কিছু সংখ্যক সাহাবীর নামের তালিকা তাঁর কিতাব বুখারী শরীফের একটি পৃথক পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেছেন। এ সকল বদরী সাহাবী তাঁরাই যাঁদের বদরী হওয়ার কথা বুখারী শরীফে এসেছে এবং যাঁদের রেওয়ায়েতেসমূহ এ কিতাবে [বুখারীর] লিপিবদ্ধ হয়েছে। একটি পৃথক পরিচ্ছেদে এ সকল বিশেষ বদরী সাহাবীদের নাম উল্লেখ করার দ্বারা ইমাম বুখারী (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো, অন্য সকল বদরী সাহাবীদের উপর এ বিশেষ বদরী সাহাবীদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব যেন প্রকাশ পায় এবং তাঁদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ রহমত ও সন্তুষ্টির দোয়া করা হয়। -[মাযাহেরে হক খ.৭, পৃ. ৪৯৭]

---

١. اَلنَّبِىُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَاشِمِىُّ ﷺ . ٢. عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ اَبُوْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقُ الْقُرَشِىُّ . ٣. عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعَدَوِىُّ . ٤. عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْقُرَشِىُّ خَلَّفَهُ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى اِبْنَتِهٖ رُقَيَّةَ وَضَرَبَ لَهٗ بِسَهْمِهٖ . ٥. عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبِنِ الْهَاشِمِىُّ . ٦. اِيَاسُ بْنُ بُكَيْرٍ . ٧. بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ . ٨. حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِىُّ . ٩. حَاطِبُ بْنُ اَبِىْ بَلْتَعَةَ حَلِيْفٌ لِقُرَيْشٍ . ١٠. اَبُوْ حُذَيْفَةَ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ الْقُرَشِىُّ . ١١. حَارِثَةُ بْنُ الرَّبِيْعِنِ الْاَنْصَارِىُّ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ كَانَ فِى النَّظَّارَةِ . ١٢. خُبَيْبُ بْنُ عَدِىِّنِ الْاَنْصَارِىُّ . ١٣. خُنَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِىُّ . ١٤. رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِنِ الْاَنْصَارِىُّ . ١٥. رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ اَبُوْ لُبَابَةَ الْاَنْصَارِىُّ .

১. নবী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ হাশেমী ﷺ, ২. আব্দুল্লাহ ইবনে ওসমান আবূ বকর সিদ্দীক কুরাইশী, ৩. ওমর ইবনুল খাত্তাব আদভী, ৪. ওসমান ইবনে আফফান কুরাইশী, নবী করীম ﷺ তাঁকে তাঁর [নবী করীম ﷺ-এর] অসুস্থ কন্যা রোকাইয়া [হযরত ওসমান (রা.)-এর স্ত্রী]-এর দেখাশুনার জন্য মদিনায় রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু বদর যুদ্ধে লব্ধ গনিমতের মালের অংশ তাঁকেও দিয়েছিলেন। ৫. আলী ইবনে আবূ তালিব হাশেমী, ৬. ইয়াস ইবনে বুকায়র, ৭. বেলাল ইবনে রাবাহ- আবূ বকরের আজাদকৃত গোলাম, ৮. হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব হাশেমী, ৯. কুরাইশদের মিত্র হাতেব ইবনে আবী বালতা'আ, ১০. আবূ হুযায়ফা ইবনে উতবা ইবনে রবীআ কুরাইশী, ১১. হারেছা ইবনে রুবাইয়ে' আনসারী, ইনি হারেছা ইবনে সুরাকা নামেও পরিচিত। তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি এ যুদ্ধে পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১২. খোবায়েব ইবনে আদী আনসারী, ১৩. খোনায়স ইবনে হোযাফা সাহমী, ১৪. রেফাআ ইবনে রাফে' আনসারী, ১৫. রেফাআ ইবনে আব্দুল মুনযির, ইনি আবূ লুবাবা আনসারী নামেও পরিচিত।

١٦. اَلزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ الْقُرَشِيُّ - ١٧. زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ اَبُوْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيُّ - ١٨. اَبُوْ زَيْدِنِ الْاَنْصَارِيُّ - ١٩. سَعْدُ بْنُ مَالِكِنِ الزُّهْرِيُّ - ٢٠. سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ الْقُرَشِيُّ - ٢١. سَعِيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِنِ الْقُرَشِيُّ - ٢٢. سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِنِ الْاَنْصَارِيُّ - ٢٣. ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعِنِ الْاَنْصَارِيُّ - ٢٤. وَاَخُوْهُ - ٢٥. عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدِنِ الْهُذَلِيُّ - ٢٦. عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفِنِ الزُّهْرِيُّ - ٢٧. عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثُ الْقُرَشِيُّ - ٢٨. عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ الْاَنْصَارِيُّ - ٢٩. عَمْرُوْ بْنُ عَوْفٍ حَلِيْفُ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ - ٣٠. عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِونِ الْاَنْصَارِيُّ - ٣١. عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ الْعَنَزِيُّ - ٣٢. عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِنِ الْاَنْصَارِيُّ - ٣٣. عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ الْاَنْصَارِيُّ - ٣٤. عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِنِ الْاَنْصَارِيُّ - ٣٥. قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُوْنٍ - ٣٦. قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ الْاَنْصَارِيُّ - ٣٧. مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ - ٣٨. مُعَوِّذُ بْنُ عَفْرَاءَ - ٣٩. وَاَخُوْهُ - ٤٠. مَالِكُ بْنُ رَبِيْعَةَ - ٤١. اَبُوْ اُسَيْدِنِ الْاَنْصَارِيُّ - ٤٢. مِسْطَحُ بْنُ اُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ - ٤٣. مُرَارَةُ بْنُ رَبِيْعِنِ الْاَنْصَارِيُّ - ٤٤. مَعْنُ بْنُ عَدِيِّنِ الْاَنْصَارِيُّ - ٤٥. مِقْدَادُ بْنُ عَمْرِونِ الْكِنْدِيُّ حَلِيْفُ بَنِيْ زُهْرَةَ - ٤٦. هِلَالُ بْنُ اُمَيَّةَ الْاَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ -

১৬. যুবায়ের ইবনুল আওয়াম কুরাইশী, ১৭. যায়েদ ইবনে সাহল আবূ তালহা আনসারী, ১৮. আবূ যায়েদ আনসারী, ১৯. সা'দ ইবনে মালেক যুহরী, ২০. সা'দ ইবনে খাওলা কুরাইশী, ২১. সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল কুরাইশী, ২২. সাহল ইবনে হোনায়ফ আনসারী, ২৩. যোহায়েব ইবনে রাফে' আনসারী এবং ২৪. তাঁর ভাই, ২৫. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হুযালী, ২৬. আব্দুর রহমান ইবনে আওফ যুহরী, ২৭. ওবায়দাহ ইবনুল হারেছ কুরাইশী, ২৮. ওবাদাহ ইবনে সামেত আনসারী, ২৯. আমর ইবনে আওফ– বনী আমের ইবনে লুয়াইয়ের মিত্র, ৩০. উকবা ইবনে আমর আনসারী, ৩১. আমের ইবনে রবী'আ আনসারী, ৩২. আসেম ইবনে ছাবেত আনসারী, ৩৩. ওয়াইম ইবনে সায়েদা আনসারী, ৩৪. ইত্বান ইবনে মালেক আনাসারী, ৩৫. কোদামা ইবনে মায্‌উন, ৩৬. কাতাদাহ ইবনে নো'মান আনসারী, ৩৭. মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামূহ, ৩৮. মু'আওবেয ইবনে আফরা এবং ৩৯. তাঁর ভাই। ৪০. মালেক ইবনে রবী'আ, ৪১. আবূ উসায়দ আনসারী, ৪২. মিসতাহ ইবনে উসাসাহ ইবনে আব্বাদ ইবনে মুত্তালিব ইবনে আবদে মানাফ, ৪৩. মুরারাহ ইবনে রবী' আনসারী, ৪৪. মা'আন ইবনে আদী আনসারী, ৪৫. বনূ যুহ্‌রার মিত্র– মিকদাদ ইবনে আমর কিন্দী এবং ৪৬. হেলাল ইবনে উমাইয়াহ আনসারী [রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম 'আজমা'ঈন]।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মহান সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর নামসমূহ

যে ব্যক্তি এ নামসমূহ পাঠ করে দোয়া করবে আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া অবশ্যই কবুল করবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ (١) بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الْمُهَاجِرِيِّ ﷺ (٢) وَبِسَيِّدِ نَا عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُثْمَانَ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ الْقُرَيْشِيِّ (٣) وَبِسَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيِّ (٤) وَبِسَيِّدِنَا عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ الْقُرَيْشِيِّ خَلَّفَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ابْنَتِهٖ وَضَرَبَ لَهٗ بِسَهْمِهٖ (٥) وَبِسَيِّدِنَا عَلِيِّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبِ نِ الْهَاشِمِيِّ (٦) وَبِسَيِّدِنَا اِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ (٧) وَبِسَيِّدِنَا بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ الْقُرَشِيِّ (٨) وَبِسَيِّدِنَا حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيِّ (٩) وَبِسَيِّدِنَا حَاطِبِ بْنِ اَبِىْ بَلْتَعَةَ حَلِيْفٍ لِقُرَيْشٍ (١٠) وَبِسَيِّدِنَا اَبِىْ حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ الْقُرَيْشِيِّ (١١) وَبِسَيِّدِنَا حَارِثَةَ بْنِ رَبِيْعِ نِ الْاَنْصَارِيِّ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ وَكَانَ فِى النَّظَارَةِ (١٢) وَبِسَيِّدِنَا خُبَيْبِ بْنِ عَدِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (١٣) وَبِسَيِّدِنَا خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ (١٤) وَبِسَيِّدِنَا رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (١٥) وَبِسَيِّدِنَا رِفَاعَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ اَبِىْ لُبَابَةَ الْاَنْصَارِيِّ (١٦) وَبِسَيِّدِنَا الزُّبَيْرِبْنِ الْعَوَّامِ الْقُرَشِيِّ (١٧) وَبِسَيِّدِنَا سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ نُفَيْلِ نِ الْقُرَشِيِّ (١٨) وَبِسَيِّدِنَا سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفِ الْاَنْصَارِيِّ (١٩) وَبِسَيِّدِنَا زَيْدِ بْنِ سَهْلٍ اَبِىْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيِّ (٢٠) وَبِسَيِّدِنَا اَبِىْ زَيْدِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢١) وَبِسَيِّدِنَاسَعْدِ بْنِ مَالِكِ نِ الزُّهْرِيِّ (٢٢) وَبِسَيِّدِنَا سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ الْقُرَشِيِّ (٢٣) وَبِسَيِّدِنَا ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٤) وَاَخِيْهِ (٢٥) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدِ نِ الْهُذَلِيِّ (٢٦) وَبِسَيِّدِنَا عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدِ نِ الْهُذَلِيِّ (٢٧) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ نِ الزُّهْرِيِّ (٢٨) وَبِسَيِّدِنَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِث الْقُرَشِيِّ (٢٩) وَبِسَيِّدِنَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ الْاَنْصَارِيِّ (٣٠) وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ حَلِيْفِ بَنِىْ عَامِرِ بْنِ لُؤَىْ (٣١) وَبِسَيِّدِنَا عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو نِ الْاَنْصَارِيِّ (٣٢) وَبِسَيِّدِنَا عَامِرِبْنِ رَبِيْعَةَ الْعَنَزِيِّ (٣٣) وَبِسَيِّدِنَا عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٣٤) وَبِسَيِّدِنَا عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْاَنْصَارِيِّ (٣٥) وَبِسَيِّدِنَا

عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ الْاَنْصَارِيِّ (٣٦) وَبِسَيِّدِنَا قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُوْنٍ (٣٧) وَبِسَيِّدِنَا قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْاَنْصَارِيِّ (٣٨) وَبِسَيِّدِنَا مُعَاذِبْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ (٣٩) وَبِسَيِّدِنَا مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ (٤٠) وَاَخِيْهِ مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ (٤١) وَبِسَيِّدِنَا اَبِىْ اُسَيْدِنِ الْاَنْصَارِيِّ (٤٢) وَبِسَيِّدِنَا مِسْطَحِ بْنِ اُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ (٤٣) وَبِسَيِّدِنَا مُرَارَةَ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِيِّ (٤٤) وَبِسَيِّدِنَا مَعَنِ بْنِ عَدِيِّ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٤٥) وَبِسَيِّدِنَا مِقْدَادِبْنِ عَمْرِونِ الْكِنْدِيِّ حَلِيْفِ بَنِىْ زُهْرَةَ (٤٦) وَبِسَيِّدِنَا هِلَالِ بْنِ اُمَيَّةَ الْاَنْصَارِيِّ (٤٧) وَبِسَيِّدِنَا اَبِىْ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ نِ الْاَشْهَلِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (٤٨) وَبِسَيِّدِنَا اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ نِ الْاَنْصَارِيِّ الْاَشْهَلِيِّ (٤٩) وَبِسَيِّدِنَا اُسَيْدِبْنِ ثَعْلَبَةَ الْاَنْصَارِيِّ (٥٠) وَبِسَيِّدِنَا اُنَيْسِ بْنِ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيِّ (٥١) وَبِسَيِّدِنَا اَنَسِ بْنِ مُعَاذِنِ النَّجَّارِيِّ (٥٢) وَبِسَيِّدِنَا اَنَسِ بْنِ اَوْسِ نِ الْاَنْصَارِيِّ الْاَشْهَلِيِّ (٥٣) وَبِسَيِّدِنَا اَوْسِ بْنِ ثَابِتِ نِ النَّجَّارِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (٥٤) وَبِسَيِّدِنَا اَوْسِ بْنِ خَوْلِيِّ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٥٥) وَبِسَيِّدِنَا اَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ الْخَزْرَجِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (٥٦) وَبِسَيِّدِنَا اَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ النَّجَارِيِّ الْاَنْصَارِيِّ الْخَزْرَجِيِّ (٥٧) وَبِسَيِّدِنَا الْاَسْوَدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ غَنَمِ الْاَنْصَارِيِّ (٥٨) وَبِسَيِّدِنَا اِيَاسِ بْنِ وُدْقَةَ الْاَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِىْ سَالِمِ بْنِ عَوْفِ نِ الْخَزْرَجِيِّ (٥٩) وَبِسَيِّدِنَا الْاَرْقَمِ بْنِ اَبِى الْاَرْقَمِ الْهَاشِمِيِّ (٦٠) وَبِسَيِّدِنَا بَرَاءِ بْنِ عَازِبِ نِ الْخَزْرَجِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (٦١) وَبِسَيِّدِنَا بِشْرِ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرِ نِ الْاَنْصَارِيِّ الْخَزْرَجِيِّ (٦٢) وَبِسَيِّدِنَا بَشِيْرِبْنِ سَعْدِ نِ الْخَزْرَجِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (٦٣) وَبِسَيِّدِنَا بَشِيْرِبْنِ اَبِىْ زَيْدِنِ الْاَنْصَارِيِّ (٦٤) وَبِسَيِّدِنَا بُحَيْرِ ابْنِ اَبِىْ بُحَيْرِ الْجُهَنِيِّ النَّجَّارِيِّ (٦٥) وَبِسَيِّدِنَا بِشْعَسِ بْنِ عَمْرِو نِ الْخَزْرَجِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (٦٦) وَبِسَيِّدِنَا بَجَّاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْاَنْصَارِيِّ الْخَزْرَجِيِّ (٦٧) وَبِسَيِّدِنَا تَمِيْمِ بْنِ يَعَارِالْاَنْصَارِيِّ الْخَزْرَجِيِّ (٦٨) وَبِسَيِّدِنَا تَمِيْمِ نِ الْاَنْصَارِيِّ مَوْلٰى بَنِىْ غَنَمٍ (٦٩) وَبِسَيِّدِنَا تَمِيْمٍ مَوْلٰى خِرَاشِ بْنِ الصِّمَّةِ (٧٠) وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتِ بْنِ الْجَذْعِ الْاَنْصَارِيِّ الْاَشْهَلِيِّ (٧١) وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتِ بْنِ هَزَالِ بْنِ عَمْرِو نِ الْاَنْصَارِيِّ الْعَوْفِيِّ (٧٢) وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ نِ النَّجَّارِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (٧٣) وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ النُّعْمَانِ النَّجَّارِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (٧٤) وَبِسَيِّدِنَا

ثَابِتِ بْنِ الْخَنْسَاءِ النَّجَارِيِ الْاَنْصَارِيِّ (٧٥) وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتِ بْنِ اَقْرَمَ الْاَنْصَارِيِّ حَلِيْفِ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ (٧٦) وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتِ بْنِ زَيْدِ نِ الْاَشْهَلِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (٧٧) وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتِ بْنِ رَبِيْعَةَ الْاَنْصَارِيِّ الْخَزْرَجِيِّ (٧٨) وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٧٩) وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٨٠) وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِيِّ (٨١) وَبِسَيِّدِنَا ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنَمَةَ الْاَنْصَارِيِّ (٨٢) وَبِسَيِّدِنَا ثَعْلَبَةَ بْنِ سَاعِدَةَ السَّاعِدِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (٨٣) وَبِسَيِّدِنَا ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو نِ النَّجَّارِيِّ (٨٤) وَبِسَيِّدِنَا ثَعْلَبَةَ بْنِ خَاطِبِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٨٥) وَبِسَيِّدِنَا ثَقْفِ بْنِ عَمْرِو نِ الْاَسْلَمِيِّ (٨٦) وَبِسَيِّدِنَا جَابِرِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَسْعُوْدِ نِ الْاَنْصَارِيِّ النَّجَّارِيِّ الْاَشْهَلِيِّ (٨٧) وَبِسَيِّدِنَا جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَرَامِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (٨٨) وَبِسَيِّدِنَا جَبَّارِ بْنِ صَخْرِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٨٩) وَبِسَيِّدِنَا جُبَيْرِ بْنِ اَيَاسِ الْاَنْصَارِيِّ الزُّرَقِيِّ (٩٠) وَبِسَيِّدِنَا حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ النَّجَّارِيِ الْاَنْصَارِيِّ (٩١) وَبِسَيِّدِنَا حَارِثَةَ بْنِ مَالِكِ نِ الْاَنْصَارِيِّ الزُّرَقِيِّ (٩٢) وَبِسَيِّدِنَا حَارِثِ بْنِ حُمَيْرِ نِ الْاَشْجَعِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (٩٣) وَبِسَيِّدِنَا حَارِثَةَ بْنِ حُمَيْرِ الْاَنْصَارِيِّ (٩٤) وَبِسَيِّدِنَا حَارِثِ بْنِ هِشَامِ الْمَخْزُوْمِيِّ الْقُرَشِيِّ (٩٥) وَ بِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ عَتِيْكِ نِ النَّجَارِيِ (٩٦) وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ الْاَنْصَارِيِّ (٩٧) وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ اَوْسِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٩٨) وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ اَنَسِ نِ الْاَشْهَلِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (٩٩) وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ الْقَيْسِيِّ (١٠٠) وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ خَرْمَةَ الْخَزْرَجِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (١٠١) وَبِسَيِّدِنَا حُرَيْثِ بْنِ زَيْدِنِ الْخَزْرَجِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (١٠٢) وَبِسَيِّدِنَا الْحَكَمِ بْنِ عَمْرُونِ الثَّمَالِيِّ (١٠٣) وَبِسَيِّدِنَا حَبِيْبٍ مَوْلَى الْاَنْصَارِ (١٠٤) وَبِسَيِّدِنَا الْحُصَيْنِ ابْنِ الْحَارِثِ الْمُطَّلِبِيِّ (١٠٥) وَبِسَيِّدِنَا حَاطِبِ بْنِ عَمْرِو نِ الْاَوْسِيِّ (١٠٦) وَبِسَيِّدِنَا حَرَامِ بْنِ مِلْحَانَ النَّجَّارِيِّ (١٠٧) وَبِسَيِّدِنَا الْحُبَابِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْاَنْصَارِيِّ السُّلَمِيِّ (١٠٨) وَبِسَيِّدِنَا خَالِدِ بْنِ الْبُكَيْرِ (١٠٩) وَبِسَيِّدِنَا خَالِدِ بْنِ الْعَاصِيِّ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ (١١٠) وَبِسَيِّدِنَا خَالِدِ بْنِ قَيْسِ نِ الْاَزْدِيِّ الْعَجْلَانِيِّ (١١١) وَبِسَيِّدِنَا خَلَّادِ بْنِ رَافِعِ نِ الْعَجْلَانِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (١١٢) وَبِسَيِّدِنَا خَلَّادِبْنِ سُوَيْدِ نِ الْاَنْصَارِيِّ الْخَزْرَجِيِّ (١١٣) وَبِسَيِّدِنَا خَلَّادِ بْنِ عَمْرِو نِ الْاَنْصَارِيِّ السُّلَمِيِّ (١١٤) وَبِسَيِّدِنَا خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ الْاَنْصَارِيِّ (١١٥)

وَبِسَيِّدِنَا خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ نِ الْاَنْصَارِيِ الْخَزْرَجِيِّ (١١٦) وَبِسَيِّدِنَا خَارِجَةَ بْنِ حُمَيْرِنِ الْاَشْجَعِيِّ (١١٧) وَبِسَيِّدِنَا خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ الْخُزَاعِيِّ (١١٨) وَبِسَيِّدِنَا خَبَّابِ مَوْلٰى عُقْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ (١١٩) وَبِسَيِّدِنَا خُزَيْمِ بْنِ فَاتِكِ نِ الْاَسَدِيِّ (١٢٠) وَبِسَيِّدِنَا خِرَاشِ بْنِ الصِّمَّةِ الْاَنْصَارِيِّ السُّلَمِيِّ (١٢١) وَبِسَيِّدِ نَا خَوْلِي بْنِ خَوْلِيَ الْعَجْلِيِّ الْجُعْفِيِّ (١٢٢) وَبِسَيِّدِنَا خُبَيْبِ بْنِ اِسَافِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (١٢٣) وَبِسَيِّدِنَا خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (١٢٤) وَبِسَيِّدِنَا خُثَيْمَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِيِّ (١٢٥) وَبِسَيِّدِنَا خَلِيْفَةَ بْنِ عَدِيِّ نِ الْاَنْصَارِيِّ (١٢٦) وَبِسَيِّدِنَا خُلَيْدَةَ بْنِ قَيْسِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (١٢٧) وَبِسَيِّدِنَا ذَكْوَانِ بْنِ عَبْدِ قَيْسِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (١٢٨) وَبِسَيِّدِنَا ذِيْ مُخْبِرِنِ الْجُشَمِيِّ (١٢٩) وَبِسَيِّدِنَا ذِي الشِّمَالَيْنِ الْخُزَاعِيِّ (١٣٠) وَبِسَيِّدِنَا رَافِعِ بْنِ مَالِكِ الْاَنْصَارِيِّ الْخَزْرَجِيِّ (١٣١) وَبِسَيِّدِنَا رَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِيِّ (١٣٢) وَبِسَيِّدِنَا رَافِعِ بْنِ الْمُعَلّٰى الْاَنْصَارِيِّ (١٣٣) وَبِسَيِّدِنَا رَافِعِ بْنِ عَنْجَدَةَ الْاَنْصَارِيِّ الْعَوَامِيِّ (١٣٤) وَبِسَيِّدِنَا رَافِعِ بْنِ سَهْلِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (١٣٥) وَبِسَيِّدِنَا رَافِعِ بْنِ زَيْدِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (١٣٦) وَبِسَيِّدِنَا رِفَاعَةَ بْنِ عَمْرِو نِ الْاَنْصَارِيِّ (١٣٧) وَبِسَيِّدِنَا رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (١٣٨) وَبِسَيِّدِنَا رِفَاعَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِيِّ (١٣٩) وَبِسَيِّدِنَا رِفَاعَةَ بْنِ عَمْرِو الْجُهَنِيِّ (١٤٠) وَبِسَيِّدِنَا رَبِيْعَةَ بْنِ اَكْثَمِ الْاَنْصَارِيِّ (١٤١) وَبِسَيِّدِنَا رَبِيْعِ بْنِ اِيَاسِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (١٤٢) وَاَخِيْهِ (١٤٣) وَبِسَيِّدِنَا رُجَيْلَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْاَنْصَارِيِّ اَلْبَيَامِيِّ (١٤٤) وَبِسَيِّدِنَا زَيْدِ ابْنِ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيِّ (١٤٥) وَبِسَيِّدِنَا زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ الْكَلْبِيِّ (١٤٦) وَبِسَيِّدِنَا زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ الْعَجْلَانِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (١٤٧) وَبِسَيِّدِنَا زَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ الْاَنْصَارِيِّ الْبَيَاضِيِّ (١٤٨) وَبِسَيِّدِنَا زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ نِ الْمَازِنِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (١٤٩) وَبِسَيِّدِنَا زِيَادِ بْنِ لَبِيْدِ نِ الْاَنْصَارِيِّ الْبَيَاضِيِّ (١٥٠) وَبِسَيِّدِنَا زِيَادِ بْنِ عَمْرِو نِ الْاَنْصَارِيِّ (١٥١) وَبِسَيِّدِنَا زِيَادِ بْنِ كَعْبِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (١٥٢) وَبِسَيِّدِنَا زَاهِرِ بْنِ حَرَامِ نِ الْاَشْجَعِيِّ (١٥٣) وَبِسَيِّدِنَا طُلَيْبِ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ (١٥٤) وَبِسَيِّدِنَا الطُّفَيْلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُطَّلِبِيِّ (١٥٥) وَاَخِيْهِ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ (١٥٦) وَبِسَيِّدِنَا الطُّفَيْلُ بْنُ مَالِكِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (١٥٧) وَبِسَيِّدِنَا كَعْبِ بْنِ عَمْرِونِ الْاَنْصَارِيِّ السُّلَمِيِّ (١٥٨) وَبِسَيِّدِنَا كَعْبِ بْنِ زَيْدِ نِ

اَلنَّجَّارِيِّ اَلْاَنْصَارِيِّ (١٥٩) وَبِسَيِّدِنَا كَعْبِ بْنِ حَمَّارِنِ الْاَنْصَارِيِّ (١٦٠) وَبِسَيِّدِنَا كَفَّازِ بْنِ حَصَنٍ الْاَنْصَارِيِّ (١٦١) وَبِسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْاَنْصَارِيِّ (١٦٢) وَبِسَيِّدِنَا مُعَاذِبْنِ عَفْرَاءَ الْاَنْصَارِيِّ (١٦٣) وَبِسَيِّدِنَا عَوْفِ بْنِ الْعَفْرَاءِ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ (١٦٤) وَبِسَيِّدِنَا مُعَوِّذٍ (١٦٥) وَبِسَيِّدِنَا مُعَاذِبْنِ مَا عِصِ الْاَنْصَارِيِّ (١٦٦) وَبِسَيِّدِنَا مَالِكِ بْنِ عُمَيْلَةَ الْعَبْدَرِيِّ (١٦٧) وَبِسَيِّدِنَا مَالِكِ بْنِ قُدَامَةَ الْاَنْصَارِيِّ (١٦٨) وَبِسَيِّدِنَا مَالِكِ بْنِ رَافِعِ الْعُجْلَانِيِّ (١٦٩) وَبِسَيِّدِنَا مَالِكِ بْنِ عَمْرِو نِ السَّلَمِيِّ (١٧٠) وَبِسَيِّدِنَا مَالِكِ بْنِ اُمَيَّةَ بْنِ عَمْرِو نِ السَّلَمِيِّ (١٧١) وَبِسَيِّدِنَا مَالِكِ بْنِ اَبِيْ حَوْلَى الْعَجْلَانِيِّ (١٧٢) وَبِسَيِّدِنَا مَالِكِ بْنِ نُمَيْلَةَ الْاَنْصَارِيِّ (١٧٣) وَبِسَيِّدِنَا مَعْمَرِبْنِ الْحَارِثِ الْجُمَهِيِّ (١٧٤) وَبِسَيِّدِنَا مُحْرِزِ بْنِ لَضْلَةَ الْاَسَدِيِّ (١٧٥) وَبِسَيِّدِنَا مُحْرِزِ بْنِ عَامِرِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (١٧٦) وَبِسَيِّدِنَا مَعَنِ بْنِ يَزِيْدَ السُّلَمِيِّ (١٧٧) وَبِسَيِّدِنَا مَعْبَدِ ابْنِ قَيْسِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (١٧٨) وَبِسَيِّدِنَا الْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرِو نِ الْاَنْصَارِيِّ الْخَزْرَجِيِّ (١٧٩) وَبِسَيِّدِنَا الْمُنْذِرِبْنِ الْاَوْسِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (١٨٠) وَبِسَيِّدِنَا الْمُنْذِرِبْنِ قُدَامَةَ الْاَنْصَارِيِّ (١٨١) وَبِسَيِّدِنَا مُعَتَّبِ بْنِ حَمْرَاءَ الْاَنْصَارِيِّ (١٨٢) وَبِسَيِّدِنَا مُعَتَّبِ بْنِ بَشِيْرِنِ الْاَنْصَارِيِّ (١٨٣) وَبِسَيِّدِنَا مُصْعَبِ ابْنِ عُمَيْرِنِ الْقُرَشِيِّ (١٨٤) وَبِسَيِّدِنَا مُبَشِّرِبْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِالْاَوْسِيِّ (١٨٥) وَبِسَيِّدِنَا مُلَيْلِ بْنِ وَبْدَةَ الْاَنْصَارِيِّ (١٨٦) وَبِسَيِّدِنَا مَهْجَعِ بْنِ صَالِحٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (١٨٧) وَبِسَيِّدِنَا مِدْرَاجِ بْنِ عَمْرِو نِ السَّلَمِيِّ (١٨٨) وَبِسَيِّدِنَا نَوْفَلِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْاَنْصَارِيِّ (١٨٩) وَبِسَيِّدِنَا النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِنِ النَّجَّارِيِّ (١٩٠) وَبِسَيِّدِنَا النُّعْمَانِ بْنِ اَبِيْ خَزْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ (١٩١) وَبِسَيِّدِنَا النُّعْمَانِ بْنِ عَمْرِنِ الْاَنْصَارِيِّ (١٩٢) وَبِسَيِّدِنَا النُّعْمَانِ بْنِ اَبِيْ خَزْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ (١٩٣) وَبِسَيِّدِنَا النُّعْمَانِ بْنِ سِنَانِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (١٩٤) وَبِسَيِّدِنَا نَضْرِبْنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِيِّ الظَّفْرِيِّ (١٩٥) وَبِسَيِّدِنَا نَحَاتِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْاَنْصَارِيِّ (١٩٦) وَبِسَيِّدِنَا نُعَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو النَّجَّارِيِّ (١٩٧) وَبِسَيِّدِنَا صُهَيْبِ بْنِ سِنَانِ الرُّوْمِيِّ (١٩٨) وَبِسَيِّدِنَا صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ بْنِ عَمْرِو نِ السَّلَمِيِّ (١٩٩) وَاَخِيْهِ مَالِكِ بْنِ اُمَيَّةَ (٢٠٠) وَبِسَيِّدِنَا الضَّحَّاكِ بْنِ حَارِثَةَ الْاَنْصَارِيِّ (٢٠١) وَبِسَيِّدِنَا الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الْاَنْصَارِيِّ النَّجَّارِيِّ (٢٠٢) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللّٰهِ

بْنِ ثَعْلَبَةَ الْاَنْصَارِيِّ (٢٠٣) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُبَيْرِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٠٤) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْحُمَيْرِ الْاَشْجَعِيِّ (٢٠٥) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِاللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ الْاَنْصَارِيِّ (٢٠٦) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٠٧) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبِيْعِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٠٨) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَارِقِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٠٩) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢١٠) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَظْعُوْنِ الْجُمَحِيِّ (٢١١) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِاللّٰهِ بْنِ النُّعْمَانِ الْاَنْصَارِيِّ (٢١٢) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلُوْلِ الْاَنْصَارِيِّ (٢١٣) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢١٤) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِنِ الْاَنْصَارِيِّ (٢١٥) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرِنِ الْاَنْصَارِيِّ (٢١٦) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبَسِ الْخَزْرَجِيِّ (٢١٧) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِنِ الْاَنْصَارِيِّ (٢١٨) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَجْلَانِيِّ (٢١٩) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ نِ الْمَازِنِيِّ (٢٢٠) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٢١) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٢٢) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٢٣) وَبِسَيِّدِنَا عُبَيْدِ بْنِ اَوْسٍ (٢٢٤) وَبِسَيِّدِنَا عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِنِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٢٥) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ رَبِّهٖ بْنِ حَقِّ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٢٦) وَبِسَيِّدِنَا عَبَّادِ بْنِ عُبَيْدِ نِ التَّيْهَانِ (٢٢٧) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ نَاشِبِ نِ اللَّيْثِيِّ (٢٢٨) وَبِسَيِّدِنَا عَبَّادِ بْنِ قَيْسِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٢٩) وَبِسَيِّدِنَا عُمَيْرِبْنِ حَرَامِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٣٠) وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ قَيْسِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٣١) وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ الْاَنْصَارِيِّ (٢٣٢) وَبِسَيِّدِنَا سُفْيَانَ بْنِ بِشْرِنِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٣٣) وَبِسَيِّدِنَا سَالِمِ بْنِ عُمَيْرِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٣٤) وَبِسَيِّدِنَا سِنَانِ بْنِ سِنَانِ نِ الْاَسَدِيِّ (٢٣٥) وَبِسَيِّدِنَا سِمَاكِ بْنِ خَرْشَةَ الْاَنْصَارِيِّ (٢٣٦) وَبِسَيِّدِنَا سَهْلِ بْنِ عَتِيْكِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٣٧) وَبِسَيِّدِنَا سُهَيْلِ بْنِ رَافِعِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٣٨) وَبِسَيِّدِنَا السَّائِبِ بْنِ مَظْعُوْنِ الْجُمَحِيِّ (٢٣٩) وَبِسَيِّدِنَا اُبَيِّ بْنِ الْكَعْبِ نِ الْاَنْصَارِيِّ النَّجَّارِيِّ (٢٤٠) وَبِسَيِّدِنَا اَبِيْ مُعَاذِ النَّجَّارِيِّ (٢٤١) وَبِسَيِّدِنَا اُسَيْرَةَ بْنِ عَمْرِو نِ الْاَنْصَارِيِّ النَّجَّارِيِّ (٢٤٢) وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٤٣) وَبِسَيِّدِنَا عَائِذِبْنِ مَاعِصِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٤٤) وَبِسَيِّدِنَا عَبْسِ بْنِ

عَامِرِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٤٥) وَبِسَيِّدِنَا عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ نِ الْاَسَدِيِّ (٢٤٦) وَبِسَيِّدِنَا عَتِيْكِ بْنِ التَّيِّهَانِ
الْاَنْصَارِيِّ (٢٤٧) وَبِسَيِّدِنَا عَشْرَةَ السَّلَمِيِّ (٢٤٨) وَبِسَيِّدِنَا عَاقِلِ بْنِ الْبُكَيْرِ (٢٤٩) وَبِسَيِّدِنَا فَرْوَةَ بْنِ
عَمْرِو ن الْاَنْصَارِيِّ (٢٥٠) وَبِسَيِّدِنَا غَنَامِ بْنِ اَوْسِ ن الْاَنْصَارِيِّ (٢٥١) وَبِسَيِّدِنَا الْفَاكِهِ بْنِ بِشْرِ نِ
الْاَنْصَارِيِّ (٢٥٢) وَبِسَيِّدِنَا قَيْسِ بْنِ مَخْلَدِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٥٣) وَبِسَيِّدِنَا قَيْسِ بْنِ مِحْصَنِ الْاَنْصَارِيِّ
(٢٥٤) وَبِسَيِّدِنَا قَيْسِ بْنِ اَبِيْ صَعْصَعَةَ الْاَنْصَارِيِّ (٢٥٥) وَبِسَيِّدِنَا قُطْبَةَ بْنِ عَامِرِنِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٥٦)
وَبِسَيِّدِنَا سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ الْاَنْصَارِيِّ (٢٥٧) وَبِسَيِّدِنَا سَعْدِبْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٥٨) وَبِسَيِّدِنَا
سَعْدِبْنِ عُبَادَةَ الْاَنْصَارِيِّ السَّاعِدِيِّ (٢٥٩) وَبِسَيِّدِنَا عُثْمَانَ الْاَنْصَارِيِّ الزُّرَقِيِّ (٢٦٠) وَبِسَيِّدِنَا سَعْدِبْنِ
زَيْدِ نِ الْاَنْصَارِيِّ الْاَشْهَلِيِّ (٢٦١) وَبِسَيِّدِنَا سُفْيَانَ بْنِ بِشْرِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٦٢) وَبِسَيِّدِنَا سَالِمِ بْنِ
عُمَيْرِ نِ الْعَوْفِيِّ (٢٦٣) وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْمِ بْنِ عَمْرِو ن الْاَنْصَارِيِّ (٢٦٤) وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ
الْاَنْصَارِيِّ (٢٦٥) وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ فَهْدِنِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٦٦) وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْمِ بْنِ مِلْحَانَ
الْاَنْصَارِيِّ (٢٦٧) وَبِسَيِّدِنَا سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ الْاَنْصَارِيِّ الْاَشْهَلِيِّ (٢٦٨) وَبِسَيِّدِنَا سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو نِ
الْاَنْصَارِيِّ (٢٦٩) وَبِسَيِّدِنَا سَلَمَةَ بْنِ ثَابِتِ نِ الْاَنْصَارِيِّ الْاَشْهَلِيِّ (٢٧٠) وَبِسَيِّدِنَا سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ
الْقُرَشِيِّ الْفَهْرِيِّ (٢٧١) وَبِسَيِّدِنَا سُوَيْدِبْنِ مَخْشِيِّ الطَّائِيِّ (٢٧٢) وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْطِ بْنِ عَمْرِو الْعَامِرِ
الْقُرَشِيِّ (٢٧٣) وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْطِ بْنِ قَيْسِ نِ الْاَنْصَارِيِّ النَّجَّارِيِّ (٢٧٤) وَبِسَيِّدِنَا سُرَاقَةَ بْنَ كَعْبٍ
الْاَنْصَارِيِّ النَّجَّارِيِّ (٢٧٥) وَبِسَيِّدِنَا سُرَاقَةَ بْنِ عَمْرِو ن الْاَنْصَارِيِّ النَّجَّارِيِّ (٢٧٦) وَبِسَيِّدِنَا سُبَيْعِ بْنِ
حَاطِبِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٧٧) وَبِسَيِّدِنَا سَوَّادِ بْنِ غَزِيَّةَ الْاَنْصَارِيِّ السَّلَمِيِّ (٢٧٨) وَبِسَيِّدِنَا سَعِيْدِ بْنِ
سُهَيْلِ نِ الْاَنْصَارِيِّ الْاَشْهَلِيِّ (٢٧٩) وَبِسَيِّدِنَا شَمَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَخْزُوْمِيِّ (٢٨٠) وَبِسَيِّدِنَا شُجَاعِ
بْنِ اَبِيْ وَهَبِ نِ الْاَسَدِيِّ حَلِيْفِ عَبْدِ شَمْسٍ (٢٨١) وَبِسَيِّدِنَا هَانِئِ بْنِ نِيَارِ نِ الْاَسَدِيِّ (٢٨٢) وَبِسَيِّدِنَا
هِلَالِ بْنِ الْمُعَلَّى الْاَنْصَارِيِّ (٢٨٣) وَبِسَيِّدِنَا هِلَالِ بْنِ خَوْلِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (٢٨٤) وَبِسَيِّدِنَا هُمَّامِ بْنِ
الْحَارِثِ (٢٨٥) وَبِسَيِّدِنَا وَهَبِ بْنِ اَبِيْ شَرْحِ نِ الْفَهْرِيِّ الْقُرَشِيِّ (٢٨٦) وَبِسَيِّدِنَا وَدِيْعَةَ بْنِ عَمْرِو نِ

اَلْاَنْصَارِيِّ (٢٨٧) وَبِسَيِّدِنَا يَزِيْدَ بْنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٨٨) وَبِسَيِّدِنَا يَزِيْدَبْنِ ثَابِتِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٨٩) وَبِسَيِّدِنَا اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ (٢٩٠) وَبِسَيِّدِنَا اَبِى الْحُمَرَاءِ مَوْلَى اٰلِ عَفْرَاءَ (٢٩١) وَبِسَيِّدِنَا اَبِى الْخَالِدِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٩٢) وَبِسَيِّدِنَا اَبِىْ خُذَيْمَةَ بْنِ اَوْسِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٩٣) وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْمِ اَبِىْ كَبْشَةَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَوْسِيِّ (٢٩٤) وَبِسَيِّدِنَا اَبِىْ مُلَيْلِ نِ الضَّبْعِيِّ (٢٩٥) وَبِسَيِّدِنَا اَبِى الْمُنْذِرِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَامِرِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٢٩٦) وَبِسَيِّدِنَا اَبِىْ نَمْلَةَ الْاَنْصَارِيِّ (٢٩٧) وَبِسَيِّدِنَا اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ الْفَهْرِيِّ الْقُرَشِيِّ (٢٩٨) وَبِسَيِّدِنَا اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْاَنْصَارِيِّ (٢٩٩) وَبِسَيِّدِنَا اَبِىْ عَيْشِ نِ الْحَارِثِيِّ الْاَنْصَارِيِّ (٣٠٠) وَبِسَيِّدِنَا يَزِيْدَ بْنِ الْاَخْنَسِ السَّلَمِيِّ (٣٠١) وَبِسَيِّدِنَا اَبِىْ اُسَيْدِ نِ السَّاعِدِيِّ (٣٠٢) وَبِسَيِّدِنَا اَبِىْ اِسْرَائِيْلَ الْاَنْصَارِيِّ (٣٠٣) وَبِسَيِّدِنَا اَبِى الْاَعْوَرِ بْنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِيِّ النَّجَّارِيِّ (٣٠٤) وَبِسَيِّدِنَا سَعْدِ بْنِ سُهَيْلِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٣٠٥) وَبِسَيِّدِنَا سَعْدِبْنِ خَوْلَةَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ (٣٠٦) وَبِسَيِّدِنَا سَعْدِ بْنِ خَوْلِيِّ مَوْلىٰ حَاطِبِ بْنِ اَبِىْ بَلْتَعَةَ (٣٠٧) وَبِسَيِّدِنَا سَالِمِ مَوْلىٰ اَبِىْ حُذَيْفَةَ (٣٠٨) وَبِسَيِّدِنَا سَلَمَةَ بْنِ حَاطِبِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٣٠٩) وَبِسَيِّدِنَا اَبِىْ مَرْثَدِ نِ الْغَنَوِيِّ (٣١٠) وَبِسَيِّدِنَا اَبِىْ مَسْعُوْدِ نِ الْاَنْصَارِيِّ (٣١١) وَبِسَيِّدِنَا اَبِىْ فُضَالَةَ الْاَنْصَارِيِّ (٣١٢) وَبِسَيِّدِنَا عَمَّارِبْنِ يَاسِرِنِ الْمُهَاجِرِيِّ (٣١٣) وَبِسَيِّدِنَا طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللّٰهِ الْقُرَشِيِّ (٣١٤) وَبِسَيِّدِنَا سِمَاكِ بْنِ سَعْدِ نِ الْخَزْرَجِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ-

اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا دَيْنًا اِلَّاقَضَيْتَهٗ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا يَآاَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ-

–[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৫১০-৫১৪]

بَابُ ذِكْرِ الْيَمَنِ وَالشَّامِ وَذِكْرِ أُوَيْسِ الْقَرْنِيِّ
পরিচ্ছেদ : ইয়ামন ও শাম [সিরিয়া] দেশের বর্ণনা এবং ওয়াইস করনীর আলোচনা

"اَلْيَمَنُ" শব্দটি মূলত "اَلْيَمِيْنُ" হতে উৎপন্ন এবং "اَلشَّامُ" তার বিপরীত "اَلشِّمَالُ" হতে নির্গত। 'ইয়ামন' [যার অর্থ ডান] ভূখণ্ডটি কা'বা শরীফের ডানে অবস্থিত এবং সিরিয়া তার বামে অবস্থিত।

"اَلْقَرَنُ" [ক্বাফ' ও 'রা' -এ যবরের সাথে] ইয়ামন দেশের একটি বস্তি বা শহরের নাম। 'ওয়াইস' একজন প্রসিদ্ধ যুগ সাধক তাবেয়ী। ওয়াইস ছিলেন নবী করীম ﷺ -এর যুগের লোক। তবে নিজ দেশে থেকেই তিনি ঈমান এনেছেন। তাঁর একমাত্র মা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো পরিজন ছিল না। গোটা জীবন তিনি মায়ের খেদমতে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। মায়ের খেদমতে বিঘ্ন ঘটতে পারে এ আশঙ্কায় তিনি নবী করীম ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করা হতেও বিরত রয়েছিলেন। অথচ নবী করীম ﷺ তাঁকে চাক্ষুষ না দেখেও সাহাবীগণের নিকট তাঁর প্রশংসা করে গেছেন। দুনিয়াতে তিনি 'আশেকে রাসূল' হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর জীবন ইতিহাস খুবই লোমহর্ষক। সুতরাং বিভিন্ন কারণে ইয়ামন দেশের বর্ণনায় 'ওয়াইস করনী'র আলোচনাকে বিশেষভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম পরিচ্ছেদ

٦٠٠٦ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ رَجُلًا يَاْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ اُوَيْسٌ لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ اُمٍّ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللّٰهَ فَاَذْهَبَهُ اِلَّا مَوْضَعَ الدِّيْنَارِ اَوِ الدِّرْهَمِ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ خَيْرَ التَّابِعِيْنَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ اُوَيْسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُوْهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬০০৬. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইয়ামন দেশ হতে এক ব্যক্তি তোমাদের নিকট আসবে। তাঁর নাম হবে 'ওয়াইস।' একজন মাতা ছাড়া ইয়ামন দেশে তাঁর আর কোনো নিকটতম আত্মীয়স্বজন থাকবে না। তার দেহে ছিল শ্বেত-ব্যাধি। এর জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। ফলে এক দিরহাম অথবা এক দিনার পরিমাণ জায়গা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা তাঁর সেই রোগটি দূর করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের যে কেউ তাঁর সাক্ষাৎ পাবে, সে যেন নিজের মাগফিরাতের জন্য তাঁর দ্বারা দোয়া করায়। অপর রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তাবেয়ীদের মধ্যে সর্বোত্তম এক ব্যক্তি, তাঁর নাম 'ওয়াইস', তাঁর শুধুমাত্র একজন মা রয়েছেন, এবং তাঁর শরীরে শ্বেত দাগ থাকবে। সুতরাং তোমরা নিজেদের মাগফিরাতের দোয়ার জন্য তাঁর কাছে অনুরোধ করবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : তাবেয়ী অপেক্ষা সাহাবীর মর্যাদা অনেক বেশি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে মর্যাদায় নিম্নস্তরের হলেও নেককার, বুজুর্গ ব্যক্তির নিকট দোয়ার জন্য আবদার করা যায়।

وَعَنْ ٦٠٠٧ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَتَاكُمْ اَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ اَرَقُّ اَفْئِدَةً وَاَلْيَنُ قُلُوْبًا اَلْاِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِيْ اَصْحَابِ الْاِبِلِ وَالسَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ فِيْ اَهْلِ الْغَنَمِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬০০৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, [যখন হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) এবং তাঁর কওমের লোকজন নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন] নবী করীম ﷺ বললেন, ইয়ামনবাসীগণ [স্বেচ্ছায়] তোমাদের নিকটে এসেছেন। তাদের মন খুবই নরম এবং অন্তর অত্যধিক কোমল। ঈমান ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং হেকমত [বুদ্ধিমত্তা]ও ইয়ামনবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। আর গর্ব-অহমিকা রয়েছে উটের রাখালের কাছে, পক্ষান্তরে স্বস্তি ও শান্তি বিদ্যমান রয়েছে বকরি পালকদের মধ্যে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ ইয়ামনবাসীরা যত সহজে ঈমান গ্রহণ করেছেন, আর কেউই এত সহজে ঈমান গ্রহণ করেনি। হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে তাঁদের সহযোগিতায় সিরিয়া ও ইরাক বিজয় হয়। আর বকরি চালক ও পালকের অন্তর শান্ত ও সহিষ্ণু থাকে, পক্ষান্তরে উট, ঘোড়া ইত্যাদি চালকের অন্তর থাকে সাধারণত পাষাণ ও নিষ্ঠুর।

وَعَنْهُ ٦٠٠٨ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِيْ اَهْلِ الْخَيْلِ وَالْاِبِلِ وَالْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِيْ اَهْلِ الْغَنَمِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬০০৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুফরের উৎপত্তি হবে পূর্বদিক হতে। গর্ব-অহমিকা রয়েছে পশমি তাঁবুর অধিবাসী ঘোড়া ও উট চালকদের মধ্যে। আর শান্তি রয়েছে বকরি চালকদের মধ্যে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ -এর আবির্ভাব পূর্ব-এশিয়া হতে ঘটবে। হয়তো এ হাদীসে এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٦٠٠٩ أَبِيْ مَسْعُوْدِنِ الْاَنْصَارِيِّ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ هٰهُنَا جَاءَتِ الْفِتَنُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوْبِ فِي الْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ عِنْدَ اُصُوْلِ اَذْنَابِ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ فِيْ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬০০৯. অনুবাদ : হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, এই দিক অর্থাৎ পূর্বদিক হতে ফিতনা-ফ্যাসাদের উৎপত্তি হবে। কর্কশ ভাষা ও হৃদয়ের কাঠিন্য, উট ও গরুর লেজের পাশে চিৎকারকারী, পশমি তাঁবুর অধিবাসী রবী'আ ও মুযার গোত্রের মধ্যে রয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মরুপ্রান্তে বসবাসকারী লোক সাধারণত গবাদিপশুর পিছনে পিছনে চিৎকার দিয়ে থাকে। কৃষিকার্য বা পশু পালন তাদের পেশা। সামাজিক সভ্যতা তথা দীনি শিক্ষাদীক্ষা ও আচার-আচরণ হতে তারা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত, ফলে তাদের ভাষার মধ্যে তাকে অশালীনতা এবং হৃদয়ের মধ্যে থাকে কঠোরতা। রাসূল ﷺ -এর জামানায় রবী'আ ও মুযার গোত্রদ্বয় ছিল এই স্বাভাব ও চরিত্রের, কাজেই তাদের কথা উল্লেখ করা হয়।

٦٠١٠ وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غِلَظُ الْقُلُوْبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ وَالْاِيْمَانُ فِيْ اَهْلِ الْحِجَازِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬০১০. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হৃদয়ের কঠোরতা ও ভাষায় কর্কশতা পূর্বদিকে [অর্থাৎ তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে] রয়েছে এবং ঈমান রয়েছে হেজাযবাসীদের মধ্যে। –[মুসলিম]

٦٠١١ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَأْمِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ يَمَنِنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَفِيْ نَجْدِنَا قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَأْمِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ يَمَنِنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَفِيْ نَجْدِنَا فَاَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطٰنِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৬০১১. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের শাম দেশে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের ইয়ামন দেশে বরকত দান করুন। তখন সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নজদের জন্যও [দোয়া করুন]। তিনি আবারও বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের শাম দেশে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের ইয়ামন দেশে বরকত দান করুন। এবারও সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নজদের জন্যও [দোয়া করুন]। [বর্ণনাকারী ইবনে ওমর (রা.) বলেন,] আমার ধারণা, তিনি তৃতীয়বারে বললেন, সেখানে ভূকম্পন এবং ফিতনা রয়েছে এবং সেখান থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নজদ মক্কা-মদিনার পূর্ব দিকে অবস্থিত, কাজেই এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বদিক হতে অধিকাংশ ফিতনা-ফ্যাসাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। যেমন পূর্ব হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, নজদ নামীয় এলাকা সর্বদা ফিতনা-ফ্যাসাদে জড়িত থাকবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦٠١٢ - عَنْ اَنَسٍ (رضـ) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ قِبَلَ الْيَمَنِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَقْبِلْ بِقُلُوْبِهِمْ وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَمُدِّنَا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৬০১২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইয়ামন দেশের দিকে তাকিয়ে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! ইয়ামনবাসীদের অন্তর আমাদের দিকে ফিরিয়ে দাও এবং আমাদের জন্য আমাদের সা' ও মুদের মধ্যে বরকত দাও। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সা' এবং মুদ এ দুটি আরব দেশীয় পরিমাপবিশেষ। আমাদের দেশীয় ওজনে এক সা' সমপরিমাণ প্রায় সাড়ে তিন সের এবং এক মুদ সা'-এর এক চতুর্থাংশ।

٦٠١٣ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طُوْبٰى لِلشَّامِ قُلْنَا لِاَىٍّ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِاَنَّ مَلٰئِكَةَ الرَّحْمٰنِ بَاسِطَةٌ اَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ)

৬০১৩. **অনুবাদ :** হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শাম [সিরিয়া] দেশের জন্য মুবারকবাদ। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর কারণ কি? তিনি বললেন, আল্লাহর [রহমতের] ফেরেশতাগণ তার উপর নিজেদের পাখা প্রসারিত করে রেখেছেন। –[আহমদ ও তিরমিযী]

٦٠١٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَخْرُجُ نَارٌ مِنْ نَحْوِ حَضْرَمَوْتَ اَوْ مِنْ حَضْرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৬০১৪. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে হাযরামাউতের দিক হতে অথবা বলেছেন, 'হাযরামাউত' হতে একটি অগ্নি বের হবে, তা মানুষদেরকে সমবেত করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন আমাদেরকে আপনি কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তখন তোমরা অবশ্যই সিরিয়ায় চলে যাবে। –[তিরমিযী]

٦٠١٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ فَخِيَارُ النَّاسِ اِلٰى مُهَاجِرِ اِبْرَاهِيْمَ -

৬০১৫. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে এক হিজরতের পর আরেকটি হিজরত সংঘটিত হবে। তখন উত্তম মানুষ তারাই হবে, যারা ঐ জায়গায় হিজরত করবে, যে জায়গায় হযরত ইবরাহীম (আ.) হিজরত করেছিলেন [অর্থাৎ সিরিয়ায়]।

وَفِي رِوَايَةٍ فَخِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ أَلْزَمُهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ وَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ أَرْضُوهُمْ تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللّٰهِ تَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد)

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, এ ধরাপৃষ্ঠে তারাই সর্বোত্তম যারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর হিজরতের স্থানকে নিজেদের হিজরতস্থল বানাবে। এ সময় ধরাপৃষ্ঠে শুধুমাত্র মন্দ লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। তাদেরকে তাদের দেশ বিতাড়িত করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঘৃণা করবেন। [অতঃপর] একটি আগুন তাদেরকে বানর ও শূকরের দলসহ হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। তারা যেখানে রাত্রিযাপন করবে আগুনও সেখানে রাত্র কাটাবে এবং যেখানে তারা দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করবে, আগুনও সেখানে বিশ্রাম করবে। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٦٠١٦ ابْنِ حَوَالَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ سَيَصِيرُ الْأَمْرُ أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ بِالْعِرَاقِ فَقَالَ ابْنُ حَوَالَةَ خِرْلِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذٰلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا خِيَرَةُ اللّٰهِ مِنْ أَرْضِهِ يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيَرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد)

৬০১৬. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে হাওয়ালা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, অচিরেই অবস্থা এমন হবে যে, তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল সিরিয়ায়, আরেক দল ইয়ামনে এবং আরেক দল ইরাকে হবে। ইবনে হাওয়ালা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি সে যুগ পাই, তখন আমি কোন দলের সাথে থাকব তা আপনি মনোনীত করে দিন। তিনি বললেন, তুমি সিরিয়াকে গ্রহণ করবে। কারণ সিরিয়া হলো আল্লাহর পছন্দনীয় জমিন। শেষ জামানায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক ও পুণ্যবান ব্যক্তিদেরকে সেখানে সমবেত করবেন। যদি তোমরা সেখানে যেতে না চাও, তাহলে ইয়ামনে চলে যাবে। তোমাদের [গবাদিপশুকে] নিজেদের হাউজ হতে পানি পান করাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমার অসিলায় সিরিয়া এবং সিরিয়াবাসীর জন্য জিম্মাদার হয়ে গেছেন [ফলে তার বাসিন্দানগণ কুফরের অনিষ্টতা এবং ফিতনা-ফ্যাসাদ হতে নিরাপদে থাকবে।] –[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নিজের হাউজ হতে পানি পান করানোর নির্দেশ এজন্যই দেওয়া হয়েছে, যেন এ ধরনের মামুলি ব্যাপারের সূত্র ধরে অন্যের সাথে ঝগড়া-বিবাদ না ঘটে এবং কোনো ফিতনার সূচনা না হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٠١٧ - عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ (رحـ) قَالَ ذُكِرَ اَهْلُ الشَّامِ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقِيْلَ اِلْعَنْهُمْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ لاَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْاَبْدَالُ يَكُوْنُوْنَ بِالشَّامِ وَهُمْ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ اَبْدَلَ اللّٰهُ مَكَانَهُ رَجُلًا يُسْقٰى بِهِمُ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْاَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ عَنْ اَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ .

৬০১৭. অনুবাদ : হযরত শুরায়হ ইবনে ওবায়দ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আলী (রা.) -এর সম্মুখে শাম [সিরিয়া] বাসীদের আলোচনা হয়, তখন কেউ বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! তাদের উপর লানতের বদদোয়া করুন। উত্তরে হযরত আলী (রা.) বললেন, না, [লানত করব না।] কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, 'আবদাল' সিরিয়াতেই হয়। তাঁরা চল্লিশ ব্যক্তি। যখনই তাঁদের কেউ মৃত্যুবরণ করেন, তখনই আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্থলে আরেক জনকে নিযুক্ত করেন। তাঁদের বরকতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তাঁদের অসিলায় দুশমনদের বিরুদ্ধে সাহায্য পাওয়া যায় এবং তাঁদের বরকতে সিরিয়াবাসীদের উপর হতে আজাব দূরীভূত করা হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَبْدَالٌ 'আবদাল' এটা একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক মর্যাদা। হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, নামাজ, রোজা বা তাসবীহ -এর আধিক্যে কেউ তাঁদের উপর মর্যাদা লাভ করতে পারবে না; বরং উত্তম চরিত্র, নিষ্কলুষ পরহেজগারি, নিয়তের পরিচ্ছন্নতা ও অন্তরের নিষ্ঠার মাধ্যমেই তা অর্জিত হয়। তাঁদেরকে 'আবদাল' এজন্যই বলা হয় যে, তাঁরা যখন এক স্থান হতে অন্যত্র চলে যান, তখন তাঁর স্থলে আরেক ব্যক্তিকে স্থাপন করা হয়। জিন জাতি যেমন বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারে, অনুরূপভাবে ফেরেশতা এবং আল্লাহর বিশেষ বান্দাগণও আকৃতি পরিবর্তন করতে পারেন।

٦٠١٨ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَتُفْتَحُ الشَّامُ فَاِذَا خُيِّرْتُمُ الْمَنَازِلَ فِيْهَا فَعَلَيْكُمْ بِمَدِيْنَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ فَاِنَّهَا مَعْقِلُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الْمَلَاحِمِ وَفُسْطَاطُهَا اَرْضٌ يُقَالُ لَهَا الْغُوْطَةُ . (رَوَاهُمَا اَحْمَدُ)

৬০১৮. অনুবাদ : জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে সিরিয়া বিজয় হবে। সুতরাং যখন তোমাদেরকে সে এলাকায় অবস্থানের সুযোগ দেওয়া হবে, তখন তোমরা 'দামেশক' নামীয় শহরকেই গ্রহণ করবে। কেননা তা হবে যুদ্ধ হতে মুসলমানদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং শামের ডেরা। সেখানে আরেকটি মনোরম জায়গা রয়েছে, যার নাম হলো 'গোতা।' উক্ত হাদীস দুটি ইমাম আহমদ (র.) রেওয়ায়েত করেছেন।

٦٠١٩ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخِلَافَةُ بِالْمَدِيْنَةِ وَالْمُلْكُ بِالشَّامِ .

৬০১৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, খেলাফত মদিনাতে এবং বাদশাহি হলো সিরিয়ায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত হাসান (রা.)-এর সাথে সন্ধির পর হযরত মুআবিয়া (রা.) তাঁর 'দারুল খিলাফত' সিরিয়াতেই স্থাপন করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুদ্দতে খেলাফতে রাশেদা ত্রিশ বৎসর বলেছেন। হযরত হাসান (রা.) পর্যন্ত তা পূর্ণ হয়ে যায়। এজন্য হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর শাসনামলকে 'খেলাফতে রাশেদা' বলা হয় না। -[তা'লীক]

وَعَنْ ٦٠٢٠ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُ عُمُوْدًا مِنْ نُوْرٍ خَرَجَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِىْ سَاطِعًا حَتّٰى اسْتَقَرَّ بِالشَّامِ. (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِىُّ فِىْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

৬০২০. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি [স্বপ্নে] দেখেছি, একটি আলোর স্তম্ভ আমার নিচ হতে বের হয়ে উপরে জ্যোতির্ময় হয়েছে- অবশেষে তা সিরিয়ায় গিয়ে স্থির হয়ে গেছে। -[উক্ত হাদীস দুটি ইমাম বায়হাকী (র.) দালায়েলুন নুবুওয়্যাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সম্ভবত ক্ষমতার উৎস মদিনা হতে বের হয়ে পরবর্তীতে সিরিয়ায় গিয়ে স্থির হয়েছে।

وَعَنْ ٦٠٢١ أَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوْطَةِ إِلٰى جَانِبِ مَدِيْنَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৬০২১. অনুবাদ : হযরত আবুদ্দারদা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [দাজ্জাল ও তার বাহিনীর সাথে] যুদ্ধের দিন মুসলমানদের সমবেত স্থান [দুর্গ] হবে 'গোতা।' তা দামেশক শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত। বস্তুত সিরিয়ার শহরসমূহের মধ্যে দামেশকই সর্বোত্তম শহর। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٦٠٢٢ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سُلَيْمَانَ (رض) قَالَ سَيَأْتِىْ مَلِكٌ مِنْ مُلُوْكِ الْعَجَمِ فَيَظْهَرُ عَلَى الْمَدَائِنِ كُلِّهَا إِلَّا دِمَشْقَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৬০২২. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সুলায়মান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে আজমী বাদশাহদের মধ্য হতে একজন বাদশাহর আবির্ভাব ঘটবে। অতঃপর দামেশক ব্যতীত সমস্ত শহরগুলোতে তার আধিপত্য স্থাপিত হবে। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ ব্যক্তি কে? হাদীসের ব্যাখ্যাদানকারীগণের কেউই তার নাম উল্লেখ করেননি। তবে কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ বাদশাহ ইয়ামন দেশ হতে বের হবে।

بَابُ ثَوَابِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ
পরিচ্ছেদ : এ উম্মতের [উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ -এর] ছওয়াবের বিবরণ

এ উম্মত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উম্মত যে পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মত অপেক্ষা উত্তম, তা কুরআন মাজীদেই সুস্পষ্টভাবে রয়েছে। যেমন– (الاية) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ . অর্থাৎ 'তোমরা উত্তম উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ....।'
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ অর্থাৎ 'অনুরূপভাবে তোমাদেরকে আমি মধ্যমপন্থি উম্মত বানিয়েছি, যেন তোমরা মানুষদের জন্য স্বাক্ষী হতে পার।' স্মরণ রাখতে হবে, এখানে উম্মত দ্বারা শুধুমাত্র ঈমানদার, আল্লাহতে বিশ্বাসী, সুন্নতের অনুসারীগণকে বুঝানো হয়েছে। ইসলামি পরিভাষায় তারা 'উম্মতে ইজাবত।' কিন্তু যারা এগুলোতে বিশ্বাসী নয়, তাদেরকে বলা হয় 'উম্মতে দাওয়াত।' তারা উক্ত মর্যাদার অধিকারী নয়। সুতরাং আলোচ্য পরিচ্ছেদে উম্মতে ইজাবতের ছওয়াব বা প্রতিদানের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٠٢٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَجَلُكُمْ فِيْ اَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْاُمَمِ مَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ وَاِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى كَرَجُلٍ اِسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَّعْمَلُ لِيْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اِلٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارٰى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اِلٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَّعْمَلُ لِيْ مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ .

৬০২৩. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অতীত জাতিসমূহের সাথে তোমাদের জীবনের তুলনা হলো, আসরের নামাজের সময় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের এবং ইহুদি ও নাসারাদের উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে শ্রমিকদেরকে কাজে নিযুক্ত করল এবং তাদেরকে বলল, তোমাদের মধ্যে কে এক এক কীরাতের [বিশেষ মুদ্রা] বিনিময়ে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আমার কাজ করবে? ফলে ইহুদিরা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এক এক কীরাতের শর্তে কাজ করল। অতঃপর ঐ ব্যক্তি আবার বলল, তোমাদের মধ্যে কে এক এক কীরাতের বিনিময়ে দ্বিপ্রহর হতে আসর পর্যন্ত আমার কাজ করবে? এবার খ্রিস্টানরা দ্বিপ্রহার হতে আসর পর্যন্ত এক এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করল। লোকটি অতঃপর বলল, তোমাদের কে আসর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই দুই কীরাতের বিনিময়ে আমার কাজ করবে?

اَلَا فَاَنْتُمُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ اِلَى الْمَغْرِبِ الشَّمْسِ اَلَا لَكُمُ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ عَمَلًا وَاَقَلُّ عَطَاءً قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَهَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوْا لَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِنَّهُ فَضْلِىْ اُعْطِيْهِ مَنْ شِئْتُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

জেনে রাখ! সে লোক তোমরাই, যারা আসরের নামাজ হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করবে এবং জেনে রাখ! পারিশ্রমিক তোমাদের জন্য দ্বিগুণ। এতে ইহুদি এবং নাসারা উভয় দল ভীষণভাবে রাগান্বিত হলো এবং বলল, আমাদের কাজ বেশি এবং পারিশ্রমিক কম। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি কি তোমাদের পাওনা হক সম্পর্কে সামান্যটুকুও জুলুম করেছি? তারা বলল, না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, এটা আমার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা দান করি। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ভোর হতে দ্বিপ্রহর এবং দ্বিপ্রহর হতে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত সময়ের তুলনায় আসর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় অনেক কম। অত্র হাদীসে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। একটি হলো, অতীত জাতির তুলনায় আমাদের আয়ুষ্কাল খুবই কম। এজন্য এ উম্মতের আমলের পুরস্কার আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়টি হলো, জোহর হতে আসর পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময় আসর হতে মাগরিব পর্যন্তের মধ্যবর্তী সময়ের তুলনায় দীর্ঘ। এতে জোহরের নামাজের ওয়াক্তের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের সমর্থন রয়েছে যে, প্রত্যেক জিনিসের ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের সময় থাকে। অন্যথায় জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময় দীর্ঘ থাকবে না এবং দৃষ্টান্ত বাস্তবের সাথে অমিল থেকে যাবে।

٦٠٢٤ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِىْ لِىْ حُبًّا نَاسٌ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِىْ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ رَاٰنِىْ بِاَهْلِهِ وَمَالِهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬০২৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে আমার প্রতি অত্যধিক মহব্বত পোষণকারী লোক তারা হবে, যারা আমার পরে জন্মগ্রহণ করবে। তাদের কেউ এই আকাঙ্ক্ষা রাখবে, যদি সে আমাকে দেখতে পায়, তাহলে আমার জন্য নিজেদের পরিবার-পরিজন ও মালসম্পদ কুরবান করে দেবে। -[মুসলিম]

٦٠٢٥ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَزَالُ مِنْ اُمَّتِىْ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِاَمْرِ اللّٰهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَنَسٍ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ فِىْ كِتَابِ الْقِصَاصِ .

৬০২৫. অনুবাদ : হযরত মু'আবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা আল্লাহর হুকুমের উপর কায়েম থাকবে। যারা তাঁদেরকে লাঞ্ছিত করতে চাবে এবং যারা তাঁদের বিরোধিতা করবে, এরা তাঁদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, এমনকি তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত এ অবস্থায় বিদ্যমান থাকবেন। -[বুখারী ও মুসলিম] হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস "اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ" কেসাস অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِى : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٦٠٢٦ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ اُمَّتِى مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرٰى اَوَّلُهٗ خَيْرٌ اَمْ اٰخِرُهٗ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৬০২৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের উদাহরণ হলো বৃষ্টির ন্যায়, যার সম্পর্কে [দৃঢ়তার সাথে] বলা যায় না, তার প্রথমাংশ উত্তম, নাকি শেষাংশ? –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উপকারিতার দিক দিয়ে যেমন বৃষ্টির প্রথম ও শেষ অংশের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না, তেমনই উম্মতে মুহাম্মদীরও সর্বযুগ উত্তম। তবে হ্যাঁ, মর্যাদায় সাহাবায়ে কেরাম যে উত্তম, এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই। নবী করীম ﷺ বলেছেন, خَيْرُ الْقُرُوْنِى قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ـ অর্থাৎ 'যুগসমূহের মধ্যে উত্তম যুগ হলো আমার যুগ, তারপর যারা তাঁদের নিকটবর্তী, তারপর যারা তাঁদের নিকটবর্তী।' বস্তুত উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে শেষ যুগকে সার্বিকভাবে মন্দ বলা যায় না। কেননা মুহাদ্দেসীন, সালেহীন, ফকীহ-মুজতাহেদীন এ যুগে বিদ্যমান রয়েছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٦٠٢٧ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْشِرُوْا وَاَبْشِرُوْا اِنَّمَا مَثَلُ اُمَّتِىْ مَثَلُ الْغَيْثِ لَا يُدْرٰى اٰخِرُهٗ خَيْرٌ اَمْ اَوَّلُهٗ اَوْ كَحَدِيْقَةٍ اُطْعِمَ مِنْهَا فَوْجٌ عَامًا ثُمَّ اُطْعِمَ مِنْهَا فَوْجٌ عَامًا لَعَلَّ اٰخِرَهَا فَوْجًا اَنْ يَّكُوْنَ اَعْرَضَهَا عَرْضًا وَاَعْمَقَهَا عُمْقًا وَاَحْسَنَهَا حَسَنًا كَيْفَ تَهْلِكُ اُمَّةٌ اَنَا اَوَّلُهَا وَالْمَهْدِىْ وَسْطُهَا وَالْمَسِيْحُ اٰخِرُهَا وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ فَيْجٌ اَعْوَجُ لَيْسُوْا مِنِّىْ وَلَا اَنَا مِنْهُمْ ـ (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

৬০২৭. অনুবাদ : হযরত জা'ফর তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে] বলেছেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর, সুসংবাদ গ্রহণ কর! আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত হলো মুষলধারে বৃষ্টির মতো। যার সম্পর্কে বলা যায় না, তার প্রথমাংশ উত্তম নাকি শেষাংশ? অথবা ঐ বাগানের মতো, একদল লোক এক বৎসর তা হতে ভোগ করল, অতঃপর আরেক দল লোক পরবর্তী বৎসর তা হতে ভোগ করল। এমনও তো হতে পারে, শেষে যারা ঐ বাগান হতে উপকৃত হয়েছে তারা বেশি প্রসার ও প্রভাব লাভ করবে, গুণাবলিতেও অধিক হবে। সে উম্মত কিরূপ ধ্বংস হতে পারে, যাদের প্রথমে রয়েছি আমি? মধ্যে ইমাম মাহদী এবং শেষে হযরত মাসীহ ঈসা (আ.)। অবশ্য তার মধ্যবর্তী সময়ে এমন বক্র দল প্রকাশ পাবে, আমার সাথে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং আমিও তাদের সাথে সম্পর্কিত নই। –[রাযীন]

وَعَنْ ٦٠٢٨ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الْخَلْقِ اَعْجَبُ اِلَيْكُمْ اِيْمَانًا قَالُوْا الْمَلٰئِكَةُ قَالَ وَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالُوْا فَالنَّبِيُّوْنَ قَالَ وَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ قَالُوْا فَنَحْنُ قَالَ وَمَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ وَاَنَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَعْجَبَ الْخَلْقِ اِلَيَّ اِيْمَانًا لَّقَوْمٌ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ يَجِدُوْنَ صُحُفًا فِيْهَا كِتَابٌ يُّؤْمِنُوْنَ بِمَا فِيْهَا ـ

৬০২৮. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শু'আয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর সৃষ্টিকূলের মধ্যে ঈমানের দিক দিয়ে কাকে তোমরা অধিক পছন্দ কর? তাঁরা বললেন, ফেরেশতাদেরকে। নবী করীম ﷺ বললেন, তাঁরা ঈমান আনবে না কেন, তাঁরা তো তাঁদের রবের কাছেই আছেন। এবার সাহাবীগণ বললেন, তবে নবীগণ। তিনি বললেন, তাঁরা ঈমানদার হবে না কেন, তাঁদের উপর তো ওহী নাজিল হয়ে থাকে। এবার তাঁরা বললেন, তবে আমরা। তিনি বললেন, তোমরা ঈমান আনয়ন করবে না কেন, অথচ আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার কাছে ঈমানের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় ঐ সম্প্রদায়, যারা আমার পরে জন্মগ্রহণ করবে। যারা সহীফা [কুরআন] পাবে, এতে আল্লাহর যেসকল বিধানসমূহ লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার উপর তারা ঈমান আনবে।

وَعَنْ ٦٠٢٩ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْعَلَاءِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهٗ سَيَكُوْنُ فِيْ اٰخِرِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَوْمٌ لَّهُمْ مِثْلُ اَجْرِ اَوَّلِهِمْ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقَاتِلُوْنَ اَهْلَ الْفِتَنِ ـ (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

৬০২৯. **অনুবাদ** : হাযরামী গোত্রীয় আব্দুর রহমান ইবনে 'আলা (রা.) বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, অদূর ভবিষ্যতে এ উম্মতের শেষলগ্নে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যাঁদের নেক আমলের ছওয়াব তাঁদের প্রথম যুগের লোকদের বরাবর হবে। তাঁরা মানুষদেরকে ভালো কাজ করতে আদেশ করবেন এবং মন্দকাজ হতে নিষেধ করবেন। আর ফিতনাবাজদের সাথে লড়াই করবেন। −[উক্ত হাদীস দুটি ইমাম বায়হাকী (র.) দালায়েলুন নুবুওয়্যাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উক্ত লড়াই হাতের দ্বারা এবং মুখের দ্বারা উভয়ভাবে হতে থাকবে।

وَعَنْ ٦٠٣٠ اَبِيْ اُمَامَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ طُوْبٰى لِمَنْ رَاٰنِيْ وَطُوْبٰى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَنِيْ وَاٰمَنَ بِيْ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৬০৩০. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাঁদের জন্য সুসংবাদ যাঁরা আমাকে দেখেছে [এবং ঈমান এনেছে] এবং সাতবার সুসংবাদ ঐ সকল লোকের জন্য, যাঁরা আমাকে না দেখে আমার উপর ঈমান এনেছে। −[আহমদ]

وَعَنْ ٦٠٣١ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ جُمُعَةَ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ حَدِّثْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نِعْمَ اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا جَيِّدًا تَغَدَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا اَسْلَمْنَا وَجَاهَدْنَا مَعَكَ قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ يَّكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُوْنَ بِىْ وَلَمْ يَرَوْنِىْ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارِمِىُّ) وَرَوٰى رَزِيْنٌ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ مِنْ قَوْلِهٖ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا اِلٰى اٰخِرِهٖ ـ

৬০৩১. অনুবাদ : হযরত ইবনে মুহায়রিয হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, আবূ জুমু'আ (রা.) -কে যিনি সাহাবীদের একজন, আমাকে এমন একটি হাদীস বলুন, যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাকে খুবই চমৎকার একটি হাদীস বর্ণনা করব। একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সকালের খানা খাচ্ছিলাম। হযরত আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)ও আমাদের সাথে ছিলেন। তখন আবূ ওবায়দা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের চেয়েও কোনো উত্তম লোক আছে কি? কেননা আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার সঙ্গে থেকে জিহাদ করেছি। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তারা এমন এক কওম, যারা তোমাদের পরে দুনিয়াতে আসবে। আমার উপর ঈমান আনবে, অথচ আমাকে তারা দেখেনি। –[আহমদ ও দারেমী, আর রাযীন হযরত আবূ ওবায়দা হতে يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدٌ خَيْرٌ الخ হতে শেষ পর্যন্ত কথাটি বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٦٠٣٢ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ (رض) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَسَدَ اَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيْكُمْ وَلَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْصُوْرِيْنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ قَالَ ابْنُ الْمَدِيْنِىْ هُمْ اَصْحَابُ الْحَدِيْثِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

৬০৩২. অনুবাদ : হযরত মুআবিয়া ইবনে কুররাহ (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সিরিয়াবাসীগণ যখন নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আর তোমাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকবে না। আর আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা কিয়ামত পর্যন্ত দুশমনের উপর বিজয়ী থাকবে। যারা তাঁদের সাহায্য করবে না তারা তাঁদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। ইবনুল মাদানী (র.) বলেন, এঁরা হলেন মুহাদ্দিসীনের জামাত। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ফেতনা ও ফাসাদ হতে ইসলামের যে কোনো বিষয়কে যাঁরা রক্ষণাবেক্ষণ করে চলবে, তাঁরা ঐ বিজয়ী দলের অন্তর্ভুক্ত। ইবনুল মাদীনী (র.) তাদের মধ্য হতে শুধু একটি জামাতের উল্লেখ করেছেন। যেহেতু তাঁদের অবদান অপরিসীম।

وَعَنْ ٦٠٣٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِيْ الْخَطَاءَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ. (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ)

৬০৩৩. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের ভুল-ভ্রান্তিসমূহ মাফ করে দিয়েছেন এবং সে কাজটিও মাফ করে দিয়েছেন, যে কাজটি তাদের দ্বারা জবরদস্তিমূলক করানো হয়। –[ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী]

وَعَنْ ٦٠٣٤ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قَالَ اَنْتُمْ تُتِمُّوْنَ سَبْعِيْنَ اُمَّةً اَنْتُمْ خَيْرُهَا وَاَكْرَمُهَا عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

৬০৩৪. **অনুবাদ :** হযরত বাহয ইবনে হাকীম তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি আল্লাহর কালাম– كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (اَلْاٰيَةَ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরাই সত্তরতম উম্মতকে পরিপূর্ণ করলে। তোমরাই সমস্ত উম্মতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও মর্যাদাবান উম্মত। –[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী এবং ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি হাসান।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ "سَبْعِيْنَ اُمَّةً" : 'সত্তর উম্মত।' এখানে 'সত্তর' সংখ্যাটি সীমাবদ্ধতা বুঝানোর জন্য নয়; বরং অধিক সংখ্যক বুঝানোর জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এ সংখ্যাটি অধিক সংখ্যা বুঝানোর ক্ষেত্রেই বেশির ভাগ আনা হয়ে থাকে।

আবার এটাও বলা যেতে পারে যে, 'সত্তর উম্মত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বিগত ঐ সকল বড় বড় উম্মত যাদের সংখ্যা সত্তর পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আর এদেরই অধীনে সকল ছোট ছোট উম্মত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৫৪৪]

قَوْلُهٗ "اَنْتُمْ تُتِمُّوْنَ سَبْعِيْنَ اُمَّةً" : 'তোমরাই সত্তরতম উম্মতকে পরিপূর্ণ করলে।' উক্ত বাক্যে "اِتْمَامٌ" মূলত "خَتْمٌ" [শেষ] অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ যেরূপ তোমাদের নবী ﷺ 'খাতিমুন নাবিয়্যীন' [সর্বশেষ নবী] এবং সকল রাসূলগণের সরদার, তদ্রূপ তোমরাও সর্বশেষ উম্মত এবং সকল উম্মতের মাঝে সবচেয়ে মর্যাদাবান ও পূর্ণাঙ্গতম। –[মাযাহেরে হক খ. ৭, পৃ. ৫৪৪]

تَمَّ الْكِتَابُ الْمُسْتَطَابُ (مِشْكٰوةُ الْمَصَابِيْحِ) بِعَوْنِ مَلِكِ الْوَهَّابِ

قَالَ مُؤَلِّفُ الْكِتَابِ شَكَرَ اللّٰهُ سَعْيَهُ وَاَتَمَّ عَلَيْهِ نِعْمَتَهُ قَدْ وَقَعَ الْفَرَاغُ مِنْ جَمْعِ الْاَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ ﷺ اٰخِرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ رَمَضَانَ عِنْدَ رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَّثَلٰثِيْنَ وَسَبْعِ مِائَةٍ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَحُسْنِ تَوْفِيْقِهٖ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রচেষ্টার প্রতিদান প্রদান করুন এবং পরিপূর্ণ করে দিন তাঁর নিয়ামতকে তাঁর উপর। নবী করীম ﷺ -এর হাদীসসমূহ একত্রিত করার কাজ ৭৩৭ হিজরি সনের রমজান মাসের শেষ জুমার দিন শাওয়ালের চাঁদ দেখার সময় আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর উত্তম তাওফীক প্রদানে সমাধা হয়েছে। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সকল পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি। –[মিশকাতুল মাসাবীহ]

মিশকাতুল মাসাবীহ সমাপ্ত